# CONTENTS

## THURSDAY, MARCH 1, 2001.



## FRIDAY, MARCH 2, 2001

## MONDAY, MARCH 5, 2001

## WEDNESDAY, MARCH 7, 2001



## THURSDAY, MARCH 8, 2001

# MONDAY, MARCH 12, 2001

# TUESDAY, MARCH 13, 2001

## PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY, ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Thursday, the 1st March, 2001 at 11 A.M.

### PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Speaker in the Chair the Chief Minister, the Deputy Speaker, 16 Ministers and 34 Members.

### QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলো সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে মাননীয় সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোরপুর) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৩

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :— স্যার, আপনি গতকালকে সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী সাংসদের ডাকাত বলেছেন, এই ঘটনা সত্য কিনা . ...

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল (কুলাই) ঃ—স্যার, আমাকে যদি ২-১টা কথা বলার সুযোগ দেন তাহলে বলতে পারি।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ হলে বলবেন।

( গণ্ডগোল )

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ হওয়ার পর আপনারা বলতে পারবেন।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীনারায়ণ রূপিনি (মন্ত্রী) :**— স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৩

**প্রশ্ন**

১) রাজ্যে প্রতিদিন দুধের চাহিদা কত ?

২) তার মধ্যে কত পরিমাণ দুধ ডেয়ারীর মাধ্যমে পূরণ করা হয় ?

৩) উদয়পুর জেল-সদর-সহ বাকি জেলা সদরগুলোতে ডেয়ারীর দুধ বিক্রীর ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

৪) না করা হলে তার কারণ এবং

৫) হলে কবে থেকে এর ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

**উত্তর**

১) রাজ্যে প্রতিদিন দুধের চাহিদা আনুমানিক ৪,৩৫,৯৮৬ লিটার।

২) তার মধ্যে দৈনিক ৭,৫০০ লিটার দুধ ডেয়ারীর মাধ্যমে পূরণ করা হয়।

৩) বর্তমানে চাহিদা থাকলেও দুধ বিক্রী করা সম্ভব হচ্ছে না। সরকারের এ ধরনের বিক্রীর কোন পরিকল্পনা নাই।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

৫) প্রশ্ন উঠে না।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :**—আপনারা বসুন, কোয়েশ্চান আওয়ারের পর আপনারা বলার সুযোগ পাবেন। আমি সুযোগ দেব।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ (আগরতলা) :**— মাননীয় সদস্য কোন নাম্বার উল্লেখ করেন নি।

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা।

শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা (রামচন্দ্রঘাট) :--অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৩৬

( গণ্ডগোল )

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ( মন্ত্রী ) :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৬

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কীটনাশক (সংশোধনী) বিল ২০০০ইং আইনের অধীন অভিযুক্তদের জন্য প্রত্যেক রাজ্যেই শিক্ষক আদালত গঠন করা হবে।

২) যদি সত্য হয় তবে ত্রিপুরা রাজ্যে কোথায় করা হবে এবং এই আইনের দ্বারা কি কি শাস্তির বিধান রয়েছে?

উত্তর

১) কীটনাশক (সংশোধনী) বিল ২০০০ ইং আইনের অধীন শিক্ষক আদালত গঠন করার সপক্ষে কৃষি দপ্তরের কিছু জানা নেই।

২) প্রশ্নই উঠে না।

( গণ্ডগোল )

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

(শ্রীরতনলাল নাথ ( মোহনপুর ) :—মাননীয় সদস্য দাঁড়িয়ে কোন প্রশ্নের নাম্বার উল্লেখ করেন নি।)

( গণ্ডগোল )

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস।

(শ্রীকাজলচন্দ্র দাস ( কল্যাণপুর ) :—মাননীয় সদস্য কোন প্রশ্নের নাম্বার উল্লেখ করেন নি।)

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস।

(শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (বড়জলা) : :—মাননীয় সদস্য কোন প্রশ্নের নাম্বার উল্লেখ করেন নি।)

( গণ্ডগোল )

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া,
মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার (অনুপস্থিত)।
মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা

( গণ্ডগোল )

( মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা তাঁর প্রশ্নের নাম্বার বলেন নি )

(গণ্ডগোল )

Mr. Speaker :—I name Dipak Roy, I name Dipak Roy, I name Dipak Roy.

( গণ্ডগোল )

Sri Manik Sarkar ( Chief Minister ) :—Mr Speaker Sir,

"As the undermentioned member of the House has abused the Rules of the House, by persintantly and willfully obstructing the business of the House, I beg to mention that this member be suspended from the Session of the House for to-day only i.e. 1st March, 2001 under Rule 331(2).

( গণ্ডগোল )

মি: স্পীকার :—বের করে দিন। বের করে দিন। বের করে দিন। বের করে দিন।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ :— চেয়ারে বসা কোন বিধায়ককেই এই ভাবে বের করে দেওয়া যায় না। স্যার, চেয়ার থেকে পারে না স্যার।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল :—মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত দিনগুলিতে আমরা চাইছিলাম হাউস সুষ্ঠভাবে চলুক। আপনার চেম্বারে আপনার সঙ্গে আলোচনার সুযোগও হয়েছিল। কোয়েশ্চান আওয়ার বিঘ্ন হউক্ এটা আপনিও কামনা করেন না। কারণ, আমরা জানি যাঁরা জনপ্রতিনিধি আছেন তাঁরা সকলেই চান রাজ্যের জনগণের নিরাপত্তা ও উন্নয়ন হউক্। আমাদের এই ব্যাপারে দায়িত্ব এবং অধিকারও আছে।

( গণ্ডগোল )

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যা বৈজয়ন্তী কলাই।

শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই ( টাকারজলা ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার :—১৩৮।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৮।

( গণ্ডগোল )

শ্রীনারায়ণ রূপিনি (মন্ত্রী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৩৮।

প্রশ্ন

১) জম্পুইজলা ব্লকের পশু দপ্তর অফিসে ভি. এস অফিসার নিযুক্ত করার উদ্যোগ বর্তমানে সরকারের আছে কিনা, এবং

২) থাকলে কবে নাগাদ তা নিযুক্ত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) জম্পুইজলা ব্লকের অধীনে অবস্থিত গবাদী পশু চিকিৎসালয়ে ভি. এস. অফিসার নিযুক্ত করার উদ্যোগ বর্তমানে সরকারে আছে।

২) অদূর ভবিষ্যতে তা নিযুক্ত করা হবে বলে আশা করা যায়।

( গণ্ডগোল )

মিঃ স্পীকার :—এই সভা বেলা ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতবী রইল।

Re-assembled at 12 Noon.

মিঃ স্পীকার :—সে সমস্ত প্রশ্নগুলির মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেই উত্তরগুলি সভার টেবিলে লে করার জন্য বলছি। ANNEXURE—"A" & "B"

## MATTER RAISED BY MEMBERS

**শ্রীজহর সাহা** :- মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা প্রথম থেকে আই জি পি কিশোর ঝা হাউসে যে অশুভন আচরণ করেছিলেন তার প্রতিবাদ করছিলাম। এইভাবে হাউসে সশস্ত্র ঢোকার পরেও তাকে আপনি সাসপেণ্ড করেন নি। তারপরে আপনি মাননীয় সদস্যদেরকে ডাকাত বলেছেন। আপনি এই চেয়ারে বসে মাননীয় সদস্যদের ডাকাত বলতে পারেন না। এটা চেয়ারের অমর্যাদা হয়। সুতরাং আপনি এটা প্রত্যাহার করে নিন।

**শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর)** :—মিঃ স্পীকার স্যার, হাউসের নিয়ম বিধি অনুসারে কোন সাসপেণ্ডেড মেম্বার যদি হাউসে থাকে তাহলে কোন প্রসিডিংস চলতে পারে না।

**মিঃ স্পীকার** :—তাহা বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। সাসপেণ্ড সদস্যদেরকে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার** :— এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

After Recess At 2-00 PM.

**শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের প্রথম বেলার হাউসের ১:১৫ বিরোধী দলের তিনজন সদস্যকে সাসপেনশান করা হয়েছে। তাদের সাসপেনশান অর্ডার প্রত্যাহার করার জন্য আপনার কাছে দাবী রাখছি।

**শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য (বড়দোয়ালী)** :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউস ভাল ভাবে এবং সুষ্ঠভাবে যাতে ফিরিয়ে আনা যায় এই রকম একটি পদ্ধতি বের করা উচিৎ। তার জন্য লিডার অব্ দ্যা হাউস, সরকারী চীফ্ হুইপ এবং লিডার অব্ দ্যা অপজিশান একসাথে বসে এই বিষয় নিয়ে হাউসকে এডজর্ণ করে ১০ বা ১৫ মিনিটের জন্য আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলে পরে ঠিক হবে বলে আমি মনে করি।

**শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই হাউসের অন্যতম প্রবীণতম সদস্য অশোক ভট্টাচার্য্য মহোদয় যে প্রস্তাব রেখেছেন এটা বিরোধিতা করার কিছু নেই। আমি প্রথম থেকেই চাইছি সুষ্ঠু পরিবেশের মধ্যে বিধানসভা চলুক, এখানে আমরা সবাই

কথা বলব, আমাদের তথ্যের ভিত্তিতে তর্ক হবে, বিতর্ক হবে, যার যার বক্তব্য আমরা উপস্থিত করব। আমরা এখানে যা বলি যা করি সারা রাজ্যের মানুষ জানে প্রচারের মাধ্যমে। কাজেই যদি জনস্বার্থ বিরোধী কিছু বলি মানুষ আমাদের দেখবেন, পক্ষে বললে তাও দেখবেন। কিন্তু যাই হোক এমন কিছু ঘটে যাচ্ছে যেটা আমাদের কারুর পক্ষেই কাম্য না। কজেই উনি যে প্রস্তাব রেখেছেন আমরা তাকে সমর্থন করছি। পাশাপাশি আমি বলব যে টি. ইউ. জে. এস -এর যিনি লিডার শ্যামাচরণ ত্রিপুরা তাকে উনার প্রস্তাবে যুক্ত করতে হবে।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব করেছেন এটার সাথে আমি একমত। এখানে যেহেতু ইনডিপেণ্ডেন্স্-এর প্রতিনিধি আছেন উনাদেরকে নিয়েও যাতে আলোচনা করা হয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতার উদ্দেশ্যে বলছি আমরা যখন একসাথে বসব মাইনরিটি, মেজরিটির কোন প্রশ্ন না। আমি তো কিছুই বলছি না চার দিন যাবৎ। কাজেই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মেজরিটি বা মাইনরিটির প্রশ্ন না। বসুন আমরা সবাই একমত হলেই তো হাউস চলবে।

শ্রীজওহর সাহা :—স্যার, আমি কিন্তু মেজরিটি মাইনরিটি নিয়ে বলছি না।

মিঃ স্পীকার :—আরে সব কথার উত্তর দিতে হয় নাকি ? আরে এটা হারা জেতার প্রশ্ন না।

শ্রীজওহর সাহা :—স্যার, আপনি তিনজনকে হাউস থেকে সাস্পেনশান করেছেন।

মিঃ স্পীকার :—না না এটা তো আলোচনা না, বসুন, বসুন।

শ্রীজওহর সাহা :—স্যার, হাউস থেকে তিনজনকে বহিস্কার করলেন কিন্তু তারা বিধানসভার হাউসের ভেতরে ঢুকতে পারবে না, কিন্তু বাইরে থাকতে পারবে।

মিঃ স্পীকার :—না না তাঁর চতুঃসীমানার বাইরে থাকতে হবে। আজকের হাউসের খুব বেশী বিষয় বস্তু নেই। এটার শেষের পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের অন্য কোন বিজ্‌নেস, যদি থাকে। মাননীয় সদস্য দু-চার মিনিট একটু ধৈর্য্য ধরুন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একটু পরে মহিলাদের একটা ডেপুটেশন্ আছে, আমি দশ মিনিটের জন্য গিয়ে আবার চলে আসব।

## REFERENCE PERIOD.

মিঃ স্পীকার :—আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয়া সদস্যার নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তাঁর নাম উল্লেখ করছি— শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই।

শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই :—"প্রত্যন্ত অঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার : —আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানাবেন।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী : —স্যার, আগামী সাত তারিখ জানানো হবে।

মিঃ স্পীকার :—আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষানিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তাঁর নাম উল্লেখ করছি —শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়।

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :—"ধান সহ কৃষকদের উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রীর দাম অস্বাভাবিক ভাবে কমে যাওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারিবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ( মন্ত্রী ) :—স্যার, আগামী পাঁচ তারিখ জানিয়ে দেব।

মিঃ স্পীকার :—এই সভা আগামী ২-রা মার্চ, শুক্রবার, ২০০১ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মূলতবী রইল।

## PAPERS LAID ON THE TABLE ANNEXURE—"A"

### (Questions and Answers)

Admitted Starred Question No. 35

Name of the Member :—Shri Sudip Roy Barman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture (Horticulture & Soil Conservation) Department be pleased to state.

QUESTIONS

1. Is it true that huge stock of T. P. S. seeds have been lying unsold in Agriculture Department godown at Nagicherra ?
2. If so, what is the reason thereof ?
3. What is the financial loss incurred because of this ?

ANSWERS

1. Yes, it is true. Some quantity of T. P. S. seeds are kept in the storage of Nagicherra for utilisation in the next years/seasons.
2. Potato seeds are to be produce in the previous season for taking up potato cultivation. That seeds are kept in storage scientifically. Accordingly to need of the grower, stored seeds are supplied to growers in the next seasons/years.
3. Question of financial loss does not arise for this.

Admitted Starred Question No. 36

Name of the Member :—Shri Padma Kumar Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কীটনাশক ( সংশোধনী ) বিল ২০০০ ইং আইনের অধীন অভিযুক্তদের জন্য

প্রত্যেক রাজ্যেই শিক্ষক আদালত গঠন করা হবে ;

২) যদি সত্য হয় তবে ত্রিপুরা রাজ্যে কোথায় করা হবে এবং এই আইনের দ্বারা কি কি শাস্তির বিধান আছে ?

উত্তর

১) কীটনাশক (সংশোধনী) বিল ২০০০ ইং আইনের অধীন শিক্ষক আদালত গঠন করার সম্পর্কে কৃষি দপ্তরের কিছু জানা নেই ।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 37

Name of the Member :—**Sri Ratan Lal Nath.**

Will the Honbl'e Minister-in-charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথীভুক্ত শারীরিক প্রতিবন্ধী বেকারের সংখ্যা কত ;

২) সমাজে বসবাসের ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের নিদারুণ কষ্ট ও অসুবিধার কথা চিন্তা করে স্পেশাল ড্রাইভের মাধ্যমে তাদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ কোন উদ্যোগ নিতে আগ্রহী কিনা ; এবং

৩) না হলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথীভুক্ত শারীরিক প্রতিবন্ধী বেকারের সংখ্যা হল ১,৮৫৯ জন ।

২) স্পেশাল ড্রাভের মাধ্যমে তাদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই, তবে তাহাদের চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সহানুভূতিশীল ।

৩) সরকারের সুনির্দিষ্ট নিয়োগনীতিতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের নিদারুণ কষ্ট ও অসুবিধার কথা চিন্তা করে নিয়োগনীতিতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে ২%. শতাংশের পরিবর্তে ৩%. শতাংশ সংরক্ষণ করা হয়েছে ।

(Questions and Answers)

Admitted Starred Question No. 38

Name of the Member :—**Shri Nagendra Jamatia.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

**প্রশ্ন**

১) অমরপুর মহকুমার বামপুরে কটন ফার্মটি কবে এবং কি করে স্থাপিত হয়েছিল ?

২) বর্তমানে ফার্মটি চালু আছে কি না ? এবং

৩) না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১) কটন ফার্মটি ১৯৮৮—৮৯ সনে এন. ই সি.-এর আর্থিক সহায়তায় অমরপুর মহকুমার বামপুরে স্থাপিত হয়েছিল।

২) বর্তমানে ফার্মটি চালু অবস্থায় নাই।

৩) ১৯৮৯—৯০ সালের পর এন. ই. সি.-এর অনুদান বন্ধ হাওয়ায় উক্ত ফার্মের কাজকর্ম ১৯৯০ সালের পর থেকে বন্ধ আছে।

Admitted Starred Question No. 47

Name of the Member :—**Sri Kajal Chandra Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, কর্মীস্বল্পতার কারণে কল্যাণপুর ব্লক সরকারী কাজকর্ম অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছে ?

২) সত্য হলে কবে নাগাদ প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ করে এই ব্লকের দূরাবস্থা দূর করা হবে ?

উত্তর

১) আংশিক সত্য।

২) অতি সত্বরই।

Admitted Starred Question No. 132

Name of the Member :—**Shri Prakash Ch. Das,**

Will the Honbl'e Minister-in-charge of the General Administration (P & T) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ত্রিপুরা সরকার অবসর প্রাপ্ত গেজেটেড অফিসারদের সরকারী চাকুরীতে পুন:নিযুক্তি করছেন ;

২) সত্য হয়ে থাকলে উপরি উক্ত ব্যাপারে রাজ্য সরকারের ঘোষিত নীতি আছে কি ;

৩) থাকিলে উক্ত নিয়ম নীতিটি কি ?

উত্তর

১) জনস্বার্থে ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে কোন কোন অফিসারদের চাকুরীতে স্বল্প সময়ের জন্য পুন:নিযুক্ত করা হয়।

২) হ্যাঁ।

৩) সরকারী নীতি অনুযায়ী কোন গেজেটেড অফিসারের ক্ষেত্রে অবসরের পর চাকুরীতে সময়-সীমা বর্দ্ধিত করা হয় না, তবে জনস্বার্থে ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ কর্ম-চারীকে অবসরের পর চাকুরীতে পুন:নিযুক্তি দেওয়া হয়।

Admitted Starred Question No. 134

Name of the Member :—**Shri Nagendra Jamatia.**

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্তমানে রাজ্যে হাঁস মুরগীর ডিমের চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ কত ?

এবং

২) রাজ্যে ডিমের চাহিদা পূরণের ব্যাপারে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উত্তর

১) বর্তমানে রাজ্যে হাঁস ও মুরগীর ডিমের চাহিদা প্রতি বছরে আনুমানিক ১২৫ মিলিয়ন ও

উৎপাদনের পরিমাণ প্রতি বছরে ১০৫ মিলিয়ন।

১) রাজ্যের ডিমের চাহিদা পূরণে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর হইতে বিভিন্ন বেনিফিসিয়ারী স্কীমের আওতায় ব্লক পর্যায়ের গ্রামে গঞ্জে উন্নত জাতের হাঁস ও মোরগের ছানা বিলি করা হয়। এ ছাড়াও জনসাধারণের চেতনা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শহরতলীতে, গ্রামে গঞ্জে সেমিনার ও প্রদর্শনী এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচী কার্যকর করা হয়। তাহা ছাড়া গ্রামে গঞ্জের মানুষ দেশী হাঁস ও মুরগী পালনের মাধ্যম ডিমের পরিপূরক উৎপাদন করে থাকে।

Admitted Starred Question No. 143

Name of the Member :—Sri **Rati Mohan Jamatia.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার জঙ্গলে কয়টি বাঘ ও হাতি রয়েছে ; এবং

২) কিসের ভিত্তিতে রাজ্যের বনাঞ্চলে বাঘ ও হাতির সংখ্যা নির্ণয় করা হয় ?

উত্তর

১) বর্তমানে ত্রিপুরার জঙ্গলে কোন বাঘ নাই. ১৯৯২ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে মোট হাতির সংখ্যা ত্রিপুরাতে ৬৪টি।

২) সেনসাস্ পদ্ধতিতে গণনা করে বন্য প্রাণীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

Admitted Starred Question No. 144

Name of the Member :—Shri Sudip Roy Barman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1. Is it fact that the forest cover of the state has come down to 17% only as stated by the Hon'ble Forest Minister to the press ?

**2.** If so, why ?

## উত্তর

১) রাজ্যের ফরেস্ট কভার ১৭%-এ নেমে আসেনি, তবে ১৯৯৭ সনের ফরেস্ট সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার অ্যাসেসমেন্ট অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে ঘন বনের পরিমাণ ছিল ১৭,৩৫%।

২) প্রশ্ন উঠে না।

### Admitted Starred Question No. 146

### Name of the Member :—Sri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

## প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে ( ১৬-০১-২০০১ তারিখে) সরকারী এবং বেসরকারী হিমঘরের সংখ্যা কত ?

২) নূতন কোন হিমঘর স্থাপনের পরিকল্পনা আছে কি না ?

৩) থাকিলে কোথায় কোথায় ?

৪) তেলিয়ামুড়াতে একটি হিমঘর স্থাপনের কাজ কবে নাগাদ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

## উত্তর

১) সরকারী হিমঘরের সংখ্যা বর্তমানে ৩ (তিন)টি ও বেসরকারী হিমঘরের সংখ্যা ১ (এক)টি। মোট ৪ (চার)টি।

২) নূতন ৫ (পাঁচ)টি হিমঘর স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

তাহা হল—

৩) আগরতলা খুমটাইয়া ১টি (বর্দ্ধিতকরণ)

| | |
|---|---|
| তেলিয়ামুড়াই | ১টি |
| কুমারঘাটে | ১টি |
| মেলাঘরে | ১টি |
| বাইখোরায় | ১টি |
| মোট— | ৫টি |

৪) তেলিয়ামুড়াতে হিমঘর তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেছে।

Admitted Starred Question No. 182

Name of the Member :—**Shri Shyama Charan Tripura.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of General Administration (P & A) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৪ তারিখে নয়াদিল্লীস্থ কেবিনেট সেক্রেটারিয়েটের কমিটি রুমে ত্রিপুরা-মনিপুর কেডার রিভিউ মিটিং-এ গৃহীত ৫ নং সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট সার্ভিস কেডারদের ফরেষ্ট এলায়েড ডিপার্টমেণ্টে নিয়োগের কোন পরিকল্পনা আছে কি ; এবং

২) থাকিলে কবে নাগাদ ইহা কার্যকরি হবে ?

উত্তর

১) ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট সার্ভিস অফিসারদের T. F. D. P C Ltd. এবং T. R. P. C. Ltd. ছাড়া ফরেষ্ট এলায়েড ডিপার্টমেণ্টে নিয়োগের কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. : 192

Name of the member :—**Sri Ratan Lal Nath.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Services & Menpower Planning be pleased to state :—

( প্রশ্ন )

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৮৫. ১৯৮৬, ১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ ইং সালে রাজ্যে বায়ো-সায়েন্স স্নাতক কিছু বেকার রয়েছেন যাদের সরকারী চাকুরী পাওয়ার বয়স উত্তীর্ণের পথে ;

২) ইহাও কি সত্য যে ১৯৯৬ ইং সালের পর বেশ কয়েকজন বায়ো-সায়েন্স স্নাতক বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে চাকুরী পেয়েছেন ;

৩) যদি পেয়ে থাকে তবে বয়স উত্তীর্ণ হচ্ছে এমন বায়ো-সায়েন্স স্নাতকদের মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে শূন্য পদের ভিত্তিতে শিক্ষক পদে নিযুক্তি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) হ্যাঁ।

৩) শিক্ষক নিয়োগের সময় রাজ্য সরকারের নিয়োগ নীতি মেনে শূন্যপদ পূরণ করে থাকেন।

Admitted Starred Question No. 195

Name of the Member : —Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, পদ্মবিল, কল্যাণপুরসহ নতুন ব্লক সমূহ অফিসার, ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য কর্মী স্বল্পতায় ভুগছে ; এবং

২) পদ্মবিল ও কল্যাণপুর ব্লকে বর্তমানে কতজন অফিসার, ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য কর্মচারী আছেন ; এবং

৩) উপরোক্ত ব্লক দুটিতে নিয়মানুসারে কতজন কর্মচারী থাকা প্রয়োজন ?

উত্তর

১) আংশিক সত্য।

২) বর্তমানে পদ্মবিল ও কল্যাণপুর ব্লকে যথাক্রমে ১১ ও ১৪ জন অফিসার, জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মচারী আছেন।

৩) পদ্মবিল ও কল্যাণপুর প্রতিটি ব্লকে নিয়মানুসারে ২৬ জন করে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মচারী থাকা প্রয়োজন।

## Admitted Starred Question No 219

**Name of the Member :—Shri Ratan Lal Nath.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state —

### প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত গ্রামীণ বসতিতে এখনও পানীয় জলের কোন উৎস নেই এইরূপ গ্রামের সংখ্যা কত ;

২) ঐ সকল গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য রাজ্য সরকারের বিশেষ কোন পরিকল্পনা রয়েছে কিনা ; এবং

৩) থাকলে সেটা কিভাবে কার্যকরী হবে ?

### উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে জলের উৎস নেই এইরূপ পাড়ার সংখ্যা ৭৩১টি। এই পাড়াগুলো মোট ২২৪টি গ্রামে ছড়িয়ে আছে।

২) পরিকল্পনা আছে।

৩) যে সব পাড়ায় পানীয় জলের উৎস নেই ঐগুলিতে পানীয়জল সরবরাহ ২০০১—০২ আর্থিক বৎসরের মধ্যে সুনিশ্চিত করতে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে বর্তমান আর্থিক বৎসরে মোট ৩১৪টি টি NC পাড়ায় পানীয় জলের যথেষ্ট সংখ্যক উৎস তৈরীর কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। বাকী ৭৩৭টি NC পাড়ায় আগামী আর্থিক বৎসরে কাজ সম্পন্ন হবে। অনুরূপভাবে সকল PC পাড়ায় যথেষ্ট পানীয়জলের উৎস তৈরীর কাজ ২০০৩—০৪ আর্থিক বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

## Admitted Starred Question No. 236

Name of the Members.—i) **Shri Dipak Kumar Roy.**

ii) **Shri Kajal Chandra Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Services & Manpower planning be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরাতে বর্তমানে সায়েন্স্ অনার্স এবং সায়েন্স্ (পিউর এবং বায়ো) বেকারের সংখ্যা কত ;
এবং

২) রাজ্যের বেকারদের চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারে সরকারী ভাবে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কি না ?

উত্তর

১) ত্রিপুরাতে বর্তমানে নথীভুক্ত সায়েন্স্ অনার্স হল ৭২০ জন এবং সায়েন্স্ (পিউর এবং বায়ো ) বেকারের সংখ্যা হল ৪,৫৫৪ জন. (পিউর ১৩৬৭ জন এবং বায়ো ৩,১৮৭ জন। )

২) প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করা হয়।

PAPERS LAID ON THE TABLE ANNEXURE– "E"

(Questions and Answers)

Admitted Un-Starred Question No. 3

Name of the Member—**Sri Joy Gobinda Deb Roy.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯৮—২০০০ ইং সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে গাঁওসভাগুলিতে কত সংখ্যক মোরগ, হাঁস, ছাগল ও শূকরের ছানা দেওয়া হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

এবং

২) তার অর্থ মূল্য কত ?

উত্তর

১) ১৯৯৮—২০০০ ইং সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে গাঁওসভাগুলিতে কত সংখ্যক মোরগ, হাঁস, ছাগর ও শূকর ছানা দেওয়া হয়েছে তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ( বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ) :—

মোরগ :— ৫,৩৩,৭২৭টি

হাঁস :— ২০,০৯১টি।
ছাগল :— ১,৫২৮টি।
শূকর : — ৯,৭১৬টি।

২) তার অর্থ মূল্য মোট ৯৮,৯৫,৮৩৮'০০ টাকা।

Admitted Un-Starred Question No. 4

Name of the Member :—**Sri Rati Mohan Jamatia.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Services & Menpower Planning be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) চতুর্থ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর ২০০০ ইং সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের কোন্ কোন্ দপ্তরে কতজনকে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত করা হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ;

২) সমস্ত শূণ্যপদ পূরণের জন্য রাজ্য সরকার কোন সুষ্ঠ নিয়োগ নীতির ব্যবস্থা করেছেন কিনা ?

উত্তর

"তথ্য সংগ্রহাধীন "

Admitted Un-Starred Question No. 12

Name of the Member :—Shri **Rati Mohan Jamatia.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ত্রিপুরায় কয়টি অভয়ারণ্য রয়েছে এবং সেগুলি কোন কোন্ জায়গায় অবস্থিত ?

২) উক্ত অভয়ারণ্যগুলিতে কোন্ কোন শ্রেণীর বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত আছে, এবং

৩) তাদের সংখ্যা কত ? শ্রেণীভিত্তিক পৃথক হিসাব।

## উত্তর

১) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ত্রিপুরায় ৪ (চার)টি অভয়ারণ্য রয়েছে। এই অভয়ারণ্যগুলি :—

ক) সিপাহীজলা অভয়ারণ্য, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিশালগড় মহকুমায়।

খ) রোয়া অভয়ারণ্য, উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমায়।

গ) তৃষ্ণা অভয়ারণ্য, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া মহকুমায়।

ঘ) গোমতী অভয়ারণ্য, ধলাই/পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার আমবাসা, খোয়াই, অমরপুর, গণ্ডাছড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে অবস্থিত।

২) উক্ত অভয়ারণ্যগুলিতে নিম্নবর্ণিত শ্রেণীর বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত আছে ;

| | |
|---|---|
| সিপাহীজলা অভয়ারণ্য :— | প্রাণীর নাম |
| (চিড়িয়াখানা বাদ দিয়ে) | বানর, বন্যশূকর, হরিণ, জংলী বিড়াল, পাখী ইত্যাদি। |
| তৃষ্ণা অভয়ারণ্য :— | বাইসন, বানর প্রজাতি, কাঠবেড়ালী, জংলী মুরগী, ধনেশ পাখী ও অন্যান্য প্রাণী। |
| গোমতী অভয়ারণ্য :— | হাতি, মেচি বাঘ ইত্যাদি। |
| রোয়া অভয়ারণ্য : | হরিণ, বিভিন্ন শ্রেণীর পাখী, বানর ইত্যাদি। |

৩) প্রতিটি অভয়ারণ্য শ্রেণীভিত্তিক পরিসংখ্যানের কাজ চলছে। সর্বশেষ সেন্সাস মোতাবেক ত্রিপুরার অভয়ারণ্যের শ্রেণীভিত্তিক প্রাণীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

| | | প্রাণীর নাম | সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ক) সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে :- (চিড়িয়াখানা বাদ দিয়ে) | 1 | Rhesus Macaque | 480 nos. |
| | 2 | Pigtailed Macaque | 300 nos. |
| | 3. | Capped Langur | 84 nos. |
| | 4. | Spectacled Langur | 124 nos. |
| খ) তৃষ্ণা অভয়ারণ্যে :- | 1. | Rhesus Monkey | 1344 nos. |
| | 2. | Wild Boar | 128 Nos. |
| | 3. | Barking Deer | 106 nos. |
| | 4. | Gibbon | 21 nos. |
| | 5. | Himalayan Squirrel | 231 nos. |
| | 6. | Civet Cat | 21 nos. |
| | 7. | Bison | 106 nos. |

| | প্রাণীর নাম | সংখ্যা |
|---|---|---|
| 8 | Jungle Cat | 43 nos. |
| 9. | Crabeating mongoose | 64 nos. |
| 10. | Capped Langur | 490 nos. |
| 11. | Varanus bengalenses | 21 nos. |
| 12. | Jungle fowl | 663 nos. |
| 13. | Parakeet | 4153 nos. |
| 14. | Fly Catcher | 490 nos. |
| 15. | Drongo | 170 nos |
| 16. | Honey buzzard | 426 nos, |
| 17, | Crow Pheasant | 85 nos, |
| 18, | Pond heron | 121 nos, |
| 19, | Horn Bill | 128 nos, |
| 20. | Cormorant | 490 nos, |
| 21, | Tits | 64 nos, |
| 22, | Honey Pecker | 2066 nos |
| 23. | Green bellied Malkhoa | 21 nos. |
| 24, | Tree duck | 4259 nos, |
| 25, | Coot | 106 nos, |
| 26, | Bulbul | 1256 nos, |
| 27, | Bamboo quail | 85 nos |
| 28. | Emarld dove | 64 nos. |
| 29. | Owl | 43 nos |
| 30, | Oriole | 85 nos, |
| 31, | Lapwing | 64 nos |
| 32, | Indian pipit | 123 nos, |
| 33, | Buzzard | 21 nos, |

| | প্রাণীর নাম | সংখ্যা |
|---|---|---|
| 34, | Laughing thrush | 106 nos, |
| 35, | Babbler | 149 nos, |
| 36, | Dove | 43 nos, |
| 37, | Kite | 106 nos, |
| 38, | Rock pigeon | 43 nos, |
| 39, | Minivet | 170 nos, |
| 40, | Bronze winged Jacana | 64 nos, |
| 41, | King-fisher | 21 nos, |
| 42, | Blue throated Fly catcher | 43 nos, |
| 43, | Hawk Eagle | 85 nos. |

গ) গোমতী ও রোয়া অভয়ারণ্য :—অভয়ারণ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান হিসাব নেই। তবে যে যে বনবিভাগ নিয়ে অভয়ারণ্যের সীমানা নির্ধারিত সেখানে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

| প্রাণীর নাম | গোমতী অভয়ারণ্য | | | রোয়া অভয়ারণ্য |
|---|---|---|---|---|
| | গোমতী বনবিভাগ | তেলিয়ামুড়া বনবিভাগ | আমবাসা বনবিভাগ | |
| Leopard (মেচিবাঘ) | 4 | — | 2 | — |
| Elephant (হাতি) | 12 | — | 10 | — |
| Bison (বাইসন) | — | — | — | — |

Admitted Un-Starred Question No. 17

Name of the Member :—**Shri Joy Gobinda Deb Roy.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Services & Menpower planning be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৮ ইং থেকে ২০০০ ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্য সরকারের দপ্তরসমূহে কতজন এস. সি. এস. টি ও জেনারেল বেকারকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে ? (বিভাগ ভিত্তিক এস. সি, এস. টি ও জেনারেল প্রার্থীদের পৃথক পৃথক হিসাব)

## উত্তর

১) ১৯৯৮ ইং থেকে ২০০০ ইং সনের ডিসেম্বর পর্যান্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর সমূহে মোট ৯৪৭ জন এস. সি. ১৮৯৪ জন এস. টি ও ২৬০৯ জেনারেল বেকারের চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। (বিভাগ ভিত্তিক এস, সি, এস, টি ও জেনারেলের হিসাব Annexure—A-তে দেওয়া হইল)

ANNEXURE—A

| Name of the Department | CATAGORY | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | U/R | S/T | S/C | | Total |
| Agriculture | 59 | 17 | 15 | = | 91 |
| Relief Deptt. | 1 | — | 1 | = | 2 |
| Health | 221 | 250 | 162 | = | 633 |
| Fisharies | 14 | 6 | 5 | = | 25 |
| Research | — | 2 | — | = | 2 |
| ST Welfare | 37 | 20 | 11 | = | 68 |
| Higher Education | 4 | 5 | 4 | = | 13 |
| Social Education | 97 | 118 | 104 | = | 319 |
| Industries | 10 | 10 | 6 | = | 26 |
| Animal Husbandry | 38 | 108 | 8 | = | 154 |
| Panchayat | 16 | 9 | 4 | = | 29 |
| Stationary Deptt. | — | 3 | 1 | = | 4 |
| Publicity | 15 | 12 | 5 | = | 32 |
| Food | 51 | 48 | 30 | = | 129 |
| Fire Sarvice | 64 | 46 | 26 | = | 136 |
| Planning | 3 | — | — | = | 3 |
| Small Savings | 2 | 3 | 1 | = | 6 |
| Labour | — | 1 | — | = | 1 |
| Co-operative | 43 | 26 | 13 | = | 82 |
| P. W. D. | — | 282 | 41 | = | 323 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrical | 54 | 47 | 30 | = | 331 |
| D. M. South | 7 | 3 | 3 | = | 13 |
| D. M. North | — | 3 | — | = | 3 |
| D. M. Dhalai | 1 | 2 | 1 | = | 4 |
| Dist. Judge (S) | 3 | 2 | 2 | = | 7 |
| Dist. Judge (N) | 6 | 6 | 5 | = | 17 |
| Appointment | 33 | 67 | 18 | = | 118 |
| Forest | 15 | 19 | 13 | = | 47 |
| Police | 1759 | 748 | 420 | = | 2927 |
| Town & Country plana | 1 | — | — | = | 1 |
| Commissioner of Tax | 1 | — | — | = | 1 |
| Weights & measures | 5 | 1 | 2 | = | 8 |
| Science & Technology | 3 | 1 | 2 | = | 6 |
| Evaluation | — | 1 | — | = | 1 |
| I. G. Prison | 46 | 28 | 14 | = | 88 |
| | 2609 | 1894 | 947 | = | 5450 |

Admitted Un-Starred Question No. 18

Name of the Member :—Shri Dipak Kumar Roy

Will the Honbl'e Minister-in-charge of the General Administration (P & T) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ডাই-ইন-হারনেস কেইসে কত জনের চাকুরী এখনও দেওয়া হয়নি ;

২) কি কারণে তাদেরকে চাকুরী দেওয়া হয় নাই ?

ক) (না দেওয়া হয়ে থাকলে তাহার কারণ কি ; ) ডাই-ইন-হারনেসে চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে নূতন কোন আইন করা হয়েছে কি না ;

খ) হয়ে থাকলে তাহার বিবরণ।

গ) ডাই-ইন-হারনেস কেইসের ব্যাপার আদালতে কোন মামলা হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১) ৭টি দপ্তরের তথ্য বাদ দিয়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমানে রাজ্য সরকারে বিভিন্ন দপ্তরে ডাই-ইন-হারনেস কেইসে ৪৮৬ (চার শত ছিয়াশি জনকে) এখনও চাকুরী দেওয়া হয়নি।

২) ডাই-ইন-হারনেস কেইসে চাকরী পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের কিছু নিয়ম নীতি আছে, সেই নিয়ম নীতির বাহিরে কিছু ব্যক্তি ডাই-ইন-হারনেস চাকুরী পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। যেহেতু তাদের আবেদন ডাই-ইন-হারনেসে চাকরী পাওয়ার জন্য সরকারের যে সব নিয়ম নীতি আছে তার মধ্যে পড়ে না, যে কারণে তাদের আবেদন না মঞ্জুর হয় এছাড়া অন্যান্যদের চাকুরী দেওয়ার জন্য প্রক্রিয়া চলছে।

ক) ডাই ইন-হারনেসে চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে নূতন কোন আইন চালু হয় নাই।

খ) প্রশ্ন আসে না।

গ) হ্যাঁ। ডাই-ইন-হারনেসে চাকরী পাওয়ার জন্য কিছু ব্যক্তির আবেদন না মঞ্জুর করা হয় যেহেতু তাদের আবেদন সরকারের নিয়ম নীতির মধ্যে পড়ে না, তার বিরুদ্ধে ঐসব ব্যক্তিরা আদালতে মামলা করেন।

Admitted Un-Starred Question No. 21

Name of the Member :—Sri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সার, বীজ ও ঔষধ বিক্রির জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সমবায় ও বেকার যুবকদের অনুমতি পত্র (লাইসেন্স) দেয়া হচ্ছে ?

২) সত্যি হলে এখন পর্য্যন্ত কতটি অনুমতি পত্র (লাইসেন্স) দেয়া হয়েছে।
(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩) লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন নিয়ম নীতি আছে কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ। সার ও ঔষধ বিক্রির জন্য কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি এবং বেকার যুবকদের অনুমতি (লাইসেন্স) দেয়া হয়েছে।

২) রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত সার বিক্রির ক্ষেত্রে ৭৩টি এবং কীটনাশক ঔষধ বিক্রির ক্ষেত্রে ১৬৩টি অনুমতি পত্র (লাইসেন্স) দেয়া হয়েছে।

কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) হোল সেল ডিলারশীপ/রিটেল সেল :

সোনামুড়া — ১টি (রিটেল সেল)

আগরতলা — ৩টি

বিলোনীয়া — ২টি

খ) ত্রিপুরা হর্টিক্যালচার কর্পোরেশনের অধীন সার ডিলারশীপ :—

আগরতলা — ৩টি

মোহনপুর — ১টি

জিরানীয়া — ৬টি

তেলিয়ামুড়া — ১টি

খোয়াই — ১টি

ডুকলি — ৩টি

বিশালগড় — ১টি

মেলাঘর — ২টি

উদয়পুর — ৩টি

বিলোনীয়া — ১টি

সাব্রুম — ১টি

বগাফা — ১টি

কমলপুর — ২টি

কাঞ্চনপুর — ১টি

ধর্মনগর — ১টি

মোট : — ২৮টি

গ) ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির অধীনে সাব ডিলার :—

জিরানীয়া — ৫টি
মোহনপুর — ৫টি
বিশালগড় — ৫টি
ডুকলী — ২টি
মেলাঘর — ৬টি
খোয়াই — ১টি
তেলিয়ামুড়া — ১টি
উদয়পুর — ৬টি
বগাফা — ২টি
বিলোনীয়া — ৪টি

মোট : — ৩৯টি

ঘ) রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত ঔষধ বিক্রির ক্ষেত্রে ১৬২টি অনুমতি (লাইসেন্স) দেয়া হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

পানি সাগর — ৬টি
কুমারঘাট — ৮টি
কদমতলা — ১৩টি
মোহনপুর — ১২টি
সালেমা — ১৮টি
মাতাবাড়ী — ১০টি
মেলাঘর — ২০টি
বগাফা — ৯টি
সাতচান্দ — ১০টি
তেলিয়ামুড়া — ১৩টি
বিশালগড় — ১৩টি
জিরানীয়া — ৫টি

উপ-অধিকর্তা (উত্তর)

নটিফায়েড এরিয়া — ৮টি

উপ-অধিকর্তা (পশ্চিম)

মিউনিসিপ্যালটি

আগরতলা — ১৮টি

মোট : —১৬৩টি

৩) বীজের ক্ষেত্রে কোন লাইসেন্স দেয়া হয় না।

ক) সারের ক্ষেত্রে বর্তমানে কোন বেসরকারী সংস্থা বা ব্যক্তিকে হোলসেল ডিলারশীপ বা সরাসরি রিটেল সেল এর জন্য কোন লাইসেন্স বা অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। তবে ত্রিপুরা হর্টিকালচারেল কর্পোরেশনের সাব-ডিলারকে এবং ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির অধীনস্থ লেম্পস প্যাক্সগুলোকে সার বিক্রির জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম নীতির ভিত্তিতে লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র দেয়া হয়েছে।

এই নিয়ম নীতিগুলি নিম্নরূপ :—

১) আবেদনকারীকে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হবে।

২) আবেদনকারী অবশ্যই ভারতীয় হতে হবে।

৩) সার গোদামজাত করার জন্য প্রয়োজনীয় গোদাম ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪) যে কোম্পানী বা কোম্পানী সমূহের উৎপাদিত সার বিক্রি করবেন সেই কোম্পানী বা কোম্পানী সমূহের বৈধ অনুমতি পত্র থাকতে হবে।

৫) যে এলাকায় সার বিক্রি করবেন সেই এলাকার ফার্টিলাইজার ইন্সপেক্টরের প্রশংসা পত্র আবেদন পত্রের সাথে দিতে হবে।

৬) নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি জমা দিতে হবে।

৩) খ) এখন পর্যন্ত ৩টি সরকারাধীন সংস্থা ( Govt. undertaking ) যথা NERAMAC, THCL এবং Tripura Apex Co-Operative-কে সার বিক্রির জন্য অনুমতি পত্র (লাইসেন্স) দেয়া হয়েছে।

৩) গ) ঔষধের অনুমতি (লাইসেন্স) দেয়ার ক্ষেত্রে নিয়মনীতিগুলি নিম্নরূপ :—

১) প্রতি কৃষি সেক্টরে পঞ্চায়েত সমিতির অনুমোদনক্রমে ৩ (তিন)টি করে লাইসেন্স বা অনুমতি দেয়ার বিধান আছে।

২) পৌর এলাকাতে লাইসেন্সিং অফিসারের অনুমতিক্রমে প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে লাইসেন্স বা অনুমতি দেয়ার বিধান আছে।

## Admitted Un-Starred Question No. 31

**Name of the Member : –Shri Narayan Choudhury.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

### প্রশ্ন

১) ১৯৯৮ ইং থেকে ২০০০ ইং সাল পর্যন্ত কতজন কৃষককে সাবসিডিতে বৈদ্যুতিক শেলু দেওয়া হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক সংখ্যা ও নামের তালিকা) ;

২) বৈদ্যুতিক শেলুর মাধ্যমে কত একর জমি জল সেচের আওতায় এসেছে ;

৩) ইহা কি সত্য যে সব শেলুতে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া হয় নি ;

৪) সত্য হলে কত সংখ্যক শেলুতে বৈদ্যুতিক লাইন দেওয়া হয়নি এবং কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ।

### উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর
২নং প্রশ্নের উত্তর
৩নং প্রশ্নের উত্তর
৪নং প্রশ্নের উত্তর
} তথ্য সংগ্রহাধীন ।

## Admitted Un-Starred Question No. 33

Name of the Member :—Shri **Billal Mia.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of General Administration (P & T) Department be pleased to state :—

### প্রশ্ন

১। ২০০০ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা রাজ্যে মোট কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

২। এর ভিতর গ্রুপ ডি, গ্রুপ সি এবং গ্রুপ বি কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

৩। এসটি, এসসি, ও.বি.সি ও মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত কর্মচারীর দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব ।

### উত্তর

১নং প্রশ্ন, ২নং প্রশ্ন এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর—

তথ্য সংগ্রহাধীন ।

# PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTIUTION OF INDIA

Friday, the 2nd March, 2001

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A.M, on Friday, the 2nd March, 2001.

## PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Hon'ble Speaker in the chair, The chief Minister, the Deputy Speaker, 15 Minister's and 34 Members.

## ANNOUNCEMENT MADE BY THE CHAIR

***মিঃ স্পীকার*** :— মাননীয় সদস্যগণ, এবার সেশন্ চলার প্রথম থেকে যে উদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে একটা ডিসিশন্ আপনাদের সামনে উথ্থাপন করছি।

Intimation to the House by the Honoble Speaker on 02.03.2001

During second session on 1st March, on a request of Shri Ashok Bhattacharjee, a senior congress Legislator the Hon'ble chief Minister convened a meeting with the opposition members for smooth running of Assembly. Shri Jawhar Saha Leader of the Opposition Shri Ashok Kumar Bhattacharjee, Shri Birjit Singha, Shri Surajit Dutta belonging to National congress, Shri Kajal Ch. Das, Independent member and Shri Shyama Charan Tripurar Leader of TUJS group took part in the meeting beside the Minister, in charge of parliamentary Affairs and Finance Minister.

After a threadbear discussion it was decided that, the Kishore Jha issue, raised by the opposition on the question of assualt to the members belonging to National Congress of the first day of the Budget Session shall be treated as "FORGIVE & FORGET". The Hon'ble Chief Minister agreed to withdraw suspension order of the three congress (I) members by way of motion.

Later on the Hon'ble Chief Minister, the Finance Minister and the Ministhr in charge for Parliamentary Affairs called on the Hon'ble Speaker in this chamber alongwith the opposition members and apprised of the decision so agreed in the chamber of the Hon'ble Chief Minister.

## MATTER RAISED BY MEMBER

***শ্রীজওহর সাহা*** (বীরগঞ্জ) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২০ তারিখ কংগ্রেস বিধায়ক মধুসূদন

সাহার হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এবং যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে এবং সেখানে তিন জন কংগ্রেস বিধায়ক কে হাউস থেকে সাসপেন্সশন করা হয়েছে, আমি আপনার কাছে অনুরোধ করে বলছি তাদের সাসপেন্সন প্রত্যাহার করা হোক। এবং লিডার অব্ দ্যা হাউসের কাছে অনুরোধ করছি, যাতে আমরা হাউসের কাজ সুন্দর ভাবে চালিয়ে যেতে পারি।

***শ্রীবাদল চৌধুরী*** (মন্ত্রী) :— যে ঘটনাটা স্পীকারের সঙ্গে করা হয়েছে, সেটা আগে দুঃখ প্রকাশ করবেন। তারপর আপনি প্রস্তাব আনবেন যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে সেটা।

***শ্রীজহওর সাহা*** :— এটা তো বির্তকের ব্যাপার না। ঘটনাটা তো দুঃখজনক।

***শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য*** (বড়দোয়ালী) :— স্যার, ব্রিটিশ ডেমোক্রেসিকে আমরা শ্রেষ্ঠ ডেমোক্রেসি বলি। এখন ব্রিটিশ ডেমোক্রেসির একটা উদাহরন আছে যে লিডার অব, দ্যা হাউস লিডার অব্ দ্যা অপজিশনকে বলছে যে তোমার সিভিলিশান কর, লিডার অব্ দ্যা হাউসকে বলছে আমার সিভিলেশান কোন দিন হবে না। টলারেন্সের কথা বলছে, আবার লিডার অব্ দ্যা হাউস লিডার অব দ্যা অপজিশনকে বলছে অ্যাকসিডেন্টে তোমার মৃত্যু হবে। তারপর এটা নিয়ে হৈ চৈ হলো। মিঃ স্পীকার স্যার, লিডার অব দ্যা হাউস এবং লিডার অব দ্যা অপজিশান বললেন, যে, এটা এক্স্পান করা কিনা। শেষ পর্যান্ত ঠিক হল যে এটা এক্সপান করা না। এটা এক্সপান এই কারণে যে এটা টলাবেন্সের অপজিশান এবং শাসক দলের মধ্যে যে ডেমোক্রেসী টলারেন্স সেই টলারেন্সটা দেখানোর জন্য। আমি আশা করব যে যারা শাসক দলে আছেন। স্পীকার আছেন এবং যারা বিরোধী দলের আছেন তারা পরস্পরের টলারেন্সটা বজায় রেখে তারা এই ডেমোক্রেসীর যে পদটা সেটা ফলো করবেন এই আশা আমি করব।

***মিঃ স্পীকার*** :—অশোক বাবু আমার মনে হয় আমার যে ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা তাতে সভার উপরে হচ্ছে অনুভূতি। টোটালটার মধ্যে হচ্ছে অনুধাবন করার রিয়েলাইজেশন যেটা রিয়েলাইজ করি ওটাতেই আমরা।

***শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য***:—না না আমি আপনাকে বললাম যে, এই ধরনের কথা এই টলারেন্সের কথাটা আসছে এখানে। টলারেন্সটা এই পর্যাযে আছে। অবশ্য আমরা শুনলাম যে ডেমোক্রেসী ৮৫০ বৎসরের পুরানো। কাজেই আমরা এই ৫০ বছরে ৮৫০ বছরের পুরানো ডেমোক্রেসীতে বসতে পারব না। এই আমার অলোচনা।

***শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা*** (ছাওমনু) :— আমরা লিডার অভ দ্যা হাউস কে অনুরোধ করেছি গতকাল যে তিনজন বিধায়ককে সাসপেণ্ড করা হয়েছে তাদের সাসপেণ্ড অর্ডার প্রত্যাহার করা হোক।

***শ্রীমানিক সরকার*** (মুখ্যমন্ত্রী) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঠিক আছে সবটাতো আলোচনা একটা জায়গায়। হাউসের মাননীয় সদস্যের মধ্যে যারা বিভিন্ন গ্রুপে নেতৃত্ব করেন তারা একটা

জায়গায় এসেছেন এবং আপনি এখানে উল্লেখও করেছেন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন আমি অন্য কোন কথায় না যেয়ে মূলতঃ মূল বিষয়টা বলছি।

In Pursuance of provision to Rule 331 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly. I beg to move the following Motion.

That the suspension of Sarbasree Dipak Kr Roy, Sudip Roy Barman and Ratanlal Neth, M.L.A made by the house on the 1st March, 2001 from the service of the House for the remaining period of this Session, be terminated.

*মিঃ স্পীকার :*—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে মোশানটা মোভ করলেন যারা সাসপেণ্ড হয়েছিলেন সর্ব্বশ্রী দীপককুমার রায়, সুদীপ রায় বর্মণ এবং রতনলাল নাথ মহোদয়গন তাদের উপর থেকে এই সাসপেন্‌শন অর্ডারটা প্রত্যাহার করা হলো। সর্ব্বসম্মতাভাবে এই সাসপেন্‌শন প্রত্যাহিত হল। এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল

AFTER RECESS AT 2. 00 P M.

ANNOUNCEMENT MADE BY THE CHAIR

Mr Speaker : ফাষ্ট আওয়ারে যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলি টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।' ANNEXURE—'A'

I received to day the 2nd March, 2001 from the Chief Minister of Tripura intaimating that Shri Keshab Majumder, Minister, Health & Family Welfare, parliamentary Affarrs etc. Department has been authorised to perform the duty and responsibility of the Business relating to the Tripura Legislative Assembly in respect of the department held by Shri Jitendra Choudhury, Minister, Rular Department, Education (YA&S) etc. Departments during his absence in the House on 2nd March, 2001 and the Depertments held by Shri Fayzur Rahaman, Minister, Labour and Minorities Welfare etc. Departments during his absence in the house on 5th March, 2001 as they will be out of station for urgent official business.

REFERENCE PERIOD

আজকে উল্লেখ্য বিষয় হল এটা হচ্ছে 'উত্তর পূর্বাঞ্চলে শিল্প স্থাপনে কেন্দ্রীয় বাজেটে আবগারী শুল্কের উপর বিশেষ ছাড় তুলে দেওয়ায় শিল্প স্থাপনে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে'। এই বিষয়ের উপর নোটিশ

দিয়েছেন শ্রীসুদন দাস এবং অমিতাভ দত্ত। আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য। নাহলে তারিখ এবং সময় চাইতে পারেন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী):—স্যার আমি এই সম্পর্কে আট তারিখ জানাব।

**মি: স্পীকার** :—আরও একটি উল্লেখ্য বিষয়-এ আমি নোটিশ পেয়েছি। বিষয়টি হল "কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বালাহার কর্মসূচীর সংকোচিত করা সম্পর্কে"। নোটিশ দিয়েছেন শ্রীসমীর দেব সরকার ও শ্রীমতি সন্ধ্যারানী দেববর্মা। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করেছি তিনি যদি না পারেন তাহলে তারিখ এবং সময় চাইতে পারেন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** :(মন্ত্রী) :—স্যার, আমি এই বিষয়ে উপর ৭ তারিখ উত্তর দেব।

**মিঃ স্পীকার** :—নিম্ন লিখিত বিষয়ের নোটিশ পেয়েছি নোটিশটি দিয়েছেন প্রনব দেববর্মা এবং জয়গোবিন্দ দেবরায়। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল "১৯-২-২০০১ জি বি হাসপাতালে জরুরী বিভাগে ভাংচুর এবং দুজন কর্মরত চিকিৎসককে নিগৃহীত করা সম্পর্কে"।

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি ৭ তারিখে এই বিষয়ের উপর জানাব।

**মিঃ স্পীকার** :—নোটিশ দিয়েছেন শ্রীনারায়ন চৌধুরী। নোটিশ-এর বিষয় বস্তু হল "রাবারের দাম কমে যাওয়ায় রাবার চাষীদের সংকট সম্পর্কে"।

আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব আজকে না পরেলে তারিখ ও সময় নিতে পারেন

**শ্রীপবিত্র কর** (মন্ত্রী) :—এই বিষয় আমি ১২ তারিখ জানাব।

## LAYING OF PAPER'S LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

### Laying of Annual Report and Accounts

**Mr Speaker** : Now the Business before the-House-Laying of a copy of the 13th Annual Report and Accounts of the Tripura Rehabilitation Plantation Corporation Ltd. for the year 1995-96 as required under Scetion 619 (A) (3) of the Companies Act, 1956.

Now I request Hon'ble Minister-in-charge of the TRP AND PGP Department to lay the above Annual Report and Accounts on the Table of the House.

**Shri Badal Chowdhury** (Minister) Sir, I beg to lay a copy of the 13th Annual Report and on Account of the Tripura Rehabillitation Plantation Corporetion Ltd for the year 1995-96 as required under Scetion 619 (A) (3) of the Companies Act, 1996.

**Mr. Speaker** : Laying of a copy of the Tripura SC & ST (Reservation of

the Vacancies in Services and Posts) (First Amedment) Rules, 2000 as required under Section 12 (4) of the Tripura SC & ST (Reservation of Vacancies in Services and Posts) Act, 1991. Now I request Hon'ble Minister-in-charge of the Welfare of SC & OBC Department to lay the above Rules on the Table of the House.

**Shri Anil Sarkar** (Minister):—Sir, I beg to lay a copy of the Tripura SC & ST Reservation of Vacancies in Services and posts First Amendment Rules, 2000 as required under Section 12 (4) of the Tripura SC & ST Reservation of Vacancies in Services Posts Act. 1991.

## PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

### Laying of Rules

**Mr, Speaker** Laying of a copy of "the Tripura SC & ST (Reservation of Vacancies in services and posts) (First Amendment) Rules, 2000 as required under Section 12 (4) of the Tripura SC & ST (Reservation of Vacancies in Services and posts) Act. 1991.

Now, I request Hon'ble Minister-in-charge of the welfara of SC & OBC Department to lay the above Rules on the Table of the House.

**Shri Anil Sarkar** (Minister) Mr, Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the Tripura SC & ST (Reservation of Vacancies in Services and post) (First Amendment) Rules, 2000 as required under Section 12 (4) of the Tripura SC & ST (Reservation of Vacancies is Services and posts.) Act, 1991.

### LAYING OF ECONOMIC REVIEW

**Mr Speaker** ;— Laying of a copy of "The Economic Review for the year 1999-2000."

Now, I request the Hon'ble Chief Minister to lay the above Economic Review on the Table of the House.

**Shri Manik Sarkar** (Chief Minister) :— Mr, Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy the Economic Review for the year 1999—2000.

**Mr Speaker:**-Hon'ble Members are requested kIndly,to collec tthe copies of the Annual Report Accounts, Rules and Economic Review etc. laid on the Table of the House from the Notice office

## PRESENTATION OF COMMITTEE REPORTS

***মিঃ স্পীকার :***—সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো, রুলস্ কমিটির একাদশতম প্রতিবেদন (ইলেভেন্থ রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয়কে ( রুলস কমিটির সদস্য ) অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য ।

**শ্রী*অমিতাভ দত্ত*(ধর্মনগর):**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি রুলস,কমিটির একাদশতম প্রতিবেদন ইলেভেন্থ রিপোর্ট) সভায় পেশ করছি ।

***মিঃ স্পীকার:***—এই সম্পর্কে আমি ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২৬১ নং ধারার প্রতি মাননীয় সদস্য মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । এই ধারা অনুযায়ী রুলস্ কমিটির প্রতিবেদনটি বিধানসভার টেবিলে সাত দিন পেশ করা অবস্থায় থাকবে । যদি কোন সদস্য উক্ত প্রতিবেদনটির উপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব আনতে ইচ্ছুক থাকেন, তবে উক্ত সাত দিনের ভিতর বিধানসভার সচিবের নিকট এই সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাব নোটিশ দিতে পারেন । যদি কোন সংশোধনী প্রস্তাব উক্ত সাত দিনের ভিতর না পাওয়া যায়, তাহলে এই প্রতিবেদনটি বিধান সভা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে ।

***মিঃ স্পীকার :***—আজকের সভায় পেশ করা রুলস্ কমিটির প্রতিবেদনের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি ।

## PRIVATE-MEMBER'S RESOLUTION —Negatived

***মিঃ স্পীকার:***—মাননীয় সদস্য মহোদয়গন, সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো "প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান'। আজকের কার্য্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিলিউশান রয়েছে । রিজিউলিশানের প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ । এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য ।

***শ্রীরতনলাল নাথ:***—মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত ।

***মিঃ স্পীকার:***- মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল নাথ সভায় উপস্থিত নেই । তাই উনার রিজিউলিউশানটি বাতিল হল ।

***মিঃ স্পীকার :***—আজকের সভায় দ্বিতীয় রিজিউলিশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশ

চন্দ্র দাস । এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয়কে অনুরোধ করেছি । উনার রিজিউলিউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য ।

**শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাসঃ** - মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত ।

**মিঃ স্পীকার ঃ**—মাননীয় সদস্য যেহেতু সভায় অনুপস্থিত কাজেই উনার রিজিউলিউশানটি বাতিল হয়ে গেল ।

## PRIVATE MEMBERS RESOLUT ION— Adopted.

**মিঃ স্পীকার ঃ**—আজকের সভায় তৃতীয় রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেবসরকার মহোদয় ।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করেছি উনার রিজিলিউশানটি সভায় উত্থাপন করে উনার বক্তব্য রাখতে ।

**শ্রীসমীরদেব সরকার ঃ**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার রিজিউলিউশানটি সভায় উত্থাপন করেছি । রিজিউলিউশানটি হলো

এ সভা প্রস্তাব করছে যে, "আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যান্ত রেলপথ সম্প্রসারণের স্বার্থে আগামী অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের রেলমন্ত্রক প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করুক" ।

স্যার, আমাদের রাজ্যের ৩৫ লক্ষ মানুষের স্বার্থে আমরা রেলের জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেছি। এটা বলা যায়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ডিমাণ্ডই আমাদের ছিল, রেল চাই রাজ্যে। এবং এর জন্য দল মত নির্বিশেষে লাখ লাখ মানুষের দাবী ছিল রেলের। স্যার, আন্দোলনের ইতিহাসে তা লেখা আছে। ছাত্ররা দিল্লী অভিযান করেছেন রেলের জন্য। কংগ্রেস সরকার তখন ছিল। কিন্তু তাঁদের ত্রিপুরা রাজ্যে রেল দেওয়াতে অনীহা ছিল। আমরা দাবী করেছি. ভারতবর্ষের সবগুলি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরাই সব থেকে পিছিয়ে পড়া রাজ্য। এখানকার মানুষ যারা আছেন তাদের মধ্যে ৮২ শতাংশ মানুষই দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। ত্রিপুরা রাজ্যের তিনদিকে বাংলাদেশ বা বিদেশী রাষ্ট্র রয়েছে। বৃহত্তম ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় নেই বললে চলে। এই পিছিয়ে পড়া রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা বাড়িয়ে তোলা।

এর উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় এবং রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ তথা বেকার যুবক যুবতীদের কাজের সুযোগ যেখানে সংকুচিত হচ্ছে সেখানে রাজ্যে যদি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় তাহলে তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় । কিন্তু আমরা দেখেছি বিশেষ করে কংগ্রেসী জমানায় যখনই রাজ্য রেল সম্প্রসারনের আন্দোলনের জন্য বাইর গিয়েছি, দিল্লীতে বোট ক্লাবে যখন ধর্ণায় বসেছি তখন আমাদের সামনে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন মন্ত্রী এবং এমন কি প্রধানমন্ত্রী ও ত্রিপুরার প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলার জন্য

এক মিনিট সময়ও দেন নি । আমরা যখন রেল চাই বলে দাবি করি তখন কেন্দ্রীয় সরকার বলেন ত্রিপুরাতে রেল দিলে কোন মুনাফা হবে না । তারা বিভিন্ন অজুহাত দেন যে এ রাজ্য কোন শিল্প কারখানা নেই কাজেই এখানে কোন রেল হবে না । আবার শিল্পের দাবিতে যখনই আমরা আন্দোলন করি তখন বলা হয় এ রাজ্য রেল নেই, কাজেই এখানে শিল্প কারখানা হবে না । যারা বাইরে থেকে আসবেন রেলের অভাবে তারা যোগাযাগ করতে পারে না কাজেই যোগাযোগের অপ্রতুলতার কারনে এ রাজ্যে শিল্প গড়া যাবে না । এই ভাবে বছরের পর বছর এরাজ্যকে শিল্পের দিক থেকে এবং রেলের দিক থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। প্রায় অর্ধশতাব্দীর কাছাকাছি এই রাজ্যকে রেল এবং শিল্প সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে । ১৯৭৮ ইং সালে আমরা আশা করেছিলাম যে রাজ্যে রেল পথ সম্প্রসারিত হবে । কারন তখন কেন্দ্রে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তখন ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল পথ সম্প্রসারনের জন্য মঞ্জুরী আসে। কিন্তু অল্প কিছু দিনের জন্য জনতা দল কেন্দ্রীয় সরকার ছিলেন তাই রেল পথ সম্প্রসারিত হতে পারে নি । কিন্তু রাজ্যে রেল পথ সম্প্রসারনের দাবীতে আমাদের আন্দোলন জারী থাকে । কেন্দ্রের জনতা সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ই কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারনের মঞ্জুরী হয় । কিন্তু কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল আসে অনেক দেরীতে । কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণ কংগ্রেস আমলে অনুমোদন পাওয়া যায় নি । কেন্দ্রে আবার পট পরিবর্ত্তন হয় । দেবগৌড়া সরকার পত্তন হয়, তখন রাজ্যের মানুষের ন্যায্য দাবীর প্রতি তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় । দেবগৌড়া সরকার আগরতলা পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের দাবী মেনে নেন এবং আগরতলা পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারনে জন্য মঞ্জুরী দেন এবং তার জন্য ৮ বছর সময় সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হয় । ৮০০ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয় । দ্বিতীয় দফায় ঠিক করা হয়েছিল যে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ করা হবে। আমরা সবাই জানি এর মধ্যে কেন্দ্রে আবার পট পরিবর্ত্তন হয় এবং গত বছর আগরতলা পর্য্যন্ত রেল পথ সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রের বি.জে.পি সরকার মাত্র ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে । ৮ বছর যেখানে ৮০০ কোটি টাকা রেলের জন্য বরাদ্দ করার কথা,সেখানে ৫ম বছর অর্থাৎ গত বছর মাত্র ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । ইতিমধ্যে দ্রব্যমূল্য অনেক বেড়েছে, কিন্তু এবারও যে রেল বাজেট করা হয়েছে তাতে গতবারের মতই মাত্র ৪০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। এবার কেন্দ্রীয় সরকার যে রেল বাজেট করেছেন তাতে কেউ কেউ বলছেন যে পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে বাজেট করা হয়েছে। যেহেতু ঐ রাজ্যে সামনে নির্বাচন তাই ঐ রাজ্যের দিকে তাকিয়ে নির্বাচনমুখী রেল বাজেট করা হয়েছে তাই সারা ভারতবর্ষে রেলের প্রতিটি বরাদ্দ নিয়েই গবেষণা চলছে। যদিও বাজেটে রেলের ভাড়া বাড়ানো হয় নি, হয়তো পরে বাড়ানো হবে। আমরা দেখছি আমাদের রাজ্যের জন্য গত বছর যে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪০ কোটি টাকা এবারও সেই ৪০ কোটি

টাকাই থাকবে। কারণ ইতিমধ্যে জিনিষ পত্রের দাম যে হারে বাড়ছে সমস্ত জিনিষের দামই বাড়ছে এমন কি রেল সম্প্রসারণের যে সমস্ত জিনিষ লাগবে সেই সমস্ত জিনিষেরও দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই সমস্ত কারণেই বলছি, এখানে ১০ থেকে ১৫ কোটি টাকা দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির জন্য খরচ হয়ে যাবে তা হলে প্রকৃত পক্ষে দেখা যাচ্ছে রেল সম্প্রসারনের জন্য আমাদের থাকবে মাত্র ২৫ কোটি টাকা। তাহলে সাব্রুম থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণের কাজ কি ভাবে হবে? ইচ্ছাকৃতভাবেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক কল্যাণের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমান টাকা দেওয়া হচ্ছে না। এই পাহাড় বেষ্টিত ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক কল্যাণের জন্য এবং রাজ্যের মানুষের যে চাহিদা এই চাহিদা দূরীকরণের জন্য আমরা বিধান সভা থেকে আবেদন জানাচ্ছি সাব্রুম থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল-পথ সম্প্রসারণ করার জন্য।

স্যার, প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প কলকারখানা স্থাপন করতে গেলে প্রথমেই যে পরিকল্পনার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে রেল লাইন সম্প্রসারণ করা। স্যার, আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্যের যোগাযোগের একমাত্র ব্যবস্থা হচ্ছে বিমান। কিন্তু সবার পক্ষে বিমান ভাড়া দিয়ে যাতাযাত করা সম্ভব নয় কারণ এটা আর্থিক অবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই আমাদের রাজ্যের লোককে আগরতলা থেকে দীর্ঘ পথ ঘুরে বহিঃরাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। গত দুই বছর ধরে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবসা-বানিজ্যের আলাপ-আলোচনা চলছে। সাব্রুম থেকে বাংলাদেশের বিখ্যাত বন্দর চট্টগ্রামের দুরত্ব মাত্র ৪০ থেকে ৫০ মাইল। সামুদ্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে যোগাযোগ-এর ব্যবস্থা হলে ব্যবসা ব্যণিজ্য এবং সর্ব ক্ষেত্রেই খরচ অনেক কম পড়বে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যদি রেলপথ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে রাজ্যের উন্নয়নের প্রথম ধাপ বলতে যেটা আমরা বুঝি সেটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবার যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেট এখনও পাশ হয় নি। তাই আমরা রাজ্যের বিধানসভা থেকে অনুরোধ করছি মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যারা আছেন এবং ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা যারা আছেন সবাই আমরা এসেছি এখানে রাজ্যের কল্যাণের স্বার্থে তাই বলছি আমাদের রাজ্যে সাব্রুম থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণ করা একান্ত প্রয়োজন। তাই আমি আশা করব ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা এবং বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা আমরা সবাই মিলে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য এবং রাজ্যের সার্বিক কল্যাণের জন্য আগামী অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল মন্ত্রক প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবেন আপনার মাধ্যমে আমরা এই প্রস্তাব বিধান সভায় পেশ করছি। এই বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার :** মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী।

**শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী** (সাব্রুম) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয় যে প্রস্তাব এই সভায় উত্থাপন করেছেন অর্থাৎ "আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের স্বার্থে আগামী অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের রেলমন্ত্রক প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করুক" এই প্রস্তাবকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্য একটা পিছিয়ে পড়া রাজ্য এবং এই রাজ্য কৃষি নির্ভরশীল রাজ্য। এই রাজ্যে দুর্বল অংশের মানুষই বেশী তাই তাদের উন্নতির জন্য দীর্ঘকাল ধরে আমার মনে হয় কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি। তাই এই পিছিয়ে পড়া রাজ্যের উন্নয়নের জন্য রেল লাইন সম্প্রসারন করা একান্ত প্রয়োজন এই রাজ্যের সামগ্রীক উন্নয়নের জন্য, এই রাজ্যের জনগণ দীর্ঘদিন যাবত রেল সম্প্রসারনের দাবী করে আসছে। এখানকার আদিবাসী, এই রাজ্যের আপামর জনসাধারন রেলের জন্য দির্ঘদিন দাবী করে এসেছে এবং এই রাজ্যের ছাত্র যুবকরা দিল্লীতেঅভিযান করেছে এই দাবী নিয়ে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, কেন্দ্রে দীর্ঘদিন কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন এই দাবীকে উপেক্ষা করেছেন। কেন্দ্রে যখনই সরকার পরিবর্তন হয়েছে তখনই এই রাজ্যের রেল সম্প্রসারনের ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এটা মাননীয় সদস্য সমীরবাবু উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে কেন্দ্রে যখন সংযুক্ত মোর্চা সরকার ক্ষমতায় আসে তখন কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারনের জন্য অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া হয় এবং সেখানে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এই রেল সম্প্রসারনের জন্য প্রথম অবস্থায় ৮০০ কোটি টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি বিগত ৪ বৎসর এই রেল প্রকল্পের জন্য প্রতি বৎসর সেখানে ৪০ কোটি টাকা বরদ্দ হচ্ছে। অর্থাৎ এটা যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না হয়। ২০০৬ সনের মধ্যে এই প্রকল্প শেষ হওয়ার কথা ছিল। এটা যাতে না হয় তার জন্য পরিকল্পিত ভাবে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম অবস্থায় দাবী ছিল সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত। আগরতলা পর্যন্ত মঞ্জুর হয়েছিল। দাবী ছিল আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল পথ সম্প্রসারনের কাজ যাতে অতি সত্বর হাতে নেওয়া হয়। তার জন্য আমরা জানতে পেরেছি সার্ভে শুরু হয়েছিল এবং সার্ভের কাজ শেষ হয়েছে। সাব্রুম থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল পথ সম্প্রসারনের কাজ তাতে খুব বেশী টাকা লাগবে না। ৩০০ থেকে ৩১০ কোটি টাকার মত লাগতে পারে। এখানে কোন বড় ধরনের কাজ করার মত কিছু নেই কয়েকটা সেতু ছাড়া। কাজেই খুব অল্প খরচে, খুব কম সময়ে এটা করা যায়। এই বিস্তৃত এলাকা বিশেষ করে সাব্রুম, বিলোনীয়া এবং উদয়পুর এই অঞ্চলের মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য তাদের অত্যধিক চড়া দাম দিতে হয় পরিবহনের মাশুল বেশী হওয়ার জন্য। সেখানে আগরতলার সংগে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনেক বেশী ভাড়া দিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। তাছাড়া এই এলাকার মধ্যে অনেক কাঁচামাল রয়েছে, অনেক সম্পদ রয়েছে। যেগুলিকে ভিত্তি করে সেখানে ছোট ছোট শিল্প গড়ে তোলা যায়। মাননীয় সদস্য সমীরবাবু এখানে উল্লেখ করেছেন। আমাদের

সাব্রুম থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের দূরত্ব সেখানে ৭১ কিলোমিটার মাত্র। এই ৭২ কিলোমিটার পরিবহনের ক্ষেত্রে এই বন্দরটাকে কাজে লাগানের সুযোগ আমরা নিতে পারি। মাল পরিবহনের ক্ষেত্রে খরচ অনেক কম পড়বে। এই এলাকার মধ্যে সেখানে বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষ, সমাজের মধ্যে সবচেয়ে গরীব অংশের মানুষ বসবাস করে। তাদের আর্থিক সংগতি বাড়ানোর জন্য সেখানে ছোট ছোট শিল্প গড়ে উঠতে পারে রেল যদি সম্প্রসারন হয়। কাজেই আমরা লক্ষ করছি যে রেল বাজেট পেশ করা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বাজেট বরাদ্দ সেখানে করা হয়েছে। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল বঞ্চিত। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে দেখেছি কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারনের জন্য প্রকল্প বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলের কোন বরাদ্দ বা প্রকল্প অনুমোদন হয়নি। এটা খুবই দুঃখের এবং দুর্ভাগ্যজনক যে আমাদের রাজ্যের ব্যাপক অংশের মানুষ বেকার। তাদের কর্মসংস্থানের একটা সুযোগ করে দেওয়া যায়। যেখানে যদি রেল পরিষেবা সম্প্রসারিত করা হতো তাহলে তাকে কেন্দ্র করে অনেক ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারতো এবং বেকার যুবক-যুবতীদের কাজের সংস্থান হতে পারতো। তাছাড়া কৃষি উৎপাদকরা তাদের কৃষি পণ্য বাজারজাত করার ক্ষেত্রে পরিবহন সমস্যা রয়েছে। আজকে যদি কৃষকদের কাঁচামাল পরিবহনের সুযোগ থাকতো তাহলে সেখানে কৃষকরা উপকৃত হতো।

কাজেই আজকে এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা এই হাউস থেকে সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব নিতে পারি কারণ রেল বাজেট এখনো সংসদে গৃহীত হয়নি কাজেই আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারনের স্বার্থে আগামী অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল মন্ত্রক প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেন। এই প্রস্তাব হাউস থেকে নেবার দাবী করে, আবেদন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

***মিঃ ডেপুটি স্পীকার :*** মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

**ককবরক**

***শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—*** মানগোনাং ডেপুটি স্পীকার স্যার, অর'মানগোনাং সদস্য সমীরদেব সরকার যে প্রস্তাব তুবুমানি রেলনি ব্যাপার তৗয়া অ রেল হানখে চিনি বরকনি কিরিমানিকক। কারণ চৗং নৗকথা ত্রিপুরা রাজ্যঅ উয়ানসৗগৗই নাইখে যেখানে আগি গাড়ী ফাইআ। অর'ম যখন গাড়ী চলেনানি আরম্ভ খৗলাইখা ত্রিপ্রাসারগ খাররৗনানি নাইখা। তেলিয়ামুড়াঅ আগি হানখে চিনি বরক তংঅ। চিনি হা, চিনি নগ যত কিছু অৗংলাই তংবাইমানি। যখন অ'র গাড়ী লাইসখা আফুরৗনি সিমি ত্রিপুরাসারগ কৗমানানী অ রস্ত অৗংখা। তাবুক রাজ্য অ রেল তুবুখে কাইসা বরকনি কাহাম অৗং ফানা ত্রিপুরাসারগ কৗমানাই ফাইনাই, হালং কৗমানাই এবং চিনি ত্রিপুরাসারগ, মুইয়া চানাইরগনি তংমুং চামুং আব বাইগথকয়া। হয়তো হানৗমান যে নরক

কাহাম নাইআ দে? কাহাম নাইঅ চাং। নাগখা আর কিরিঅ মেষালন কেন্দ্রীয় সরকারনি থানি রেলনি কোন দাবী খীলাইয়াখ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা খীলাইঅী মেষালয়নি সিমি শিলং পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণ খীলাইনানী কক্‌চাপজাগখা। কেন্দ্রীয় সরকার অর সমস্ত কিছু বরাদ্দ খীলাইখা রাং রিমানি পরে আরনি ছাএরগ ষ্ট্রাইক খীলাইখা আন্দোলন খীলাইখা, যে চিনি রেল নাইয়া। রেল ফাইখে চাং কীমানাই। হাইখে বরক মানা খীলাইঅ। কিরিমানী তংঅ। আবনি অর্থ অীংখা মেষালয়নি বরক শিক্ষিত অীংযাগ। অশিক্ষিত, কীমানাই আ'ব কিরিঅী বরগসানা খীলাইখা। কিন্তু অ'র সমীর দেব সরকার সাখা রেল ফাইখে মানীইনি দাম কমে নাই। যেখানে রেল চলেয়া অর ট্রাক কি চলেয়াদে তাবুক কুমারঘাট থেকে ধর্মনগর জরা রেল তংঅ। অ'র খরকবীসুক পেসেঞ্জার কাই থাং? যখন নাগখা রেলনি সীলাই আনি তেইব দাগতি থাংনানি দরকার আব গ্রহণ খীলাইঅ। মুম্বাই, মহারাষ্ট্রঅ রেল কীরীইদে? ব্যাংগালোরঅ রেল কীরীইদে? আর কি ট্রাক চলেআদে? ট্রাক বাই মানীই খীনাই তুবুজাকআদে মনিপুরঅ তামনি হীনীই রেল তা তুবুদি মানা খীলাইজাক? তামনি হীনীই নাগালেণ্ডঅ সেই ডিমাপুর থেকে মহারানী পর্য্যন্ত যে লামা থাংমানি আব সিমিসে আগেনি লামা তাংজাক হীনাই অ লামা নিবিসিং তাই লামা হীনীই তিনি তা দাদি হীনীই শীলাই? কাইসানি লদে তেকাইসা সমানভাবে তাল মিলি চলেমানিআ হীনখে কাইসা মানীই কীমাই থাংঅ। চিনি অর যে বরকরগ কুংখাই কলগ তংনাই বরকনি কাহাম অীংনাই। তেইব ফাতারনি বরক ফাইমানাঅ। আগে ট্রাক বাই কাইমানি, তাবুক রেলবাই ফাইনাই। আগে চিনি বরক বছরঅ কাইসা আচাইঅ। বরকখে ট্রাক বাই আচাইঅ। তাবুক রেলবাই আচাইনাই। চিনি প্রনববাবু, খগেন্দ্র বাবুসং উয়নরারাগ অীংখা। উয়ারারাগ অীংনাই। উয়াসসকনা রীংয়া হীনখে উয়াসিসিং। কাহামখে উয়নসগনাই হীনখে উয়ানানি কক অ'ম। আর আং সাইমানঅ ত্রিপুরা রাজ্যেঅ রেলনি কক্ যদি সাখা ইানখে রাজনীতিনি স্বার্থে সাঅ। আসল বীখা বাই সাইআ। একদিকে সাঅ যে পার্বত্য চট্রগ্রামনি বন্দর বেশী চালঅ ৭০ কিলোমিটার। কাটাতারনি বেড়া মা রিনাই। ট্রানজিট রোড চালু মাখীলাইনাই। চালু খীলাইদি। আব হীনখে মালনি লগে বরগ ফাইনাই। আমতাই হীনখে কমলপুর জরা থাংনাই। সীবা রমনাই পাশপোর্টতুদে তুবুখা? তাবুক তংখকলাঅীই বাংলাদেশ বাই একবারে বীখা মিলিলাইখা, সামুং তংমুং মিলিলাইখা। আ'ব রাজনীতিনি বাগীই মিলিলাইখা। বাংলাদেশনি ঢাকাঅ ট্রেনজিট রুট চালু খীলাইনানি কক্ সালাইখা। তারপরে কয়েকদিন আগে নাগখা যে বাংলাদেশ ত্রিপুরা রাজ্য যে মিটিং খীলাইমানি আ'ব দিল্লিনি সামুং। আমনি সিকাং বারীই আচুক কাং অীংখা? ত্রিপুরা রাজ্যনি বাট ভাগ এলাকাঅ বলং তংঅ। কিন্তু চুয়াল্লিশ ভাগ বলং তংখে অীংঅ। রেল ফাইয়ানি আগে বলংনি বুকাং যত ফাইবাইখা। বাংলাদেশঅ সক তংঅ। বলং ছাপ অীংথাংখা। মানীই যত বাংলাদেশঅ থাংঅ। কেব মানা

খীলাইনাইদে তং ? কেব অ'র রমনাইদে তং ? রমথে উল্টা নাংনাই। নীং রবীন্দ্র তামনি মানা খীলাই ? কিন্তু আর কাহামথে উয়ানসক নাইথে ব জায়গাঅ সগাই তং, তিনি অর বন মন্ত্রী তংঅ। চিনি ত্রিপুরাসারগ হীনথে হুক্ খীলাই চাঅ। তাবুক বহকনি মাই দানানি তায় বন্ধ। ট্রাক বুফাং বাংলাদেশ থাংতংঅ। আবন বন্ধ খীলাইমানয়া। রেল ফাইথে কাহাম আংনাই। কিন্তু চিনি ত্রিপুরা সারগনি বাগাই হরমইয়া আংনাই তাবুক উয়ানসুকঅ। সালসা উয়ানসুকনানি নাংনাই। করবুক জায়গাঅ চিনি বরক কাঙ্গই। তাবুথে দোকান রীনাই ব বুইনি বরক। মানাই ফালনাই ব বুইনি বরক। যেখানে লামা আংঅ আরথে জাতি বরক থার না নাইঅ। রেল ইনথে ব হাই আংনাই। রেল ফাইথে চিনি ত্রিপুরাসা রকবাসুকনা চাকুনি মানাই আং। সাইমানঅ রেলনি বাগাই বরক। যেখানে লামা আংঅ আরথে জাতি বরক থার না নাইঅ।

রেলনি বাগাই কনট্রাকটার ফাইমানি অর চিনি ত্রিপুরাসা বরক বুসুকজনা তং ? লেবার পর্যন্ত মালাইআ। ফাতারনি বেলার তুবুথা। হা তাংনা রিংঅ। ত্রিপুরাসারক বা উয়ানসা ফুংসা তাংথে বরক ফুংনাই তাংমানা হীনাই বিহার, উড়িষ্যা ষ্টীল ফ্যাকটরীনি লেবার তুবুথা। ত্রিপুরানি লেবার বাই কনট্রাকটরনি লাভ আংয়া। রেলনি সামুং চেংমানি লগে লগে ষোলজনান রমাই তিলাং থাংখা। কিফিল ফাইমাখ। তাবুক রাং বাই কিফিল ফাই না। যাক আং সামালিয়া। অম নরক সিচিনাই। নরক তিলাংনাই, নরক তুবুনাই নরক সিচিনাই। আনি কিরিমানি যে ডুম্বুর নগরঅ তাবুক বীসাকজনা চাকুরি মানথা। আরনি নারায়ন রাজা তংমানি। ত্রিপুরাসারগনি আগেনি রাজা এই নারায়ন সদ্দারনি জায়গা ডুম্বুরনগর প্রজেকটঅ নাহারথা। বনিপরে ব কোর্ট কেইস খীলাই রাং ৩ (তিন) লক্ষ মানথা। অর সাধারন আইনতাই যে রাং মানানি কক অব কোর্টঅ থাংখা হীনথে মাইয়া। রেল ব হাই আংনাই। অরব প্রতিবাদ খীলাইঅ। খীলাইনানি ব রিংআ বরকনি অজায়গা নাহরমানি কয়েকদিন পরে কয়েকজনা বরক সাফাইনাই, চাং রাং কম মানথা। নরকব ধরনী চাকমা হাইথে কেইস মাখীলাইনাই। আরব দরকার খীলাইআ হীনথে রাং থালাইঅ তাখু করগ, বুখুকরগ চিনি যে ত্রিপুরাসা হীনাই তংনাইরগ, হদানি বরকরগ বেলাই বিয়'লআ কীলাইনাই। আব'ন বাগাই আং রেল ফাইনাই থানাই বেলাই কিরিঅ। রেল তাফাইদি হীনাই সাঅয় আনি ককবগাই মীথাকথা।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার রেলের যে প্রশ্ন তুলেছেন, এই রেল হল আমাদের উপজাতি লোকদের ভয়ের বিষয়। কারন আমরা চিন্তা করে দেখেছি যেখানে আগে গাড়ি চলেনি সেখানে যখন গাড়ী চলতে শুরু হয় তখন ত্রিপুরীগণ এলাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করে। তেলিয়ামুড়াতে আগে উপজাতিদের বসবাস ছিল। আমাদের জায়গা, আমাদের বাড়ী, সমস্ত দিক দিয়ে আনন্দে থাকা যেত। যখন

গাড়ী চলতে শুরু করে তখন থেকে ত্রিপুরীগণ এলাকা ছাড়তে আরম্ভ করল। এখন রাজ্যে রেল আসলে একশ্রেনীর লোকের ভাল হলেও ত্রিপুরীগণ হারিয়ে যাবে। বনাঞ্চল শেষ হবে। চাষের জমি হারাবে ত্রিপুরীগণ, যারা বাঁশ করুল খায় তাদের চাল-চলনের সঙ্গে মিলবেনা। হয়তো বলতে পারেন যে আপনি কি উন্নতি চাইছেন না ? উন্নতি চাই। আমরা দেখেছি এই ভয়ে মেঘালয় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রেলের জন্য কোন দাবি করেনি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার স্ব-ইচ্ছায় মেঘালয় থেকে শিলং পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারন করার কথা বলেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত কিছু বরাদ্দ করেছিল। টাকা বরাদ্দ করার পরে এখানকার ছাত্রগন ষ্ট্রাইক করেছিল, আন্দোলন করেছিল যে আমাদের রেলের প্রয়োজন নেই। রেল আসলে আমরা হারিয়ে যাব। এভাবে তারা বাঁধা দিয়েছিল কারন এটা ভয়ের ব্যাপার। তার অর্থ হল মেঘালয়ের লোক শিক্ষীত হয় নাই। অশিক্ষন লুপ্ত হয়ে যাবে এই ভয়ে তারা মানা করেছে। কিন্তু এখানে শ্রীসমীর দেব সরকার বলেছেন যে রেল আসলে জিনিষের দাম কমবে। যেখানে রেল চলে সেখানে কি ট্রাক চলে না। বর্তমানে কুমারঘাট থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত রেল চলছে। এখানে কতজন পেসেঞ্জার রেল চড়ে ? যখন তাড়াতাড়ি যাওয়ার প্রয়োজন মনে করে তখন অবশ্যই বিকল্প পথ খোঁজে। বোম্বে মহারাষ্ট্রে কি রেল নেই ? ব্যাঙ্গালোরে কি রেল নেই ? সেখানে কি ট্রাক চলে না ট্রাক দিয়ে জিনিস পত্র আমদানী ও রপ্তানী করা হয় না ? মনিপুরে কেন রেল আসতে মানা করেছে ? নাগাল্যাণ্ডের সেই ডিমাপুর থেকে মহারানী পর্য্যন্ত যে রাস্তা গেছে কেন সেই রাস্তার সঙ্গে অন্য রাস্তা তৈরী না করার জন্য নিষেধ করেছে ? একটির সঙ্গে অন্যটির সমতা রক্ষা না হলে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের এখানেও যারা বাঙালী তাদের ভাল হবে। বাইরের লোকেরা আরো আসতে পারবে। আগে ট্রাক দিয়ে আসত। এখন রেল দিয়ে আসবে। আগে উপজাতিদের ঘরে একজন জন্মগ্রহন করত। আর বাঙালীদের ক্ষেত্রে ট্রাক ভর্ত্তি জন্মগ্রহন করত এখন রেল ভর্ত্তি করে জন্ম গ্রহন করবে। আমাদের প্রনববাবু, খগেন্দ্রবাবু উনারা মুচকি হাসি দেন। রাগতো করবেন। ভাবতে না পারলে তো রাগ করবেনই। ভালভাবে চিন্তা করলে এটা সত্যিই ভাবার বিষয়। এটা আমি বলতে পারি যে, ত্রিপুরাতে যদি কেউ রেলের কথা বলে তবে রাজনীতির স্বার্থে বলেন। সত্যিকারের মন দিয়ে বলছেন না। একদিকে বলছে যে পার্বত্য চটগ্রাম বন্দর বেশী দুরে নয় মাত্র ৭৯ কিলোমিটার। কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হবে। ট্রানজিট রোড চালু করা হবে। চালু করুক। তাহলে মালের সঙ্গে লোকও আসবে। এভাবে কমলপুর পর্য্যন্ত গিয়ে পোঁছবে। কে চেক করবে পাশপোর্ট আছে কি না ? এখন বাংলাদেশের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব। কাজকর্মেও মিল বেড়েছে। এটা রাজনীতির জন্যই মিল রেখেছে বাংলাদেশের ঢাকায় বসে ট্রানজিট রোড চালু করার কথা বলেছিল। তারপরে কয়েকদিন আগে দেখেছি যে বাংলাদেশ ত্রিপুরা রাজ্য যে মিটিং করেছিল তা নাকি দিল্লীর কাজ। কেন আগে থেকে এতবেশী চিৎকার শুরু করেছিলেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের ষাটভাগ এলাকায় বন আছে। তারমধ্যে চুয়াল্লিশ ভাগ বন থাকলেই চলে। রেল আসার আগেই বনের গাছ সব শেষ হয়ে গেছে। বাংলাদেশে গিয়ে পৌঁচছে। বন পরিস্কার হয়ে গেছে। জিনিষপত্রও বাংলাদেশ যায় বাঁধা দেওয়ার কেউ নেই। কেউ এখানে কিছু বলার নেই। কিছু বলতে গেলে উল্টো হবে। তুমি রবীন্দ্র কেন মানা করছ ? কিন্তু তা একটু চিন্তা করলে বলা যায় যে কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে।

এখানে আমাদের বনমন্ত্রীও আছেন। আমাদের ত্রিপুরীগণ জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে এখন পেটের ভাত রোজগারের পথ বন্ধ। ট্রাকগাড়ী ভর্ত্তি গাছ বাংলাদেশে যাচ্ছে। এটা বন্ধ করতে পারছেনা। রেল আসলে ভাল হবে। কিন্তু আমদের ত্রিপুরীদের জন্য খারাপ হবে। এখন চিন্তা করছেন না। একদিন চিন্তা করতে হবে। করবুকের মত জায়গায় আমাদের লোক নেই। এখানকার দোকাদারও বাঙালী। জিনিষপত্র বিক্রয়দাতাও বাঙালীগন যেখানেই রাস্তাঘাট হচ্ছে সেই জায়গা থেকে উপজাতীগন বসতি হারাচ্ছে। রেল আসলেও তাই হবে। রেল আসলে আমাদের ত্রিপুরীগন কতজন চাকুরী পাবে তা আমি বলতে পারি। রেলের কনট্রাকদের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরীগন কতজন আছে ? শ্রমিক পর্য্যন্ত নিচ্ছে না। বাইরের শ্রমিক এনেছে। ত্রিপুরার শ্রমিকগন মাটি কাটতে পারে না। ত্রিপুরী অথবা বাঙালী এক কোদালে কাটলে বিহার, উড়িষ্যার ষ্টীল ফ্যাকটরী লেবারগন দুই কোদালে কাটতে পারে। ত্রিপুরার শ্রমিক দিয়ে কনট্রাকটারের লাভ হয় না। রেলের কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ষোলজন শ্রমিকে অপহরন করে নিয়ে গেছে। মুক্তি পায়নি। হয়তো এখন টাকার বিনময়ে মুক্তি পেয়েছে। যাক্ আমি তা বলতে পারি না। এটা আপনারাই বলতে পারবেন। আপনারাই অপহরণ করেছেন, আপনারাই মুক্ত করবেন। তাই এই ব্যাপারে আমাদেরও জানার কথা। আমি বলতে চাইছি যে ডুম্বুর পর্যান্ত কতজন চাকুরী পেয়েছেন। সেখানে নারায়ন রাজা ছিলেন। ত্রিপুরীদের রাজা। এই নারায়ন সর্দারের জায়গা ডুম্বুর প্রজেক্ট এলাকায় পড়েছে। তারপর সে কোর্ট কেইস করে প্রায় লক্ষ টাকা পেয়েছে। এখানে সাধারন আইনের যে টাকা পাওয়া কথাতা কোর্ট কেইস না হলে পেত না। রেল আসলে তাই হবে। এখানেও কোন প্রতিবাদ নেই প্রতিবাদ করতে জানেনা। রেল যখন সাধারন লোকের জায়গা নিয়ে যাবে তখন হয়তো কয়েকজন গিয়ে বলবে যে আমারা তো কম টাকা পেয়েছি। তাদেরকেও হয়তো ধরনী চাকমার মত কেইস করার প্রয়োজন হতে পারে। এখানে দরবার না করলে টাকা পাবেনা, তাই মাননীয় ভাই ও বোনেরা আমরা যারা ত্রিপুরী হিসাবে আছি, হদার লোক হিসাবে আছি' তাদের খুবই অসুবিধা হবে তাই রেল। আসবে শুনে আমি অতত্মা ভয় পাচ্ছি। রেল না আসুক এই দাবী রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ চেয়ারম্যান** :—মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

ককবরক

**শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া** (কৃষ্ণপুর) :—মানগৗনাং চেয়ারম্যান তিনি— -- (গণ্ডগোল)——— কারন ত্রিপুরা বা ভারতবর্ষনি কায়সা রাজ্য। আনি মানথাই, চিনি অধিকারনি বাগৗই চৗং দাবী খৗলাইমান'। কিন্তু স্বাধীনতা ৫৩ বছর লাইঅই থাংখা, তাবুকসে চৗং রেলনি বাগৗই সিসাঅ। চৗং যতন' সাইমান' রাজধানী আগরতলা জরা রেল ফাইনায়। তাবুক অজাগাঅ দাবী অৗংখা, আগরতলা নি সিমি সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল চলিরৗনানি। তাবুক জরাতৗর প্রাইমারিলি ভাবে রাংনি যে, এস্টিমেট খৗলায়মানী আব' অৗংখা ৩৯০ কোটি রাং নাংনাই। মানগৗনাং রবীন্দ্র বাবু ককতিসাখা যে, তেলিয়ামুড়া হাই জাগাঅ মোটর গাড়ী তাই রেলগাড়ী ফাইখায় বরকরগ কিরিজাগানৗ তাবুক আনি প্রশ্ন অৗংখা, বরকনি অ- কিরিমা বরনি ফাইখা ? কিরিমানি কারন অৗংখা রাজনৈতিক, আব চৗং যতন' কাহামখে সায়মান'। অজাগাঅ ৩২ (বত্রিশ) বছর সাব' তং ? মহারাজানি রিজার্ভ সাব' সৗপাইখা। অ-চিনি 'হা' বাহাইখে কৗমাখা ? চিনি শিক্ষা কৗরৗই, তৎমুং কৗরৗই অনেক কিছু রৗংয়া সিয়ানি বাগৗই ন চৗং আমতৗই হায় অৗংনা নাংগ'। চেয়ারমান সাহেব আমি ককথাই আমসে চৗং তাবুক বিজ্ঞাননি যুগ' তংগ। কম্পিউটার চলিঅই তংগ। হিনথাই বলে (রবিন্দ্র দেববর্মা) রেল ন' সে কিরিফু। আগি বাস গাড়ী, রেলগাড়ী কৗরুইফ্রু থাংগৗই মানয়া ফাই মানয়া। হিনথাই নৗও ত্রিপুরা অ রেলগাড়ী তৗবনানি মৗচুংয়া হায়দে ? চিনি বরক কি রেল কৗসায়া গাড়ী কৗসায়া তংনায় হায়দে ? আব-ও কোনদিন অংগৗই মানয়া ? যুগবাই মিলিঅই চৗং ব' রেল যায়অ তাই দেশনি উন্নতি নায়অ। কমলা ফান' থায়সা অৗংখা। আনারস ফান' থাইবা অৗংখা তাই মুইয়া কান চুসা অৗংখা রেল গাড়ী ফাইখার চৗং আবন' গাড়ীঅ ফালৗই মানান,। আবসে চিনি দৃষ্টিভঙ্গি। তাসারা দাবীত চিনি কৗবাওমা তংগ। চৗং যতন' সাইমান' ত্রিপুরাঅ রেল ফায়তৗই ফায়তৗই ২০০৭ সাল পর্য্যন্ত সময় নাংগানৗ স্যার নৗং সামানি কয়েকটা কক আর' কৗলাইয়া। মানগৗনাং তাই কায়সা কক অর' সাখা মেঘালয়নি বরকনাকি রেল নাইয়া, আবত' ঠিকয়া। কারন মেঘালয় অৗংখা কয়লানি হাথাই। রেলগাড়ী ফাইখায় কয়লা নষ্ট অৗংগান' হিনৗইসে বরক বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু খৗলাইঅৗই মেঘালয়' রেল তৗবয়া।

অর্থচ তাবুক বাংলাদেশ সরকারবার মেঘালয়া সরকার বাংলাদেশ' ট্রাকবাই কয়লা রহরনানি ককমালামা সালাইঅই তংগ। মাননীয় সদস্য আবন' চংগৗই দে নায়, আংলে সাইমানয়া। আনি কক অৗংখা অ বিজ্ঞাননি যুগ' চিনি অর' রেল সারা চলিয়া। তাই চৗংব' যতন' মুচুঙগ। কিন্তু যা কিছু অৗংগ' যতন রাজনৈতিক নি বাগৗই অৗংগৗই তংগ আবন' আং কৗতালখে সানানি মুচুঙয়া।

চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি মূল সমস্যা অৗংখা ৩২(বত্রিশ) বছরনি কৗচাম সমস্যা। মহারাজানি'

রিজার্ভ' বাহাইখে কৌমাখা ? তৌমাখে চিনিঅজাগাঅ মৌচায়া মা, লাংয়া অাংখা ? বাহাইকে চিনি বরকনি জাগা কৌমাখাঁ ? আবনি দায়ী সাব ? আবনত' বরক কাহামখেম সাইমানি' নরক (আই'এন,পি, টি) বরকবাই (কংগ্রেস) বিসিবা বুখুঙ খৌলাইলাইখাঁ আবন' আং কৌভালখে সানানি থাংয়া' তবে আং আর' সানানি মুচুঙগ, যে, মানগৌনাং শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলচলিনানি বাগৌই যে প্রস্তাব তৌবমানি আব' বেলাইখে কাহাম প্রস্তাব । য়েথানে চিনি রাংব' কৌবাং বাংয়া মাত্র ৩৯০ কোটি টাকা । তাই লামা-ব' হাচাল আংয়া, মাত্র ১১০ কিলোমিটার সে । আমতৌই হায় জাগাঅ রেল চলিরীনামি বাগৌই যে প্রস্তাব তৌবমানি আব বেলাইখে নাংমানি । আং খা খৌলাইঅ অ দাবী শুধু চিনি সিমিয়া 'যতনি দাবী । অবনি বাগৌইন' অং-অ প্রস্তাবন' সমর্থন খৌলাইঅই হাইন হাই তাই উায়সা যতন' আনি থাপাংমি হামজাকমা মাফারাই অরন' আনি কক মৌথাকথা, যতন হামবাই ।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় চেয়ারম্যান, তিনি

গণ্ডগোল

কারন ত্রিপুরা হল ভারতবর্ষের একটি রাজ্য । আমাদের পাওনা এবং অধিকারের জন্য আমরা দাবী করতে পারি । কিন্তু স্বাধীনতার ৫৩ বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও রেলগাড়ীর জন্য আমাদের মনে জাগরন হয় । আমরা সকলেই জানি আগরতলা পর্য্যন্ত রেলগাড়ী আসবে । কিন্তু এখানে দাবী হল- আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত কবে নাগাদ রেলগাড়ী চালু করা হবে । এখন পর্য্যন্ত প্রিলিমিনারি এস্টিমেটে দেখা গেছে যে-সর্ব্বমোট ৩৯০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে । মাননীয় রবীন্দ্রবাবু এখানে বলেছেন যে-তেলিয়ামুড়ার মতো একটি অত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলে মোটর গাড়ী এবং রেলগাড়ী আসলে স্বাভাবিক কারনে ওখানকার মানুষ ভয় পাবে ।

এখন আমার প্রশ্ন হল- তাদের মনে এরকম ভয় পাওয়ার কারন কি ? কোথায় থেকে তাদের মনে এই ভয় এসেছে ? তাদের এরকম ভয় পাওয়ার মুল কারন হল রাজনৈতিক- এটা আমরা ভাল করেই জানি । এই ত্রিপুরা রাজ্যে ৩২ বছর ধরে কারা রাজত্ব করেছেন ? মহারাজার 'রিজার্ভ' আইন কে লংঘন করেছেন আমাদের জন্মভূমি কি করে হারিয়ে গেল ? আমাদের শিক্ষা নেই এবং অনেক কিছু অজানার কারনে এই অবস্থার পরিনত হয়েছে ।

মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব, এখানে আমার বক্তব্য হল- আমরা এখন কম্পিউটার এবং বিজ্ঞানের যুগে বসবাস করছি । এমন একটা যুগে থেকেও মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা রেল গাড়ীকে ভয় পান, এটা ভাবতেও অবাক লাগে । যখন মোটর গাড়ী, রেল গাড়ীর ব্যবস্থা ছিলনা তখন মানুষের আসা যাওয়া করতে বড়ই অসুবিধা হতো । তাহলে আপনি কি ত্রিপুরার জন্য রেলগাড়ী চান না ? আমাদের ত্রিপুরীরা কি কখনো রেল গাড়ীতে চড়তে পারবেনা । এটা

কোন দিন হতে পারেনা । যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরাও রেলগাড়ী চাই এবং দেশের উন্নতি চাই । একটি কমলাই হোক, পাঁচটি আনারসই হোক, বা বাঁশ কুড়ুলই হোক রেলগাড়ী যদি আসে তাহলে সেগুলি আমরা রেলগাড়ীতে বিক্রি করতে পারবো । এটাই আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গি । তাছাড়া অনেক গুলি দাবীতো আমাদের আছে । আমরা সবাই জানি যে, ত্রিপুরাতে রেল আসতে অন্ততঃপক্ষে ২০০৭ সাল পর্য্যন্ত সময় লাগতে পারে ।

স্যার, আপনি যে কথাগুলি এখানে বলেছেন এই কথাগুলি আওতার বাইরে ।

মাননীয় সদস্য আরো একটি কথা এখানে উল্লেখ করেছেন যে, মেঘালয়বাসী নাকি রেল চায় না এটা ঠিক নয় । কারন হল মেঘালয় একটি কয়লার পাহাড়। রেলগাড়ী যদি সেই রাজ্যে আসে তাহলে সমস্ত কয়লা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই আশংকায় বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক কারন দেখিয়ে মেঘালয়বাসী তাদের রাজ্য রেল নিতে চায়না । অথচ এখন বাংলাদেশে কয়লা রপ্তানি করার জন্য মেঘালয় সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করছে। মাননীয় সদস্য এ বিষয়গুলি নিয়ে কি একবার চিন্তা করে দেখেছেন— আমার তো মনে হয় না। আমি মনে করি, এই বিজ্ঞানের যুগে আমাদের এখানে রেল চাই । কিন্তু যাইকিছু হয়ে থাকে সবই রাজনৈতিক কারনেই হয়ে থাকে। এটা আমি আর নতুন করে কিছু বলতে চাইনা ।

আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মূল সমস্যা হল ৩২ (বত্রিশ) বছরের সেই পুরানো সমস্যা। মহারাজার রিজার্ভ কোথায় হারিয়ে গেল ? কি করে আমাদের এই রাজ্যে অনাহার সৃষ্টি হয়েছে ? কি করে আমাদের জমিন হারিয়ে গেল ? কি করে আমদের ভাষা সৃষ্টি এবং সংস্কৃতি হারিয়ে গেল ? এই হারিয়ে যাওয়ার পেছনে কারা দায়ী ? এই বিষয়গুলি উনারা (আই, এন পি, টি) খুব ভাল করেই জানেন । আপনারা তোতাদের সঙ্গে অর্থাৎ কংগ্রেস-এর সঙ্গে পাঁচ বছর সরকার গড়েছিলেন। এই বিষয়গুলি আমি নতুন করে বলতে চাইনা। তবে এখানে একটি কথা বলতে আমার ইচ্ছে হয় যে, মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল চালু করার জন্য যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন এটা খুবই যুক্তিসংগত এবং ভাল প্রস্তাব। যেখানে আমাদের টাকার পরিমানও খুবই কম, মাত্র ৩৯০ কোটি টাকা লাগবে এবং রাস্তাও দূর নয় মাত্র ১১০ কিলোমিটার। এমতাবস্থায় রেল চালু করার জন্য মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন তা খুবই সময়োপযোগী। আমি মনে করি এটা শুধু আমাদের দাবী নয় সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর দাবী। এই কারণে এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করে এবং আরো একবার সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়।

**শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :—** মাননীয় চেয়ারম্যান আজকে মাননীয় সদস্য সমীর দেব সরকার যে সরকারী প্রস্তাব এনেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এটা আমাদের রাজ্যের মানুষের অনেক দিনের দাবী। রাজ্যে একটা অভাব যেটা হচ্ছে যোগাযোগ। যদি আজকে আমাদের এই আগরতলা শহরে রেল সম্প্রসারিত হয় তাহলে রাজ্যের যে সম্পদ সেইগুলিকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের উন্নয়ন হবে। এটা আজকে ভীষম দরকার। আমাদের এই ছোট রাজ্য তিনদিকে সীমান্ত ঘেরা পিছিয়ে পড়া রাজ্য। যে রাজ্যে মাটির নিচে অনেক সম্পদ, মাটির উপরে অনেক সম্পদ, খনিজ সম্পদ সর্বোপরি মানব সম্পদ। সেই জায়গাই এই রাজ্যের মানুষ এই প্রাকৃতিক সম্পদ এবং খনিজ সম্পদগুলিকে কাজে লাগিয়ে শিল্প করখানা গড়ে তুলতে পারত। আমাদের এই রাজ্যের বাঁশ বেতের জিনিষ রাজ্যে, রাজ্যের বাইরে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে অনেক চাহিদা আছে। আজকে যদি এখানে রেলের মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে বাইর থেকে যেমন কাঁচা মাল নিয়ে আসতে পারত আর এখানে যে কাঁচামাল আছে তাকে কাজে লাগিয়ে এখানে শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে পারতো।

কিন্তু আমরা আশ্চার্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, বিগতদিনে কেন্দ্রে যারা সরকার চালিয়ে ছিলেন এই ৫০ বৎসরের মধ্যে ৪৬ বৎসর কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিলেন এবং এই রাজ্যেও কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিলেন কিন্তু তাদের মুখ থেকে এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য, এই রাজ্যের সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য এই রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নতি করার জন্য এই রাজ্যের জাতি উপজাতি অংশের মানুষের আর্থিক উন্নতির জন্য এবং রাজ্যে সম্পদ সৃষ্টি করার জন্য এবং এই যে রেল সেই রেলের জন্য তারা কোন চেষ্টাই করেনি। এমনকি তারা এইরাজ্যে রেল আনার যে দাবী সেই দাবী টুকু পর্যান্ত তারা করেনি। বর্তমানে কেন্দ্রে যে এন, ডি. এ, সরকার আছে কংগ্রেস যে ভাবে ১৯৯১ ইং সনে গেট চুক্তি স্বাক্ষর করে দেশের আর্থিক অবস্থাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন আজকে কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকার সেই রাস্তাতেই হাঁটছেন। তারা আজকে বে সরকারী করণের নামে উদারিকরনের নামে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প এবং কলকারখানাগুলিকে বিক্রি করে দেওয়া চেষ্টা করছে। দেশে রেল ব্যবস্থাকে তারা বেসরকারী করনের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। রেলের বিভিন্ন কাজ কন্ট্রাকটারদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বিদেশী বহু জাতিক সংস্থাগুলিকে ডেকে আনার তারা চক্রান্ত করছে। যে বাজেট তারা কেন্দ্রে পেশ করেছে সেই বাজেটে বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষনা করেছেন যে আমাদের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প এবং কলকারখানাগুলি সেগুলি লাভই হোক বা লোকসানই হোক সেই গুলিকে বেসরকারী করন করে ফেলব। সেই চেষ্টাই তারা করছে। আমাদের দেশের চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন নির্মান কারখানা, যেখানে রেলের ইঞ্জিন তৈরী করা হয়, বিশেজ্ঞদের অভিমত যে এই রেল ইঞ্জিন অন্যান্য দেশের তৈরী ইঞ্জিনের চেয়ে অনেক ভাল রেল ইঞ্জিন তৈরী হয় তা সত্বেও

কেন্দ্রীয় সরকার সুইডেন থেকে ৩০টা রেল ইঞ্জিন কেনা হয়েছে যার প্রতিটা ইঞ্জিনের মূল্য ৩০ কোটি টাকা করে অথচ আমাদের দেশে চিত্তরঞ্জন কারখানা থেকে যে রেল ইঞ্জিন তৈরী হয় তার প্রতিটা মূল্য পরে ৮ কোটি টাকা করে। এই ভাবে আমাদের দেশের অর্থ নয়ছয় করার চেষ্টা হচ্ছে। মাননীয় রেলমন্ত্রী যে রেল বাজেট পেশ করেছেন উনি পশ্চিমবাংলার স্বপ্ন দেখছেন। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। আমরাও চাই যে পশ্চিম বাংলার উন্নতি হউক, পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন হউক। গত বৎসর আমাদের রাজ্যের জন্য যে বাজেট ছিল ৪০ কোটি টাকা এবারকার বাজেটেও আমাদের রাজ্যের জন্য ধরা হয়েছে ৪০ কোটি টাকাই। যেখানে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে টাকার অব মূল্যায়ন ঘটেছে সেই জায়গায় এই ৪০ কোটি টাকা দিয়ে রেলের কাজ খুব একটা অগ্রসর হবেনা। আরো বেশী টাকার প্রয়োজন ছিল। আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেলের সার্ভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে! এর জন্য বাজেটে একটি টাকাও ধরা হয়নি। এই বেসরকারীকরনের ফলে এবং বহু জাতিক সংস্থাগুলিকে ডেকে আনার ফলে আমাদের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। আমি এর একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমাদের দেশের অনেক আগে ইংলেণ্ডে ফ্রান্সে এবং জাপানে রেল বেসরকারীর হাতে চলে গেছে এবং সেই দেশের টাইমস্ অব লণ্ডন এর যে বক্তব্য বেসরকারীকরনের ফলে বেশীর ভাগ মানুষেরই অসুবিধা হচ্ছে এবং মুষ্টিমের মানুষের লাভ হচ্ছে। রেলের ব্যবস্থা খারাপ হচ্ছে। সেটা আমরা দেখছি। এই ভাবে বেসরকারীকরনের ফলে আমাদের দেশেরও ক্ষতি হবে। তাই এই হাউজের কাছে এবং বিরোধী দলের কাছে এই অনুরোধ রাখব এই যে উন্নয়নের যে গতি সেই গতিকে ধরে রাখাই আমাদের প্রয়োজন।

রেল আসলে পরে আমাদের উন্নয়নের ক্ষতি হবে, আমাদের রাস্তা বড় হয়ে যাবে বাইরের লোক জন আসবে তাহলে পরে আমাদের ক্ষতি হবে। এই যে চিন্তা এটা সঠিক চিন্তা না। চিন্তা হল রাজ্যের বাইরের লোকের ক্ষেত্রে আমাদের ভাব বিনিময় আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে আমাদের রাজ্যের যে মাল সেগুলো আমরা বহিঃরাজ্যে পাঠাতে পারি। বহিঃরাজ্য থেকে মাল আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হতে পারে আগে আসত ধর্মনগর থেকে এখন আসে কুমারঘাট থেকে ট্রাকে করে। এবার বাজেটে বিভিন্ন জিনিস পত্রের দাম বেড়েছে। ডিজেলের দাম বেড়েছে, পেট্রোলের দাম বাড়বে, চিনির দাম বেড়েছে, কাপড় চোপড়ের দাম বেড়েছে। এই দাম গুলো বাড়ছে আজকে ৭৫ ভাগ গরিব মানুষের জন্য যে মাল গুলো লাগে সেই গুলোর দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং তাদের পরিবহন বাড়বে ফলে আমাদের বেশী দাম দিয়ে কিনতে হবে। ১৯৯৬ইং সনের সংযুক্ত মোর্চা সরকারের আমলে যে রেল প্রকল্প আমাদের রাজ্যের জন্য মঞ্জুরী দিয়েছিলেন সেটাকে পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের এই অত্যন্ত ন্যায্য দাবী যে আমাদের জন্য ৪০ কোটি টাকা নয় বর্তমানে মুদ্রাস্ফিতি বেশী তার জন্য আরোও বেশী টাকা বরাদ্দ করা। যাতে কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত,

আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারিত হতে পারে। তাই এই সভায় মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার মহায়শ যে বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন রেল সম্প্রসারনের জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকেঅধিক অর্থ বরাদ্দের জন্য আমি এটাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

***মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—*** মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুকুমার বর্মন মহোদয়।

***শ্রীসুকুমার বর্মন*** (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় ডেঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সমীরদেব সরকার যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন , আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল পথ সম্প্রসারণ করার জন্য, আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমার বক্তব্য না সারা দেশের মানুষ সারা পৃথিবীর মানুষ জানে যে রেল এমন একটি পরিবহন ব্যবস্থা যে ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গোটা পৃথিবীর সাথে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যাত্রি পরিবহনই শুধু না, মাল পরিবহনও সেখানে করা হচ্ছে। এবং এটাই হচ্ছে বর্তমান উন্নত মানের পরিবহন ব্যবস্থা। এই রেল আমাদের গোটা ত্রিপুরা পার্বত্য রাজ্য সেখানে নেই ব্রিটিশ প্রায় দুইশ বছর শাসন করেছে, ব্রিটিশ তার ব্যাবসার প্রয়োজনে যেখানে যেখানে তার লাভ হবে সেখান পর্য্যন্তই রেল সম্প্রসারন করেছেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সীমান্তবর্ত্তী রাজ্য। আমাদের রাজ্যে সেই ধর্মনগর পর্য্যন্ত রেল পথ সম্প্রসারন হয়েছে। তারপর দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে উন্নত মানের পরিবহন ব্যবস্থা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভাগ্যে জুটে নি। এটা ত্রিপুরাবাসীর এক দিনের দাবী না। এটা ত্রিপুরা বাসীর দীর্ঘ দিনের দাবী। ১৯৫২ইং সালে যখন দেশের পার্লামেন্ট নির্বাচন এই রাজ্য থেকে যিনি এম, পি, নির্বাচিত হয়েছেন প্রয়াত বীরেন দত্ত। আমি যতটুকু জানি বা শুনেছি যে তার প্রথম পার্লামেন্টের ভাষন শুরু করেছিলেন ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন চাই। তারপর এই দাবী শুরু হয় ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের, ছাত্র যুবক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সবাই এই রেল পথের জন্য দাবী করে এসছেন। মাননীয় উপাধক্ষ্য মহোদয়, আপনি এই চেয়ারে বসে আছেন আপনিও এই দাবীর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। আজকে যিনি চীফ মিনিষ্টার উনিও ছাত্র যুবকদের নিয়ে আন্দোলন করেছেন। পার্লামেন্টের সামনে বিভিন্ন সময়ে ধর্নায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এই রাজ্যের ছাত্র যুবক সাধারন মানুষ সাব্রুম পর্যন্ত পদযাত্রা করেছেন রেলের দাবীতে বিভিন্ন ভাবে সেই দিন আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। দেশের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে একচেটিয়া ভাবে রাজে এবং কেন্দ্রে কংগ্রেস, আজকে আমাদের রাজ্যে যারা বিরোধী তারাই সেখানে শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। এবং বিভিন্নভাবে উপহাস করেছেন এটা বিভিন্নভাবে প্রশ্ন উঠেছে এখানে শিল্প নেই, কলকারকানা নেই। এই রেল দিয়ে কি হবে, রেলের খরচ পোশাবে না। আবার শিল্প কারখানা করতে গেলে মাল পরিবহনের জন্য ভারি যন্ত্রপাতি পরিবহনের জন্য তার রেলের যে প্রয়োজন এই

গুলি নেই। সুতরাং এইগুলি করা যাবে না বিভিন্নভাবে, এই ত্রিপুরাবাসীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যাই হোক ১৯৯৬ সালে, দেবগৌড়ার আমলে যখন সরকার এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। তখনকার সময়ে রেল মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান আমাদের রাজ্যে এসেছেন আসাম রাইফেল গ্রাউণ্ডে সেখানে তারা ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। এবং পরবর্তী সময়ে রেল মানচিত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এবং টোকেন মানি তারা স্বীকার করেছেন। কিন্তু আমরা দেখছি সেই দিন আজকে যারা বিরোধী তারা দীর্ঘদিন এই রাজ্যের দাবিকে উপহাস করেছেন। তারা সেখানে হাসি টাট্টা করেছেন টোকেন মানি, এই টাকা দিয়ে কি হবে। তারা নানা ভাবে বিদ্রুপ করেছে, যাইহোক সব কিছু উপেক্ষা করে এই কাজটা শুরু হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময় যখন দেবগৌড়া সরকার থাকতে পারেন নি. আবার সেখানে বি জে পি সরকার এসেছে তখন থেকেই কাজের গতি কমে গেছে। যাইহোক ঢিলেঢালা হলেও কাজটা শুরু হয়েছে। কিন্তু কাজ এখনও শেষ হয়নি। ১৯৯২ সালে যখন কেন্দ্র নীতিশকুমার রেলের দায়িত্বে ছিলেন তখন তিনি বাধারঘাটে এসেছিলেন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য। সেই সময় তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে বলছেন আমাদের রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে দাবী উঠেছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সেখানে বলেছেন রেল লাইনকে আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যান্ত রেলের মানচিত্রে অন্তভুক্ত করার জন্য। সেই সময় নীতিশকুমার জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে আমরা সার্ভের কাজটা আগে করব। আর সার্ভের কাজটা যদি শেষ হয়, আমরা পরবর্তী সময় সেটা বিবেচনা করব। এবং তিনি দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিয়েছেন সার্ভের কাজটা কাজটা যাতে করা হয়। আমরা দেখেছি সাথে সাথে সার্ভের কাজ শুরু করেছে এবং সেখানে ১২মে, ২০০০ইং তারিখে এই রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তাতে দেখা গেছে যে ১১০ কিলোমিটার রাস্তা আসে। এবং ওয়েষ্ট ত্রিপুরার মধ্যে পরে ৪৩ কিলোমিটার. সাউথ ত্রিপুরা মধ্যে পরে ৬৭ কিলোমিটার এবং তার জন্য সেখানে খরচের টাকা ধরা হয়েছে ৩৯০ কোটি টাকা। এই যে সার্ভের কাজ শেষ হয়েছে, এই সার্ভের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে নিতীশ কুমার বলেছেন যে আমরা বিবেচনা করব। কিন্তু নীতিশ কুমার সেখানে নেই। এখন মমতা ব্যানার্জী রেলের দায়িত্বে আছেন, কিন্তু আমরা দেখলাম শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জী আসার পর থেকে এই রাজ্যের জন্য যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, ২০০৫ সালের মধ্যে আগরতলা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ করা হবে। সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে টাকা পয়সা বরাদ্ধ করার ক্ষেত্রে তালবাহানা সেটা আমরা গত বছরও দেখেছি, এইবারও আমরা দেখলাম। গত বছর সেখানে ৪০ কোটি টাকা ধরা হয়, সেই টাকা দিতে নাকি তালবাহানা করছে।

কিন্তু সেখানে দেখা গেছে মাত্র ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা ধরা হয়েছে। যে এটা পত্র পত্রিকায় দেখা গেছে আমি জানিনা আরও কমবে কি না। যদি কমে তাহলে আজকে যে টাকার

অবমূল্যায়ন ঘটছে, এবং এর মধ্যে দিয়ে মানে ৪০ কোটি টাকার মধ্যে দিয়ে তার যে কাজ যতটুকু করার কথা সেটা করা সম্ভব হবে না। সমস্ত জিনিষ পত্রের দাম বেড়েছে, শ্রমিক এর দাম বেড়েছে, সমস্ত কিছু মিলিয়ে তার যে কাজ করার কথা সে কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে না। এটা সেখানে পিছিয়ে যাবে এবং ২০০৬ সালের মধ্যে যেভাবে করার কথা আমরা এখন লক্ষ্য করছি এই ২০০৬ সালের মধ্যে এই রেলের কাজ আগরতলা পর্য্যান্ত করা সম্ভব হবে না। সাব্রুম পর্য্যান্ত তো হবেই না। কারন সাব্রুম তো এখন পর্য্যন্ত যুক্তই করা হয়নি। সাব্রুম কে সেখানে যুক্ত করবার জন্য আমাদের সার্ভে রিপোর্ট আসার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে আছেন, জানুয়ারীর ২৭ তারিখ তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছেন যে আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলের মানচিত্র যুক্ত করা হউক। এবং ফেব্রুয়ারী মাসে ৯ তারিখ আবার একটা চিঠি দিয়েছেন মাননীয় রেল মন্ত্রী মমতা বানার্জীর কাছে যাতে সাব্রুম পর্যান্ত রেল লাইন কে সেখানে যুক্ত করা হয়। দুঃর্ভাগ্যের বিষয় উনি সেখানে গুরুত্বই দেয়নি। উনার চিঠির গুরুত্ব সারা রাজ্যের স্বার্থে আমরা দেখলাম যে এটা ৩৩ লক্ষ মানুষের দাবী এবং তার যে যুক্তিকতা সেটাকে অস্বীকার করা হয়েছে এই বাজেটে অন্তর্ভুক্ত না করে। আমরা লক্ষ্য করলাম যে এই বাজেট মমতা ব্যানার্জী উল্লেখ করেছেন, যে রাজ্যগুলিতে নির্বাচন হবে সেই গুলিকে সামনে রেখে ভোটে জেতার জন্য ব্যাবস্থা করে পশ্চিমবাংলাতে ক্ষমতায় আসার জন্য সেই ভাবে ছক করে সেখানে রেল বাজেট করেছেন। রেল বাজেটের মধ্যে দিয়েই আপনারা দেখছেন যে যাতে যাত্রীভাড়া বাড়ানো না হয়, আর যেভাবে পণ্য মাশুলবৃদ্ধি করে তার ঘাটতি পুরনের কথা বলেছেন এটা তো পক্ষান্তরে সমস্ত মানুষের উপর বাড়িয়ে দেওয়া হবে। যাই হউক এই যে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারন মানুষের দাবী, এই দাবী উপেক্ষা করা হয়েছে। আমাদের সেই রাজ্যবাসীকে সেখানে অর্মযাদা করা হয়েছে। রবীন্দ্রবাবু যেটা বনমন্ত্রীকে দেখিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন যে এখানে কিভাবে আসবে এখানকার সমস্ত কাঠ চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ। যদি এই রকম হয় নিশ্চয় বন দপ্তরে মন্ত্রীরা আছেন, সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব বন দপ্তরের না। সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব সেন্ট্রাল গর্ভমেন্টের। সেন্ট্রাল গর্ভমেন্ট তার দায়িত্ব পালন করছেন না। এবং বন দপ্তর তার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেই কাজ দিয়ে তো আর রেলের কোন সম্পর্ক হতে পারে না। উনি বলেছেন স্কীল্ লেবার্, হ্যাঁ তা তো বাইরে থেকে আসছে। কিন্তু বাকি কাজটা তো আমাদের রাজ্যর মানুষ করেছেন এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে না তা ঠিক না। অর্থাৎ আমরা যেটা বুঝতে পারছি রবীন্দ্র বাবু যে দলে আসেন, যুবসমীতি তে আছেন, এতদিন কংগ্রেসের ভিত্তি উল্লেখ করে বলতেন এখন তা বি. জে. পি এর করেছেন।

যার জন্য বি. জে. পি সরকার রেল লাইন আসে কি হবে সে সমস্ত যদি প্রশ্ন তুলে এইগুলি সেখানে বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা বলব যে এই রাজ্য প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর।

এখানে কি না আছে? মাননীয় বিধায়ক খগেন্দ্র জমাতিয়া বলার চেষ্টা করছেন শুধু কমলা আমি শুধু কমলা বলব না। এই রাজ্যে কমলা অনারস কাঁঠাল এবং আরো অনেক কিছু আছে। যেগুলি বাইরে নেওয়া যায় না। আজকে যদি রেল পরিবহন থাকত তাহলে রাজ্যে এই সমস্ত ফল বাইরে যেতে পারত। আমাদের রাজ্যের মানুষের পকেটে পয়সা আসত। তাছাড়া এই রাজ্যের বনজ সম্পদ বাঁশ বেত থেকে শুরু করে অনেক জিনিষ উৎপাদন হয় যেগুলি পরিবহনের জন্য বাজারজাত করার জন্য সুযোগ থাকছে না এইগুলি আমরা সেখানে বাজারজাত করতে পারতাম এবং আমাদের রাজ্যের মানুষের কাছে পয়সা আসত এবং রাজ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সেখানে ঘটত। সুতরাং এইযে সুযোগ এই সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। তাছাড়া এখানে যদি ছোট ছোট শিল্প কারখানা করা যেত আমাদের রাজ্যে রাবার আছে, চা এবং অন্যান্য জিনিষ আছে। যেগুলি দিয়ে ছোট ছোট শিল্প কারখানা করা যায় এবং যেগুলির মধ্যে দিয়ে আজকে আমাদের রাজ্যে বেকার যুবক যুবতীদের কর্ম সংস্থানের রাস্তা সেখানে করা যেত। কারন সেখানে আমরা দেখছি কেন্দ্রীয় বাজেটের মধ্যে দিয়ে যুবক যুবতীরদের মধ্যে বেকার যারা আছে তাদের কর্মসংস্থানের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নুতন কোন পরিকল্পনা নাই। তারা কি খেয়ে বাঁচবে, তারা কি করে খাবে তার কোন চিন্তাভাবনা নেই শুধু বড় লোকের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য. মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য সেখানে শ্রমিকদের অধিকারকে চুর্ণ করবার জন্য মালিকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিচ্ছেন। শ্রমিক ছাঁটাই থেকে শুরু করে অন্যান্য বিষয় সমস্ত কিছু তুলে দিয়ে যারা সাধারন করবে তাদের অধিকারকে সেখানে ছিন্ন করা হয়েছে। সেই জায়গায় যেখানে কর্মসংস্থানের কোন রাস্তা নেই রেল আসলে পরে এই সুযোগ সুবিধাগুলির মধ্য দিয়ে কুটির শিল্প যদি গড়ে উঠতে পরত তাহলে পরে বেকাররা অন্তত: পক্ষে ভাল না হোক সাধারনভাবে ডাল ভাত খেয়ে বাচবার মত রাস্তা তারা তৈরী করতে পারত। সেই জায়গায়ও আজকে তারা বঞ্চিত হয়েছেন। আমাদের রাজ্যে যারা বেকার যুবক যুবতী তাদের সেখানে হতাশার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন। গোটা রাজ্যের সাধারন মানুষ যে অকাঙ্ক্ষা নিয়ে বসে আছে যে আমরা রেল দেখব এই রাজ্যের মানুষ যাত্রী সাধারণ পরিবহন এই রাজ্যের মাল পরিবহন বহি:রাজ্য থেকে আমাদের রাজ্য প্রায় বলা চলে সমস্ত মালই আনতে হয়। লড়ি দিয়ে আনতে হয় তাতে বিভিন্ন রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সেই জায়গায় যদি রেল থাকত অনায়াসে আমরা সেখানে মাল এবং খাদ্য থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিস কম দামে এই রাজ্যের মানুষ কিনতে পারত। কারন লড়িতে সেখানে ধরা হয় বেশী এটা স্বাভাবিক ভাবে পণ্য সামগ্রীর উপর বাড়িয়ে দিয়ে সেখানে মুল্যবৃদ্ধি ঘটে। এই জায়গায় অন্তত: কিছুটা সস্তা হতে পারত আমার রাজ্যের মানুষ সেখানে কম দামে জিনিসপত্র কিনতে পারত। এই সুযোগটা

থেকেও সেখানে বঞ্চিত হচ্ছে। স্বাভাবিক কারনে আজকে মাননীয় সদস্য সমীর দেব সরকার যে বেসরকারী প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন এটা যুক্তি সঙ্গত এবং আমরা মনে করি যে বিরোধী বেঞ্চে যারা আছেন তারা সেখানে এই দাবীকে সমর্থন করবেন। এই সমস্ত অজুহাত বাদ দিয়ে রাজ্যের স্বার্থে রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন এবং দলমত নির্বিশেষে এই বিধানসভা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা প্রস্তাব পাঠাব এই যে চলতি যে বাজেট সেই বাজেটের মধ্যে আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত সেখানে রেল লাইন অন্তর্ভুক্ত করে এই রাজ্যের মানুষের যে দাবী সেই দাবীর সেখানে মর্যাদা দেওয়া হোক এটা আমরা সেখানে বলতে চাই। এই জন্য সঠিক সময়ে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন। সুতরাং এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। আশা করছি বিরোধী বেঞ্চে যারা আছেন তারাও সেখানে সমর্থন করবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা এই প্রস্তাব সেখানে পাঠাতে পারব এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী **মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) :—৩১শে মার্চ আর একটা বিশেষ পর্যায় বা পর্ব শেষ হবে এবং আমার নিজের ধারনা যে আমাদের রাজ্যের লোক সংখ্যা প্রায় ৩৭-৩৮ লক্ষ ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই সমস্ত অংশে মানুষের কথা ভবিষ্যতের কথা রাজ্যে যে সমৃদ্ধি, আমাদের রাজ্যে যে সমস্ত সম্পদ আছে এগুলিকে কাজে লাগিয়ে যদি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার চিন্তাভাবনা করতে হয় তাহলে যথার্থ হবে আমাদের রাজ্যের মধ্যে কাজেই কোন গোষ্ঠির সঙ্গে সংকীর্ণ চিন্তা আসতে পারেনা। সরকার সমগ্র রাজ্যবাসীর স্বার্থের সঙ্গে এটা জড়িয়ে আছে। এটা প্রয়োজন এই কারনে বলছি আমাদের দেশের যে বিভাজনটা হল এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে হয়েছে আমরা সবাই জানি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আগে যে অংশ সেটা ছিল রেল বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে পড়ে গেল। সেই জায়গাটা আগে থেকেই কিছুটা উন্নত। শহরের রেল লাইন মুলত সড়ক বলেনা মুলতভাবে উন্নত ব্যবসায়ী কেন্দ্র, বাজার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটা যেমন একটা ঘটনা এর দিক থেকে ভৌগলিক অবস্থান ত্রিপুরায় অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পড়ে গেল। ভারতবর্ষের একটা প্রান্তিক রাজ্যে এবং তিন দিক থেকে আন্তর্জাতিক সীমানা। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের সম্পদ নেই আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। প্রাকৃতিক গ্যাস আছে এটা সবাই জানেন। সারা ত্রিপুরা গ্যাসের উপর সম্ভবত ভাসছে। আমরা বলেছিলাম গ্যাস থাকলে সেখানে তৈল থাকা সম্ভাবনা খুবই বেশী। গ্যাস থাকলে তৈল পাওয়া যাবে এই কথা বলা যাবেনা কিন্তু এটা অনুমান। ও. এন. জি. সি চেয়ারম্যান মিঃ বোড়া উনি আমাদের ত্রিপুরা এসেছিলেন। এখানের ইনষ্টিটিউশান অব ইঞ্জিনিয়ার্স আমন্ত্রনে সেখানে প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে উনি বলবার চেষ্টা করেছিলেন যে পরীক্ষামূলকভাবে সাধারনত যে গ্যাস পাওয়া যায় এটা বিশেষ করে মেইম্মেল থেকে তারা অনুমান করতে পারেন যে এখনো তেল আছে

কিনা। এবং উনি পাবলিক প্রেসকে বলেছেন যে আমরা স্যাম্পলটা পাচ্ছি কয়েকটা জায়গায় তাতে আমাদের মনে হচ্ছে যে এখনো ও পাওয়া গেলেও যেতে পারে। কাজেই তেল পাওয়া যাবেনা এই কথা বলা যাবেনা। আর তেল পাওয়াই যাবে এটাও বলা যাবেনা। আজকে তো তেল আর গ্যাস নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিকের মধ্যে উত্থান পতন চলছে। ইরান, ইরাক আমেরিকার মধ্যে। আমরা রাজ্যের অবস্থানের দিক থেকে খুব ছোট এবং গরিব। অনেক সমস্যা আমাদের কিন্তু সম্পদ যে আছে তাকে যদি কাজে লাগাতে পারি আগামী দিনে কিন্তু আমাদের এই ভোকাশনালে আছে সেটা দারুণভাবে আমাদের এডভানটেজএ পজিশনে নিয়ে যেতে পারে। সবটা নির্ভর করবে পরিকাঠামোর উপর। আমাদের যে অবস্থানটা সেই পরিকাঠামো উপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিবহন এবং আন্তর্জাতিক পরিবহন মধ্যে রেল যোগাযোগ। সেই দিক থেকে আমরা ত্রিপুরা রেল এর কথা বলছি। রেল বাজেটর মধ্যে আমরা তাতে কি লক্ষ্য করছি আমাদের রাজ্যের অবস্থানের যে ৪৫ কি.মি রেল রাস্তাটা সেটাকে কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত প্রথমে যেটা বলা হল তার দূরত্ব ১২৯ কি.মি। তার জন্য কত টাকা লাগবে তারা হিসাব করছিলেন। রেল আবার সার্ভে করলে আমরা সরকারী দিক থেকে তাদের সাহায্য করলাম। ফাইনাল সার্ভে করে যেটা দেখা গেল ১১৯ কিমি থেকে কমে ১০৮.৫ কি,মি দাঁড়ায়। তার মানে দাঁড়াচ্ছে সাড়ে দশ কিলোমিটার রাস্তার খরচ ভারত সরকারের বেচে গেল। আমাদের ট্যাকসও কমে গেল। ফলে এই প্রজেক্টের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছিল তাতে সাড়ে দশ থেকে এগারো কিলোমিটার রাস্তা কমে যাওয়াতে খরচ বাচল। আগে ১১৯ কি, মি মিটার রাস্তা ধরে যে টাকা ধরা হয়েছিল তাতে ২০০৬ সালের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবার কথা ছিল এখন রাস্তা কমে যাওয়ার ফলে রেল দপ্তরেতো আরো উৎসাহিত হয়ে দ্রুততার সহিত কাজটা কমপ্লিট করার জন্য ঝাপিয়ে পড়ার দারকার ছিল। কিন্তু তা না করে দেখা গেল এইবারের বাজেটেও ৪০ কোটি টাকাই বরাদ্দ করেছেন। গতবারও ৪০ কোটি টাকা ছিল। তবে চল্লিশ কোটি টাকার মধ্যে সবটা খরচ হয় নি। সম্ভবতঃ ৩৬ থেকে ৩৬.৫০ কোটি টাকার মত খরচ করেছেন। ডিভাইজড তথ্য না দেখলে বলা যাবে না। স্যার, এইবারের রেল বাজেটে ত্রিপুরার এলোকেশান আবার ৪০ কোটি টাকা। তাহলে, অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে? অর্থ হচ্ছে, রেল দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে আমি কথা বলে দেখেছি, এটা আমাদের দেখার কথা নয়। তবু আমাদের নিজেদের স্বার্থে প্রায় ৩/৪ মাস পর পরেই রেলের কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে আমাদের চীফ্ সেক্রেটারীকে বলেছি, যোগাযোগ রাখতে। বলেছি, তাদের সঙ্গে আলাপ করে দেখতে, তাঁদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন। তারা যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, তার ব্যবস্থা করুন আমরা তাদের সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেছি। আমাদের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট, রেভেনিউ ডিপা.টমেন্ট তাদের সাহায্য করছে। ডি, এম, এবং এস' পি, কে নিৰ্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের

সাহায্য করার জন্য। আমাদের প্যারো ফোর্সের কর্তাদের বলা হয়েছে, রেল, ও, এন, জি, সি এবং টেলি কমিউনিকেশনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য। তাদেরকে বলেছি, এই তিনটি দপ্তরকে সাহায্য করো, নাহলে কিছুই হবে না। শুধু ফোর্স এপ্লাই করে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবেলা করা যাবে না। আমরা চাই, যে উন্নয়নের কাজ চলছে, এই উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তাদেরকে আমাদের সাহায্য করতে হবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, শুরুতে বেশী টাকা লাগে না। কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেলে এক দু বছর পর থেকেই দারুন ভাবে টাকার প্রয়োজন হয়ে যায়। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এই যে ৪০ কোটি টাকা প্রথম বছরের জন্য কি ঠিক আছে ? তাঁরা বলল, ঠিকই আছে। কিন্তু পরের বছর থেকে বেশী লাগবে। দুগুণ তিন গুণ বেড়ে যাবে। কাজে কাজেই এখন থেকেই চেষ্টা করে দেখতে হবে। না, হলে অসুবিধে হয়ে যাবে। গত বারের ৪০ কোটি টাকার পর এবার তো আমাদের দরকার ছিল, ৭০ কোটি, আশি কোটি কিংবা ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু ৪০ কোটি টাকা এইবারও বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু রেলের কাজের জন্য যে সব সরঞ্জামের প্রয়োজন তার দাম বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই এইবারও যে ৪০ কোটি টাকা বরদ্দ হয়েছে তা দিয়ে কিছু হবে না। বছর বছর জিনিষের দাম যে ভাবে বাড়ছে তাতে গত বছরের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, এবার ১৫ থেকে ১৭ পারসেন্ট টাকা কম দিয়েছেন। এটা অন্যায়। আর সেকেগুলি আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যান্ত রেলের সার্ভের কাজ হয়ে গেছে। রিপোর্ট ও সাবমিট করা হয়েছে রেল বোর্ডের কাছে। আমরা দেখেছি, আগরতলা থেকে সাব্রুম ১০৮ থেকে ১১০ কি, মিটার রাস্তা হতে পারে। দূরত্বটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, এডবানটেজ। কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রাস্তার টানেল হবে ৯ কি, মি। ভারতবর্ষের কম রাজ্যই আছে যেখানে এই দূরত্বের রেল লাইনের মধ্যে এত বিরাট লেংথের টানেল আছে। প্রায় এক নাগাড়ে সাড়ে তিন কিলোমিটার থেকে চার কিলোমিটারেরও টানেল আছে। যাই হউক, টেক্নিসিয়ানরা আমাদের বলেছেন, টানেল করতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু খরচ বেশী হয়ে যাবে। কিন্তু আগরতলা থেকে সাব্রুম কোন টানেল নেই, এবং সেখানে ব্রীজও কম হবে। ফলে তারা হিসাব করে দেখিয়েছে, ৩৯০ কোটি টাকার মধ্যেই সব কাজ হয়ে যাবে। আমরা একটাই অনুরোধ করেছিলাম, সার্ভে কমপ্লিট হয়েছে, প্রিলিমিনারী এস্টিমেটও কমপ্লিট হয়েছে, আমাদের বর্তমান রাজ্যপাল, মি: শেঠ, উনিও চিঠি লিখেছেন। আমি ও মাননীয়া রেল মন্ত্রীকে চিঠি লিখেছি। পরে আমি ব্যক্তিগতভাবে ফোনেও কথা বলেছি যে, আপনার কাছে আগরতলা থেকে সাব্রুম লাইনের সার্ভের কাগজ পাঠানো হয়েছে। আমি বলেছি, আপনার বোর্ডের কাছে কাগজ জমা পড়ে আছে। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, উনি বলছেন, আগরতলা-সাব্রুমের ফাইলটা দেওয়ার জন্য। আমি দিল্লীর ত্রিপুরা ভবন থেকে ফোনে কথা বলছিলাম। আমি তখন আবার বলেছি, ম্যাডাম, বুঝতে পারছি, আপনার কাছে কাগজ পৌঁছয় নি। আমি আগরতলা গিয়ে

আবার কাগজ পত্র পাঠাব কি ? উনি বলেছেন, না, আমি একটু দেখে নিচ্ছি। দেখি কি করতে পারি। আমি খুব হোপফুল ছিলাম যে, নিশ্চয়ই কিছু একটা করবেন।

তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন যে আমাদের রেলের লোকগুলি যে কিডন্যাপ হয়ে গেলো আপনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে তাদের ছাড়াবার চেষ্টা করুন। আমাদের রেলের ইঞ্জিনীয়াররা ওখানে কাজ করছে তারা কিডন্যাপ হয়ে গেছে। তাঁকে আমি বললাম তার জন্য আমরা সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ উদ্বিগ্ন। আমাদের পুলিশ, সি, আর, পি, এফ, আসাম রাইফেলস সবাই মিলে তাদেরকে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করছে। এর মধ্যে বিভিন্ন রকম জিনিষ কাজ করছে। অনেক তথ্য ইত্যাদি বেড়িয়ে আসছে। আমি উনাকে বললাম আপনাকে টেলিফোনের মাধ্যমে বলার চেষ্টা করছি না। সামনাসামনি যদি সুযোগ থাকে তাহলে বলতে পারব। আমাদের দিক থেকে তাদের উদ্ধারের চেষ্টার কোন কসুর হচ্ছে না। এটা চলবে। আর এটার সাথে মিলিয়ে নুতন প্রজেক্টের ক্ষেত্রে টাকা বরাদ্দের ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ঘাটতি দেখাবেন না। তিনি বললেন-না, না আমি দেখছি। আমাদের সৌভাগ্য যে কিছু দিন আগে সবার চেষ্টায় যে ৭ জন লোক ছাড়া পাওয়ার বাকী ছিল তারা সবাই রিলিসড হলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সেই দিনই চিঠি লিখে বললাম যে আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাচ্ছি যে আমাদের ইঞ্জিনীয়ার এবং কর্মীরা যারা কিডন্যাপড হয়েছিল তারা সবাই রীলিসড। আপনি এবার স্বস্তি ফিল করবেন আমি আশা করছি আপনি এটাও দেখবেন। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছি যে এখানে তার কোন উল্লেখ নেই। আমরা তাকে ওটাও বলেছি যে আপনার সময়ে এই প্রজেক্টটা যদি অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে আপনার সুনাম হবে। আমরা বারবার রামবিলাস পাশোয়ান, নীতিশ কুমারের কথা বলছি। তাঁরা তো আমাদের পাটির লোক নয়। বরং আমি বলব তারা অত্যন্ত সুবিধাবাদী ভুমিকা নিয়েছেন। রামবিলাস পাশোয়ান দেবগৌড়ার সময়ে মন্ত্রী ছিলেন, এখন বি, জে, পির সাথে গিয়ে মন্ত্রীত্বের সুবিধা নিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর ইতিবাচক ভুমিকা নিয়েছেন এটা আমরা অস্বীকার করতে পারব না। নীতিশকুমার সম্পর্কেও পত্রপত্রিকায় নানা কথা উঠেছে কিন্তু তিনি ইতি বাচক ভুমিকা নিয়েছেন। আমাদের মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে তিনি এই প্রজেক্ট শুরু করতে এসেছিলেন। মঞ্চে বসে আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম তিনি বলেছেন আমি তো সবটা জানি না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ম্যানেজারকে ডেকে বলেছেন চীফ মিনিষ্টার যা বলছেন বুঝে নিন। আমি কিন্তু এটা সম্পর্ক এখানে বলতে চাই। তিনি বলেছেন হ্যাঁ ঠিকই আছে, এটা করতে পারলেতো ভালই হয়। তিনি এখানে দাঁড়িয়ে বলেছেন আমি সবটা জানিনা। চীফ মিনিষ্টার আমাকে বলেছেন। আমি কথা দিচ্ছি আমি অফিসারদের সাথে কথা বলে এক বা দেড় মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাব ঘটনার এক বা দেড় মাস পরে তিনি বলে দিলেন সার্ভে হবে। কাজেই তাঁদের ইতিবাচক ভুমিকার জন্য আমরা বারবার তাঁদের কথা বলছি। এই জায়গায়

দাঁড়িয়ে এখন এটা হাওয়া উচিৎ ছিল। সাব্রুম পর্য্যন্ত যদি রেল চলে যায়, ওখানে থেকে চিটাগাংের পোর্ট-এর দূরত্ব ৭৪ কি.মি.। চিটাগাং ইন্টারন্যাশনাল পোর্ট। আমি শুনেছি অনেকে এ্যাকসট্রিমিজম সম্পর্কে বলেছেন। এটা রেলপথ হলে বা না হলেও কি আটকে রাখা যাবে? উত্তর পূর্বাঞ্চলে তো সব জায়গায় রেলপথ আছে। সেখানে কি এ্যাকসট্রিমিজম আটকে আছে নাকি। এই ভাবে ভাবাতো ঠিক হবে না। যাইহোক আমরা বলছি লোকেশন্যাল ডিস এডভান্টেজ হচ্ছে, এটা তো পরে এডভান্টেজ হতে পারে। রেলপথ যদি সাব্রুম পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারি তাহলে চীটাগাঙের সাথে ৭৪ কি, মি লিংক আপ করা যায়। এই নদীর উপর যদি একটা ব্রীজ করে দেওয়া যায় তাহলে সাব্রুম নর্থ-ইষ্টান রিজিয়নের এবং সাউথ-ইষ্ট এশিয়ার এট হবে গ্রেটওয়ে। টোটাল চেহারাটাই পাল্টে যাবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা আশা করেছিলাম যে এটা হবে। তবে এটা হবে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। মানুষ যখন বুঝে গেছে যে রেল তাদের জীবনের সমৃদ্ধির সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তখন এই দাবী থেকে তারা সরে আসবে না। আর আমাদের এই রেলের দাবীকে এই ভাবে উপেক্ষা করে বেশী দিন অবাস্তবায়িত করে রাখার কোন সুযোগ নেই। রেল আমাদের রাজ্যে আসবে, তবে কিছু সময় নেবে। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই এটা বোঝার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তারা এটা করলেন না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বলব যে মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন এটা প্রাসঙ্গিক রেল বাজেট নিয়ে এখনও আলোচনা শুরু হয় নি। রেল বাজেট নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই এটা পর্যালোচনা করার সুযোগ পাবেন। আমরা হাউস থেকে উনাকে অনুরোধ করব প্লীজ কনসিডার ইট। আপনার ৩৯০ কোটি টাকার দরকার নেই। আপনি এক কোটি টাকা রাখুন, কিন্তু প্রজেক্ট টাকে এ্যাকসেপ্ট করুন। এটা হতে হয়তো দুই বছর দেরী হতে পারে। এই প্রজেক্ট এ্যাকসেপ্ট হলে সবাই মমতা ব্যানার্জীর নাম মনে রাখবেন। কেননা তাঁর সময়ে এই প্রজেক্ট এ্যাকসেপ্ট হয়েছিল আর এই যে ৪০ কোটি টাকা ধরলেন ওখানে তো কাজ দিবারাত্র হচ্ছে। ওখানে দুই দিক থেকে কাজ শুরু হয়েছে মাঝখানে সন্ত্রাসবাদীরা ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করেছিল তার সাথে সমতলের কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী লোক জড়িত ছিল। যারা প্রথম থেকেই রেলের বিরোধীতা করে আসছিল। আমি রবীন্দ্র বাবুদের ব্যাপারে কথা বলছি না। আমাকে আপনারা ভুল বুঝবেন না। এরকম কিছু শক্তি আছে যারা ত্রিপুরাতে রেল আসুক এটা চায় না। তাদেরও হাত আছে এর মধ্যে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা কাজের ব্যাঘাত ঘটাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফল হয় নি। কাজ আবার শুরু হয়েছে। ওখানে দিবরাত্র কাজ চলছে। তবে টাকার দরকার। টাকা যদি কম হয় তাহলে কাজের অসুবিধা হয়ে যাবে। কাজেই আমরা দুটো অনুরোধ করব যে ৪০ কোটি টাকা না, টাকাটা মিনিমাম দ্বিগুন করুন, আর আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত মিনিমাম একটা টাকা ধরে প্রজেক্টাকে অন্তর্ভুক্ত করুন। আর আগরতলা থেকে

বাংলাদেশ পর্য্যন্ত যে রেল লিংকেজ দূরত্ব আছে সেটা ১২ কি, মি,। তার মধ্যে ৫ কি,মি ইনসাইড ইণ্ডিয়া সার্ভের কাজ কমপ্লিট করে ফেলেছে এন,এফ রেলওয়ে। আর বাংলাদেশের ভেতরে ৭ কি. মি, হলে আখাউড়াতে রেল জাংশান আছে তার সাথে লিংকেজ হয়ে গেলে পরে পরিষ্কার হয়ে গেল। আর আমরা যে ট্রেনজিটের কথা বলছি ওখানে এসে মাল নামবে। ওখান থেকে সরাসরি আগরতলায় চলে আসবে।

১২ কিলোমিটার লিংক-আপ হয়ে গেলে বিরাট ঘটনা হয়ে যাবে। আমাদের পার্ট কমপ্লিট করে চলেছে আমাদের লোক। বাংলাদেশের ব্যাপারে এটাও আমি অনুরোধ করব এখান থেকে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে টেইক-আপ করে কারণ অলরেডি আমাদের বাস সার্ভিসের যে ব্যাপারটা এটা দুই দেশের অফিসার লেভেল চূড়ান্ত জায়গায় চলে এসেছে। স্বাক্ষরিত হয়েছে চুক্তি। এখন দুই দেশের সরকার পলিটিক্যাল লেভেল ফাইনেলাইজেশান তারা করবেন এবং এক্সিকিউট তারা করবেন এই কারনে আমি আগরতলা থেকে আখাউড়ার সঙ্গে লিংকেজের পয়েন্টটা করলাম। শুধু ত্রিপুরার কথা বললে এটা অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হবে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের ঘটনা হচ্ছে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পর এই প্রথম এমন একটা রেল বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে যেখানে একটাও প্রকল্প নেই, সামথিং এক্সট্রা অরডিনারী। দ্বিতীয় হচ্ছে একটা স্টেইটের আমি নাম বলব না সেখানে কতগুলি নুতন রাস্তাঘাট ইত্যাদির জন্য টাকা ধরা হয়েছে এবং দেখা গেল গতবার সার্ভের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছিল সে সার্ভে হল না কিন্তু এবার আবার তার জন্য টাকা ধরা হয়েছে। গতবার যেখানে রাস্তা এ্যাকসটেনশানের জন্য টাকা ধরা হয়েছিল সেই রাস্তার কাজ এক কিলোমিটারও হলো না। কিন্তু তার জন্য এবারও বাজেট টাকা ধরা হয়েছে। এই রকম করে ১৩/১৪টা জায়গায় টাকা ধরে রাখলেন। আর আমাদের এখানে কমপ্লিট হয়ে সব পড়ে রইল তার জন্য এক পয়সাও তারা ধরলেন না। এটা কি দৃষ্টিভঙ্গি? কোন একটা রাজ্যে পাঁচটা রেলের জায়গায় যদি ৫০টা হয় তাতেও আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আজকে উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে যেখানে সন্ত্রাসবাদ মাথাচারা দিয়ে উঠেছে এবং আমাদের এখানে এই পশ্চাৎপদতা এটার অন্যতম একটা কারণ। সেই পশ্চাৎপদতা থেকে বেড়িয়ে আসতে গেলে পর আমাদের পরিবহন ব্যবস্থাকে উন্নত করে আমাদের সম্পত্তিকে কাজে লাগানোর সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে। তার সঙ্গে রেলের প্রশ্ন জড়িত কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গি তো ওদের নেই আসলে এটা তো ইনডাইরেকটলি যারা চাইছে আমাদের অন্ধকারে রেখে আমাদের সর্ব্বনাশ করতে। তাদের সুযোগ করে দেওয়া হবে, এটা তো ঠিক হচ্ছে না? নর্থ-ইষ্টার্ণের কোন কোন স্টেইট আজ থেকে পাঁচ, সাত বছর আগে রেল তারপর মাটির নীচের কয়লা, লোহা এইগুলি তোলার ক্ষেত্রে তাদের আপত্তি ছিল? এখন কিন্তু তারা এই কথা বলে না। সাত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে। আমরা ফোরাম তৈরী করেছি তার থেকে মেমোরেনডাম তৈরী করেছি।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। বেঁচে থাকতে গেলে আমাদের অনেক কাজ করতে হবে এবং ইনফ্রাষ্ট্রকচার তৈরী করতে হবে। কাজেই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এই হাউসে এনেছেন এটা সময়োপযোগী হয়েছে। প্রথমতঃ রেল বাজেট হতাশা জনক বাজেট হয়েছে। কারন নর্থ ইষ্টার্ণ রিজিয়ন দারুন ভাবে বঞ্চিত। ত্রিপুরার তো কোন প্রশ্নই আসে না। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের যে ইচ্ছা তার প্রতিফলন আজকে এই সভায় আলোচনার মধ্যে দিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকারের উত্থাপিত এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে প্রতিফলন ঘটেছে। আমরা সবাই মিলে এখান থেকে এই প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে রেল দপ্তরের মাননীয় রেলমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করে আরেকবার সনির্বন্ধ অনুরোধ করব যে, আপনি আরেকবার রিকনসিডার করুন এবং আপনি আপনার এইবাজেট যখন চুড়ান্ত চেহারা দেবেন তখন যাতে এই নুতন প্রজেকটের জন্য কিছু টাকা আপনি ধরেন। আগরতলা থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল সম্পসারনের জন্য বাজেট যে বরাদ্দ ধরেছেন সেটাকে দ্বিগুণ করুন। এখন প্রস্তাবটা আমাদের এখান থেকে গেলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তারা নিশ্চয়ই আমাদের সাধুবাদ জানাবেন এবং আমি বিশ্বাস করি এই ক্ষেত্রে আমাদের কোন ভিন্নতা থাকবে না। এই বিশ্বাস ব্যক্ত করে আমি এই প্রস্তাবকে আর একবার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

***শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা ঃ*** আমি দুই এক কথা বলতে চাই, বলতে পারবত ? কারন সি, এম বলার পর বলা উচিত না।

***মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ***—বলুন।

***শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা ঃ***—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, রেলগাড়ী আমাদের এখানে চলছে, আমরা বলি বামফ্রন্টের রেলগাড়ী। মনু থেকে চাকমাঘাট পর্য্যন্ত শয়ে শয়ে জীপ, বাস, ট্রাক তিনবার চারবার করে যাতায়াত করে। এটা খুব মজা লাগে, এটা রেলগাড়ী থেকেও লম্বা হয়, এটাকে আমরা নাম দিয়েছি বামফ্রন্টের রেলগাড়ী। কিন্তু ৩ ঘন্টার রাস্তা মনু থেকে আগরতলা, সেই জায়গা ৭ থেকে ৮ ঘন্টা লাগে। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর এমন জায়গা তারা গাড়ী থামায় বাচ্চারা জল খাওয়ার কোন সুযোগ পায়না। খাঁ খাঁ রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এটা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বার বার অনুরোধ করেছিলাম এই ব্যাপারটা একটু রিভিউ করা যায় কিনা। এখন চাকমাঘাট মনু পর্য্যন্ত প্রতি ১০০ মিটারে ২জন করে সি, আর, পি পাহাড়া দিচ্ছে। এই অবস্থায় ট্রাক, বাস, জীপ একসংগে চালানোর কোন প্রশ্নই উঠে না। মনিপুরে আছে এসকর্ট এখন নাগাল্যাণ্ডেও আছে, আসামেও আছে। সেখানে কেবলমাত্র যাত্রী পরিবহনের জন্য যে সমস্ত বাস তাদেরকেই শুধু এসকর্ট দেওয়া হয়। আর অন্য গাড়ীগুলির জন্য রোড পেট্রলিং যেটা সেটাই সাফিশিয়েন্ট। এখন এখানে যে পর্য্যাপ্ত পরিমানে অ্যাজ মাচ অ্যাজ ফোরটিন কোম্পানীস্ অফ সি, আর, পি, এফ অ্যাণ্ড টু কোম্পানীস্ অফ ইজ ডেপ্লয়েড নট রোড পেট্রলিং অ্যাণ্ড সিকিউরিটি

এত বিপুল পরিমানে আর কোন রাজ্যই নাই । কাজেই এখানে নরম্যালি গাড়ী চলতে পারে । বিশেষ ক্ষেত্রে বাস বা ট্যাক্সি যেগুলি আছে সেগুলি ক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে । আর অন্যান্য গাড়ীগুলি স্বাভাবিক ভাবে চললে আমাদের আসা যাওয়ার দ্রুত হবে এবং এত কষ্টকর হতনা । রেলগাড়ীর ব্যাপারে, এ টা-ত আর পশ্চিমবঙ্গ নয়, যে চাইলেই আমরা পেয়ে যাব । এটা যদি পশ্চিমবঙ্গের একটা অংশ হত তাহলে ভালই ছিল, । আমার-ত মনে হয় সবচেয়ে দরকার ধর্মনগর থেকে খেদাছড়া পেচারথল থেকে কাঞ্চনপুর, কুমারঘাট থেকে কৈলাশহর, কুমারঘাট থেকে ছামনু এগুলি আগে লিংক হওয়ার দরকার । সাব্রুম টু আগরতলা এটা একসিসিবল এরিয়া । এক্সিসিবল এবং ইন-এক্সিসিবল বলে দুটো জিনিস আছে । এখানে দিনে রাত্রে গাড়ী চলে । এখানে যেমন কুমারঘাট থেকে ধর্মনগর যেতেই মানুষ ট্রেনে যায় না । কারন সময় বেশি লাগে । এটা হেলতে দুলতে গরুর গাড়ীর মত চলে । যেখানে কুমারঘাট থেকে ধর্মনগর যেতে দেড় ঘন্টা সময় লাগে সেখানে ট্রেনে ৩ ঘন্টা সময় লাগে । এখানে সময় কোন্ আলস্য মানুষ আছে যে এত সময় নষ্ট করে রেলে ভ্রমন করবে । আগরতলা থেকে সাব্রুম ৪-৫ ঘন্টা সময় লাগে । এখানে যদি রেল আসে তাহলে আমার মনে হয় ১০ ঘন্টা সময় লাগবে । যেমন বদরপুর থেকে লামডিং ২০০ কিলোমিটর সেখানে যেতে লাগে ১২ ঘন্টা, আবর লামডিং থেকে গৌহাটি ২০৪ কিলোমিটার সেখানে যেতে লাগে ৪ ঘন্টা । যার ফলে লামডিং গিয়ে মানুষ শুধু বাসে চড়ে । যার ফলে লামডিং এ না গিয়ে আমরা বাসে চলে যাই । বাসে গিয়ে দিনে দিনেই পৌঁছানো যাচ্ছে । সকালে গাড়ীতে উঠলে বিকেলে গিয়ে পৌঁছাতে পারছি, আর বিকেলে উঠলে সকালে গিয়ে পৌঁছাচ্ছি এবং ২০০ টাকা ভাড়া দিয়ে বাসে করেই যাচ্ছে । অথচ অল্প খরচে ট্রেনে ফেয়ার অল্প থাকা সত্বেও কেউ যায় না । আর যারা যায় তারা অলস বা যাদের কোন কাজকর্ম নাই তারাই যায় ।

কাজেই সাব্রুম থেকে আগরতলা পর্যান্ত রেল সম্প্রসারনের যে দাবী সেটা কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে এটা আমি বুঝতে পারছিনা । রেলের দাবী রয়েছে সাব্রুম পর্য্যন্ত ঠিক আছে কিন্তু সেটা হওয়া উচিৎ আমবাসা গণ্ডাছড়া হয়ে অমরপুর শান্তিরবাজার হয়ে সাব্রুম পর্য্যান্ত । এটা হলে ইন্এক্সেসিবল এরিয়াস্ তার হবে । এবং সেখানে আমাদের একটা ওটার রিজার্ভার রয়েছে ডুম্বুর প্রোজেক্ট্-প্রচুর মাছ উৎপাদন হয় সেখানে । তবে এই মাছ কখনো আমাদের এখানে আসেনা । ঘোরপথে বিদেশে বাংলাদেশ, আসামে চলে যায় । কাজেই লিংক রোড থাকলে, রেল লাইন থাকলে এটা আর হতো না । আমি দেখেছি ১৯৯৩ সালে হটাৎ করে মাছের উৎপাদন বেড়ে হলো ১১৫ মেট্রিক টন । এরপর ৯৪ সালে সেটা ফল করলো মাত্র ১৫ মে: টন । এর কারণ হলো ট্র্যান্সপোর্টেশনের অভাব ইন্ দুনএকসেসিবল এরিয়া তাই । কাজেই শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারনে দাবী করাটা এব আগরতলা টু সাব্রুম পর্য্যন্ত রেললাইন হতে হবে এটা মনে হয় খুব একটা যুক্তি সংগত নয় । কারন এমন কোন প্রডিউস্ সাব্রুম থেকে আগরতলায়

আনতে হবে এমন কোন এগ্রিকালচার প্রডিউস্ নাই। আর যেটা আছে যেমন সেখানে আলু ভাল উৎপাদন হয় সেটাকে শান্তিরবাজার ভায়া করে আমবাসা দিয়ে কানেকটেড করলে পরে আরো বেশী অ্যাফেক্টিভ হবে। তারপর আরেকটা আগে আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত বাস যাচ্ছে, জীপ, ট্যাক্সী, মারুতী যাচ্ছে। এবং কিছু বাড়ীর ব্যবসা এবং লোক ড্রাইভার, হেল্পার এরা চাকুরী পাচ্ছে। এখন ট্রেন এলে তাদের সবার চাকুরী চলে যাবে কারন সবাই তখন ট্রেনে যাবে। তাহলে ট্রান্সপোর্ট মিনিষ্টার কি করবেন যারা বেকার হয়ে যাবে তারা তখন তাঁর কাছে কাজের জন্য ধর্ণা দেবে। কাজেই এটা হতে পারে সুধনবাবুর শান্তিরবাজার থেকে রাজনগর পর্য্যন্ত এটাকে একস্টেড করে চাওয়া। কারন এটা কৃষি প্রধান এরিয়া। এবং এর দ্বারা সোনামুড়া পর্য্যন্ত কভার হয় এটা আমার খেয়াল আছে। কাজেই রেল তো আমাদের অবশ্যই দরকার কিন্তু সেটা কোন দিক্ দিয়ে গেল সর্বজন হিতায়চঃ এই সংকৃত শ্লোকটি মাথায় রাখলে ভাল হবে। ধন্যবাদ।

***মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—*** এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত প্রাইভেট মেম্বার্স' রিজিলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো— "এ সভা প্রস্তাব করছে যে, আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারনের স্বার্থে আগামী অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের রেলমন্ত্রক প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করুক"।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ট ধ্বণিভোটে গৃহীত হলো)

***মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—*** এই সভা আগামী ৫ই মার্চ, ২০০১ ইং তারিখ সোমবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইলো।

ANNEXURE"A"

PAPER'S LAID ON THE TABLE

( Questions and Answers )

Admitted Starred Question No. 59

Name of the Member :— Shri Gita Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to stated.

প্রশ্ন

১) ২০০০-২০০১ ইং অর্থ বছরে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে নিম্ন লিখিত রাজ্য রাজ্যভিত্তিক এবং মেলা উৎসবে কত টাকা খরচ করা হয়েছে ; যেমন :—ক) নীরমহল, খ) তীর্থমুখ, গ) পিলাক উৎসব, ঘ) ঊনকোটি, ঙ) সিমনা-ব্রহ্মকুণ্ড মেলা।

উত্তর

১) ২০০০-২০০১ ইং অর্থ বছরে তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্য ভিত্তিক মেলা উৎসবে যে খরচ হয়েছে তা হল :—

| | | |
|---|---|---|
| ক) | নীরমহল | ২.২০.০০০ টাকা |
| খ) | তীর্থমুখ | ২০,০০০ টাকা |
| গ) | পিলাক উৎসব | ৩৫,০০০ টাকা |
| ঘ) | উনকোটি | ২০.০০০ টাকা |
| ঙ) | ব্রহ্মকুণ্ড মেলা | ১০,০০০ টাকা |

Admitted Starred Question No 61

Name of the Member :— Shri Kajal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in charge of the "Youth Affairs & Sports" Department, be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য কল্যানপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোন P/1 (Physical Irstractor) নেই।

এবং

২) সত্য হলে কবে নাগাদ এই পদ পুরণ করা হবে।

৩) না হলে কারণ।

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

২) একজন শারীর শিক্ষক (P,1) গত ১৭-৭-২০০০ ইং হইতে কল্যানপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাজ করিতেছেন।

৩) অতএব পদ পুরনের কোন প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Q. No. 67

Name of the member : Sri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

প্রশ্ন

১) উদয়পুর মহকুমার তৈরুপাবাড়ী হাইস্কুল, জলেমা হাইস্কুল, ফোটামাটি হাইস্কুলটি পাকাবাড়ী

করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা।

২) পরিকল্পনা থাকিলে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় এবং

৩) পরিকল্পনা না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১) বর্ত্তমানে নেই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব।

Admitted Starred Question No.—76

Name of the Member : – Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) খোয়াই মহকুমার জাম্বুরা হাম্বার সেকেণ্ডারী স্কুলটিতে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কত ;

২) উপরোক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা কত '

৩) জাম্বুরা হাম্বার সেকেণ্ডারী স্কুলে বর্তমানে বিষয় শিক্ষকের সংখ্যা কত ; এবং

৪) বিদ্যালয়টিতে ক্লাসরুমের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোট ৩২০ জন।

২) শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা মোট ১৯ জন।

৩) বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে বিষয় ভিত্তিক কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই।

৪) বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ক্লাসরুমের সংখ্যা মোট ৬টি।

Admitted Starred Question No. 84

Name of the Member :— Shri Padma Kumar Dab Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, রাজ্যে অনেকগুলি উচ্চবুনিয়াদী, উচ্চবিদ্যালয় ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নেই।

২) ইহা কি সত্য যে, গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ে বেশীর ভাগ প্রধান শিক্ষক নেই,

৩) সত্য হলে ইহার কারন কি ?

উত্তর

১) সত্য ।

২) আংশিক সত্য ।

৩) অনেক সংখ্যক সহকারী শিক্ষককে উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে ও উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে প্রমোশন দেওয় সত্বে ও বিভিন্ন কারন দেখিয়ে প্রমোশন প্রাপ্ত পদে অনেকেই যোগদান করেন নাই । উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ও একই অবস্থা প্রমোশন প্রাপ্ত পদে যোগদান না করাই গ্রামাঞ্চলে বেশীরভাগ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকার কারন ।

Admitted Starred Question No—1C6

Name of the Member : –Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Depertment of Science-Technology and Envernment be pleased to state

প্রশ্ন

১) রাজ্যে Mini Hydel Project স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকলে ছাওমনু ব্লক অন্তর্গত গোবিন্দ বাড়ী গাঁওসভায় এরূপ প্রকল্প স্থাপনেরর কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ ।

২) গোবিন্দবাড়ী গাঁওসভায় এরূপ প্রকল্প স্থাপন করার সুযোগ কতটুকু আছে তা খতিয়ে দেখা হবে ।

Admitted Starred Question No—165

Name of the Member :—Shri Joy Gobinda Deb Roy

Will the Minister-in-Charge of the Information Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্ণালিষ্ট ওয়েল ফেয়ার স্কীম ২০০০ নামে একটি প্রকল্প গঠিত হয়েছে ?

২) সত্য হলে উক্ত স্কীমে সাংবাদিক ও ওয়ার্কিং জার্ণালিষ্টরা কি কি সুযোগ সুবিধা পাবেন ?

৩) এ পর্যন্ত কতজন সাংবাদিক ও ওয়ার্কিং জার্ণালিষ্ট সাহায্য পেয়েছেন ?

উত্তর

১) হঁ্যা

২) কর্মরত সাংবাদিক কল্যাণ প্রকল্প তহবিল কমিটির অনুমোদনক্রমে যে সাংবাদিকদের নিম্নলিখিত বিষয়ে আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে—

ক) গৃহ নির্মাণ ও মেরামত সংক্রান্ত কাজের জন্য এবং বিনোদনের জন্য।

খ) দুর্ঘটনা বা বার্ধক্যজনিত কারণে, অসমর্থতার জন্য আর্থিক সাহায্য।

গ) দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে কোন কর্মরত সাংবাদিকের অকাল মৃত্যু ঘটলে তার উপর নির্ভরশীল সন্তান সন্ততিদের আর্থিক সাহায্য প্রদান।

ঘ) এমন কোন উপলক্ষ্যে যার পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক সদস্যদের কল্যাণ সংঘটিত হতে পারে এমন বিষয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারেও আর্থিক সাহায্য দেওয়া যেতে পারে।

৩) এখনও কোন সাংবাদিক বা ওয়ার্কিং জার্ণালিস্টকে এই প্রকল্প থেকে সাহায্য দেওয়া হয়নি।

Admitted Starred Question No. 181

Name of the Member :— Shri **Samir Deb Sarkar** and **Prakesh Ch Das**

Will the Hon'bl eMinister in-Charge of Sch. castes, O. B. Cs & welfare Deptt be pleased tos tate.

প্রশ্ন

১। গত ১৯৯৩ ইং ১লা এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০০ ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে এস, সি Settlement এর মাধ্যমে কতটি পরিবারকে পুর্ণবাসনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে ; (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। বর্তমান অর্থবর্ষে SC Settlement Scheme এ কত পরিবারকে পুর্ণবাসনের পরিকল্পনা ছিল এবং তন্মধ্যে কতজনকে পুর্ণবাসন দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। উক্ত সময়ে এস, সি Settlement এর মাধ্যমে যে সকল পরিবারকে পুর্ণবাসন দেওয়া হয়েছে ইহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহাধীন। এবং মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

| ক্রমিক নং | মহকুমার নাম | ১৯৯৩ -৯৪ | ১৯৯৪ -৯৫ | ১৯৯৫ -৯৬ | ১৯৯৬ -৯৭ | ১৯৯৭ -৯৮ | ১৯৯৮ -৯৯ | ১৯৯৯- -২০০০ | ২০০০-২০০১ ডিসেম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১। | সদর | ১৬৯ | ১১১ | ১৮ | ৩৫ | — | ২৩ | ৩০ | — |
| ২। | খোয়াই | ৫৮ | ৩৫ | ৩৫ | ১৫ | ৫ | ১১ | — | — |
| ৩। | সোনামুড়া | ৪৮ | ২৪ | ৫০ | ৫০ | ৬৪ | ৪৭ | ৯ | — |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪। | বিশালগড় | — | — | ১৮ | ৩৩ | ১৪ | ২৬ | ২২ | — |
| ৫। | উদয়পুর | ৪০ | ২৭ | ৯ | ৩৮ | — | ১২ | ১১০ | — |
| ৬। | অমরপুর | ২৩ | ১২ | ১১ | ১০ | — | ৭ | ১১ | — |
| ৭। | সাব্রুম | — | ১০ | ১৭ | ১০ | — | ৮ | ৫৭ | — |
| ৮। | বিলোনীয় | ৫০ | ২২ | ৫০ | ১৮ | — | ১৭ | ৮৫ | — |
| ৯। | গণ্ডাছড়া | ৫ | ৪ | ৮ | ৫ | — | ৫ | — | — |
| ১০। | কমলপুর | ৪৫ | ২৫ | ৮৭ | ৩৫ | — | — | — | — |
| ১১। | লংতরাইভ্যালী | ১৫ | ৫ | — | ১০ | — | ৫ | — | — |
| ১২। | আমবাসা | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ১৩। | কাঞ্চনপুর | ১৪ | ৪ | — | ১৫ | — | ৩ | ১৫ | — |
| ১৪। | ধর্মনগর | ৩১ | ১৩ | ১৫ | ২৩ | — | ৯ | ৩৪ | — |
| ১৫ | কৈলাশহর | ৩৫ | ১৬ | ১৫ | ২২ | — | ১২ | ৪৭ | — |
| | সর্বমোট— | ৫৩৩ | ৩০৮ | ৩৩৩ | ৩১৯ | ৮৩ | ১৮৫ | ৪২৭ | |

২। বর্তমান অর্থবর্ষে মোট ৬০০টি তপঃজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। জেলাশাসকদের কাছ থেকে এখনো পর্যান্ত কোন মঞ্জুরীর প্রস্তাব আসে নাই। সুতরাং কারোর নামে কোন মঞ্জুরী এখনো দেওয়া হয়নি।

Admitted Starred Question— 183

Name of the Member— Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be eilased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলাপরিষদ এলাকাতে কয়টি মাধ্যমিক, ও কয়টি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় রয়েছে ; এবং

২। উক্ত বিদ্যালয়গুলি থেকে গত বছরে দ্বাদশ ও মাধ্যমিক পরীক্ষার কতজন ছাত্রছাত্রী উর্ত্তীর্ণ হয়েছে।

উত্তর

১। ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলাপরিষদ এলাকাতে ১৩২টি মাধ্যমিক ও ৪৪টি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় রয়েছে।

২। উক্ত বিদ্যালয়গুলি থেকে গত বছর দ্বাদশশ্রেণী পরীক্ষায় ৩২১ জন এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১,২৬৯ জন উর্ত্তীন হয়েছে।

**Admitted Starred Question No— 186**

**Name of the member :— Shri Prakash Ch, Das**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department to be pleased to state : –

প্রশ্ন

১। রবিকুমার হাইস্কুল, গোপাল নগর হাইস্কুল ও রাজনগর হাইস্কুলে ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে পাকা ঘড নির্মানের কোন পরিকল্পনা রয়েছে কিনা ;

২। থাকিলে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় এবং

৩। না থাকিলে, তার কারন কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব।

**Admitted Starred Question No— 189**

**Name of the member :—Shri Samir Deb Sarkar**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department to pleased o state :

প্রশ্ন

১। খোয়াই শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয় বর্তমানে চালু আছে কিনা;

২। থাকিলে. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত; এবং

৩। না থাকিলে, তার কারন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগে মোট ৯ (নয়) জন ছাত্র-ছাত্রী আছে। দ্বাদশশ্রেণীতে কোন ছাত্র-ছাত্রী নাই।

৩। কেমিষ্ট্রি শিক্ষকের অভাবে ১৯৯৯-২০০০ সালে বিজ্ঞান বিভাগের একাদশ শ্রেণীতে স্কুল কর্তৃপক্ষ কোন ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তি করাতে পারেনি। তাই বর্তমান বর্ষে (২০০০-২০০১) দ্বাদশ শ্রেনীতে

কোন ছাত্র-ছাত্রী নেই। বর্তমানে সরকারী বিদ্যালয় থেকে কেমিস্ট্রি শিক্ষক ডেপুটেশনে আনায়, বর্তমান বর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হয়েছে।

Admitted Starred Question No :— 196

Name of the Member :— Shri Prakesh Ch Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of SCs O.BC.s, & Minorities Welfare Deptt. be pleased to State :--

প্রশ্ন

১। বিধান সভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজধানী আগরতলায় তপশীলি জাতি সম্প্রদায়ের লোকদের থাকার সুবিধার্থে এস, সি, রেষ্ট হাউসের নির্মানের কাজ কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে ?

উত্তর

১। বিধান সভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজধানী আগরতলায় ৭৯ টিলার কেন্সার-হাসপাতাল সংলগ্ন ১৬ শয্যা বিশিষ্ট একখানা এস, সি রেষ্ট হাউস বিগত ৮-১-২০০১ইং চালু হয়েছে।

Admitted -Starred Question No.— 199

Name of the Member :— Shri Padma Kumar DebBarma

Will The Hon'ble Minister-In-Charge of the Social Welfare & Social Education Department be Pleased to State.

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকারের রেজিষ্টার ভুক্ত বর্তমান কতজন পুরুষ ও মহিলা প্রতিবন্ধী আছে।

২) ইহা কি সত্য যে, রাজ্য 'দি পারসনস উইদ ডিস্এবলিটিজ রুলস' গঠন হয়েছে।

৩) যদি তা সত্য হয়,তা হলে রুলস এ প্রতিবন্ধীদের জন্য কি কি কল্যান মূলক কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে।

উত্তর

১) রাজ্য সরকারের কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে রেজিষ্টারভুক্ত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা মোট ১৮০৯ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্য ১২৪৩ জন এবং মহিলার সংখ্যা ৫৯৬ জন।

২) হ্যাঁ।

১) রাজ্য সরকার প্রতিবন্ধীদের উন্নতিকল্পে রাজ্যস্তরে একটি রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটি ও কার্যকরী কমিটি গঠন করেছেন।

২) রাজ্য স্তরে প্রতিবন্ধীদের জন্য একজন কমিশনার নিয়োগ করেছেন।

৩) প্রতিবন্ধীদের জন্য সমাজ কল্যান আধিকারিকের কার্য্যালয়ে প্রতিবন্ধী সেল গঠন করেছেন।

৪) প্রতিবন্ধীদের জন্য রাজ্যে প্রতিবন্ধকতা যুক্ত বিশেষ কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে।

৫) সরকারী এবং সরকার অধিগৃহিত সংস্থার প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩ শতাংশ আসন সংরক্ষন করা হয়েছে এবং চাকুরীতে যোগদানের ক্ষেত্রে বয়সের উর্দ্ধসীমা পাঁচ বছর শিথিল করা হয়েছে ।

৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩ শতাংশ আসন সংরক্ষন করা হয়েছে ।

৭) প্রতিবন্ধীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে তাদের অতি সহজ শর্তে NHFDC Scheme এর মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য দানের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে ।

৮) পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের আওতাধীন প্রকল্পে উপকৃতদের ৩ শতাংশ প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে ।

৯) রাজ্য সড়ক পরিবহন নিগমের যানবাহনে প্রতিবন্ধীদের জন্য যাত্রী ভাড়া ছাড়ের ব্যবস্থা আছে ।

১০) রাজ্য সরকার প্রতিবন্ধীদের পেশা কর মুকুব করেছেন ।

১১) প্রতিবন্ধীদের যাতায়তের সুবিধার জন্য প্রতিবন্ধকতা মুক্ত পরিবেশ তৈরীর উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে সরকারী কার্য্যালয় ও প্রতিষ্ঠান সমূহ নির্মানে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পূর্ত্ত দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে ।

১২) রাজ্য সরকার রাজ্যে একটি ষ্টেট রিসোরস্ সেন্টার (State Resource Centre) এবং একটি ডিষ্ট্রিক্ট রিহেবিলিটেশন সেন্টার (District Rehabilitation Centre) স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছেন ।

১৩। প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি বিশ্রামাগার স্থাপনের উদ্দ্যেশ্যে আগরতলা শহরের কেন্দ্র স্থলে একটি জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে ।

১৪) প্রতিবন্ধীদের সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য রাজ্য ও জেলাস্তরে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 200

Name of the Member :— **Shri Kajal Chandra Das.**

Will the Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department be please to state.

**প্রশ্ন**

১। ইহা কি সত্য বিভিন্ন ব্লকে অনেক বিকলাঙ্গ ভাতার সুযোগ পাচ্ছেন না; এবং

২। সত্য হলে তাদের ভাতা প্রদানের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং।

৩। কবে নাগাদ ভাতা প্রদান করা হবে বলে আশা করা যায় ?

**উত্তর**

১। না ।

২। প্রশ্নই উঠে না।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 201

Name of the Member ;— Shri Padma Kumar DebBarma

Will the Minister-in-charge of the information cultural Affairs & Tourism Department be please to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের স্বীকৃত সাংবাদিকদের বছরে দুইবার T.R.T.C. বাস করে রাজ্যের বাইরে বিনা খরচে ভ্রমনের সুযোগ আছে;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে কতজন স্বীকৃত সাংবাদিক ২০০০ইং পর্য্যন্ত রাজ্যের বাইরে ভ্রমনের সুযোগ গ্রহন করেছেন ; এবং

৩। যদি এখন ও কোন সাংবাদিক সুযোগ গ্রহন না করে থাকেন তবে তার কারন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। ইহা সত্য।

২। ২০০০ইং পর্য্যন্ত মোট ১৫ (পনের) জন স্বীকৃত সাংবাদিক রাজ্যের বাইরে ভ্রমনের সুযোগ গ্রহন করেছেন।

৩। সুযোগ গ্রহনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের উপর নির্ভর করে। ইতিমধ্যই ১৫ (পনের) জন সাংবাদিক এই সুযোগ গ্রহন করেছেন।

Admitted Starred Question No.— 233

Name of the Member :— Smt Baijayanti Koloy

Will the Minister-in-charge of the information cultural affairs and Tourism Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত বৈরাগী পাড়ার শ্রী গৌরাঙ্গ সেবাশ্রম ও মন্দিরকে পর্যটন শিল্প হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহন করা হবে কি না ;

২। যদি গ্রহন করা হয় তবে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ইহা সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থান পরিবেশ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিবেশের দৃশ্যাবলী পর্যটকদের আকর্ষন করার উপর নির্ভর করছে। এ ব্যাপারে এখনও চিন্তাভাবনা করা হয়নি। কারন যেসব পর্যটন কেন্দ্র ত্রিপুরায় রয়েছে সেগুলির উন্নয়ন, সংস্কার, মেরামতির কাজ ও পূন: নির্মান করার জন্য বর্তমানে দপ্তর কাজ করছে।

২। প্রশ্নই উঠে না।

(Questions and Answers)

Admitted Starred Question No.— 234

Name of the Member :— Shri Kajal Ch. Das.

Will the Han'ble Minister-in-charge of the Education Department be plaase to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, তেলিয়ামুড়া ইনস্পেকটর অফ স্কুল এর আওতাধীন উত্তাবাড়ী উচ্চনিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়টিতে টি, এস, আর থাকার কারনে পড়াশুনা বিঘ্নিত হচ্ছে ;

২। সত্য হলে, কবে নাগাদ সেখান থেকে টি, এস, আর ক্যাম্প সরিয়ে নিয়ে স্কুলের পঠন পাঠনের সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা হবে, এবং

৩। উক্ত বিদ্যালয়ে বর্তমান আর্থিক বৎসরে নূতন বাড়ী নির্মানের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। আংশিক সত্য। যেসব শ্রেণীকক্ষে T.S.R. নেই সেই সব শ্রেণীকক্ষে ক্লাশ চালানো হচ্ছে।

২। এখনই বলা সম্ভব নয়। জনসাধারনের নিরাপত্তার প্রশ্নে T.S.R. রাখা হয়েছে। T.S.R চলে গেলেই বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন সম্পূর্ণরূপে চালানো হবে।

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No:— 235

Name of the Member:— Shri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge ot the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার বাঁশীচন্দ্র হাইস্কুল ও প্রহ্লাদ সর্দার এস, বি, স্কুলের পাকাবাড়ী নির্মান করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ;

২। যদি থাকে, তবে কবে নাগাদ কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩। না থাকিলে, তার কারন কি ?

উত্তর

১। অমরপুর মহকুমার বাঁশীচন্দ্র হাইস্কুলও প্রহ্লাদ সর্দার পাড়া এস. বি, স্কুলের পাকাবাড়ী নির্মানের আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব।

Admitted Starred Question No :— 255

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বহিঃরাজ্যে পাইলট ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি হয়ে বর্তমানে প্রশিক্ষনরত আছেন এমন ছাত্রের সংখ্যা কত;

২। কি পদ্ধতির মাধ্যমে রাজ্যের কোটা থেকে উক্ত ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি হতে হয় তার বিবরণ;

৩। উক্ত ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য কিরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন এবং নূন্যতম কত শতাংশ নম্বর পাওয়ার প্রয়োজন হয়?

উত্তর

১। এ বিষয়ে কোন তথ্য রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরে নেই। কারন রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরে পাইলট ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য কোন কোটা নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। জানা নেই।

Admitted Starred Question No :— 284.

Name of the Member :— Shri Binduram Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare Department be pleased to state,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের কোন কোন আই, সি, ডি, এস প্রকল্পে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়নি। এবং

২। যদি সত্য হয়, তবে কবে নাগাদ এই প্রকল্পে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুপারভাইজার নিয়োগ করা হবে আশা করা যায়।

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। এই অর্থ বৎসরে সুপারভাইজার এর পদগুলি পূরন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

( Questions and Answers )

Admitted Starred Question No 285

Name of Member :— Shri Billal Mia

Will the Hon'ble Minister-in charge of SCs OBCs & Minorities Welfare Deptt. be please to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলীমদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক সহয়তা মঞ্জুরী প্রদান এবং বেনিফি-সারীস্ নির্বাচন করে বিভিন্ন প্রকল্পে সুযোগ প্রদানের জন্য Tripura State WAKF BOARD এর এ্যাক্ট অনুসারে বিভিন্ন সাবডিভিশনের মনোনীত কমিটিগুলি কাজ করছে কিনা।

২। যদি একট অনুসারে উক্ত কমিটিগুলি কাজ না করে থাকে তা হলে এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, করছে ।

২) প্রশ্ন উঠেনা ।

Admitted Starred Question No 286

Name of Member :— Smt, Sandhya Rani Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department to pleased to State :

প্রশ্ন

১) রাজ্যে আগামী আর্থিক বৎসরে কতটি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়কে পাকা বাউণ্ডারী করার জন্য রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে এবং

২) যদি পরিকল্পনা থেকে থাকে, তা হলে কোন্ কোন বিদ্যালয় পাকা বাউণ্ডারী করা হবে ?

উত্তর

১ বর্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নেই ।

২) প্রশ্ন উঠে না ।

Adnitted Starred Question No 288

Name of the Member :— Sri Binduram Reang

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Social Welfare Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যে আরও কয়েকটি নতুন আই, সি, ডি, এস, প্রকল্প স্থাপন করা হবে।

২) যদি সত্য, হয় তবে কয়টি এবং কোথায় স্থাপন করা হবে।

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ১১টি নতুন ব্লকে স্থাপন করা হবে। নিম্নে ব্লক গুলির নাম দেওয়া হল।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। জম্পুই হিল | ২। দামছড়া | ৩। গৌরনগর | ৪। আমবাসা |
| ৫। কল্যানপুর | ৬। পদ্মবিল | ৭। হেজামারা | ৮। কাঁঠালিয়া |
| ৯। বক্সনগর | ১০। কাকরাবন | ১১। ঋষ্যমুখ। | |

Admitted Starred Question No. 290

Name of the Member :— Smt Baijayanti Kalai

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Fducation Department be pleased to state

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বর্তমানে জম্পুই জলা ব্লকের অন্তর্গত রতনপুর সিনিয়র বেসিক স্কুলে মাত্র ২ জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত স্কুলে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও শিক্ষক নিয়োগ করা হবে কি না ?

উত্তর

১) সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 294

Name of the Member :— Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be plesed to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, S.B. High School ও Higher Secondary School এ প্রধান শিক্ষক পদে প্রমোশন দেওযার ব্যাপারে নিয়ম মানা হচ্ছে না,

২) যদি এটা সত্য হয় তার কারন, এবং

৩) বর্তমানে প্রধান শিক্ষক পদে প্রমোশনের উপযুক্ত কতজন রয়েছে ?

উত্তর

১) সত্য নয় ।

২) প্রশ্ন উঠে না ।

৩) S.B, High ও Higher Secondry School মিলিয়ে মোট ৪৯৮ জন শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক পদে প্রমোশন পাওয়ার যোগ্য রয়েছে ।

Admitted Starred Question No. 300

Name of the Member :— Sri Jawhar Saha

Will the Minister-in-Charge of the Inofrmation Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, রাজ্য থেকে প্রকাশিত প্রাচীন "দৈনিক জাগরন" 'দৈনিক গনদূত' পত্রিকা সহ কয়েকটি পত্রিকা গভীর আর্থিক সংকটের জন্য প্রকাশন বন্ধ করে দেওয়ার মত অবস্থার সন্মুখীন।

২) যদি সত্য হয়ে থাকে,তবে পত্রিকাগুলির প্রকাশনা যাতে বন্ধ না হয়, এ ব্যপারে রাজ্য সরকার কোন উদ্যোগ নিযছেন কিনা ;

৩) যদি নিয়ে থাকেন, তবে কি ব্যাবস্থা নিয়েছেন

৪) না নিয়ে থাকলে কারন কি ?

উত্তর

১) "গভীর আর্থিক সংকটের কারনে দৈনিক জাগরন ও দৈনিক গনদূত সহ কয়েক পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হবার সর্ম্মুখীন" এ জাতীয় তথ্য পত্র পত্রিকা ও পত্রিকার মালিকদের তরফ থেকে বিজ্ঞাপন বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন ইত্যাদিতে কিছু আভাষ পেলে ও প্রকৃত তথ্য জানা বা সংবরাহ করার সুযোগ সরকারের হাতে নেই ।

২) আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্বেও সরকার একটি সুনির্দ্দিষ্ট নীতির মধ্যে থেকে রাজ্য থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে ।

৩) বিজ্ঞাপন নীতি অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বিজ্ঞাপনের বিল তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের মাধ্যমে প্রদান করা হয় ।

৪) প্রশ্নই উঠেনা ।

Admitted Starred Question No. 301

Name of the Member :— Sri Jawhar Saha

Will the Minister-in-Charge of the Information Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্য থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির ক্যাটাগরী নির্ধারণ করে রেভিউ কমিটির রিপোর্ট রাজ্য সরকারের নিকট জমা দেওয়া হয়েছে কি না ।

২) জমা দেওয়া হলে কবে দেওয়া হয়েছে,

৩) প্রভিশন্যাল গ্রেড অনুযায়ী কোন কোন পত্রিকাকে কোন কোন ক্যাটাগরী দেওয়া হয়েছে,

৪) কি কারণে স্থানীয় পত্রিকার ক্যাটাগরী ঘোষনায় বিলম্ব করা হয়েছে ।

৫) কবে নাগাদ সংবাদপত্রগুলির ক্যাটাগরী ঘোষনা করা হবে ।

উত্তর

১) দেওয়া হয়েছে ।

২) বিগত ২৫-১১-২০০০ ইং তারিখে জমা দেওয়া হয়েছে ।

৩) বিজ্ঞাপন নীতিতে প্রভিশন্যাল গ্রেডের কোন সংস্থান নেই ।

৪) পত্রিকাগুলি থেকে সময়মত তথ্য না পাওয়ার কারণে ক্যাটাগরী ঘোষনা বিলম্ব হয়েছে ।

৫) প্রশ্ন উঠে না

Admitted Starred Question No. 306

Name of the Member :— Sri Birajit Sinha

Will the Minister-in-charge of the Information Cultural Affairs and Tourism Departnent be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর কর্তৃক রাজ্যের বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য নীতি ১৯৯৮ সনে চালু করেছিল ।

২) সত্য হলে, কোন পত্রিকাকে কোন ক্যাট্যাগরীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে,

৩) দৈনিক সংবাদ, দেশের কথা. স্যন্দন, ত্রিপুরা দর্পন কোন ক্যাটাগরী ভুক্ত এবং তাদেরকে কত করে রেইট দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ ইহা সত্য ।

২) কোন কোন পত্রিকাকে কোন কোন ক্যাটাগরীতে দেওয়া হয়েছে তার তালিকা সংগে জুড়ে দেওয়া হলো:—

৩) দৈনিক সংবাদ, দেশের কথা, স্যন্দন ও ত্রিপুরা দর্পন কে এ (A) ওয়ান ক্যাটাগরী ভুক্ত করা হয়েছে এবং এ (A) ওয়ান ক্যাটাগরীর রেইট অনুযায়ী প্রতিকলম সেন্টি মিটার ৩০, (ত্রিশ) টাকা রেইট পাবেন ।

LIST OF THE LOCAL NEWS PAPER CATEGORY WISE

A(1) Category.—1. Dainik Sambad 2. Daily Desher Katha. 3. Syandan Patrika. 4. Tripura Darpan,

A—Category.—1. Ganadoot. 2. Jagarn 3. Ganasambad. 4. Tripura Observer. 5 Manush. 6 Vivek. 7. Tripura Times 8 Trans Bengal News.

B -Category.— 1. Bhabi Bharat. 2. Pragatisambad. 8 Bartaman Tripura. 4. Bioechak (weekly) 5. Saptahik Barta. 6. Kirtiman " 7. Tripurar Katha „ 8. Kalprakashika, " 9. Yapri " 10. Marup. 11. Far Bast Focus, (Fortnightly) 12. Ameder Katha, "

C—Category,— 1. Promode Barta, Daily 2. Tripura Sundari " 3. Nabapanji (weekly) 4. Tripura Samay 2. Samachar, " 6. Anchalik Khabar, " 7. Bajra Kantha 8. Uttar Tripura 9. Janatar Adalat 10. Ajker Tripura 11, Tripura Bani 12. Seemanta Prakash 13. Tripura Bhabishyat 14. Pratyosh Sambad 15 Janatar Adhikar 16. Praval 17. Samadyrshan 18. Tripura Jyoti 19. Sabuj Tripura 20, Tripura Kantha 21. Ajker Fariad 22. Tripura Barta 23. Tripura Kandari 24. Habely 25. Aman Barta 26. Bharat Kalyan.

Admitted Starred Question No. 309

Name of the Member :— Shri Rabindra DebBarma

Will the Minister-in-charge of the Information Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে কয়টি ক্লাস one ও (A) ক্যাটাগরীর দৈনিক সংবাদপত্র আছে;

২। ইহা কি সত্য যে, কিছু কিছু দৈনিক পত্রিকাকে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে না;

৩। যদি সত্য হয়, তার কারন কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে ৪টি এ ওয়ান এবং ৮টি এ ক্যাটাগরীর দৈনিক সংবাদপত্র আছে।

২। ইহা সত্য নয়।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

## PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Starrcd Qnestion No. 52

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department to pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কতটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্যাম্পাস হল আছে; (মহকুমার ভিত্তিক নাম সহ হিসাব)

২। খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বালক বিদ্যালয়ে একটি ক্যাম্পাস হল নির্মান করার কথা বিবেচনা করা হবে কি?

উত্তর

১। রাজ্যে তিনটি মাধামিক এবং পঁচিশটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্যাম্পাস হল আছে।

মহকুমা ভিত্তিক তালিকা নিম্ন দেয়া হল :— উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তালিকা

| | |
|---|---|
| ধর্মনগর মহকুমা :— | ১। বি, বি, ইনষ্টিটিউশান |
| কৈলাশহর মহকুমা :— | ২। আর, কে, ইনষ্টিটিউশান |
| | ৩। ডলুগাঁও দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় |
| খোয়াই মহকুমা :— | ৪। শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন |
| | ৫। কল্যানপুর দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় |
| | ৬। তেলিয়ামুড়া দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় |
| সদর মহকুমার | ৭) উমাকান্ত একাডেমি |
| | ৮) বোধজং দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় (বালক) |
| | ৯) বাণী বিদ্যাপীঠ |
| | ১০) মহারাণী তুলসীবতী দ্বাদশশ্রেণী বালিকা বিদ্যালয় |

| | |
|---|---|
| | ১১) শিশু বিহার |
| | ১২) নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন |
| | ১৩) নবগ্রাম দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় |
| | ১৪) বিজয়কুমার দ্বাদশশ্রেণী বালিকা বিদ্যালয় |
| | ১৫) মধিচরন দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় |
| | ১৬) শংকরাচার্য দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় |
| বিশালগড় মহকুমার | ১৭) অফিসটিলা দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় |
| সোনামুড়া মহকুমার | ১৮) সোনামুড়া দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় |
| উদয়পুর মহকুমার | ১৯) রমেশ দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় |
| | ২০) চন্দ্রপুর দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় |
| অমরপুর মহকুমার | ২১) অমরপুর দ্বাদশশ্রেণী বালিকা বিদ্যালয় |
| | ২২) অমরপুর দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় (বালক) |
| বিলোনিয়া মহকুমার | ২৩) বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ। |
| | ২৪) ঋষ্যমুখ দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় |
| সাব্রুম মহকুমার | ২৫) শিলাছড়ি দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয় |

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তালিকা

| | |
|---|---|
| বিশালগড় মহকুমা | ১) বিশালগড় টাউন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় |
| সদর মহকুমার | ২) বি আর আম্বেদকর হাইস্কুল |
| সাব্রুম মহকুমার | ৩) সামাসিং হাইস্কুল |

২। বর্তমানে বিবেচনাধীন নেই।

Admitted Un-starred Question No :— 57

Name of the Member : - shri samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Ministr-in-Charge of the Education Department be Pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্য এ, ডি, সি, সীমানা পুন: নির্ধারনের পর এ. ডি, সি, এলাকার কিছু J.B School নন এ, ডি সি, এলাকায় আসায় তা রাজ্য সরকারকে হস্তান্তর করা হয়েছে কিনা;

২) হয়ে থাকলে কোন্ কোন্ স্কুল

৩) তাছাড়া নতুন করে কিছু J B School কে এ, ডি, সি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে কি ?

৪) হয়ে থাকলে কোন্ কোন্ স্কুল ?

উত্তর

১) এ, ডি, সি এলাকার ৩৬ (ছত্রিশ) টি জে, বি, স্কুল নন এ, ডি, সি, এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং ১৭-২-২০০১ ইং তারিখে হস্তান্তরকরনে আদেশ দেওয়া হয়েছে ।

২) বিদ্যালয় গুলির তালিকা সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল ।

৩নং এবং ৪নং প্রশ্নের উত্তর :— অনুরূপ ভাবে ১১৪ (একশত চৌদ্দ) টি জে, বি, স্কুল এ, ডি,সি কর্তৃপক্ষের কাছে ১৭-২-২০০১ ইং তারিখে হস্তান্তর করনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় গুলির তালিকা সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল ।

TRANSFER OF PRIMARY/JR. BASIC SCHOOL FROM ADC AREA TO NON-ADC AREA AND NON-ADC AREA TO ADC AREA DUE TO RE-ORGANISATION OF ADC AND NON-ADC AREAS

| Name of Sub-div. | List of Schools to be transferred in Non-ADC from ADC areas | List of School to be transferred in ADC from Non-ADC areas. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Sadar | 1. Ratan Nagar J B. school | 1. Joynagar J B school |
| | 2. South Mahespur J B. " | 2. Narendra Sardar para J.B " |
| | 3. Chalkbasta J.B. " | 3. Majlishpur J.B " |
| | 4. Khamarbari J B. " | 4. Bhagaban Kobra para J.B " |
| | 5. Padma Mohanpara J.B " | 5. Shipai para J.B " |
| | 6. Purba Colony J B. " | 6. Shambhu Chandra para J.B " |
| | 7. Bairaghimara J.B. " | |
| | 8. Katlamara J.B " | |
| | 9 Pattabil J B " | |
| | 10. Matai J B " | |
| | 11. Putiabil J.B ' | |
| | 12. Puratan Simna (B P)J.B ' | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 13. Puratan Simna J.B " | |
| | 14, Megliban J.B " | |
| | 15. Simnachhara J.B " | |
| Bishalgarh | 1. Jorpukur J.B school | 1. Mandabkilla J.B school |
| | 2. Naljala J.B " | 2. Amtali J.B " |
| | | 3. Nilpurnakalai Col. J B " |
| | | 4. Ramrahim para J.B " |
| | | 5. Kumaria para J.B " |
| Sonamura | Nil | 1. Maniram Chow.para J.B school |
| | | 2. Jharajala J.B " |
| | | 3. Damdama J B " |
| | | 4, Jharjaria J.B " |
| | | 5. Ishan Ch. Chow, para J.B " |
| | | 6. Jaladhar Chow. para J.B. " |
| | | 7. Kalikhala J.B " |
| | | 8. Jagatdas Bairagi para J.B " |
| | | 9. Pachnalia J.B " |
| | | 10. Tulatali J,B " |
| | | 11. Padmalochan C, P, J.B " |
| | | 12. Ledamura J.B " |
| | | 13. Kaliram J. B " |

| 1 : | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Khowai | 1. Sukantapalli J B school | 1. Nagrai Kobra J.B school |
| | 2. Kalabagan Colony J B " | 2. Wandalongbari J,B " |
| | 3. Puratan Kantia Thakur para J B " | 3. Dhan Chakma J.R " |
| | | 4. Tui Chakma J.B " |
| | | 5. Baralunga L L J.B " |

| | | |
|---|---|---|
| | 6. Sarbangal Tilla J.B | " |
| | 7. Joy Bahadur Ram Babupara J.B | " |
| | 8. Uttar Maharanipur Bazar J.B | " |
| | 1. Uttar Maharanipur B. Col J.B | " |
| | 10. Moharbari J B | " |
| | 11. Khamarbari J.B | " |
| | 12. Ramdeb Thakur para J.B | " |
| | 13 Maichangbari J B | " |
| | 14. Rupa Chhara J.B | " |
| Udaipur 1. South Bagma Samatal para H.S School (Pry Section) | 1. Bhaduriapathar J.B | School |
| | 2. Hatipacha Battali J.B | " |
| | 3. Gathalong J.B | " |
| 2, Paschim Kupilong J.B " | 4, Kala Tilla Primary | " |
| 3. Chunting Chara J.B " | 5. Bashan Khola J.B | " |
| | 6. No-1 Karaimura J.B | " |
| | 7. Koaiamura J.B | " |
| | 8: Nazilabari J.B | " |
| | 9. Garji Delham Ray Reangbari J.B school | |
| Amarpur 1. Gobinda Tilla J.B school | 1. Deberbari J.B school | " |
| 2, Paschim Malbasa J.B " | 2. Gopalsing Bari J.B | " |
| | 3. Binanda J.B | " |
| | 4. Lalgiri J.B | " |
| | 5. Swastirai para J B | " |
| | 6. Babusaibari J B | " |
| | 1. Kurma Chara Col J.B | " |

| 1 | 2. | 3. | |
|---|---|---|---|
| Sabroom | 1. No-New Manu Col. J.B. School | 1. Meru Para J.B. School | |
| | 2. Netaji J. B ,, | 2. Kaladhepa Primary | ,, |
| | 3, Gardhang H/S ,, (Pry Section) | 3. Gardhang (tai tumbha) J.B. | ,, |
| | | 4. Maira Chari J.B. | ,, |
| | | 5. Arjunprasad R.P. J.B | ,, |
| | | 6. Sarat Ch. R P J.B. | ,, |
| | | 7. Manaigroom J B. | ,, |
| | | 8. Uttar Joypur J. B. | ,, |
| | | 9. Sen Chandra J B, | ,, |
| Belonia | 1. Bishnupur J,B. Scool | 1. Ratanmani R.P. J.B. School | ,, |
| | 2, Kashari R,F, J.B, ,, | 2. Wang Chara J, B, | ,, |
| | | 3, Udaihari J, B, | ,, |
| | | 4 Sonatan Chow. Para J,B, | ,, |
| | | 5, Gobinda Tripura Para J,B, | ,, |
| | | 6, Bindama Tilla J. B, | ,, |
| | | 7, Sonaichari J,B. | ,, |
| | | 8. Galachipa J,B, | ,, |
| | | 9, Batuabari J B, | ,, |
| | | 10, Pitrai R,P, J,B, | ,, |
| | | 11, Afrumag Para J,B, | ,, |
| | | 12, Malendra R,P, J,B, | ,, |
| | | 13 Nabaram R,P, J,B, | ,, |
| | | 14, Patichari Sujao J B, | ,, |
| | | 15, Masau Mog Para J,B, | ,, |
| Dharmangar | Nil | 1. Katuachara J,B, School | |
| | | 2, Chandpur Majtram Halam Para J,B, School | |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3, Bali Chara Primary " |
| | | 4, Tongchara J, B, ' |
| | | 5, Padmabil Dnganga J,B, " |
| | | 6, Madhya Thangnan J,B, " |
| | | 7. Purba Dalubari J,B, '' |
| | | 8, Jarulmura Pry, " |
| | | 9, Jilthai Haiambasti J,B, " |
| | | 10, Noagaon Indrachara Chow.J,B. " |

| 1, | 2, | 3, |
|---|---|---|
| Kaiiashahar | Nil | 1. Paschim Panchamnagar JB School. |
| | | 2 Araidrone J B. " |
| | | 3. Mahendra Chow.Para J.B. " |
| | | 4. Darchai J.B. " |
| | | 5. Sadhu Chandra Reang Para J.B' |
| | | 6. Gangaram C.P. J.B " |
| | | 7. Ratachara T.S.P. J.B, " |
| | | 8. Betchara Darlong Para J.B. " |
| Kanchanpur | Nil | Nil |
| Gandachara | Nil | Nil |
| Longthari Valley | Nil | Nil |
| Ambassa | 1, Lalchara J,B. School | 1. Nalichara B.H.J Col, JB Schoo |
| | | 2, Dakshin Nalichara J,B, " |
| | | 3, Nalichara J,B, " |
| | | 4, Nalichara Bhumihin J,B, " |
| Kamalpur | 1, Jamthung J,B, School | 1, Narayan C,P, J,B School, |
| | 2, North Kachu Chara J,B, " | 2, ShibBari J,B, " |
| | 3, SantirBazar J,B, " | 3, Vidyamohan C,P J,B " |

4, Katalutma Col, Malakar Para J.B, School

5. Ghose Para J,B, "

Total=36

4, Paschim Avanga R,P, J,B, "

5. Avanga R P.C. J.B, "

6. Avanga B.H. Col. J,B. "

7, Janakram Chow, Para J.B. "

8. Nokahi Chow, Para J,B, "

9. Dhan Chandra Chow. Para J,B "

10, Padma Kr, Para J,B, "

11, Kuchia Chara J,B, "

12, Dhubichara Col J,B "

3, Bichitra Chow, Para J,B, "

14, Madhuchara J,B, "

Total=114

# PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTIUTION OF INDIA.

Monday, the 5th March, 2001.

The House, met in the Assembly House, Agartala at 11 a. m on Monday, the 5th March, 2001.

Present

Shri Jitendra Sarkar Hon'ble Speaker in the chair. The chief minister, 15 ( fifteen ) Ministers and 34 ( thirty four ) Members.

## QUESTIONS & ANSWERS

**মিঃ স্পীকার ঃ** আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগনের নাম ডাকলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন।

**মিঃ স্পীকার ঃ** মাননীয় সদস্য শ্রী কাজলচন্দ্র দাস।

**শ্রী কাজল চন্দ্র দাস ঃ** (কল্যাণপুর) মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ কোশ্চেন নাম্বার ১৪।

**শ্রী পবিত্র কর** ( মন্ত্রী ) ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ স্টার্ড কোশ্চেন নং—১৪।

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কল্যাণপুরে ফায়ার সার্ভিস স্টেশান চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১ বর্তমান আর্থিক বৎসরে কল্যাণপুরে ফায়ার সার্ভিস স্টেশান চালু করার পরিকল্পনা সরকারের নেই।

**শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :** স্পালিমেন্টারী স্যার, গত অধিবেশনেও ফায়ার সার্ভিস স্টেশন চালু করার ব্যাপার নিয়ে অনেক কথাই হয়েছিল এবং তখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও বলেছিলেন যে সেখানে ফায়ার সার্ভিস স্টেশান খোলার ব্যাপারে রাজ্য সরকার সচেষ্ট হবে। স্যার, আপনি নিজেও অবগত রয়েছেন যে কল্যাণপুরের বিস্তৃর্ণ এলাকায় প্রয়শঃই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। গত বছরেই অল্প কিছু দিনের সময়ের ব্যবধানে বেশ কিছু অগ্নিকান্ডের ঘটনা হয়েছে। ১৮ তারিখে কল্যানপুর বাজারে অগ্নিকান্ডের যে ঘটনাটি ঘটেছে তাতে যে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে সেটা কিছুটা হলেও আটকানো যেত যদি কল্যাণপুরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশান চালু থাকত। এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে বর্তমান অর্থ বছরে সেখানে ফায়ার সার্ভিস স্টেশান খোলা সম্ভব হচ্ছে না। আমি অনুরোধ করব, আগামী আর্থিক বছরে কল্যানপুরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশান খোলার ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী যথার্থ উদ্যোগ নিবেন কিনা জানাবেন কি ?

**শ্রী পবিত্র কর** ( মন্ত্রী ) **:** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন সেটা সত্য। এটাও সত্য যে কল্যানপুরে আগুন লাগলে তেলিয়ামুড়া থেকে দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ করেন। আমাদের সরকারের সিদ্ধান্ত রয়েছে কয়েকটি জায়গাতে, বিশেষ করে মেলাঘর, সালেমা, রাজনগর, কদমতলা, বিশ্রামগঞ্জ সহ প্রতিটি ব্লক হেড কোয়ার্টারে ফায়ার সার্ভিস স্টেশান খোলার ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও যথেষ্টই আগ্রহী। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী সংকোচনের নীতির প্রভাবের কারনে কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। তবুও রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা রয়েছে। আগামী আথিক বছরে অর্থ বরাদ্দের পরিমানে উপরই সমগ্র বিষয়টা নির্ভর করছে।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা** ( ছাওমনু ) **:** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, শুধুমাত্র ফায়ার সার্ভিস স্টেশান চালু করলেই হবে না। আমি এর আগেও বলেছি, যে কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন থেকে চেষ্টা করে চলেছেন কিভাবে অগ্নিকান্ডের ঘটনা কমানো যায়। সেজন্য আমরা দেখেছি, বড় বড় শহরগুলিতে বা যে কোন জনবহুল এলাকায় বহুতল বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ফায়ার এস্টিংগুইসার রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং রাখাও হয়। কাজেই এই ব্যাপারে আমাদের রাজ্যেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহন করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রী পবিত্র কর** ( মন্ত্রী ) **:** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন। আমাদের দপ্তরের তরফ থেকে এই ব্যাপারে তথা জনসচেতনা বাড়ানোর উদ্যেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী

চালু রয়েছে, সভাও করা হচ্ছে। এরই পাশাপাশি আমরাও ভাবছি, ফায়ার এক্সটিংগুইসার লাগানো সহ বড় দালান বাড়িগুলিতে কি কি ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক করা যায় এই বিষয়টি সম্পর্কেও চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে।

**শ্রী পবিত্র কর ( মন্ত্রী ) :** আমরা অ্যাওরারনেস প্রোগ্রাম করেছি। বিভিন্ন বাজারে কি কি ধরনের আনুসাঙ্গিক জিনিষপত্র রাখবে প্রাথমিকভাবে সেখানে কাজটা করা যেতে পারে এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমরা মিটিং করেছি। এবং আমরা প্রতি বছর এটা করছি। এবং আমরা ভাবছি বিভিন্ন দালান কিংবা বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এগুলি যখন হবে, বিভিন্ন ইনাডাস্ট্রী যখন হবে সেখানে ন্যনুতম ফায়ারের জন্য যে প্রাথমিক যেটা রাখা দরকার সেটা যদি করা যায় বা এই ব্যাপারে আইনও করা যায় কিনা এটা আমাদের বিবেচনার মধ্যে আছে। আমরা আমাদের দপ্তর থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছি।

**শ্রী অনিল চাকমা** ( পেচারথল ) : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, চলতি আর্থিক বছরে কতটা ফায়ার সার্ভিস চালু করা হবে এবং কোন কোন জায়গায় করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই রকম লিস্ট আছে কিনা ?

**শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) :--** মাননীয় স্পীকার স্যার, এই আর্থিক বছরে আমরা চালু করতে পারব কিনা বলতে পারছি না। তবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ যে মিটিং হয়েছিল সেখানে আমরা স্থানগুলি আইডেন্টিফাই করেছি। আমরা পর্যায়ক্রমে করব আমি নামগুলি বলতে পারি। এইগুলি হচ্ছে মেলাঘর ব্লক হেড কোয়ার্টার সেখানে নেই। তারপরে আছে টাকারজলা সেখানেও নেই, কাঁকড়াবন, কল্যাণপুর, অম্পি যদিও ব্লক হেড কোয়ার্টার না তবে প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। পেচারথল, নরসিংগড় যদিও এটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। তারপর দামছড়া, ব্লক হেড কোয়ার্টার না হলেও শিলাছড়ি এটা খুব দূরবর্তী জায়গা এই জায়গাগুলি আমরা মুখ্যমন্ত্রী সহ মিটিং করে আমাদের অফিসার সহ আমরা আইডেন্টিফাই করেছি পর্যায়ক্রমে আমরা এগুলি জায়গাতে করব।

**শ্রী সুধন দাস** ( রাজনগর ) : সাপ্লিমেন্টারী স্যার রাজনগরে দীর্ঘদিন আগেই একটা ফায়ার সার্ভিসের অনুমোদন হয়ে আছে কিন্তু এখনও এটা চালু হয় নি। এটা কবে নাগাদ চালু করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রী পবিত্র কর ( মন্ত্রী ) :** মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই বলেছি যে রাজনগর, বিশ্রামগঞ্জ, কদমতলা এবং সালেমা এগুলি জায়গাতে আমাদের স্যাংশান স্টেশন এবং আমরা আমাদের অপারেটস এনেছি। পোস্ট ক্রিয়েশনের জন্য আমরা এটা চালু করতে পারছি না। এই অর্থবর্ষ শেষে এটা যাতে শীঘ্র চালু করা যায় এই ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি।

**মিঃ স্পীকার :** মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা** ( ছাওমনু ) : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯৯

**শ্রী বলরাম রিয়াং ( মন্ত্রী ) :** মি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯৯

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর, লংতরাইভ্যালী, গন্ডাছড়া ও বিশালগড় মহকুমায় জেলখানা স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কি

২। থাকিলে কবে নাগাদ কাজ শুরু করা হবে, এবং

৩। না থাকিলে কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, রাজ্য সরকার কর্তৃক মহকুমা কাঞ্চনপুর, লংতরাইভ্যালী, গন্ডাছড়া ও বিশালগড়ে নতুন জেলখানা স্থাপনের পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং এরজন্য পূর্ত বিভাগ থেকে মডেল প্লেন ও ইস্টিমেট তৈরী করা হয়েছে যাহা কারা বিভাগ দ্বারা অনুমোদন করা হয়েছে।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহমন্ত্রনালয় অন্তর্ভূক্ত বোরো অব্ পুলিশ রিসোর্স এন্ড ডেভালেপমেন্ট ত্রিপুরা রাজ্যে নতুন জেলখানা স্থাপনের জন্য মং ২৮.৯৭ কোটি টাকা সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব করেছেন। এই প্রস্তাবিত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং রিলিজ এরপর নতুন জেল খানা স্থাপনের কাজ শুরু করা হবে। আশা করা যায় এই অর্থ খুব শীঘ্রই রিলিজ করা হবে এবং এরজন্য বি পি. আর এন্ড ডি এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

৩। যেহেতু রাজ্য সরকার নতুন সৃষ্ট মহকুমায় কারাগার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। অতএব পরিকল্পনা না থাকার কোন প্রশ্ন উঠে না ।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জেলখানা আরও নতুন করুক এটা ভাল এবং দরকার আছে। কিন্তু জেল খানায় থাকার যে ব্যবস্থা এখন এটা নারকীয় ব্যাপার যারা জেলে গেছেন এখানে সবাই দুই একবার গেছেন বোধ হয়। আমি দীর্ঘদিন ছিলাম। কিছুদিন আগে একটা পত্রিকায় পড়েছি টাইমস অফ্ ইন্ডিয়াতে ভারতীয় শ্রমিক ফ্রান্সে আছে, তার জেলে থাকতে চায়। সরকার তাদেরকে জোর করে জেল থেকে বের করে দিতে হয়। কারণ সেখানকার যে বসবাসের ব্যবস্থা ও খাদ্য পরিসেবা আমাদের এখানের থ্রী ষ্টার হোটেলের মত। সেই কারণে তারা জেল থেকে যেতে চাইছে না। কিন্তু আমাদের এখানে জেলে থাকাটাও দায়। এখানে অনেক মন্ত্রী আছেন জেলে তাঁদেরও থাকতে হয়েছে। কাজেই জেল আইন সংশোধন করে জেলখানাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করবেন কি ?

**শ্রী বলরাম রিয়াং** (মন্ত্রী) **:** ইতিমধ্যে আপনারা কেউ জেলে গেছেন কিনা জানি না। সেখানে আগের থেকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। থাকা খাওয়া পানীয় জল সমস্ত কিছুই অনেক পরিষ্কার।

**শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা** (সালেমা) **:** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কাঞ্চনপুর, লংতরাইভ্যালী, গন্ডাছড়া এবং বিশালগড় এই চারটি মহকুমার নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু আমবাসাতে একটা জেলখানা করার কোন প্রস্তাব আছে কি না?

**শ্রী বলরাম রিয়াং** (মন্ত্রী) **:** ওখানে একটা ডিস্ট্রিক্ট জেল খানা স্থাপন করার প্রস্তাব আছে।

**মিঃ স্পীকার :** মাননীয় সদস্য জয়গোবিন্দ দেবরায় মহাশয়।

**শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়** (রাধাকিশোরপুর) **:** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার—১০২।

**শ্রী বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) **:** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার—১০২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সোনামুড়া মহকুমার শান্তি নগরে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

৩। এই প্রকল্পের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্য সরকারের একটা চুক্তি হয়েছে। নেপকো উক্ত প্রকল্পটি সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিক্যাল বোর্ডের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছেন।

৩। উক্ত প্রকল্পটির ক্যাবিনেট কমিটির এবং ইকনমিক এফেয়ার এর অনুমোদন পাওয়ার পরেই কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

**শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় :** শান্তিনগরে ৫০০ মেগাওয়াট সম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হলে পরে রাজ্যের বিদ্যুৎ ঘাতটি পূরণে আর কতটুকু বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে?

**শ্রী বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) **:** মিঃ স্পীকার স্যার, ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরেই সেগুলি বলা যাবে। এই কাজের জন্য অনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ১১৩৮·৭৯ কোটি টাকা। এই

প্রকল্পটি করার জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। এই জন্যেই গোমতীর পারে এই প্রকল্পটি করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের জলের যে ছাড়পত্র সেটি পাওয়া গিয়েছে। প্রতিরক্ষা দপ্তরের ছাড়পত্রও পাওয়া গিয়েছে। রাজ্য সরকারের দূষণ ও পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র সেটিও পাওয়া গিয়েছে।

**শ্রী বাদল চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) : আমাদের সঙ্গে যে মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্টেন্ডিং সেটাও সই করা হয়েছে। তাছাড়া এখন যেটা অপেক্ষা করছে সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল এয়ারপোর্ট অথরিটি এবং ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তরের ছাড় পত্র পাওয়া। তার জন্য সমস্ত উদ্যোগ এখানে নেওয়া হয়েছে। সব কথারই শেষ কথা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের ইকনমিক্স এফেয়ারস্ এর যে কমিটি তাদের অনুমোদন পাওয়া গেলে পরে নেপ্কো এই কাজটা শুরু করতে পারবে।

**শ্রী মানিক দে** ( মজলিশপুর ) সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিদ্যুৎ সংকট মোকাবেলায় রাজ্যসরকার থেকে বা নেপকো থেকে অন্য কোন প্রজেক্ট হাতে নেওয়ার চিন্তাভাবনা সরকারের আছে কি ? তাছড়া আমাদের বিদ্যুৎতের যে ঘাটতি সেটা পূরণ করার জন্য বেসরকারী স্তরে কাউকে দিয়ে এই ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকারের চিন্তা ভাবনা আছে কিনা ?

**শ্রী বাদল চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) স্যার, এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে বিদ্যুৎতের প্রয়োজন হচ্ছে ১৩৮ মেগাওয়াট। আগামী বৎসরগুলিতে এর চাহিদা নিশ্চই আরো বেশী হবে। ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন যদি এসে যায় স্বাভাবিক কারনে এটা শেয়ার বেসিসে ভাগ হবে। আমরা আমাদের শেয়ার পাব। তাছাড়া আমরাও আমাদের নিজেদের দুটি প্রজেক্টের কাজ শুরু করেছি। এই বিদ্যুৎতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার দিক থেকে নিশ্চয়ই আমরা সেখানে গিয়ে পৌছাতে পারব। তাছাড়া বেসরকারী স্তরে যারা করতে চান এর মধ্যে সূর্য্যচক্র বলে তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। আমরা আমাদের তরফ থেকে তাদেরকে সম্মতি দিয়েছি। এটা তারা নিজস্ব উদ্যোগেই করবেন। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ বিক্রি পর্য্যন্ত তারা তাদের নিজেদের উদ্যোগেই করবেন। এখানে তারা যাতে গ্যাস পেতে পারে তার জন্য আমরা সরকার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রোলিয়াম দপ্তরকে সেই বিষয়ে আমরা সুপারিশ করেছি। তারা যাতে এই প্রজেক্ট করতে পারে। তারা আপাতত ৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবেন। তাদের ৩৩০ মেগাওয়াট সম্পূর্ণ এই ধরনের একটা পরিকল্পনা তৈরী করার কাজ হাতে নিয়েছে।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা** ( রাইমাভ্যালী ) : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ গ্যাস বেইস পাওয়ার প্রজেক্ট এটার প্রতিটা ইউনিটের ক্ষমতা

কত মেগাওয়াড' করে হবে এবং এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন, এয়ারপোর্ট অথরিটির ছাড় পত্রের কথা আমাদের আগরতলা এয়ারপোর্টের এক্সটেনশানের কাজ চলছে, এই এয়ারপোর্টে বড় মেশিন নিয়ে ল্যান্ড করার ব্যবস্থা কত বৎসরের মধ্যে এটা করা যাবে? তাছাড়া এনভারনমেন্ট অথরিটি এটার ছাড়পত্র দিয়েছে কিনা? এবং সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটির যে ছাড়পত্র পাওয়ার কথা সেটা পাওয়া গেছে কিনা? সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

**শ্রী বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী): মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এয়ারপোর্ট এক্সটেশানের কাজ কবে শেষ হবে সেটা আমি এখনি বলতে পারছি না। কারণ সেই তথ্য বর্তমানে আমার কাছে নেই। তবে মাননীয় সদস্য যদি আলেদাভাবে প্রশ্ন করেন তাহলে আমি তাদের কাছ থেকে জেনে বলতে পারব যে এটার কাজ কবে শেষ হবে। আর দ্বিতীয় যেটা সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটির কাছে নেপকো পাঠিয়েছে। এখন তারা এই সব কিছু শুনে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের যে দপ্তর এইসব স্কীম অনুমোদন দেন তাদের কাছে যাবে। তারপরে এই স্কীমটা রূপায়ণ করা সম্পর্কে সেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই সমস্ত অনুমোদন সবটাই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। এই প্রকল্পটাও কেন্দ্রীয় সরকারের। তাদের সংস্থা নেপকো তারা এটা রূপায়িত করবে। আমাদের তরফ থেকে আমরা তাদেরকে গ্যারান্টি দিয়েছি। আর কোন বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পেন্ডিং নেই। এখন এটার অনুমোদন দিলে এই টাকা কোথা থেকে আসবে সবটাই কেন্দ্রীয় সরকার নেপকোকে তারা সাহায্য করবে তারপরে তারা কাজ শুরু করতে পারবে। তার প্রতি ইউনিট এর ক্ষমতা ১০০ মেগাওয়াড' করে হবে।

**শ্রী রতনলাল নাথ** (মোহনপুর): -- সাপলিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, রাজ্য সরকারের সাথে মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্টেন্ডিং-এ সই হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্টেডিং-এটাতে কি আছে? কারণ স্থানীয় পত্রিকাতে আরেকটা প্রকল্প নিয়ে যখন রাজ্য সরকারের সঙ্গে মেমো চুক্তি হয় সেখানে যেহেতু এই রাজ্যে বেকার সমস্যা একটি বিরাট সমস্যা সেখানে নাকি বেকারদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে। কারণ দেখা গেছে এ. বি সি ডি. চার ধরনের ক্যাটাগরিতে লোক নিয়োগ হয় কিন্তু এ বি টা কম্পেটেটিভ এগজামিনেশান কিন্তু সি. ডি ক্যাটাগরিতে লোক নিতে গেলে সেখানে হানড্রেড পার্সেন্ট নিয়োগ রাজ্য থেকে নিতে হবে। এটা হলো অন্যান্য রাজ্যের এই ধরনের চুক্তি হচ্ছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসকে সঠিক তথ্য জানাবেন কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) : MEMORANDUM OF UNDER STANDING BETWEEN GOVERNMENT OF TRIPURA AND NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPORTION LIMITED FOR EXECUTION TRIPURA GAS BASED COBINED CYCLE POWER PROJECT--500 MW.

This M. O. U. is made on this 30th day of December, 2CC0 between Goverment of Tripura, Agartala of the one part and the North Eastern Electric power Corporation Ltd. Shillong ( NEEPCO ) a generating company set up by the Govt. of India under the Electricity ( Supply ) Act. 1948, on the other part.

Whereas, the North Eastern Electric power Corporation Ltd. with a view to setting up a combined cycle power project in West Tripura District, Tripura and the Govt. of Tripura has agreed that the project be carried out by North Eastern Electric power Corporation Ltd. (NEEPCO).

Now therefore, it is hereby agreed on behalf of Goverment of Tripura on the one hand and North Eastern Elcetric power Corporation Ltd. on the other hand that the later shall execute the said project on the terms and conditions set as out herein below :

1 That the total land required for construction, operation and maintenance of the project ond for the associated work, as will be assessed by NEEPCO, shall be transferred by the State Government, on payment for the same, at rates fixed according to law/rules/Govt. instruction NEEPCO.

2. That NEEPCO shall be given access to the land by the state Govt. as early as possible so that NEEPCO can take up sub soil investigation, etc. to prepare detailed engineering design of the power plant.

3. That the Govt. of Tripura agress to take up adequate widening and strengthening works of Road and Bridges from Bishramganj to the proposed project site to facilitate transportation of men, materials and heavy consignments including over dimensioned consignments,

4. That the Govt. of Tripura shall arrange necessary protective security support to the project during its survey, execution and operation and maintenance. A police picket shall also be provided near the project.

5. That the Govt. of Tripura shall provide all necessary administrative and security assistance for transportation of equipment to sile.

6. The Sale Tax will be based on the uniform floor rate as determined from time to time.

7. That after deployment of the requisite skilled manpower from existing projects of NEEPCO all new recruitment for requisite skilled manpower shall be made through the Employment Exchange of Tripura as far as practicable with due adherence to Govt. of India's guide lines in this regard. The entire recruitment for grade C & D shall be made through the Employment Exchange of Tripura. other things being equal and as per the requirement from time to time.

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :** মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি না, যে এই শান্তিনগর প্রজেক্ট কম্প্লিশানের পরে যেহেতু ওয়ান থার্ড টোটাল ডিউস্ অব্ পাওয়ার ত্রিপুরা পাবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়। আগামী দিনে বিদ্যুৎ চাহিদা ২৩০ মেগাওয়াট্ হতে পারে! সেই ক্ষেত্রে গোমতী প্রজেক্ট যেটা আছে এটা ১৭ মেগাওয়াট্ উৎপাদন হওয়ার কথা সেখানে ৫ মেগাওয়াট্ হচ্ছে। এবং রেকারিং এক্সপেন্ডিচার্ হিসাবে প্রতি বছর দুই কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এটা ঐ প্রজেক্ট শেষের পর ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার বলেছেন ৪৯,০০০টি জুমিয়া পরিবার তাদের প্রোপার সেটেলম্যান্ট হয় নি, এখানে সেটেলম্যান্ট দেওয়া হবে কি না?

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী)** :—মিঃ স্পীকার স্যার, গোমতী এর মধ্যেই সংস্কারের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আমরা যে কাজটা এখন হাতে নিয়েছি তাতে এখন আমরা নিশ্চিত ভাবে ১২ মেগাওয়াট্ পাব এবং আমি এটা বলতে পারি গোটা ভারতবর্ষের কোথাও আছে কি না জানি না, এখনো সবচেয়ে কম দামে বিদ্যুৎ এখানে উৎপাদন করছে। সঠিক ফিগারটা এখন আমার কাছে নেই, ১৭ বা ১৮ পয়সা হবে পার ইউনিট্ এখানে খরচ পড়ে। এত সস্থায় কোথাও বিদ্যুৎ তৈরী হয় না। আর এইগুলি যে সম্বন্ধে বলছেন এই সম্পর্কে এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসেনি।

**মিঃ স্পীকার** ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী রতন লাল নাথ।

**শ্রী রতনলাল নাথ** ঃ—স্যার, এ্যাড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নং—২২৮.

**শ্রী মানিক সরকার ( মুখ্যমন্ত্রী )** :—স্যার, এ্যাডমিটেড্ কোয়েশ্চান্ নং—২২৮।

১) ত্রিপুরা রাজ্যে নাসা আইনে গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের ব্যাপারে গঠিত 'নাসা বোর্ডের' মতামত বা সুপারিশগুলি সংশ্লিষ্ট আসামীদের গোচরে নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে কি না ?

২) না থাকলে এর কারণ কি ?

উত্তর ঃ ১) হ্যাঁ। ২) প্রশ্ন উঠে না × ।

**শ্রীরতনলাল নাথ** ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নাসা আইনটা সাধারণত ন্যাশনাল্ সিকিউরিটি এক্ট রাজ্যের নিরাপত্তার পরিপন্থী এমন কোন কাজ, পাবলিক অর্ডারের পরিপন্থী এমন কোন কাজ ভারতের প্রতিরক্ষার পরিপন্থী এমন কোন কাজ, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে যদি কোন সম্পর্ক থাকে এবং ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্নে, এইভাবে এইসব কাজে জড়িত থাকলে তাদেরকে নাসায় গ্রেপ্তার করা হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরাতে যাদের জন্য নাসা প্রয়োগ হচ্ছে তারা কারা, কৃষিজীবী শ্রমজীবী মানুষ, দরিদ্র উপজাতি ও অনুপজাতিরা গ্রেপ্তার হচেছ। নাসায় এক এর (১১) ধারা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্তটা বোর্ড সরকারকে জানাতে পারে, জানাতে হবে বোর্ডের কমিটি আছে এবং অর্ডার সঠিক না বেঠিক এরা সিদ্ধান্ত নেবে। এই সিদ্ধান্তটা সাত সপ্তাহের মধ্যে জানাবেন নাসা বোর্ড। কিন্তু রাজ্যের আদালত আওতায় যে আসামীরা আছে তাদেরকে এই আদেশ জানানো হচ্ছে না। সুতরাং এটা সঠিক না বেঠিক, যদি তারা ইলিগেল থাকে, যদি বে-আইনী হয় এই নাসা বোর্ডের সিদ্ধান্তটা ও সঠিক তা কোন কথা নয়। প্রয়োজনে এই সিদ্ধান্তটা তারা পেলে উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে। এই অর্ডারটা চ্যালেঞ্জ করতে পারে। কিন্তু আমাদের

রাজ্যে এখানে অনেকগুলি লোকের রিপোর্ট আছে। তাদেরকে এই সিদ্ধান্তগুলি জানানো হচ্ছে না। সাত সপ্তাহের মধ্যে জানানোর কথা কিন্তু মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে এই গুলি জানানো হচ্ছে না। সাত সপ্তাহের মধ্যে জানানোর কথা। কিন্তু বছরের পর বছর এই গুলো জানা যাচ্ছে না। সাথে সাথে আমি আর এক বার বলছি এই নাসা আইন আমাদের রাজ্যে এপ্লিকেবল হওয়া উচিৎ না। আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি গোচর করছি। এই বামফ্রন্টের চীফ মিনিষ্টার ১৯৯৮ ইং সালে এখানে লেখা আছে আমরা যখন ক্ষমতার আসে বিশাল নাসা সহ বিনা বিচারে আটক হয়। ত্রিপুরায় এইগুলি করা হবে না। ইট ইজ্ পজিটিভ্ এপ্রোজে আমি করবই না। এখন কি বি জে পি সরকার আমি বলছি সেটা প্রশ্ন নয়। আমার কথা হল জনগণের পক্ষে যেহেতু আমি দায়বদ্ধ এবং প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। সুতরাং এই ব্যাপারে নাসা আইনটা প্রয়োগ করা জনগণের সাথে একটা প্রবঞ্চনা বলে আমার মনে হয়েছে। কাউকে ইচ্ছা করলে তার বিরোদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে তার এমেণ্ডমেন্ট রয়েছে তিন মাসের জায়গায় ছয় মাস তাদেরকে রাখার প্রভিশান আছে। আমরা এই হাউসে এমেণ্ডমেন্ট করেছি। সুতরাং অনেক লোককে অযথা বিনা বিচারে তাদেরকে আটক রাখা হয়েছে এবং আইনে আরও আছে ককবরক জানলে ককবরক, বাংলা জানলে বাংলা, মনিপুরী জানলে মনিপুরী সেই ভাষাতেই তাকে ডিটেলস্ আলোচনা করতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে যাদেরকেই এই অর্ডার জানাচ্ছে সবাইকেই ইংরাজীতে। সেই জন্য সেই রিপ্রেজেনটেশনটা দিতে হচ্ছে না, থ্রো গভর্ণমেন্ট। এই বিষয়গুলি মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

**শ্রী মানিক সরকার** ( মুখ্যমন্ত্রী ) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য যে দুই একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করেছেন আমি এই বিষয়টার উপরে জবাব দিতে চাইছি। বামপন্থী ফ্রন্টের আমাদের বিধানসভা নির্বাচনের নির্বাচনী ইস্তাহারটা পড়িয়ে শুনিয়েছেন এটা সঠিক এবং আমরা নিরুপায় বিধানসভার মধ্যে এর আগে নাসা চালু করার প্রসঙ্গে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে এবং এই বিধানসভাতে স্টেটমেন্ট করেছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এবং ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে বারবারই এই কথা বলছি যে রাজ্যে চালু করছে না এখন এবং আমি আবারও পরিস্কারভাবে বলছি আপনারা জানেন না জাতীয় স্তরে আমাদের যে নীতিগত অবস্থান আমরা এটার বিরোধী। এটা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে অন্যান্য জায়গায় এর খানিকটা ফল পাওয়া গেছে। কাজেই, এই জায়গায় নীতিগত অবস্থান যাই হোক আমরা মনে করি। সেইজায়গায় আমরা প্রায় ১ বছরের বেশী সময় অপেক্ষা করেছি। থার্ড টাইম যখন আবার প্রাইমিনিস্টারের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তার কোন প্রতিকার হচ্ছে না। শুধু তাই না এই নাসা ভোকিং এর ক্ষেত্রে তারা হিসেব জানতে চান। এই রকম অবস্থায় এই সরকার এই সভ্যতায় মনে হয়েছে যে তারা খানিকটা এতে অসন্তুষ্ট। কাজেই, এই দিক থেকে বুঝতে পারছেন যে আমাদের এটা করতে হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যে প্রশ্ন আপনি

করেছেন যে, তাদেরকে যে বিষয়গুলি জানান সেটা আইনের যে পজিশন আছে যে ধারার কথা এখানে উল্লেখ করেছেন তাতে এখানে উল্লেখ আছে যে বোর্ডের কাছে যে সমস্ত কাগজ পত্র যাবে বোর্ডের তারা আলাপ আলোচনা করে তাতে তাদের যে অপিনিয়নটা সেই অপিনিয়নটা তাদের কাছে জানতে হবে। সেটা জানানোর ব্যবস্থা হচ্ছে না। এটা আমাদের এখানে এস, পি রিপোর্টের পর ডি, এম ডিসিশন করেছেন। ডি, এম সেখান থেকে হোমে পাঠাচ্ছেন। হোম হয়ে গভর্ণমেন্টের কাছে আসছে। গভর্ণমেন্ট ডিসিশন করার পর আবার ডি এম এর কাছে যাচ্ছে কমিউনিকেটেড্ হয়েছে থ্রো জেলে যদি কেউ এরেষ্টেড থাকে সেখানে তাকে কমিউনিকেটেড করা হয়েছে। এজ এ সেইম টাইম এটা যেমন বোর্ডের কাছে যাচ্ছে তেমনি সেন্ট্রালের হোম ডিপার্টমেন্টের কাছেও আবার যাচ্ছে। এখানে যদি কোথাও কোনো ফ্লো থাকে তাহলে পরে একদিকে যেমন বোর্ড রিভিউ করতে পারে। আবার সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কিছু থাকতে পারে। এখন পর্যন্ত এই প্রশ্নে এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা হয়েছে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এখানে যদি তার পরে কোন জায়গায় কোথায়ও সুনির্দিষ্ট ফল্ট থাকে নিশ্চয়ই সেগুলো আমরা খতিয়ে দেখব। প্রকৃত অর্থে যাদেরকে নিবৃত্ত করার জন্য আইনটা এখানে চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বারবার বলা হয়েছে এদের বাইরে যাতে কোন মতেই এই আইন প্রয়োগের কোন রকম চেষ্টা না হয় সেই সম্পর্কে সরকার সচেতন। তারপরেও যদি কোন জায়গায় এই রকম কোন প্রসঙ্গ আসে সরকারের দৃষ্টিতে আসলে নিশ্চয়ই সরকার অত্যন্ত নীতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়ার চেষ্টা করবে।

**রতনলাল নাথ :** শ্রী সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে নাসায় বিভিন্ন উপজাতি, অনুপজাতি মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছে সেটা এখন প্রভিশানে আছে। এক্সিট্রমিষ্ট এর ব্যাপারে এ্যাকশন নেওয়ার জন্য আমাদের রাজ্যে ফৌজদারি দণ্ডবিধি এমেণ্ডমেন্ট রয়েছে। যাইহোক আমি প্রাপ্তি স্বীকার করছি কিন্তু নাসা বাতিল করবে। ব্যাপারটা হল, ভারতীয় সংবিধানের কোন ধারা মতে কেন্দ্রীয়সরকার রাজ্য সরকারকে বল প্রয়োগ করতে পারবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই নাসার ব্যাপারে জানাবেন নাকি? নাহলে আমি কি ধরে নেব বি. জে পি. সরকারকে খুশি করার জন্য এটা প্রয়োগ করা হবে? এখন প্রশ্ন হল এখন এক্সিট্রমিষ্ট নেই। বলছে লাইক আন্ডার কিডন্যাপিং আফটার একোইটি রেইট অব দি গ্রুপ অব এক্সিট্রমিষ্ট নেমলি এন. এল. এফ. টি, এ. টি. টি, এফ গ্লোবার। হো এওয়ার্ড অবজেকটিভ ক্রিয়েট টু "লনেশ' তাহলে আমি কি বলব। আমি আগেও বলেছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তারা নিরীহ মানুষ, তারা বাংলা ভাষা ছাড়া কিছুই জানেনা। এখন পর্যন্ত বি এ. পাশ করা লোক গ্রেপ্তার হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। সবগুলি খেটে

খাওয়া মানুষ। নাসা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, পুলিশের সুবিধা হয়ে গেছে। বীনা বিচারে এক বছর আটক হয়ে থাকুক। এখন পর্যন্ত এর্কডিং টু রের্কড মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মন মহোদয় প্রশ্ন তুলেছেন যে, ১৩৫ জনকে অলরেডি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমার মনে হয় উত্তর জেলা শাসক ও দক্ষিন জেলা শাসক, স্যার এটা আমার প্রাইভেট রিজিওলেশানে মেম্বার আছে, যে গুলি আছে এই সময় যদি করা যেত তাহলে শুক্রবারই আলোচনা করা যেত সেই জন্য কথাটা বলছি। সুতরাং আমার অনুরোধ ভাল করে পর্যবেক্ষন করা হোক। লক্ষ লক্ষ টাকা পড়ে গেছে। আর কিছু মেম্বার আছেন তাদের ফেসিলিটি নেই। এই টাকা আমাদের রাজ্যে কি উপকার হয়েছে? জেলা শাসক সেটিসফাইড নয়। আমার মনে হয় সেটা ভেরিফাইড করে যত টাকা খরচ হয়েছে সেখানে প্রভিশানও আছে। আমার কাছে যে খবর আছে এখন পর্যন্ত যারা গ্রেপ্তার তাদের মধ্যে হয়েছে এই পর্যন্ত একজন নাসা আইনে গ্রেপ্তার হয়েছে। (রিকমনডেশন অনিল ওয়ান পারসন) তাহলে আমি কিছুই নয়।

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী):- শেষ প্রশ্নে যে জবাব দিচ্ছে সেটাই মূল কথা বুঝা যাচ্ছে। আমরা ক্ষতি করতে যাচ্ছি ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তিকামী মানুষকে। বি জে. পি গভঃমেন্ট আর অন্য দলের পরিচালিত আমি প্রতিষ্ঠিত সম্পকে বলছি এবং আমরা কোন জিনিস এই রাজ্যের মানুষের কছে রাখছিনা। সাংবাদিকরা যখন প্রশ্ন করলেন, তখন পরিস্কারভাবে বলছি বিধানসভা স্বচ্ছ ভাল জায়গা অনেকে পত্রিকা হয়তো পড়েনা অথবা সব পত্রিকায় ছাপা হয়না। তাদের নীতির ব্যাপার, আমরা জোর করতে পারিনা। কিন্তু এই হাউসে যা আলোচনা হচ্ছে সাধারনভাবে এইগুলি সমস্ত মানুষের জানার সুযোগ থাকেনা। এখন হাউসের গুরত্ব কি? এখানে সব জিনিস পড়েছি, একটা জিনিষ বুঝতে হবে। আমাদেব যে শক্তি সামথ্য তার উপর সন্ত্রাসবাদী মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে যে আমাদের সীমাবদ্ধতা তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বর্ডার আমরা কি করে করব? সেন্টালের কাছে আমাদের যেতে হচেছ। সিকিউরিটির জন্য যেতে হচেছ। এখন বিভিন্ন সময়ে এই হাউসে এব্যাপারে প্রশন উঠেছে। তবে কেন্দ্র এ ব্যাপারে কি করবেন না করবেন সেটা তাঁদের ব্যাপার। এই কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। আমাদের পুলিশের গুলি করার অধিকার নেই। এর জন্য কেন্দ্রের কাছে যেতে হবে। স্যার, সব রাজ্যকেই কেন্দ্রের কাছে যেতে হচ্ছে সাহায্যের জন্য। আমাদের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব। হোম মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলতে হলে, চিঠি দিতে হবে, প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলতে হলে চিঠি দিতে হবে, এ সব কথার গুরুত্ব আমাদের কাছে নেই। আমরা গুরুত্ব দিই দেখা করাটাকে।

আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ভিকটিমাইজড আমরা। যাদের কারনে, এই আইন হয়েছে সেখানে ৪/৫টি জায়গা চিহ্নিত হয়েছে। স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান দিচ্ছে।

( ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ ঃ তারা তো গ্রেপ্তার হচ্ছে না? )

না, একেবারেই তারা গ্রেপ্তার হচেছনা তা ঠিক নয় ! সংখ্যায় হয়ত কম হচ্ছে। স্যার, নাসা আমরা আগে চালু করি নি। এটা রাজ্যের ব্যাপার। বিভিন্ন রাজ্যে চালু আছে। ত্রিপুরা রাজ্যের যে পরিস্থিতি তাতে এটা চালু না করে উপায় ছিল না। তবে আমরা তো সেই নাসা চালু করি নি।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা** :—স্যার, এই নাসা প্রথম দিন থেকে অপপ্রয়োগ হয়েছে। সর্বপ্রথম ২৮শে মার্চ, এ. ডি. সি. র নির্বাচনের দু'দিন আগে যুব সমিতির কর্মী, নেতা কৃষ্ণ দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাসা আইনে। তাঁর অপরাধ তিনি আই পি. এফ, টি. এর মিটিংএ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এটাই যদি তাঁর অপরাধ হয়, তাহলে আমার কাছে এমন অনেক সি. পি. আই (এম) এর নেতার নাম আছে যারা প্রকাশ্যে আই. পি. এফ. টি. এর মিটিংএ বক্তৃতা করেছেন। বক্তৃতা করলেই উগ্রপন্থী হয়ে যায় না। তাদের অস্ত্রের সম্মুখে বক্তৃতা করতে বাধ্য করা হয়েছিল। যুব সমিতির বিভাগীয় সেক্রেটারী অপরাধী হয়ে গেলেন। অন্যরা হলেন না ? মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথম দিন থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত করার কাজে নাসার প্রয়োগ চলছে এ কারণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করতে চাই, এই নাসা তুলে নিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হউক।

**শ্রীমানিক সরকার ( মুখ্যমন্ত্রী )** :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবুর সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে একমত হতে পারলাম না। নাসা রাজনৈতিক এটা ঠিক নয়। তবে নাসা এক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে, দেশের ঐক্য, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য। আমরা এখানে নাসা প্রয়োগ করেছি, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে চাপ আসার পর। যারা নাসায় গ্রেপ্তার হন, তারা কোর্টে যেতে পারেন। আমি মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই, নাসা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ হচ্ছে না। আর যে প্রশ্ন উঠেছে নাসা রাখা হবে কি হবে না সে ব্যাপারে আমি বলতে চাই, আমি আগেই বলেছি, কি পরিস্থিতিতে আমরা নাসা প্রয়োগ করেছি।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রতন বাবু এখানে একটু আগে উল্লেখ করেছেন, নাসায় যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা হয়, কক্-বরক ভাষী নয়ত বাংলা ভাষী। কিন্তু তাদের যে কাগজ দেওয়া হয়, তা ইংরাজীতে লেখা থাকে। বাংলা বা কক্-বরক ভাষায় দেওয়া হয় না। যার ফলে তারা কিছুই বুঝতে পারে না। তাই আমি রতন বাবুর কথাতেই বলতে চাই, নিজেদের মাতৃ ভাষায় তাদের জানানো হবে কিনা, এই ব্যাপারে তারা কি কি সুযোগ নিতে পারবেন ?

**শ্রী মানিক সরকার ( মুখ্যমন্ত্রী ) ঃ—**আইনের বিধানে যা আছে তার মধ্যে দাঁড়িয়ে নাসা আইনে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা সাহায্য নিতে পারে। সেটা আমরা নিশ্চয়ই দেখব। এবং তারা যাতে আইনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে এটা দেখা হবে। আইনের সুযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের তরফ থেকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে। এবং তারা যাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে বা তাদের বিরুদ্ধে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তারা যদি মনে করে এ সব ঠিক না, তাহলে তাদের আইনের সুযোগ নিতে অবশ্যই সাহায্য করব। আইনের সুযোগ নেওয়া বা না নেওয়া তাদের ব্যাপার। আমাদের কতগুলি সীমাবদ্ধতা আছে ঠিকই, কিন্তু এর মধ্যে দাঁড়িয়েও আমরা তাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করব।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ-**সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, বাধ্যতা মূলক কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বা অনুরোধেই এটা চালু করা হচ্ছে বা করা হয়েছে। তাহলে এখন অবধি কতজন হাডকো এ্যাকস্ট্রিমিস্ট যারা সন্ত্রাসবাদী এবং ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব নষ্ট করবে এই রকম লোককে গ্রেপ্তার করে নাসাতে ঢোকানো হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এবং আমি পত্রিকায়ও দেখেছি যে, আপনি বলেছেন "আমরা নাসা চাই না" 'নাসা আমরা প্রয়োগ করতে চাই না' তাহলে আপনি এত স্ববিরোধী হয়েও আপনাকে করতে হচ্ছে। এই নাসা যেহেতু এখন আলোচনার মাধ্যমেই বেরিয়ে আসছে যে, সাধারণ লোককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে ? তাহলে আপনি বলবেন কিনা যে, এটা প্রত্যাহার করা হবে ?

**শ্রীমানিক সরকার ( মুখ্যমন্ত্রী ) ঃ—** না, এটা পারছি না এখন। মাননীয় সদস্য আপনি প্রথম যখন বলেছেন তখনই বলেছি কতগুলি প্রসঙ্গ আপনি উৎথাপন করেছেন সেই প্রসঙ্গগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করার সুযোগ সব সময়ই আছে। আর এটা মনে করার কোন কারন নেই যে, এটা একটা স্থায়ী ব্যাপার, একটা পারটিকুলার সিচুয়েশানে এই জায়গায় আমাদের যেতে হয়েছে এবং আমি বার বারই বলছি আন্ডার কমপালশন আমাদের করতে হচ্ছে কিন্তু পর্যালোচনার সুযোগ আছে, আমরা পর্যালোচনা করে দেখব। আপনি যেটা বলেছেন এটা শুধ মাত্র হাডকোতে বলতে হবে। হাডকোর দ্বারা যে ডেসষ্ট্রাকটিভ এ্যাকটিভিটিজ করছেন তাতে যদি কেউ ডাইরেক্ট, ইনডাইরেক্ট হেল্প করেন তাহলে এটা বেরিয়ে আসবে। কাজেই এখানে যাদের দ্বারা হয়েছে তাদেরকে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ ভাবে বিষয়গুলির সঙ্গে যারা জড়িয়ে পড়েছেন গ্রাউন্ডস্গুলি সাফিসিয়েন্টস উপস্থিত করার পরেই তাদেরকে বুক করা হয়েছে এবং নাসার যে ৩ জনের রিভিউ বোর্ড আছে, তারা এই ব্যাপারে পর্যালোচনা করে তাদের মত দিয়েছেন।

**মিঃ স্পীকার ঃ** -মাননীয় সদস্য, **শ্রীসমীর** দেব সরকার।

**শ্রীসমীর দেব সরকার** ( খোয়াই ):--মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২০৮।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** ( মন্ত্রী ): মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, খোয়াই মহকুমার পাওয়ার হাউসে এ্যাসিসট্যেন্ট ইঞ্জিনীয়ার অব্ পাওয়ার অফিসে ডিজেল চালিত দুটি জেনারেটারের মধ্যে একমাত্র জেনারেটারটিও বর্তমানে অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে,

২। সত্য হলে, অবিলম্বে সেটি পালটিয়ে নূতন জেনারেটার বসানো হবে কিনা ?

উত্তর

১। ইহা সত্য যে, খোয়াই মহকুমার পাওয়ার হাউসটিতে দুইটি ডিজেল চালিত জেনারেটারের মধ্যে একটি চালু আছে। এবং চালু জেনারেটারটির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

২ বর্তমানে নূতন জেনারেটার বসানোর এরূপ পরিকল্পনা দপ্তরের নেই। তবে প্রয়োজনীয় মেরামতি করে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ আছে।

**শ্রীসমীর দেব সরকার**:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে দুটি জেনারেটারের মধ্যে একটি নষ্ট হয়ে আছে এবং আর একটা জেনারেটার প্রয়োজনীয় যে উৎপাদন করার ক্ষমতা সেটা হারিয়ে ফেলেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা যে, এই দুটি জেনারেটার কোনটার ক্ষমতা কত ছিল এবং এখন কি পরিমাণ উৎপাদন করছে ?

**শ্রীবাদল চৌধুরী** ( মন্ত্রী :—স্যার, খোয়াই শহরের পাওয়ার হাউসটির বর্তমানে দুটি ডিজেল চালিত জেনারেটার আছে। একটা ২৫ কিলোওয়াট এবং আর একটি ৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন। এর মধ্যে একমাত্র ৫০ কিলোওয়াট জেনারেটারটি চালু আছে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চালানোর ফলে উহার কার্য্য ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে মাত্র ২৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

**শ্রীসমীর দেব সরকার** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বিদ্যুৎ খোয়াই শহরের জন্য যথেষ্ট নয়। রাজ্যের অনেক জায়গায় ডিজেল চালিত জেনারেটার আছে এবং রাজ্যের কোন কোন জায়গায় ডিজেল চালিত কয়েকটি বেশী জেনারেটার আছে এবং সেই জেনারেটারগুলি কোথায় আছে ? বেশী জেনারেটার যেখানে আছে সেখান থেকে যেখানে কম জেনারটার আছে সেখানে দেওয়া হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

**শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—** এই ধরনের তথ্য এখন আমার কাছে নেই। আলাদা প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই উত্তর দেওয়া যাবে।

**মি স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—** অ্যাডমিটেড স্টাড্ কোয়েশ্চান নং ২৩১

**শ্রীবলরাম রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ—** অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৩১।

১। রাজ্যে মোট কয়টি জেল আছে এবং

২। রাজ্যে জেলে বন্দীর সংখ্যা কত ( কতজন উপজাতি-অউপজাতি পৃথক পৃথক হিসাব )

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ১১টি জেল আছে।

২। রাজ্যের জেল বন্দীর সর্ব্বমোট সংখ্যা ১১৫৭ (অ্যাজ অন ১৩/২/২০০১) তার মধ্যে উপজাতির সংখ্যা ৭০১ এবং অউপজাতির সংখ্যা ৪৫৬।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এখানে ১৪ টা সাব ডিভিশান রয়েছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে। বামফ্রন্ট চতুর্থবার ক্ষমতায় এসে আর একটা যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমবাসা সাব-ডিভিশান। সেটা মিলে ১৪ টা। সেই ১৪টা সাব-ডিভিশানের মধ্যে মাত্র ১১ টাতে জেল আছে। বাকীগুলিতে কবে নাগাদ জেল স্থাপন করা হবে, কারন এই সমস্ত এলাকার কয়েদীদের বিচার-আচার অন্যান্য সাব-ডিভিশানে করা হচ্ছে। বাকীগুলিতে কবে নাগাদ করা হবে ? আরেকটা এখানে সংখ্যার অনুপাতে আমরা বুঝতে পারছি যে অপরাধ মনে হয় ত্রিপুরারাজ্যের লোকসংখ্যার অনুপাত ট্রাইবেলরাই বেশী করছে। ত্রিপুরার মোট ৩৫ লক্ষ লোকসংখ্যার মধ্যে অনুপজাতির লোকসংখ্যা ২৫ লক্ষ আর উপজাতির লোকসংখ্যা হলো ১০ লক্ষ। সেখানে কয়েদীদের যে হিসেব দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ট্রাইবেলদের সংখ্যাটাই অত্যধিক বেশী অপরাধ করছে। তারপর স্যার, জেলের ভেতরে বিচারাধীন বন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হচ্ছে। যেমন উদয়রাম রিয়াং এবং তার বড়ভাই দুইজনকে কি অপরাধে ধর্মনগরের শনিছড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সেখানে জেলের ভেতরে তাদের উপরে অমানুবিকভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। আমরা জানি যে সাধারণত পুলিশ কাস্টডিতে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় মারধোর করা হয়। কিন্তু ধর্মনগরে জেলের ভেতরে তাদের উপর অমানুষিকভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। পরে তাকে সেন্ট্রাল জেলে ট্রেন্সফার করা হয়। এবং সেখানেও তার উপর অমানষিকভাবে মারধোর করার ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইভাবে জেলের ভেতরে কতজন কয়েদীদের উপর এই রকমভাবে অমানষিকভাবে অত্যাচার করা হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না এবং যারা এইসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাদের শাস্তির জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না ?

**শ্রীবলরাম রিয়াং ( মন্ত্রী ) ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের ১৪টি মহকুমার মধ্যে আলাদা আরো চারটা নতুন করে করা হবে। আর জেলের ভেতরে মারা গেছে বলে যেটা বলেছেন-তাতে বলছি যে এই রকম জেলের ভেতরে জমাতিয়া না কি এই রকম একজন মারা গিয়েছিল এবং তার পরিবারকে আমরা আর্থিক সাহায্য দিয়েছি। আর রিয়াং যে ছেলের কথা বলছেন যে জেলের ভেতর মারা গেছে- সে জেলের ভেতরে মারা যায়নি-সে হস্‌পিটালে মারা গিয়েছে। আর কোন আইনে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেটা আমার আপাততঃ জানা নাই।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া** (আম্পিনগর) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মোট কয়েদীদের সংখ্যার মধ্যে বিচারাধীন কয়েদীদের সংখ্যা আলাদা আছে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

**শ্রীবলরাম রিয়াং ( মন্ত্রী ) ঃ –** মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আলাদাভাবেই আছে।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আলাদা থাকলে সেই সংখ্যাটা কত ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

**শ্রীবলরাম রিয়াং ( মন্ত্রী ) ঃ –** মিঃ স্পীকার স্যার, এটা উপজাতি এবং অনুপজাতি এইভাবে আলাদা হিসাব আছে।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ –** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন ছিল ২০০১ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন কারাগারগুলিতে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী এবং বিচারাধী বন্দীর সংখ্যা কত ( উপজাতি ও অ-উপজাতি কয়েদী ও বন্দীদের পৃথক পৃথক হিসাব ) ? কিন্তু স্যার, আমার প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দেওয়া হয়নি। আমার মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার প্রশ্ন বুঝতে পারেননি।

স্যার, এই যে উদয়রাম রিয়াং মারা গিয়েছে জেলের ভেতরে তার পরিবারকে কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে ? এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদিও বলেছেন যে সে জেলের ভেতরে মারা যায়নি হস্‌পিটালে মারা গিয়েছে। কিন্তু হস্‌পিটালে মারা গেলেও সে জেলের কাস্টডিতে ছিল বিচারাধীন বন্দী এবং জেলের পাহারায় দিয়েই তাকে হস্‌পিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেখানে চিকিৎসা কি হয়েছিল জানি না তবে এটা আমার জানা আছে যে জেলের ভেতরে তার উপর অমানুষিকভাবে অত্যাচার করা হয়। এবং এইভাবে স্যার, বন্দীদের উপর আরো যে অত্যাচার করা হচ্ছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য আমার কাছে আছে। কাজেই জেলের ভেতরে বন্দীদের উপর এই ধরনের অমানবিক অত্যাচার বন্ধ করা হবে কি না ? জেলের ভেতরে এই ধরনের অত্যাচার অমানবিক এবং এটা মানবিক অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এইভাবে আরো চারটা ঘটনা ঘটেছে এবং স্যার এটা ত্রিপুরার ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

**শ্রীবলরাম রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ—** জেল দপ্তরের দায়িত্ব নেওয়ার পর এই ধরনের কোন ঘটনা জেলের অভ্যন্তরে হয়েছে বলে আমার কাছে এই ধরণের কোন খবর নেই। এই ধরণের কোন ঘটনাই হয়নি। ঘটনা অন্য জায়গাতে হতে পারে, কিন্তু জেলে হয়নি। কেননা, আমি নিজে জেলে গিয়ে খোঁজ নিয়েছি এই ধরনের কোন ঘটনাই হয়নি বলে জেনেছি।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ** মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা এই ব্যাপারে নিহতের পরিবারকে কোন সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা ?

**শ্রীবলরাম রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ --** না, সাহায্য বলে কিছুই দেওয়া হয়নি।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ --** সাপ্লিমেন্টারী স্যার পরিবারটিকে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে সাহায্য দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

**শ্রী মানিক সরকার ( মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টি আমার দপ্তরের নয়। ফলে আমার জানাও নেই। তবুও আমি এইটুকু বলতে পারি, পরিবারটির কাছ থেকে সাহায্যের আবেদন আসলে নিশ্চয়ই দপ্তর প্রথা অনুসারে বিষয়টি দেখবে।

**মি স্পীকার :** প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হলো। যে সমস্ত তারকা চিহ্ন প্রশ্ন উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে অনুরোধ করছি।

ANNEXURES 'A' & 'B'

## CONDOLENCE MOTION

আমি অতীব শোকাপ্লুত ও বিদীর্ণ হৃদয়ে এই সভাকে জানাচ্ছি যে, গত ৩রা মার্চ, ২০০১ ইং শনিবার সকাল আনুমানিক ৭-৩০ ঘন্টায় অমরপুর মহকুমা সদর থেকে ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে অমরপুর-তেলিয়ামুড়া সড়কের নিউ বামপুর এলাকায় সি, আর, পি. এফ কনভয়ে বৈরীদের মাইন বিস্ফোরণে ও গুলিবর্ষণে সি. আ, পি এফের এস, আই গনেশ প্রসাদ সিং হেড কনস্টেবল শুকদেব চৌধুরী, হেড কনস্টেবল প্রীতম সিং, কনস্টেবল পবন কুমার, কনস্টেবল মহাবীর সিং কনস্টেবল সুভাষ চন্দ্র, কনস্টেবল এইচ.আর. চন্দ্র, কনস্টেবল রামান্দা যাদব এবং বীরগঞ্জ থানার ভাড়া দুটি গাড়ীর চালক কমল দাস ও নারায়ন দেবনাথ সহ মোট ১৩ জন নিহত হন। সন্ত্রাসবাদী কর্তৃক এহেন কাপুরুষ ও বর্বোচিত এই নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতি এই সভা ধিক্কার জানাচ্ছে।

এই সভা নিহত ব্যক্তিবর্গের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাচ্ছে এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্য এবং সদস্যাগণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

## MATTERS RAISED BY MEMBERS

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—** স্যার, আফগানিস্তানে বিশ্বের বৃহত্তম বৌদ্ধমূর্তি এবং বৌদ্ধ স্মারকগুলি কামান, মটার, রকেট নিক্ষেপ করে তালিবানরা ধ্বংস করছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘৃণ্য অপরাধ। এই হাউস থেকে এই ব্যাপারে একটা নিন্দাসূচক প্রস্তাব নেওয়া হউক।

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :-** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা খুব সঠিক প্রসঙ্গ, চুড়ান্ত বর্বরতা এটা সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রচন্ড আক্রমণ এটা সমর্থন করা যায় না। আমি মাননীয় সদস্যের সঙ্গে একমত। তবে আপনার মাধ্যমে একটা প্রস্তাব প্রপারলি এখানে আসলে ভাল হবে।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবুকে অনুরোধ করব এটা প্রস্তাব আকারে জানার জন্য।

**শ্রী জওহর সাহা ( বীরগঞ্জ ):—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৩রা মার্চ সকাল বেলা ৭-৩০ মিঃ নাগাদ অমরপুর তেলিয়ামুড়া রাস্তায়। ·· ·····

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য এই ব্যাপারে রেফান্সে নোটিশ আছে।

**শ্রীজওহর সাহা :—** ঠিক আছে, আমি বলছি যেটা বর্বরোচিত ঘটনা ঘটেছে ১১ জন সি, আর, পি এফ মারা গেল। এটা নিয়ে আমরা একটু আগে শোক পালনও করলাম কিন্তু এই ঘটনা প্রমাণ করে যে এই রাজ্যে বৈরী রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে, জঙ্গলের রাজত্ব চলছে, সাধারণ মানুষ সরকারী অফিসার বলুন এমন কি আরক্ষা কর্মী কারো কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই, মানুষ নিরাপত্তা পাবে না। এরপরেও বলব এই রাজ্যে একটা সভ্য সরকার আছে? আমরা আপনার মাধ্যমে এই সরকারের পদত্যাগ দাবী করছি। মানুষের নিরাপত্তা যারা দিতে পারে না, আরক্ষাকর্মীদের নিরাপত্তা দিতে পারে না, মানুষ অপহৃত হচ্ছে এই সরকার পদত্যাগ করুক আপনার মাধ্যমে দাবী করছি। . . ..

এই সরকারের নৈতিক অধিকার নেই গদিতে বসে থাকার। মানুষের নিরাপত্তা যারা দিতে পারে না তারা গদিতে বসে থাকবে এটা হতে পারে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা চাইছি যে সরকার পদত্যাগ করুক। প্রতিদিন মানুষ খুন হচ্ছে অপহৃত হচ্ছে সরকার নিরাপত্তা দিতে পারছে না বৈরী রাজ কায়েম হচ্ছে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হয়েছে সাধারণ মানুষ থেকে সরকারী কর্মচারী অফিসার এমনকি আরক্ষা কর্মী তারা পর্য্যন্ত নিরাপত্তা পাবে না আর এরা এখানে বসে থাকবে? স্যার অমরপুরের ঘটনায় একজন লোকও দেখতে গেল না কি বীভৎস ঘটনা। ঐ কমল দাস ড্রাইভার তার বাড়ী বামপুরে, তারা বাবা বৃদ্ধ কাজ করতে পারে না বয়স ৮০ বছর, মাও বৃদ্ধ এই ছেলে পরিবার চালাত সেই ছেলে নিহত হয়েছে, এক বছর আগে বিয়ে করেছে এই পরিবারটা আজকে কে দেখবে?

**শ্রীজহ্ওর সাহা ঃ—** সরকার নিরাপত্তা দিতে পারছে না। জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হচ্ছে।

**মিঃ স্পীকার ঃ** মাননীয় সদস্য এটা নিয়ে আলোচনার সুযোগ আছে। এটা পরে আলোচনা করা যাবে।

**শ্রীজহ্ওর সাহা ঃ** মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা নিশ্চয়ই আলোচনা করব। আপনি রুলিং দিন। আমরা তো আলোচনাই করতে চাই। আজকে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সরকারী কর্মচারী অফিসার কেউ নিরাপত্তা বোধ করছে না। আর এখানে তারা ঘাটিতে বসে থাকবে ঘটনা স্থলে একটা লোক গেল না আজ পর্য্যন্ত। সাধারণ মানুষকে শান্তনা দেওয়ার পর্য্যন্ত তারা প্রয়োজন বোধ করছে না। এটা কি করে হয়? এটা কি জঙ্গলের রাজত্ব না? এখানে অমল দাস মারা গেছে। এই ছেলেটা পরিবার চালাতো। বাবা বৃদ্ধ মাও বৃদ্ধা। একটা বছর আগে মাত্র বিয়ে করেছে। এখন এই পরিবারটা কে পালন করবে? রাজ্যের সাধারণ মানুষ আজকে রাজ্যের কোথাও নিরাপত্তা বোধ করছে না। সরকার তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে পারছে না। তাই সরকার গদিতে থাকার আর কোন অধিকার নেই। তাই আমি এই সরকারকে ধিক্কার জানিয়ে এই সভা থেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

## REFERENCE CASES

**মিঃ স্পীকার ঃ** - আজকের কার্য্যসূচীতে আমি একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হাউসে উৎথাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্যদ্বয় শ্রীসুধন দাস এবং শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়। এখন আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব তাদের নোটিশটি হাউসে উৎথাপন করার জন্য।

**শ্রীসুধন দাস ঃ**— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয় বস্তু হলো ঃ—

"গত ০৩ ০৩-২০০১ইং তারিখ অম্পি অমরপুর রাস্তার রামপুরের নিকট সি. আর, পি. এফ এর ১১ জন জওয়ান সহ ১৩ জন নিহত হওয়া সম্পর্কে"

**মিঃ স্পীকার ঃ** - আমি এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উক্ত নোটিশের বিষয়ের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজকে বিবৃত দিতে অপারগ হন তাহলে সময় ও তারিখ চেয়ে নিতে পারেন।

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই বিষয়ের উপর এক্ষুনি বিবৃতি দেব।

On 03-03-2001 morning at about 0720 hours the mobile road opening patrol of 4th Bn. CRPF from Bampur Camp comprising 21 personnel under the command of CRPF SI Ganesh prasad Singh were proceeding

towards Chechua for clearing the road for traffic in one bullet. proof truck (bunker) and 4 (four) hired jeeps. In course of this exceriese when the road opening patrol convoy reached one and half K. M. ahead of Bampur Camp on Bampur-Chechua Road, the party was ambushed at about 0730 hours by a heavily and gang of 20/21 extremists. Before firing on the CRPF party the insurgent group exploded 2 ( two ) powerful improvised explosive devices through remote control which were laid on the right side of the road. The first IED exploded on the right side of the bulletproof truck and the second one exploded near the first jeep which was following. In this explosion the bulletproof vehicle was slightly damaged whereas the jeep was extensively damaged. Simultaneously the bullet-proof vehicle and first two of the four jeeps come under very heavy fire from sophisticated weapons. In this heavy fire 9 CRPF personnel of the first two jeeps along with the two civilian drivers were killed on the sopt and one CRPF personnel was grievously injured who later succumbed to his injurise in Amarpur Hospital.

The remaining two jeeps with eight personnel which also come under heavy fire responded to the situation but before they could reach and take effective measures, the insurgent group managed to snatch away from the first two jeeps 1 LMG, 4 Carbines, 4 SLRs and ammunition The bullet-bunker which was partially damaged truned back to come to the rescue of the CRPF personnel under attaek but the LMG man in the bullet-proof vehicle received bullet hit on the forhead and dropped dead inside the vehicle In the above ambush two of the CRPF personnel also sustained injuries. They were taken to Amarpur Hospital and later shifted to Udapur Hospital on the same day. During the search of the place of occurrence two more unexploded IEDs were detected on the right of the road. This was subsequently defused by Assam Rifle contingent. A large number of empty cases of cartridges fired by the extremists from sophisticated weapons were aiso recovered from the site of the ambush.

Immediately after receiviug this information SDPO Amarpur with reinforcement and SDPO Ompi along with CRPF officials from Ompi urshed to the spot. SP ( south ) who was on leave rushed to the spot on receiving the information with reinforcement. The CRPE officials also dispotched large number of contingent to seal the line of retreat in Kalajhari area as well as Baramura range. BSF was also alerted to seal the border between Raishyabari and Jalaya to prevent the group from crossing over to Bangladesh.

IGP ( L/o ) rushed to the spot from Agartala and coordinated the operation to nab the extremist group after discussion with the Addl. DG, CRPF as well as DIG, CRPF campining in the area, CRPF had made available sufficient force for operation A coordinated special operation by the different forces was organized from Ompi, Amarpur, Nutanbazar, Killa, R. K. pur, Takarjala and Teliamura police stations covering all possible routes of retreat. DIG (Range), SP (South) and senior officer from CRPF are comping at Amarpur to supervise the operation to nab the extremist group.

In conuection with the above incident Birganj P. S, Case No. 4/2001 u/s 149/353/307/398/326/302 IPC and 27 Arms Act has been registered.

As on 04. 03. 2001 total 11 (Eleven) persons were brought for interrogation, Iuvestigation of the case is under progress. All the armed forces and the district police operating in the State have been alerted for taking necessary preventive measures. Further operations are on to nab the extremist responsible for this incident.

PERSONS KILLED IN THE AMBUSH :

1. SI Ganesh Prasad Singh.
2. H/C Sukdeb Chowdhury.

3. H/C Jagadish Mandal, 4. LNK Ganga Singh, 5. Const. S. K. Malakar, 6. Const. Pritam Singh, 7. Const. Paban Kumar, 8. Const, Mahavir Singh, 9, Const. Subhas Chandra, 10. Const. H. R. Chandra, 11. Const. Ramanda Yadav. ( All of B Coy 4th BN CRFF.) 12. Kamal Das, s/o Shri Jitendra Das of Bampur, Birganj PS (Driver of the hired jeep)

13. Narayan Debnath, s/o, Shri Ananda chandra Depnath of Bampur, Birganj PS ( Driver of the hired jeep. )

PERSON INJURED IN THE AMBUSH ;

1. LNK Man Singh,
2. Const. Anil Kumar Singh,

( Both of B Coy 4th BN CRPF )

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, যে জায়গায় ঘটনা ঘটেছে সে জায়গায় বলা যায় যে আরক্ষা দপ্তরে ঘেরাও করা সংবাদে সি. আর, পি এফ ক্যাম্প আছে কাসকোতে সি, আর, পি এফ ক্যাম্প আছে আর বামপুর সেখানে একটি বড় সি, আর. পি, এফ ক্যাম্প আছে। কাজেই এই তিনটি ক্যাম্পের মাঝামাঝি এই ঘটনা ঘটেছে। যদি এই ক্যাম্পের তারা নিয়মিত পেট্রোলিং দিত তাহলে সেখানে একসট্রিমিষ্ট খুঁজে পাওয়ার কথা না। কিন্তু এই রকম একটি জায়গায় ঘটনা হওয়ার ফলে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এই ক্যাম্পগুলো থেকে টহলদারী কোন ব্যবস্থা কখনও নেওয়া হচ্ছে না। তারপরে ইনটিলিজেন্সের একটি ব্যাপার আছে এটাও ফেইলিওর হয়েছে। কাজেই সেখান ইনটিলিজেন্স-এর একটি বিরাট গ্যাপ। এই বিষয়গুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

**শ্রীমানিক সরকার ( মুখ্যমন্ত্রী ) ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা উৎথাপন করেছেন এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এটা তো একেবারে অস্বীকার করার মত নয়। আমাদের এভেইলেভিলিটির মধ্যে যা আছে অমরপুর সাবডিভিশান-এর মধ্যে ফোর্স ডেভেলাপমেন্ট খারাপ না এবং ঘটনা যেখানে ঘটেছে বামপুর থেকে মাত্র দেড় থেকে দুই কিলোমিটার, সেখানে এলরেডি সি. আর, পি. এফ ক্যাম্প আছে। আমি যেটা বলেছি দেখুন আমি তুলনা করছি না কাশ্মীরে তো আমাদের সব চেয়ে বড় ফোর্স ডিপ্লয়েড আছে তারপরেও প্রতিদিন ঘটনা ঘটেছে। এটা এই না যে আমাদের দায়িত্বটা এই রকম নয়। কিন্তু ঘটনা তো ঘটে যাচ্ছে।

যাদের একজন টার্গেট থাকে যে আমরা এটাই করব। এটা মনে করার কোন কারণ নেই আগের দিন এসে পরের দিন ঘটনা ঘটে করে ফেলেছে। এটা ঠিক আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আমাদের ইন্‌টেলিজেন্স তথ্যাদি ইত্যাদি ছিল যদি কোথাও গ্যাপ থাকে যারা রেস্‌পনসিব্যাল নিশ্চয়ই দেখব। এখন জওয়ান গুলো মারা গেল, এই ঘটনাটি খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। গ্যাপ তো নিশ্চয়ই কোন জায়গায় থাকতে পারে এটা আমি অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। সেটি নিশ্চয়ই দেখা হবে। ভবিষ্যৎতে যাতে এই ধরনের ঘটনা যাতে সম্মুখীন হতে না হয় তার জন্য সব দিক থেকে সতর্কতা নেওয়ার জন্য নিশ্চয় আমরা চেষ্টা করব
এবং এর জন্য চাই জনগণের দিক থেকে সর্বতো সহযোগিতা কারণ আট নয় মাসের মধ্যে ভাল সাফল্য পাচ্ছে সিকিউরিটি ফোর্স। আনটিল এবং আনলেস পিউপল এক্সটেনডেড দেয়ার সাপোর্ট কাম টু অল দিজ থিংস্‌। কিন্তু তারপরেও কোথাও গ্যাপ থাকতে পারে। আমি সবার কাছে অনুরোধ করব রাজ্যবাসীর কাছে এই বিধানসভার মাধ্যমে যে আপনারা সবাই মিলে সহযোগিতা করুন, এখানে তেমন কিছু গ্যাপ থাকতেই পারে সেটা কাভার করার জন্য সিকিউরিটি ফোর্স অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করবে। জনগণ এবং সিকিউরিটি ফোর্সের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আশাবাদী যে যারা নাকি এই সব ডেস্ট্রাকটিভ কাজ করছে তাদেরকে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ** স্যার, এই যে আসামী খোঁজার নামে পুলিশ যা করছে দেখা যাচ্ছে যে, সেখানেই বৃদ্ধরাই পুলিশের টার্গেট হয়ে গেছে, নিবারন দেব জমাতিয়া বয়স-৬৫, বিজয় মানিক জমাতিয়া বয়স-৬ , দেবেশ্বর জমাতিয়া বয়স-৬১, এইভাবে বৃদ্ধ এবং বয়স্ক যারা এই সমস্ত উগ্রপন্থী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রশ্ন উঠে না, এদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে চলছে। আমার মনে হয় এই ঘটনা নিশ্চয়ই দুঃখজনক কিন্তু তা বলে নিরীহ মানুষকে হয়রানী করবে, এটা হওয় উচিৎ নয়। মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি না যে, যারা এইভাবে পুলিশের হাতে হয়রানী হচ্ছে, এইগুলি বন্ধ করার ব্যবস্থা বা যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের মুক্তি দেওয়া হবে কি না ? সত্যিকারের যারা দোষী শুধু তাদেরই যাতে শাস্তি দেওয়া হয় এই রকম নির্দেশ দেওয়া হবে কি না।

**শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নির্দেশ তো এটাই থাকবে, সত্যিকারের দোষী তাদেরই ধরা। এখন কালপ্রিট্‌রা তো ঘটনা ঘটিয়ে চলে গেছে, এখন যে প্রশ্নটা এখানে এসেছে যে ৬০-৬৫ বছরের যারা, তারা যদি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন এটা আমি বিশ্বাস করি না। আমি যা স্টেট্‌মেন্ট বলেছি যে ওনাদের কাছ থেকে ইন্টারোভিউ্‌ করা হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য, এটা মানুষ করতে পারে। কয়েক

লোকও করতে পারে এবং কম বয়সের লোকও করতে পারে। কিন্তু তাদের সাথে যাতে দুর্ব্যবহার না হয়, সেটা হচ্ছে দেখার বিষয়, নিশ্চয়ই সেই সম্পর্কে আমি পুলিশকে নির্দেশ দেব যাতে তাদের সাথে যাতে দুর্ব্যবহার না হয়।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ**— স্যার, এই যে অম্পি রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হলো এতে পরিস্থিতি আরও খারাপই হবে। কারন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি না যাতে এই পেট্রোলিংটা আরও জোরদার হয় এবং নিয়মিত যাতে গাড়ি চলাচল করে।

**শ্রীমানিক সরকার ( মুখ্যমন্ত্রী )** স্যার, গাড়ি চলাচলের ব্যাপারটার জন্যইতো আমরা করেছিলাম, ঘটনা ঘটে যাওয়াতে হয়ত এক দুদিন বন্ধ থাকতেই পারে। এটা চ্যালেঞ্জ যে তারা বন্ধ রাখতে চাইছে আমরা তা খোলা রাখতে চাইছি। আমাদের সবাই মিলে খোলা রাখতে হবে। এক দুদিন হয়ত সময় নিতেই পারে। সি আর পি. এফ এর যে এ্যাডিশ্যানাল ডি জি তিনি এখানে ক্যামপেইন করেছেন। গতকাল তার সাথে আমার কথা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি ঐখানে থাকাতে আমার সঙ্গে মিটিং হয় নি। আমি নিশ্চয়ই আশা করছি যে কথা বলতে পারব। নিশ্চয়ই আমরা গাড়ি চালাতে পারব।

**শ্রীমানিক দে ঃ**— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উনার স্টেটম্যান্টে বলেছেন যে আর. ডি নামক এক্সপ্লোসিভ্ ব্যবহৃত হয়েছে আর এই এক্সপ্লোসিভ্গুলি আমাদে আর কোন ঘটনায় ব্যবহৃত হয়েছে কি না বা কোন ইম্প্রভ্ ছিল কি না এবং এটা সংগ্রহ কোথা থেকে করছেন এই সম্পর্কে সরকারের কাছে কোন তথ্য আছে কি না ?

**শ্রীমানিক সরকার ( মুখ্যমন্ত্রী ) ঃ**— এইগুলি তো এখন সমস্ত তদন্তের মধ্য দিয়ে বেরুবে, এই ধরণের এক্সপ্লোসিভ্ আগে ব্যবহৃত হয়েছি কি না তা চট্ করে বলতে পারব না। কিন্তু অমরপুর সাবডিভিশানে এর আগেও এমন হয়েছিল এটা টুওয়ার্ডস্ শিলাছড়ি যাওয়ার পথে কিন্তু এইগুলির সাথে কোন সিমিলারিটি আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

তবে এতটুকু কথা বলে আমি জেনেছি যে, যে তারটা তারা ব্যবহার করেছে দে আর ভেরি এক্সপার্ট, নো ডাউট্ এবাউট্ ইট্। কিন্তু তারটা যাতে কনফ্লোয়েন্স করা যায় তার জন্য যে কভারটা, নরমেলী তারের যে কভারটা থাকে তা নয়, একেবারে ঘাসের রং এর সঙ্গে মিলানো এবং এটা দূর নিয়ন্ত্রক এর দ্বারা ফাটানো হয়েছে। তবে এপারেন্টলী যেটা ইম্প্রোভাইডিং, এটা পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে এই সমস্ত ব্যাপারে এক্সপার্ট তারাই এই সমস্ত ব্যাপারে কনক্লুশান ড্র করতে পারেন। মাননীয় সদস্য যে বাকি বিষয়গুলি বলেছেন সবই তদন্তের মধ্যে নিশ্চয়ই আসবে।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** ঃ— পয়েন্ট ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, পর পর বলছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে ল্যান্ড মাইন লাগিয়ে তিনটি ঘটনা ঘটেছে একটা হচ্ছে বি, এস, এফ-এর উপর ৪নং টাইকের কাছে রইস্যাবাড়ী থেকে আসার পথে। ১৩ জন সিভিলিয়ান এবং ৯ জন বি, এস. এফ মারা গেছেন। এবং তারপরে তাকুমবাড়ীতে আরেকটা ল্যান্ড মাইন-এর ঘটনা ঘটেছে। এখন এই নিয়ে তিনটি ঘটনা। স্যার, একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে আর, ও পি যেটা দেওয়া হয় সেটা বিকাল ৪টায় ক্লোজ আপ হয়ে যায়। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই পরিস্থিতি চলছে। এটাকে আর একটু এক্সটেন্ড করা যায় কিনা। কারন আমরা দেখছি যে ল্যান্ড মাইনটা যখন করা হয় সেটা সারা রাত্র ধরে সেই পিজটাকে তুলে নিয়ে আবার পিজ গালিয়ে একদম কিছুই যতে বুঝা না যায় পিজের নিচে দিয়ে তারগুলি নিয়ে গিয়ে সেই রকম করা হয়েছে যেটা আমরা তাকুমাবাড়ীতে দেখেছি এবং ৪ নং ডাইকে দেখেছি। এই যে বিকাল ৪টার পরে সারা রাত্র কাজ করার সুযোগ পায়। এই যে পুরো রাস্তাটা গ্যাপ পড়ে থাকে তখন কোনো প্রেট্রোলিং, কোনো অপারেশন হয় না। এই রকম ঘটনা পরবর্তী সময়ে যে হবে না এবং মন্ত্রী মহোদয় বা বিধায়কদের বা এই যে আসাম আগরতলা লাইনে যেগুলি চলছে সারা রাত্রটা গ্যাপ থাকে পরের দিন সকালে চলে। এর মধ্যে যদি করে দেয় তাহলে মহাবিপদজনক হবে। প্রতিনিধিদের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি।

**শ্রীমানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেটা উনি বলেছেন ঠিকই তো রাতের বেলায়ই এই সমস্ত করে। কিন্তু আর ও পি-র টাইম বাড়ানোর যে প্রশ্নটা আমাদের যে বৈঠক আমরা করলাম বিধানসভাতে গত শুক্রবার রেলের উপরে আলোচনা হয়েছিল। মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ বাবু বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে যে "আর, ও, পি যেটা হয়েছে আর ও, পি-টা এখন ভালই হয়েছে।" কাজেই আপনারা নির্দিষ্ট না করে দিয়ে এটাই থাকুক আর গাড়ি সারা দিন সারা রাত চলুক এটার ব্যবস্থা করা যায় কিনা বা সকাল থেকে সন্ধ্যা। ধরুন এই প্রশ্নে আমরা মোটর মালিক, মোটর শ্রমিক বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করেছি কিন্তু তারা রাজি নয়। আজ থেকে বৎসর ২/১ আগে আমরা যখন এই সরকারের দায়িত্ব নিয়ে আসি তখন প্রথম আমরা এই স্টেপ নেই। তখন নিঃ সহায় ছিলেন আমাদের আই জি ল্ এ্যান্ড অর্ডার তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন, আলোচনা হয়েছিল। প্রথমে তারা রাজী হয়েছিলেন পরবর্তী মুহূর্তেই তারা বলে যে না আমরা করব না। এখন যে সিস্টেমে চলছে এ সিস্টেমে চলবে। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে এখন যে টাইম বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে মেইনলি সি, আর, পি, এফ এবং তার সঙ্গে যুক্ত করছি আমরা আমাদের টি, এস, আর এই আর ও, পি-র জন্য। সি আর, পি, এফ-র তরফ থেকে ইন্সিস্টেন্সলি তাদের তরফ থেকে ডিমান্ড

আসে যে সপ্তাহে একদিন আর. ও. পি বন্ধ রাখা। এখন তারা সাত দিনই করছেন। তারা বলছে এক দিন বন্ধ রাখেন আমরা আর পারছি না. আমরা টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ নিয়ে ২/৩ বার সি. আর. পি এফের যিনি ছিলেন তিনি এখন দিল্লী চলে গেছেন। তিনি পারসোন্যালি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। এটা আমরা পারের না একদিন বন্ধ হওয়া মানে গোটা ত্রিপুরার অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। এটা করা যাবে না। আপনাদের যদি অসুবিধা হয় তাহলেও ওটা করতে হবে বলে যে টাইম এক্টেন্ট করার ব্যাপারটা প্রথমত তো আর. ও. পির কাজে সি. আর. পি. এফকে ব্যবহার করা যাবে না হোম ডিপার্টমেন্ট বলেছিলেন। মণিপুরে, আসামে নাগাল্যান্ডে সব জায়গায়ই তাদেরকে ব্যবহার করছে এই কাজে। আমাদের স্টেটে বলছে যে তাদেরকে এই কাজে না তাদেরকে শুধুমাত্র সি আই অফিসার করতে হবে। এসস্টি-মিণ্টদের প্রিভেন করার জন্য তারা রাস্তা খোলা রাখছেন আর্ এক্সস্ক্রিমিণ্টদের ধরার জন্য জঙ্গলে যাচেছন। হোয়াট ইজ্ দি ডিফারেন্ট বোথ্ দিস। আর ত্রিপুরার ক্ষেত্রে অন্য একটা নিয়মনীতি যুক্ত করার চেষ্টা করছেন। অফিসাররা পরবর্তী সময় এগ্রি করেছেন। এখন আপনারা জানেন আমি বারবার বলছি যে, আমাদের শক্তিটা কমিয়ে দেওয়া তারা পারছেন না। যদিও সি. আর. এফ স্টেংথ খুব লিমিটেড্ হয়ে গেছে তারা বাড়াবার চিন্তা করছেন যে প্রসঙ্গটা মাননীয় সদস্য বলেছেন আমরা যদি ল্যাং দি ক্লো করতে পারতাম আমাদের মত খুশি কেউ হত না। সেটা করার মত সুযোগ আমাদের নেই। সেই কারনে কোন কোন জায়গায় নুতন রাস্তা করতে গিয়ে আমাদের যে টি. এস. আর জওয়ানরা বহু কষ্টে রেইজ করেছি এবং যারা এই দিকটা ভুল নিচ্ছেন তাদেরকেও আমাদের কোন কোন জায়গায় আর. ও. পির জন্য দিতে হচ্ছে। ফলে যেটা আপনি বলেছেন সেটা করা কঠিন হয়ে যাচেছ। আমি এই জায়গায় অনুরোধ করব শুধু অল্প এলাকার মধ্যে যারা রাতের বেলায় এসে এইগুলি করেন ঝুকি আছে কি করা যাবে। ঝুকি নিয়ে হলেও এই নিরাপত্তার কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত কেন না কোনভাবে বিষয়গুলি যদি মানুষের দিক থেকে খবর আগাম আসতে পারে তাহলে বিবেচনা করে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। আমরা নিশ্চয়ই এলট করার চেষ্টা করব। কিন্তু টাইম বাড়ানোর সুযোগ আমাদের লিমিটেশানটা তারপরেও আমাদের হাতে নেই। পাবলিক রাত জেগে করবেন না। আসলে ২০/২২ জন লোক যখন আসে তখন একটা লোক গেলে পরে দেখা যায় মানুষ এগিয়ে আসছে না। ঠিক আজ থেকে ৮/৯ মাস আগে যে ঘটনা হয়েছিল এখন ঘটনা তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো সিকিউরিটি ফোর্সকে সাহায্য করছেন না, সাফল্যগুলি আসছে কি করে, সিকিউরিটি ফোর্স নিজেহরাই স্বীকার করেছেন। কিন্তু টাইম বাড়ানোর ব্যাপারটা আমাদের হাতে নেই আপনি বলেছেন আমরা কথা বলে দেখব যদি বাড়ানো যায় তাহলে ভাল। কিন্তু সারা ত্রিপুরাতে কারা আমার নিজে যা মনে হয় এটা সম্ভব হবেনা বোধহয়।

**শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ—** পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, এই যে আধা সামরিক বাহিনীর লোকেরা মারা যাচ্ছে, সিভিলিয়ান যারা মারা যাচেছ, তাদের আর্থিক সাহায্য রাজ্যসরকার বহন করছে। এই আধা সামরিক বাহিনী উগ্রপন্থীর হাতে মারা যাচেছ, তাদের পরিবার এর আর্থিক সাহায্য করার যে দায়িত্ব সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের নাকি রাজ্য সরকারের ?

**শ্রী মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন আধা সামরিক বাহিনী কেন্দ্রীয় সরকার যে রকম চালায় সেটা তাদের নিজস্ব কতগুলি পদ্ধতি, প্যাকেজ আছে। আমরা স্ট্যাট গর্ভনমেন্ট থেকে এইগুলি করতে গিয়ে যারা জীবন দিচ্ছেন তাদের আমরা সাহায্য করছি। টাকার পরিমান কম হওয়ায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আমরা এটাকে দ্বিগুণ করেছি।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** এখন উল্লিখিত বিষয়ের উপর নোটিশ দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীগৌর-কান্তি গোস্বামী। তার নোটিশটি উৎথাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হল "নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার জন্য জন জীবনে দুর্ভোগ হওয়া সম্পর্কে"। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজ না পারেন তাহলে তারিখ সময় নিতে পারেন।

**শ্রীগোপাল দাস** (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়ের উপর আমি আগামী ৬-৩-২০০১ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** আজকের কর্মসূচীতে আরও একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয় কর্তৃক ০১-৩ ২০০১ ইং তারিখ উৎথাপিত। নিম্নে উল্লেখ্য বিষয় বস্তুটির উপর কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য স্বীকৃত হয়েছিলেন। অনুরোধ করব উনার বিবৃতি দেওয়া জন্য। বিষয় বস্তুটি হলো "ধান সহ কৃষকদের উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রীর দাম অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়া সম্পর্কে।"

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ—** স্যার, বিষয়টি হল "ধান সহ কৃষকদের উৎপাদিত বিভিন্ন ফসল অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়া সম্পর্কে" ধান সহ কিছু কিছু যে সমস্ত পণ্যের দাম ভীষনভাবে কমে যাওয়ার সম্পর্কিত বিষয়টি জাতীয় স্তরে কোন কোন অঞ্চল বিশেষে হওয়ার সংবাদ থাকলে রাজ্য স্তরে সামগ্রিকভাবে তেমন কোন উল্লেখযোগ চিত্র এই যাবত প্রত্যক্ষ করা যায়নি। কোন জিনিস দাম কমে যদি তার উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বাজরে তার উৎপাদন বাড়ে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ যে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ১৯৯৯-২০০০-০১ ইং খারিব শষ্যের উৎপাদন মাত্রাকে তুলনা করলে দেখা যায় যে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থাৎ ১৯ হাজার ৯ শত ৬৫ টন খাদ্য শষ্য যোগান বৃদ্ধি পেয়েছে।

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা** ( মাননীয় মন্ত্রী ) :—

| শষ্য | কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত সহায়ক মূল্য ( প্রতি কুইন্টালের দাম ) | রাজ্যের বাজারে পাইকারী গড় মূল্যের ক্রম পর্য্যায় ( প্রতি কুইন্টাল ) |
|---|---|---|
| ১৯৯৯ - ২০০০ ইং সালের | | |
| ১। ধান ( সাধারণ মান ) | ৪৬৫্ টাকা | ৫৭৫্ টাকা থেকে ৭০০ টাকা |
| ২। তিল | ১২০০্ টাকা | ১৫০০ টাকা থেকে ১৭০০্ টাকা |
| ৩। পাট | | |
| ক) টি, ডি—৫ | ৭২১্ টাকা | ৭৫০্ টাকা |
| খ) ডাব্লিও ৫ | ৬৭১্ টাকা | ৭৫০ টাকা থেকে ৮০০্ টাকা |
| গ) মেস্তা (এম—৪) | ৬২০্ টাকা | ৬২৫ টাকা থেকে ৭০০ টাকা |
| ২০০০ - ২০০১ ইং সাল | | |
| ১। ধান ( সাধারণ মান ) | ৫১০্ টাকা | ৫৫০্ টাকা থেকে ৬৭৫্ টাকা |
| ৩। তিল | ১৩০০্ টাকা | ১৪০০্ টাকা থেকে ১৫০০্ টাকা |
| ৩। পাট | | |
| ক) টি, ডি, - ৫ | ৭৫৬্ টাকা | ৮০০ টাকা |
| খ ডাব্লিও—৫ | ৭০৬্ টাকা | ৬৯০ টাকা থেকে ৭৫০ টাকা |
| গ) মেস্তা ( এম - ৪ ) | ৬৬৬্ টাকা | ৬২০্ টাকা থেকে ৬৮০্ টাকা |

প্রসঙ্গত তাও উল্লেখ্য যে, ত্রিপুরার কৃষক কুলের মধ্যে অধিকাংশই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, তাদের অধিকাংশেরই উৎপাদিত ফসল বাজারে আনার আগে ফার্ম লেভেল অর্থাৎ ফার্ম গেইটে ঘরে ফসল তোলার সময়েই আড়ৎদার বা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। এ ধরনের ঘটনা রাজ্যেও কোন কোন এলাকায় বিক্ষিপ্ত ও সীমিতভাবে ঘটনা যে তাও

নয় এবং এমনিতর ঘটনা খুব স্বল্প সময়ের জন্য লক্ষ্য করা যায় যখন কৃষি পণ্যের মূল্যনির্ধারিত সহায়ক মূল্যের চেয়েও কখনো কখনো নীচে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে এই বিক্ষিপ্ত ঘটনা সামগ্রিক ভাবে কোন রেখাপাত করে নাই। দ্বিতীয়ত, কৃষি পণ্যের অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় পণ্য বাজারিকরনের অবাধ সুযোগ সুবিধার কারনে জাতীয় স্তরে অন্যান্য রাজ্য থেকে আমদানীর ফলে স্থানীয় কৃষকগণকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কখনো কখনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তবে উল্লেখিত বিষয়ে রাজ্যের কৃষকগণ যাতে কোন দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে কৃষিদপ্তর তথ্য রাজ্য সরকার সর্ব্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন।

প্রতিদিন স্থানীয় তিনটি রেডিও স্টেষণ মারফৎ কৃষিজাত পণ্যের দৈনিক বাজার দর প্রচারিত হয়ে থাকে। এছাড়া প্রয়োজনমত কৃষি বিভাগ কোন কোন পণ্যের সাপোর্ট প্রাইজ ঘোষণ করে থাকেন এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক স্বল্প কালীন পরিমানে ক্রয়েরও বন্দোবস্ত করে থাকেন।

**শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ—** পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান, স্যার, কৃষকরা যখন তাদের উৎপাদিত ধান ঘরে উঠাবে তখনই দেখা যায়, ঘরে তোলার আগেই তাদের ধান বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। আমরা দেখেছি, তখন যে মূল্য থাকে তা উৎপাদন মূল্যের তুলনায় কম। কাজে কাজেই ধান উঠার সময়ে সরকারী ভাবে সংগ্রহ করে নিলে কৃষকদের উপকার হবে। যেমন, এখন আলু দেখা যাচ্ছে, বাজারে দুই টাকা থেকে আড়াই টাকায় নেমে গেছে। তাদের হাত থেকে আলু চলে যাবার পরই দেখা যাবে আট থেকে নয় টাকা হয়ে গেছে আলুর দাম। কাজে কাজেই সরকারী ভাবে দাম নিয়ন্ত্রন করার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা আছে কিনা বা করা হবে কিনা ?

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা ( মন্ত্রী ) ঃ—** স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে বিষয়গুলি তুলেছেন তা ঠিকই। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কেনার জন্য উৎপাদন হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে তোলার আগেই তারা তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। আমি এখানে সহায়ক মূল্যের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কাজেই এ ক্ষেত্রে সরকারের কেনার কোন প্রশ্ন আসছে না। কারন, সহায়ক মূল্য থেকে দাম কমছে না। তাছাড়া, এও উল্লেখিত হয়েছে যে, ২/১টি ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। আর আলুর যে কথা বলা হয়েছে, তাতে বলছি যে সরকার যখন দেখল, আলুর দাম ৩ টাকা ১০ পয়সা হয়ে গেল তখন সরকার থেকে ৩,৫০ টাকা দাম ঘোষণা করা হয়েছে। এই ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা উপস্থিত হলে আমরা সরকারের তরফে ব্যবস্থা নেব।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান, স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, এই রাজ্যের ধান এবং চাল রেশনের মূল্যের চেয়ে বাজারে মূল্য কমে গেছে। যারফলে, রেশনের চাল বিক্রি হচ্ছে না। এটার মূল কারন, বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমানে ধান এই রাজ্যে আসছে। তারফলেই এই রাজ্যে ধানের মূল্য বেশ কমে যায়। এতে ভোক্তাদের সুবিধা হলেও যে উৎপাদন করছে অর্থাৎ কৃষকদের ক্ষতি হয়েছে। এখন সেই কথাই বলছি। তার কারণ কৃষকরা ধান উৎপাদন করতে যে মূল্য ব্যয় করছে সেই অনুপাতে তারা মূল্য পাচ্ছে না। এই সংকট আরও ভয়াবহরূপে দেখা দিবে এবং সরকারী নীতির জন্যই সেটা হচ্ছে। সারের মূল্য সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে এক রকম আর বে-সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে আর এক রকম মূল্য। স্যার, নিম্নে আমি কয়েকটি সরকারী এবং বেসরকারী সারের মূল্য দিচ্ছি।

ইউরিয়া সার সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে ৩টাকা বে-সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে ৫ টাকা থেকে ৬ টাকা, পটাসিয়াম সারের মূল্য সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে সাড়ে তিন টাকা এবং বাজারে ৭ টাকা থেকে আট, এস পি, সারের মূল্য সরকার বিক্রয় কেন্দ্রে দেড় টাকা অথচ বাজারে ৫ টাকা থেকে ৬ টাকা বিক্রি হচেছ, ডি, এ, পি সার সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে ৬ টাকা কিন্তু বাজারে ১১ টাকা করে বিক্রি হচেছ। আমি নিজে বে সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন এত বেশী দাম। এত বেশী দাম হলে তো কৃষকরা কিনতে পারবে না। এটা রাজ্যের কৃষকদের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক। ধানের মূল্য যত কমবে কৃষকদের তত বেশী ক্ষতি হবে। প্রাইভেটাজাইশান যখন হচ্ছিল এই ব্যাপারে তখনই আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। কাজেই এখন যদি প্রাইভেটাজাইশন বন্ধ না করা হয় তা হলে কৃষকদের চরম দুর্দশার মধ্যে পড়তে হবে। কারন বে-সরকারী ভাবে সার কিনতে গেলে প্রায় দুই গুণ থেকে তিন গুন দাম বেশী পড়ে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কিছু জানা আছে কি ?

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—** স্যার, আসলে তো মানীয় সদস্য নিজেই জানেন যে, কেন্দ্রীয়সরকার যে পদ্ধতিতে চালাবার চেষ্টা করছেন তারজন্য ইতিমধ্যে বিশ্বায়নের নামে সমস্ত কৃষকদের উৎপাদিত যে জিনিসগুলি আছে ইতিমধ্যে বিশ্বায়নের নামে সেগুলি বাদ দিয়ে বাইরে থেকে আনার চেষ্টা হচ্ছে। আর সারের উপর তো সাবসিডি তুলেই দিচ্ছেন। এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয় সব জায়গায়ই ভরতুকি তুলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষকদের কথা মাথায় রেখেই সারের উপর ভর্তুকি রেখেছি। যেখানে জাতীয় স্তরে বেসরকারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছে সমস্ত সাবসিডি তুলে দিচ্ছে। আমাদের আর্থিক সংগতির কথা মাননীয় সদস্য রা সবাই জানেন এবং এই সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়েও আমরা সাবসিডি দেওয়ার চেষ্টা করছি।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :** এটা আলাদা ইস্যু। সরকারী রেটে যে সার পাওয়ার কথা সেটা পাচ্ছে না এবং সেই জায়গায় দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ বেশী দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে।

**শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—** স্যার, এটা আমি উনার সঙ্গে একমত হতে পারি না। কারণ ইতিমধ্যে কৃষি দপ্তর বেসরকারী কিছু ব্যক্তিকে লাইসেন্স দিয়ে তাদেরকে সার সংগ্রহ করার জন্য সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। প্যাক্স, ল্যাম্স এবং ব্যাক্তিগত এভাবে প্রায় ২৭-২৮টা লাইসেন্স আমরা দিয়ে সারগুলি এনে বিক্রী করার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। কাজেই আমাদের সরকারের যে সারটা সেটা চলে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। সরকারের সার সরকারের কাছেই থাকবে। স্পেশিফিক যদি আপনি বলেন যে অমুক সেন্টার থেকে বিক্রী হচ্ছে, বা কালোবাজারী হচ্ছে মাননীয় সদস্য যদি এই ব্যাপারে সাহায্য করেন নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখতে পারি। কিন্তু আমার কাছে এই ধরণের তথ্য নেই বা এটা আমাদের পদ্ধতি নয়। তবে বেসরকারী মালিকানার কাছে আমরা সার আনার জন্য লাইসেন্স দিয়েছি, ল্যাম্সকে দিয়েছি, প্যাক্সকে দিয়েছি, ন্যারামেককে দিয়েছি। তারাও সার আনছেন। যেহেতু আমরা সব সার কৃষকদের দিতে পারছি না, সেই ক্ষমতা আমাদের দুর্বল, সেখানে আর্থিক সংগতিরও প্রশ্ন আছে। আমরা চাইছি যে আর কেউ যদি সার বিক্রীর জন্য লাইসেন্স চায়, আমরা বলেছি তাদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। যারা আমাদের গরীব কৃষক আছেন, আমরা তাদের জন্য ভর্তুকীর ব্যবস্থা এই পর্যন্ত আমরা চালু রাখব। সেই ব্যবস্থাগুলি গুরুত্ব দিয়ে আমরা দেখছি।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :** সাপ্লিমেন্টারী স্যার,

**মিঃ স্পীকার :—** আর না, অনেকগুলো বিজনেস্ রয়েছে। আর দিচ্ছি না।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** স্যার আপনিত আমার প্রশ্নটা শুনেছেন। আমার প্রশ্ন হল যে সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র তাতে সারের দাম তিন টাকা আর যে প্রাইভেটগুলিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, সেখানে সারের বিক্রী হচ্ছে ৭ টাকায়।

## CALLING ATTENTION

**মিঃ স্পীকার :—** আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত ত্রাণ শিবিরের (ডিসপ্লেইস পারসন্স) শরনার্থীদের ত্রাণসামগ্রী বন্টনে ব্যাপক অনিয়ম ও পানীয় জল সহ বৈদ্যুতিকরণ ঔষধপত্র ও কাজের অব্যবস্থা সম্পর্কে।"

**মিঃ স্পীকার ঃ—** এখন আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীমানিক সরকার** (মন্ত্রী) ঃ— এটাত রেভিনিউ উত্তর দেবে। ঠিক আছে, আমি ১২ই মার্চ ২০০১ ইং তারিখে দিয়ে দেব।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা এবং শ্রীসুধন দাস মহোদয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ— "রাজ্যে টেলিফোন পরিষেবা বিপর্যস্ত হওয়া সম্পর্কে"।

এখন আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীসুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিষয়ে আগামী ১৩ই মার্চ ২০০১ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ঃ- "চা পাতার মূল্য হ্রাস পাওয়ায় চা শিল্পে সংকট হওয়া সম্পর্কে।"

এখন আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীপবিত্র কর** (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ১৩ই মার্চ, ২০০১ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

## MOTION OF ELECTION OF MEMBERS TO ASSEMBLY COMMITTEES-Adopted

**Mr. Speaker :** Hon'ble Members,

As the term of Office of existing 5 ( five ) Elected Committees namely

— (i) Cemmittee on public Accounts ( ii ) Comittee on Estimates ( iii ) Committee on public Undertakings. (Iv) Committee on Welfare of Scheduled Tribes (v) Committee on Welfare of Scheduled Castes will expire on 31.3. 2001, It is necessary to constitute for Committees for the next financial year 2001-2002 during the current session of the Assembly as required under Rule 202 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assenbly.

Now, I request the Hon'ble Chief Minister to move a Motion in this regard to obtaing consent of the House.

SHR MANIK SARKAR ( Hon. Chief Minister ) :— Mr. Speaker sir,

In pursuance of Rule 98 (iv) of the Rules of procedure and conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly. I beg to move that " the House do proceed to elect eleven members in each of the Committees namely- (i) Committee on Public Accounts, (ii) Committee on Estimates, (iii) Committee on bublic Undertakings. ( iv) Committec on welfare of Scheduled Castes (v) Committee on Welfare of Scheduled Tribes, according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote for the next finacial year 2001-2002, as required under Rule 202 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly."

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Motion to vote.

The Motion before the House is that—

"The House do proceed to elect eleven Members in each of the Committees namely (i) Committee on Public. Accounts, (ii) Committee on Estimates, (iii) Committee on Public Undertakings, (iv) Committee on Welfare of Scheduled Castes, v) Committee on Welfare of Soheduled Tribes, according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote for the next financial year 2001-2002.

as 'equir d under Rula 202 (i) of the Rules of Procedure and Conduct of Businass in the Tripura Legislative Assembly "

( THE MOTION IS PASSED BY VOICE VOTE. )

Mr. Speaker :— Now, I announce the programme for conducting the Election of 5 (five) Elected Committees.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Date & time for submission of Nomination papers. | 12-03-2001 upto 1 p.m ( Monday ) |
| 2. | Date & time of Scrutiny of Nomination papers. | 15-03-2001 at 1.00 p m ( Tuesday ) |
| 3. | Date & time for Withdrawal of Nomination Papars. | 13 03-200I upto 4.00 ( Tuesday ) |
| 4. | Date & Election, if necessary | Date and Time for Election will be fixed later on, if needed |

## CONDEMNATION MOTION MOVED BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার ঃ— একটি প্রস্তাব এই সভায় উত্থাপনের জন্য আগে আলোচনা হয়েছিল। আমি এখন সেই প্রস্তাবটি রাখছি—

"বিশ্ব জনমত এবং রাষ্ট্রসংঘের অনুরোধ উপেক্ষা করে আফগানিস্তানের বামিয়াণে অবস্থিত বিশ্বের অমূল্য স্থাপত্য বৌদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধস্মারক তালেবানরা যেভাবে ধ্বংস করে চলেছে তাতে এই সভা ক্ষুব্দ।

চতুর্থ শতকে নির্মিত বিশ্বের বৃহত্তম বৌদ্ধমূর্তির একটির দৈর্ঘ্য ১৭৫ ফুট এবং অপরটি ১২০ ফুট উচ্চ। তালেবানরা কামান, মর্টার রকেট ছোড়ে মূর্ত্তি এবং বৌদ্ধস্মারক ধংস করে ফেলেছে। তালেবানদের বর্বরোচিত কাজের জন্য এই সভা নিন্দা ও ধিকার জানাচ্ছে। এবং এই কাজ বন্ধ করার জন্য ভারত সরকারের মাধ্যমে এই সভা আফগানিস্তান সরকারকে অনুরোধ করছে।

মি স্পীকার ঃ এই সভা আজ বেলা ২.০০ টা পর্যন্ত মুলতবী রইলো।

After Recess at 2 P. M.

**মিঃ স্পীকার ঃ—** সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ ২০০০—২০০১ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবি উপস্থাপন। এখন আমি অর্থ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ২০০০ —২০০১ ইং, আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবি হাউসে পেশ করার জন্য।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ২০০০-২০০১ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবি সভার সামনে পেশ করছি।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি নোটিশ অফিস থেকে ২০০০-২০০১ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবি সম্বলিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য। যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবির উপর কাট-মোশান দিতে চান তাঁরা আগামী ৭ই মার্চ, বুধবার ২০০১ ইং তারিখ দুপুর বার ঘটিকার মধ্যে তাদের নোটিশ বিধানসভা সচিবালয়ে জমা দিতে পারবেন।

PRESENTATION OF THE BUDGET ESTIMATE FOR THE YEAR 2001—2002

**মিঃ স্পীকার ঃ—** সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, ২০০১-২০০২ ইং আর্থিক সালের ব্যয়-বরাদ্দর সভার সামনে পেশ করা। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, ২০০১-২০০২ ইং আর্থিক সালের ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব সভার সামনে পেশ করার জন্য।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ২০০১-২০০২ ইং আর্থিক সালের ব্যয়-বরাদ্দর সভার সামনে পেশ করছি।

**মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,**

১। আমি ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করছি।

২। সভার সম্মানিত সদস্যরা অবগত আছেন যে, সম্প্রতি গুজরাটে ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়ে গেছে, যার ফলে, হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে, ব্যাপক সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে। বহু জীবিত পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। এই সংকটময় মুহূর্তে আমি গুজরাট সরকার এবং গুজরাটের জনগণের প্রতি ত্রিপুরা সরকারের সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি।

৩। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ রাজ্য এবং দেশের এক কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এই বাজেট পেশ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদারীকরণ, বিশ্বায়ন এবং বেসরকারীকরণের ফলে শুধুমাত্র আন্তঃ আঞ্চলিক বৈষম্যই বাড়েনি, এক বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিঘ্নিত হয়েছে এবং বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যে ব্যবধান বেড়েছে।

৪। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে গত বছরের ৬.৪ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার এবছর বেড়ে ৭ শতাংশ হবার কথা ছিল। কিন্তু বস্তুতঃ তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৬ শতাংশে। উপরন্তু মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে অনেক বেশী যার হার বর্তমানে ৮.২ শতাংশ। এটা সবাই জানেন যে সমাজের দরিদ্রতর জনগণের উপরই মুদ্রাস্ফীতি সবচেয়ে বেশী আঘাত করে।

৫। কৃষিক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯৬-৯৭ সালের ৯.৩ শতাংশ থেকে কমে ১৯৯৭—৯৮ সালে ৬.১ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। পুনরায় ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের তুলনায় ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে ২.২ শতাংশ কমেছে। শেষ তিন বছরের মধ্যে দুইবছরই খাদ্য শস্যের উৎপাদন ১৯৯৬-৯৭ সালের তুলনায় কমে গেছে। কৃষি ক্ষেত্র এভাবেই প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষকদের আত্মহত্যার সংবাদ সম্মানিত সদস্যদের অজানা নয়। উপরন্তু শ্রমিকদের বিশেষতঃ কৃষি শ্রমিকদের প্রকৃত আয় অনেক কমে গেছে। শিল্পক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রবৃদ্ধির যে দাবী বাস্তবে তাও সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার কমেছে।

৬। রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রে সামগ্রিক অবস্থা আরো জটিল। অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়-এই কারণ দেখিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশেষতঃ লাভজনক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বে-সরকারীকরণ নীতির প্রয়োগ করা হচ্ছে। বালকো (BALCO) হচ্ছে এর উদাহরণ। অন্যদিকে, ক্ষতির মূল যে কারণ অর্থাৎ বড় বড় ঋণ-গ্রহীতাদের কাছ থেকে অনাদায়ী বকেয়া আদায়ের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। বহু ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতায় আসার সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর এক কোটি লোকের কর্ম-সংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সরকারী এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রকে ক্রমশ সংকুচিত করে আনার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারী ক্ষেত্রে ও কর্মী সংখ্যা কমিয়ে আনা হচ্ছে যার ফলে ব্যাপকভাবে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে।

৭। আমদানী-রপ্তানী শুল্ক কমানো এবং বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে ভারতীয় বাজারে অবাধ প্রবেশের নীতি গ্রহণের ফলে বেকারত্বের সংখ্যা আরো বাড়ছে। এই নীতির ফলে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বেশী সুযোগ সৃষ্টিকারী ছোট ও মাঝারী ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

৮। সংক্ষেপে বলা যায় গত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ব ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডারের নির্দেশিত নীতি নিয়ে চলছে যা স্বয়ম্ভরতার নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের নির্দেশ অনুযায়ীই খাদ্য এবং সারের উপর ভর্তুকী কমিয়ে দেয়া হচ্ছে এর ফলে খাদ্য শষ্য এবং সারের মূল্য সাধারণ মানুষ এবং কৃষকদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। আর্থিক ঘাটতির কারণ দেখিয়ে পরিকাঠামো গড়ে তোলার ব্যয় কমিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রকে বেসরকারীকরণের পথে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। এ ধরনের বেসরকারীকরণের ফল কি হতে পারে সারা দেশে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যয়ের ঘটনা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

৯। সম্মানিত সদস্যরা এটা অবগত আছেন যে একাদশ অর্থ কমিশন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলোর প্রতি সুবিচার করেনি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর প্রতি কেন্দ্রীয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে করের অংশ এবং গ্যাপ-গ্রান্ট হিসাবে ৮ম, ৯ম এবং ১০ম অর্থ কমিশন যথাক্রমে ৯.২৬ শতাংশ, ১০.০৪ শতাংশ এবং ৯.৮৪ শতাংশ দেয়ার সুপারিশ করেছিলো। কিন্তু একাদশ অর্থ কমিশন এটা ৭.৯৯ শতাংশে কমিয়ে এনেছে যার ফলে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। অতিরিক্ত শর্তাবলী (এডিশন্যাল টারমস অব রেফারেন্স) সম্পর্কে একাদশ অর্থ কমিশনের রিপোর্টে যা বলা হয়েছে তা পশ্চাদপদ এবং দুর্বল রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। কমিশনের নির্ধারিত নির্দিষ্ট কিছু নীতি শর্তাবলীর নিরীখে রাজ্যগুলোর কর্মদক্ষতা যাচাই করার পর যে গ্যাপ-গ্রান্ট দেয়া হয় তা থেকে ১৫ শতাংশ ছাঁটাই করার জন্য কমিশন সুপারিশ করেছে। গ্যাপ গ্রান্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে কমিশনের কিছু নীতি নির্দেশিকা পূরণ করা অত্যন্ত কঠিন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী সেই রাজ্যই গ্যাপ-গ্রান্টের ১৫ শতাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে যেখানে বেতন বৃদ্ধি রাজ্যের মুদ্রাস্ফীতির হারের সীমা লংঘন করবে না। এর অর্থ হচ্ছে সরকারী ক্ষেত্রগুলোতে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাওয়া এবং বেকারত্ব বেড়ে যাওয়া। এটা ধরে নেয়া হচ্ছে যে শর্তাবলী যদি পূরণ না হয় তাহলে ২০০০—২০০৫ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরার জন্য নির্দিষ্ট ৩৬২ কোটি টাকা আটকে যাবে।

১০। বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দিয়ে দশম অর্থ কমিশন করের সমান্তরাল বন্টনের সুপারিশ করেছিলো। একাদশ অর্থ কমিশন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলোর জন্য এই বিশেষ সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা তুলে দিয়েছে। এরফলে এই রাজ্যগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটবে।

১১। পরিকল্পনা ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন কৃষি, সেচ, সামাজিক ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছে। কিন্তু তারা আমাদের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করেনি। অন্য কোন বিকল্প না থাকায় পরিকল্পনার আকার এবং উন্নয়নের গতি অপরিবর্তিত রাখতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন সূত্র থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে। বকেয়া ঋণ পরিশোধ ছাড়াও ঋণদাতা সংস্থা গুলোর শর্ত অনুযায়ী এই ঋণের টাকা সামান্য কিছু সুনির্দিষ্ট দপ্তরের কাজেই শুধু ব্যয় করা যায়। অন্য দপ্তরগুলোকে এর ফলে প্রচন্ড অর্থ সংকটে ভুগতে হয়।

১২। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়নের নীতিকে আরো শক্তিশালী করার কথা ঘোষণা করেছেন শিক্ষা, কৃষি শিল্প, গ্রামীন উন্নয়ন সহ গুরুত্ব পূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে গতবারের তুলনায় পরিকল্পনা বরাদ্দ কমিয়ে দেয়া হয়েছে। একচেটিয়া ও বহুজাতিক পুঁজিকে ঢালাও সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। গণবন্টন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য তুলে নেওযার প্রস্তাব ও করা হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে "যখন খুশী ছাঁটাই," ক্ষুদ্র শিল্পের উপর আক্রমণ কর্মসংস্থানের সুযোগ ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনবে। এর ফলে দরিদ্র জনগণের দুঃখ কষ্ট আরো বাড়বে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর ২ শতাংশ হারে তাদের কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা ঘোষণা করেছেন। শ্রমিক কর্ম-চারীদের পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ডের উপর আক্রমণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প সুদের হার কমানো, প্রত্যক্ষ কর হ্রাস, নতুন কর বিন্যাসের প্রস্তাবের ফলে রাজ্যগুলোকে নতুন করে আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে হবে।

১৩। এমতাবস্থায় প্রচন্ড অর্থ সংকট এবং জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির কুফল থেকে রাজ্যের দরিদ্র জনগনকে বাঁচানোর জন্য এই বাজেটে চেষ্টা করা হয়েছে। কোন নতুন বা অতিরিক্ত করের প্রস্তাব এই বাজেটে রাখা হয়নি।

১৪। রাজ্য পরিকল্পনায় প্রাথমিক ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আগামী দশ বছরের মধ্যে খাদ্য-শষ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা। সেচের সুযোগ সৃষ্টি করে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল বীজ ও সার যোগানের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গৃহ নির্মান, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সড়ক যোগাযোগ, শিক্ষা, বিদ্যুত সহ গ্রামীণ এবং শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপর ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তপশীলি উপজাতি, তপশীলি জাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী এবং সংখ্যালঘু শ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষাকারী প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রেও সরকারের একাগ্রতা রয়েছে।

## অর্থনৈতিক সমীক্ষা

১৫। ত্রিপুরার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে প্রচন্ড অর্থ সংকট ও অন্যান্য প্রতিকূলতা সত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯৯—২০০০ বছরের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৩—৯৪কে ভিত্তি করে ধ্রুবক মূল্যে রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীন উৎপাদন (জি. এস. ডি. পি.) ১৯৯৮—৯৯ বছরের ২৪৫৪.৭৯ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯—২০০০ অর্থ বছরে ২৫৭৫.৭৯ কোটি টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ছিল ১০ শতাংশ। তেমনি মাথাপিছু আয় ১৯৯৮—৯৯ এর ৬২১৮ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৯৯—২০০০ বছরে হয়েছে ৬৩৪০ টাকা। তা সত্বেও রাজ্যের মাথাপিছু আয় জাতীয় মাথাপিছু আয়ের তুলনায় কম। ১৯৯৯—২০০০ অর্থ বছরে জাতীয় স্তরে মাথাপিছু আয়ের হার ছিল ১০,১৫১ টাকা। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, আমরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেও এখনও জাতীয় স্তরে পেঁছতে অনেক দেরী। যাই হোক আমাদের দুর্বল আর্থিক অবস্থা সত্বেও সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা সুফল দিয়েছে এবং প্রসংশিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি জন্মের হার কমিয়ে আনা, শিশু মৃত্যু হার কমিয়ে আনা, আবাসন নির্মাণ, পানীয় জল ইত্যাদিতে অগ্রগতির মাধ্যমে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমাদের সাক্ষরতার হার ৮০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। অথচ জাতীয় হার হচ্ছে মাত্র ৬২ শতাংশ। আমাদের স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে ১১.৫ যেখানে জাতীয় স্তরে বৃদ্ধির হার হচ্ছে ১৭.৫। এই রাজ্যে প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে মৃত্যু হয় ৪২ টি শিশুর কিন্তু শিশু মৃত্যুর জাতীয় হার হচ্ছে প্রতি হাজারে ৭০।

## স্বরাষ্ট্র

১৬। উন্নয়নের প্রাথমিক পূর্বশর্তই হচ্ছে শান্তি। রাজ্যের শান্তি ও সম্প্রীতির শত্রু কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি হিংসা এবং বেআইনী কাজকর্ম চালাচ্ছে। ত্রিপুরার উগ্রপন্থী সমস্যাকে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উগ্রপন্থী সমস্যার আলোকেই দেখতে হবে। এটা সকলেরই জানা এর পিছনে বিদেশী শক্তির হাত রয়েছে। বিশেষতঃ আই. এস. আই. এর পিছনে সক্রিয়। তাই রাজ্য সরকার রাজ্যে সেনা মোতায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু এখনও তা কার্যকরী হয়নি।

১৭। এই শক্তিগুলোর মোকাবেলায় রাজ্য সরকার ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছেন। ঐসব শক্তিকে কঠোরভাবে মোকাবেলা করার জন্য একদিকে নিরাপত্তা বাহিনী যখন ব্যবস্থা নিচ্ছেন পাশাপাশি উপজাতি এলাকার প্রকৃত ক্ষোভগুলোর প্রশমনের জন্যও পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। রাজ্য পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরনও বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। উগ্রপন্থী আক্রমণ ও সাম্প্রদায়িক হিংসায় নিহত ব্যাক্তিদের পরিবারবর্গকেও সহায়তা দেয়া হচ্ছে। নিরাপত্তা বাহিনীর যেসব জওয়ান নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারবর্গকেও এই সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

১৮। উগ্রপন্থীদের মোকাবেলায় রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফল পাওয়া যাচেছ এবং গত কয়েকমাসে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গৃহীত পদক্ষেপগুলো সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরেছি। একটি ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ান সহ দুটি টি এস. আর ব্যাটেলিয়ান গড়ে তোলার জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং বাহিনী দুটি গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। কচুছড়ায় টি. এস. আর, তৃতীয় ব্যাটেলিয়ানের প্রধান কার্যালয়ের উদ্বোধন হয়েছে। অবশিষ্ট ব্যাটেলিয়ান গুলোর প্রধান কার্যালয় গড়ে তোলার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

১৯। ধলাই জেলার কচুছড়ায়, পশ্চিম জেলার চাম্পাহাওরে এবং উত্তর জেলার খেদাছড়ায় তিনটি নতুন পলিশ স্টেশন এবছরেই কাজ শুরু করেছে। ধলাই জেলার ছৈলেংটা ও নেপালটীলা এবং পশ্চিম জেলার দক্ষিণ আনন্দনগরে আরো তিনটি নতুন পুলিশ স্টেশন চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় ২২টি পুলিশ স্টেশনের শক্তি বাড়াতে নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা দ্বিগুন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। রাজ্য পুলিশের আধুনিকীকরণ প্রকল্পে বিরাট সংখ্যক যানবাহন, অস্ত্র গোলাবারুদ এবং বেতারযন্ত্র কেনা হয়েছে। দেরীতে হলেও সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশা করা হচেছ।

২০। নড়সিংগড়ে একটি ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এই ল্যাবরেটরিটি ২০০১ সালের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে বলে আশা করা হচেছ। ডগ স্কোরাডকে আরো শক্তিশালী করার জন্য আরো স্নিফার ও ট্রেকার ডগ আনা হচেছ এবং তাদের বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার পুলিশ কর্মীদের ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন আর কে নগরে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচেছ। বিশেষ কর্মদক্ষতার জন্য পুলিশ কর্মীদের পুরস্কৃত করা ছাড়াও পর্যায়ক্রমে প্রমোশন দেয়া হচ্ছে। শিকারী বাড়ীতে আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে এবং এমাসেই এই কেন্দ্রটির উদ্বোধন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২১। ২০০১—২০০২ অর্থ বছরের জন্য বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২১৯.৯৪ কোটি টাকা বৃদ্ধির হার ১৭.৯ শতাংশ।

২২। ২০০০ সালে অগ্নি নির্বাপক দপ্তর ত্রিপুরায় ৮৯১টি অগ্নিকান্ডের ঘটনার মোকাবেলা করেছে এবং ৫.৪২ কোটি টাকার সম্পত্তি রক্ষা করেছে। আরো দুটি অগ্নি নির্বাপক গাড়ী কেনা হয়েছে। ভবিষ্যতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আরো কয়েকটি অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে।

২৩। অসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা তাদের কাজকর্ম এবছরও অব্যাহত রেখেছে। এই সংস্থার কর্মীদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে। অসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থাকে আরো শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে।

২৪। সবকটি শাখা সহ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জন্য ২২৯.৫৭ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

## আইন

২৫। আদালতে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রধান অফিসার সহ কর্মীদের ৩টি কর্মশালা করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু ২০০০ সালের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর এবং নভেম্বর মাসে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল সরকারী উকিল, পুলিশ অফিসার এবং সংশ্লিষ্টদের কাজকর্ম তদারকি করা এবং এদের কাজে সমন্বয় আনার জন্য জেলা মনিটরিং কমিটি এবং মহকুমা মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। সোনামুড়া ও খোয়াই-এ অতিরিক্ত জেলা ও সেসন জজের আদালত নির্মান কাজ শেষ হয়েছে এবং অতিরিক্ত জেলা ও সেসন জজের নিযুক্তি হলেই কাজ শুরু করা যাবে।

## কৃষি

২৬। রাজ্যের অধিকাংশ জনগণের প্রধান অবলম্বন কৃষি। রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৪২ শতাংশ এবং মোট কর্মসংস্থানের ৬৪ শতাংশ আসে এই ক্ষেত্র থেকে। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে ১০ বছর অর্থাৎ ২০১০ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে

রাজ্য সরকার একটি সম্ভাব্য পরিকল্পনা রচনা করেছেন। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। উদ্দেশ্যে বীজ, সার, সেচ, কৃষি যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ এবং জনগণের অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত করার উপর জোর দেয়া হচ্ছে।

২৭। ১৯৯৮—১৯৯৯ সালে সীড সার্টিফিকেশান প্রোগ্রাম শুরু হয়েছিল। এই কর্মসূচী অনুযায়ী তালিকাভুক্ত উৎপাদক বা রেজিস্টার্ড গ্রোয়ারসদের জমিতে ২৯৫ মেঃ টন সার্টিফায়েড সীড উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও ২০০০—২০০১ সালে এর লক্ষ্য মাত্রা ছিল ২১০ মেঃ টন। এই কর্মসূচী অঙ্গ হিসাবে দপ্তর অরুন্ধতিনগর রিসার্চ কমপ্লেক্সে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সীড টেস্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করেছে। এর অতিরিক্ত অরুন্ধতিনগরে একটি আদ্রতাহীন গোদাম ( de-humidified ) সহ একটি বীজ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হচ্ছে।

২৮। জুমচাষের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য চালু কর্মসূচী অনুযায়ী উন্নতমানের জুম-ধানের বীজ এবং তুলা, মেস্তা, তিল, অড়হড়, ভুট্টা এবং শাক-সব্জীর বীজ জুমিয়া কৃষকদের দেওয়া হয়েছে। এই সব কর্মসূচীর ফলে জুমধানের উৎপাদন প্রতি হেক্টরে ৬০০ কে. জি থেকে বেড়ে ১০০০ কে. জি. হয়েছে। ২০০১ – ২০০২ অর্থ বছরে ৫ হাজার জুমিয়া পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৯। সম্ভাব্য পরিকল্পনাটি রূপায়নের জন্য রাসায়নিক ও জৈব সারের সর্বাধিক যোগান প্রয়োজন। বিভিন্ন সারের সরবরাহ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমবায় এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রের মাধ্যমে রাসায়নিক সার বন্টনের জন্য আরেকটি পন্থা চালু করা হয়েছে। রাজ্যে জৈব সার তৈরীর জন্য দপ্তর অরুন্ধতিনগরস্থিত দত্ত টিলার জৈব সার উৎপাদন কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। কৃষকদের মধ্যে পরিবেশ সহায়ক চাষের পদ্ধতি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে দত্ত টিলায় একটি বায়ো কন্ট্রোল ল্যাবরেটারী স্থাপনের জন্য দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে মাঠে রাসায়নিক পদার্থের যথেচ্ছ ব্যবহার কমিয়ে আনতে সুবিধা হবে এবং তা পরিবেশ দূষণ উল্লেখযোগ্য-ভাবে হ্রাস করবে।

৩০। প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার সময় সময় কৃষকদের কৃষিপণ্যের সহায়ক মূল্য ঠিক করে থাকেন। নাবার্ড থেকে ঋণ নিয়ে কুমারঘাট ও বাইখোরায় ২ হাজার মে টন ক্ষমতা বিশিষ্ট ২টি হিমঘর মঞ্জুর করা হয়েছে। তেলিয়ামুড়ায় ৫০০ মেঃ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট আরো একটি হিমঘরের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে।

৩১। ২০০১—২০০২ অর্থবছরে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬'৩৮ লাখ মেঃ টন, এর মধ্যে ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৬'০৬ লাখ মেঃ টন। কৃষি দপ্তরের জন্য ৭৩.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩২। উদ্যান গড়ে তোলার জন্য কৃষি সহায়ক আবহাওয়ার কথা মনে রেখে উৎপাদকদের জন্য উন্নত প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা, উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা, বাগান করার উপাদান বন্টন করার কর্মসূচীগুলির উপর জোর দেয়া হয়েছে। সরকারী বাগান এবং নার্সারীতে উন্নতমানের চারার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৯—২০০০ সালে এর উৎপাদন ছিল ১১.৮৬ লাখ. ২০০০—২০০১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২ লাখ। ফলের চারা বন্টনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৯—২০০০ সালের ১১.৯৪ লাখ বেড়ে ২০০০ ২০০১ সালে হয়েছে ১৩.৭০ লাখ। বিশেষ প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কর্মসূচীর মাধ্যমে হাইব্রীড টি, পি. এস. এর উৎপাদন ও ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উদ্যান দপ্তর ২০০০—২০০১ সালে প্রথমবার টিস্যু কালচারড চারাগাছ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করেছে এবং হাইব্রীড টি. পি. এস. উৎপাদনে ব্যবহৃত টিউবার উৎপাদনের জন্য এই চারাগুলি জমিতে লাগানো হয়েছে। মাশরুম গ্রোয়ারস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং গ্রীনক্রস সোসাইটি প্রভৃতির মতো বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে মাশরুম চাষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কমলা আনারস, কাজুবাদাম, রেড ওয়েল পাম্, পান, মশলা, শাক-সব্জি এবং ফুল-চাষের উপর রাজ্য সরকার আরো অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

৩৩। উদ্যান ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য একটি দশ বছরের সম্ভাব্য পরিকল্পনা প্রনয়ণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনার পথ প্রদর্শক হিসাবে ২০০১—২০০২ সালে একটি পাইলট প্রজেক্ট চালু করা হবে।

৩৪। ভূমিক্ষয় রোধ করা ও মাটির গুণাগুণ সুরক্ষার জন্য ৬০ টি মাইক্রো ওয়াটার শেড প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। এগুলি আগামী বছরও চলতে থাকবে। ভূমি ব্যবহার পর্ষদ পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে চলেছে।

৩৫। উদ্যান খাতে ২০০১—২০০২ অর্থ বছরের জন্য ২০.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

## প্রাণী সম্পদ

৩৬। চলতি অর্থ বছরে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ২টি ভেটেরেনারী প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রকে ভেটেরেনারী ডিসপেনসারীতে উন্নীত করেছে। গ্রামীণ এলাকায় ৫টি সেন্টার খোলা হয়েছে। পশু চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে রাজ্যে আরও ভেটেরেনারী ফার্স্ট এইড সেন্টারকে ভেটেরেনারী ডিসপেনসারীতে উন্নীত করা ও নতুন সাব-সেন্টার খোলার প্রস্তাব রয়েছে।

ফ্রোজেন সিমেন প্রযুক্তির মাধ্যমে গবাদি উন্নয়ন কাজকর্ম সম্প্রসারণের জন্য ২০০০—২০০১ সালে ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচী সম্প্রসারিত হয়।

৩৭। কৃষকদের বিশেষ করে দুর্বলতর শ্রেণীর চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে দপ্তর হাঁস এবং মুরগীর খামারগুলি শক্তিশালী করার জন্য বিরাট কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। গান্ধীগ্রামের রাজ্য পোলট্রি ফার্ম এবং আর. কে. নগরের রিজিওন্যাল এক্সোটিক ডাক ব্রীডিং ফার্মটিকে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী করা হয়েছে। আমদানী করা শুকর পালন চালু করে উন্নতমানের শুকর উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে। আর, কে, নগরে খরগোশ উৎপাদন ফার্ম চালু করার পর এর তাৎক্ষনিক সাফল্যের নিরীখে খরগোশ চাষ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। গান্ধীগ্রামস্থিত স্টেট পোলট্রি ফার্মে জাপানী কোয়েল চাষ চালু করা হয়েছে এবং উন্নতমানের মাংস ও আর্থিক লাভের জন্য কোয়েল চাষ দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

৩৮। রাজ্যে পশু খাদ্যের সংকট হ্রাস করার জন্য কৃষকদের পশুখাদ্য ও ঘাস উৎপাদনে উৎসাহিত করতে দপ্তর একটি কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ডেয়ারী সম্পর্কিত কাজকর্ম চলতি বছরেও চালু রয়েছে।

৩৯। এই সমস্ত কর্মসূচী ছাড়াও দপ্তরের অন্যান্য আগামী বছরেও ব্যাপকভাবে চালু থাকবে। এর জন্য এই দপ্তরে ২৬.৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

## মৎস্যচাষ

৪০। মাছের চারা উৎপাদনে ত্রিপুরা উদ্বৃত্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছে। তবে মাছের চারার উল্লেখযোগ্য রপ্তানীকারক হওয়া সত্বেও রাজ্যে মাছের ঘাটতি রয়েছে ৫১৬০ মেঃ টন। মাছ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সংস্থার সহযোগিতায় রূপায়িত কর্মসূচী যেমন সেমি ইনটেনসিভ ফিস কালচার কম্পোজিট ফিস কালচার, এবং ইন্টিগ্রেটেড ফিস ফার্মিং ইত্যাদির মাধ্যমে বর্তমান জলাধারগুলিকে কাজে লাগানোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হলো বর্তমানের উৎপাদন প্রতি বছরে প্রতি হেক্টরে ২১০০ কে. জি. থেকে বাড়িয়ে ৩ হাজার কে. জি. তে নিয়ে যাওয়া

৪১। ২০০০—২০০১ সালে মিনি চিংড়ি উৎপাদন ইউনিটগুলিতে ( প্রোণ হেচারি ) ১.০৫ লাখ গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদিত হয়েছে এবং এর চাষ জনপ্রিয় করার জন্য দক্ষিণ ও পশ্চিম

ত্রিপুরার নির্বাচিত কৃষকদের মধ্যে তা বন্টন করা হয়েছে। ২০০১—২০০২ সালে আরো একটি রাজ্য স্তরের চিংড়ি উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। জলের মান ও মাছের স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য রাজ্যস্তরের একটি গবেষণাগারও ২০০১—২০০২ সালে স্থাপন করা হবে।

৪২। এই দপ্তরের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ ১৩ ২১ কোটি টাকা।

**সমবায়**

৪৩। সমবায় সমিতি ও সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য রাজ্য সরকার বহু পদক্ষেপ নিয়েছে। সমবায় সমিতিগুলিতে নিয়মিতভাবে নির্বাচন করা হচ্ছে। সমবায় ক্ষেত্রে হিমঘরের ক্ষমতা ২ হাজার মেঃ টন থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার মেঃ টনে সম্প্রসারিত করার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ২০০০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সমবায় সমিতিগুলি ১০৭ ৫৩ লাখ টাকা মূল্যের ২৩৯১ মে টন সার বিপণন করেছে ২০০০—২০০১ সালে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক এবং ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারেল এন্ড রুরাল ব্যাংক ১২.৫৯ কোটি টাকার ঋণ বন্টন করেছে। মহিলাদের পরিচালিত সমবায় সমিতি, দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন কর্পোরেশন ও অন্যান্য সমিতিগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

৪৪। ২০০১—২০০২ সালে ল্যাম্পস ও প্যাক্সগুলি সেন্ট্রাল সেক্টর স্কীমে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্র পুর্নগঠিত করবে। দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের জন্য গঠিত সমবায় সমিতি, ল্যাম্পস, প্যাক্স সহ ১০০টি সমবায় সমিতিকে ২০০১—২০০২ সালে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। বিভিন্ন কৃষি ভিত্তিক ও অন্যান্য ব্যবসা যেমন নায্য মূল্যে হিমঘরের সুযোগ, পণ্য সরবরাহ, ঔষধ, এল. পি. জি. ইত্যাদি ব্যবসা শুরু করার জন্য দপ্তর ল্যাম্পস প্যাক্স এর মতো শীর্ষস্থানীয় সোসাইটি সহ প্রাথমিক স্তরের সমবায় সমিতিগুলির দিকে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

৪৫। এই দপ্তরের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ ১০ ৯৯ কোটি টাকা।

৪৬। বন সৃজন করা, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং বনজ সম্পদের বিজ্ঞান ভিত্তিক রক্ষনাবেক্ষণ হলো বন দপ্তরের প্রধান কাজ। যৌথ বনায়নের (জে এফ. এম.) মাধ্যমে ২৩,৪০০ হেক্টর বনভূমির উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য স্থানীয় ৮৩০০ পরিবারকে নিয়ে ১৬০টি যৌথ বনায়ন পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে। জৈব বৈচিত্র সমৃদ্ধ এলাকায় যৌথ বনায়ন কর্মসূচীকে সার্থক করার জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের (এন ই সি.) অনুমোদিত "কমিউনিটি বায়োডাই-ভারসিটি কনজারভেশন" প্রকল্প রূপায়ন করা হচ্ছে। রাজ্যের ৪টি নির্ধারিত গ্রামে এই প্রকল্প

রূপায়ন করা হবে এবং এর জন্য মোট ব্যয় হবে ২৮'৫৬ লাখ টাকা। ২০০১—২০০২ সালে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে রাজ্যে স্থায়ী বন পরিচালন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে যৌথ বনায়ন এলাকা সম্প্রসারণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৪৭। রাজ্যের অর্থনীতি ও জনজীবনে বাঁশের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। সভার অবগতির জন্য আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে বাঁশ উন্নয়নের জন্য সরকার এক ব্যাপক কর্মসূচী রূপায়ণ করতে যাচেছ। পরিকল্পনা কমিশনের সহযোগিতায় গত ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০১ তারিখে আগরতলায় এক উচ্চ পর্যায়ের সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বর্তমান বন এলাকায় উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে ২১১৫ হেক্টর উৎকর্ষতাহীন বন এলাকায় ( ডিগ্রেডেড ফরেষ্ট ) বনায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়। প্রচলিত বনাঞ্চলের বাইরেও বৃক্ষাদি বাড়ানোর জন্য ২০০০ - ২০০১ সালে অন্য বন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫৩৯ হেক্টর এলাকা নিয়ে ৩৩৯১ টি বেসরকারী মালিকানাধীন পতিত জমিতে বনায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আগামী বছরে ৫ হাজার হেক্টর উৎকর্ষতাহীন বন এলাকায় এবং ১ হাজার হেক্টর ব্যক্তিগত পতিত জমিতে বনায়ন হাতে নেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে।

৪৮। বন্যপ্রাণীর ক্ষেত্রে ত্রিপুরার এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষনের উপর জনগণের সহযোগিতা লাভের জন্য মোট ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে রাজ্যে "এসিস্টেন্স টু ষ্টেটস্ ফর ইকো-ডেভলাপম্যান্ট ইন এন্ড এরাউন্ড স্যাংচুয়ারিস" নামে একটি প্রকল্প রূপায়ন করা হচেছ।

৪৯। দি-ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপম্যান্ট এন্ড প্ল্যানটেশন কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যান্য বিভিন্ন রূপায়নকারী সংস্থা জুমিয়াদের পুণর্বাসনের জন্য উৎকর্ষতাহীন ২৪৫ হেক্টর বন-ভূমিতে রবার বাগান সৃষ্টি করেছে। এই বাগান তাদের লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত। ভেষজ বৃক্ষাদির সংরক্ষণ এবং তার অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বাগান সৃষ্টি করার জন্য দপ্তর এক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

৫০। ত্রিপুরার বন বিভাগের পরিকাঠামোগত অন্তরায় দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তায় ৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প রূপায়িত হচেছ। এই প্রকল্প রূপায়নের ফলে বনরক্ষা ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর বিভিন্ন অঙ্গ বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা, হাতিয়ার, সচলতা বাসস্থান, নদীতে টহলদারী, বিভিন্ন সরঞ্জামাদির সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদিকে শক্তিশালী করবে।

৫১। ২০০১—২০০২ অর্থ বছরে এই দপ্তরে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমান ৪১০ লাখ টাকা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই পরিমান গত বছরের তুলনায় অনেক বেশী। ২০০১-২০০২ সালে এই দপ্তরের জন্য সরকার ৩৮.৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে।

## পূর্ত দপ্তর ( রাস্তা ও সেতু )

৫২। দুর্গম এলাকা গুলিকে যাতায়াতের উপযোগী করার লক্ষ্যে সড়ক এবং সেতু নির্মাণের উপর বেশী অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। চালু সড়ক গুলির রক্ষনাবেক্ষনের বাইরে দুর্গম উপজাতি এলাকায় আরো বেশী সংখ্যায় নতুন রাস্তা নির্মাণ এবং কাঠের সেতুর পরিবর্তন করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার মনু থেকে মিজোরামের সাইরেঙ পর্যন্ত জাতীয় সড়কে ত্রিপুরার অংশের ১৩৫ কিঃ মিঃ রাস্তার নির্মাণ কাজ সীমান্ত সড়ক সংস্থার হাতে দেয়া হয়েছে। নন-লেপসেবল সেন্ট্রাল পুলে হালাহালী-আমবাসা-ডাঙ্গাবাড়ী অমরপুর-বগাফা-বিলোনীয়া সড়ক অনুমোদন করা হয়েছে। এই রাস্তাটি তৈরী করবে সীমান্ত সড়ক সংস্থা। এরজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই সীমান্ত সড়ক সংস্থার কাছে দিয়ে দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ত্রিপুরার প্রধান জেলা সড়ক গুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য প্রকল্প তৈরী করতে কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। তারা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন। এর ফলে জেলাস্তরের সড়কের উন্নয়নের কাজে বিশ্ব ব্যাংক থেকে রাজ্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ পাবে আশা করা হচ্ছে।

৫৩। আগরতলার শালবাগানের কাছে নতুন রাজধানী কমপ্লেক্স তৈরীর অনুমোদন পাওয়া গেছে। এতে আনুমানিক ব্যয় হবে ১৭৭ কোটি টাকা। এই কমপ্লেক্সে থাকবে বিধানসভা ভবন হাইকোর্ট বিল্ডিং, সরকারী সচিবালয়, রাজ্য অতিথিশালা, এম. এল. এ. হোস্টেল, আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা, সংস্কৃতি কেন্দ্র, কনভেনশন হল, আবাসিক বিল্ডিং এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা। ইতিমধ্যেই বিধানসভা ভবন নির্মাণের কাজের দায়িত্ব এন. পি. সি. সি. কে দেয়া হয়েছে।

৫৪। সরকার তার আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য নাবার্ড, এল. আই. সি, ইত্যাদি থেকে ঋণ নিয়ে অর্থ যোগান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই দপ্তরের জন্য ২০০১—২০০২ অর্থ বছরে ২৪৪.৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

## পূর্ত দপ্তর ( জল সম্পদ )

৫৫। ২০১০ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর ব্যাপারে সেচের ভূমিকার কথা মনে রেখে এই বিভাগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ৩৩০৯ হেক্টর জমিতে জল সেচের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৯-২০০০ সালে ১০৫ টি লিফট ইরিগেশান প্রকল্প এবং ৮টি গভীর নলকূপের কাজ শেষ হয়েছে। আগামী আর্থিক বছরেও লিফ্ট ইরিগেশন স্কীম করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হবে। কলসীতে মুহুরি নদীর উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ডাইভারশান স্কীম সহ আরো বেশ কয়েকটি ডাইভারশান স্কীম রূপায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বন্যার কবল থেকে সীমান্ত এলাকার শহর গুলিকে রক্ষা করার জন্য ৭টি প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের প্রধান শহর গুলিতে নর্দমার ব্যবস্থা করা এবং বন্যার জল নিষ্কাশনের জন্য ব্রহ্মপুত্র পর্ষদ একটি প্রকল্প রূপায়ণ করছে। তারা কৈলাশহর ও ধর্মনগর শহর এবং রুদ্রসাগর হ্রদের জন্য ৩টি প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করেছে। এই সমস্ত কাজ তাড়াতাড়ি রূপায়ণ করার জন্য আমরা পর্ষদকে অনুরোধ করেছি। এছাড়াও গোমতী, খোয়াই এবং মনুর ৩টি মাঝারী সেচ প্রকল্পের কাজ চালু থাকবে। পূর্ত দপ্তরের জল সম্পদ শাখার জন্য ৭২.১৩ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। পরিকল্পনা ভুক্ত ব্যয়ের একটা বিরাট অংশ এক্সেলারেটেড ইরিগেশন বেনিফিট কর্মসূচীর (এ. আর. বি. পি.) মাধ্যমে ব্যয় করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

## পূর্ত দপ্তর ( জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী )

৫৬। গ্রামীণ এবং শহর এলাকায় বিশেষ করে যে সমস্ত এলাকা পানীয় জল সরবরাহের আওতায় আসেনি বা আংশিকভাবে এসেছে সে সমস্ত এলাকায় বসবাসকারীদের বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করতে রাজ্য সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শহরাঞ্চলের মধ্যে ধর্মনগর, কৈলাসহর, বিলোনীয়া এবং কমলপুরে জল পরিশোধনাগার নির্মাণে কাজ এগিয়ে চলেছে। তেলিয়ামুড়ার পরিশোধনাগার এবং ধর্মনগরের জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য বিস্তৃত রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে। এর জন্য নন ল্যাপসেবল কেন্দ্রীয় পুল থেকে অর্থ মঞ্জুর করতে ২৫.৫৫ কোটি টাকার প্রস্তাবটি পরিকল্পনা কমিশনের নিকট পাঠানো হয়েছে।

৫৭। চলতি অর্থ বছরে গ্রামীণ এলাকায় ৫৮টি গভীর নলকূপ খননের কাজ শেষ হয়েছে, ৩০টি গভীর নলকূপ চালু হয়েছে এবং ৯২.৬১ কিলোমিটার পাইপ লাইন বসানো হয়েছে। ৭টি লৌহ অপসারক বা আয়রন রিমোভেল প্ল্যান্টের কাজ শেষ হয়েছে এবং অন্য ২২টির কাজ এগিয়ে চলেছে। আগামী বছরে গ্রামীণ এলাকায় ৫০টি গভীর নলকূপ খননের এবং ২৫০ কিঃ মিঃ পাইপলাইন বসানোর প্রস্তাব রয়েছে। তা ছাড়া ১৫টি করে ওভারহেড ট্যাঙ্ক ও লৌহ অপসারন কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে।

৫৮। পঞ্চায়েত গুলোর কাছে গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্প হস্তান্তরের কাজ শুরু হয়েছে। নগর পঞ্চায়েত এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ী বাড়ী সংযোগ দেবার কাজও অগ্রসর হচ্ছে।

৫৯। জনগণের অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে জল সরবরাহের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পশ্চিম জেলায় এ জন্য একটি পাইলট প্রোজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে। এর নাম দেয়া হয়েছে পশ্চিম জেলা জল ও পয়ঃপ্রনালী মিশন। এই প্রকল্পে বিনিয়োগের ৯০ শতাংশ সরকার বহন করবে। বাকী ১০ শতাংশ এলাকার জনগন নগদে, জিনিসপত্রে বা শ্রমদিবস হিসেবে বহন করবেন। কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রকল্পটি রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব সুবিধাভোগীদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

৬০। পূর্ত দপ্তরের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী শাখার জন্য ৫১.৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

## বিদ্যুৎ দপ্তর

৬১। ২০০০ ২০০১ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যের নিজস্ব উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছে ৩১৯ মিলিয়ন ইউনিট। আশা করা হচেছ মিজোরামের কাছে ২৬ মিলিয়ন ইউনিট বিক্রি করা যাবে। এই বছরে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি থেকে ২৭৪ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচেছ। ২০০১—২০০২ সালে আমাদের রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদন কেন্দ্র গুলি থেকে ৩৮৭ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে বলে আশা করা হচেছ। রাজ্যের চাহিদা পুরণের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি থেকে প্রায় ৩০৫ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ ক্রয় করার প্রয়োজন হতে পারে।

৬২। রাজ্যে আরো দুটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বাস্তবায়িত হচ্ছে-আমি এই মহতী সভাকে এটা জানাতে পেরে আনন্দিত। বড়মুড়ায় একটি ২১ মেগাওয়াটের গ্যাস টারবাইন স্থাপনের জন্য

২০০০—২০০১ সালে ১৫ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। ৯৫ কোটি ৩৬ লাখ টাকার এই কাজটির বরাত দেয়া হয়েছে ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যাল লিমিটেডকে। ২০০২ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত করার সময়সীমা ধরা হয়েছে। ৮৫ কোটি ১৭ লাখ টাকা ব্যয়ে রখিয়ায় একটি ২১ মেগাওয়াটের গ্যাস টারবাইন স্থাপনের জন্য আরো একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটির বরাত ও ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যাল লিমিটেডকে দেয়া হয়েছে এবং প্রকল্প শেষ করার সময়সীমা ধরা হয়েছে ২০০২ সালের মার্চ মাস।

৬৩। উত্তর পূর্বাঞ্চল বিদ্যুৎ নিগম ( নেপকো ) পশ্চিম ত্রিপুরার সোনামুড়ার কাছাকাছি ৫০০ মেগাওয়াটের একটি গ্যাস টারবাইন প্রকল্প গ্রহণ করবে। প্রকল্পটি এখন ভারত সরকারের ছাড়পত্র পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। সূর্য চক্র নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও ৩৩০ মেগাওয়াটের একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এই সব প্রকল্পে গ্যাস সংযোগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

৬৪। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সংস্কার অনুসৃত বিদ্যুতের বেসরকারীকরণের বিরোধী। সে জন্য আমরা স্থানীয় অবস্থার পরিপেক্ষিতে এই ক্ষেত্রে যতটুকু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেয়া যায় তা গ্রহণ করেছি। আমরা ইতিমধ্যেই রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ আয়োগ ( এস. ই. আর. সি. ) গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। বিল তৈরী করার ক্ষেত্রে কম্পিউটার পদ্ধতি প্রচলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। অধিকন্তু বিদ্যুৎ-রাজস্ব বৃদ্ধি করা এবং বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করার জন্য ভিজিল্যান্স স্কোয়াড গঠন করার ও পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আমরা ত্রুটিপূর্ণ মিটারগুলি পুনঃস্থাপন এবং ১১ কে. ভি পর্যন্ত মিটার বসানোর কাজ সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

৬৫। কুটির জ্যোতি প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ৩৬ হাজারের ও বেশী দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। এই প্রকল্প আগামী বছরেও চালিয়ে যাওয়া হবে এবং প্রতি ব্লকে ঐ ধরণের ৩০০ পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হবে।

৬৬। ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২টি ট্রান্সমিশন প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ২১ কোটি ৮৫ লাখ টাকা পাওয়া গেছে এবং ৫টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

৬৭। এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৯৪ শতাংশ সেনসাস গ্রামে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। ২০০১—২০০২ সালে ৩টি গ্রাম এবং ১০টি পাড়াতে বিদ্যুতায়ন করা হবে। বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতি ব্লকে ৭ কিলোমিটার করে নূতন লাইন টানা এবং সাড়ে তিন কিলোমিটার

করে পুরোনো লাইন মেরামতের কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে। বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্প্রসারণের জন্য রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে আরো ১০টি সাব স্টেশন বসানো হবে। ২৫ দফা উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্প অনুযায়ী ২০ টি পাড়ায় বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন সম্প্রসারণ করা হবে।

৬৮। চলতি বছরে বিদ্যুৎ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা হলো ৩৭ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। আগামী বছরে ৫২ কোটি ৫০ লাখ টাকা বিদ্যুৎ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের জন্য ২৩৫.১৫ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করার প্রস্তাব করছে।

## শিক্ষা দপ্তর

৬৯। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মানব সম্পদই শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে আমরা বিশ্বাস করি। ২০০০ – ২০০১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে বিপুল সংখ্যক "অপারেশন ব্ল্যাক বোর্ড" প্রকল্পে ( ও. বি. বি. ) বিদ্যালয় ভবন নির্মানের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। তদুপরি, ছাত্রাবাস নির্মাণ, প্রতিস্তরেই বিদ্যালয় উন্নীতিকরণ, ব্লক গ্র্যান্ট এবং পুষ্টি প্রকল্প চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নে নতুন প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ১০ বছরের একটি সম্ভাব্য পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।

৭০। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের জন্য আমি ৭২৮.৩৮ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৭১। উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ত্রিপুরায় কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় কারিগরী শিক্ষা প্রকল্প রূপায়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের সাথে ১২ কোটি ৩৫ লাখ টাকার একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজ্য প্রকল্প রূপায়ন ইউনিট ( এস. পি. আই ইউ. ) স্থাপনের মধ্য দিয়ে ঐ প্রকল্পটি রূপায়নের কাজ শুরু হয়েছে।

৭২। বিলোনীয়া কলেজ ও উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে শারীর বিজ্ঞান এবং ধর্মনগর কলেজে জীব বিজ্ঞান শাখার ক্ষমতা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়েছে।

৭৩। কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে ইংরেজীতে সাম্মানিক পাঠক্রম ( অনার্স কোর্স ) চালু করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুদান, এম. পি. এল, এ, ডি, এবং পূর্ত দপ্তরের সহায়তায় বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ, গবেষনাগার, গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস, কর্মচারীদের আবাস নির্মাণের মাধ্যমে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

৭৪। ২০০১—২০০২ সালে এই দপ্তর রাজ্যে কারিগরী ও প্রকৌশল শিক্ষার আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন ও বিভিন্ন কলেজে পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা দেবার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে আগ্রহী। সরকারী চারুকলা ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়টির আরো উন্নয়ন করা হবে। পাবলিক লাইব্রেরী গুলির সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো হবে। রাজ্যের মহাবিদ্যালয় গুলিতে কর্মমুখী পাঠক্রম চালু করা হবে। সরকারী যাদুঘর ও মহাফেজখানার আরো উন্নয়ন করা হবে। কলেজটিলা থেকে সূর্যমণিনগরে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণভাবে স্থানান্তরিত করা হবে।

৭৫। সরকার উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের জন্য ২০০১ –২০০২ সালে ৩৬.৬২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছে।

## ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তর

৭৬। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যের গৌরবজনক স্পোর্টস কমপ্লেক্স বাধারঘাটের দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সটি ত্রিপুরা ক্রীড়া প্রেমী জনগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। ২০০১–২০০২ সালে কমপ্লেকসটির আরো উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বছর ক্রীড়া প্রতিভার কেন্দ্র হিসেবে ত্রিপুরা ক্রীড়া বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের মধ্যে এ ধরনের এটিই প্রথম বিদ্যালয়। ২৫ দফা উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্প অনুযায়ী সার্বিক উন্নয়নের জন্য পাঁচটি বিদ্যালয়কে নির্বাচন করা হয়েছে। রাজ্যব্যাপী প্রতিভাসম্পন্ন ক্রীড়াবিদদের জন্য বিভিন্ন ধরনের উৎসাহ জনক প্রকল্প সহ সুসংহত কোচিং প্রকল্প হাতে নেয়া হবে।

৭৭। ২০০১—২০০২ সালে ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের জন্য ৩৩.১৩ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তব করা হয়েছে।

## সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর

৭৮। জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পে ৩৪ হাজার ৮৫২ জন বৃদ্ধ এবং অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ভাতা প্রকল্পে ৪ হাজার ২৪৮ জনকে ত্রিপুরায় ভাতা দেয়া হচ্ছে, সেখানে রাজ্য সরকারেরও আর্থিক অনুদান রয়েছে। মোট ৬০ হাজার ৪১২ জন বৃদ্ধকে বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের আওতায় আনা যেতে পারে। তাছাড়া আমরা অনাথ শিশু, অসহায় মহিলা এবং বৃদ্ধদের জন্য ১০টি আশ্রম পরিচালনা করছি। দৃষ্টিহীনদের জন্য ২টি এবং মূক ও বধিরদের জন্য ১টি প্রতিষ্ঠানও

চালানো হচ্ছে। সারা রাজ্যে ৩ হাজার ৫৩৭টি নিবিড় শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (আই. সি ডি এস) এবং স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টি. টি. এ. এ. ডি. সি) বহির্ভূত এলাকায় ৮২৪টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। এগুলির মাধ্যমে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৪৩৩ জন শিশু, গর্ভবতী মা এবং নিবিড় শিশু উন্নয়ন ও বালাহার প্রকল্পের আওতায় এসেছেন।

৭৯। বালিকা সমৃদ্ধি যোজনায় ৬ হাজার ১৬৮ পরিবার উপকৃত হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়নের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। মেলাঘর ব্লকে ইন্দিরা মহিলা যোজনা চালু করা হয়েছে। মহিলা এবং শিশুদের কল্যাণে ত্রিপুরা মহিলা কমিশন, ত্রিপুরা রাজ্য সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ এবং আগরতলা পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতগুলির পরিচালিত ১০টি অনাথ আশ্রমকে গ্র্যান্ট-ইন-এইড প্রকল্পে আর্থিক সাহায্য দেয়া হচ্ছে।

৮০। সারা রাজ্যে সাক্ষরোত্তর কর্মসূচী সম্পন্ন করা হয়েছে। রাজ্যের সাক্ষর সম্পন্ন লোকের সংখ্যা ৮০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে।

৮১। চলতি বছরের বিভিন্ন প্রকল্প এবং কর্মসূচী ২০০১—২০০২ সালেও চালু থাকবে। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের জন্য ৫৭.০৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

## শিল্প ও বানিজ্য দপ্তর

৮২। ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একেবারে দক্ষিণ পশ্চিম কোনায় অবস্থিত। এই বিশেষ অবস্থান জনিত কারনেই ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী অসুবিধা জনক অবস্থায় রয়েছে। সে যাই হোক, যদি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সাথে সীমান্ত বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটানো যায় তবে এই অবস্থান গত অন্তরায় ও সুবিধার্থে রূপান্তরিত হতে পারে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দপ্তর পুলিশ সদর দপ্তর থেকে আগরতলা সীমা শুল্ক কেন্দ্র পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন করছে। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে মালপত্র আনা নেওয়ার জন্য ট্রানজিট সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়টি আমরা ভারত সরকারের দৃষ্টি গোচর করেছি। আগরতলা থেকে বাংলাদেশের ভেতর আখাউড়া পর্যন্ত রেল সংযোগ স্থাপনের বিষয়টিও আমরা ভারত সরকারের কাছে উপস্থিত করেছি। দপ্তর আগরতলা, রাঘনা, মুহুরীঘাট, মনুঘাট এবং শ্রীমন্তপুর সীমাশুল্ক কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক পরিমাপ সেতু স্থাপনের কাজ হাতে নিয়েছে। নতুন বাজার থেকে রাঘনা পর্যন্ত একটি অ্যাপ্রোচ রোড চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই রাস্তার জন্য জমি অধিগ্রহণের

কাজ চলেছে। দুর্গাবাড়ী এবং লীলাগড় চা বাগানে চা প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্য তথ্য প্রযুক্তি এবং গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য বিনিয়োগকারীদের আকর্ষনের জন্য দপ্তর নয়াদিল্লী এবং কলকাতায় দুটি উদ্যোগপতি সম্মেলন সংগঠিত করেছে।

৮৩। চলতি আর্থিক বছরের জানুয়ারী পর্যন্ত জেলা শিল্প কেন্দ্রগুলি প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনায় ১৭২০টি আবেদনপত্র অনুমোদন করেছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য মাত্রা ছিলো ১৩০০টি। মার্জিন মানি প্রকল্পের আওতায় বেকারদের স্বনির্ভরতার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ন করা হয়েছে। চা পর্ষদের সহায়তায় আমরা একটি ক্ষুদ্র চা উৎপাদক কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। এতে ২২টি ব্লকের ১০৫৮ জন উৎপাদককে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ২০০১—২০০২ অর্থবর্ষে ৬৮৪ জন এর সুযোগ লাভ করবেন। আরও চারটি আই, টি, আই, খোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার তা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছে। এর ফলে আরও অতিরিক্ত ৫১২ জন প্রশিক্ষনার্থী প্রশিক্ষন লাভের সুযোগ পাবেন ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের ফল সংরক্ষণ ফ্যাক্টরীর আধুনিকরণ করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে এবং শীঘ্রই তা শুরু করা হবে।

৮৪। গ্রোথ্ সেন্টার প্রকল্প গড়ে তোলার কাজ এগিয়ে চলেছে। গ্রোথ্ সেন্টারে একটি ডিষ্টিলারী ইউনিট উৎপাদন শুরু করেছে এবং একটি সিমেন্ট কারখানাও গড়ে উঠেছে।

৮৫। ২০০১—২০০২ অর্থবর্ষে ফুড পার্ক, তিনটি জেলায় নিবিড় পরিকাঠামো উন্নয়ন কেন্দ্র, রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইন্ডাষ্ট্রিয়েল পার্ক এবং সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক গড়ে তোলার কাজ শুরু করা হবে। আগরতলা ল্যান্ড কাষ্টম ষ্টেশনের নিবিড় উন্নয়নের জন্য একটি মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে। এতে থাকবে বাস টার্মিনাস, গুদামঘর, পোষ্টঅফিস, ব্যাংক ইত্যাদি। ২০০১—২০০২ সালে এর নির্মান কাজ শুরু হওয়ার কথা।

৮৬। রাজ্য সরকার সরকারী অধিগৃহিত সংস্থার আর্থিক অবস্থার মানোন্নয়নে ইতিপূর্বে গৃহীত ঋণ ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছে। শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের অধীনে সরকার অধিগৃহিত সংস্থার ৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার ঋণ ২০০০ – ২০০১ অর্থবর্ষে পরিশোধ করা হয়েছে। পরের বছরেও আরো এ ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের বর্তমান ও বকেয়া অর্থ, মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি। কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য খরচ মিটানোর জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের বকেয়া অর্থের উপর ধার্য দন্ডদায়ক ( পেনাল ইন্টারেস্ট ) সুদ মুকুব করার ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছি।

৮৭। ২০০১—২০০২ অর্থবর্ষের জন্য শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরকে ৩২.৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করার জন্য সরকার প্রস্তাব করছে।

## তথ্য প্রযুক্তি

৮৮। তথ্য প্রযুক্তির শিক্ষা ও সরকারের পরিষেবা জনগণের কছে উপযুক্তভাবে পেঁছে দেওয়ার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে রাজ্য সরকার রাজ্যের জন্য তথ্য প্রযুক্তি নীতি ২০০০ প্রনয়ন করেছে। ত্রিপুরা সরকারের একটি ওয়েব-সাইট চালু করা হয়েছে। কাজের দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য সরকারী কাজকর্মে কম্পিউটার ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

৮৯ সাধারণ মানুষ যাতে সর্বাধুনিক তথ্য পরিকাঠামোর সুযোগ লাভ করতে পারেন তার জন্য ব্লক স্তরে কমিউনিটি ইনফরমেশন সেন্টার পর্যায়ক্রমে গড়ে তোলা হচ্ছে। বিশালগড়, খোয়াই ও মান্দাই ব্লকে এরূপ ৩টি সেন্টার ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে। রাজ্যে ইন্টারনেট পরিষেবাও চালু হয়েছে।

## হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প

৯০। পরিকাঠামো উন্নয়ণ, দক্ষতার মান বৃদ্ধি, যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ, উন্নত ডিজাইন ও প্রচারের মাধ্যমে ২০০০—২০০১ অর্থবর্ষে বর্তমান ক্লাণ্টার সমবায় সমিতি গুলিকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। হস্ততাঁতের কাপড়ের রং যাতে পাকা রং হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সমবায় সমিতি স্তরে ৬টি উন্নতমানের সুতো রং করার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্পের পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করার জন্য এক সুসংহত নয়া নীতি প্রনয়ন করা হয়েছে এবং তা কার্যকর করা হচ্ছে। আগরতলার ইন্দ্রনগরে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি টেক্সটাইল টেষ্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে এবং সুতার মান নির্ধারণের কাজ ও ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। রেশম চাষের জন্য একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রেইনেজ হাউস তৈরীর কাজ ২০০১ সালের মার্চ মাস নাগাদ সম্পূর্ণ হবে। ২০০০—২০০১ অর্থবর্ষে রেশম গুটি উৎপাদন ৩০ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ মেট্রিক টন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৯১। পরিবর্তনশীল চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে হস্তকারু শিল্পে ডিজাইনের উন্নয়ণ ও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তর একটি ওয়েব-সাইট চালু করেছে তাতে রাজ্যে এই ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

৯২। ২০০১—২০০২ অর্থবর্ষে চলতি বছরের চালু প্রকল্পগুলি ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত প্রকল্প কার্যকর করার জন্য পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেওয়া হবে সেগুলি হলো :—

i) হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্পের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাত করার জন্য আগরতলায় কেন্দ্রীয় বিপনন কেন্দ্র গড়ে তোলা ;

ii) আরও ৩টি উন্নতমানের সুতা রং করার কেন্দ্র গড়ে তোলা ;

iii) হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্পের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর জনপ্রিয়তা বাড়ানো জন্য জেলাস্তরে মেলার আয়োজন করা ;

iv) জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর ( ইউনাইটেড নেশনস্ ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রাম ) অধীনে হস্তকারু শিল্পের ৫টি ছোট আকারের সুবিধা সরবরাহকারী কেন্দ্র বা ফেসিলিটি সেন্টার স্থাপন করা ;

৯৩। ২০০১—২০০২ অর্থবর্ষে হস্ততাঁত, হস্তকারু শিল্প ও রেশম চাষের জন্য ১১.২৭ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য সরকার প্রস্তাব করছে।

## পরিবহণ

৯৪। কুমারঘাট—আগরতলা রেলপথের নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ৮২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মান ১০৮.৫ কিঃ মিঃ দীর্ঘ রাস্তাটি ২০০৬ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। এর মধ্যে ২০০১—২০০২ অর্থ বছরের রেল বাজেট পেশ করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, বিগত বছরের মত আগামী বছরের বাজেটেও এক প্রকল্পের জন্য মাত্র ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ভাবে চলতে থাকলে প্রকল্পটি বুড়ি বছরেও শেষ হবে কিনা সন্দেহ।

৯৫। কুমারঘাট-আগরতলা রেলপথ ছাড়াও আগরতলা সাব্রুম পথের জন্য ভূমি জরিপ কাজ শেষ হয়েছে এবং এর রিপোর্টও রেল দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে

বাধারঘাট-আখাউড়ার মধ্যে প্রস্তাবিত ১২ কিঃ মিঃ দীর্ঘ রেল পথের ভারতীয় অংশের ৫ কিঃ মিঃ পথের জন্যও জরিপ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার বাজেটেই এই প্রকল্পগুলির জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এগুলির জন্য কোন অর্থই দেওয়া হয়নি। এ বছরের রেল বাজেটে ত্রিপুরাকে যে ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আমি সভার সমস্ত সম্মানীয় সদস্যদের সমর্থন চাইছি।

৯৬। আগরতলা ও ঢাকার মধ্যে বাস সার্ভিস চালু করার একটি প্রস্তাব ভারত সরকার ও গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। এই বাস সার্ভিস শীঘ্রই চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৯৭। আগরতলা বিমান বন্দরে রাতে বিমান অবতরণের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আগরতলা বিমান বন্দর সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ইতিমধ্যেই ভারতের এয়ারপোর্ট অথরিটির নিকট হস্তান্তরিত করা হয়েছে। আগরতলা বিমান বন্দরের নবনির্মিত টার্মিনাল ভবন শীঘ্রই কাজ শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৯৮। জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহন ও আহত ব্যক্তিদের সরানোর জন্য পরিবহন দপ্তর একটি ১৫ মেট্রিক টনের ক্রেন ও একটি এম্বুলেন্স ক্রয় করেছে। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের ( টি আর. টি. সি ) পরিষেবা উন্নয়নের জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। টি. আর. টি সি ১২টি নতুন বাস চালু করেছে, তার মধ্যে ২টি ডিলাক্স বাস। রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি ও নিয়ম কানুন যথাযথ ভাবে বলবৎ করার জন্য এনফোর্সমেন্ট বিভাগকে সক্রিয় করা হয়েছে।

৯৯। ২০০১—২০০২ অর্থবর্ষে সাব্রুম, পানিসাগর, রাধানগর, মেলাঘর ও চন্দ্রপুর বাস স্টেশন সহ চুড়াইবাড়ী ও কাশীপুরে ট্রাক গাড়ি পার্কিং করার স্থান উন্নয়নের জন্য দপ্তর প্রস্তাব করেছে। চুড়াইবাড়ীতে একটি ওয়েব্রিজ নির্মানের প্রস্তাব রয়েছে। পরিবহন দপ্তরে কম্পিউটারের মাধ্যমে পরিষেবার কাজ চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। আগরতলা ডেপুটি ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের অফিসে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। যানবাহনের পরিবেশ দূষণমাত্রা পরীক্ষার জন্য ধোঁয়া নির্গমণ পরিমাপক যন্ত্র ( স্মোক মিটার ) এবং গাড়ির গতি নির্ধারণের জন্য স্পিডোমিটার বা গতিমাপক ব্যবহার করা হচ্ছে।

১০০। পরিবহন দপ্তরের জন্য সরকার ১১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে।

## শ্রম

১০১। রাজ্যের শিল্প কারখানার পরিচালক ও শ্রমিকের মধ্যে সহানুভূতি সম্পন্ন ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রয়েছে। মাননীয় সদস্যগণ অবহিত আছেন যে, বিভিন্ন ধরনের কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরী সংশোধন করা হয়েছে। ত্রিপুরা ফার্নিচার মার্চেন্টস এসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা কাষ্ঠ শিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন-এর মধ্যে শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটি, সারা বছরে ৪টি জাতীয় ছুটি ও ৫টি উৎসব ছুটি কার্যকর করার জন্য সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

## গ্রাম উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত

১০২। গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর মজুরী ভিত্তিক কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভর কর্ম সংস্থান কর্মসূচী রূপায়ন করছে। সমস্ত জনবসতি এলাকায় পানীয় জলের সংস্থান করা ছিল সরকারের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য এবং বর্তমানেও আছে। এই লক্ষ্যে দপ্তর চলতি অর্থবর্ষে পানীয় জল পরিষেবার আওতায় আসেনি এমন এলাকায় পানীয় জলের সংস্থান করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সরকার ২০০১—২০০২ সালের মধ্যে এসব এলাকায় পানীয় জলের সংস্থান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১০৩। গৃহহীনদের বাসগৃহের সংস্থান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলির জন্য বাসগৃহ তৈরী করে দেওয়া ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে তাদের কাঁচা ঘরগুলি উন্নতমানের করার কাজ চলছে। জওহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা ( J, G. S. Y. প্রধানমন্ত্রীর গ্রামোদয় যোজনা ( P. M. G, Y. ) এবং পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে স্থায়ী সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি ও পরিকাঠামো গঠনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। P. M G. Y. এর মতো কর্মসূচী রূপায়নের সমস্যা হলো ভারত সরকারের কাছ থেকে প্রকল্পের অনুমোদন লাভ করতে ও অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় লেগে যায়, এর ফলে প্রকল্পগুলির রূপায়ণ বিলম্বিত হয়ে পড়ে। রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় যোগাযোগের সুবিধা সৃষ্টি করতে একটি ব্যাপক প্রকল্প অনুমোদন লাভের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে। দপ্তর কর্তৃক রূপায়িত হচ্ছে এমন অন্যান্য প্রকল্পগুলি হল, স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম-স্ব-রোজগার যোজনা (SGSY) নিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্প ( EAS ), ইন্দিরা আবাস যোজনা (IAY), গ্রামীণ জল সরবরাহ (RWS).

১০৪। পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে পঞ্চায়েতী রাজ সংস্থা ও এ ডি সি এলাকার বিভিন্ন সংস্থাগুলির নিকট পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ অব্যাহত আছে। পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে জলসেচ ও কৃষিভিত্তিক প্রকল্প রূপায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সুবিধাভোগী নির্বাচনের জন্য পঞ্চায়েত ও গ্রামগুলিতে গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার আয়োজন করা হয়েছে। ধলাই জেলা পরিষদ ও অন্য ৪টি পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। কার্যালয়গুলিতে আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্রের সংস্থান করা হচ্ছে।

১০৫। পঞ্চায়েত সমেত সহ দপ্তরের বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব ১৯৮.২৫ কোটি টাকা।

## উপজাতি কল্যাণ

১০৬। তপশিলী উপজাতিদের শিক্ষা ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য উপজাতি কল্যাণ দপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ন করছে। মাননীয় সদস্যগন অবহিত আছেন সমস্ত সরকারী দপ্তরকে যুক্ত করে উপজাতিদের কল্যাণে ২৫ দফার এক ব্যাপক কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে। এতে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় পরিকাঠামো শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করার কাজে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

১০৭। উপজাতিদের উন্নয়ণকল্পে কিছু এলাকা ভিত্তিক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। বেকার উপজাতি যুবকদের দক্ষতার বিকাশের জন্য আটটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। উপজাতি কলেজ পড়ুয়াদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে উদয়পুর ও কমলপুরে। ড্রপ-আউট ছাত্র-ছাত্রীদেরও কোচিং দেওয়া হচ্ছে। জাতিগত সম্প্রীতি সুদৃঢ় করতে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখার লক্ষ্যে যেসমস্ত গ্রাম, নদী ইত্যাদির উপজাতি নাম ছিল সেগুলির ক্ষেত্রে আদি নামের পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে। এ ধরনের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে আপাতত পঁচানব্বইটি।

১০৮। এই দপ্তর ২০০০—২০০১ সালে ছয়টি ছাত্রাবাস নির্মাণ করেছে তার মধ্যে দুটি উপজাতি ছাত্রীদের জন্য। আরো চারটি ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ চলেছে। এগুলিতে ৩০০ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীর থাকার ব্যবস্থা হবে। এ. ডি. সি. হেডকোয়ার্টার খুমলুঙে ৪২০ আসন বিশিষ্ট আবাসিক বিদ্যালয়ের মূল ঘরটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে বিদ্যালয়টি ২০০১ সালের মে মাসে চালু করা যাবে। আরো একটি ৩০০ আসন

বিশিষ্ট আবাসিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে আমবাসায়। উপজাতি বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হয়েছে দুইটি, একটি হাপানিয়ায় বি. আর. আম্বেদকর হাসপাতালের কাছে এবং অপরটি তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের কাছে। ছামনু হাসপাতালের নিকট আরো একটি উপজাতি বিশ্রামাগার নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। চাকমাঘাটে নির্মিত উপজাতি বিশ্রামাগারটি শীঘ্রই চালু করা হবে।

১০৯। এবছর রাবার ভিত্তিক পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় আনা হচ্ছে ৪১৩টি ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে।

১১০। ২০০১—২০০২ সালে বীরচন্দ্রমনু, কুমারঘাট, কাঞ্চনপুর এবং করবুকেও আবাসিক বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ শুরু হবে। তাছাড়া মান্দাই, নরসিংগড়, কুলাই এবং কৈলাসহরে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৪টি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হবে। এর মধ্যে দুটি থাকবে উপজাতি ছাত্রীদের জন্য।

১১১। আগামী বছরে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের জন্য ৮০.২২ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

## টি. আর. পি. এবং পি. জি. পি.

১১২। আদিম উপজাতি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণের জন্য এই দপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ২০০০—২০০১ সালে ৮১০.৫ হেক্টর এলাকায় সেগুন বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। এতে উপকৃত হয়েছেন ৫০০টি পরিবার। এই দপ্তর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ মেডিক্যাল রিসার্চ-এর তত্ত্বাবধানে একটি গবেষণা কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মসূচী রূপায়ণ করছে। এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে মোট ৬০,০০০ রিয়াং পরিবারকে। কাঞ্চনপুর, লংতরাই ভ্যালি, আমবাসা এবং গন্ডাছড়া মহকুমার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে এই প্রকল্পটি রূপায়ণ করা হচ্ছে। ভেষজ উদ্ভিদ চাষের একটি প্রকল্প তৈরীর কথাও দপ্তর বিবেচনা করে দেখছে।

১১৩। ২০০১—২০০২ সালেও এ সমস্ত কাজকর্ম জারী রাখা হবে যার জন্য প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে ৫.২২ কোটি টাকা।

## তপশীলি জাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী ও সংখ্যালঘু কল্যাণ

১১৪। এই দপ্তরের পরিকল্পনাভুক্ত যাবতীয় খরচ হয় তপশীলিজাতি, অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী ও সংখ্যালঘুদের জন্য রূপায়িত আর্থিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্পে। তাদের কল্যাণে বিশেষ উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণ করা হচ্ছে। তাদের আর্থিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তপশীলি জাতি, ও. বি. সি. এবং সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগমগুলি বিভিন্ন ঋণ প্রকল্প রূপায়ণ করছে। তপশীলি জাতিদের জন্য ১৭ দফা, ও বি. সি-দের জন্য ১১ দফা এবং সংখ্যালঘুদের জন্য ১৬ দফা বিশেষ উন্নয়ণ কর্মসূচীর রূপায়ণও পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। এর মধ্যে রয়েছে আই. এ. এস. এবং আর, পি. এস. পরীক্ষার জন্য কোচিং দেওয়া, আবাসিক বিদ্যালয় ও গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি।

১১৫। শিক্ষাক্ষেত্রে এবছর ৪৮,০০০ জন তপশীলি জাতি এবং ৫০,০০০ জন ও. বি. সি, ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্ন স্টাইপেন্ড ও স্কলারশীপ প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনুরূপ প্রকল্প রূপায়িত হবে। মাধ্যমিক, হায়ার সেকেন্ডারী ও অন্যান্য পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের জন্য ১২৮০ জন তপশীলি ছাত্র-ছাত্রীকে ডঃ বি আর, আম্বেদকর মেমোরিয়াল পুরষ্কার প্রদান করা হবে। তেমনি ৪১ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে দেওয়া হবে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মেমোরিয়াল পুরষ্কার এবং ১৪০ জন ছাত্রীকে দেওয়া হবে বিশেষ উৎসাহদানমূলক পুরষ্কার। দপ্তর এজাতীয় কার্য-কলাপ চালু রাখবে ২০০১–২০০২ সালেও। এজন্য ১৯.৪৬ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

### স্বাস্থ্য

১১৬। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার উন্নয়নের উপর রাজ্য সরকার সার্বিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। বিভিন্ন নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়ে এবং পুরনো অপারেশন থিয়েটারগুলির আধুনিকীকরনের মাধ্যমে জি, বি. হাসপাতালে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। বর্তমানে সেখানে অস্থায়ী পেসমেকার বসানোর সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। স্থায়ী পেসমেকারের সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। জি, বি, হাসপাতালে নির্মীয়মাণ সুপার স্পেশালিটি ব্লকের কাজও অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। জি, বি হাসপাতালে ডায়াবেটিক ক্লিনিক নির্মাণের কাজ চলছে।

১১৭। আই. জি. এম. হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে দশ কোটি টাকা। সম্প্রসারণ কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে আরো দুইশ শয্যার ব্যবস্থা করা হবে। শিশুদের জন্য ৪০ শয্যা বিশিষ্ট একটি নতুন ওয়ার্ড নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। তাছাড়া আগরতলায় তিন কোটি টাকা ব্যযে গড়ে তোলা হবে একটি আধুনিক রোগ নির্ণয় কেন্দ্র।

১১৮। জেলা ও মহকুমা স্তরের হাসপাতালগুলিতেও আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। বিশালগড়ের কমিউনিটি হেলথ সেন্টারকে মহকুমা হাসপাতালে উন্নীত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু হয়েছে তিনটি। খুব শীঘ্রই আরো ১৮টি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু করা হবে। কিছু দিনের মধ্যেই পানিসাগর ও মোহনপুর— এই দুটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে উন্নীত করা হবে। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা জাগাতে সক্ষম হয়েছে এই দপ্তর। যার ফলে ভ্যাক্সিনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যায় এমন সব রোগ সহ বিভিন্ন বাহিত রোগের ঘটনা হ্রাস পেয়েছে।

১১৯। রাজ্যের সমস্ত দুর্গম এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে দপ্তর বহু স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করছে। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পালস্ পোলিও কর্মসূচী বাস্তবায়ণের ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বারাও প্রশংশিত হয়েছে

১২০। স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য সরকারের প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে ১০৬.৮৫ কোটি টাকা।

## তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন

১২১। এই দপ্তরের প্রধান কাজ হল তথ্য প্রচার ও সরবরাহ এবং রাজ্যের সংস্কৃতি ও পর্যটনের বিকাশ। ত্রিপুরায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন, সংরক্ষণ ও বিকাশের উদ্দেশ্যে দপ্তর বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা, পরিবহন ও অন্যান্য পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। নীরমহল, চৌদ্দ দেবতার মন্দির, ঊনকোটি ও পিলাকের ব্যাপক উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কমলাসাগর, কৈলাসহর, উদয়পুরে পর্যটকদের থাকার জন্য লজ এবং জলক্রীড়ার ব্যবস্থা সহ খাউরা হ্রদে পর্যটক নিবাস গড়ে তোলার কাজ এগিয়ে চলেছে। তাছাড়া, আগরতলাতে স্থাপিত হবে একটি বহুমুখী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

১২২। এবছর ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের পাঁচশ বছর পূর্তি এবং উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের একশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে হেরিটেজ ফেষ্টিভ্যাল পালন করা হয়েছে। তেমনি পালিত হয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় উপজাতি যুব উৎসব। এবছর অর্থাৎ ২000 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ত্রিপুরাতে দেশী ও বিদেশী পর্যটক এসেছিল যথাক্রমে ১, ৪৬, ১২০ এবং ৬৬৫ জন।

১২৩। দপ্তরের সমস্ত উদ্যোগ ২০০১—২০০২ সালেও চালু থাকবে। ২০০১—২০০২ সালে এই দপ্তরের জন্য ৮.৬৭ কোটি টাকা ব্যয় ববাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

## রাজস্ব

১২৪। ২000 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮২৪ একর জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ৯১৬ পরিবারের মধ্যে ৫৬২ পরিবার ছিল উপজাতি সম্প্রদায়ের। এই সময়ের মধ্যে আটাশটি জমি পুনরুদ্ধারের মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। মামলার আওতায় ছিল ১০,৬৯ একর জমি। এর মধ্যে দশটির ক্ষেত্রে ৬.৭৬ একর জমির পুনরুদ্ধারের আদেশ দেওয়া হয়। চলতি বছরেও পুর্নজরিপের কাজ জারী রয়েছে। সমস্ত রকম নিয়মাবলী মেনে তেরটি মৌজায় সংশোধিত নাম জারীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেয়ার কাজ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াও এগিয়ে চলেছে। আগামী বছরও এসমস্ত কর্মসূচী চালু থাকবে।

১২৫। ২০০১ - ২০০২ সালে রাজস্ব দপ্তরের জন্য ৪৯.৪৩ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

## খাদ্য, জন সংভরণ এবং ভোক্তা বিষয়ক দপ্তর

১২৬। এবছর সারা রাজ্যে মোট ১৪৩৩টি ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে গণ বন্টন ব্যবস্থার আওতায় ভোক্তাদের জন্য নিয়মিত পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত হিসাব অনুযায়ী ২000 সালের ১লা মার্চ তারিখে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ( বি. পি. এল ) কার্ডধারীর সংখ্যা ২.৩১ লাখ থেকে বাড়িয়ে ২.৯৫ লাখ করা হয়েছে। বি পি এল. প্রকল্পভুক্ত পরিবারগুলিকে ভতুর্কি মূল্যে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিটি পরিবারকে দেওয়া হয় প্রতি কেজি ৬.১৫ টাকা দরে প্রতি মাসে কুড়ি কেজি চাল। ন্যায্য মূল্যের দোকান গুলির মাধ্যমে ভতুর্কি মূল্যে এক কেজি ওজনের আয়োডিন যুক্ত লবণের প্যাকেট সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কাঁকড়াবন ও বিশালগড়ে ৫00 মেট্রিকটন

ক্ষমতা সম্পন্ন দুইটি নতুন গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া ভাওমুন, কল্যাণপুর, ডলুগাঁও, আনন্দ বাজার, মোহনপুর, হালাহালি ও জিরানীয়ায় সাতটি লবণের মজুত ভান্ডার গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের আর্জি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

১২৭। চলতি বছরে দুইটি কেন্দ্রীয় অনুমোদিত প্রকল্প চালু করা হয়। এর মধ্যে অন্নপূর্ণা প্রকল্প চালু হয় ২000-এর অক্টোবরে। এই প্রকল্পে পয়ষট্টি বছরের অধিক বয়স্ক নাগরিকরা যারা বৃদ্ধ ভাতা পাওয়ার যোগ্য হয়েও এর সুবিধা ভোগ করতে পারেননি, তাদের প্রতি মাসে বিনামূল্যে দশ কেজি চাল দেওয়া হচ্ছে। চলতি বছরে এই প্রকল্পের আওতায় এসেছেন ১১,৪৮০ জন বৃদ্ধ নাগরিক। সদ্য প্রবর্তিত অন্য প্রকল্পটি হচ্ছে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা। এতে উপকৃত হবে দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম ৪৫,২২৪টি পরিবার, যাদের প্রতিমাসে তিন টাকা কেজি দরে পঁচিশ কেজি চাল সরবরাহ করা হবে। দপ্তর এই দুটি প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

১২৮। মাননীয় সদস্যগণ জেনে খুশি হবেন যে, আমাদের রাজ্য 'ওয়েট লিস্ট ফ্রি-জোন', এলাকা হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। এর ফলে এল. পি. জি. সংযোগের জন্য অপেক্ষমান তালিকায় কেউ থাকবেন না। ভোক্তারা অতি সহজেই এজেন্সীগুলির কাছ থেকে নতুন এল পি. জি, সংযোগ নিতে পারবেন। ভোক্তাদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য কৈলাসহর উদয়পুর ও আগরতলায় তিনটি ডিস্ট্রিক্ট ফোরাম এবং আগরতলায় একটি রাজ্য স্তরের স্টেট্ রিড্রেসেল কমিশন নিয়মিতভাবে কাজ করছে।

১২৯। এই দপ্তরের জন্য সরকার ১২.৯০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে।

## নগর উন্নয়ন

১৩০। সম্মানীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, ২000 সালের ১৬ই ডিসেম্বর নগর এলাকার সমস্ত সংস্থাগুলির সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে নির্বাচনের ফলস্বরূপ বারোটি নগর পঞ্চায়েত ও আগরতলা পুর পরিষদের স্থানীয় সংগঠন গঠিত হয়। এই সংগঠনগুলি যে সমস্ত কাজ হাতে নিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে গৃহ নির্মাণ, পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ, আবর্জনার অপসারণ ব্যবস্থাপনা, রাস্তাঘাটের সম্প্রসারণ, বাজার উন্নয়ন, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা, বস্তি এলাকার উন্নয়ন, স্যানিটারী টয়লেট ও পার্ক নির্মাণ ইত্যাদি। নগর পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে আবাসিক প্রয়োজনে জল সরবরাহের জন্য সংযোগ দেওয় শুরু হয়েছে।

১৩১। নগর এলাকার স্থানীয় সংস্থাগুলির মধ্যে অর্থ বন্টনের উদ্দেশ্যে গঠিত রাজ্য অর্থ কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে তার রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। রাজ্য সরকার অর্থ কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশ মেনে নিয়ে ইতিমধ্যে নগর এলাকার স্থানীয় সংগঠনগুলির মধ্যে অর্থ বন্টন শুরু করেছে। দপ্তরের এ সমস্ত উদ্যোগে জারী থাকবে ২০০১—২০০২ সালেও। এজন্য প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৫.৯৬ কোটি টাকা।

## বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তর

১৩২। এই দপ্তর বিজ্ঞানের প্রসার এবং বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা, অপ্রচলিত শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার এবং পরিবেশ সংরক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ন করে। দপ্তর রাজ্যের পরিকল্পিত উন্নয়ণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের জন্য একটি রিমোট সেনসিং এপ্লিকেশন সেন্টার স্থাপন করেছে। এই সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত যন্ত্রাদি স্থাপন করা হয়েছে এবং এই সেন্টারটি ছোট ছোট কিছু প্রকল্পও হাতে নিয়েছে। উন্নত ধরণের চুলা, জৈব গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন, সৌর লন্ঠন, সৌর বিদ্যুৎ ভিত্তিক স্ট্রীটলাইট, সৌর চুলা প্রভৃতি সুবিধা ভোগী ভিত্তিকপ্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। ক্রেতা সাধারণের সুবিধার্থে আগরতলায় আদিত্য সৌর দোকন চালু করা হয়েছে। শিল্প স্থাপনের স্থান নির্দেশক আঞ্চলিক মানচিত্র তৈরীর একটি প্রকল্পও বাস্তবায়িত হয়েছে। সারা দেশের মধ্যে এধরনের প্রকল্প রূপায়ণে ত্রিপুরাই প্রথম রাজ্য। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের প্রথম পর্যায়ের কাজও ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

১৩৩। বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের জন্য ১.২১ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে।

## কারাগার

১৩৪। আলোচ্য সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন কারাগারের পারিকাঠামো ও সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো হয়েছে। কারাগারের সমস্ত দলিলপত্রের সংরক্ষণে কম্পিউটারের ব্যবহার এবং প্রহরায় নিযুক্ত কর্মীও অন্যান্য কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। আগরতলার কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

## পরিকল্পনা ও সমন্বয়

১৩৫। এবছর পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। পুনর্বিন্যাসের আওতায় এসেছে এই দপ্তরের জেলাস্তরের কার্যালয়গুলিও। পুনর্বিন্যাসের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে নতুন পদ্ধতি ও নতুন নামাকরণ অনুসারে দপ্তরের কর্মচারীদের পদের নিযুক্তি দেয়া হচ্ছে। পুনর্বিন্যাসের পর দপ্তর নতুন উদ্দীপনার সাথে কাজ শুরু করেছে।

১৩৬। এই দপ্তরের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক পরিকল্পনা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পর্ষদের পরিকল্পনার রূপায়ণ ও পর্যবেক্ষণ। তাছাড়া, এই দপ্তর কেন্দ্রীয় অনুমোদিত প্রকল্প এবং নন্‌-ল্যাপসেবল্‌ প্রকল্পগুলির রূপায়ণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। নন্‌-ল্যাপসেবল প্রকল্প বাস্তবায়ণের জন্য আমরা বেশ কয়েকটি প্রকল্পের অনুমোদন পেয়েছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-স্টেট ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স, রোখিয়াতে ২১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস টারবাইন ইউনিট, ট্রান্সমিশন প্রকল্প ইত্যাদি। এই প্রকল্পগুলি রাজ্যের পরিকাঠামোর উন্নয়নে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

১৩৭। গত বছর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় গ্রামোদয় নামে সম্পদ ভিত্তিক অংশীদারী পরিকল্পনা চালু করা হয়। পশ্চিম জেলার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে চলতি অর্থ বছরে বাকী জেলাগুলিতেও এই প্রকল্প চালু করা হয়। বর্তমান সম্পদের মূল্যায়ন করে এবং দুর্বল দিকগুলিকে চিহ্নিত করে এভাবে পরিকল্পনা তৈরী করা হবে যাতে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা হবে। এটি হবে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ।

১৩৮। আপনাদের সামনে বিধায়ক স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প' নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করে আমি আনন্দিত। এর ফলে বিধায়কদের একটি দীর্ঘ দিনের দাবী পূরণ হবে। এজন্য ২০০১—২০০২ এর বাজেটে প্রত্যেক নির্বাচনী ক্ষেত্রের জন্য পাঁচ লাখ টাকা ধরে মোট তিন কোটি টাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

## প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ

১৩৯। ১৯৯৯—২০০০ সালে রাজ্যে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে পঁচানব্বই কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হলেও নীট সংগ্রহ হয়েছে ১১০.৫০ কোটি টাকা এবং এটিই ছিল একটি অর্থ বছরে সর্বোচ্চ সংগ্রহ। ২০০০—২০০১ সালের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১২০ কোটি টাকা। ২০০০-এর ৩১শে

ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট সংগ্রহ হয়েছে ১০২ কোটি টাকা। চলতি বছরেও নীট সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৪০। জাতীয় নিয়মে ঋণ আমানত অনুপাত ৬০ হলেও রাজ্যে অনুপাত ছিল ১৯৯৩ সালের মার্চে ৫৮.৫, ১৯৯৬—৯৭ সালে ৩৯, ১৯৯৭-৯৮ সালে ৩৫, ৯৮-৯৯ সালে ৩১ এবং ৯৯—২০০০ সালে ৩০.৭৪। এই পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ভারত সরকার এবং ব্যাংকগুলির কাছেও বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে। এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, সরকার দ্বারা পাবলিক ডিমান্ড রিকভারিস এ্যাক্ট প্রনয়ণের পরেও এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় অনুমোদিত প্রকল্পের রূপায়ণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলি তাদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এগিয়ে আসেনি। বরং তারা নতুন জেলা ও মহকুমাগুলির প্রধান কার্যালয়ের এলাকায় ট্রেজারী চালু করার কাজেও বিলম্ব করছে।

## রাজ্য রাজস্ব

১৪১। ২০০০—২০০১ বছরের জন্য সংশোধিত কর আদায়ের পরিমাণ নির্ধারিত করা হয়েছে ১১৯.৫০ কোটি টাকা। এই সংগ্রহ গত বছরের সংগ্রহের তুলনায় ১৭.৫ শতাংশ বেশী। রাজ্য অর্থ মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যে বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য যে কর ধার্য করা হয়েছে, তা চালু করার ফলে করভুক্ত দ্রব্যের সংখ্যা ১৯৯৪ সালের তিরানব্বই থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশ পঁয়তাল্লিশটি। ফলে কর আরোপের পরিধি সম্প্রসারণে সাথে সাথে ব্যাপকভাবে ব্যবসা স্থানান্তকরণ রোধ করা সম্ভব হয়েছে। বিক্রয় কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে গত বছরের তুলনায় এবছরের ৫০ শতাংশ বেশী সাফল্যের মূলে রয়েছে কর আরোপের সীমানা সম্প্রসারণ, বাণিজ্যিক স্থানান্তকরণ রোধ এবং কর ব্যবস্থার জোরদার প্রয়োগ। প্রতি ধাপে মূল্যমাণের বৃদ্ধির উপর কর আরোপের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ২০০০—২০০১ সালে রাজ্যে কর সংগ্রহ বাবদ রাজস্ব আদায় হবে ১৩১ ৬৩ কোটি টাকা। এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় হবে ৯৫.০১ কোটি টাকা। ২০০১—২০০২ সালে রাজ্যের সংগৃহীত মোট রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে ২২৯.৩৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে আদায়ীকৃত ঋণের পরিমাণও ধরা হয়েছে।

## কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্তি

১৪২। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে মূলতঃ রয়েছে একাদশ অর্থ কমিশনের কাছ থেকে প্রাপ্ত আয়কর ও অন্তঃশুল্কের একটা অংশ। সংবিধান আইন ২০০০ ( ৮০ তম সংশোধন )-এর প্রণয়নের পর এবং কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা অর্থ কমিশনের সুপারিশ গৃহীত হওয়ার ফলে বন্টনযোগ্য কর ও শুল্কের একটা অংশ দেওয়া হবে রাজ্যগুলিকে। একাদশ অর্থ কমিশনের কাছে আমাদের যে প্রত্যাশা ছিল তা এখনও পূরণ হয়নি। কেন্দ্রীয় বন্টনযোগ্য কর ও শুল্কের মধ্যে ত্রিপুরার অংশ দাঁড়াচ্ছে মাত্র ০.৪৮৭ শতাংশ। একাদশ অর্থ কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে ২০০১ – ২০০২ বছরে আমাদের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ হবে ৩০৭ কোটি টাকা। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বাজেটে এই অংকের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৯৩.৩৪ কোটি টাকা পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে গ্যাপ-গ্রান্ট হল ৪৯৩.০২ কোটি টাকা। ২০০০—২০০১ সালে আপৎকালীন সাহায্যের জন্য ক্যালামিটি রিলিফ ফান্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগদান হবে ৪.১০ কোটি টাকা অন্যান্য প্রাপ্তি ও পরিশোধ বাবদ প্রাপ্তি হবে ৪২.৭৭ কোটি টাকা। এভাবে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ৮২৯ ৯৩ কোটি টাকা।

## পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়

১৪৩। পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৫৩.৮১ কোটি টাকা। ঋণ পরিশোধ ও দেয় সুদ বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৫১.১৬ ও ২৩২. ৫২ কোটি টাকা। পেনশন ও অবসর কালীন দেয় বিভিন্ন প্রাপ্তির ব্যয় অনুমান করা হচ্ছে ১৫৬.৯৬ কোটি টাকা। বাকী পরিকল্পনা বহির্ভূত খরচ মিলিয়ে পরিকল্পনা বহির্ভূত মোট ব্যয় দাড়াবে ১৭৫৯.২৩ কোটি টাকা। এভাবে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে মোট ঘাটতি থাকছে ৬৯৯ ৯১ কোটি টাকা।

## বার্ষিক পরিকল্পনা ব্যয়

১৪৪। বার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে আলোচনা কালে আমরা আশানুরূপ ফল পাই নি এবং সাধারণ কেন্দ্রীয় সহায়তা হিসাবে পরিকল্পনা কমিশন যা দিতে রাজি হয়েছেন তা আমাদের ন্যায্য প্রাপ্তির চেয়ে কম। পরিকল্পনা কমিশন মূল পরিকল্পনা খাতে মঞ্জুর করেছেন ৫৬০ কোটি টাকা। গত বছর এই অংশের পরিমাণ ছিল ৪৮৫ কোটি টাকা। যাইহোক মঞ্জুরীকৃত অর্থের বেশীর ভাগ ব্যয় করতে হবে বিভিন্ন দপ্তরের জন্য পূর্ব নির্ধারিত প্রকল্প অনুযায়ী অনুমোদিত ব্যয়

বরাদ্দ অনুসারে। বিভিন্ন দপ্তরের ন্যায্য চাহিদা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার বাজেটে এবছরের রাজ্যে পরিকল্পনা বরাদ্দ করেছেন ৬১০.০৪ কোটি টাকা। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় প্রকল্প ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পর্ষদের প্রকল্পগুলি থেকে যথাক্রমে ৩০৪.৪৮ এবং ৫১.২২ কোটি টাকা পাওয় যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

## প্রাপ্তি ও ব্যয়

১৪৫ ২০০১—২০০২ বছরের জন্য সাসপেন্স একাউন্ট মিলিয়ে মোট প্রস্তাবিত বাজেটের পরিমাণ হচ্ছে ২৮৯২.৪৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০০০—২০০১ সালের সংশোধিত ২৪২৫.৩৮ কোটি টাকার বাজেটের নিরীখে বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯.৩ শতাংশ। রাজ্য সরকারের মোট প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ২৬১৮.০৬ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২৭২৪.৯৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াচেছ ১০৬.৯১ কোটি টাকা।

১৪৬। মাননীয় সদস্যদের কাছে সকলের জন্য সমভাবে উন্নতি সমৃদ্ধি ও সাফল্যের লক্ষ্যে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়ে আমি আমার বাজেট প্রস্তাব পাঠ শেষ করছি। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলিকে সফল রূপ দিতে আমি এই মহতী সভার সদস্যদের এবং জনসাধারণের সহযোগিতাও কামনা করছি।

১৪৭। মহাশয়, আমি এখন এই সভার নিকট ২০০১—২০০২ সালের বাজেট প্রস্তাব বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করছি।

**মিঃ স্পীকার :** - মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করছি, নোটিশ অফিস থেকে ২০০১-২০০২ ইং আর্থিক সালের ব্যয়-বরাদ্দের দাবি সম্বলিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য এবং যে সকল সদস্য মহোদয়গণ ব্যয় বরাদ্দের উপর ছাটাই প্রস্তাবের নোটিশ দিতে চান তাঁরা আগামী ৮ই মার্চ বৃহস্পতিবার ২০০১ ইং তারিখ বেলা চার ঘটিকার মধ্যে তাঁদের নোটিশ বিধানসভা সচিবালয়ে জমা দিতে পারবেন।

এই সভা আগামী ৭ই মার্চ, ২০০১ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রহিল।

## PAPERS LAID ON THE TABLE

( Questions & Answrrs ) ANNEXURE 'A'

Admitted starred Question No. - 187
Name of the Member - Sri Ratan Lal Nefh,
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power
Department be Pleased to state

প্রশ্ন

১। রাজ্যে প্রতিনিয়ত লোড-শেডিং বন্ধে রাজ্য সরকার সুনির্দিষ্টভাবে কি পদক্ষেপ নিয়েছে।

উত্তর

১। উত্তর পূর্বাঞ্চলের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সংগ্রহে কোন অসুবিধা নেই। মূলতঃ আর্থিক অসঙ্গতির জন্য আমাদের রাজ্যে লোড শেডিং করতে হচ্ছে। লোড্ শেডিং বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ক্রয় করার আর্থিক ক্ষমতা আমাদের নেই।

লোড শেডিং কমানোর জন্য নিজস্ব উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো হাতে নেওয়া হয়েছে।

ক) রোখিয়া ( ফেইজ—২ )—১ × ২১ মেগাওয়াট এক্সটেনশান।

খ বড়মুড়া—১ × ২১ মেগাওয়াট এক্সটেনশান।

Admitted Starred Question No. 307
Name of the Member. : Sri Rabindra Debharma.
Wtll the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Deparment
be Pleased to state :

প্রশ্ন

১' রাজ্যের বর্তমানে বিদ্যুতের চাহিদা কত ?

প্রশ্ন

২। কত পরিমান বিদ্যুৎ বহিঃরাজ্য থেকে আনতে হয়, এবং

৩। তার জন্য বছরে কত পরিমাণ টাকা রাজ্য সরকারের ব্যয় করতে হয়।

উত্তর

১। রাজ্যের বর্তমানে সান্ধ্যকালীন বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ১৩৮ মেগাওয়াট এবং প্রাতঃকালীন সর্বোচ্চ চাহিদা ৭৫ – ৮০ মেগাওয়াট। আর দিনের অন্যান্য সময়ে চাহিদা ৬৫—৭০ মেগাওয়াট।

২। বর্তমানে বহিঃরাজ্য থেকে প্রায় ৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আনতে হয়।

৩। তারজন্য বছরে প্রায় ৪২ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের ব্যয় করতে হয়।

Admitted Starred Question No, 311
Name of The Member : Shri Dipak Kumar Roy.
Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি বেসরকারী পরিবহন সংস্থাগুলি এফ. সি. আই পরিবহন কন্ট্রাকট্রের মাধ্যমে ধর্মনগর এবং চোড়াইবাড়ী থেকে চাল, গম, চিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পরিবহন করে থাকে ;

২। ইহা কি সত্য যে, বিগত দিনে এফ. সি. আই কন্ট্রাক্টরদের দ্বারা পরিচালিত ট্রাক বোঝাই মালগাড়ী চাল, চিনি, লুট এবং চুরি হওয়ায় এবার ১ (এক) বৎসরের জন্য টেন্ডারে প্রত্যেক লোড ট্রাক গাড়ীকে Insurence করে দেয়ার জন্য এফ, সি, আই, কর্তৃপক্ষ কন্ট্রাকট্রদের টেন্ডারে অধিক রেইট দেয় সত্বেও দুই মাস যাবৎ Insurance বিহীন পরিচালনা করে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা কন্ট্রাক্টরগণ আত্মসাৎ করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। না।

**Admitted Starred Question No, 312**

**Name of the Member : Sri Dipak Kr. Roy.**

**Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Power Department be Pleased to state :—**

প্রশ্ন

১। রাজ্যে প্রতিদিন সর্বোচ্চ লোডশেডিং এর সময় কত ? এবং সর্বনিম্ন লোডশেডিং এর সময় কত ?

২) লোডশেডিং প্রতি ফিডারে সমভাবে হয় কি ;

৩) লোড শেডিং কমানোর কোন ব্যবস্থা রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হবে কি না ?

উত্তর

১। রাজ্য প্রতিদিন সর্বোচ্চ লোডশেডিং এর সময় ১.৩০ (দেড় ঘন্টা) সান্ধ্যকালীন এবং সর্বনিম্ন লোড শেডিং এর সময় ১ (এক) ঘন্টা প্রাতঃকালীন।

২) সমভাবে করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়।

৩) লোডশেডিং কমানোর জন্য নিজস্ব উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে।

ক। রোখিয়া (ফেইজ—২)—১×২২ মেগাওয়াট এক্সটেনশান।

খ। বড়মুড়া - ২×২১ মেগাওয়াট এক্সটেনশান।

গ। সোনামুড়া সাব-ডিভিশনের শান্তিনগরে নিপকো কর্তৃক একটি ৫০০ মেগাওয়াটের তাপ বিদ্যুৎ স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ঘ। বে-সরকারী উদ্যোগে 'সূর্যচক্র' নামে একটি সংস্থা রাজ্যে ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের প্রস্তাব রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে।

ঙ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো শীঘ্রই সম্পন্ন করার জন্য কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রককে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে রাজ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য সঠিকসময়ে শেয়ার পাওয়া যায়।

Admitted Un-starred Question No. - 66
Name of the Member - Shri Sudip Roy Barman
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be Pleased to state :

1. What is the total number of poeple displaced from their houses within A, D. C. aress by militant out fits over the past seven years ?

2. What steps have the state Govt. taken to resettle these People in their orginal areas of residence ?

## ANSWER

১ নং ও ২ নং প্রশ্ন। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No. 73
Name of the Member. : Shri Birajit Sinha
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be Pleased to state :

### প্রশ্ন

১। ৩০-১-২000 ইং তারিখ পর্যন্ত চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উগ্রপন্থীদের আক্রমণে কতজন নিরীহ নাগরিক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য নিহত হয়েছেন, ( থানা ভিত্তিক তথ্য )

### উত্তর

১। ৩০-১-২000 ইং তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ৬৫৫ জন উগ্রপন্থীদের আক্রমণে মারা গেছেন। এরমধ্যে ৫৫৫ জন সাধারণ নাগরিক, ৮৬ জন নিরাপত্তা কর্মী এবং অবশিষ্ট ১৪ জন বিভিন্ন দপ্তরের সরকারী কর্মচারী।

থানা ভিত্তিক হিসাব সম্বলীয় তালিকায় দেয়া গেল।

PERIOD FROM 10. 3. 98 TO 30. 1. 2001.

| Sl. No, | ame of Police Stations. | Public Killed | Public Injured, | KILLED Security Force | Govt. employee | Security Injured, | Extremists Arrested. | Collaborator Arrested. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | West Agartala P. S. | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 2. | East Agartala P. S. | 2 | — | — | — | — | — | 4 |
| 3. | Champahwer P. S, | 6 | — | — | — | — | — | 4 |
| 4. | Khowai P' S. | 41 | 19 | 1 | — | 5 | 4 | 45 |
| 5. | Kalyanpur P. S. | 92 | 38 | 14 | — | 2 | 3 | 48 |
| 6. | Teliamura P. S. | 38 | 27 | — | — | 3 | 7 | 39 |
| 7. | Jirania P. S. | 38 | 12 | — | 1 | — | 8 | 87 |
| 8. | Airport P. S. | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 9. | Amtali P. S. | 6 | 3 | — | — | — | — | 10 |
| 10, | Bishalghar P. S. | 24 | 15 | — | — | — | 1 | 56 |
| 11. | Takarjala P. S. | 16 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 68 |
| 12. | Melaghar P. S. | 5 | 5 | — | — | — | = | 14 |
| 13. | Sonamura P. S. | 3 | 3 | — | — | — | — | 5 |
| 14. | Jatrapur P. S, | — | — | — | — | — | 2 | 11 |
| 15. | Kalamcharra P. S. | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 16. | Sidhai P. S. | 41 | 14 | 4 | 2 | — | 2 | 54 |
| 17. | R. K. Pur P. S. | 41 | 14 | 8 | 1 | 5 | 14 | — |
| 18. | Killa P. S. | 1 | 4 | 4 | — | 1 | 6 | 52 |
| 19. | Santirbazar P. S. | 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 50 |
| 20. | Baikhora P. S. | 11 | — | 4 | — | 10 | 8 | 52 |
| 21. | Sabroom R. S. | 2 | — | — | — | — | 1 | — |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Birganj P. S. | 30 | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 89 |
| 23. Natunbazar P. S. | 6 | 23 | 8 | — | 1 | 18 | 86 |
| 24. Taidu P. S. | 2 | 28 | — | 1 | — | 3 | 17 |
| 25. ManubazarP' S. | — | — | — | 1 | — | 1 | — |
| 26. Ompi P. S. | 2 | — | — | — | — | 9 | 29 |
| 27. Fatikroy P. S. | 17 | 23 | 1 | — | 9 | 4 | 59 |
| 28. Kanchanpur P. S. | 22 | 18 | — | — | — | 18 | 33 |
| 29. Vangmung P. S. | 1 | — | — | — | — | — | 10 |
| 30. Pacharthal P. S. | 4 | 6 | — | — | — | 1 | 23 |
| 31, Dharmanagar P. S. | — | — | 2 | — | — | 5 | 9 |
| 32. Churaibari P. S. | 1 | 5 | — | — | — | — | 16 |
| 33. Dhamcharra P. S. | — | — | — | — | — | 6 | 18 |
| 34. Kailashahar P. S. | — | — | — | — | — | — | 47 |
| 35. Panisagar P. S. | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 36. Khedacharra P. S. | — | — | — | — | — | — | 16 |
| 37. Ambassa P. S. | 10 | 3 | — | — | — | 15 | 64 |
| 38. Selama P. S. | 14 | 2 | 2 | — | — | 9 | 20 |
| 39. Raishyabari P. S. | 4 | 1 | 4 | — | — | — | 11 |
| 40. Chamanu P. S. | 8 | — | 8 | — | — | 19 | 67 |
| 41. Gandacharra P. S. | 8 | 1 | 4 | — | 1 | 15 | 48 |
| 42. Kamalpur R. S. | 13 | 14 | 5 | — | — | 2 | 47 |
| 43, Ganganagar P. S. | — | — | 7 | — | 9 | 4 | — |
| 44. Manu P.S. | 20 | 26 | 5 | — | 3 | 10 | 23 |
| TOTAL ; | 555 | 329 | 86 | 14 | 61 | 215 | 1347 |

**Admitted** Un-starred Question No. - 75
**Name of the Member** - Shri Birajit Sinha.
**Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be Pleased to state :**

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কোন্ কোন্ পদাধীকারী ব্যাক্তিগন সর্ব্বদা বৈদ্যুতিক সরবরাহের জন্য ·ইমারজেন্সি লাইন ( লোডশেডিং মুক্ত ) পাওয়ার অধিকারী

২। ০২-০২-২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত কাহারা উক্ত সুযোগ সুবিধা পাচেছন ( নাম ও পদবী সহ বিবরন ), এবং

উত্তর

১। বিদ্যুৎ দপ্তরের নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী নিম্নলিখিত পদবীর ভি, আই, পি, সেকরেটারী এবং উচ্চ পদস্থ অফিসারদের বাসস্থানে গ্রীড সাপ্লাই থেকে বিশেষ বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক) মাননীয় রাজ্যপালের বাসস্থান, মাননীয় স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের বাসস্থান মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণের বাসস্থান, মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাসস্থান, মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাসস্থান, মাননীয় বিরোধী নেতার বাসস্হান, মাননীয় সংসদ সদস্যগনের বাসস্হান, মাননীয় এক্সিকিউটিভ মেম্বারগনের বাসস্হান ( টি, টি, এ, ডি সি ) মাননীয় চেয়ারম্যানের বাসস্হান (টি, টি, এ, ডি সি) মাননীয় হাইকোর্টের বিচারপতিগনের বাসস্হান চিফ্ সেকরেটারীর বাসস্হান, পুলিশের ডাইরেক্টর জেনারেল ও এডিশন্যাল ডাইরেক্টর জেনরেলের বাসস্থান প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী এবং সেক্রেটারীগনের বাসস্হান যাঁহারা ডিজেল সেট হইতে ইতিপূর্বেই বিশেষ বিদ্যুৎ পাইতেছিলেন।

খ) বিদ্যুৎ দপ্তরের এডিশন্যাল চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার এবং তদোর্দ্ধ অফিসারগনের বাসস্হানের উপরোক্ত উৎস থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবিধা থাকিলে সেখানে ও বিশেষ সংযোগ দেওয়া হবে।

গ) নিম্নলিখিত পদাধিকারীদের বাসস্হানে গ্রীড উৎসের বিশেষ ফিডার থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে। জয়েন্ট সেক্রেটারী তদোর্দ্ধ দপ্তরের অফিসারগনের বাসস্হান আধিকারকের বাসস্হান, আরক্ষা দপ্তরের ডি, আই, জি, এবং তদোর্দ্ধ অফিসারগণে বাসস্হান, বনদপ্তরের কনজারভেটরের বাসস্হান,

ঘ) বিদ্যুৎ দপ্তরের সরবরাহ ও রক্ষনাবেক্ষনের সহিত যুক্ত কর্মীদের বাসস্থানে বিশেষ গ্রীড উৎসের ফিডার থেকে সুবিধা থাকলে সংযোগ দেওয়া হবে।

২। ০২—০২—২০০১ ইং তারিখ পর্য্যন্ত যাহারা উক্ত সুবিধা পাচেছন উহার বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

| ক্রমিক নং | পদাধীকারী ব্যাক্তিগনের নাম | | বিদ্যুৎ সংযোগের তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১। | হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি | কোয়াটার নং ৬/৫ কুঞ্জবন | ৩১-১২-৯৬ইং |
| ২। | বিচারপতি শ্রী এইচ. কে কে, সিংহ | ,, নং ৬/৯ ,, | ঐ |
| ৩। | বিচারপতি শ্রী এন. সি সিন্‌হা | ,, নং ৬/১ ,, | ঐ |
| ৪। | মাননীয় গভর্ণর এর সেক্রেটারী | ,, নং ৬/৬ ,, | ঐ |
| ৫। | চিফ্‌ সেক্রেটারী | ,, নং ৬/২ ,, | ঐ |
| ৬ | ডি, জি পুলিশ | ,, নং ৬/৩ ,, | ঐ |
| ৭। | মাননীয় মন্ত্রী, শ্রীবিধুভূষণ মালাকার | | ১৪. ০২.২০০০ ইং |
| ৮। | ,, শ্রীবলরাম রিয়াং | | ৭.২.২০০০ ইং |
| ৯। | ,, শ্রীঅঘোর দেববর্মা | | ২০.৮.৯৩ ইং |
| ১০। | ,, শ্রীকেশব মজুমদার | | ৬.৮.৯৩ ইং |
| ১১। | ,, শ্রীসুবোধ দাস | | ১৮.৫.৯৬ ইং |
| ১২। | ,, মহম্মদ ফইজুর রহমান | | ২০.৮.৯৩ ইং |
| ১৩। | ,, শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী | | এপ্রিল ১৯৯৩ ইং |
| ১৪। | ,, শ্রীগোপাল দাস | | জুন ১৯৯৩ ইং |
| ১৫ | মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুকুমার বর্মন | | মে ১৯৯৩ ইং |
| ১৬। | মিঃ ডেপুটি স্পীকার শ্রীসুবল রুদ্র | | ২৬ ৩.১৯৯৮ ইং |
| ১৭। | মিঃ স্পিকার শ্রীজীতেন্দ্র সরকার | | ১২.১০.১৯৯৫ ইং |
| ১৮। | মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরমেন্দ্র দেবনাথ | | ১৭.৮.১৯৯৮ ইং |
| ১৯। | ,, শ্রীসুধীর দাস | | ১৭, ১২.১৯৯৮ ইং |
| ২০। | ,, এম, পি শ্রীসমর চৌধুরী | | ১৬ ৮ ১৯৯৮ ইং |
| ২১। | ভাইস চেয়ারম্যান, শ্রীতপন চক্রবর্তী ( এস, পি. সি ) | | ২৪,,৪.১৯৯৯ ইং |

| ক্রমিক নং | পদাধীকারী ব্যাক্তিগণের নাম | বিদ্যুৎ সংযোগের তারিখ |
|---|---|---|
| ২২ । | চেয়ারম্যান ( ও, বি, সি ) শ্রীরনজিৎ দেবনাথ | ২৪.৩.১৯৯৮ ইং |
| ২৩ । | মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার | ২০ ৩.১৯৯৮ ইং |
| ২৪ । | " শ্রীনারায়ণ রূপিনী । | ৬.৬ ১৯৯৮ ইং |
| ২৫ । | সেক্রেটারী শ্রীনেপাল চন্দ্র সিনহা | ১৩.১.১৯৯৮ ইং |
| ২৬ । | মাননীয় এম এল.এ শ্রীসমীর দেব সরকার | ২০.১.১৯৯৯ ইং |
| ২৭ । | মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী | ২৯.৫.১৯৯৮ ইং |
| ২৮ । | মাননীয় এম. এল. এ শ্রীমনোরঞ্জন দেববর্মা | ২৬ ৩.৩.৯৮ ইং |
| ২৯ । | টি টি এ, এ, ডি, সি চেয়ারম্যান শ্রীহীরেন্দ্র কুমার ত্রিপুরা | ৬ ২.২০০০ ইং |
| ৩০ । | মাননীয় এম, এল, এ খগেন্দ্র জমাতিয়া | ১.৪ ৯৩ ইং |
| ৩১ । | " " প্রশান্ত দেবমা | ৮.৯ ৯৭ ইং |
| ৩২ । | " " প্রণব দেববর্মা | ১৮.৯.৯৮ ইং |
| ৩৩ । | " " অনিল চাকমা | ১৮.৪.৯৩ ইং |
| ৩৪ । | চেয়ারম্যান ( টি, এস, সি, ডি, সি ) মহঃ শহীদ চৌধুরী | ২০.৪ ৯৩ ইং |
| ৩৫ । | মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা | ফেব্রুয়ারী ৯৯ ইং |
| ৩৬ । | চিফ্ এক্সকিউটিভ অফিসার শ্রীরণজিৎ দেববর্মা ( এ, ডি, সি ) | ১ ২ ৯৬ ইং |
| ৩৭ । | মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার | ২০ ৮.৯৫ ইং |
| ৩৮ । | মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন ( এম, এল, এ ) | ৭ ২ ২০০০ ইং |
| ৩৯ । | মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমতিলাল সাহা | মে ৯৭ ইং |
| ৪০ । | সেক্রেটারী শ্রী বি. কে চক্রবর্তী | ২৪ ৫ ৭৯ ইং |
| ৪১ । | শ্রীমতি ইলোরা নাথ ( শিব ) ( শ্রীরতন নাথ, এম, এল, এর জন্য ) | ডিসেম্বর ৯৪ ইং |
| ৪২ । | শ্রীমতী মঙ্গলেশ্বরী দেববর্মা ( প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী) | জানুয়ারী ১৯৯৯ ইং |

| ক্রমিক নং | পদাধীকারী ব্যাক্তিগনের নাম | বিদ্যুৎ সংযোগের তারিখ |
|---|---|---|
| ৪৩। | মাননীয় বিচারপতি, বি, বি দেব, প্রগতি রোড | |
| ৪৪। | পি, টি আই মেলারমাঠ | |
| ৪৫। | মহিলা কমিশন, মেলারমাঠ | অনেক আগের |
| ৪৬। | চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার, মেলারমাঠ | ঐ |
| ৪৭। | ডেইলী দেশের কথা, মেলার মাঠ | ঐ |
| ৪৮। | আয়ুরবেদিক, হাসপাতাল, হরিগঙ্গা বসাক রোড | ১৯৯৯ ইং |
| ৪৯। | আই, জি, এম, হাসপাতাল এর তত সংলগ্ন কোয়ার্টাস | অনেক আগে |
| ৫০। | বীরচন্দ্র লাইব্রেরী | ঐ |
| ৫১। | গর্ভমেন্ট মিউজিক কলেজ | ঐ |
| ৫২। | উমাকান্ত একাডেমী ও তত সংলগ্ন হোস্টেল | ঐ |
| ৫৩। | ত্রিপুরা ফুটবল এসোশিয়েশন | ঐ |
| ৫৪। | সেক্রেটারী য়েট কমপ্লেক্স | ঐ |
| ৫৫। | টি, পি' এস, সি অফিস | ঐ |
| ৫৬। | হাঃ কোর্ট ইয়রড কমপ্লেক্স | ঐ |
| ৫৭। | সদর এস, ডি, ও অফিস | ঐ |
| ৫৮। | ভাবীভারত পত্রিকা | ঐ |
| ৫৯। | এস, পি, অফিস | ঐ |
| ৬০। | ফায়ার সার্ভিস | ঐ |
| ৬১। | ডি জি অফিস | ঐ |
| ৬২। | কুমারী মধুতি রূপশ্রী আদিবাসী যাত্রী নিবাস | ঐ |
| ৬৩। | এম, এল, এ হোস্টে নং ২ | ঐ |
| ৬৪। | শ্রীমতি বেবী গুপ্তা, লোক্যাল নিউজ পেপার অফিস | ঐ |
| ৬৫। | শিশু বিহার স্কুল | ঐ |
| ৬৬। | ওয় টার সাপ্লাই প্লেন্ট ( শিশু বিহার ) | ঐ |
| ৬৭। | ইউ এন, আই | মে, ২০০০ ইং |
| ৬৮। | মহিলা সমিতি অফিস | অনেক আগে |
| ৬৯। | শ্রী বাজুবন রিয়াং | ঐ |

| ক্রমিক নং | পদাধীকারী ব্যাক্তিগণের নাম | বিদ্যুৎ সংযোগের তারিখ |
|---|---|---|
| ৭০। | রেলওয়ে রিজারভেশান কাউন্টার, টি, আর, টি, সি অফিস | ঐ |
| ৭১। | দৈনিক সংবাদ | ঐ |
| ৭২। | ইলেকট্রিক্যাল সাব-ডিভিশান ( আই, জি, এম ) | ঐ |
| ৭৩। | পাবলিসিটি অফিস, গান্ধীঘাট | ঐ |
| ৭৪। | শ্রীসুরজিৎ দত্ত, এম, এল, এ, রামনগর | ডিসেম্বর, ৮৮ |
| ৭৫। | মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপবিত্র কর, রামনগর | সেপ্টেম্বর, ৯৯ |
| ৭৬। | জি, বি, হস্‌পিটাল | দীর্ঘদিন আগে |
| ৭৭। | সেন্টাল হস্‌পিটাল | ঐ |
| ৭৮। | ক্যান্সার হস্‌পিটাল | ঐ |
| ৭৯। | টি. বি ওয়ার্ড | ঐ |
| ৮০। | গভর্নর বাঙ্গলো | ঐ |
| ৮১। | সার্কিট হাউস | ঐ |
| ৮২। | গ্রীড সাব-ষ্টেশন ষ্টাফ কোয়ার্টার্স, ৭৯ টিলা | ঐ |
| ৮৩। | ইলে. সাব-ডিভিশান ( জি.বি ) | ঐ |
| ৮৪। | গভঃ প্রেস | ঐ |
| ৮৫। | ওয়াটার ট্রিটমেন্ট | নভেম্বর, ২০০০ ইং |
| ৮৬। | ত্রিপুরা দর্পন | দীর্ঘদিন আগে |
| ৮৭। | মাননীয় বিচারপতি, শ্রীপি, কে. সরকার | ঐ |
| ৮৮। | রবীন্দ্র ভবন | ঐ |
| ৮৯। | সুকান্ত একডেমী | ঐ |
| ৯০। | টেলিগ্রাফ অফিস | ঐ |
| ৯১। | আর, এম এম অফিস | ঐ |
| ৯২। | দুর্গাবাড়ী মন্দির | ঐ |
| ৯৩। | লক্ষী নারায়ণ বাড়ী মন্দির | ঐ |
| ৯৪। | কালীবাড়ী মন্দির | ঐ |
| ৯৫। | জাগরণ পত্রিকা, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড | ঐ |
| ৯৬। | স্যন্দন পত্রিকা, শকুন্তলা রোড | ঐ |

| ক্রমিক নং | পদাধীকারী ব্যক্তিগনের নাম | বিদ্যুৎ সংযোগের তারিখ |
|---|---|---|
| ৯৭। | চিলড্রেন পার্ক | ঐ |
| ৯৮। | জনসেবা পরিষদ | ঐ |
| ৯৯। | টাউন হল, পেলেস কম্পাউন্ড | ঐ |
| ১০০। | আই, সি, এ. টি অফিস শ্বেতমহল | ঐ |
| ১০১। | বিধান সভা | ঐ |
| ১০২। | আগরতলা মিউনিসিপালিটি গ্রন্থাগার (পঃ কঃ ) | ঐ |
| ১০৩। | সেটেলমেন্ট অফিস | ঐ |
| ১০৪। | এক্সিকিউটিভ অফিসারস অফিস টি, টি, এ, ডি, সি ( পঃ কঃ ) | ঐ |
| ১০৫। | চিফ্ ইঞ্জিনীয়ার (ইকে) কমপ্লেক্স | ঐ |
| ১০৬। | পাউয়ার হাউস কমপ্লেস অফিস সমূহ | ঐ |
| ১০৭। | জগন্নাথ মন্দির, জগন্নাথ বাড়ী রোড | ঐ |
| ১০৮। | প্রেস ক্লাব, জগন্নাথ বাড়ী রোড | ঐ |
| ১০৯। | গণদূত পত্রিকা ( প্যালেস কমঃ ) | ঐ |
| ১১০। | ত্রিপুরা অবজারবার, লক্ষ্মীনারায়ন বাড়ী রোড | ঐ |
| ১১১। | পূর্ব থানা | ঐ |
| ১১২। | বড় ডাকঘর | ঐ |
| ১২৩। | জনশিক্ষা কোঅপারেটিভ | ঐ |
| ১১৪। | টি, ই, সি, সি অফিস ( এইচ, বি, রোড ) | ঐ |
| ১১৫। | ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লেন্ট, কলেজটিলা | ঐ |
| ১১৬। | বীর বিক্রম কলেজ | ঐ |
| ১১৭। | সেন্ট্রাল জেইল | ঐ |
| ১১৮। | গণ সংবাদ পত্রিকা | ঐ |

প্রশ্ন

৩। ঐ সকল ব্যক্তিগণ কবে থেকে এবং কিভাবে এ সুযোগ ভোগ করছেন তাহার বিবরণ ?

উত্তর

৩। জরুরী কর্তব্যরত অফিস ও পদাধীকারী ব্যক্তি বিবেচনা করে পূর্বে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে নির্দ্দিষ্ট আইন প্রনয়ণ করা হয় এবং ঐ অনুযায়ী দপ্তর বর্তমানে বিদ্যুৎ সংযোজন ও বিয়োজন করছে। যখন থেকে উক্ত সুবিধা পাচ্ছেন উহার বিবরণ ২ নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করা আছে।

# PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Wednesday the 7th March, 2001

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A.M. on Wednesday, the 7th March 2001.

## PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Hon'ble Speaker in the Chair, The Hon'ble Chief Minister, the Deputy Speaker, 15 Ministers and 36 Members.

## QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বললে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়।

**শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়** (রাধাকিশোরপুর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড স্টার্ট কোশ্চেন নাম্বার ১৮৪।

**শ্রী সুধীর দাস** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৪।

### প্রশ্ন

১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি সহ রাজ্যের নগর পঞ্চায়েতগুলিতে মাষ্টার প্ল্যান তৈরীর কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা ?

২। যদি গ্রহণ করে না থাকেন, তবে অবিলম্বে মাষ্টার প্ল্যান তৈরীর কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

### উত্তর

১। আগরতলা শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স গড়ে তোলার জন্য মাষ্টার প্ল্যানের রূপরেখা তৈরী করে কাজ শুরু হয়েছে।

অন্যান্য নগর পঞ্চায়েতগুলির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী শহর উন্নয়ন প্রকল্পে বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরী করে কাজ চলছে।

২। পূর্ণাঙ্গ মাষ্টার প্ল্যান তৈরীর ব্যাপারে রাজ্য সরকার বিচার বিবেচনা করছে।

**শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং কবে থেকে এর কাজ শুরু হবে, নগর পঞ্চায়েতের যে মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করার কাজ?

**শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) :—** স্যার, আগরতলা পুরপরিষদের জন্য আমরা দপ্তরের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এরিয়া সার্ভে করার জন্য আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম এবং কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই সম্মতি তাতে দিয়েছে তারা এরিয়া সার্ভে করবেন। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যে সম্মতি আমরা আশা করছি এর মধ্যেই কাজ আরম্ভ করবে দ্বিতীয়ত আমাদের রাজ্যে আমরা পুরপরিষদের মধ্যে উদয়পুর, ধর্মনগর এবং কৈলাশহর-এর জন্য মাষ্টার প্ল্যানের জন্য পরিকল্পনা দপ্তর থেকে গ্রহণ করেছি এবং এই আর্থিক বছরের মধ্যে আমাদের এই কাজগুলো করতে পারব।

**শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করার কাজটা, এটা নগর পঞ্চায়েতগুলোর তো ইঞ্জিনিয়ারিং সেল আছে তার মধ্যে দিয়ে করা হবেনা, অন্য কোন সেলের মাধ্যমে করা হবে এবং তার জন্য কত টাকা ধরা হয়েছে?

**শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) :—** স্যার এখানে তো আমাদের দপ্তরের কোন ইঞ্জিনিয়ারিং সেল নেই, আমাদের নগর পঞ্চায়েতগুলোর কাজকর্ম যারা করেন পি ডব্লু. ডি. ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে আমরা করাই। এবং তারা ডেপুটেশনে আছেন। মাষ্টার প্ল্যান করার ব্যাপারে আমরা প্রাইভেট ফার্ম, তাদেরকে দিয়ে করাবার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি এবং এই ক্ষেত্রে টাকা পয়সার বিষয়টা এখনও ফাইন্যাল হয়নি এবং তার কত টাকা লাগবে এইসমস্ত বলেনি। এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখা যায় যে আগরতলা শহরে রাজ্যের নগর পঞ্চায়েতগুলোর মধ্যে জনসংখ্যার হার যেভাবে বাড়ছে আমাদের এখানে একটি হিসাব ৯৯১ ইং সালে জনসংখ্যা ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৯৭ জন। এটা আগরতলার ছয়টি সিটি টাউনে যেমন যোগেন্দ্রনগর, বাধারঘাট, বড়জলা, প্রতাপগড়, গান্ধীগ্রাম এবং সিংগারবিল সহ চার লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৯৭ জন। এবং বর্তমানে অনুমান করা হচ্ছে যে জনসংখ্যাটা ৬ লক্ষ ? হাজার ৫০৩ জন। এবং আগামী ১০ বছরে এটা হবে অর্থাৎ ২০১১ ইং সালে ৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৪১২ জনের মত। কাজেই সে দিক থেকে মাষ্টার প্ল্যান যদি না করা যায় তাহলে টাউন-এর উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে এবং সেজন্য এই বিষয়ের উপর দপ্তর আমরা সরকারের পক্ষ থেকে গুরুত্ব দিয়েছি।

**শ্রীসমীর দেব সরকার** (খোয়াই) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন মাষ্টার প্ল্যান তৈরী না করে এখন যে নগর পঞ্চায়েত কাজগুলো চলছে তা কি সুপারভিশনে কাজ চলছে? পরবর্তী সময়ে মাষ্টার প্ল্যান করার পর দেখা যাবে এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো কাজ আসছে না। বিশেষ করে জল নিষ্কাষনের ব্যবস্থারই কথা বলছে এই সম্পর্কে তাড়াতাড়ি নগর পঞ্চায়েতে মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা এর সাথে শুধুমাত্র এখানকার না টেলিকমিউ-নিকেশান ডিপার্টমেন্ট এরা যেভাবে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে যেভাবে তাদের ইচ্ছামত খেয়াল খুশি মত কাজ করছে। কাজেই মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করার সময় টেলিকমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টে যারা আছেন তাদেরকে যুক্ত করার কোন ব্যবস্থা রাখা হবে কিনা?

**শ্রীসুধীর দাস** (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, মাষ্টার প্ল্যান করতে গেলে তো সবটা বিষয়ের মধ্যে মাষ্টার প্ল্যান থাকে। আমরা মাষ্টার প্ল্যান যখন করি তখন মেইনলি ধর্মনগর, কৈলাশহর এবং উদয়পুর, তার বাইরেও যে নগর পঞ্চায়েতগুলি সবগুলিকে আমরা কাভার করি এবং প্ল্যান করার সময় এলাকাতে যেসমস্ত কাজকর্ম হয় সেসমস্ত বিষয়টা কাভার করা, আমরা ফাইলের মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করব।

**শ্রীজওহর সাহা** (বীরগঞ্জ) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা অবগত কিনা, জোট সরকারের আমলে আগরতলা পুরপরিষদ সহ রাজ্যের প্রতিটি নগর পঞ্চায়েতের মাষ্টার প্ল্যান এ আনার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং বিশেষ করে যে কথাটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আগরতলার বাইরে ধর্মনগর, কৈলাশহর এবং উদয়পুর এইগুলির জন্য সবসময় মাষ্টার প্ল্যান নেওয়া হয়েছে। এবং সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। আর এছাড়াও আগরতলা পুরপরিষদের বর্তমান ডেইলি রেজিসষ্টার এটা কিন্তু মাষ্টার প্ল্যানের মধ্যে আছে। এটা কিন্তু মাষ্টার প্ল্যানের মধ্যে আছে? এটা করা হয়েছে এবং মোটরষ্টেগুগুলি যেটা ধরুন আগরতলার উত্তরে সীমনা সেই মোটরষ্টেণ্ড আগরতলা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মোটরষ্টেণ্ড বর্তমানে যেটা আছে সেটা সরিয়ে নেওয়ার একটা পরিকল্পনা ছিল চন্দ্রপুরে। বটতলায় যে মোটরষ্টেণ্ড আছে সেটাকেও ড্রুপগেইট পেড়িয়ে নেওয়ার কথা ছিল। এই পরিকল্পনা আগে নেওয়া হয়েছিল সেইগুলি কেন এখনও কার্যাকরী হচ্ছেনা। এবং বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েতে যে সকল প্ল্যান করা হয়েছিল জল নিস্কাশন, কিংবা পানীয় জল সরবরাহ বা নতুন কিছু স্থাপন করার জন্য সেইগুলি বর্তমানে কি পর্য্যায় আছে। আর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটাও জানাবেন কি যে মাষ্টারপ্ল্যান তৈরী করতে গেলে কিছু সমস্যা হয়। আমি একসঙ্গে বলছি আপনার পক্ষে সুবিধা হবে তিনটা পয়েন্টের উত্তর দেওয়াটা এখানে সমস্যা হবে। প্রত্যেক নগর পঞ্চায়েতে এমনকি আগরতলা পুরপরিষদে ও পূর্ণাঙ্গ মাষ্টার প্ল্যান

তৈরী করতে গেলে যে পরিকাঠামোর দরকার নেই পরিকাঠামোগুলি তাদের হাতে নেই। যেগুলি, পেনডিং রয়েছে সেইগুলি কি করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীসুধীর দাস** (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই উল্লেখ করেছি, আমরা আগরতলা পুরপরিষদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি এবং তারা রাজিও হয়েছেন। আর তারা এরিয়া সার্ভে করে আমাদের আগরতলার জন্য মাষ্টার প্ল্যান করে দেবে। এবং বাকী নগর পঞ্চায়েতগুলির জন্য ও আমি বলেছি, তিনটা নগরপঞ্চায়েত আমরা প্রায়রিটি দিয়েছি। কারণ জনসংখ্যা সেখানে তুলনামূলক বেশী। যে কথাটা মাননীয় বিরোধী দলনেতা উল্লেখ করেছেন যে, জোট আমলে মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হয়েছিল, এই জাতীয় তথ্য আমার কাছে নেই। পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু কার্যকরী করা হয়নি, যার জন্য নতুন ভাবে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এটা আমি প্রথমে উল্লেখ করেছি আমরা গুরুত্ব দিয়ে চেষ্টা করব।

**শ্রীজওহর সাহা** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা জানাবেন কিনা, উনার দপ্তরের একজন এই ব্যাপারে দিল্লীতে তৎকালীন আরবান ডেভেলপমেন্টের মিনিষ্টার মহসিনী বিদোযাহুএর কাছে আমরা আগরতলা পুরপরিষদ সহ রাজ্যে বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েতের মাষ্টার প্ল্যান সেখানে পাঠানো হয়েছে, তথ্য সরকারী দপ্তরে থাকার কথা, এইগুলি কেউ নিয়ে যায়নি। এটা খতিয়ে দেখবেন কিনা এইগুলি সত্য কথা হাউসকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন কে দিয়েছে, কারা দিয়েছে এটা বড় কথা না। আমি যখন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলাম সেখানে এইগুলি পাঠানো হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা খতিয়ে দেখবেন কিনা?

**শ্রীসুধীর দাস** (মন্ত্রী) :— আমিতো উল্লেখ করেছি আমার জানা মত জোট আমলে কোন মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করবার জন্য সারা রাজ্যে নগর পঞ্চায়েতগুলিকে একত্রিত করে বা আলাদা করে এইরকম কোন পরিকল্পনা দপ্তরের কাছে নেই। তারপরেও যেহেতু উনি বলেছেন আমি খতিয়ে দেখব এইগুলিকে কি করা যায় এই সম্পর্কে উদ্যোগ গ্রহণ করব।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া** (অম্পিনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং — ১২।

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং — ১২

## প্রশ্ন

১। বর্তমানে টি, টি, এ, এ, ডি, সি-র ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজ্য কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন? এবং

২।৬. এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারকে কোন পরামর্শ বা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

## উত্তর

১। ত্রিপুরা স-উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলি গ্রহণ করেছে :—

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফশিল মোতাবেক গঠিত স্বশাসিত জেলা পরিষদগুলি যাহাতে আরো উন্নয়ণমূলক কাজ করার ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে সংবিধানের সংশোধনীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও জেলা পরিষদগুলির মতামত জানতে চেয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে রাজ্য সরকার ৩রা জুন ১৯৯৯ ইং এবং ১১ই অক্টোবর, ১৯৯৯ ইং তারিখে ২টি পৃথক পৃথক চিঠিতে রাজ্য সরকারের মতামত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট জানিয়ে দিয়েছে। সেখানে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে যে একাদশ এবং দ্বাদশ তফশীলে বর্নিত ক্ষমতাগুলোও যাহাতে ভিলেজ কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল-এর কাছে অর্পন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট প্রস্তাবের বাইরেও রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট নিম্নের বিষয়গুলো প্রস্তাব করেছে।

১। রাজ্যের পরিকল্পনা বরাদ্দ চূড়ান্ত করার সময় প্লেনিং কমিশন-এর সাথে আলোচনায় জেলা পরিষদকেও সামিল করতে হবে।

২। জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রনীত বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক প্রকল্পে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের মাধ্যমে অধিক অর্থ বরাদ্দ করে।

৩। জেলা পরিষদকে যাহাতে ১১তম ফিনান্স কমিশনের নিকট বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়।

৪। জেলা পরিষদগুলি বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক কাজ করার জন্য যাহাতে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পন করা।

৫। ফরেষ্ট কনজারভেশন এ্যাক্ট, ১৯৮০-র প্রয়োজনীয় সংশোধন করা, যাহাতে জেলা পরিষদ রিজার্ভড্ ফরেষ্ট এবং প্রপোজড্ রিজার্ভড্ ফরেষ্ট-এর উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে।

ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এবং তার বিভিন্ন স্তরের বডি গুলো যাহাতে আরো আর্থিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক কাজ করতে পারে, এই উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকার বিগত ২৮শে মার্চ, ২০০০ ইং তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করে রাজ্যের ৯টি দপ্তরের

কিছু নির্দিষ্টকৃত ক্ষমতা এবং কাজের দায়িত্ব ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এবং পরিষদের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিগুলোর নিকট অর্পন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

দপ্তরগুলো হল :—

1. Agriculture (including Horticulture)
2. Fisheries
3. Animal Resource Development
4. Education
5. PWD (including IFC and PHE)
6. Power Department
7. Health and Family Welfare
8. R D Dept.
9. R. D. (Pancheyat).

২। না।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, কেন্দ্রীয় সরকার যখন নিজের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের কাছে পরামর্শ চেয়েছেন কি কি বিষয়ে এ. ডি. সিকে আরো ক্ষমতা দেওয়া যায়। এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ঐ চিঠির কোন উত্তর দেওয়া হয়েছে কিনা এবং দেওয়া হয়ে থাকলে কি বিষয়ে কি কি উল্লেখ রয়েছে।

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—** এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারের কাছে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাবটি দেওয়ার পরে আর কোন পরামর্শ ওরা জানায়নি।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** চিঠির উত্তর এসেছে কিনা ?

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—** চিঠিও দেয়নি।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটুকু আমরা একমত যে এই হাউসে সবাই এ. ডি. সির ক্ষমতা বৃদ্ধি হোক এটা চাই। কারণ এ. ডি. সি এলাকা পশ্চাদপদ। এটা একটা এলাকা নির্দৃষ্ট বলেই চিহ্নিত। কাজেই এলাকা উন্নয়নের জন্য যখন এ. ডি. সি তৈরী করা হয়েছে। তার হাতে যদি ক্ষমতা না দেওয়া হয় তাহলে উন্নয়ন সম্ভব না। অতএব আমরা সকলে মিলে যে প্রস্তাবগুলি পাঠিয়েছি এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কোন জবাব দিচ্ছেন না এটা খুব

দুঃখজনক। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই অবস্থায় আমরা এখানে যারা প্ল্যানটেশন করছি যে সমস্ত দল সকলে মিলে এই প্রস্তাব নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন কিনা?

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—** স্যার, এ. ডি সিকে ক্ষমতা দেওয়ার পরে যে, সাজেশানগুলি এখান থেকে পাঠানো হয়েছিল এইটাও, যদি হাউস থেকে এই ধরনের কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহলে তো প্রস্তাব পাঠানোর কোন অসুবিধা নেই। মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন যে, এটাতো কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করছে। তবে আমি এখানে একটা জিনিষ বলছি আমাদের একটা পয়েন্ট ছিল ১১তম ফিনান্স এর সঙ্গে এ. ডি, সিকে আলোচনার সুযোগ দেওয়া। এই ক্ষেত্রে উনাদের চীফ যখন আসবেন, এই কথা জানার পরে আমরা তাদেরকে চিঠি লিখেছিলাম আমাদের এ, ডি. সিকে যাতে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়। তাতে ১১তম ফিনান্স কমিশান তারা এই আলোচনার পরে এ, ডি, সিকে পাঁচ বছরের জন্য পরবর্তী বছরে ২ কোটি ১৬ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা তারা সেংশান্ করে। প্রতি বছর তারা এই টাকাটা পাবে; ৫ বছরে তারা মোট পাবে ১০ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** স্যার, আমার প্রশ্ন এটা নয়। ১১তম ফিনান্স কমিশন হয়ত টাকা বরাদ্দের চিন্তা করেছেন কিন্তু ক্ষমতার ব্যাপারটা ১১তম ফিনান্স কমিশনের হাতে নেই। আমরা যে প্রস্তাব দিয়েছি এগুলি সর্বদলীয়ভাবে মানে বিধানসভায় যেসমস্ত দল রিপ্রেজেন্ট করছে এটা আমরা সমমত পোষন করি। এই কাজটা করা যায় মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে বা অন্য কোন মন্ত্রীর নেতৃত্বে এটা রিপ্রেজেনটেশান্ দেওয়ার সম্মতি আছে কিনা?

**শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিষয়টার গুরুত্ব সম্পর্কে আর কোন অবকাশ নেই। তা এখানে তো হয়েই গেল হোম ডিপার্টম্যান্টের যে প্রস্তাব তার পরিপেক্ষিতে কিন্তু এই উদ্দেশ্যগুলি নেওয়া হয়েছিল। এবং এটা দীর্ঘসময় আগে থেকে কিন্তু কোন রিপ্রেজেন্টেশান্ পাওয়া যায়নি। এপার্ট ফ্রম্ দিজ আমরা আমাদের সরকারের তরফ থেকে এই যে এক্সট্রিমিস্ট প্রোব্লেম ফেইস্ যা ডিল করার প্রশ্নে একটা হোলিস্টিক প্রস্তাব সরকারের কাছে রেখেছিলাম। তাতেও আমরা বলেছিলাম স্পেশিফিক্যালি, কেটাগোরিক্যালী যে সিক্সথ্ সিডিউলড্ আওতা ভূক্ত যে অটোনোমাস্ বডিগুলি আছে, আমাদের রাজ্য যেহেতু উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা নাম দিয়েছে। 'ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ' তাদের কিছু বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের কাছে তখন তারা জানতে চেয়েছিলেন এইগুলি কি সবাই মিলে সম্মতি দেওয়া যায়না, আমরা বলেছি ঠিক আছে হতে পারে, আলাপ করে মিটিংএর ব্যবস্থা করুন। আমাদের প্রস্তাবগুলি আমরা পরিস্কার করে বলব। তারা মিটিংএ ডাকেননি. এখন মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এখানে

বৈঠকের, আমার মনে হয় এখান থেকে একটা সর্বদলীয় মানে যারা-যারা হয় তারাই। আর সব দল না গেলে যারা যারা চাইবেন না তাদেরকে তো আর জোর করে নেওয়া যাবেনা। কিন্তু আমার মনে হয়, প্রথমেই আমাদের এই দপ্তরের পক্ষ থেকে আরেকটা চিঠি দিয়ে দপ্তরের দৃষ্টিতে এনে যে, আমরা চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু তার কোন এ্যাকনোলেজমেণ্ট বা এনকুয়েরী বা কোন রিয়েকশান আমরা পাইনি এবং এটা রেফার করে যে বিধানসভার মধ্যে ব্যাপারটা উত্থাপন হয়েছে ফলে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। প্লীজ লেট আস নো এট লিট ইউ এক্সপ্রেস ইওর মাইণ্ড, তোমরা কি ভাবছ আমাদের সাহায্য কর। যদি তার পরেও কিছু না পাওয়া যায়, নিশ্চই আমরা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে কথা বলে ছোট একটা ভেরিফিকেশান করে সেখানে যেতে পারেন এবং যাওয়ার আগে আবার যারা যাবেন সেখানে গিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করা ঠিক হবেনা, সবাই মিলে এগ্রিমেণ্টেড পয়েণ্টগুলি সেইগুলি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। ওভার এণ্ড এভাব আমাদের রাজ্যে ৩ জন এম, পি, আছেন, ২ জন লোকসভায় আর আরেকজন রাজ্যসভায়। যদিও ২৩ তারিখ ফাস্ট ফেইস অব দিস সেশান এটা শেষ হবে, কিন্তু সেই সময় মন্ত্রীদের পাওয়া যেতেই পারে, উনাদেরকেও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট রিকুয়েষ্ট করতে পারেন যে প্লীজ টেইক আপ দিস ইস্যু উইদ এ কনসার্ন মিনিষ্ট্রি বা এটা প্রাইম মিনিষ্টরের সঙ্গে কথা বলে, কারণ কিছু কিছু বিষয় থাকবে সংবিধানে সংশোধনের প্রশ্নে। কাজেই এটা হোম বা প্রাইম মিনিষ্টার তাদের যুক্ত না করলে পরে কিছু লাভ হবেনা। উনাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমার মনে হয় সবদিক থেকেই বিষয়গুলি নেওয়া যেতে পারে। ''উই হেভ নো অবজেকশান''।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—** মাননীয় মন্ত্রী যে এটা দপ্তরকে প্রেজেণ্ট নোটিফিকেশন করে দেওয়া হয়েছে এটার মধ্যে ব্লকগুলি ডিসট্রিক্ট কাউনসিল এলাকায় আছে। এই ব্লকগুলিকে এ, ডি, সির কাছে হস্তান্তর করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?, যদি না থাকে তাহলে কি করে ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল এলাকায় তারা নিজস্ব ব্লক চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে। যেমন আমি পত্রিকায় দেখেছি প্রনব বাবুকে এ্যাপয়েণ্ট করা হয়েছে হেজামারা ব্লকে আর্মি থেকে আই, পি, এফ, টির যে চেয়ারম্যান তারা সেখানে ব্লক চেয়ারম্যান হবে। যেমন ব্লক চেয়ারম্যান হয়েছে মান্দাই। এইগুলি যদি হস্তান্তর না হয়ে থাকে তাহলে কি করে এটা করা হয়েছে। (দুই) এটা সত্য কিনা যে রাজ্য পুলিশ ১০ হাজার নিযুক্ত করবে এবং সেই ১০ হাজার পুলিশ নিযুক্ত করবে জানুয়ারী মাসের ভিতরে এটা দেখেছি পত্রিকায়। এই ১০ হাজার পুলিশ নিযুক্ত হলে পরে রাজ্যে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় পুলিশ ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল এলাকার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না, এ, ডি, সির মুখ্য কার্য্যনির্বাহী ঘোষনা দিয়েছেন এটা জানা আছে কিনা ?, এবং জানা থাকলে কোন আইন বলে এইগুলি বলেছেন। এটা পরিস্কার করে বলুন।

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা** (মন্ত্রী) :— স্যার, ব্লকগুলি ছিল। ব্লকগুলি এ. ডি. সি-র হাতে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়নি। এখন এ ডি. সি কর্তৃপক্ষ যদি কোন আইন কানুন ছাড়া তারা বে-আইনীভাবে কোথাও কোথাও চেয়ারম্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেন, বেআইনী হবে। কিন্তু সরকার শুধু এই টুকু বলে যাবে। ব্লকগুলি এ, ডি, সির হাতে হস্তান্তর করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এ. ডি, সির হাতে সিক্স সিডিউল অনুযায়ী ভিলেজ পুলিশ গঠন করার অধিকার সিক্স-সিডিউলের দেওয়া আছে। এটা তার কোন আর্মস ফোর্স হবেনা কিংবা এ, কে ৪৬ হবেনা। এটা তো লাঠিধারী পুলিশ। এই বিলটা যখন হয় এই বিলেই সেই রকমভাবে বলা আছে। কতটুকু পর্যন্ত তারা ব্যবহার করতে পারবে, এই বিলেই বলা আছে। এরপরেই ১০ হাজার পুলিশ নেবে। এই পুলিশ কি কাজে ব্যবহার হবে আমরা তো জানি না। আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব হচ্ছে রাজ্য সরকারের কাছে।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** :— এটার কোন অনুমোদন চাওয়া হয়েছে কিনা ?

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা** (মন্ত্রী) :— না, অনুমোদন চাওয়া হয়নি। ওরা নিজেরাই বলছে সরকারের সঙ্গে কোন আলোচনা করে, পরামর্শ করে কিংবা খতিয়ে দেখা এইগুলি হয়নি। এখন যে কাজগুলি করান তাদের দরকার সেগুলি অসাংবাধানিক কিছু বলার চেষ্টা করে বা কাজ করবার চেষ্টা করে তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। এটাত আইনের প্রশ্ন আছে, নিয়মের প্রশ্ন আছে। ভারত সরকারের সংবিধান মেনে আমরা চলবার চেষ্টা করি। দ্বিতীয়তঃ এ. ডি, সি-র হাতে যে ৯টা দপ্তর আমরা দিলাম সেটা তার নিজস্ব বাজেটে আছে। এর পরেই ষ্টাট গভঃমেন্ট ও এ, ডি, সি এলাকায় কাজকর্ম সেখানে থাকে সবগুলি এ, ডি সি এলাকায় একটা মনিটারী করার জন্য একটা মনিটারী হতে পারে ! তার জন্য এ. ডি. সি-র হাতে কিছু এই মনিটারী ক্ষমতা দেওয়া। এই কারণে এদের যেমন আমাদের সাবজেক্ট ওয়াইজ দেওয়া আছে। এ ডি. সি-এর হাতে কিছু মনিটারী ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ এই নয়, দপ্তর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের দপ্তর রাজ্যেরই আছে। আইনে এটা দেওয়া যায়না। রাজ্য সরকারের কিছু অফিসার এবং এ, ডি, সি-এর কিছু অফিসার যুক্ত ভাবে কাজ দেখবেন এইটুকু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া** (বাগমা) :— স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৪১।

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা** (মন্ত্রী) :— স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪১।

**প্রশ্ন**

১। এ, ডি, সি, এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে রোমান অক্ষরে কক-বরক ভাষার লেখারূপ দিয়ে তাবা

উন্নয়নের সম্পর্কে রাজ্য সরকার এর সঙ্গে এ. ডি. সি-র কর্তৃপক্ষ কোন যোগাযোগ বা আলোচনা করছেন কি না ?

## উত্তর

১। এ. ডি. সি. এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে রোমান হরফে কক-বরক্ লেখা রূপ দিয়ে ভাষাউন্নয়নের সম্পর্কে এ. ডি. সি. কর্তৃপক্ষ "দি টি. টি. এ. ডি. সি. প্রাইমারী স্কুল (লেংগুয়েজ) রেগুলেশনস, ১৯৯২—দ্বিতীয় সংশোধনী, ২০০০" নামে একটি বিল রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছে। বিলটি বর্তমানে রাজ্য সরকারের পরীক্ষাধীন রয়েছে।

**শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—** মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা এ. ডি. সি. এলাকায় রোমান হরফে পড়াশুনা কোন কোন স্কুলে চালু হয়েছে। যেমন, খুমুলুঙ্গ জে বি. স্কুল. ১৮ মুড়া প্রাইমারী স্কুল। একদিকে রাজ্য সরকার বাংলা হরফে পড়াচ্ছেন, অন্যদিকে এ. ডি. সি. পড়াচ্ছে রোমান হরফে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করে ভাষাবিদদের দিয়ে একটি কমিটি গঠন করে তাদের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হবে কিনা বিষয়টি দেখার জন্য ? জোট সরকারের আমলে শ্যামাচরণ কমিটির নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল এই বিষয়টি দেখার জন্য। কমিটি তার রিপোর্টও জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু ওয় বামফ্রন্ট আসার পর তা বাতিল করে দেওয়া হয়। এখনতো এ ডি সি তে রোমান হরফে পঠন চলছে। কিন্তু ক্ষমতা পাল্টালে আবার এটা হয়ত পাল্টে যাবে। এতে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড নৈরাজ্য আসবে। এই দিক বিবেচনা করে রাজ্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :—** স্যার এ. ডি. সি-তে কি করে এখনই স্কুলগুলিতে রোমান হরফ চালু করল বুঝতে পারলাম না। এই বিল এখনও আমাদের হাতেই রয়েছে। আমরা এখানে কোন বিল পাশ করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইমপ্লিমেণ্ট করতে পারিনা। এরজন্যে মাননীয় গভর্ণরের অনুমোদন লাগে। যদি এ. ডি. সি-তে কক্ বরক রোমান হরফে শিক্ষা চালু করে দিয়ে থাকে তা বে-আইনী কাজ করছে। কক্-বরক ভাষার হরফ নিয়ে বিতর্ক আছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই বাংলা হরফে কক্-বরক ভাষা চালু করেছে। এইবার কয়েকটি স্কুলে কক্-বরক ভাষায় মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। ইলেভেনে তাদের কি ভাষা হবে সে নিয়ে কমিটি কাজ করছেন। কাজেই এই জায়গায় সরকার যুক্তি দিয়ে বলছে, বাংলা হরফই থাকা ভাল। তারা যা করছে তা বে-আইনী।

আর দ্বিতীয় প্রস্তাব দিয়েছেন, এই বিতর্ক দূর করার জন্য কোন এ্যাক্সপার্ট লোকদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হবে কিনা ? এ ব্যাপারে এখনই কিছু এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না।

**শ্রীরতন লাল নাথ** (মোহনপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি জানতে চাই যে গত জুলাই মাসের অধিবেশনে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে বিধায়কদের কক্-বরক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করবেন কিন্তু কিছুই ব্যবস্থা হয়নি। মাঝখানে একটা অধিবেশন চলে গেছে এখন একটা অধিবেশন চলছে। অফিসিয়াল লেভেলে কক্-বরক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা যেটা শুরু হয়েছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি ডি. এম. অফিসের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে গিয়েছি। ওখানে গিয়ে দেখি একটা সাদা কাগজে লেখা আছে এখানে মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার কক্-বরক শিক্ষা দেওয়া হয় সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট ১৫-১১-২০০৫ ইং থেকে। কিন্তু কিছুই শুরু হয়নি। পরে জানলাম সপ্তাহ দুয়েক চলার পর এটা বন্ধ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু বলুন।

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা** (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা একটা প্রবলেম। আমরা শুরু করেছি ঠিকই। কিন্তু মন্ত্রী, বিধায়ক, অফিসার এবং কর্মচারীদের কাছ থেকে আশানুরূপ এটেণ্ডেন্স পাচ্ছি না। আর এ ব্যাপারে জোর করা যায় না। যারা শিখতে আসবেন তারা যদি নিজেদের আগ্রহে শিখতে না আসেন তাহলে কি করে হবে। ২/১ জন রেগুলার আছেন। হয়তো ৪০ জন নিয়ে ক্লাশ শুরু হয়েছে, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে ৪০ জনের মধ্যে মাত্র ১০ জন আছেন। ৩০ জনেই আসেন না। ৫টায় অফিস ছুটি হয়ে যায়। সুতরাং অফিস আওয়ারের পর হয় না। এই কোর্সটাকে কভারেজ দেবার জন্য আমরা ৪-৩০ থেকে ৫ ৩০ মিঃ পর্যন্ত কভারেজ করার কথা ভাবছি। রবিবারেও হয়না। কারন কর্মচারীরা সপ্তাহে একদিনই ছুটি পান। কাজেই এই দিন কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই কক্-বরক শিখতে যেতে আগ্রহী নন।

**শ্রীরতন লাল নাথ** :— স্যার, টিচারের অভাবে ক্লাশ বন্ধ হয়ে গেছে?

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা** (মন্ত্রী) :— স্যার, টিচার আছেন। টিচারের অভাবে বন্ধ হয়নি। বিভিন্ন জায়গায় আমি নিজেও গিয়েছি।

**শ্রীরতন লাল নাথ** :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসকে বিভ্রান্ত করেছেন। স্যার, ওখানে কেউ নেই, নো ক্লাশ টিচার। আমি নিজে গিয়েছি ১৫ ১১-২০০০ ইং থেকে মাত্র সপ্তাহ দুয়েক চলেছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসকে এস্যুরেন্স দিয়েছেন। হাউসের মন্ত্রীদের সেখানে থাকা উচিৎ। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ ব্যাপারে স্পেসিফিক কিছু বলুন।

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা** (মন্ত্রী) :— স্যার, সব ক্ষেত্রে মিথ্যা হতে পারে না। একটা ঘটনা যদি হয় তাহলে আমি খবর নিয়ে দেখতে পারি। উনি একটা সেন্টারে আগরতলায় গিয়েছিলেন।

সেখানে টিচারের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে এটা ঘটনা নয়। আসলে কক্-বরক শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ানো যাচ্ছেনা। আমি যতটুকু জানি, রাজ্যের সমস্ত জায়গায় কক্-বরক ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আমরা এখন চেষ্টা করব যে, এই অধিবেশনের পরবর্তী সময়ে কি করে টাইম এডজাষ্ট করা যায় কি করে তাদের রেগুলারলী মেইনটেইন করা যায়। এরকম একটা পদ্ধতি বের করে কার্য্যকরী করবার জন্য আমরা চেষ্টা করব।

**মিঃ স্পীকার :—** শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা।

**শ্রীপদ্ম কুমার দেববর্মা** (রামচন্দ্রঘাট) **:—** এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৪ স্যার।

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) **:—** এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪২ স্যার।

**প্রশ্ন**

১। ইহা কি সত্য যে, বাইজালবাড়ী পি, এইচ, সি-তে বহুদিন ধরে একটি এম্বুলেন্স গাড়ীর জন্য দাবী করা সত্বেও গাড়ী না দিয়ে নতুন পি, এইচ, সি গুলিতে দেওয়া হয়েছে ?

২) যদি দেওয়া হইয়া থাকে, তবে কিভাবে দাবী করলে এম্বুলেন্স গাড়ী পাওয়ার সুযোগ হত এবং তার পদ্ধতি কি ?

**উত্তর**

১। হ্যাঁ, এটা ঠিক।

২) বাইজালবাড়ী পি, এইচ, সি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এম্বুলেন্স কেনার জন্য ১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক বছরের শেষ দিকে তাদের এম. পি, সাহেব উনি টাকা দিয়েছেন উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসকের কাছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসকের কাছ থেকে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসকের কাছে টাকা হস্তান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসকের কাছ থেকে কোন টাকা এসে পৌঁছায়নি। এই টাকা আসলে গাড়ী কিনতে পারব।

**শ্রীসমীর দেব সরকার** (খোয়াই) **:—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, শুধু বাইজালবাড়ী নয়, এম পি, থেকে এবং ডিপার্টমেন্ট থেকে কয়টি গাড়ী কেনা হয়েছে এবং যে গাড়ীগুলি কেনা হয়েছে সেই গাড়ীগুলি দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সবগুলি পি, এ সি কাভার করা যাবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) **:—** স্যার, এখন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের এম পি, শ্রীসমর

চৌধুরী মারফৎ এম্বুলেন্সের জন্য ১৯টি গাড়ী ক্রয় করতে পেরেছি, এম. পি খগেন দাস মারফৎ ২টি গাড়ী ক্রয় করতে পেরেছি, এম. পি শ্রীবাজুবন রিয়াং-এর মারফৎ ৬টি গাড়ী পাওয়া যাবে। এখন পর্যন্ত ৩টি এসে পৌছেছে, বাকী তিনটি এখনও আসেনি কারণ নর্থ ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিসট্রেটের কাছে টাকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই টাকার সবগুলি টাকা এখনও এসে পৌছায়নি। টাকা আসলে বাকী গাড়ীগুলি কেনা হবে।

**শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন সেই উত্তর আমার সাপ্লিমেন্টারীর সঙ্গে মিলছেনা কারণ আমার প্রশ্ন ছিল যে গাড়ীগুলি পাওয়া গেছে সেই গাড়ী গুলি দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত পি. এইচ সিগুলিতে এম্বুলেন্সের কাজ চালানো সম্ভব হবে কিনা?

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ—** না স্যার, সবগুলি পি. এইচ. সি কাভার করা সম্ভব নয়, কারণ আমাদের টোটাল ৬০টি পি. এইচ. সি আছে। আমাদের ডিপার্টমেন্টের যে গাড়ীগুলি ছিল তার মধ্যে অনেকগুলি গাড়ী পুরানো হয়ে গেছে। বেশী পুরানো গাড়ী এখন চালানো সম্ভব হচ্ছে না তার ফলে সংখ্যা এখন বলতে পারছি না। তবে সবগুলি পি. এইচ. সিতে এখন যে গাড়ী আছে তা দিয়ে চালানো কোন মতে সম্ভব হচ্ছে। আমাদের সিদ্ধান্ত আছে সমস্ত পি. এইচ. সিতে এম্বুলেন্স দেওয়া কিন্তু আর্থিক সঙ্গতির কারনে এটা সম্ভব হয়ে উঠছে না।

**শ্রীপদ্ম কুমার দেববর্মা ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বাইজালবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসী তরফ থেকে একটা নূতন এম্বুলেন্সের জন্য দাবী করা হয়েছিল কিন্তু এই পি. এইচ. সিতে নূতন এম্বুলেন্স না দিয়ে অন্য পি. এইচ. সি গুলিতে নূতন এম্বুলেন্স দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে গত বছরের কথা। এটা কোন দিক বিবেচনা করে দেওয়া হয়েছে এটা কি এলাকা ভিত্তিক নাকি যাতায়াতের অসুবিধা, নাকি দীর্ঘদিন ধরে যেসমস্ত পি. এইচ. সি গুলিতে এম্বুলেন্স নেই সেগুলিতে দেওয়া হয়েছে।

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ —** স্যার, এটার একটা পদ্ধতি হচ্ছে এম. পিরা যখন টাকা দেন তখন তারা পি. এইচ. সি মেনশান করে টাকা দেন। বাইজলবাড়ীর জন্য যদি টাকা দেওয়া হত তাহলে এই টাকা দিয়ে অন্য কোথাও এম্বুলেন্স দেওয়া যাবে না। এটা ঠিক নয় বাইজল বাড়ীতে এম্বুলেন্স না দিয়ে অন্য জায়গায় দেওয়া হয়েছে। কারণ আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন যে পি. এইচ. সির নামে টাকা দেওয়া হয়েছে সেই পি. এইচ. সির নাম লেখা আছে। সেগুলি আমরা লিখে দেই।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছে

যে গাড়ীর মধ্যে নাম লেখা থাকে। সুতরাং একটা আর একটার মধ্যে যাওয়ার কোন স্কোপই নাই। কিন্তু রইস্যাবাড়ীর নামে যে গাড়ীটা আছে, এটা অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চল, সেখানে থানাতেও গাড়ী নাই, সরকারী কোন গাড়ীর ব্যবস্থা নাই, সেই দুর্গম অঞ্চলের মুমূর্ষু রোগীদের জন্য এবং অন্যান্য কাজে যাতে সহায়তা হয় সেই কারনেই সেখানে একটা এ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এটা দিয়ে গণ্ডাছড়া এলাকার ডাক্তারবাবুরা আসা যাওয়া করে এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। যেটা তীর্থমুখে দেওয়া হয়েছে সেটা নতুন বাজারে চলাচল করে। আপনি বললেন যে এক জায়গার গাড়ী আর এক জাগায় কোন মতেই যাওয়ার স্কোপ নাই তাহলে তীর্থমুখের গাড়ী নতুন বাজারে এবং রইস্যাবাড়ীর গাড়ী গণ্ডাছড়াতে কিভাবে চলে ? এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী কি ব্যবস্থা নেবেন ?

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই। নিশ্চয়ই মাননীয় সদস্য যখন উল্লেখ করেছেন এটা আমি খোঁজ নিয়ে দেখব এবং এরকম যদি হয় তাহলে নিশ্চয়ই সেই জায়গায় গাড়ী যাবে

**শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা** (সালেমা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বাইরালবাড়ীর পি, এইচ, সির নামে যে টাকাটা নর্থের ডি এম, ওয়েষ্ট ডিসট্রিকটের ডি এমের কাছে পাঠান এটা কতদিন সময় লেগেছে। উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক থেকে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসকের কাছে এই অর্ডারটা আসতে কতদিন সময় লাগতে পারে এটা মাননীয় মন্ত্রী বলতে পারবেন কিনা ?

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :— এটা পার্টিকুলার ডেইট-ত আমার কাছে নাই, পার্টিকুলার ডেইট ত আমি দিতে পারবনা। তবে এই টাকাটা ৯৮৯৯ সনের শেষের দিকে এম, পির লেইড-ফাণ্ড এই টাকাটা এসেছে। তারপর গতবার শেষের দিকে এই টাকাটা ডি, এম, ওয়েষ্টের কাছে এসেছে। আমরা বার বার সেই টাকা দিয়েছি সেই টাকা আমাদের কাছে আসলে আমরা কিনব নাহলে ডি, এম ওয়েষ্ট যদি পারচেজ করেন তাহলে সেই হিসাবে পারচেজ করে গাড়ী দিতে হয়।

**শ্রীসমীর দেব সরকার** :— মাননীয় স্পীকার স্যার, নর্থের ডি, এম থেকে সাউথের ডি, এমের কাছে টাকাটা আসতে এতটা সময় অতিবাহিত হয়েছে, এটা আপনি বলেছেন আগে, এটা আপনি হস্তক্ষেপ করুন যাতে এই ব্যাপারটা আর দেরী না হয়।

**মিঃ স্পীকার** :— আমার লাগবে কেন, মাননীয় মন্ত্রীইত বলেছেন। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে টাকাটা আসতে এতটা বিলম্ব হওয়া উচিত না। এটা আরও এক্সপিডাইট হওয়া উচিত।

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :— স্যার, নর্থের ডি, এম টাকাটা প্লেইস করেছে ওয়েষ্টের

ডি, এমকে। ওয়েষ্টের ডি. এমকে বলা হয়েছে হয় টাকাটা আমাদের কাছে দেবে, আমরা গাড়ী কিনব, নাহলে ওয়েষ্টের ডি, এম. গাড়ীটা কিনে আমাদের কাছে সময়মত দিন। যেটা হয়েছে একমাত্র সমর চৌধুরী (এম, পি) উনি যে টাকা দিয়েছেন ডি. এমকে, ডি, এম সঙ্গে সঙ্গে হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন যাতে এটা তাড়াতাড়ি পারচেজ করা যায়। এই ব্যবস্থা নেওয়াতে সেই গাড়ীগুলি খুব তাড়াতাড়ি পেয়েছি। এখানে একটু বিলম্ব হচ্ছে যেহেতু টাকা পয়সার ব্যাপার একটু রয়েছে। তবে আমি হাউসকে এই কথা বলতে পারি দুই একদিনের মধ্যে আমি ডি. এম সাহেবকে বলব টাকাটা হয় হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট এর কাছে প্লেইস করতে তাহলে আমরা কিনব নাহয় তারা পারচেজ করার ব্যবস্থা করবেন।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা** (ছাওমনু) **:—** অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৫০। আমার প্রশ্নের মধ্যে একটু সংশোধন করতে হয় সেটা হল জম্পুই পাহাড়ে সরকারী সাবসিডিতে "চারা সরবরাহ করে" চা ও কফি চাষের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা** (মন্ত্রী) **:—** অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৫০। মাননীয় সদস্য যে এখানে সংশোধনী করলেন, আসলেত চারা ছাড়া চা চাষ হয়না। ঠিকই আছে, আমার কাছে যে রিপ্লাই আছে সেটা আমি দিচ্ছি।

## প্রশ্ন

১। জম্পুই পাহাড়ে সরকারী সাবসিডিতে চা ও কফি চাষের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২। থাকিলে কবে শুরু হবে এবং কত পরিমাণ জমিতে?

৩। না থাকিলে এর কারণ কি?

## উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জম্পুই পাহাড়ে সরকারী সাবসিডিতে ১৯৯৮-৯৯ ইং সন থেকে কফি চাষ শুরু হয়েছে। এখন পর্য্যন্ত ২০ হেক্টর জমিতে কফি চাষ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর মোট ৭,২০,০০০'০০ টাকা কাঞ্চনপুর-এর মহকুমা শাসকের নিকট বরাদ্ধ করেছে। কাঞ্চনপুর মহকুমা প্রশাসন থেকে জম্পুই পাহাড়ের অন্য এলাকায়ও চা চাষ করার জন্য যদি কোন প্রস্তাব আসে তখন সরকার তা বিবেচনা করবে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জম্পুই পাহাড়ে আগে কমলার চাষ হতো, কিন্তু এখন এনভারনমেন্ট নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কমলার ফলন কম হচ্ছে। কিন্তু সেখানে নেচারেল টী এবং কফির ফলন ভাল হচ্ছে এবং সেখানকার ট্রাইবেলরা নিজেরাই সেটা কনজাম্পশন বা ব্যবহার করেছেন। এবং এই কফির মধ্যে আফ্রিকান কফি সবচেয়ে বেশী এট্রাকটিভ। আর এখানকার চার হাজার ফুট উঁচুতে হওয়ার কারনে এখানকার চা-এর কোয়ালিটি খুব ভাল এবং সেটা দার্জিলিং-এর ডুয়ার্সের চায়ের কোয়ালিটির মত হয়। কাজেই সেখানে ব্যাপক হারে চা চাষ করা হলে উপজাতিদের বিশেষ করে সেখানে যে সব রিয়াং পরিবার রয়েছে তাদের আর্থিক অবস্থার পুর্ণগঠন সম্ভব হবে এবং ত্রিপুরার শিল্প ক্ষেত্রে কার্যাকরী ভূমিকা নিতে পারব। এখানে রিয়াং পরিবার যারা আছে তাদের নিজস্ব কোন কমলা বাগান নেই। তারা অন্যের বাগানে কুলি হিসেবে কাজ করে। কাজেই তাদের এই চা চাষের আওতায় এনে তাদের অর্থ নৈতিক পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কি না, তা' মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ —** মিঃ স্পীকার স্যার, আসলে জম্পুই হিলের সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় কমলা চাষের জন্য। সেখানকার উৎপাদিত কমলার গুনগত মান জাতীয় স্তরে ভাল। এই কমলার উপর জম্পুই হিলের বেনিফিসিয়ারিজ যারা আছেন তারা তাদের অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে এই কমলা। সেখানে এখনো কমলার চাষের যোগ্য মাটি আছে। এখনো যেগুলির বয়স হয়ে গেছে সেসব গাছ ফলন একটু কম হলেও নতুন প্ল্যান্টেশন যেগুলি হয়েছে সেগুলিতে ভাল ফলন হচ্ছে। কাজেই কমলার পরিবর্তে চা-এর জন্য আমরা তাদের ইনসিস্ট করতে পারিনা। আমরা এই অবস্থায় তাদের বলতে পারিনা যে তোমরা চা এবং কফির চাষ কর। এখানে যারা বেনিফিসিয়ারিজ বা কোন জন যারা আছে তারাই চা এবং কফির চাষ করার চেষ্টা করছেন। আমরা তাদের আয়ারেন্স করতে পারি যে এই জায়গাতে কমলাও হতে পারে আবার চা ও কফি হতে পারে। কিন্তু তাদের আমরা ইনসিস্ট করতে পারিনা। এখন যদি তারা চা চাষের জন্য আমাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করে তাহলে আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি। আর যেহেতু এখনো সেখানে কমলার চাষ ভাল হচ্ছে সেহেতু আমরা তাদের এই ব্যাপারে ইনসিস্ট করতে পারি না। তবে জায়গা খালি থাকলে সেখানে আমরা চা ও কফি চাষ করার জন্য বলতে পারি।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, চা ও কফি কমলার সঙ্গে একসঙ্গে চাষ বা উৎপাদন করা যায়। কারণ চা এবং কফির উপরে যে আবরন বা ছায়া লাগে সেটা কমলার গাছ পূরণ করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আমার বক্তব্য হচ্ছে এমন জায়গা আছে এখনো ভাংমুন পর্য্যন্ত কমলার ফলন ঠিক আছে। কিন্তু তারপরে তাংসাংগ সাপুয়াল সেখানে কমলার ফলন কম হচ্ছে। এবং সেখানে এখন পুরানো গাছগুলির পরিবর্তে নতুন গাছ লাগানো সম্ভব হচ্ছেনা। সেখানকার অনেক লোক তারা চা এবং কফি চাষের জন্য অ্যাপ্রোচ করেছেন এবং বিশেষ করে রিয়াং যারা আছে তাদের নিজস্ব কোন বাগান নেই তারা অন্যদের বাগানে কুলি হিসেবে কাজ করে সে ক্ষেত্রে এক হেক্টর করে চা এবং কফি বাগান করে দিলে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে। আমি সেদিন জিরানিয়া পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে শুনলাম যে সেখানে একজন ট্রাইবেল গত এক বছরে প্রায় ২৩ হাজার টাকার লিভ বা পাতা বিক্রি করেছে। কাজেই জম্পুই হিলে ট্রাইবেল বিশেষ করে রিয়াং পরিবার যারা আছে তাদের চা এবং কফি বাগান করে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেবার ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্যের সঙ্গে আমাদের মতবিরোধ হওয়ার কোন কারণ নেই। কারন সেখানে কমলা হবে না সেখানে চা এবং কফির চাষ হতে পারে। কিন্তু সেটা ফেইস্ মেনারে হতে হবে। আমরা এখন ৪০ হেক্টরে করলাম আগামীতে সেটা আরো বাড়াতে পারি কিন্তু এখন তারা চা বা কফির কথাও বলছে না, তারা বলছে আমাদের সুপারী চাষের ব্যবস্থা করে দাও কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যর সঙ্গে আমার কোন দ্বিমত নেই তারা বললে আমরা তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করব।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

**শ্রীরতনলাল নাথ** :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ ষ্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—১২৬।

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—১২৬

**প্রশ্ন**

১। রাজ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশী লোক এজমা এবং এলার্জিতে ভুগছেন এমন কোন তথ্য সরকারের নিকট আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে, রাজ্যে সরকারী বে-সরকারী উদ্যোগে এজমা এবং এলার্জি টেষ্ট সেন্টার খোলার কোন পরিকল্পনা রয়েছে কিনা ! এবং

৩। থাকিলে, কবে নাগাদ খোলা হবে ?

## উত্তর

১। সরকারের নিকট এইরকম কোন তথ্য নেই।

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসেনা।

**শ্রীরতন লাল নাথ :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি জানিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে কোন বিশেষজ্ঞ বা ডাক্তার উত্তরটি প্রস্তুত করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ এজ্‌মা এলার্জিতে ভুগছেন। এদের মধ্যে আমি নিজে একজন। এই হাউসের এমন অনেকেই রয়েছেন যারা আমার মতই এই ধরনের রোগে ভুগছেন। মন্ত্রী বিধায়কদের মধ্যে অনেকেই আছেন এটা অস্বীকার করা যায়না। শিশুদের মধ্যে ইদানিং এটা অত্যাধিক পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে চিকিৎসকদের অনেকেই আমাকে বলেছেন। এছাড়া আমার একটি ধারনার সৃষ্টি হয়েছে যে, রাজ্যের গরীব অংশের জনগন যারা রয়েছেন, তাদের একটি বিরাট অংশের মধ্যেও এজ্‌মা ও এলার্জি রোগের সমস্যা রয়েছে। কিন্তু এই রাজ্যে এলার্জি ট্রিটমেন্টের জন্য কোন টেষ্ট সেন্টার নেই। কাজেই, এই রাজ্যে সরকারী বা বে-সরকারী উদ্যোগে এজ্‌মা এবং এলার্জির জন্য টেষ্ট সেন্টার করার ব্যাপারে কোন উদ্যোগ শীঘ্রই নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

দ্বিতীয়তঃ এলার্জি এণ্ড এজ্‌মা ট্রিটমেন্ট সেন্টরে ১৫৫ এ আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৪ এই ঠিকানায় গিয়েছিলাম আমি নিজে এবং সেখানে টেষ্ট করিয়াছি। তাদের সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ওরা ত্রিপুরা রাজ্যে একটি সমীক্ষা করে দেখেছে যে, ৬০ শতাংশ মানুষ এলার্জি ও এজমায় ভুগছে। বিষয়টি নিয়ে আমি একজন রোগী হিসাবে জি, বি হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছি। উনারাও টেষ্ট সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। কাজেই, সরকারীভাবে এক্ষুনি করা সম্ভব না হলে বে-সরকারীভাবে এটা করা যায় কিনা রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে কিনা। বে-সরকারীভাবে হলে আমি এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—** স্যার, আমি উত্তরটা এমনি দিইনি। গত বছর থেকে আমাদের রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত হাসপাতালগুলির ইনডোর-আউটডোর মিলিয়ে দুই ধরনের যে চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে, তাতে আউটডোরে এই পর্যন্ত ৫,০১,৪ ২ জন লোক এবং ইনডোরে ২,২৪, ৬৫৮ জন লোকের চিকিৎসা হয়েছে। এদের মধ্যে ক্রনিক ব্রংকাইটিস্ রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ৫,৭২২ জন। আর এজমাতে ৪,৭৭১ জন। মোট সাত থেকে সাড়ে সাত লক্ষ রোগীর মধ্যে ৪,৭৭১ জন এজমায় আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে আমাদের এখানে। যেহেতু আমাদের সরকারী লেবেলে বা বেসরকারী কোন উদ্যোগে সরকার-এর সঙ্গে পরামর্শ করে কোন রকমের এখানে

সার্ভে হয়নি। সেইজন্য জন্য ফিগার দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। আমরা চেষ্টা করব নিশ্চয় কোন রোগে একজন আক্রান্ত হলেও তার চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকা উচিৎ এই রাজ্যে, আমাদের লক্ষ্য সেটাই। এতে যদি এই ধরনের কেউ এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেয় তাহলে নিশ্চয় আমরা সেখানে প্রাধান্য দেব, যদি কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেন আমাদের কোন আপত্তি নেই নিশ্চয়ই আমরা সাহায্য করব সরকারের তরফ থেকে যতটা সম্ভব। আর সরকারী উদ্যোগে এগুলি চালু করা যায় কিনা সেটাও আমরা খতিয়ে দেখব।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এলার্জির জন্য কেউ হাসপাতালে যায়না। আমি নিজেও প্রতিদিন টেবলেট খাই, আমি কোন দিন হাসপাতালে যাইনি। এটা আলাদা-ভাবে করতে হবে।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** স্যার, যেটা বলেছিলাম এই কথাটা যে, ডাক্তারবাবুরা বলে এই রোগের চিকিৎসা নেই এখানে। সুতরাং এর পরিসংখ্যান আসবে না। ডাক্তারবাবুরা বলছে আমাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। সেইজন্য যেহেতু ব্যবস্থা নেই এই পরিসংখ্যাম চলবে না। যেহেতু এটা সিরিয়াস মেটার এবং কেউ বলতে পারবে না যে আমার এই রোগ নেই। আমি কয়েকজন মেডিসিনের ডাক্তারকে চিনি যারা নিজেরা এই রোগে ভুগছেন। সুতরাং আমি অনুরোধ করব এই ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। প্রয়োজনবোধে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাতে এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

**শ্রীমানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বিষয়টা মাননীয় সদস্য বলেছেন এই সংখ্যাতত্ত্বের বিতর্কের মধ্যে গিয়ে আমাদের লাভ নেই। এটা একটা সমস্যা এলার্জি কখন কবে হবে এটা বুঝা মুশকিল। কিন্তু এটা পারসিষ্ট করছে এবং উনি সেন্টারের কথা বলছেন কলকাতার এই সেন্টারের যারা পরিচালক ডাক্তার তাদের কারো সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল দেশ কয়েক বছর আগে। তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় তারা কতগুলি নিদান দিয়েছিলেন সেই নিদানের মধ্যে যা যা বলেছেন আমি বললাম এগুলি যদি মানতে হয় তাহলে তো লোকটা ঘর থেকে বেরুতে পারবে না। আসলে কেন হচ্ছে আমাদের বুঝিয়ে বলতে পারেন। ওরা জিজ্ঞাসা করছে আপনাদের বাড়ীর কাছে নারিকেল গাছ আছে কিনা, পেপে গাছ আছে কিনা? এগুলি থাকলে কি হবে? বলল এগুলিতে যে ফুল বের হয় এবং তার যে রেণু আছে এগুলি হাওয়ার সঙ্গে মিললে পরে এটা এলার্জির কারণ হতে পারে। আমি বললাম এগুলির উপর নির্ভর করে আমাদের এখানে গরীব মানুষ বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে এই গাছতো কেটে ফেলা যাবেনা, কি করা যাবে বলুন তো। সমস্যা আছে এটা ঠিক। আসলে এলার্জি টেষ্টের জন্য ভাল জায়গা হচ্ছে আমাদের

দিল্লীতে সব চেয়ে ভাল জায়গা হচ্ছে সেটা। ওখানে এলার্জির টেষ্ট সব চেয়ে ভাল হয়। এইরকম হউক বা না হউক সেটা বলছেন মাননীয় সদস্য, আমাদের এখানে সুপার স্পেশালিটি ওয়ার্ড হচ্ছে তাতে সাত আটটা মানে বিশেষ বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা হবে। তার মধ্যে নিশ্চয় এটা ইনক্লুডেড না। কিন্তু আমাদের বর্তমানে যে পরিকাঠামো আছে তাতে এটা করা যায় কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করব স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য। সেখানে যদি আমাদের কিছু পরীক্ষা করা যায় নিশ্চয় করা হবে। এই ধরনের ডায়াগনোসিস সেন্টার-এর ব্যাপার নিশ্চয় আমরা সাহায্য করব।

**মিঃ স্পীকার :—** প্রশ্ন পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া হয়নি সেগুলোর উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURE—'A' and 'B'

## MATTER RAISED BY MEMBER

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—** মিঃ স্পীকার স্যার, বৃষ্টির পরে যেভাবে মশার আক্রমণ শুরু হয়েছে লক্ষ লক্ষ মশা বিশেষ করে কুঞ্জবন টাউনশীপ এবং কৃষ্ণনগর এলাকায় ডি ডি টি স্প্রে ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এহ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—** মশা তো সবত্রই আছে। সাধারণত শহর অঞ্চলে যে সমস্ত জায়গাতে মশা ব্রিডিং হয় ড্রেইন থেকেই। ড্রেনগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব হচ্ছে মিউনিসিপ্যালেটির। আমরা মিউনিসিপ্যালেটিকে সাহায্য করছি। সেই সহায়তা আমরা সবসময় করছি, এবং করব।

## REFERENCE PERIOD

**মিঃ স্পীকার :—** আজ একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর হাউসে উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি। দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় এবং শ্রীসুবল দাস মহোদয়। এখন আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব তাদের নোটিশের বিষয়বস্তুটি হাউসে উত্থাপন করার জন্য।

**শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোরপুর) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয় বস্তু হলো "বিমান স্বল্পতায় যাত্রী দুর্ভোগ হওয়া সম্পর্কে"।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি এক্ষুনিই বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে সময় ও তারিখ জানিয়ে দেওয়ার জন্য।

**শ্রীসুকুমার বর্ম্মন** (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি নোটিশটির উপরে আগামী ১৩-০৩-২০০১ ইং উত্তর দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আজকের কার্যসূচীতে আর একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর হাউসে উৎথাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে এবং শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা।

আমি এখন মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব তাঁদের অবনীত নোটিশটি হাউসে উৎথাপন করার জন্য।

**শ্রীমানিক দে** (মজলিশপুর) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটি হলো,— "পি এম আর সহ স্বনির্ভর প্রকল্পের ঋণদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পদ সম্পর্কে"।

**মিঃ স্পীকার :—** এখন আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি এখানেই অপারগ হন তাহলে সময় ও তারিখ দেয়ার জন্য।

**শ্রীপবিত্র কর** (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ের উপরে আগামী ১৭-০৩-২০০১ ইং, বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আজকের কার্যসূচীতে আর একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন মহাশয়। এখন আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব উনার আনিত নোটিশটি হাউসে উৎথাপন করার জন্য।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্ম্মন** (আগরতলা) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, "গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী জিবি-তে ডাক্তারদের স্যান্দ আরাম বন্ধ করা," এই শিরোনামে স্থানী দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আমি আগামী ১৬-০৩-২০০১ ইং বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আজকের কার্যসূচীতে তিনটি নোটিশের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়গণকে অনুরোধ করব তাদের বিবৃতি দেওয়ার জন্য। প্রথম যে নোটিশটি এনেছেন মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই মহাশয়া। উনার নোটিশের বিষয়বস্তু হলো "প্রত্যন্ত অঞ্চলে পানীয় জলের সংকট সম্পর্কে"।

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, "নোটিশটির বিষয়বস্তু "হলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে পানীয় জলের সংকট সম্পর্কে"।

বিগত বছরে অর্থাৎ ২০০০ ইং মে, জুন মাসে সারা রাজ্যে পানীয় জল সরবরাহের পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য এক সমীক্ষার কাজ হাতে নেওয়া হয়। এই সমীক্ষার মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া গেছে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট পাড়ার সংখ্যা ৭,৪১২টি তার মধ্যে ৫,৬৭২টি ফুল্লি কাবার্ড অর্থাৎ সেখানে প্রয়োজনীয় পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে। তারপর ১,১৯৯টি পাড়া সেটা পার্টলি কাভার্ড অর্থাৎ আংশিক সেখানে সমস্যা রয়েছে। আর ৭৩১টি পাড়ায় ঠিক সেই রকম ভাবে সেখানে সেইভ ড্রিংকিং ওয়াটার অর্থাৎ নিরাপদ পানীয় জলের সোর্স সেখানে এখনো সেই মে জুন মাসে তৈরী হয়নি। জেলা ভিত্তিক তার হিসাব হলো এই ৭৩১টি পাড়া নন্ কাভার্ড পাড়া। দক্ষিণ জেলাতে ৮৫টি, উত্তর জেলাতে ৪৭টি ধলাই জেলাতে ২২৭টি এবং পশ্চিম জেলাতে ৩৭২টি মোট ৭৩১টি সর্বমোট হলো ৭,৪১২টি। তার পর গত তিন বৎসরে যে উদ্যোগ নিয়েছি তার একটু বলছি এখানে ১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থ বছরে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে গ্রামীন জল সরবরাহ কর্মসূচীর মাধ্যমে মোট ৭ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫ শত টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই অর্থের মাধ্যমে মোট ১৯৭টি মার্ক-থ্রী টিউব ওয়েল ৬৭০টি সেনিটারী ওয়েল এবং ২,৭৫৭টি সেলো টিউব ওয়েল পুনঃস্থাপন সহ এর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বছরে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে গ্রামীন জল সরবরাহ কর্মসূচীর মাধ্যমে মোট ৭ কোটি ৩২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই অর্থের মাধ্যমে ৯০৬টি মার্ক থ্রী টিউব ওয়েল, ১২৩৫টি সেনেটারী ওয়েল এবং ২৫১৮টি সেলো টিউব ওয়েল পুন স্থাপন সহ এর কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

এখন বর্তমান অর্থবছরে আমাদের যে টার্গেট সেখানে নেওয়া হয়েছে দপ্তর থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এন সি, এবং পি, সি, পাড়া অর্থাৎ নন্-কাভার্ড এবং পার্টলি কাভার্ড পাড়ায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে এক সমবদ্ধ কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় যে এন, সি, পাড়া তার দুই তৃতীয়াংশ এই বছরের মধ্যে সেখানে আমরা কাভার্ড করব। তার পরে সেইসমস্ত পাড়ায় ৫৯৪ রেঞ্জ বিভিন্ন সোর্স তৈরী করা হবে। সেটা এই রকম দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৮৫টি, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৪৭টি, ধলাই জেলাতে ১৩২টি আর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাতে ১৩০টি। এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে মোট বরাদ্দের সর্বাধিক এক তৃতীয়াংশ অর্থের দ্বারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পি সি, পাড়ায় পানীয় জলের উৎস তৈরী করা হবে এবং পূর্বের স্থাপিত উৎসের মেরামতের জন্য কর্মসূচী হাতে নেওয়া হবে। এবং এই কর্মসূচীতে মোট ১০০০টি মার্ক থ্রী ১১০০টি সেনিটারী ওয়েল ২৮৫টি সেলো টিউব ওয়েল এবং অন্যান্য ৫০টি উৎস তৈরী করা হবে। এবং এই বছর যে খরচ ধার্য্য করা হয়েছে এরজন্য মোট ৯ কোটি ৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা খরচ করা

হবে। ইতিমধ্যে জেলাভিত্তিক ব্লকগুলিতে ৮ কোটি ১১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা সেখানে রিলিজ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ব্লকগুলিতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে একটা ব্লকের অধীনে এই রকম প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে একটা সেক্টর তৈরী করে সেই সেক্টরে ব্লকের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, যেহেতু পানীয় জলের সাথে স্বাস্থ্য সম্পর্কীত তার সাথে ঐ সংশ্লিষ্ট এলাকার মেডিক্যাল অফিসার, ভিলেজ ডেভেলাপমেন্ট কমিটির চেয়ারপার্সন বা পঞ্চায়েতের প্রধান বেনিফিসারীদের মধ্যেও যারা এই কাজে অংশগ্রহণ করেন বা উৎসাহ প্রদান করেন তাদেরকে নিয়ে কমিটি করা এবং তারা যাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বসে কোথাও রিপেয়ার করা দরকার বা অন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার সেই নির্দেশ সেখানে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও এখানে আরেকটা জিনিসের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পশ্চিম জেলায় ভারত সরকারের বর্তমান নীতি অনুযায়ী সেক্টরেল্স্ রিফর্মস প্রোগ্রাম এখানে চালু হয়েছে অর্থাৎ পশ্চিম জেলার মধ্যে সেই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী যে এই প্রকল্প চালু হওয়ার ফলে এখানে আর, ডব্লিও, এস, বা অন্যান্য কর্মসূচী পানীয় জলের ক্ষেত্রে রয়েছে এটা বন্ধ হবে সেখানে অন্য একটা কর্মসূচী আসবে সেই কর্মসূচীকে নাম দেওয়া হয়েছে জল বন্টন কর্মসূচী। সেখানে যে সোর্স তৈরী হবে তার যা খরচ হবে তার ১০ শতাংশ বার ভার বহন করতে হবে স্থানীয় যারা বেনিফিসারী তাদেরকে।

যদিও এই কার্যসূচী বা এই কাম চালু করছি কিন্তু আমাদের পশ্চিম জেলাতেও এই রকম দুর্গম এলাকা রয়েছে সেখানে হয়ত বা এখনি এই স্কীম চালু করা সম্ভব না। তাই আমরা আর, ডব্লুও, সি ফ্লো পশ্চিম জেলাতেও আমরা চালু রাখছি যে। এই ভাবে যে পানীয় জলের সমস্যা এটা নিরসনের জন্য চেষ্টা রয়েছে। এখানে আরেকটা জিনিস উল্লেখ করা দরকার যে, পত্র পত্রিকায় বা বিভিন্ন ভাবেও আমাদের কাছে রিপোর্ট আসে কোন কোন জায়গায় পানীয় জলের কারণে জলবাহিত রোগ বা অন্য অসুবিধা তৈরী হয় বৃষ্টি না হওয়ার ফলে কোন কোন জায়গায় জলের স্তর অনেক নীচে নেমে গেছে। বিশেষ করে পাহাড়ী এলাকায় এইসব কারনে রোগ ইত্যাদি দেখা দিয়েছে। এটার কারণে যেটা আমরা অনুভব করছি, পানীয় জল না থাকাতে আমাদের রাজ্যে আমরা যে মার্ক-টু বা মার্ক-থ্রি ব্যবহার করছি বা বিভিন্ন জায়গাতে বসিয়েছি সেখানে এটা ঘটনা যে পাহাড়ী এলাকায় এখানেও কিছু অংশ মানুষ আমরা এখনও তাদেরকে সচেতন করতে পারিনি। কিন্তু এই মার্ক টু ও মার্ক-থ্রির জল ব্যবহার এখনও করেন না। সে কারণে অনেক মার্ক-টু, মার্ক-থ্রি থাকা সত্ত্বেও কুয়ার জল ব্যবহার করার কারণে সেখানে রোগ জীবাণু ইত্যাদি হচ্ছে। আমরা সেই ক্ষেত্রে একটি কেম্পিং কমিটি আমরা করেছি তার মাধ্যমে প্রচার মাধ্যমে ইত্যাদি ব্যবহার করে এবং আরোও অন্যান্য যে সমস্ত মিডিয়া ব্যবহার করে এই কেমপিং এওয়াডেন্স করা যায় কিনা আমরা চেষ্টা করছি। অর্থাৎ সব দিক থেকে একটি চেষ্টা চলছে এবং সরকারের সেখানে লক্ষ্য ২০০২ ইং সালের মধ্যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত পাড়ায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ এটা সুনিশ্চিত করব।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—** পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বিবৃতি দিয়েছেন, কিন্তু বাস্তব চিত্রটা একটু অন্য ধরনের। একটি কথা স্বীকার করেছেন, যে জলের অভাবে নানা রোগ দেখা দেয়। সবটাই এটা কারনে না। এটা আবার বলছেন। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানা আছে কিনা যে, বিভিন্ন কভার্ড আনকভার্ড আপনারা উল্লেখ করেছেন কিন্তু বিভিন্ন এলাকাতে মার্ক টু টিউবওয়েল বসানো হয় কিন্তু জায়গাতে লেয়ার তো এক রকম না। কোন কোন জায়গাতে ৫টা পাইপ বসাতে হয় সেই জায়গায় দুটি দিয়েই খালাস। গভর্ণমেন্ট সেংশান আছে তিনটি পাইপ লাগাও কিন্তু সেখানে দুইটি পাইপ লাগিয়েই শেষ। এরপর আর সেখানে জল আসেনা। আর যেটা লাগানো হয়েছে সেইটি বেশীর ভাগ অকেজো। যার কারণে পানীয় জলের বিরাট সমস্যা। গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে আঠারমুড়া, গঙ্গানগর এবং ছামনু এলাকায় যারা টিলা জমিতে থাকেন বা জুমিয়াদের সব চেয়ে বেশী পানীয় জলের অসুবিধা ভুগছেন। এবং এটা যদি যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা না নেওয়া হয় এবং বিশেষ করে যদি বৃষ্টি না আসে তাহলে আরোও ব্যাপক হারে হবে এবং যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী** (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমে বলা হয়েছে ১৪টি পাইপ দেওয়ার কথা দেওয়া হয়না এটি দুই চারটি জায়গাতে অর্থাৎ প্রত্যন্ত এলাকায় হয় না এই রকম না, বিষয়টির রিপোর্ট পাওয়া গেলে তদন্ত করা হয় এবং দেখাও যায়। এবং সেই জায়গায় আমরা সেটা জোর দিয়েছি, সরকার ঠিকই ব্লক থেকে সেংশন করছেন কিন্তু সেখানে মার্ক টু বা মার্ক থ্রি বসবে বা সেনেটারী ওয়েল সে এলাকার মানুষ যদি সচেতন ভাবে এটা না দেখেন তাহলে এই রকম কিছু গরমিল বা সঠিক ভাবে কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা, তা না ঘটে থাকতে পারে। আমি সে জন্য মাননীয় সদস্য ছিলেন গত কদিন আগে করবুক ব্লকে আমরা এই সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। দেখা গেছে সংখ্যায় অনেকগুলো আছে সদস্যরা বলেছেন কিন্তু জল নেই। আমরা এই জোর দিয়েছি এগুলো বসানোর সময় যদি জোড় দিয়ে সেই এলাকার মানুষ সচেতন ভাবে যারা ইম্প্লিমেণ্ট করেন সেখানে কাজের প্রতি নজর না রাখেন এই রকম দু চারটি ঘটনা হয়ে থাকতে পারে তবে এই ক্ষেত্রে যাতে আরো কঠোর বা সঠিক ভাবে এটা দেখা হয় বলা আছে।

দ্বিতীয়ত: হিল সাইড গুলিতে বৃষ্টি না হওয়ার দরুন কিছু কিছু জল সংকট হতে পারে। তার পরে বৃষ্টি হলে পরে আবার নোংরা জল পরবে এইরকম দেখা গেছে। আমরা এই আর, ডব্লু, ও, এস এর ক্ষেত্রে এখনো সেকেণ্ড ইনস্টলমেণ্টের টাকা পায়নি। প্রাইম মিনিষ্টার গ্রামোদয় যোজনায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বাকি আছে। কিন্তু আমরা এর জন্য বসে থাকিনি। আমরা অর্থ দপ্তর থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে ব্লকগুলিকে দিয়েছি। পানীয় জল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই ক্ষেত্রে যাতে কোন প্রকার গাফিলতী বা ঢিলে না হয় তা নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেকটর

কমিটি করা হয়েছে এবং সেই কমিটি যদি মনে করে সেখানে জল পাওয়া যাবেনা সেখানে ট্রাক দিয়ে জল সরবরাহ করতে হবে। তা নিশ্চই করবে আর আমি যা পরিসংখ্যান দিয়েছি তার বাইরেও কিছু ইনেগেটিভ্ প্রজেকট্ যেখানে যেরকম হয়, কোন কোন জায়গাতে স্প্রিং ওয়াটার হয় এবং সিমেন্ট দিয়ে কিছু করে জল জমিয়ে রাখা যায় কিনা এবং জল জমিয়ে রাখলে হবে না সেখানে ব্লিচিং দেওয়া দরকার বা অন্য কিছু দেওয়া দরকার এটাও যাতে নজরে থাকে সেই জন্য কনসার্ণ পি, এইচ, ই, যে অফিসার তাদেরকেও সেক্টর কমিটিতে যুক্ত হয়েছে এই রকম একটা অবস্থা সেটা যুদ্ধকালীন না তার থেকেও বেশী তাড়াতাড়ি যাতে হয়।

**শ্রীরতন লাল নাথ ঃ—** পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান্ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন গ্রামীন বসতি এলাকায় পূর্ণ আওতাধীন হয়েছে ৭'৪১১ টা আংশিক আওতাধীন হয়েছে ৫,৬৭২ টার কথা বলা হয়েছে। এখানে পি, এইচ, ই, ডিপার্টম্যান্ট একটা বই, সাথে সাথে এখানে মাননীয় মন্ত্রীও মার্চ মাসের এক তারিখ এই বছর এ দেওয়া উত্তরে এটা মিলছে না। নন্ কভারড্ আছে বলা হবে ৭৬১টা এই যে ৬৩টা নন্ কভারড্ এরিয়া এখানে মোশানড্ করা হয়েছে। সেই ৬৩টা উপজাতি না অনুপজাতি অঞ্চলে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ওয়াটার মিশন পশ্চিম ত্রিপুরার জন্য ২৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন, কেন্দ্রীয় কমিশন মঞ্জুর করেছেন, এর মধ্যে ত্রিপুরা রিসিভ্ করেছেন ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। কিন্তু দেখা যায় মাননীয় মন্ত্রী ২৭ •১ ২ ০. ই -এ এই হাউসে উত্তর দিয়েছেন কোন টাকা পাওয়া যায়নি। এটা স্যার, আশ্চর্যের ব্যাপার সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী সঠিক তথ্য দেবেন কিনা?

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—** স্যার, আর, ডব্লুউ, এস এটা আলাদা আমার মনে হয়, সেই প্রস্তাবটা এমনই ছিল এটা সেইভাবেই দেওয়া হয়েছে। এবং আমি উল্লেখ করেছি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এই বছর বা গত বছর থেকে সেকটোরেল রিফরমস্ প্রোগ্রাম ১৯ টু ১০ পার্সেন্ট বেনিফিসিয়ারীদের পার্টিসিপেশান্-এ হবে এটা ডিরেকট্লী মানে যে একটা সমিতী হয়েছে, সেখানে জমা পড়েছে, এটা স্যার আলাদা, আর যেটা উত্তর দেওয়া হয়েছে এটা আর, ডব্লুউ এস এর সংখ্যা। এবং যেটা বলেছেন উনি এস, সি, পাড়ার যেটা ৭৩১টা হয়ত স্যার, এটা একটু মিসটেক্ হতে পারে তবে ৭২১ দিজ ইজ্ দ্যা ফাইনাল।

যেটা সমিতীর কাছে জমা পড়েছে, এটা আলাদা, হিসাব যেটার উত্তর দেওয়া হয়েছে, আর, ডব্লিউ এসব হিসাব। যেটা রয়েছেম এন সি পাড়া তবে এ ৭৩১ এটা মিসটেক হতে পারে। তবে এটাই ৭৩১ এন সি সি। দিস্ ইজ দ্যা ফাইনাল ফিগার।

**শ্রীরতন লাল নাথ ঃ—** স্যার, আমার এটা ক্লিয়ার হয়নি, এটা নিয়ে একটা বিভ্রান্তি আছে। বই এর একটা অংশে বলেছে ৭১৪, মিনিষ্টার উত্তর দিয়েছে ৭৩১ আমি নিজেও মিটিং-এ বলেছিলাম

এটা ঠিক করার জন্য, আই এম অলসো মেম্বার অব্ দ্যা ওয়াটার কমিশন। একটা দপ্তরে ভুল ধরে দেওয়ার পরও ভুলটা ঠিক হচ্ছেনা। আমি জানুয়ারী মাসে মিটিং-এ গিয়েছি আজকে মার্চ মাস উত্তর দিচ্ছে। আমি দেখছি এটা দরকার ছিলনা আমার বলার। উত্তর দিয়েছে প্রশ্নটা চেয়েছি। এর জন্য ডিপার্টমেন্ট এলার্ট অর নট।

**শ্রীপ্রনব দেববর্মা :—** স্যার, দুর্গম এলাকাতে যে পানীয় জলের সংকট, মাননীয় মন্ত্রী এখানে এন, সি, পাড়া এবং পি সি পাড়া যে কথা উল্লেখ করেছেন এখানে আমরা লক্ষ করলাম যেখানে এন সি পাড়া আছে তিন মাস এখানে সোর্স দেওয়ার পর এন সি-তে পরিনত হয়ে যায়। এখানে মার্চ টু এবং মার্চ থ্রীতে মাস খানেক ভাল জল পাওয়া যায়। তিন মাস পরে যে লাল জল আসে সেটা খাওয়ার যোগ্য না। কিন্তু সরকারের রেকর্ডে এন সি-টা এম, সি বা পি, সি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মাস পরে আবার এন সি হয়ে যাচ্ছে। তাতে বাস্তবে এই বিষয়টা কিছু অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, কাজেই বিষয়টা কিভাবে সাবধান করা যায় এটা দেখতে হবে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এখানে নতুন পদ্ধতি ডিসট্রিক মিশন শুরু হয়েছে ওয়েষ্ট জেলাতে গত মিটিং সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে নতুন পদ্ধতি এবং পুরানো সোর্স আছে এইগুলি কার্য্যকরী হবে এবং বেনিফিসিয়ারীকে শতকরা ১০ ভাগ বহন করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখলাম যে নতুন এই পদ্ধতির সঙ্গে সাধারন গ্রামের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেনি। কাজেই এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ সময় সাপেক্ষের ব্যাপার। কিন্তু আমরা শোনলাম, ব্লকগুলি থেকে এই জলের ব্যাপারে যে আর, ডব্লিও এস টাকা সেটা নাকি সরকার তুলে নিয়েছে। কাজেই শুখা মরসুমে এই অসুবিধাগুলি সৃষ্টি হচ্ছে নতুন সোর্স দেওয়া যাচ্ছে না। এই সংস্যা সমাধানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী কিছু বলবেন কি না।

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** গত বছরের সর্বক্ষনে যে সমস্যাটা বেড়েছে, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা আংশিক সত্য। এর কারণে ত্রিপুরার যে পিকিউলার জলবায়ু কোন একটা সময়তে মার্চ টু বা যেসব সোর্সে প্রচুর জল থাকে। আবার যখন বৃষ্টি না থাকে তখন জলের স্তর নেমে যায়। সেই সময়তে যে সার্ভে করা হয়েছিল ১৯৯৯ মে, জুন মাসে। এটা পরবর্তী সময় কোন কোন জায়গায় এইরকম হতে পারে। সেই কারণে আমরা সেকটর কমিটি করেছি যাতে এই সমস্যাগুলি দূর করার জন্য ইমিডিয়েট ষ্টেপ নেওয়া যায়। আর দ্বিতীয়তঃ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে এটা ঠিকই সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে যখন এই স্কীমটা চালু হয়েছিল। এটা এখানে বন্ধ হয়ে যায়। আমরা বলেছি না এটা করা যাবেনা। আমরা আবার আর ডব্লিও সি-তে স্কীম দিয়েছি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। সেখানে এই সংকট নিরসনের জন্য বি, ডিওরা টাকা খরচ করতে পারেন। তা ছাড়া পি, ডি, এফ এর থেকে যাতে মেরামতির টাকা খরচ করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা অনুমতি দিয়েছি। পি, ডি এফ এর টাকা ও মাইনর

রিপেয়ার করা যায়। কাজেই সেন্ট্রাল রিফ্রম এর যে পদ্ধতি এটা চালু হওয়ার কারণে আর ডব্লুবিসি-র টাকা থাকবে না। এই ব্যাপারে সন্দেহের কারণ নেই।

**শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় ঃ—** এখানে পানীয় জলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সংকট এই সংকটের মার্ক টু মার্ক থ্রি এইগুলি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যবহার করছে না অনেকে। সেই কারনে তারা ছড়ার জল বা অন্যান্য জল ব্যবহার করছে। সেই জলটাকে বিশুদ্ধ করার জন্য হেলোজেন টেবলেট বা এই ধরনের মেডিসিন দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হবে কিনা।

**শ্রী জীতেন্দ্র চৌধুরী** (মন্ত্রী) **ঃ—** স্যার, এটা আগেও বলেছি যে মেডিক্যাল টিমে দেখেছি এই কমিটি থাকছে। যেখানে এই রকম প্রয়োজন শুধু একটা কোন জায়গায় জল কনটামিনিটেড হলে পরে ব্যবহারে নেওয়া না তার আগে যাতে নেওয়া যায় এই নজরদারী করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে মার্ক-২ মার্ক-৩-র জলের ব্যাপারে শুধু ত্রিপুরায় যে সমস্যা তা না। কোন কোন জায়গাতে মার্ক-২ মার্ক-৩-র জল আছে বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকাতে আমি নিজেও দেখেছি যে মার্ক-২ মার্ক-৩-র জল পান করতে চান না ব্যবহার করতে চান না। এমন কি সেনেটারী ওয়ালের জলও অনেক জায়গাতে ট্রাইবেলদের কিছু অংশের মানুষ পান করতে চাননা। তাকে কি করা যেতে পারে আমরা রুরাল ডেভল্যাপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা পরিকল্পনা করেছি আগামী মে মাসে আমরা একটা ওয়াক কাম-সেমিনার করব। সেখানে আমাদের প্রত্যন্ত এলাকার সাধারন মানুষ তাদেরকেও আমরা ডাকব এই এলাকার বি, এস, সি, পঞ্চায়েত সমিতির যারা পরিচালক তাদেরকেও আমরা ডাকব। তাছাড়া আমাদের রাজ্যে যারা জল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তাদেরকে ডাকব এবং রুরাল ডেভল্যাপমেন্ট মিনিষ্টার তারাও বলেছেন এই ব্যাপারে সাহায্য করবেন, আর এইরকম হিল রিজিওনের কিছু ষ্টেট যেমন হিমাচল প্রদেশ, সিকিম, এমন কি মিজোরামের তারাও কিভাবে এই সমস্যা সমাধান করেছেন আমরা তাদেরকেও ডাকব যাতে একটা উপায় বের করা যায়। এটা শুধু যে জল আছে তার পরেও পান করেন না ব্যবহার হয় না এটা ত্রিপুরায় যে সমস্যা যে জল থাকলেও মার্ক-২ সেনিটারী ওয়াল ব্যবহার করে না তার বিকল্প কি দেওয়া যায় আমাদের বের করতে হবে এবং রুরাল ডেভল্যাপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অন্যান্য কমিশন এটা করার জন্য সুষ্ঠু পদক্ষেপ আমরা নেব।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার এবং শ্রীমতি সন্ধ্যা রানী দেববর্মা মহোদয়া কর্তৃক গত ২-৩-২০০১ ইং তারিখে উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টির উপর সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন এখন আমি মাননীয় সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যান মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো : — "কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বালাহার কর্মসূচী সংকুচিত করা সম্পর্কে"।

**শ্রীবিধুভূষণ মালাকার** (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, (কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বালাহার কর্মসূচী সংকোচিত করা সম্পর্কে) হ্যাঁ, সংকোচিত করা হয়েছে। গত ১২-০৭-২০০০ ইং কেন্দ্রীয় সরকার নং ফ, ১৬-৪-২০০০ এই চিঠি মূলে 'বেসিক মিনিমাম সার্ভিস' নাম পরিবর্তন করে 'প্রধান মন্ত্রী গ্রামোদয় যোজনা' নাম দিয়ে এই প্রকল্প শুধু মাত্র ০-৩ বৎসরের শিশুদের পুষ্টি দেওয়ার প্রস্তাব ও নির্দেশ পাঠান। ৩-৬ বৎসরের ছেলেমেয়েদের পুষ্টি প্রকল্পের অর্থ রাজ্য সরকার তাদের বাজেটে নিজস্ব সোর্স থেকে সংগ্রহ করার জন্য বলা হয়। ০-৩ বৎসরের শিশুদের পুষ্টি প্রকল্পে যে টাকা কেন্দ্র দিবে ১০ শতাংশ টাকা ঋণ (লোন) হিসাবে দিবে এবং ১২.৫ শতাংশ হিসাবে সুদ দিতে হবে। বেসিক মিনিমাম সার্ভিস স্কীমে সম্পূর্ণ টাকাই অনুদান হিসাবে পাওয়া যেত।

বালোয়ারী কেন্দ্রের বালাহার প্রকল্প সমাজ কল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর তার বাজেট থেকে এবং অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রের পুষ্টি প্রকল্প উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের বাজেট সরবরাহ করা হয়। উভয় প্রকল্পে যে সমস্ত ছেলেমেয়ে শিক্ষা কেন্দ্রে আসে তাদেরকেই খাওয়ানো হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ০-৩ বৎসরের ছেলেমেয়েদের মায়েরা শিক্ষাকেন্দ্র থেকে তাদের শিশুদের জন্য নিয়ে যান। বালোয়ারী ও অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রে ৩-৬ বৎসরের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে আসা যাওয়ার অভ্যাস ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়।

ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পক্ষে তার নিজস্ব সোর্স থেকে ঐ টাকা সংগ্রহ করার সুযোগ খুবই সীমিত। তাই বালাহার প্রকল্প চালানোর অসুবিধা দেখা দিবে। বালোয়ারী ও অঙ্গনওয়াদী কেন্দ্রে দরিদ্র ও দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের ছেলে মেয়েরাই আসে শিক্ষা লাভ ও একটু খাওয়ার আশায়। পুষ্টি প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেলে ঐ সমস্ত ছেলে মেয়েদের শিক্ষা কেন্দ্রে আসার ক্ষেত্রে কিছুটা অনীহা দেখা দিবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার পুষ্টি প্রকল্পে সার্বজনীন শিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ সংকোচিত করেছেন। এখানে দরকার ছিল বেসিক মিনিমাম প্রোগ্রাম পরিবর্তন করে যে প্রধান মন্ত্রীর নামে করলেন জিরো থেকে তিন বছর তাহলে আমরা সেখানে দীর্ঘদিন ২৫টা বছর ধরে আমরা সেখানে জিরো থেকে ৬ বছরের ছেলেমেয়েদের আনতাম এই সুবিধাটা এখন অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

**শ্রীমানিক দে** ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে বললেন কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার থেকে কোন প্রতিক্রিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীতে নেওয়া হয়েছে কিনা। নেওয়া হয়ে থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা এটা কিভাবে চালু করা যায় না কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া যায় এই সম্পর্কে বিষয়টা পরিষ্কার করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

**শ্রীবিধুভূষন মালাকার (মন্ত্রী) :—** কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে আমরা এইবার আশা করেছিলাম যে মিনিমাম ২৬-এর মধ্যে এটা হয়তো ওয়েলফেয়ার ক্ষেত্রে, প্লেন অথবা মানব-কল্যানে তারা এই টাকাগুলি কাটছাট করবেনা। আমাদের কিন্তু গতবছরে তারা যা দিলেন তা সঠিক দেওয়া হয়নি কিংবা কাজের ক্ষেত্রে তা হলনা। এখন নিশ্চয় সরকার এবং দপ্তর সহ এটার প্রতিটি অবস্থার মধ্যেই আমাদের সংকট কিভাবে উত্তরন হয় এবং দপ্তর থেকে নিশ্চয় কেন্দ্রীয় সরকারকে এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অসুবিধার কথা জানিয়ে আমাদের এই দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারীদের মধ্যে শিক্ষাটাকে প্রসারিত করার জন্য আমরা আবেদন রাখব।

**শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টা আমাদের রাজ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ৭৪ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে এবং তার বড় অংশটা গ্রামে বাস করেন। তপশীলি জাতি, উপজাতি ও. বি, সি এবং শ্রমজীবি মানুষ গ্রামে বেশী। এই জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকার যে নতুন সিদ্ধান্তটা নিলেন এই সিদ্ধান্তটা আমাদের যেটা মনে হয়েছে এটা আসলে গরীব মানুষের বিরুদ্ধে একটা বড় ধরনের আক্রমন। নাম পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু আছে। কিন্তু আমাদের এখানে গত কয়েকটি বছর যাবৎ ০-৬ এই বয়সের ছেলেমেয়েদের আমরা এই স্কীমের আওতায় রেখে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করেছিলাম। এর সাথে আমরা আরও একটা বিষয়ে যোগ করেছিলাম সেটা হচ্ছে এক্সপেকটেড মাষ্টার। তাদেরকেও আমরা এই প্রকল্পের মধ্যে যুক্ত করে নিয়ে তাদেরকে কাজ দিয়ে ব্যবস্থা করতাম এই সন্তান সম্ভাব্য মাকে। যদি সেখানে রেখে না যায় তাহলে তার যে সন্তান আছে তার উপর আঘাত আসতে পারে। আমরা লক্ষ্য করছি যে সারা ভারতবর্ষে ইনফান্ট মর্টেলিটি রেইট তাতে আমরা হাজারে সত্তর জন। আমাদের যে স্কীমগুলি সেটা স্বাস্থ্যদপ্তর বা অন্যান্য প্রোগ্রামগুলি সহ এটা কি আমাদের এখানে ইনফান্ট মর্টেলিটি রেইট, ন্যাশন্যাল লেভারেইট থেকে অনেক কম আমাদের পারফরমেন্স বেটার তাতে এটা ৪২-৪৩ হবে। ন্যশন্যাল লেভারেট সত্তর এখানে ইনফ্যান্ট মর্টেলিটি রেইট যদি নিয়ন্ত্রনে রাখতে হয় তাহলে পরিবারের মাকে সুস্থ রাখতে হবে।

আমি একটা রিপোর্ট দেখেছি, ০ থেকে ৩ এর জন্য একটি চার্ট করেছে খুব ভাল। আধ লিটার দুধ খাওয়াতে বলেছেন এই রকম আরো আইটেম লেখা আছে। খুবই প্রোটিন আছে। কিন্তু ঐসব আইটেম আমাদের ত্রিপুরার বাজারে নেই। কিছু সমস্যা হচ্ছে, বিরাট সংখ্যক কমে যাচ্ছে। এটা কি করে হবে? ০ টু ৩-এর জন্য প্রথম একটা অঙ্কের টাকা পেয়েছি। আমরা আরো পাব ধরে নিয়ে আরো বেশী টাকা বাজেটে বরাদ্দ করেছিলাম। কিন্তু সেক্ষেত্রে ইন্সটলমেন্টের টাকা কেন্দ্রের থেকে পাচ্ছি না। ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট না দিলে কেন্দ্র টাকা দেবে না। এটা ঠিকই

আছে। রোড কানেকটিভিটির জন্য আড়াই হাজার কোটি টাকা রেখেছে। আমরা কিছু আইটেম দিয়েছিলাম। একটা আইটেম কমিয়ে বাকীগুলি রেখেছে। তার জন্য রেখেছে আড়াই হাজার কোটি টাকা। কিন্তু কোন টাকাই দেয়নি। প্রথম বলেছিল, ১৮ কোটি টাকা দেবে। কিন্তু আমরা বার বার বলাতে তা বাড়াতে বাড়াতে বলছে, ২৫ কোটি টাকা দেবে। কিন্তু আমরা ২৫ পয়সাও পাই নি। এগুলি ভাল ভাল জিনিস। এসব খাওয়াতে পারলে আমাদের বাচ্চাদের ভাল হবে। কিন্তু ৩ টু ৬ এদের কি হবে? মাদারের কি হবে? ফলে দিন ৬/৭ আগে আমাদের আলাপ আলোচনা করে ঠিক হয়, এই চলতি অর্থ বৎসরে আমাদের যে কিছু কিছু সেন্টার বন্ধ হয়েছিল সেগুলি চালু করে এবং পর্যালোচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে বিষয়টি আনা হবে। এই হাউসকে অনুরোধ করব, এটা শাসক দলের ব্যাপার নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মিঠা আভরণের ভেতরে যে তেতো ব্যাপারটা আছে সেটা আসুন সবাই মিলে বন্ধ করি। না হলে, আমাদের মত রাজ্যের ক্ষতি হবে। কাজেই এই দিক থেকে প্রচণ্ড সমস্যা রয়েছে।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—** পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন। ন্যাশনেল সেম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন ১৯৯৯-২০০০ সালে যে সার্ভে করেন, সেই মতে সারা ভারতে ৩৬.৪৭ পারসেন্টে যে সংখ্যা ছিল তা নেমে বর্তমানের সংখ্যা হচ্ছে, ২৬.১০ পারসেন্ট। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে হয়েছে, ৩৯.৪১ পারসেন্ট এবং এটা গত ২২শে ফেব্রুয়ারী প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, কৃষ্ণকান্ত পন্থ অফিসিয়্যালি ডিক্লারেশন দিয়েছেন। এই অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার যাও এলো, কমন হবে ত্রিপুরাতে আগে ভেলু ওভার দি লাইন ছিল, ২.৯৫ লাখ। এখন কমে ২ লাখ হয়েছে। ৯৫ হাজার কমানো হয়েছে। কাজেই পি, এম, জি, ওয়াই, এ টাকা কমানো হচ্ছে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এখানে ইনফেন্ট মর্টালেটি কম। এটা ঠিক। যেহেতু বি, পি, এল, কমে গেছে। রাজ্য সরকারের এ ব্যাপারে কোন রি-একশান না থাকায় টাকা কমছে কাজেই আমার মনে হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয় না জেনে নতুবা জেনেই হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন।

**শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয়, মাননীয় সদস্য শ্যামা বাবু নিজে হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন। আমাদের বিভ্রান্ত করার কোন প্রশ্নই নেই। কারন হচ্ছে, উনি যে হিসাব দেওয়ার চেষ্টা এখানে করেছেন তা ঠিক নয় উনি নিজেই তা ভাল করে জানেন। কারন, এক সময় তিনিই ত্রিপুরা রাজ্যের পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। নর্থ ইষ্টার্ণ রিজনের জন্য ইনটেনসিভ কোন রকম তথ্য সংগ্রহ করার কোন ব্যবস্থা হয় নি।

আসামকে সেন্টার করে আসামের যে বিলো পভার্টি লাইন এটাকে হোল নর্থ ইষ্টার্ণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ছাট ইজ হাইলী রং। সেই হিসাবে প্ল্যানিং কমিশনের হিসাব

যেটা সেই হিসাবে দেখা গেল তারা গ্রাম স্তরে যে হিসাব বের করে দিলেন এটা বিলো ৫০ পার্সেন্ট। এক সময়তো আসামকে ধরে এটা ৭ পার্সেন্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে সেই ৭ পার্সেন্ট থেকে লড়াই করে করে থার্ড লেফট ফ্রন্ট সরকারের সময় এটা ৪১-এ এসেছে এবং আমাদের তরফ থেকে ইনসট্যান্টলী বলা হচ্ছে যে আমাদের টা কম না বেশী এবং এটা আসামকে ভিত্তি করে কেন করা হয়েছে? ত্রিপুরার-টা আলাদা করে করুন। আমি দায়িত্ব নেবার পর আমি কাগজপত্র ঘেটেছি। এটাতো শুধু হাওয়ার উপর বিতর্ক করলে চলবে না। পুট বিফোর মি অল দিস ডিটেইলস। কারন গ্রাম স্তরে আমরা আরেকটা সার্ভে করার চেষ্টা করছিলাম ফোর্থ লেফট ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট আসার আগে। তখন প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন প্রনব মুখার্জী মহোদয় তিনি এগ্রি করেছিলেন স্পেশিয়েলী প্ল্যানিং কমিশনের লোক পাঠিয়ে ত্রিপুরা সরকারের সহযোগে এটা করতে। যেহেতু আমরা বারবার এটার বিরোধীতা করছি এবং তারা কনভিনসড্ হয়েছি যে এটা হতে পারে না। তারা পাঠাবেন এবং পাঠিয়ে সার্ভে করবেন। সময়ে করে দিন। আমরা বলছি যদি এটা ৫ পার্সেন্ট হয় উই উইল এ্যাকসেপ্ট, আর যদি না হয় উই উইল এ্যাকসেপ্ট। আন্‌ফিমেইটলী তারা কিছুই করেন নি। প্ল্যানিং কমিশন সেই ভিসি থেকে ডেডিয়েট করে তারা কিছুই করেন নি। দিস ইজ দ্যা ফ্যাক্ট। তারপর ষ্টেট গভার্ণর সেটা যখন ইনিশিয়েটিভ নিল, আমরা যখন তথ্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলাম, তখন থেকে যে তথ্য বেড়িয়ে আসলো তাতে আমার সন্দেহ হলো। আমি এই বিধান সভার মধ্যেও বলেলি যে এটা ঠিক না। আমার সন্দেহ সত্য প্রমানিত হলো। যখন নাকি ব্লক ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ আরম্ভ করলাম. তখন বি. ডি ওরা রিপোর্ট দিতে শুরু করলো যে সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের জন্য আমরা অনেক জায়গায় যেতে পারিনি। না গিয়ে ঘরে বসে বসে এই ধরনের রিপোট কেন দিচ্ছ তোমরা? সেখানে এমন কিছু কাগজ আসলো যেগুলিতে জল পড়ে ডিস ফিগারড হয়ে গেছে এগুলির উপর অনুমান ভিত্তিক দেখার চেষ্টা করা হলো। উই রিজেক্টেড অল দীস থিংগস। এগেইন এটা আমরা আবার টেইক আপ করলাম। এটা করে প্রায় ৯ মাসের চেষ্টায় এই সার্ভে রিপোট আমরা বের করে এনেছি। সেই রিপোর্ট আসার পর উই হ্যাভ মেইড ইন পাবলিক। যেটা আমরা বলেছিলাম ৭৪ পার্সেন্ট. এটা বসে এসেছে ৬৬'৮১ অর ৮৪ পার্সেন্ট। এবং আমরা ধরে নিয়েছি যে এটা আরবান এবং রুরাল মধ্যে তেমন একটা ডিফারেন্স হবে না। এটাতে আমরা ষ্টিক করেছি। লাষ্ট প্ল্যানিং কমিশনের মিটিং হলো আমাদের বাজেট এলোকেশন নিয়ে. ভাইস চেয়ারম্যান এর লাষ্ট বলে আমরা আবার এটা বলেছি বিলো পভারটি লাইনের হিসাব নিয়ে প্রথম থেকেই বিরোধ দেখা দেয় আপনার প্রিডিসেসের সাথে এবং আপনার সাথে। উনি যখন আমাদের এখানে প্ল্যানিং কমিশনের মিটিং করতে আসলেন সেখানে মাননীয় সদস্য মহোদয়রা সবাই

ছিলেন। আমরা সবাইকে মিটিং-এ ডেকেছিলাম সেখানে আমরা বলেছি বিলো প্রভারটি লাইনে যে হিসাব তার সাথে আমরা একমত না। কে, সি, পন্থ সাহেব সেখানে আমাদের সাথে কোন বিরোধে যাননি। উনি বলেছেন এটাতে কিছু একটা থাকতে পারে। এখন তারা ন্যশনাল সার্ভে করে দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের যে তথ্য পাবলিককে জানানোর সঙ্গে সঙ্গে হোল ডিটেইলস আমরা প্ল্যানিং কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। দ্যাট ইজ নাউ লায়িং ইন দ্য প্ল্যানিং কমিশন, এট ইজ দ্য রেসপনসিবিলিটি অব দ্য প্ল্যানিং কমিশন হুইচ্ রিপোর্ট দে উইল এ্যাকসেপ্ট। এখন তারা ত্রিপুরাকে বল দেন যে না-ওখানে ২৬ পার্সেন্ট বিলো দ্য পভারটি লাইন। আমরা হাউসে যাঁরা আছি, তাঁরা যদি এটা বিশ্বাস করি তাহলে তো হয়েই গেল। ইট ইজ হাড়ার বেটার দ্যান মহারাষ্ট্র, বেটার দ্যান কর্ণাটক। ইজ দিস ফ্যাকট। আমরা নিজেদের সাথে নিজেরা লোকচুরি খেলব এটাতো এই না। এই ফিগারের উপর কিভাবে টাকা দেবার ব্যবস্থা হবে। আমরা যখন দেখলাম স্কীমটা নিয়ে কথা হচ্ছে, সেখান আসাম পেয়ে গেল ১৩/১৪ কোটি টাকা, আর আমাদের দিল সাড়ে তিন কোটি টাকা। আমি অফিসারদের জিজ্ঞেস করলাম হোয়াই ইজ দ্য র‍্যাশনাল বিহাইণ্ড ইট। ইজ দেয়ার এনি র‍্যাশনাল? হ্যাভ দে আণ্ডারস্টুড অল দীস থিংগস? হোয়াট কেটাগারী অব আওয়ার স্টেট। দে গেইভ নো আনসার। অন্ধ্রের জন্য ১০ কোটি টাকা ধরেছে। আমি বললাম অন্ধ্রের লোক সংখ্যা প্রায় ৭ কোটির মত। আসামের লোকসংখ্যা তিন কোটির মত। আসাম ১৩ কোটি টাকা পেয়ে যাচ্ছে। আমরা সেকেণ্ড নেক্সট টু আসাম। বিলো পভারটি লাইন আসাম থেকে অনেক বেশী আমাদের এখানে ওখানে কি করে ১০ কোটি হলো। দেয়ার ইজ নো রেশন্যাল, দেয়ার ইজ নো এ্যাকসপ্ল্যানেশান। যে কারণে আমরা আমাদের অফিসারদের বলেছি সবটা তদন্ত করে সমস্ত তথ্য ফারনিশ কর। আমরা সমস্ত জিনিষ প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টিতে নেব, আর, ডি মিনিষ্টারের দৃষ্টিতে নেব এবং আমরা বলব এগুলি দূর করা দরকার। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে বলব তিনি প্রবীন সদস্য, আমরা কেন হাউসকে বিভ্রান্ত করব. আমরা চাইব আমাদের রাজ্য যেন বঞ্চিত না হয়। উনাদের সঙ্গে বি, জে, পির বন্ধুত্ব থাকতে পারে। ওরা ভুল করলে রাজ্যের মানুষ ভুল বুঝবেন, রাজ্যের মানুষ আপনাদেরকে ভুল বুঝবেন। এটা কিন্তু আমরা চাইনা। কাজেই আমার পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের যদি কোন জায়গায় ভুল থাকে প্লীজ হেল্প আস। তথ্য সংগ্রহের ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভুল থাকতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আমাদের বিরোধ থাকবে। উই ওয়াণ্ট দ্যাট ইট শুড বী রিজলভড ইন এ ভেরী প্রপার ম্যানার। দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :-** স্যার, আমি একটা ক্ল্যারিফিকেশান দিচ্ছি। এটা আমি

ক্যাটাগরিক্যালি বলেছি। এটা আমার বক্তব্য নয়, প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অফিসিয়ালি এই সংখ্যা রিলিজ করেছেন ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এবং প্রথম স্থানে আছে উড়িষ্যা, দ্বিতীয় স্থানে বিহার, তৃতীয় স্থানে মধ্যপ্রদেশ, চতুর্থ স্থানে সিকিম পঞ্চম স্থানে ত্রিপুরা। এটা তারা ডিক্লেয়ার দিয়েছে। এটার তথ্য আমার কাছে এবং আমি সেটা দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় পাবলিশ করেছি। তারা বলছেন ত্রিপুরায় এখন বিলো প্রভারটি লাইন ১'৯১ লাখস্ অনলি। কাজেই এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কোন প্রতিবাদ বা কোন প্রতিক্রিয়া আমরা পাইনি বা শুনিনি। পত্র-পত্রিকা কিংবা প্ল্যানিং কমিশনে যে গেছে সেটাও আমরা জানি না কাজেই এখানে প্রতিবাদ করে নাটক করলে তো হবে না। হাউস থেকে দাবী করা হোক আমরা তো এটা সমর্থন করবই।

**শ্রীমানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় সদস্য এটাই প্রশ্ন। ওদের যে তথ্য সেই তথ্য তো আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের বিভ্রান্ত করার কোন কারন নেই, আমরা কেন বিভ্রান্ত করব। এই তথ্যটা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন কাজেই এই তথ্য পাবলিশ করার আগে আমরা কিন্তু আমাদের সার্ভে কমপ্লিট করে আমাদের রিপোর্ট আমরা পাঠিয়েছি। তারা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন আমরা করেছি কিনা? আমরা বলেছি আমরা করেছি কিন্তু এটা কনসিডার করল না, না আমাদের কোন প্রশ্নই করল না যে তোমরা যেটা করেছ তোমাদের সঙ্গে আমরা একমত না। এখন মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন উনি তো আমাদের প্ল্যানিং কমিশনের একজন সিনিয়র মেম্বার, হাউস যদি মনে করে তাহলে হাউসের নামে পাঠাতে পারি। গভর্ণমেন্ট থেকে আমরা বলেছি আমাদের পুরানো যে তথ্য সেটা অমরা সম্প্রতি পাঠালাম এটার রেফারেন্স দিয়ে এই যে তথ্য তারা বের করলেন তার সঙ্গে আমাদের যে ডিফারেন্স এটা ইনফারেন্স গ্রহণ করে আমরা তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করব। এই হাউস ডিজায়ার তাই আমার মনে হয় হাউস থেকে আমরা পাঠাতে পারি।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আমরা লেটেষ্ট যে সার্ভেটা করেছি এটার উপর প্ল্যানিং কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষন করে পরে প্রস্তাব পাঠিয়ে দিতে পারি।

**মিঃ স্পীকার :—** উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয় রেফারেন্স এনেছেন মাননী সদস্য শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী মহোদয় কর্তৃক গত ৬-৩-২০০১ ইং তারিখে উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টির উপর খাদ্য ও জনসংভরন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় জন জীবনে দুর্ভোগ হওয়া সম্পর্কে"।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় মন্ত্রী কংক্রিট ফর্মে জবাব দেবার চেষ্টা করবেন।

**শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :—** ধন্যবাদ স্যার। রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো :— "নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার জন্য জীবনে দুর্ভোগ হওয়া সম্পর্কে"।

মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের গত কয়েক মাসের মাসিক মূল্য তালিকা পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, খোলা বাজারে কোন মূল্য বৃদ্ধি ঘটে নাই। রাজ্যের পাইকারী ব্যবসায়ীগণ চাউল, সঃ তৈল, বিভিন্ন প্রকার ডাল, চিনি ইত্যাদি দ্রব্য বহিঃরাজ্য থেকে আমদানি করে থাকেন। সুতরাং উৎস স্থলে মূল্য বৃদ্ধি ঘটলে, আনুপাতিক হারে এই রাজ্যেও মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। ইদানিং কালে রাজ্যের কোথাও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটে নাই। বরং দর প্রায় গত কয়েক মাস যাবৎ স্বাভাবিক আছে। রাজ্য সরকার খাদ্য দপ্তরের অফিসারদের, পুলিশের এনফোর্সমেন্ট শাখাকে, মহকুমা শাসক ও জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন যাহাতে উনারা উচ্চ দরে জিনিষ বিক্রি র বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করেন। খোলা বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান ঠিক রাখার জন্য পাইকারী ব্যবসায়ীগণকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার যথার্থ নির্দেশ দিয়েছেন।

গৌহাটি এবং ত্রিপুরার দ্রব্য মূল্যের আনুপাতিক দর মূল্যায়ন করে দেখা গেছে গৌহাটি এবং ত্রিপুরার মধ্যে দ্রব্যমূল্যের তেমন কোন হেরফের নেই, দুই একটি ক্ষেত্র ছাড়া। যেমন চাল (মিডিয়াম) আগরতলাতে সাড়ে এগার থেকে ১৩ টাকা, গৌহাটিতে ১৩ থেকে ১৪ টাকা মুসুরী (স্মল) ২৬ থেকে ২৭ টাকা গৌহাটিতে ২৮ টাকা, মুগ আগরতলায় ৩০ টাকা গৌহাটিতে ৩০ টাকা, মাষ্টার্ড ওয়েল (আদার ব্রাণ্ড) আগরতলায় ৪০ থেকে ৪২ টাকা, গৌহাটিতে ৪৫ থেকে ৪৬ টাকা লবন (প্যাকেট, এটা বিভিন্ন ব্র্যাণ্ডের আছে, টাটা সল্ট আছে বা আদারস্ ব্র্যাণ্ড আগরতলায় ৭ টাকা বা ৮ টাকা, গৌহাটিতে ৭ টাকা। সুগার আগরতলাতে ১৮ বা ১৯ টাকা, গৌহাটিতে ১৮ টাকা দ্রব্যমুল্যের তারতম্য খুব একটা নাই। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে আমাদের রাজ্যে গণ বটন ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট দামে লবন, চিনি, কেরোসিন নিয়মিত বিলি বন্টন হচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ড্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষরের পর নয়া অর্থনীতি চালু করা হয়েছে। যার ফল রেশনে যেসমস্ত জিনিসের উপর ভর্তুকী চালু ছিল সেখানে চাল, গম, চিনি লবন, কেরোসিন রান্নার গ্যাসের উপর থেকে ভর্তুকী প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে সেখানে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। এবং তার ফলে দামের যে নতুন করে মূল্য নিধারন হয় তাতে এ পি, এল চালের ১২ টাকা ২৫ পয়সা নির্ধারিত হয়েছিল, এটা প্রথমে ১২ টাকা ৭৫ পয়সা ছিল। সম্প্রতি এটা ১০ টাকা ২৫ পয়সা ধার্য্য করা হয়েছে। তাছাড়া চিনি ১০ টাকা ২৫ পয়সা, লবন যেটা লুজ এটা

বিক্রী হচ্ছে ২ টাকা, প্যাকেট জাত যেটা সেটা ৩ টাকা। কেরোসিন তেল, এটা আপনারা জানেন যে এক বৎসরের মধ্যে তিন রকম দাম হয়েছে। ৩ টাকা থেকে ৬ টাকা, ৬ টাকা থেকে ৯ টাকা, এখন আবার আট টাকা করা হয়েছে। এভারেজ ৮ টাকা হয়েছে কারন রাজ্যের দূরত্বের নিরীখে এটার সঙ্গে পরিবহন যুক্ত। তার জন্য কোন কোন জায়গায় একটু কম বেশী হতে পারে। তাছাড়া বি. পি, এলদের জন্য চাল ৬ টাকা ১৫ পয়সা দরে বিক্রী হয়।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—** বি. পি. এল কার্ড হোল্ডারদের কি কেরোসিন দেওয়া হয়?

**শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :—** না. এটা মাথা পিছু ১ লিটার করে দেওয়া হয়। যার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশী তারা বেশী পাবেন। আমাদের রাজ্যে যে বি. পি, এল কার্ড হোল্ডার আছেন তাদের ২০ কেজি করে চাল দেওয়া হয় ৬ টাকা ১৫ পয়সা দরে। এটা ২ লাখ ৩১ হাজার বি. পি, এল কার্ড হোল্ডার আছে। কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে রিসেন্টলি আমাদের ৯৯-এর প্রজেকটেড ফিগারে সেটা ২ লাখ ৯৫ হাজার বেনিফিট পাবে। তাছাড়াও অন্নপূর্ণা যোজনা নামে যে আছে সেখানে ১১ হাজার ৪৮০ জন সুবিধা পাবেন। তাতে বিনা পয়সায় যারা ৬৫ বৎসর বা তার উর্দ্ধে বয়স্করা সেই সুবিধা পাবেন। এগুলি আমাদের রাজ্যে চালু আছে। কাজেই মোটামুটিভাবে বলা যায় গত কয়েক মাসে এই রাজ্যের জিনিসপত্রের দাম স্থিতিশীল। কাজেই জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য ঘটেছে এটা ঠিক না।

**শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী (সাব্রুম) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী যে ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন মূলত এটা শহরকে ভিত্তি করে। প্রত্যন্ত এলাকাগুলির মধ্যে ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত যেসমস্ত জিনিষপত্র যোগান দেওয়ার কথা এগুলি অনিয়মিত এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের এখানে নানারকম অজুহাত দেখিয়ে এই প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে অত্যাধিক মূল্যে বিক্রী হচ্ছে। যেটা সেখানের মানুষের নাগালের বাইরে। সেইক্ষেত্রে দপ্তর উদ্যোগ নিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ নিয়মিত করা, বিশেষ করে কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত সেখানে প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে বন্টন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা?

**শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন এবং বিশেষতঃ দুর্গম এলাকাগুলিতে কোন কোন ব্যবসায়ী দুর্গমতার সুযোগ নিয়ে বেশী দাম দিয়ে থাকেন এই ধরনের স্পেসিফিক তথ্য থাকলে এবং মাননীয় সদস্য সেটা নজরে আনলে নিশ্চয়ই আমরা ব্যবস্থা নেব। তাছাড়া বিভিন্ন বিভাগে বিভাগভিত্তিক অ্যাডভাইজারী কমিটি রয়েছে। সেখানে মাননীয় সদস্যরাও যুক্ত আছেন। পঞ্চায়েত লেভেলেও ভিজিলেন্স কমিটি রয়েছে তারাও বিষয়গুলি দেখতে

পারে। তাছাড়া জেলাস্তরেও এই ধরনের কমিটি আছে। কাজেই এই বিষয়গুলি নজরদারী করার এই অসাধু ব্যবসায়ী যাতে বেশী দাম নিতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে এবং এই ব্যাপারে তদারকি যাতে ঠিকভাবে হয় সেটাও দেখতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য আরো কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য রেশনের মাধ্যমে সরবরাহ যাতে করা যায় তারজন্য বলেছেন। আমরা সেটা পরীক্ষানীরিক্ষা করে দেখেছি এবং এই ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে যে এই কয়েকটি আইটেমস্ ছাড়াও আরো কিছু আইটেম যেমন এক্সারসাইজ্ বুক বা অন্যান্য জিনিস যেমন মাস্টার্ড ওয়েল এই সমস্ত দেওয়া যায় কি না তারজন্য সম্প্রতি কেন্দ্রীয় রেশনশপ কনজিউমার্স ফেডারেশন এর সঙ্গে আলোচনা করছি যাতে শীঘ্রই আরো ৮-১০ আইটেম অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। সেজন্য রেশনশপ ডিলারদের সঙ্গেও কথা হয়েছে এবং এটা যাতে শীঘ্রই চালু করা যায় তারজন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি। এই ব্যাপারে একটা গাইড লাইন তৈরী হলে আমরা সেটা জনগণকে জানাব। আমরা আশা করছি শীঘ্রই সেটা চালু করতে পারব।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি আমাদের হাতে আর অল্প বিজনেস্ আছে। এখন আপনারা যদি অনুমতি দেন তাহলে বেলা ১.০০ টার পরেও আমরা হাউস এর সময় বাড়িয়ে সেই বিজনেসগুলি শেষ করতে পারি।

(সর্বসম্মতিক্রমে হাউসের সদস্যগণ সময় বাড়ানোর অনুমতি দেন।)

**শ্রীরত্নলাল নাথ :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ৯৮ সনে নির্বাচনের সময় বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহারে ১৪০টি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য রেশনশপের মাধ্যমে জনসাধারনের কাছে সরবরাহ করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী যে তথ্য দিয়েছেন সত্যি স্যার, গ্রামাঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত করুন। সবগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সেখানে বর্ধিত হারে বিক্রয় করা হচ্ছে কাজেই আজকে বামফ্রন্টের ক্ষমতায় আসার তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে অথচ এখনো তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে যে ১৪০টি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য রেশন সপের মাধ্যমে সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়িত করেননি। কাজেই তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারএ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই ১৪০টি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য রেশনসপ-এর মাধ্যমে জনসাধারনের কাছে সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো বলেছি যে আরো কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারন-এর কাছে সরবরাহ করার জন্য

ইতিমধ্যে প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবং কোন কোন আইটেম দেওয়া হবে সেটা আমরা পরীক্ষানীরিক্ষা করে দেখছি। এবং এইজন্য নেশন্যাল কনজিউমারস্ ফেডারেশনের সঙ্গেও আলোচনা চলছে এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে তারা এই ব্যাপারে রাজি হয়েছেন। কাজেই আমরা আশা করছি শীঘ্রই আমরা এটা চালু করতে পারব যাতে জনসাধারন এর সুবিধা নিতে পারেন।

**শ্রীসুধন দাস :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই রাজ্যে জিনিষ-পত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি গত তিনটি বছরে তিন টাকা লিটার দরের কেরোসিন পর্য্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে এখন সেটা নয় টাকায় পৌঁছেছে। এইভাবে যদি কেন্দ্রের বি, জে, পি সরকার জিনিস-পত্রের দাম একের পর এক বৃদ্ধি করতে থাকেন তাহলে জনগনকে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। কাজেই, বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে এনে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন জানাবেন কিনা?

**শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বিবৃতিতেই উল্লেখ করেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার খোলা বাজারে অর্থনীতি গ্রহন করার ফলে কেরোসিন তেলের দাম তিন টাকা থেকে প্রথমে ছয় টাকা এবং তারপর ছয় টাকা থেকে সেটা হয়েছে নয় টাকা। আমরা এর আগেও এই বিধানসভা থেকে বিষয়টির প্রতিবাদ জানিয়ে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠিয়েছিলাম। যদিও কিছু দিন বাদে কেন্দ্রীয় সরকার কেরোসিন তেলের দাম এক টাকা কমিয়ে আট টাকা করেছে। কাজেই এই ব্যাপারে সবটা আমাদের রাজ্য সরকারগুলির উপর নির্ভর করে না। কেন্দ্রীয় সরকারের পলেসির ফলে এই জিনিষগুলি হচ্ছে। এক একটি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কিছুটা ফারাক অবশ্যই থাকে। আমরা চাইনা জিনিষ-পত্রের দাম আর বাড়ুক। কেন্দ্রীয় সরকার ডব্লিও-টির সাথে চুক্তি করেছে। কাজেই সেটার নিয়ন্ত্রণ আমরা করতে পারছি না। আমরা শুধুমাত্র এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানাতে পারি।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—** পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, বি, পি, এল ভুক্ত সাড়ে তিন লক্ষ কার্ড হোল্ডারকে সাবসিডিতে কেরোসিন বিক্রি করা হলে প্রতি মাসে রাজ্য সরকারের মাত্র ১০ লক্ষ টাকা লাগবে। কাজেই, বিষয়টা মন্ত্রী মহোদয় চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন কিনা?

**শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :—** স্যার, এক্ষুনি আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব হবে না। সরকারের সিদ্ধান্তের মধ্যে বিষয়টি নেই।

## CALLING ATTENTION

**মিঃ স্পীকার** :— আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত এবং শ্রীবাসুদেব মজুমদার মহোদয়।

নোটিশের বিষয়বস্তু হচ্ছে— "স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার কমিয়ে দেওয়া সম্পর্কে"

নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। আজ যদি তিনি বিবৃতি দিতে সমর্থ না হন তাহলে তিনি পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই নোটিশটির উপর আগামী ১৪-৩-২০০১ইং তারিখে বিবৃতি প্রদান করব।

**মিঃ স্পীকার** :— দ্বিতীয় দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীহিন্দুরাম রিয়াং মহোদয়, নোটিশটির বিষয় বস্তুটি হল, 'কাঞ্চনপুরে রিয়াং শরনার্থীদের নিজ রাজ্যে ফিরে যাওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। আজ যদি তিনি বিবৃতি দিতে সমর্থন না হন তাহলে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন।

**শ্রীমানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই নোটিশের উপর আগামী ১৪/০৩/২০০১ ইং তারিখে বিবৃতি প্রদান করব।

**মিঃ স্পীকার** :— আজ স্বাস্থ্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে উক্ত নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, নোটিশের বিষয়বস্তু হচ্ছে "২০-২-২০০১ ইং জি বি হাসপাতালের জরুরী বিভাগে ভাংচুর এবং দুজন কর্মরত চিকিৎসককে নিগৃহীত করা সম্পর্কে"।

গত ২০-২-২০০১ইং সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বিধায়ক শ্রীমধুসুদন সাহাকে গুরুতর আহত অবস্থায় জি. বি. হাসপাতালে আনার সঙ্গে সঙ্গে কারা জরুরীতে কর্তব্যরত দুজন চিকিৎসক যথাক্রমে ডাঃ প্রদীপ দেববর্মা ও ডঃ অম্লান দত্ত তাঁর দেহ পরীক্ষা করে। জি বি. হাসপাতালে মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ও আর এম. ও এ সময়ে হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন। হৈচৈ শুনে তাঁরাও সেখানে উপস্থিত হন এবং বিধায়ক মধুসূদন সাহাকে পরীক্ষা করেন। মেডিকেল সুপার ডাঃ বিনয় ভূষণ ভৌমিক সহ অন্যান্য চিকিৎসকগণ বিধায়ক সাহার আত্মীয়কে বাইরে ডেকে এনে মধুসুদন সাহাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কতিপয় দুস্কৃতিকারী ইমারজেন্সী সহ

হাসপাতালের অন্যান্য ওয়ার্ডের সরকারী সম্পত্তি যথা আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, টেলিফোন ইত্যাদি ভাংচুর করতে শুরু করে। এতে নিরাপত্তাহীনতায় কর্তব্যরত চিকিৎসক সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীরা প্রান রক্ষার তাগিতে ছুটাছুটি করতে থাকেন। আর এম. ও ডাঃ সুশান্ত সেন সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে জি. বি আউট পোষ্ট, পূর্ব ও পশ্চিম কতোয়ালীতে জরুরী ভিত্তিতে পুলিশ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। প্রায় ৩০, ৪০ মিনিট পর কিছু পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেন। তাদের উপস্থিতিতেও ভাংচুর অব্যাহত থাকে। ঐ তাণ্ডবের মধ্যে ডঃ অজিত চৌধুরীকে ঘটনাস্থলে পেয়ে দুস্কৃতিকারীরা মৃত বিধায়ক সাহার দেহ পুনরায় পরীক্ষা করতে বাধ্য করেন। ডঃ চৌধুরী বিধায়ক সাহার দেহ পরীক্ষা করার সময় জনৈক দুস্কৃতিকারীরা তাঁর মাথায় পেছন দিক থেকে আঘাত করেন এবং তিনি আহত হন।

ডাঃ জীবন নাগ সান্ধ্য রাউণ্ডে এলে জনৈক দুস্কৃতকারী তাঁর মাথায় আঘাত করে ও ধারালো সামগ্রী দিয়ে পেটে আঘাত করে। অল্পের জন্য তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান, দুস্কৃতকারীরা দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে ওয়ার্ডে কর্মরত নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের উপর চড়াও হয়। তাতে কয়েকজন নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীও আহত হন। এবং ভাংচুর অব্যাহত রাখে। এই তাণ্ডব থেকে কর্তব্যরত নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীরা রেহাই পাননি। এবং অসুস্থ রোগীরা আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন, অনেকে পালিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বাধ্য হয়। ইত্যবসরে পশ্চিম জেলার এস. পির নেতৃত্বে আরও কিছু পুলিশ কর্মী উপস্থিত হয়ে অবস্থা আয়ত্বে আনতে সচেষ্ট হন। এরপর ভেতরকার দুস্কৃতকারীরা বাইরে এসে ইমারজেন্সীর বাইরে রাখা সরকারী ও বেসরকারী গাড়ী, স্কুটার, মোটর সাইকেল ইত্যাদি ভাংচুর করতে শুরু করে। প্রায় রাত সাড়ে নয়টা পর্যান্ত এই তাণ্ডব চলতে থাকে। রাত সাড়ে বারটার পর সরকারী তত্বাবধানে বিধায়কের দেহ জি. বি. হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাওয়া পর্য্যান্ত দীর্ঘ সময় দুস্কৃতকারীরা ইমারজেন্সীর কাজ অচল করে রেখে দেয়। ঐ তাণ্ডবের ফলে সাধারণ মানুষ ঐ সময় চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। পরদিন অর্থাৎ ২১-০২-২০০১ইং মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট পুলিশের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এফ. আই. আর. দাখিল করেন।

**শ্রীপ্রনব দেববর্মা ঃ—** পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এখানে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে সেইদিন বিধায়কের যে ঘটনা এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতালের মধ্যে যে ভাংচু এবং ডাক্তার নিগৃহীত হয়েছে যদিও এর আগেও এইরকম হয়েছে কিন্তু এই রকম বড় ধরণের ঘটনা আর হয় নি।

সেখানে একদল দুস্কৃতকারী যেভাবে ভাংচুর করেছে তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা? এবং কত পরিমাণ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে? এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ডাক্তাররা যাতে নির্ভয়ে তাদের কর্তব্য তারা পালন করতে পারে তার জন্য তাদের নিরাপত্তার জন্য দপ্তর থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুস্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে কিনা? এবং সর্বশেষ যেটা জানার সেটা হচ্ছে নার্স এবং রোগীদের ওয়ার্ডে গিয়ে তারা যে ভাংচুর করেছে এবং তাণ্ডব

করেছে যার ফলে তিনজন সিরিয়াস রোগী তারা সেন্সলেস্ হয়ে গেছেন এবং পরবর্তী সময়ে তারা মারা গেছেন। এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :— স্যার আমি তো বলেছি আমাদের দপ্তর থেকে জি. বি. হাসপাতালের তরফ থেকে ২১-০২-২০০১ ইং তারিখে পুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে ডাইরি করা হয়েছে। তবে এখন পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে পুলিশ কাউকে এরেষ্ট করেছে এই তথ্য আমার কাছে নেই। আর ভাংচুর যা হয়েছে এই ভাংচুরের ফলে কত টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে সেটা এখনো নির্ধারণ করা হয়ে উঠেনি বা করেনি জি. বি. হাসপাতাল। ইমারজেন্সিতে যা ছিল তার সব কিছুই নষ্ট হয়েছে। এছাড়া দরজা, জানালা ইত্যাদি ভাঙ্গা হয়েছে, আমি সে টমেন্টের সময় বলেছি— এক্স-রে মেশিন, টেলিফোন ইত্যাদি থেকে শুরু করে ইমারজেন্সিতে যা ছিল সবকিছুই ভাংচুর হয়েছে। পুলিশ হয়তো তদন্ত কার্য্য চালাচ্ছে। তারা এটা করবেন, এটা তো এখন আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে কি অবস্থায় আছে। এবং তারা তাদেরকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন কিনা সেই তথ্যও আমার কাছে নেই। এখন পর্য্যন্ত এই রকম কোন ইনফরমেশান আমার কাছে নেই। আর মাননীয় বিধায়কের সর্বশেষ যে প্রশ্ন উনি জানতে চেয়েছেন এই ভাবে কয়েকজন রোগীর মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে। ঐদিন এই সময়তে হারাধন সূত্রধর, উনার বয়স ৭০ বছর, তিনি ১১-০৮ মিনিটে মারা গেছেন। সূর্য্য দেববর্মা, উনার বয়স ২৫ বছর তিনি ১১-১০ মিনিটে মারা গেছেন। প্রদীপ নম, উনার বয়স ১৭ বৎসর তিনি ১-৩০ মিনিটে মারা গেছেন। মৃত্যুর কারণ হিসাবে যা বলা হয়েছে হারাধন সূত্রধর তিনি এব্‌ডোমেন পেইন নিয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছিলেন। তিনি ১৯ তারিখে ভর্ত্তি হয়েছিলেন তার মৃত্যুর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে Cardio Respiratory Arrest. অর্থাৎ দম বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। সুপর্ণা জমাতিয়া তিনি Nephrotic syndrome and severe anamia হয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছিলেন। তারাও একই কারণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে Cardio Respiratory Faliure তিনি মারা গেছেন। তারা বাকী দুই জনের বিষয়ে এখনো কোন কারণ দেওয়া হয়নি। কারণ এইগুলি পুলিশ কেইস তার মধ্যে রয়েছে। সুতরাং এই হিসাবে এখানে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। আর তাদের মৃত্যুর সময় হচ্ছে, ১১-৩০ মি: ০১-১২ মি: একটা ত্রিশ মিনিট, ওয়ার্ডগুলি হচ্ছে এম এস-২ এফ এম-১ এম এস-২ স্যার, এখানে আর একটা প্রশ্ন হলো, জিবি হাসপাতালে ডাক্তারদের উপর আক্রমন হওয়ার পর সেখানকার চিকিৎসকরা হাসপাতালের নিরাপত্তার জন্য সরকারের কাছে একটা টি. এস, আর ক্যাম্প দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এবং সেখানে বর্তমানে টি, এস, আর ক্যাম্প দেওয়া হয়েছে। আর স্যার, এটা তো সব সময়ের ব্যবস্থা হতে পারে না, হাসপাতাল তো যে কোন সময় আক্রমন হতে পারে সেখানে কোন সময় নির্ধারিত থাকে না। যুদ্ধের সময়ও তো আমরা দেখছি হাসপাতালে আক্রমন হয় না। যদি পুলিশ দিয়ে হাসপাতালকে রক্ষা করতে হয় তাহলে পুলিশ দিয়ে রাজ্যকে শান্তি রাখা সেই সুযোগও থাকবে না। তাহা সত্ত্বেও এই যে দুঃখ জনক ঘটনা ঘটছে আমি মাননীয় সদস্যগণ ও রাজ্যের জনসাধারণের কাছে আপনরা

মাধ্যমে আবেদন রাখব শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যাহাতে এই ধরণের বর্বরোচিত আক্রমনের বিরুদ্ধে রোখে দাড়ায়। এই ধরণের আক্রমন থেকে হাসপাতালকেরক্ষাকরা।

শ্রী**ব্রজগোবিন্দ দেবরায়** :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারফিকেশন স্যার এই ঘটনায় যে ডাক্তারবাবুরা আক্রান্ত হয়েছেন তারা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে, সুস্থ আছে কি না?

শ্রী**কেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :— স্যার, যারা এই ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের নাম আগেও বলেছি, ডাক্তার অজিত চৌধুরী উনার মাথার পিছন দিকে আঘাত লেগেছিল উনি বর্তমানে সুস্থ আছেন। আর ডাক্তার জীবনে উনার চোখের সামনে কাটা চিহ্ন ছিল হাত ও কেটেছে, সেলাই লেগেছে। চিকিৎসার পর এখন সুস্থ আছেন।

শ্রী**সুদীপ রায় বর্মন** :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব ক্লিয়ারফিকেশান। জি বি হাসপাতালের পি, ও, পি-তে যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ থাকা সত্ত্বেও কি করে হাসপাতালে এত বড় ঘটনা হতে পারে ভাঙ্গচুর হতে পারে এটা কি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ব্যর্থতা নয়। সেখানে সাধারণ মানুষের সাথে রক্ষার্থে যথেষ্ট পরিমাণ পুলিশ ছিল। এটা কিন্তু পরিবল্পিতভাবে কখনো হয় না। এটা একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে হয়েছে। আমি এবং আমার দল কখনো এই ধরণের কাজকে সমর্থন করে না। ঘটনা হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু পরিকল্পিতভাবে হয় নি, যেমন কমলপুরে বিমল সিংহা মারা যাওয়ার পর মানুষকে গাছে টাঙ্গিয়ে কুচিয়ে কুচিয়ে মারা হয়েছিল এই ধরণের কিছুই হয়নি। একজন এম, এল, এ মারা যাওয়ার পর জি, বি ছাড়া শহরের কোথাও কোন রকম বিশৃঙ্খল দেখা দেয় নি। কিন্তু যে প্রশ্নটা আমি করেছিলাম যে, ইট ওয়াজ টোটেলি ডা যেইল্ইওর অব দ্যা হোম ডিপার্টমেন্ট, মাননীয় কেশববাবুও ছিলেন তখন এই হাসপাতালে কিন্তু সেই মানসিকতা নিয়ে যায় নি, ওরা ভেবেছে যে ডাক্তারদের গাফিলতিতে হয়েছে, ডাক্তার ঠিকমত এটেণ্ড করেননি। কিন্তু আরয়ার সাইড, নট ইনটেশন্যাল বরং ছেলেরা যারা করেছে এটা ইনটেশন্যাল অল অব রাস।

শ্রী**কেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :— এই সম্পর্কে আমি কি বলব এটা তো স্টেটমেন্ট কিন্তু জানতে চাননি। জানতে যেটা চেয়েছিলেন হোম দপ্তরের এটা ছিল। স্যার যখনই ইনসিডেন্ট ঘটে, যখন ওখানে যাই আমি জানি জি, বি, হাসপাতালে একটি পুলিশ আউট পোষ্ট আছে। কিন্তু পুলিশ আউট পোষ্টে এতো পুলিশ থাকে না যাতে ঐরকম পারিস্থিতি হ্রাস করা যায়। সেই জন্য আমি স্টেটমেন্টে বলেছি এরা যখন আসে, এখানে ঘটনা হল— ও আউট পোষ্ট এর সংখ্যায় এতো নগন্য ছিল যে কনট্রোল করার মত এই শক্তি ছিল না। এরপর ৩০, ৪০ মিনিট পর এস, পি-র নেতৃত্বে যাওয়ার পর তারপরে ওরা সেখানে করেন। স্যার আমি খুবই আশ্চর্য্যানিত যে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন কমলপুরে কুচিয়ে কুচিয়ে মেরেছে এই ধরণের কোন ঘটনাই ঘটে না। কিন্তু যাই

হোক তবুও এটাকে কোন ঘটনা দিয়ে এই ঘটনাকে কমপেয়ার করার কোন বিষয় না। এই মানুসিকতা ঠিক না, আমি অনুরোধ করব এই ধরণের অন্যান্য কোন বিষয় না ঘটে বা তা বলা হয় এই ধরণের বিভ্রান্ত ঘটনাকে নিন্দা করার পরিবর্তে এগুলোকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রেই এই ধরণের কোন বিষয় না, তাহলে এই সমস্ত বিষয় টানা বা এই সব ঘটনা উৎসাহিত তৈরী করা হয়। আমি সকালের কাছে অনুরোধ করব এই অনাকাঙ্খিত দুঃখ জনক ঘটনা এটা ঠিকই উত্তেজিত হতে পারে, তার জন্য আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব এই ধরণের দুঃখজনক ঘটনা ভবিষ্যতে না ঘটে তা'র জনা সবাই যাতে সহযোগীতা করেন সবাই যাতে প্রচেষ্টা করেন।

**মিঃ স্পীকার :—** আর তো দরকার নেই।

**শ্রীজওহর সাহা :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বিধায়ক মধুসুধন সাহার হত্যার ঘটনার অর্থাৎ ৭-৩০ মিনিট রাত্র নাগাদ আমরা প্রথম তার খবরটা পাই। তখন আমি প্রবীনতম বিধায়ক শ্রীঅশোক বাবুর বাড়িতে ছিলাম এবং উনার সাথে সাথে উনি এবং আমি হাসপাতালে যাই। আমরা গিয়ে দেখলাম পুলিশ নাই কিংবা সেখানে পুলিশের কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমরা যাওয়ার পরে ইমারজেন্সি'তে গেটের মধ্যে পুলিশ। আমি জিজ্ঞাসা করার সাথে সাথে বলল যে উপরে। কিভাবে মিস্ গাইড করছে আমরা সেখানে মারামারি করতে যাই নি। ঘটনা শুনেছি আমাদের একজন সহকর্মীর উপর গুলি করেছে এবং আমরা তখনও জানিনা সে মারা গেছেন। কিন্তু একজন পুলিশ বললেন উপরে গেছেন। কিন্তু তারপরেও যখন গিয়েছি সেখানে বলল ওদিকে উপরে। অর্থাৎ আমাদেরকে টিটকারী করা হলো বাদিকে মেডিক্যাল ওয়ার্ডগুলোর দিকে গেলাম। তারপরেও একটি লোক বলছে উপরে এস পি আছে। এস. পি. ওয়েষ্ট উনাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে কোথায় আছে এর মধ্যে দেখলাম সেখানে কিছু লোক জড় হচ্ছে এবং গেইটে তালা লাগানো অবস্থায় আছে। এস পি. কে ডেকে বললাম কোথায় আছে সে একটি কথা বলছে না অথচ কিন্তু লোক উত্তেজিত হয়ে গেটটা ভাঙ্গছে, তখন আমরা বুঝলাম যে হয়তো তাকে এখানে আনা হয়েছে। কারণ ইমারজেন্সিতো বোধ হয় ছিল না কারণ আমরা যখন নীচে এসেছি কোথাও কেউ নেই। তারপরেও এস পি. কে কয়েকবার ১৫ থেকে ১০ মিনিট বললাম তারপরে এস পি বলেছি, তখন এস. পি বলেছে যে স্যার আমি কিছু বলতে পারছি না। এর মধ্যেই আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন উনি গেলেন, বলল যে এখানে সম্ভবত নেই। নীচে ইমারজেন্সিতে হয়তো কোথাও আছে কিনা আমরা একসাথে আসলাম। সমীর বাবু, আমি এবং অশোক বাবু আসার পর নীচে যে ও টি আছে তখন এটা পুলিশ দিয়ে ঘেরাও ছিল। এরা কিন্তু বলতে পারত। এবং পুলিশকে বলার পর দরজা খুলে দিল। খুলে দেওয়ার পর দেখলাম যে ডেডবডি পড়ে আছে টেবিলের উপর।

স্যার মিস্ গাইড কেন করা হলো। মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেছেন যে ডাক্তার নিগ্রহ হয়েছেন এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারছিনা আমরা দুঃখিত আমাদের লোক কিংবা আমাদের কেউ ডাক্তারকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমাদের নয়। কিন্তু মর্মান্তিক ঘটনা অন্য দিকে ডাইবার্ড করা এটা কিন্তু দুঃখ জনক ঘটনা। একজন বিধায়ক খুন হলে সেখানে আমাদেরকে মিস গাইড করবে। ভাঙ্গবেনা ওরা কারণ এটাইতো হয়েছে। কিন্তু যারা ছিল সেখানে আমরা তখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম কি হয়েছে বলল যে আমরা এটা বলার পর ইমারজেন্সিতে ডাক্তারবাবু এসে আমাদের কিছু না বলে পট করে দৌড়ে গেছে। আমরা তো দেখেনি। আমি যতটুকু শুনেছি স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেখানে ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা জানতে পেরেছি স্বাস্থ্যমন্ত্রী জি. বিতে ছিলেন। উনার অন্ততঃ পক্ষে উচিৎ ছিল সিচুয়েশানটাকে টেগেল করার সেখানে সামনে এসে কিছু বলা। উনি তো কিছু বলেননি একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিসাবে কারণ তখন উনার সাথে সিকিউরিটি ছিল, সেখানে ফোর্স ছিল। আমরা ঘটনাকে সমর্থন করিনি। কিন্তু একজন বিধায়ক যারা বলেছেন তখন তাকে জি. বি. হাসপাতালে নিয়েছে তার প্রান ছিল হয়তো চেষ্টা করলে বাঁচাতে পারত। এক মর্মান্তিক ঘটনা শুনার পর মানুষের মধ্যে কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনা তো ঠিক, যেকথা সুদীপবাবু বলেছেন কমলপুরে মেসোনিয়া বা বিভিন্ন জায়গায় যে ঘটনা ঘটেছে এটা দুঃখজনক ব্যাপার।

( গণ্ডগোল )

***মিঃ স্পীকার ঃ—*** প্লিজ বলুন, প্লিজ বসুন, মাননীয় সদস্য উনি বলেছেন।

***শ্রীজওহর সাহা ঃ—*** স্যার আমরা পরিষ্কারভাবে এটা বলতে চাই সেই মধুসুধন সাহা।

***মিঃ স্পীকার ঃ—*** প্লিজ বলতে দিন, প্লিজ বসুন।

***শ্রীরতনলাল নাথ ঃ—*** স্যার লিডার অব দ্যা হাউস যখন কথা বলে আমরা কিন্তু চুপ করে থাকিব। লিডার অব দ্যা অপজিশান যখন কথা বলে তখনও কিন্তু কিছু বলা উচিৎ বলে আমি মনে করি না।

***মিঃ স্পীকার ঃ—*** শুনুন শুনুন মাননীয় সদস্য, যে কোন সদস্য কথা বললে সাইলেন্স হতে হবে। এটাই হওয়া উচিৎ। এটা মন্ত্রীর ব্যাপার না এটা লিডার অব দ্যা অপজিশান না। বসুন। প্লিজ বসুন, বসুন। এই সুযোগ কারুরই নাই।

***শ্রীজওহর সাহা ঃ—*** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আজকেও আমরা বলেছি যে আমাদের সহকর্মী আমাদের বিধায়ক উনার খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিংবা তার চিকিৎসার ব্যাপারে কোন

গাফিলতী আছে কিনা। যেটা এখনও আমাদের মনে সন্দেহ, সেখানে চিকিৎসার ব্যাপারে গাফিলতি আছে। উনার সঙ্গে যারা গিয়েছেন তারা বলেছেন আসছেন, এই তথ্য মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা? এবং পরবর্তী সময় আরও দুইজন ডাক্তারবাবু আসলেন, সেখানে গেছেন। তারা চলে গেছেন কিন্তু তারা কিছু বলেন না। কিন্তু প্রচুর ভাঙ্গচুর হয়েছে, আমরা দেখেছি এই ঘটনার বেশ কয়েকদিন পরে এই ঘটনাগুলি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ইমারজেন্সি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। বারান্দায় ইমারজেন্সির ডাক্তারদের বসিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু কি ভাঙ্গচুর হয়েছে, আমরা তা দেখেছি।

***মিঃ স্পীকার ঃ—*** মিঃ স্পীকার মাননীয় সদস্য ক্লারিফিকেশন আছে তো।

**শ্রী*জওহর সাহা ঃ*—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড বিধায়ক মধুসূদন সাহার হত্যাকাণ্ড এটার যে রহস্য এটা যেন উদঘাটিত না হয়, এই জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবং এটাকে এখানে ডাইভার্ট করার জন্য এটা অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে মধুসূদন সাহাকে খুন করা হয়েছে। সেই পরিকল্পনাকারীদের কারোর প্ররোচনায় হয়তো এই ব্যবস্থাটা আনা হয়েছে বিকৃত ভাবে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেখানে কেন প্রয়োজনীয় পুলিশ প্রোটেকশান কেন রাখা হল না। আমরা চলে যাওয়ার পর পুলিশ কেন মিসগাইড করল। এং সকল তথ্য উনার কাছে আছে কিনা।

**শ্রী*কেশব মজুমদার* (মন্ত্রী) ঃ—**মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি যেটা বলেছেন এর কোনটাই সত্য না। স্যার, পুলিশ কাউকে মিসগাইড করেনি, মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী জওহরবাবু তিনি উপরে উঠেন, কিন্তু যারা যারা গেছেন আমি দেখেছি সবাইকে সবাই গিয়ে নীচে ঢোকেছেন, উপরে কোন ডেড বডি নেই। অন্য কোথাও কিছু করেনি।

***মিঃ স্পীকার ঃ—*** বসুন প্লীজ, বসুন প্লীজ প্লীজ বসুন।

**শ্রী*কেশব মজুমদার* (মন্ত্রী) ঃ—**স্যার, মাননীয় সদস্য জওহর বাবু যে অভিযোগ করেছেন, আমি হাসপাতালে উপস্থিত ছিলাম, এই সব কথা জানতে চাইনি। কারণ এই নিয়ে কোন বিতর্ক জড়িয়ে পড়ুক এটা আমি চাইনি। কিন্তু উনি বিতর্ক উত্থাপন করেছেন কাজেই আমি এটার জবাব দিতেই হবে।

আমি এই হাসপাতালে ছিলাম উনি অভিযোগ করেছেন আমি কেন এসে এই মর্গে শান্ত করার জন্য কেন ব্যবস্থা নিলাম না। আশ্চর্য্যের বিষয় উনাদের দলের লোক উনাদের সমস্ত কিছু উনাদের মত জন গেছেন আমি নিজের চোখে দেখেছি, একজনও দায়িত্ব নেন নি এই মর্গকে শান্ত করার জন্য। আর আমি অন্য দল করি আর আমাকে বলছেন যে আমি দায়িত্ব নেব। মাননীয়

বিধায়ক রায় বর্মন গেছেন, আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর বর্মন ও গেছেন তাদের সঙ্গে সিকিউরিটি গেছেন, আমি তো দেখেছি কারা কারা গেছেন। সুতরাং আমি এইসব কথা উৎথাপন করতে চাই না। ওখানে মিসগাইড করার কোন প্রশ্নই নেই। উপরে উঠার কোন প্রশ্ন নেই। ওটিতে নেওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। তাকে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে ডেড বডি বলে। আর ও টি তে আনার প্রশ্ন কোথায়। যদি চিকিৎসার কোন প্রশ্ন থাকত তাহলে ও টি তে নিতে পারত। উনাকে হাসপাতালে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারজন মেডিক্যাল অফিসার তাকে দেখে ডেড ডিক্লেয়ার করেছে

সেই জন্য এই ধরণের ঘটনাগুলি একটা অনভিপ্রেত ঘটনা। এইগুলি উৎথাপিত হোক এটা আমি চাই না কারণ এই ধরণের পুলিশ কেন মিস বিহেভ করবেন। পুলিশের কোন প্রশ্নই নেই কোন দরকার নেই। সেই জন্য স্যার আমি উনাকে বলব এর মাধ্যমে যে ঘটনা হয়েছে অত্যন্ত দুঃখজনক। এই ঘটনায় সকলেই দুঃখিত হওয়া উচিৎ। আর যাই হোক নিশ্চয়ই খুন সন্ত্রাস যাইই হোক সেগুলি হচ্ছে সবই দুঃখ জনক ঘটনা। কিন্তু তার জন্য অহেতুক হাসপাতালের উপর ঠিক না উচিৎ না। এটাই আমার বক্তব্য থাকবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় সদস্য প্রনব দেববর্মা মহোদয় পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান করতে গিয়ে বলেছেন এবং মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন ঐ দিনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতালের পেশেন্ট মারা গিয়েছিলেন। উনি দিয়েছেন চার জনের নাম এবং কি কি পেশেন্ট ছিল এটা বলেছেন। স্যার যে কোন মানুষের মৃত্যুই দুঃখজনক। সেটা হাসপাতালে হোক বা অন্য কোথাও হোক। আমি একটা জিনিষ বুঝলামনা একটা এফ আই. আর ২১ তারিখ পরেছে। এই প্রথম শুনলাম যে কাজ অব্ ডেথ্ দুই জনের আছে দুই জনের নাই। আশ্চর্যজনক ঘটনা। স্বাস্থ্যমন্ত্রী এখানে রিপ্লাই দিচ্ছেন হাউসে দুইজনের কজ অব্ ডেথ্ বাকিটা বলছে এফ. আই. আর যেহেতু হয়েছিল এফ আই. আর হয়েছে বলেই কজ অব্ ডেথ্টা আরো বেশী প্রয়োজন। পুলিশ কেইস সেওতো বলছে। পুলিশ কেইস বলে কজ অব্ ডেথ্ সাথে সাথে কজ অব্ ডেথ্ মেনশান করতে হবে। সুতরাং আমি ব্যাপারটা বুঝি নি। যে কোন কেইস কানেক্শানই হোক না কেন মৃত্যুর কারণ সাথে সাথে বলতে হবে এবং পোষ্টমর্টাম হওয়ার পরেই কজ অব্ ডেথ্টা বলা যায় এর আগে তাদের পোষ্টমর্টাম হয়েছিল কিনা হয়ে থাকলে কজ অব্ ডেথ্ সেইভাবে ঠিক করছে কিনা নাকি ন্যাচারেল। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে তথ্য রয়েছে কিনা।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নাই। যেকোন ডেথ সার্টিফিকেট কজ অব্ ডেথ লেখা থাকে। ডেথ সার্টিফিকেট যা উল্লেখ করা হয়েছে সেই সার্টিফিকেটে কজ অব ডেথ উল্লেখ করে আমাকে এখানে যা ইনফরমেশান দেওয়া হয়েছে সেই

ইন্‌ফরমেশান আমি উইথ-আউট করছি। সার্টিফিকেট দিলেও তো কজ অব্ ডেথ থাকে ডেথ্ সার্টিফিকেটে যে কজ অব্ ডেথ্ দেওয়া হয়েছে সেইগুলো আমার এখানে দেওয়া হয়েছে। আমি সেখানে বলছি ২টি সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে। এইগুলি যেহেতু পুলিশ কেইস সেইগুলির কজ অব ডেথ ওভাবে উল্লেখ করেনি।

**শ্রীরতন লাল নাথ ঃ—** হাসপাতালে মারা গেলে যেখানেই তো সার্টিফিকেট থাকে। তারা তো আর মারা যায় নি এই কথাটা। পার্টলি স্টেটমেন্ট দিলে হাউস বিভ্রান্ত হয়। সেই জন্যই বলছি স্টেটমেন্ট ইজ নট ক্লিয়ার। সুতরাং টোটাল ঘটনাই আমার মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী জানেন। সেখানে হাসপাতালে যাওয়ার পর প্রয়াত বিধায়ক মধুসুধন সাহা তাঁর মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক রয়েছে কিনা। কেউ বলছে হাসপাতালে যাওয়ার পরে ট্রিটমেন্টের ক্রটির ফলেই মারা যায়। ব্যাপারটা হল কারো কারো বক্তব্য। বলছে যে ওখানে যারা ডেড বডি নিয়ে গেছে তারা বলছে যে তার শরীরে প্রান ছিল। ডাক্তার বাবু সময়মত না আসায় ট্রিটমেন্টের ক্রটিতে সেখানে ডাক্তার বাবু প্রপারলি আসেন নি সেই জন্য মারা গিয়েছে। এই বিতর্ক রয়েছে। এই জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী এ কথাটা বলেননি, বলেছেন মারা গিয়েছে কিন্তু পার্টলি আবার বলছে ২ জনের কজ অব ডেথ্ হচ্ছে না। সুতরাং স্টেটমেন্ট ইজ নট ক্লিয়ার মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব পরবর্তী সময় এবং যখন ঘটনার কথা বলা হয়েছিল আটটায় সাড়ে আটটায় উত্তেজনক জনতা বা দুসকৃতীকারী কজ অব্ ডেথ্ বেশীর ভাগই দেখা যাচ্ছে। সেই জন্যই দেখা যাচ্ছে এটার সাথে এটা প্রাপঙ্গিক নয়। সুতরাং আমার বক্তব্য হল ডিটেলস জেনে যেন এই হাউসে আবার অবহিত করা হয়।

**শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ—** স্যার, আমি খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্নভাবে বলছি মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ডাক্তার ওখানে ছিল না। ইমারজেনসিতে তখন ডিউটিরত অবস্থায় যে দুইজন ডাক্তার ছিলেন তখন ওখানে ডাক্তার ছিল না ইহা সত্য নয়। ডাক্তার প্রদীপ দেববর্মা, ডাক্তার অম্লান দত্ত তারা ওখানে উপস্থিত ছিলেন। নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা দেখেছেন আমি, বলছিলাম পেশেন্ট নিয়ে হৈ চৈ হয়েছে শুনে ডাক্তার ভৌমিক এবং সেন তারা দুইজনও নেমে এসেছেন। তাঁরা চার জনমিলেই পরীক্ষা করেছেন। পরীক্ষা করে তারপরে বলেছেন। সুতরাং এখানে গাফিলতির কোন প্রশ্নই উঠে না। আর তা ছাড়া স্যার, আমি মনে করিনা এই সম্পর্কে আর খুব বেশী কিছু কথা বলার প্রায়োজন আছে।

**Mr. Speaker :-** Now the question before the House laying of the copy of the Annual report Tripura Handloam Handicraft Development corporation Ltd. for the 1987 as require under sub section 3 and 6 9 (A) of the compay act 1956 Now requst hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries and Commarce, Handloom Handicraft and Sericulture to lay above report on the table of the House.

**Shri Pabitra Kar** (Minister) :— Mr. Speaker sir, I beg to lay a copy of the Annual Report of the Tripura Handloom Handicraft Development Corporation Ltd of the year 1987 as require under sub-section 3 of 6-19(A) of the Company act 1956 on the Table of the Hause.

**Mr. Speaker** :— Hon'ble Member, request that kindly to collect this copy of the Annual Report on the Table of the House. Now Business before the house laying of Copy the Annual report for the year 1991-92 of the Tripura industries development corporation Ltd, as require of the sub-section 3, 6, (A) company act 1956 and to be 21st Annual Report of the Tripura Small Industries Corporation Ltd. for the year 1985-86 as require and cluse be of sub-section 3 of section 6. 19 (A) of Company act 1956. Now I request Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries and commarce to lay above of the report on the table of the House.

**Shri Pabitra Kar** (Minister):—I beg to lay Compay of the Annual report for the year 1991-92 Tripura Industries Development Corporation Ltd. on the Table of the House.

**Mr. Speaker** :— Now I request Hon'ble Member, Kindly to collect be Companies copy of the Annual Report to lay on the Table House.

এই সভা আগামী ৮ই মার্চ ২০০, ইং পর্যন্ত মুলতবী রইল।

**ANNEXURE—'A'**

Admitted Starred Question No.—9

Name of the Member :— Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ক্যান্সার চিকিৎসার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা আছে কি না ?

২। থাকলে, কি ধরনের ব্যবস্থা আছে ?

৩। না থাকলে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে কি না ? এবং

৪। বাইয়োপসী করার জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি আছে কি না ?

উত্তর

১। রাজ্যে ক্যান্সার চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রায় সবই আছে।

২। জি. বি. হাসপাতালে শল্য চিকিৎসা (Surgical precedura,) ক্যান্সার হাসপাতালে রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপির ব্যবস্থা আছে।

৩। জরায়ু চিকিৎসার জন্য ব্রাকেথেরাপির (Brachytheraphy) ব্যবস্থার প্রাথমিক প্রস্তুতি চলছে।

৪। বাইয়োপ্সী করানোর জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি জি. বি. হাসপাতালে আছে। F N A.-এর ব্যবস্থাও জি. বি. এবং ক্যান্সার হাসপাতালে আছে। আধুনিক প্রযুক্তির প্রায় সব ব্যবস্থাই আছে।

Admitted Starred Question No.— 117

Name of the Member :— Shri Ratanlal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে জন্ম ও মৃত্যুর হার কত ?

২। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে শিশু মৃত্যুর হার কত ? এবং

৩। শিশু মৃত্যুর হার কমানোর জন্য রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি কি কি ?

উত্তর

১। জন্মের হার ১৭'৬০ প্রতি হাজারে এবং মৃত্যুর হার ৬ ১° প্রতি হাজারে।

২। ৪৯.০ প্রতি হাজারে।

৩। শিশু মৃত্যুর হার কমানোর জন্য রাজ্য সরকারের গৃহীত রিপ্রোডাকটিভ এণ্ড চাইলড প্রোগ্রামের আওতায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া হইয়াছে :—

ক) নিরাপদ ডেলিভারির জন্য রাজ্যের মোট ৭০টি সাবসেন্টারের এবং ৯টি প্রাথমিক হাসপাতালের ডেলিভারি রুমের সম্প্রসারনের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। এছাড়া ১৬টি প্রাথমিক হাসপাতালের রিপেয়ারিং এবং মেনটেনেন্স-এর কাজ ও ৭টি হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার, লেবার রুম ইত্যাদির কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

খ) শিশুদের বিভিন্ন সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য টিকাদান প্রকল্প রাজ্য সরকারের হাসপাতালে চালু আছে।

গ) স্বাস্থ্য কর্মীদের এই ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান দেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No.—127

Name of the Member :— Shri Ratanlal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge General Administration (Administrative Reforms) Department will be pleased to state,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ইতিপূর্বে রাজ্য সরকারের প্রতিটি দপ্তরে পাবলিক রিলেশান কাম গ্রিভেন্স সেল খোলার এবং সেখানে গ্রেভেন্স গ্রহণ করে উত্তর দেওয়া এবং নির্দিষ্ট তারিখে জানানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

২। সত্য হলে এই ব্যাপারে জনস্বার্থে রাজ্য সরকারের প্রতিটি দপ্তরে উক্ত সেলের মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছে কিনা স্বাস্থ্য, পূর্ত এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উল্লেখিত সেলগুলি বর্তমানে কোন ঠিকানায় রয়েছে?

উত্তর

১। হ্যাঁ ইহা সত্য, সরকারী নির্দেশ অনুসারে অধিকাংশ দপ্তরে উক্ত সেল খোলা হয়েছে। সে সব দপ্তরে এখনো উক্ত সেল খোলা হয়নি, অতি সত্বর সেই দপ্তরগুলিতে সেল খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২। হ্যাঁ, অধিকাংশ দপ্তরের উক্ত সেলের মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছে।

বর্তমানে স্বাস্থ্যদপ্তরে পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরে তথ্য শিক্ষা ও জনসংযোগ (IFC) শাখায় উক্ত সেল খোলা হয়েছে।

পূর্ত দপ্তরে এখনো উক্ত সেল খোলা হয়নি। তবে সেল গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরে অ্যাসিস্টেন্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ-এর অফিসে উক্ত সেল আছে। অফিসটি আগরতলার PHO-তে অবস্থিত।

Admitted Starred Question No.—123

Name of the Member ;— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Gen. Admn (Printing & Stationery) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারী প্রেসে কয়টি ম্যানুয়্যাল, সেমি অটোমেটিক, অটোমেটিক অফসেট, লেসার মেশিন রয়েছে ?

২। ঐ সব মেশিনের দৈনিক ছাপানোর কাজের উৎপাদন ক্ষমতা কত ?

৩। ঐ সব মেশিনের মধ্যে বর্তমানে কয়টি চালু এবং কয়টি অকেজো অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারী প্রেসে কোন ম্যানুয়্যাল মেশিন নেই। সেমি অটোমেটিক মেশিন সংখ্যা ১০টি (দশ) অটোমেটিক অফসেট ৭টি (সাত) এবং লেসার মেশিন ১ (একটি) আছে।

২। ঐ সকল মেশিনের দৈনিক ছাপানোর ক্ষমতা ১,৭৮,০০০ সংখ্যক ছাপা (ইম্প্রেসন)। এবং লেসার মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা ঘণ্টায় ২০০ (দুইশত) ইম্প্রেসন।

৩। বর্তমানে ৫ (পাঁচ)টি সেমি অটোমেটিক মেশিন, ৫ (পাঁচ)টি অটোমেটিক অফসেট মেশিন ও ১ (এক টি লেসার মেশিন চালু আছে।

এ ছাড়া ৫ (পাঁচ)টি সেমি অটোমেটিক এবং ২ (দুই)টি অটোমেটিক অফসেট মেশিন আপাততঃ অকেজো অবস্থায় আছে।

Admitted Starred Question No.—129

Name of the Member :— Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য উদয়পুর ত্রিপুরা সুন্দরী হাসপাতালে প্রসূতি সদন ও সার্জিক্যাল ওয়ার্ড তৈরীর কাজ চলছে ?

২। সত্য হলে, এর কাজ এখন কি অবস্থায় আছে,

৩। যদি কাজ শেষ হয়ে থাকে, তবে স্বাস্থ্য দপ্তরকে তা হস্তান্তর করা হয়েছে কি না,

৪। না হলে, কবে নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

## উত্তর

১। ইহা সত্য।

২। প্রসূতি সদন (Delivery room) এবং ওয়ার্ডের কাজ R. C. H. Programme-এর আওতায় করা হচ্ছে। নির্মানকার্য্য শেষ হয়েছে, তবে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ও জলের ব্যবস্থা এখনও করা হয় নাই।

৩। স্বাস্থ্য দপ্তরকে এখনও হস্তান্তর করা হয় নাই। কারণ কাজ বাকী আছে।

৪। অসমাপ্ত কাজগুলি শেষ হলে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরকে বিল্ডিংটি হস্তান্তর করার পর চালু করা হবে।

Admitted Starred Question No.—131

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

## প্রশ্ন

১। প্রত্যন্ত এলাকায় বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাসকারী জুমিয়াদের গ্রোপিং বা ক্লাস্টার-এর মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত শুরু হবে ?

৩। না থাকিলে কারণ ?

## উত্তর

১। হঁ্যা আছে।

২। ইন্টেগ্রেটেড জুমিয়া সেটেল্‌মেন্ট স্কীম-এর মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাসকারী জুমিয়া এবং ভূমিহীন পরিবারদের গ্রোপিং বা ক্লাস্টার-র মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়ার কাজ ১৯৮৮ ইং সন থেকে শুরু হয়েছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—239

Name of the member :— Smit Baijayanti Koloy,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Walfer Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত জম্পুইজলা গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রীদের জন্য আলাদা বোর্ডিং হাউস স্থাপন করার জন্য সরকার উদ্যোগ নেবেন কি,

২) উদ্যোগ নেওয়া হলে, কবে নাগাদ তা কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়,

উত্তর

১) জম্পুইজলা গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রীদের জন্য আলাদা বোর্ডিং হাউস করার জন্য সরকারের উদ্যোগ থাকা সত্বেও তার বাস্তবায়ন আর্থিক সংকুলানের জন্য সম্ভব হচ্ছে না।

২) এই উদ্যোগকে কার্যকর করার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

Admitted Starred Question No.—241

Name of the member :— Shri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Walfer Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গণ্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে এস. ডি এম. ও সহ প্রয়োজনীয় ডাক্তারের অভাবে ঐ হাসপাতালে এবং অনুরূপ কারণে তীর্থমুখ গ্রামীন হাসপাতালে ও চিকিৎসার কাজ ব্যাহত হচ্ছে,

২) যদি সত্য হয়, তার কারণ কি ?

উত্তর

১) গণ্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে বর্তমান এস, ডি, এম, ও, সহ চারজন (৪ জন) ডাক্তার এবং তীর্থমুখ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একজন ডাক্তার কর্মরত আছেন।

২) প্রশ্ন আসে না।

ANNEXURE—B

Admitted Un-starred Question No.—55

Name of the member :— Shri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Heath and Femily Walfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে রুরাল হস্‌পিটাল এর সংখ্যা কত ; (মহকুমা ভিত্তিক নাম সহ) ;

২) নতুন কোন পি, এইচ, সি, খোলার পরিকল্পনা আছে কিনা, থাকলে কোথায় কোথায় হবে ?

৩) তুলাশিখর ব্লকের আশারাম বাড়ী, কল্যাপুর ব্লকের দূর্গাপুর এবং পদ্মবিল ব্লকের রত্নপুরে পি, এইচ, সি, খোলা হবে কিনা ?

উত্তর

১) রাজ্যে বর্তমান ৯টি গ্রামীন হাসপাতাল আছে। মহকুমা ভিত্তিক নামসহ হিসাব নীচে দেওয়া হল।

| মহকুমার নাম | গ্রামীন হাসপাতাল এর নাম | সংখ্যা |
|---|---|---|
| সদর | জিরানীয়া | ১ |
| বিশালগড় | টাকারজলা | ১ |
| সোনামুড়া | সোনামুড়া | ১ |
| খোয়াই | তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুর | ২ |
| সাব্রুম | মনুবাজার | ১ |
| অমরপুর | অম্পিনগর, নতুনবাজার | ২ |
| কৈলাশহর | কুমারঘাট | ১ |
| | | মোট ৯টি |

২) নিম্নলিখিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি স্থাপনের পরিকল্পনা আছে যথা :—

ক) খেদাছড়া খ) দয়ারামবাড়ী গ) চেবরী ঘ) বেহালাবাড়ী ঙ) আমপুরা চ) গঙ্গানগর ছ) থালাছড়া জ) জগবন্ধুপাড়া ঝ) রুপাইছড়ি ঞ) রাজনগর ট) নলুয়া ঠ) কাঞ্চনমালা ড) বরপাথারি ঢ) কৈবান্দাল ণ) শনিছড়া ত) ধনবিলাশ থ) ভুলাগুড়া।

৩) পরিকল্পনা নাই।

Admitted Un-starred Question No.— 56

Name of the member :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) তুলাশিখর পি, এইচ, সি, টিতে বর্তমানে কতজন ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারী আছেন ;

২) উপরোক্ত পি, এইচ, সি, গুলিতে শয্যা সংখ্যা কত এবং বর্তমানে গড়ে প্রতিদিন কতজন রোগী ভর্তি থাকেন ; এবং

৩) তুলাশিখর পি, এইচ, সি, টিতে কোন এম্বুলেন্স আছে কি ?

উত্তর

১) তুলাশিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মরত ডাক্তার, নার্স, ও অন্যান্য কর্মচারীদের হিসাব দিয়ে দেওয়া হল :—

| | |
|---|---|
| ডাক্তার — ১ | ফার্মাসিষ্ট—২ |
| নার্স —৪ | মালটি পারপাস সুপারভাইসার— ১ |
| জি, ডি, এ,—২ | মালটি পারপাস ওয়ার্কার— ১ (ফিমেল) |
| সুইপার — ২ | অর্ডারলি— ১ |

২) উপরোক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন শয্যা সংখ্যা নাই এবং সেখানে কোন রোগী ভর্ত্তি থাকেনা কারণ উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বহির্বিভাগ হিসাবে চালু আছে।

৩) নাই।

Admitted Un-starred Question No. 67

Name of the Member :— Shri Padma Kr. Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Departmnt be pleased to state :

প্রশ্ন

১) আগামী আর্থিক বৎসরে বহু পুরানো ছাত্র ও ছাত্রীবাস সংস্কারের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা, ( থাকিলে কোন্ মহকুমায় কতটি)

২) ইহা কি সত্য যে, খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসটি সংস্কারের অভাবে ছাত্রদের পড়াশুনা বিঘ্ন হচ্ছে ?

৩) সত্য হলে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১) হঁ্যা, আছে। তবে আগামী অর্থ বৎসরের মহকুমা ভিত্তিক ছাত্র, ছাত্রীবাস সংস্কারের জন্য কোন লক্ষ্য মাত্রা এখন ও নির্ধারণ করা হয়নি।

২) খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রীবাসটি সংস্কারের অভাবে ছাত্রদের পড়াশুনা বিঘ্নিত হচ্ছে এ ধরণের কোন রিপোর্ট উপজাতিকল্যাণ দপ্তরের কাছে আসে নাই।

৩) এ ব্যাপারে খোয়াই মহকুমা শাসকের নিকট থেকে বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। যদি ছাত্রীবাসটির আশু সংস্কারের প্রয়োজন থাকে, তাহলে আগামী অর্থ বছরে ছাত্রবাসটি সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হবে।

## PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

**The House met in the Assembly House Agartala on Thursday, the 8th March, 2001 at 11 A. M.**

### P R E S E N T

**Shri Jitendra Sarkar Hon'ble Speaker in the Chair. The Chief Minister, 16 Minister and 35 Members.**

### QUESTIONS & ANSWERS

**মিঃ স্পীকার ঃ** আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা** (ছাউমনু) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ঃ- ১০।

**শ্রীমানিক সরকার** মুখ্যমন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং– ১০।

### প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, নয়াদিল্লীস্থ ত্রিপুরা ভবনে কর্মরত সরকারের কর্মচারীরা বিগত এক দশকে প্রমোশন পাননি।

২। সত্য হলে তার কারণ ?

### উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। ত্রিপুরা ভবনগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীর পদগুলির অধিকাংশ একক পদ হওয়ার ফলে প্রমোশনের সুযোগ কম থাকায় কর্মচারীরা প্রমোশন পান নি। ৪র্থ বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কর্মচারীদেরকে ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কীম (সি, এ, এস) এর আওতায় আনা হয়েছে এবং

১-১-১৯৯৬ ইং তাং থেকে নতুন বেতন কাঠামো প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীদের মধ্যে যারা প্রমোশনের উপযুক্ত অথচ প্রমোশন পাননি তাদেরকে প্রমোশনের পরিবর্তে ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেণ্ট অনুসারে উচ্চ বেতনক্রম দেওয়া হয়েছে যা প্রমোশনের সমান।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :**— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার জানা মতে ওরা আগে সেক্রেটারীয়েটের স্টাফ হিসাবেই এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পেয়েছিল। পরবর্তীকালে বাতিল করে দেওয়ার কারণেই তাদের প্রমোশন আটকে যায় এটা ঘটনা কিনা তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

**শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :**— মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিষয়টা মনে হয় এই রকম নয়। আমাদের কাছে এই রকম কিছু এপ্লিকেশান আসার পর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে এই বিষয়টি রেগুলারাইজ করার জন্য পরীক্ষা করতে গিয়েই দেখা যায়, পদের সংখ্যাই কম। তবে যেহেতু বিষয়টি এখানে উঠেছে তাই আমরা পরীক্ষা করে দেখব।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :**— আমার মনে আছে, একজন ড্রাইভারকে ১৯৯০ সালে আগরতলা সেক্রেটারীয়েটের ষ্টাফ হিসাবে ট্রান্সফার করা হয়। কাজেই যদি তাদের ট্রান্সফারেবল জব হয়েই থাকে, তাহলে প্রমোশান হবে না কেন ? প্রায় ২৮ জনের মত ডি, আর, ডাব্লু ষ্টাফ ১০/১৫ বছর ধরে কাজ করছেন কিন্তু এখনও রেগুলার হন কি ? এর কারণ কি ?

**শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :**— মাননীয় স্পীকার স্যার. প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই দিয়েছি। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, যে ফিকস্‌ড পে বা শর্তাধীনে যারা কাজ করছেন এই রকম লোকের সংখ্যা সারা ত্রিপুরায় কত আছেন তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। পার্টিকুলার একটি দপ্তরের করলেতো হবে না। ফলে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরে আছে। এটা হওয়া সাপেক্ষে ৪র্থ বেতন কমিশনের সুপারিশে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তাদের রেগুলার করার ব্যাপারে এর আগেও বিধানসভায় বিষয়টি উঠেছে। কিন্তু এদের সংখ্যা এত বেশী যে যার ফলে করা সম্ভব হচ্ছে না।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :**— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে, নয়া দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনে কর্মরত বিজন দেববর্মার স্ত্রী দুইবার প্রমোশনে পেয়েছেন ? উনার আগের পোষ্টগুলি ভ্যাকেণ্ট রয়ে গেছে। ফিল্ডআপ করা হয় নি। এই বছরে বিজন দেববর্মার স্ত্রী ট্র্যান্সফার হয়েছেন। ধর্ম মলসুম নামে একজন ক্লাস ফোর স্টাফকেও ট্র্যান্সফার করে আনা হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ওদের জব ট্র্যান্সফারেবল জব। কাজেই প্রমোশন হবে না কেন, কিংবা প্রমোশন হবার পর আগের পোষ্টগুলি ভ্যাকেণ্ট থাকবে কেন ?

**শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—** প্রথমতঃ যে ভদ্রমহিলার কথা মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে রেফার করেছেন এটা সত্য আমি জানি। উনার জায়গাটা খালি হলেও কাজের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা ত্রিপুরা ভবনে আপাততঃ নেই। এটা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তার জায়গায় কেউ আসতে পারবেন না কারো প্রমোশান ডিউ হলে সেটা আমরা আটকে রাখতে পারি না এবং উচিতও নয়। ট্রান্সফারেবল জবের ক্ষেত্রে কোন ডিসপুট নেই। কলকাতার লোক হলে কলকাতায় থাকতে হবে, দিল্লীর লোক হলে দিল্লীতে এবং গৌহাটির লোক হলে গৌহাটিতে থাকতে হবে এমন তো হতে পারে না। তাদের নির্দ্দিষ্ট জবের রেসপনসিবিলিটি ডিসচার্জ করার জন্য যে কোন জায়গাতেই তাকে ট্রান্সফার হতে হবে। এই দিকে ডিসপুট নেই। কেউ বদলী হওয়ার পর সরকার যদি মনে করেন যে তার জায়গাটা ইমিডিয়েটলী পূরণ না হলে অসুবিধা হবে সেটা পূরণ করতেই হবে। শ্রীমতী দেববর্মাকে অফিস থেকে নিয়ে আসার ফলে কাজের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে না। ওখানে যিনি কমিশনার বা জয়েন্ট রেসিডেন্ট কমিশনার আছেন তাদের সাথে কথা বলে দেখেছি কাজের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ-** প্রমোশনের ক্ষেত্রে ?

**শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—** উনার এবসেন্সে যে জায়গাটা খালি হলো, সেখানে কারো প্রমোশন যদি ডিউ হয়ে থাকে তাহলে তিনি কেন প্রমোশন পাবেন না।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ-** স্যার, আমার মূল প্রশ্ন ছিল তাদেরকে এস, এ ডিপার্টমেন্টের ষ্টাফ হিসাবে গণ্য করা। তাহলেই রেগুলারাইজেশন এবং প্রমোশান এভ্রিথিং ইজ পসিব্‌ল্‌। তাদেরকে ত্রিপুরা ভবনের ষ্টাফ হিসাবে রাখার ফলেই এগুলি বন্ধ হয়ে আছে।

**শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী ঃ** মাননীয় সদস্য মহোদয় যেটা বলেছেন সেটা পার্শিয়েলী কারেক্ট, নট ফুল্‌লী। এই বিষয়গুলি এখন আমরা পরীক্ষা করছি। আমরা যখনই ত্রিপুরা ভবনে যাই তখনই কর্মচারীরা আমাদের কাছে আসেন এবং বলেন - স্যার আমরা ১৪/১৫/১৭ বছর যাবৎ এখানে কাজ করছি। আমাদেরকে রেগুলারাইজ করুন। কয়েকজন ড্রাইভার আছেন। ফলে এই বিষয়গুলি টেইক আপ করে, একটু সময় হয়তো লাগতে পারে একটা প্রসেসের মধ্যে ব্যাপারগুলো সর্ট আউট করতে হবে। কর্মচারী বন্ধুরা যারা আছেন তাদের নিজেদের ব্যাপারটা যে ভাবে সমস্যার সমাধান চান সবটা হয়তো এই ভাবে নাও হতে পারে। সাম ওয়েজ উইল বী ফাউণ্ড আউট।

**মিঃ স্পীকার ঃ-** শ্রী সমীর দেব সরকার।

**শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) ঃ—** এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩১ স্যার।

**শ্রীনারায়ণ রূপিনী** (মন্ত্রী) ঃ—এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩১ স্যার।

## প্রশ্ন

১) রাজ্যে পশুপালন দপ্তরের অধীনে বর্তমানে ষ্টকমেন সেণ্টার ও সাব-সেণ্টারের সংখ্যা কত ;

২) আরও নতুন কোন স্টকমেন সেণ্টার ও সাব-সেণ্টার খোলার পরিকল্পনা আছে কিনা ; এবং

৩) থাকিলে কোথায় কোথায় খোলা হবে ?

## উত্তর

১) রাজ্যে প্রাণীসম্পদ বিকাশ (পশুপালন) দপ্তরের অধীনে বর্তমানে স্টকমেন সেণ্টার ও সাব-সেণ্টারের সংখ্যা ৩২৬টি।

২) হ্যাঁ, আরও নতুন স্টকমেন সেণ্টার খোলার পরিকল্পনা আছে।

৩) নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে নতুন সেণ্টার খোলার পরিকল্পনা রয়েছে —

রামরাই বাড়ী, ঠাকুরছড়া বিজয়নগর পূর্ব আড়ালিয়া, সোনাতলা, সিপাই হাওর, পশ্চিম সিঙ্গিছড়া, মুড়াপাড়া, রাণী, পাইখোলা, পশ্চিম পানিসাগর, শ্রীপুর এবং নেহালচন্দ্রনগর।

**শ্রীসমীর দেব সরকার** ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বর্ত্তমানে আমাদের রাজ্যে যে সমস্ত বেকার যুবক যুবতী আছে তাদের স্বনির্ভর হওয়ার প্রশ্নে যে ৩২৬টা সাব-সেণ্টার আছে, সে সাব-সেণ্টারগুলি কতটা পঞ্চায়েত মিলে একটা সেণ্টার ? কি পদ্ধতিতে এই সাব-সেণ্টারগুলি স্থাপন করা হয়। যেমন এগ্রিকালচারের পদ্ধতি হলো দুটো পঞ্চায়েত মিলে একটা সেণ্টার করা হয়। এই ধরণের কোন নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়ম আছে কিনা ? আর ৩২৬টা সাব-সেণ্টারই চালু আছে কিনা, যদি না থাকে তার মধ্যে কতটা চালু আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীনারায়ণ রূপিনী** (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, ৩২৬টা সাব-সেণ্টারই চালু আছে। আর পদ্ধতিগতভাবে পপুলেশন অব এনিম্যালস এই হিসাবে সাব-সেণ্টারগুলি খোলা হয়। যেখানে যেখানে পপুলেশন অব এনিম্যালস বেশী সেখানেই সাব-সেণ্টারগুলি খোলা হয়ে থাকে।

**শ্রীমানিক দে** ঃ সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা যেখানে যেখানে স্টকমেন সেণ্টার এবং সাব-সেণ্টারগুলি চালু করার জন্য ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে সেখানে প্রচুর ঘর ভাড়া বাকী আছে, ঘর ভাড়াগুলি দেওয়া হচ্ছে না ? যেখানে যেখানে ঘর নেই বা ঘর ভাড়া বাকী আছে সেই সমস্ত জায়গায় বলা হচ্ছে পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত আইদার ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি তারা ঘর দিলে স্টকমেন সেণ্টার ও সাব-সেণ্টার রাখা হবে নতুবা স্টকমেন সেণ্টার ও সাব-সেণ্টার তুলে নেওয়া হবে।

এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন কিনা বা যদি এই ধরণের কোন সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে কি কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই বিষয়টা জানালে ভাল হবে।

**শ্রীনারায়ণ রূপিনী** (মন্ত্রী) ঃ—ঘর ভাড়া আগে নিয়ম ছিল। এখন ঘর ভাড়া এমনভাবে বাকী পড়ে গেছে এই ঘর ভাড়া পরিশোধ করতে গেলে গভর্ণমেন্ট কাজ করতে অসুবিধা হয়ে যাবে। যে কারণে ঘর ভাড়া করে এইভাবে স্টক সেন্টার খোলা যাবে না। তাই হয় নিজে ঘর ভাড়া করতে হবে নতুবা পঞ্চায়েতকে ঘর দিতে হবে এই পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করেছি। ১৪ লাখ টাকা ঘর ভাড়া বাকী পড়ে আছে। আমরা ইমিডিয়েটলি এই ঘর ভাড়া মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

**শ্রীসমীর দেব সরকার** ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইতিমধ্যে বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে রাজ্যের স্টকমেন সেন্টার ও সাব-সেন্টারগুলিতে অনেকগুলি ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে ৩২৬টা সাব-সেন্টারের মধ্যে কতগুলি সাব-সেন্টার এখনও ভাড়া করে আছে এবং কতগুলি সাব-সেন্টারকে ইতিমধ্যে ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

**শ্রীনারায়ণ রূপিনী** (মন্ত্রী) ঃ - ৪টা সাব সেন্টার এখনও ৪টা ঘরে ভাড়া আছে।

**শ্রীসুধন দাস** ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানালেন পপুলেশনের ভিত্তিতে এনিমেলের ষ্টক সেন্টার খোলা হবে। এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে গাঁওসভা ভিত্তিক, পঞ্চায়েত ভিত্তিক কেন ষ্টক সেন্টার খোলা হবে না। কারণ এক একটা পঞ্চায়েতের যা এরিয়া ৪ থেকে ৫ কিলোমিটার, ৬ থেকে ৭ কিলোমিটার। কিন্তু একটা গরু বা গাভী যদি অসুস্থ হয় তাহলে ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা খুব কঠিন যার ফলে চিকিৎসার অভাবে দুর্গম এলাকায় বা বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় পশু চিকিৎসার অভাবে মারা যায় সেই দিক থেকে চিন্তা করে পঞ্চায়েত বিত্তিতে ষ্টক সেন্টার খোলা হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

**শ্রীনারায়ণ রূপিনী** (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, আর্থিক সঙ্গতি ভাল হলে পঞ্চায়েত ভিত্তিক করার পরিকল্পনা আছে।

**শ্রীপ্রণব দেববর্মা** ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রশ্নের সাথে এটা রিলেটেড। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে এলাকাগুলিতে নূতন ব্লক স্তরের এই এনিমেল রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের অফিস যে ব্লকগুলিতে এখনও হয়নি সেখানে ব্লক স্তরে অফিস করার পরিকল্পনা আছে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

**শ্রীনারায়ণ রূপিনী** (মন্ত্রী) ঃ—ব্লক স্তরে পরিকল্পনা নেই। ডিভিশন হিসাবে অফিস করার পরিকল্পনা আছে।

**মিঃ স্পীকার** ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া** ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২।

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা** (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২।

**প্রশ্ন**

১। অমরপুর মহকুমার অন্তর্গত অম্পি, ছেছুরা, নগরাই, ডালাক, কাচকক ও চেলাগাং এলাকায় বাজারের শেড মেরামত করার ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা ;

২। না নেওয়া হলে, তার কারণ ?

**উত্তর**

১। অমরপুর মহকুমা অন্তর্গত অম্পি, ডালাক ও তৈদু বাজারে যথাক্রমে মার্কেট শেড মেরামত, ষ্টল মেরামত ও সংযোগকারী রাস্তা মেরামতের জন্য ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরে সরকারের বাজার উন্নয়ণ কর্মসূচীতে গ্রহণ করা হয়েছে। এর জন্য অম্পি বাজারে মার্কেট শেড মেরামতের জন্য আনুমানিক মোট ১,০৪,৫৫৬.০০ টাকা ডালাক বাজারে মার্কেট ষ্টল মেরামতের জন্য আনুমানিক মোট ৯৪,৩৬৫.০০ টাকা এবং তৈদু বাজারে যোগাযোগ রাস্তা মেরামতির জন্য আনুমানিক মোট ২০,০০০.০০ টাকা খরচ করা হবে। ইতিমধ্যে এ কাজগুলি রূপায়ণের জন্য আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

২। প্রশ্নই উঠে না।

**শ্রীমানিক দে** ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে তিনটি বাজারের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া কিছু বাজার আছে যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন সেটা হল রেগুলেটেড মার্কেট। রেগুলেটেড মার্কেটগুলিতে দেখা যায়, তারা টাকা সংগ্রহ করেন এবং টাকাটা ব্যাংকে জমা দেন। আর যে মার্কেট কমিটি করা হয়েছে তাদের কোন অধিকার নেই টাকাগুলি তোলার বাজারের শেডগুলি ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা, সেগুলি মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় যে টাকা সেই টাকা ডিপার্টমেন্ট থেকে যেমন বরাদ্দ করা হয় না, তেমনি মার্কেট ডেভেলাপমেন্টের নামে যে টাকা উঠেছে, তাদের থেকে যে টাকাটা সংগ্রহ করা হয়, সেই টাকাটাও ব্যাংক থেকে উইথড্রয়েল করার কোন পাওয়ার তাদেরকে হ্যাণ্ডওভার করা হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন কিনা যে, রেগুলেটেড মার্কেট অ্যাক্ট, অর্থাৎ যে আইনে রেগুলেটেড মার্কেটকে আওতায় আনা হয়েছে সেই মার্কেটগুলির ডেভেলাপমেন্ট বা রিপেয়ারিং বা

লাইটিং বা বাজারের সাফাই এর ব্যাপার আছে, এই ধরণের কোন কর্মসূচী সরকার থেকে বা দপ্তরের আছে কিনা ?

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা** (মন্ত্রী) ঃ—স্যার, রেগুলেটেড মার্কেট এক সময়ে চালু হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী এবং মাস খানেক হয় এই স্কীমটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করে দেয়। তারপরে যখন প্রশ্ন আসল যে রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির মাধ্যমে যে টাকা পয়সা কালেকশান হয় সেগুলি ব্যাঙ্কে জমা আছে ঠিকই, কিন্তু সেই টাকাগুলি অন্ততঃ অন্য কাজে ব্যবহার করার জন্য মার্কেট উন্নয়ণ করার জন্য যখন এই প্রশ্নগুলি আসল, তখন আমার যতদূর মনে পড়ে সেই বহু বৎসর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের এই আইনগুলি পরিবর্তন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তার কোন সুরাহার ব্যবস্থা করা হয়নি। ইন দি মিনটাইম আমরা চেষ্টা করছি যে এটার অলটারনেটিভ অন্য কোন রাস্তা বের করে অন্ততঃ এই টাকাটা বের করে কিছু উন্নয়ণের কাজ করা যায় কিনা। এই ব্যবস্থার উদ্যোগ নিচ্ছি। এখন এই অবস্থার মধ্যে আছে। দ্বিতীয় কথা হল আমাদের আর্থিক সঙ্গতি খুবই দুর্বল এই বিষয়টা ঠিক আছে। এটা সমন না যে রেগুলেটেড মার্কেট ঠিক করা যায় না। টাকার সংস্থান থাকলে মেরামত করা যায়। এইবার গত আর্থিক বৎসরে আমরা অনেকগুলি বাজার মেরামতের জন্য প্রস্তাব পাই এবং তাতে রেগুলেটেড মার্কেটও আছে মেরামত করার জন্য এবং নতুন বাজার শেড নির্মাণের জন্য কিছু প্রস্তাবও পাই। ১৬টা বাজার সারা ত্রিপুরায়। এগুলির জন্য টাকাও বরাদ্দ হয়েছে। এই টাকা অলরেডী সেংশান হয়েছে এবং খরচ হবে এখন। নেক্সট ফিনালশিয়েল এর জন্য আর একটা আসবে অন্য খাতের টাকা, সেই টাকাটাও আসলে আমরা টাকাটা রেগুলেটেড মার্কেটগুলি মেরামত করার উদ্যোগ নিতে পারি।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া** ঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রশ্ন করা হয়েছে অম্পি ছেছুয়া, নগরাই, ডালাক, কাচকক ও চেলাগাং এলাকাগুলির বাজারের শেড মেরামত করার ব্যাপারে, আর মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়েছেন অম্পি, ডালাক ও তৈদু বাজারের কথা। কিন্তু ছেছুয়া, নগরাই, কাচকক ও চেলাগাং বাজারের শেডগুলিও খুব খারাপ অবস্থায় আছে। এগুলির ব্যাপারে মন্ত্রী কোন উত্তর দেননি। এগুলির জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা** (মন্ত্রী) ঃ স্যার, আমি-ত এর জন্যই বলেছি যে, আমাদের কাছে অনেক কিছু প্রস্তাব আছে। আর্থিক সঙ্গতির দুর্বলতার জন্য আমরা সবগুলি বাজার একসঙ্গে নিতে পারছি না। আপনাদের যে তিনটা বাজারের কথা বলেছেন এগুলিও প্রপোজালে আছে। নেক্সট ইয়ারে এই বাজার শেডগুলি মেরামতের জন্য আমরা উদ্যোগ নেব।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া** ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই বাজারগুলি বিশেষ করে অম্পির ছেছুয়া নগরাই

এর অবস্থা বড়ই করুণ। যে কোন সময় শেডগুলি পড়ে বড় রকমের প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে টাকার অভাব রয়েছে অথচ দেখা যাচ্ছে এবারের ফাইনান্‌শিয়েল ইয়ারে কোটি কোটি টাকা উদ্বৃও রয়েছে। অথচ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে টাকার অভাবে এই কাজগুলি করা যাচ্ছে না। কোটি কোটি টাকা যেখানে উদ্বৃও রয়েছে সেখানে কেন এই কাজগুলি করানো হলো না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা** (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, কোটি কোটি টাকা উদ্বৃও রয়েছে খরচ হয়নি, এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। আমি দপ্তরের মিনিষ্টার আমি সেটা ভালভাবেই জানি। তবে আমি অনেস্টলি বলছি উনাদের এই বাজার মেরামতির জন্য আমি বলছি যে, এটা গত বছরে সেংকশান দেওয়া হয়েছে তবে ফিনান্‌শিয়েল ক্রাইসিসের জন্য করা যায়নি। এবারে নতুন বাজেটে এই বাজারগুলি সহ আরো কিছু বাজার শেড যাতে মেরামতি করা যায় তার জন্য আমরা সবকিছু রেডি করে রেখেছি।

**শ্রীবিজয়কুমার রাংখল** :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কতকগুলি বাজার শেডের অবস্থা দেখা যায় উপরের ছাদ নেই এই রকম রাজ্যে কতগুলি শেড আছে। (২) দেখা যায় কোন কোন বাজার শেড এর ছাদ থেকে খুশীমত টিন খোলে নেওয়া হয়েছে, সরকার এই ব্যাপারে ষ্টেপস্ নেবেন কি না ? যেমন জম্পুইজলার রাস্তা দিয়ে যেতে দেখা যায় অনেক বাজার শেডের টিন নিয়ে গেছে। এই ব্যাপারে সরকার থেকে অ্যাক্‌শন নেওয়া হবে কি না আর এই রকম কয়টা শেড আছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীঅঘোর দেববর্মা** (মন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যেতে পারে। তবে এই ধরণের ঘটনা হয়েছে এই ব্যাপারে আমি একমত এবং এই সম্পর্কে আমি বিতর্কে যাচ্ছিনা।

**মিঃ স্পীকার** ঃ- মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস এবং শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস।

**শ্রীকাজল চন্দ্র দাস** (কল্যাণপুর) :- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৩।

**শ্রীমানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ- মিঃ স্পিকার স্যার অ্যাড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৩৩।

**প্রশ্ন**

১। কোলকাতার সল্টলেকস্থিত ত্রিপুরা ভবন চত্বরের টেলিফোন বুথটি ত্রিপুরা থেকে আগত

আবাসিকদের সুবিধার্থে প্রতিদিন দিবারাত্র (২৪ ঘণ্টা) যথার্থ পরিচালনায় খোলা রাখার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না ?

২। উক্ত টেলিফোনবুথ্টি রাজ্য সরকারের কি কি শর্তানুসারে চালু রয়েছে ?

৩। উক্ত টেলিফোন বুথ থেকে নির্দিষ্ট চার্জের অতিরিক্ত অর্থ (বিশেষ করে লোক্যাল কলের ক্ষেত্রে) আদায় করা হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে সেটা খতিয়ে দেখে শীঘ্রই যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না ?

## উত্তর

১। কোলকাতার সল্টলেকস্থিত ত্রিপুরা ভবন চত্বরের টেলিফোন বুথটি দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা যায় কি না তার জন্য মালিকের পরিচালকের সঙ্গে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। এই ব্যাপারে গভার্ণমেন্ট থেকে আলোচনা করে দেখব।

২। উক্ত টেলিফোন বুথটি নিম্নলিখিত শর্তানুসারে খোলা রয়েছে :—

ক) রাজ্য সরকার বুথ চালকের জন্য কোন জায়গা পাকাপাকিভাবে দেবে না।

খ) টেলিফোন চালক প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে ১১-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত একটি টেবিল নিয়ে ত্রিপুরা ভবনের প্রবেশ পথের পাশে টেলিফোন নিয়ে কাজ করবেন।

গ) বুথ পরিচালক অবশ্যই ত্রিপুরা ভবনের আইন ও উপদেশ অনুসারে চলবে।

৩। রাজ্য সরকারের কাছে কোন অভিযোগ নেই। নির্দ্দিষ্ট কোন অভিযোগ পেলে যথাযথ তদন্তক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**শ্রীকাজল চন্দ্র দাস** ঃ—সাপ্লিমেটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে টেলিফোন বুথটি যিনি চালান তিনি রাত্র ৮টা পর্য্যন্ত থাকেন। আসলে এটা উনার মর্জ্জিমত চালানো হয়। দেখা যায় সকাল ৮টা থেকে ২টা পর্য্যন্ত এবং এরপরে রাত্র ৭টা থেকে ৯টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। অথচ এই লোকটার জন্য ত্রিপুরা ভবনে একটি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই এই ত্রিপুরা ভবনে যারা যায় বিশেষ করে অসুস্থ রোগীরা যায় চিকিৎসার জন্য। এবং তারা সেখানে গিয়ে বাড়িতে খবর পাঠায়। কিন্তু যিনি এই বুথটি চালান তিনি মর্জ্জিমাফিক যখন ওয়ান থার্ড বা কোয়ার্টার চার্জ হয় সে সময় উনি বুথটি খোলা রাখেন না। আর যখনই খোলা থাকে তখন দেখা যায় বাইরের লোকাল লোকজন সেই সল্টলেক এলাকার বাসিন্দা তারা এসে ভীড় করে। ফলে ত্রিপুরা থেকে যারা গিয়েছে তারা টেলিফোন করার জন্য অনেক সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়। কাজেই এটা বন্ধ করা যাবে কি না ?

**শ্রীমানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথমতঃ এই বুথটি করার জন্য সরকার থেকে বাধ্যতামূলক নয়। তবে আমরা নির্দেশ দিয়েছি যে এই ধরণের পি,সি ও আশপাশ এলাকায় করা যায় কি না সেটা দেখার জন্য এবং তাতে বেকার ছেলে একজনের কর্মসংস্থান হবে আর আমাদের ত্রিপুরা থেকে যারা যায় তাদেরও সুবিধা হবে।

কারণ ত্রিপুরা ভবনে যাঁরা থাকছেন তাঁরা ত্রিপুরা ভবনের টেলিফোনের সুযোগ নিতে পারেন না। অতীতে এটা নিয়ে কিছু ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। এখনও মাঝে মাঝে যে হয় না তা নয়। এই পরি-প্রেক্ষিতে ত্রিপুরা ভবনে একটি টেলিফোন বুথ করার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। তারপর ধরুন যিনি এটা করবেন এটা ওর পারসনাল ব্যাপার। যত বেশী সময় টেলিফোন বুথটি খোলা থাকবে তত বেশী লাভ তারই হবে। কম সময় খোলা থাকলে ওর ততটুকুই লস হবে।

তৃতীয় যে অভিযোগটি আনা হয়েছে যে টেলিফোন বুথটিতে বেশী চার্জ নেওয়া হচ্ছে—এটা করার কোন অধিকার ওর নেই। এই সম্পর্কে কোন নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে নিশ্চয়ই আমরা সেটা দেখব। আমরা এটা করছি মূলতঃ ওখানে ত্রিপুরা ভবনে যাঁরা থাকেন তাঁদের সুবিধার জন্যই। এটাতে বাইরের লোকেরা গিয়ে করতে পারবেন না - এটা করা ঠিক হবে না। এটা বন্ধ করা ঠিক হবে না। যেহেতু পাবলিক বুথ, সেখানে তারা যেতেই পারেন। কিন্তু ত্রিপুরা ভবনে যাঁরা থাকেন তাঁদেরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত হবে। তবে এটাও আমরা বলব ফারদার যদি এরপর সম্ভব হয় থাকবেন। আর সম্ভব না হলে ক্লোজ করে চলে যাবেন। যদিও স্থায়ীভাবে ওখানে ঘর-টর দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। কেননা, ওটা করলে তো পার্মানেন্ট হয়ে গেল। আমাদের কাঁধে চলে আসল ব্যাপারটা। আমরা এটা করতে পারি না। তিনি একটি টেবিল নিয়ে বসবেন। উনার যন্ত্রটা তো বাইরে ফেলে রাখতে পারেন না। একটা হয়ত ঘরে রাখতে হবে। যাই হোক, মানুষের সুবিধার জন্য আমরা এটা করেছি। এটা করার ফলে কিছু সুবিধা নিশ্চয়ই ভবনের যাঁরা রয়েছেন তাঁরা পাচ্ছেন। তারপর যে প্রশ্নগুলি এখানে এসেছে বুথের চালকের সাথে আমাদের যাঁরা পরিচালনায় সেখানে রয়েছেন তাদের যুক্ত আলো-চনার ফলে এটাকে ফারদার কিভাবে ইমপ্রোভ করা যায় সেটা নিশ্চয়ই আমরা দেখব। ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা যাবে কিনা আমার সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু আমরা উনাকে অনুরোধ করব এই বলে যে খোলা রাখলে তো আপনারই লাভ। একটা স্টাফ দিয়ে যদি রাখেন তাহলে তো আপনারই লাভ হবে। এটা আমরা বলব।

**শ্রীকাজল চন্দ্র দাস** ঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার বুথটি যিনি চালাচ্ছেন তিনি ত্রিপুরা ভবনেই থাকেন সেহেতু যাঁরা ত্রিপুরা ভবনে থাকেন তারা ত্রিপুরা ভবনের অর্থাৎ আবাসিকরা যাতে জরুরী প্রয়োজনে টেলিফোনে সব সময়েই কথা বলার সুযোগ পেতে পারেন সেই জন্যই বুথটি ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা

দরকার। কাজেই, বিষয়টি সেদিক থেকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ** – সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কলকাতাস্থিত প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের ত্রিপুরা ভবনে অধিকাংশ সময়েই ভি,আই পি-রা উঠেন। সেখানে বিশেষ করে আমরা যাঁরা বিরোধী দলের বিধায়ক তাঁদেরকে ত্রিপুরা ভবনের টেলিফোন থেকে কলকাতাতেই লোক্যাল টেলিফোন করতে দেওয়া হয় না। থাকার সুবিধা দেওয়া হলেও ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে অনেকেই লোক্যাল কলের সুযোগ দেওয়া হলেও বিরোধী দলের অনেক বিধায়ককেই সেই সুযোগ আর দেওয়া হয় না। বিষয়টি সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি ?

**শ্রীমানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ** মাননীয় সদস্য কাজলবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলছি, যে ভদ্রলোক এটা চালান তিনি ঐ ভবনে থাকেন কিনা এটা আমি আসলেই জানি না। যদি তিনি ওখানে থাকেন তাহলে একটা লোক নিয়ে চালালে ওরই বেশী লাভ হবে। আমি আগেই বলেছি আমরা সবটাই দেখব।

আর প্রিটোরিয়া ষ্ট্রীটের ত্রিপুরা ভবন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রবাবু যেটা বলেছেন, বিরোধী বা সরকার পক্ষের প্রশ্ন নয়। ত্রিপুরা ভবনের নতুন রুমগুলিতে নিশ্চয়ই টেলিফোন রয়েছে এবং টেলিফোনগুলি ই, পি, বি, এক্স সিস্টেমে চলে। 'জিরো' ডায়েল করলেই সম্ভবতঃ লোক্যাল কল পাওয়া যায়। কমন সেন্সতো তা বলে না। তবু যদি এই রকম কিছু হয় আমরা কথা বলব। যাকে ঘরে থাকতে দেওয়া হচ্ছে তিনি যদি লোক্যাল কল করেন তাহলে পয়সা যা লাগে সেটা ত্রিপুরা ভবনের নামে হবে। আপনাকে বা আমাকে দিতে হবে না। লোক্যাল কল কতক্ষণ হয় ? আমরা বলব যাকে ঘরে থাকতে দেওয়া হয় তাকে যেন লোক্যাল কলের সুযোগ দেওয়া হয়। এটাতো দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনেও আছে, কলকাতাতে কেন থাকবে না। নিশ্চয়ই আমরা দেখব।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মন ঃ** – সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, দিল্লী ত্রিপুরা ভবনের রিসেপশন রাত্রি দশটার পর বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ত্রিপুরা ভবনের এস.টি,ডি ফেসিলিটিও পাওয়া যায় না। ইন কামিং কলগুলি বাড়ীঘর থেকে পেয়ে থাকি, রাত্রি দশটায় কাজ সেরে আসার পর কোন গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ যদি থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের যোগাযোগটা করতে পারি না। তাই সরকারের কাছে অনুরোধ থাকে যাতে ২৪ ঘণ্টা রিসেপশন খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয় এবং কলকাতা ত্রিপুরা ভবনেও যাতে করা হয়।

**শ্রীমানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ** মি স্পীকার স্যার, দিল্লীতে এই সমস্যা আছে। আমারই এই সমস্যা হয়। রাত্রি দশটার পর কেউ রিসেপশনে থাকে না। এটা একটা সমস্যা। এটা ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকলে ভাল এখন আমি চট করে বলতে পারছি না। কারণ আমাদের কতগুলি সমস্যা আছে, স্টাফের

ব্যাপার আছে। তবে এটাকে কতটা সহজ করা যায় দেখা যাবে। নতুন বাড়ী হলে পরে সেখানে সিস্টেমের মধ্যে যদি কোন পরিবর্তন আনা যায়, এখনতো কতগুলি অটো সিস্টেমে চালু হয়ে যাচ্ছে। এটা যদি আমরা চালু করতে পারি, হয়ে গেলে আমি জানি না সেটা কতটা করা যাবে। ঠিক আছে আমি দেখব।

**মিঃ স্পীকার ঃ**—মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

**শ্রীরতনলাল নাথ** (মোহনপুর) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৭।

**শ্রীমানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৭।

**প্রশ্ন**

১। ডাই-ইন-হারনেস প্রকল্পে সরকারী চাকুরীর জন্য আবেদন করার কতদিনের মধ্যে আবেদনের নিস্পত্তি করা হবে, এই ব্যাপারে সুনির্দ্দিষ্টভাবে কোন সময়সীমা নির্দ্ধারিত আছে কিনা ;

২। উক্ত প্রকল্পে যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের সরকারী চাকুরী প্রদানের ব্যাপারে 'নির্দিষ্ট সময়-কাল' না থাকলে চাকুরী প্রাপকদের দীর্ঘ বিড়ম্বনা নিরসনে 'নির্দিষ্ট সময়কাল' নির্দ্ধারিত করা হবে কিনা ;

এবং ৩। যদি করা হয় তাহলে এই ব্যাপারে কবে নাগাদ সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারী করা হবে ;

৪। করা না হলে এর কারণ কি ?

**উত্তর**

এখানে আসলে প্রশ্নের উত্তর যেভাবে দেওয়া হয়েছে আমার নিজের ধারণা এটার মধ্যে কিছু অসামঞ্জস্য আছে। এনি হাউ, আমি যেটা বলছি আমি চেকআপ করে যেটা দেখেছি যে ১৯৯৬ ইং সালে এই প্রশ্নে সরকারের কাছে একটা—মানে ব্যাপারটা বোঝার জন্য বলছি এই সমস্যাটা তোলা হয়, সরকারের নলেজে আনা হয়। এবং সেখানে অনেক সময় চলে যায় তারা পান না। চাকুরীটাই বড় কথা নয় অন্যান্য ফিনান্সিয়াল ব্যাপার আছে এটা ১৯৯৫ ইং মনের দিকে সরকার রিজলভড করে সিদ্ধান্ত করে উইদ ইন এ মান্থ অন দি ডেইট অব অকারেন্স. উইথ ইন এ মানথ কথাটা হচ্ছে অ্যাসিসটেন্স। অ্যাসিসটেন্সের মধ্যে ব্রডলি নিলে চাকুরীও পরে কিন্তু এক মাসের মধ্যে চাকুরী দেওয়া এটা সম্ভব নয়। কিন্তু ফিনান্সিয়াল যে অ্যাসিসটেন্সগুলি দেওয়ার কথা সেইগুলি দেওয়া উচিৎ। এখানে উত্তরটা যেভাবে লেখা হয়েছিল আমি সেইভাবে পড়লাম না। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই বুঝবেন। এটা চেকআপ করে এবং প্রশ্ন উত্তর দেখে আমার একটা সন্দেহ হয়েছিল। যদি কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে তাহলে এইরকম কোন কেইস

থাকে যে মাসের পর মাস পড়ে আছে ফিনান্সিয়াল অ্যাসিসটেন্সের ক্ষেত্রে দেখা যায় দেরী হচ্ছে কাইগুলি ড্র এটেনশন মি উইল ট্রাই টু সর্টআউট। একমাস না হলেও অন্তত মাস তিনেকের মধ্যে ব্যাপারটা সমাধান হওয়া উচিৎ। আই ডু ফিল সো সেটা নিশ্চয় আমরা দেখব। ২নং প্রশ্নের উত্তরও আমি বলেছি।

তবে সবটা বলছি এখানে তৃতীয় প্রশ্নটা বলছি ডাই-ইন হারনেস কেস হলে পরেও সেখানে ধরুন যে পদটাতে উনি কাজ করতেন তার যে নেকস্ট স্কীম ওখানে আসতে গেলে তার যোগ্যতার প্রশ্ন আছে। এটা প্রমোশন পোস্ট এটা ফিডার থেকে আসতে হয়। এই জায়গায় ডাইরেক্টলি নেওয়া যাবে না। এখানে করতে গেলে আমরা যে প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম ফেস করব সেটা হলো হানড্রেড পার্সেন্ট রোস্টার মেনটেন করতে হয়। তারপরে এটার জন্য একটা স্টেণ্ডিং ডিসিশন হচ্ছে সুপার নিউমারারি পোস্ট ক্রিয়েট করা এগুলি একটু সময় লাগে। যাই হউক, এই সবগুলি বিষয় মিলিয়ে আমরা বিষয়টাকে আরও কতটা সহজতর করা যায় এবং এফেকটেড ফ্যামিলিকে কিভাবে তার সুযোগটা আরও দ্রুত পেতে পারেন এটার চেষ্টা করা হবে।

**শ্রীরতন লাল নাথ ঃ** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই বিষয়টি দীর্ঘ দিন ধরে পেণ্ডিং রাখা হচ্ছে। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ডাই-ইন-হারনেস কেসগুলিকে দামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুধু চাকুরীর ক্ষেত্রে তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না, আর্থিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেও তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি একটি পরিবার তার ডাই ইন-হারনেস কেস্ পাওয়ার জন্য কতদিনের মধ্যে দরখাস্ত করতে হবে? এবং কোন বাধা ধরা নিয়ম নীতি আছে কি না?

**শ্রীমানিক সরকার, মুখ্যমন্ত্রী :**—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যেটা দেখা গেছে উগ্রপন্থী দ্বারা কোন ব্যক্তি আক্রান্ত হয়ে যদি মারা যায় সেই ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত আছে, সংশ্লিষ্ট মহকুমার এস, ডি, ও সেখানে যাবে তাদের সঙ্গে কথা বলবে কি করে দরখাস্ত করতে হবে তাদের সঙ্গে কথা বলবে আর কি কি কাগজ দরকার সেখানে তাদেরকে সাহায্য করবে। সেইভাবে মনিটারিং হচ্ছে। তার চেয়ারম্যান হচ্ছে আমাদের মাননীয় রেভিনিউ মিনিস্টার। কাজকে তরান্বিত করার জন্য দুইতিন মাসে একবার করে মিটিং হয়। যতগুলি জমে আছে তার মধ্যে বিভিন্ন টেক্‌নিক্যাল ডিফেক্‌টিভ থাকাতে আর্থিক সাহায্য করা যাচ্ছে না। আর অনেকের চাকুরীর দরকার কিন্তু চাকুরী দেওয়া যাচ্ছে না। এইগুলি করে করে একটা জায়গায় এসেছি। লাষ্ট যেটা ছিল এটনিক ভাইওলেন্স্। ওটাও আমরা মোডিফাই করে মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি এই রকম ৩৫টা কেস্ ছিল, সম্ভবতঃ তার মধ্যে ২০ থেকে ২২ টা চাকুরীর অফার দেওয়া হয়েছে। আমরা এইভাবে করছি। এখানে যেটা বলা হয়েছে এক বছর সময় সীমা আছে। কিন্তু তার পরেও এক বছর গত হয়ে

যাওয়ার পরেও তারা দরখাস্ত করে না। এই রকম ঘটনা অনেকটা আমাদের হাতে এসেছে। কিন্তু সময় পার হয়ে যাওয়ার পর জিনিষটা জটিল হয়ে যাচ্ছে। মানবিক কারণে আমরা যখন কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখি পরিবারটিকে একটা কিছু দেওয়া যায় কি না। তখন দেখা যায় পরিবারের কাছে কাগজপত্র বলতে কিছুই নেই। এই রকম বিভিন্ন কারণে অনেকটা ক্ষেত্রে পারা যাচ্ছে না। এক বছর যেটা সময় আছে এটা তো অনেক বেশী। কেন এই সময়ের মধ্যে তারা দরখাস্ত দিতে পারবে না? বরং সময়টা যদি আরও কমিয়ে আনা যায় তাহলে জিনিষটা আরও দ্রুত হবে। আর আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যদি সেই রকম ঘটনা জানা থাকে তাহলে নিশ্চই আপনারা জানাবেন।

**শ্রীসুধন দাস** ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি রাজ্যে যে সমস্ত সরকারী আণ্ডার টেকিং সংস্থা আছে সেই সমস্ত সংস্থাগুলিতে অনেক ডাই-ইন-হারনেস কেস্ জমে আছে। অনেক বছর ধরে সেই সমস্ত ব্যাপারে সরকারের কি চিন্তা ভাবনা?

**শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)** ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, বিষয়টা খুবই প্রাসঙ্গিক। এটা সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্থার যে চেয়ারম্যান আছেন তারা খুবই সচেতন। সেই সমস্ত সংস্থাগুলিতে বিরাট সংখ্যক আছে। প্রতিটাতেই একটা দুইটা করে আছে। এরজন্য আমরা একটা কমিটি করেছিলাম সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে কি করা যায় দেখার জন্য। ফাইন্যান্স দপ্তর বলছে যেটা নেচারেল লেভেলের সেগুলি তোলে দেওয়ার জন্য। আমি পত্রিকাতে দেখলাম যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই রকম ২৬টা বাকী আছে। এই সব তারা বিক্রি করে দেবে। এইগুলি তারা রাখবেনা। আমরা তো এই রকম করবনা না। আমরা গত বৎসর বহু কষ্ট করে টাকার ব্যবস্থা করে আমাদের যে জুটমিল এই জুট মিলের যে বকেয়া টাকা এটা কোন মতে একটা জায়গায় ইকুলিগ্রাম পজিশানে এনে ফেলতে পেরেছি। আমাদের টি, এস, আই, সি-র ক্ষেত্রেও আমরা এই রকম একটা জায়গায় আনতে পেরেছি। টি, আর, টি. সি বা উনার যে একটা কর্পোরেশান এটা একটা বিরাট সমস্যা। এই ক্ষেত্রে এই সভাতে দাঁড়িয়ে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। কিন্তু বিষয়টা আমাদের একটিভ কনসিডারেশানের মধ্যে আছে। এখানে মাননীয় সদস্যরা সবাই সচেতন যে আমাদের রাজ্যে জনসংখ্যার তুলনায় কর্মচারীর সংখ্যা বিরাট। কোন প্রপোরশানেই এটা কাভার করেনা। কোন যুক্তিতেই আমরা এটা মেলাতে পারছিনা। এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের রাজ্যটা সবচাইতে হাইয়েষ্ট। এই পরিস্থিতে ডাই-এন্-হারনেস কেসের আণ্ডারটেকিংসের ক্ষেত্রে আমাদের এটা চলে আসছে। বিষয়টা এক কথায় উত্তর না বলেলই ভাল হত হয়তো। তা বলছি না এই কারণে তার সঙ্গে অনেক পরিবারের সম্পর্ক যুক্ত। আমাদের কাছে তারা যান। আমরা চট করে নাও বলতে পারছিনা আবার হ্যাঁও বলতে

পারছি না। এই রকম একটা সমস্যায় আমরা পড়ে গেছি। ফলে আমি যেটা বলব মাননীয় সদস্যদেব, যে আমাদেরকে আর একটু সময় দিন। আমাদেরকে এই ব্যাপার একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। এই পরিবারগুলিকে চাকুরী দিতে না পারলেও কোন না কোন ভাবে তাদেরকে আমাদের আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। একটা জায়গায় আমাদেরকে যেতে হবে। এবং এই রকম প্রস্তাবও আসছে আমাদের কাছে রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে ডাই-ইন-হার্নেস কেসের ক্ষেত্রে বলছে চাকুরী দেওয়ার পরিবর্তে কিছু টাকা দিয়ে দাও। চাকুরী দেওয়ার ব্যাপারটা বন্ধ কর। কিন্তু এখনো আমরা এটা কনসিষ্ট করিনি। আর আগুবার্টিফিসের ক্ষেত্রে কোন্ সিদ্ধান্ত নেব আমরা এখনি আগাম কিছু বলতে পারছি না।

**শ্রীরতনমোহন নাথ ঃ** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এক বৎসরের মধ্যে — এটা একটা প্রচার মাত্র। এটা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে প্রচার রয়েছে। এই জন্য অনেক পিটিশান বাতিল হয়েছে। আমার কাছে রিভাইজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট পলিসি আছে, তারিখ ৩.শে মার্চ ১৯৯৫ ইং, ফাইল নং হচ্ছে এফ-১ (২-জি,এস) -৭,৯৫ এটার মধ্যে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পলিসি কর্তারত অবস্থায় মৃত্যুজনিত কারণে কর্মরত ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি কর্ম নিযুক্তি, এখানে কোথাও এক বৎসরের মধ্যে পিটিশান দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। সুতরাং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে এটা ভায়লেট হচ্ছে। এবং যাদের ন্যায্য প্রাপ্তি তারা বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং অ্যাপয়েন্টমেন্ট পলিসি যেটা আছে সরকার কর্তৃক ঘোষিত, এটার মধ্যে এক বৎসরের কোন কথা নেই। একজন ট্রাইবেল লোক ক্লাস ফোরের চাকুরী করত পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে নাম স্বর্ণলক্ষ্মী দেববর্মা, পিতার নাম মৃত সুরেন্দ্র দেববর্মা, ভিলেজ—চারঘরিয়াপাড়া, জিরানীয়া। দপ্তর বলছে যে যেহেতু তার যোগ্যতা নেই সে চাকুরী পাবেনা। সেটা ঠিক আছে। আর বলছে যে দেরীতে পিটিশান সাবমিট করার কারণে সে চাকুরী পাবে না। এবং বলছে যে মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে তাকে প্রেয়ার করতে হবে। একজন ট্রাইবেল লোক সে দেরীতে পিটিশান দিতেই পারে। সে হয়তো জানতই না সে চাকুরী পাবে কি পাবে না, তার দেরী হতেই পারে তার জন্য সে চাকুরী পাবে না। সেটা হতে পারে না। এই রকম বহু কেস আমার কাছে আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সরলীকরণের জন্য আরো ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। এটা আমার একটা পয়েন্ট ছিল। এখন নতুন করে ডাই-ইন-হার্নেস কেইসের ক্ষেত্রে হোমগার্ডের ক্ষেত্রে বলছে যে ফ্যামিলি কণ্ডিশান সার্টিফিকেট লাগবে। এই সার্কুলার আমার কাছে আছে। এই রকম ৩১টা কেস হোমগার্ডের ক্ষেত্রে আছে। এইগুলি দুই বছর ধরে পেণ্ডিং আছে। এই সার্টিফিকেট কেন লাগবে, সেটার কোন প্রভিশান নেই। এটা লাস্ট ৫ মাস ধরে শুরু হয়েছে। সুতরাং আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব সেটা খতিয়ে দেখার জন্য। আর যেটা বলছে যে এক

বছরের মধ্যে পিটিশান করতে হবে সেটা না, তবে এটা ঠিক যে যত তাড়াতাড়ি পায় পিটিশান করা দরকার। তাছাড়া একজন ট্রাইবেল ডাই-ইন-হারনেস কেসের ক্ষেত্রে চাকুরী পেতে পারে আবার নাও পেতে পারে, সুতরাং এই জিনিসটা দেখার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

আর যেহেতু এটা এক্সট্রিম্ প্রোব্লেম্ এ জিনিসটা কনসিডার হয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে আমাদের প্রয়াত বিধায়ক মধুসূদন সাহাও নেই তিনি তুলেছিলেন একবার। ০৫-০২-২০০১ ই. তারিখে সদর মহকুমা শাসক গুলীবিদ্ধ হয়ে যখন মারা যান পরবর্তী সময়ে দেহরক্ষী রতন ঘোষ উনার সাথে সোমেন্দ্র লস্কর বলে একজন ড্রাইভার ছিল সে গুরুতর আহত এবং গুলীবিদ্ধ হয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে যান। আমার মনে আছে আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তাদের তরফ থেকেও উদ্দেশ্য করে দিয়েছে, আমার মনে হয় এইগুলি মানবতার প্রশ্ন, আমার মনে হয় ১৯৯৯ সালে।

**মিঃ স্পীকার ঃ**—মাননীয় সদস্য এত সময় নিলে উত্তর পাবেন না।

**শ্রীরতনলাল নাথ ঃ**—স্যার, হেজামারাতে গিয়েছিল যখন একজন প্রাইভেট ড্রাইভার হেজামারা অঞ্চলে গুলীবিদ্ধ হয়ে একটা সাইড্ তার অবশ হয়ে যায়, পরবর্তী সময় হেলথ্ ডিপার্টম্যান্টে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী থেকে ডিরেক্টর প্রোপোজাল দিয়েছেন, যেহেতু সে আর গাড়ি চালাতে পারবে না তাই তার স্ত্রীকে গ্রুপ-ডি তে চাকুরী দিয়েছে। আমার অনুরোধ এই জিনিষগুলি মানবতার দিক দিয়ে যেহেতু অন্যরা পাচ্ছে, সুতরাং সেও সিরিয়াস, যদিও চিকিৎসার জন্য সাহায্য পেয়েছে। পরবর্তী সময় এইগুলি হয়না। তো আমি যে পয়েন্টগুলি বললাম ডাই-ইন হারনেস, স্কীম-এ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন দপ্তর যেন ভেরিফাই করেন। একচুয়েলী এক বছরের কোন নিয়ম নেই। সুতরাং অন্যান্য জিনিষগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কি না? এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি না?

**শ্রীমানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ**—স্যার, প্রথমতঃ সময়ের যে ব্যাপারটা এটা একটা লিমিটেশান থাকতে হবে, এটা অনন্তকাল থাকলে চলবে না। এটা আমরা পরীক্ষা করে দেখব এটা আরও কিভাবে দ্রুততর করা করা যায়। আর এমনিতে তো ডাই-ইন-হারনেস্ কেস আমরা জানি এটার প্রিন্সিপ'ল যে গাইডলাইন আছে ঐ পরিবারের কোন সরকারী কর্মচারী বা আধা সরকারী কর্মচারী যদি থাকে তাহলে পাবে না, ছাট্ ইজ্ অলরেডি ক্লীয়ার, আর সময়ের ব্যাপার যেটা, আমরা দেখব তার পরে এটা ক্লীয়ার করব। আর যদি কোন গাইড লাইনে না থাকে তাহলে অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়া উচিৎ, নাহলে তো এটা কোণঠাসা হবে। ফেমিলী কনডিশানের ব্যাপারে যেটা আমি চট্ করে কিছু বলতে পারছি না। যে পরিবারে কোন সরকারী কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মারা যায় আর সেই পরিবারে যদি কোন সরকারী কর্মচারী না থাকে তাহলে সেই পরিবারে চাকুরী দেওয়া যায় যোগ্যতার মধ্যে আসলে পরে এবং নিয়মের মধ্যে আসলে পরে এটা আমরা অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে দেখব। সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে

এবং সরকারী দপ্তরের কথা বলছি, আণ্ডারটেকিংস-এর কথা বলছি না কিন্তু। আর বাকী যে দুটি কেইস বলেছেন এইগুলি আমি অনুরোধ করব তাদেরকে সরকারী দৃষ্টিতে কাগজপত্র দিয়ে বিষয়গুলি উপস্থিত করতে বলুন, আমরা নিশ্চয়ই সহানুভূতির সহিত এবং মানবিকতার দিক দিয়ে দেখব।

**মিঃ স্পীকার ঃ** মাননীয় সদস্য দীপক কুমার রায়।

**শ্রীদীপক কুমার রায়** (বড়জলা) ঃ—স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৭।

## প্রশ্ন

১। যেসব পরিবারে সরকারী চাকুরীরত নেই, সেই সমস্ত পরিবারগুলিকে ডাই-ইন-হারনেস কেইস-এ তাদের পরিবারের অন্য লোকদের চাকরী দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না?

**শ্রীমানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৭।

## উত্তর

১। আসলে ডাই-ইন-হারনেস কেইস-এ তো কর্মরত অবস্থায় মারা গেলে শুধু চাকরী পাওয়া যায় সেই পরিবারে, কাজেই এটা তো কভার করে না। এটা আসতে পারে না।

**শ্রীদীপক কুমার রায় ঃ** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি প্রশ্নটা করেছি যেসব পরিবারে কোন সরকারী কর্মচারী নেই, সেই সমস্ত পরিবারে ডাই-ইন-হারনেস কেইস-এ চাকরী পাওয়ার ব্যবস্থা হবে কি না? যাই হউক আমি বলেছিলাম এটাই হযত ভুল হয়েছে, কর্মরত অবস্থায মারা গেছে তার পরিবারে কোন সরকারী চাকুরীরতা নেই। তাকে অনতিবিলম্বে চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

**শ্রীমানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ** আপনার যে নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব এখানে আছে তার কোন রিপ্লাই হয় না। কিন্তু প্রশ্ন যা আছে তা ভুলভাবে উঠতেই পারে. এই প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্য রতনবাবুর আনা যে প্রশ্ন তার পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তৃত আলোচনা আমরা করেছি। যে কর্মরত অবস্থায় কোন সরকারী কর্মচারী মারা গেলে এবং তার পরিবারে যদি কোন সরকারী কর্মচারী না থাকে তাহলে পরে সরকারী নিয়ম মেনে তার পরিবারে একজন পেতেই পারে. বয়স শিক্ষাগত যোগ্যতা সব কিছু মিলিয়ে। এখন এই জায়গায় যদি নির্দ্দিষ্ট কিছু থাকে তাহলে বলতে পারেন।

**শ্রীদীপক কুমার রায় ঃ** সাপ্লিমেণ্টারী স্যার. আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি আপনি অবগত আছেন যে, ৩৭ বছর পার হলে পরে আর সরকারী চাকরী পাওয়া যায় না। আর ডাই-ইন-হারনেস কেইস এ ধরণের সিদ্ধান্ত হয়, তো আমার প্রশ্ন এখানে নাম্বার ওয়ান, যে সমস্ত পরিবারে

সরকারী কর্মচারী নেই, তাদের বেলায় এই সিদ্ধান্তটা মানবিকতার দিক থেকে বিবেচনা করে তাদের সন্তানরা অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, তাদের কেইসগুলি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে দেখা হবে কি না? বয়স সীমা ৩৮ হয়ে গেছে এজ ফর এক্সজাম্পল্, নং ১, নং—২ এখানে প্রেযার করেছে সবিতা রাণী সাহা যে, মারা গেছে তার স্ত্রী হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ আপনারা উনার কাছ থেকে দরখাস্ত নিয়েছেন। আজকে এই কেইসটা গভর্ণমেণ্ট থেকে রেফার করা হয়েছে এস,এস,কে,এম হসপিটালে, ঐখানে বাই-পাস হার্টের সার্জারীর ব্যাপার, তার পরে সেখানে রিগ্রেট্ করার পর সে বাধ্য হয়েছে এপোলোতে যেতে, এপোলো সরকারী নয়, আপনারা ফাইল ব্যাক্ করেছিলেন। সে হাইকোর্টে কেইস করেছে ২৯শে সেপ্টেম্বর যে, এস,এস,কে,এম হসপিটালে বাই-পাস হার্ট সার্জারির জন্য যে উইদ্ ইন্ ৯০ ডেইজ, আজকে ৫ মাস অতিক্রান্ত করছে এবং সে কোন বেনিফিট পায় নি। স্যার, এই অবস্থায় থাকার দরুণ বিভিন্নভাবে ঋণ করে তো একটা বাই পাস সার্জারি করা বিরাট ব্যাপার, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ, এই ঋণগ্রস্ত হয়ে এই কাজ করতে হয়েছে এবং এর প্রেসারে সে স্ট্রোক করে ৯শে অক্টোবর তার মৃত্যু হয়েছে। হাইকোর্ট থেকে অর্ডার দিচ্ছিল ৯০ দিনের জন্য যে টাকাটা দেওয়ার জন্য এজ্ পার এস, এস,কে,এম হসপিটাল এবং পেমেণ্ট-এর যে প্রভিশান্ আছে সেই অনুযায়ী দেওয়ার জন্য, আজকে প্রায় ৫ মাস।

এইগুলি স্যার সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে এবং তার পরিবারে কেউ যাতে চাকবি পেতে পারে এবং তার যে রিয়েম্বার্সম্যাণ্ট এটা যাতে পেতে পারে হাইকোর্টের অর্ডার মোতাবেক সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি, স্যার।

**শ্রীমানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বয়সের যে ব্যাপারটা আছে এটা তো পরিবর্তন করার কোন সুযোগ নেই, কারণ প্রভিশানের মধ্যে এটাই আছে। সরকারী চাকরি পেতে গেলে যেসব যোগ্যতা থাকতে হবে সেইগুলি মিট্ করেই চাকরি দিতে হবে। কাজেই ৩৭ বছর পার হয়ে গেলে আর হবে না এবং সরকার যদি কোন মোডিফিকেশান করে তাহলে এটা আবার আলাদা ব্যাপার। এখন পর্য্যন্ত এটাই ষ্ট্রিক্ট্ করছে। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে নতুন করে কোন বক্তব্য বলব না। আর প্রশ্ন যে এনেছে চিকিৎসা জনিত ব্যাপারে, এটা তো এখানে বিশেষ ধরণের ঘটনা যে, কোর্টে যেতে হবে, আমাদের কাছে যখন আসছে এমন ঘটনা সরকারী কর্মচারীদের তো, কোন চিকিৎসার আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কোন প্রভিশান্ নেই, থাকে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত লোন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, এটা ৫,০০০ টাকা ছিল। এটা জানার জন্যই বলছি, তার পরেও যখন আসে এইরকম তখন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে কারণ এটা ডিসগাইসরি ফাণ্ড-এ গেলে পাবে না। এই জায়গায় আমরা রিলিফ ফাণ্ড থেকেও টাকা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। রেফার কেইস এ অনেক হচ্ছে, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি,

রেফার হচ্ছে কোলকাতায়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেখানে কোন একটা প্রাইভেট নার্সিং হোমে ভর্ত্তি হয়েছেন।

কিন্তু বিভিন্ন পদ্ধতি আছে আমি সেইগুলি বলতে চাইছি না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা কনসিডার করছি। আমাদের কাছে যখন মন্ত্রীসভার কিছু বিষয় আসছে, সেই জায়গাতে আমরা কতগুলি পার্টি-কুলার আইটেম করেছি। এই রকম বেশ কিছু নজীর আছে, আমরা অন্ততঃ বলতে পারি। গত দুই আড়াই বছরের মধ্যে আমাদের কাছে সাবমিট করেছেন দেখেছি। এই বিষয়ে কতগুলি তোপ টাকা বলে দিয়েছে, আমরা বলেছি এই তোপ টাকা তো দেওয়া যাবে না। ইউ আর টু গিভ অল ডিটেইলস কি কি আইটেম এর জন্য আপনার খরচ হয়েছে, রক্তের জন্য টাকা বা ঔষধের জন্য বা ডাক্তারের না ঘর ভাড়ার জন্য এইগুলি আপনারা দিন। এতে কতগুলি বাদ দিয়ে আমরা বাকীগুলি দেওয়ার চেষ্টা করি। আমি বলব, এটা তো আসলে আপনি এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই কর্মচারী বন্ধুটিকে না করে তার পরিবারের কাউকে সমস্ত কাগজপত্র দিয়ে আমাদের দৃষ্টিতে আনা হোক। নরমাল প্রেসিডিউর হচ্ছে যে দপ্তরের তিনি কর্মচারী সেই দপ্তরের যখন দেখেন এটা গভর্ণমেণ্টের নিয়মের মধ্যে করা যায় না, তখন যদি কর্মচারী আবেদন করে এটা মন্ত্রীসভার দৃষ্টিতে আনুক। তারা তো মেমোরেণ্ডাম ফর্মেট মন্ত্রীসভার দৃষ্টিতে আনেন। চীফ মিনিষ্টারের কাছে প্রথম আসে, চীফ মিনিস্টার যদি ফিট মনে করেন এটাকে ক্যাবিনেটে এলাউ করেন। সেখানে আমরা ফাইনাল করে অন্ততঃ এই দপ্তরের মাধ্যমে, দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন, উনার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

**শ্রীদীপক কুমার রায়** ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যা বলেছেন তাতে আমি সন্তুষ্ট। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন এনেছেন বয়স যেমন ৩৭ এটাকে রিলাকসেশন করা হোক। কারণ যাদের পরিবারে কোন কর্মচারী নেই। যারা দুই তিন জন সন্তান নিয়ে অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, এই সব কেসগুলি মানসিক দিক থেকে এইজ রিল্যাক্সেশন্ করে এইগুলি সিদ্ধান্ত করে আপনারা ইমিডিয়েট ব্যবস্থা নেবেন আমি এই অনুরোধ রাখছি।

**শ্রীমানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় সদস্যের যে অনুরোধ এটা তো উপেক্ষা করতে পারব না। এবং তদন্ত টা কিভাবে হবে এখন বলতে পারছি না।

**মিঃ স্পীকার** ঃ—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

ANNEXURE—'A' & 'B'

## REFERENCE PERIOD

**মিঃ স্পীকার** :—আমি আজ ১ (একটি) নোটীশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এবং এই বিষয়ে যে সদস্যগণ নোটিশ দিয়েছেন তাদের নাম উল্লেখ করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়, শ্রীগীতা মোহন ত্রিপুরা।

**শ্রীজয় গোবিন্দ দেবরায়** (রাধাকিশোরপুর) : বিষয়, ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবেশ সুরক্ষায় শব্দ বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করা সম্পর্কে।

**মিঃ স্পীকার** : আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষনি তিনি রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানান।

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী** (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি আগামী ১৪-০৩-২০০১ ইং, তারিখে এর উত্তর দেব।

**মিঃ স্পীকার** :—আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট থেকে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়েছেন তাঁর নাম উল্লেখ করছি :—মাননীয় সদস্যের নাম শ্রীঅতিভ দত্ত, শ্রীসুদন দাস।

**শ্রীঅমিতাভ দত্ত** (ধর্মনগর) :—বিষয়, ত্রিপুরা রাজ্যে মেডিকেল কলেজ স্থাপন সম্পর্কে।

**মিঃ স্পীকার** : —আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানান।

**শ্রীকেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) : – স্যার, আমি এই সম্পর্কে আগামী ১৪, ৩,২০০১ ইং তারিখে উত্তর দেব।

**মিঃ স্পীকার** : – আমি আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট থেকে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং এই বিষয়ে যে মাননীয় সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তাঁর নাম উল্লেখ করিতেছি মাননীয় সদস্যের নাম শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** :—ত্রিপুরার প্রাচীন সংবাদপত্র "জাগরণ" পত্রিকা বন্ধ হওয়া সম্পর্কে।

**মিঃ স্পীকার :**—আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এখনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে করে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানান।

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী :**—স্যার, আমি এই সম্পর্কে আগামী ১৪-৩-২০০১ ইং তারিখে উত্তর দেব।

**শ্রীরতনলাল নাথ :**—স্যার, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস, শ্রীকাজলচন্দ্র দাস, শ্রীরতনলাল নাথ এবং শ্রীদীপক কুমার রায় এই চার জন একটা রেফারেন্স এনেছেন। স্যার, এটা এলাও করবেন কিনা?

**মিঃ স্পীকার :**—শুনুন, শুনুন এটার গুরুত্বের দিকটা দরকার পরলে সামনের দিন আনবেন।

**শ্রীরতনলাল নাথ :**—স্যার, এটা গণ্ডগোল হয়েছে কদমতলাতে।

**মিঃ স্পীকার :**—এটা আমি বিবেচনা করে দেখছি যে তার চেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো আনুন এড্‌মিট করব।

**মিঃ স্পীকার :** আজকের কার্যসূচীতে ১ (একটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভার প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

উল্লেখ বিষয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস এবং শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয় কর্তৃক যুগ্মভাবে গত ২-৩-২০০১ ইং তারিখে উত্থাপিত নিয়ে উল্লিখিত বিষয় বস্তুটির উপর অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃত দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।
বিষয়বস্তুটি হলো :—উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিল্প স্থাপনে কেন্দ্রীয় বাজেট আবগারী শুল্কে (Excise Duty) উপর বিশেষ ছাড় তুলে দেওয়ার শিল্প স্থাপনে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে।

**শ্রীবাদল চৌধুরী :**— "উত্তর পূর্বাঞ্চলের শিল্পের ক্ষেত্রে আবগারী শুল্কে ছাড় উঠিয়ে নেওয়ায় শিল্প স্থাপনে প্রতিবন্ধকতার সম্পর্কে।"

মি স্পীকার স্যার, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং-এ প্রধানমন্ত্রী একটি বিশেষ শিল্পনীতি ঘোষণা করেছিলেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দপ্তর আদেশ জারী করে। এই নীতিগুলির একটি ছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্থাপিত শিল্পের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্কের ছাড়। কেন্দ্রীয় বিত্ত মন্ত্রণালয়ের নোটিফিকেশন নং ৩২/৯৯ কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক, ৮ই জুলাই, ১৯৯৯ ইং এবং নোটিফিকেশন নং ৩৩/৯৯ কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক, ৮ই জুলাই, ১৯৯৯ ইং দ্বারা এই আদেশ জারী হয়।

উপরোক্ত আদেশের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় শিল্প স্থাপনের আহ্বান করে। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার এছাড়াও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা শিল্প স্থাপনে দেয়। যাই হোক ৮—১০টি প্রস্তাব টুবাকো এবং টুবাকো রিলেটেড বস্তুর উৎপাদনের পাওয়া যায়। যদি এইসব শিল্পগুলি স্থাপিত হত তাহলে কিছু পুঁজি নিবেশ ও চাকুরীর সৃষ্টি হতে পারত। এম.এস ধর্মপাল শত্তিপাল ইতিমধ্যে বাবা জর্দার উৎপাদন শুরুও করেছিল অরুন্ধুতিনগরে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এস্টেটের তিনট ইউনিটে। এই তিনটি ইউনিটে প্রায় তিনশ শ্রমিকের কর্মসংস্থানও হয়েছিল।

এই বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্থাপিত টুবাকো এবং টুবাকো রিলেটেড শিল্পের উপর আবগারী শুল্কের ছাড় উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার নোটিফিকেশান সংখ্যা ৬/২০০১ কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক, ১লা মার্চ, ২০০১ ইং ও জারী হয়েছে। এর ফলে উপরোক্ত শিল্প স্থাপনের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা শেষ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, যে শিল্প ইউনিটগুলি স্থাপিত হয়েছিল সেগুলিও বন্ধ হয়ে যাবে কারণ বাইরের থেকে মাল সরবরাহ করে এখানে উৎপাদন করে আবার সেই মাল বাইরে বিক্রি করা লাভপ্রদ হবে না। খবর পাওয়া গেছে যে বাবা জর্দ্দা ইউনিট ইতিমধ্যে বাইরে থেকে মাল সরবরাহ বন্ধ করেছে। সম্ভাবা পুঁজি নিবেষকরা কেন্দ্রের এই প্রবঞ্চনার নীতি দেলের জন্য পূর্বাঞ্চলের রাজ্যে শিল্প স্থাপিত করতে সংক্ষিত হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একখানি চিঠি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্কের ছাড় পূর্বাঞ্চলের জন্য বজায় রাখার দাবী জানিয়েছেন। এই চিঠি ৩রা মার্চ, ২০০১ ইং তারিখে পাঠানো হয়।

**শ্রীঅমিতাভ দত্ত** ঃ—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যায়ারিফিকেশন স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের এই আবগারী শুল্কের উপর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল পলিসি পেকেজ সেটা ঘোষণা করেছিলেন, তার ফলে বহিঃরাজ্যের শিল্প বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত হয়ে আমাদের রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য, আমাদের রাজ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ণের জন্য, আমাদের রাজ্যের সম্পদকে ব্যবহার করে ব্যাপক কর্মসংস্থানের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল এই আবগারী শুল্কের উপর যে বিশেষ ছাড় সেটা তুলে দেওয়ার ফলে আমাদের রাজ্যে শিল্পের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে আমাদের রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগও ব্যহত হবে। এই বিষয়টা সত্য কি না। এছাড়া আমাদের রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ ছাড় ঘোষিত হওয়ার পরে প্রায় বহিঃরাজ্যে যে সমস্ত বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন প্রস্তাব রেখেছিলেন তার আনুমানিক যে হিসেব ৫০০ কোটি টাকার মত হবে। যেখানে প্রায় ৩ হাজার কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এই ধারণাটিও সত্য কিনা? এই বিশেষ আবগারী শুল্কে ছাড় তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আমাদের রাজ্য সরকারের সাথে কোন ধরণের আলোচনা করেছেন কি না। এছাড়া এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে স্বৈরাচারী এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে একটা ক্ষতিকারক পদক্ষেপ এই বিষয়টাও সত্য কি না?

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী)ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা তো স্বাভাবিক যে, শিল্পনীতি ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকার তাতে রাজ্যের কিছু কিছু ইনডাষ্ট্রি উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। উত্তর পূর্বাঞ্চল বা আমাদের রাজ্যে এসে তারা শিল্প স্থাপন করবে। এবং সিঙ্গল উইণ্ডো যেটা সেটাও এখানে চালু। শিল্প তৈরী করার ক্ষেত্রে যাতে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা তৈরী না হয়। টোবাকো বা অন্যান্য যে সমস্ত ইনডাষ্ট্রিয়েল গুলি আছে এই সিদ্ধান্তের ফলে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাকী যেটা ছিল সেটা এখনো বহাল আছে। বি.জে.পি সরকার আছে ডাক পড়ছে কোনটা হবে বলা খুব কঠিন। নিজেদের পক্ষে বলাও খুব কঠিন। উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে তারা অনেক কথাই বলেছেন। শিল্পের দিক থেকে বা অন্যান্য দিক থেকেও অনেক ঘাটতি আছে শুধু আমরা টোবাকো রিলিটেড প্রায় ৯টা এই রকম ভাবে যারা ইতিমধ্যে স্ট্যাট গভঃমেন্টের কাছে এপ্রোজ করেছিলেন তাতে প্রায় মোট ৫০০ কোটি টাকার মত হবে। এটা করতে পারলে এতেও হাজার খানেকের মত লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। এর মধ্যে কিছু কোম্পানী মিঃ লিফ টোবাকো থেকে অলরেডি এ ডি নগরে ইনডাষ্ট্রিজ ষ্টেটে দেওয়া হয়েছে। সে লাইসেন্সের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন, এই রকম প্রায় ৯টা কোম্পানী আছে। তারা খুব প্রতিষ্ঠিত ব্রিজ কোম্পানী। তাদের টাকা আছে পুঁজি আছে, তারা এখানে শিল্প করতে পারতেন। আমি বলতে পারি মেসেজ্র গ্রুপ ফর লিফ, মেসেজ ইন্টার ন্যাশন্যাল টোবাকো কম্পানি লিঃ, ভি, এস, টি, লিঃ শিলচর, এইচ, এম এ ট্রক লিমিটেড, নিউ দিল্লী, মেসেজ গোলডেন টোবাকো মোম্বাই মেডিকার লিমিটেড, নিউ দিল্লী, ম্যাসেজ এসিয়া স্পেসিফিক প্ল্যানিং কোম্পানী, কলকাতা, ম্যাসেজ লিফ টোবাকো, আগরতলা। এই সমস্ত কোম্পানী অলরেডি তারা স্ট্যাট গর্ভমেন্টের কাছে এমপ্রোজ্ব করেছিলেন এখানে শিল্প করার জন্য।

**শ্রীঅমিতাভ দত্ত** ঃ-মাননীয় স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতা এবং অখণ্ডতাকে বন্ধক দেওয়ার যে নীতি গ্রহণ করেছেম, এর ফলে মানুষের স্বার্থ বিরোধী যে সমস্ত কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন, তাতে আমাদের ধারণা হচ্ছে, আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল পলিসি প্যাকেজে যে সুবিধাগুলি ঘোষিত হয়েছিল সেগুলি আগামী দিনে তুলে দেওয়ার চেষ্টা হবে। আমি জানতে চাই, কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরণের জনস্বার্থ বিরোধী কর্মসূচীর বিরদ্ধে রাজ্য সরকার থেকে প্রতিবাদ জানানোর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বায়নের নামে যা চালাচ্ছে তা ওয়াল্ড ব্যাঙ্ক এবং আই,এম,এফ-এর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁদের চলতে হচ্ছে। নীতি গ্রহণ করতে হচ্ছে। স্বাভাবিক কারণে পিছিয়ে পড়া অংশগুলি বা ভারতবর্ষের

সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থায় বিষয়টা তাঁদের দেখার মধ্যে আসে না। কোটি কোটি টাকার যারা মালিক, যারা তাঁদের বন্ধু, বিশেষ করে মাল্টি ন্যাশনেল কর্পোরেশনগুলিকে আরো বেশী সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বালকো কোটি কোটি টাকা লাভ করতে। ৫৫০০ কোটি টাকার উপর যে কোম্পানী লাভ করেছে সেই কোম্পানীকে ৫৫১ কোটি টাকায় স্টার লাইটের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। এর কারণ, মাল্টি ন্যাশনেল কোম্পানীগুলির যাতে কোন অসুবিধে না হয়। আর এসব কারণেই শেয়ার ৫১ শতাংশ বিক্রি করে দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তারপরে আছে ব্যাঙ্কগুলিঃ। এই সমস্ত পুঁজিপতিরা এবং মাল্টি ন্যাশনেল কোম্পানী যারা আসছেন তাদের সুযোগ পেতে যাতে অসুবিধে না হয়, তারজন্য ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের হাতে পুনরায় তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ব্যাঙ্কগুলিকে ন্যাশনালাইজড করে আজকে একটি জায়গায় আনা হয়েছিল। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতি আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতাকে বিপন্ন করবে, ধনী এবং গরীবের মধ্যে ব্যবধান বাড়াবে। এই দেশকে একটা সর্বানাশা পথের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। রিজন্যাল বৈষম্য আরো বাড়বে।

**শ্রীসুধন দাস** ঃ--এই আবগারী শুল্ক তুলে যে দেওয়া হয়েছিল এটা পুনরায় বহাল করে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ত্রিপুরা থেকে প্রতি বৎসর কত টাকা ট্যাক্স আদায় করতে পারবে তার কোন এসেস্ হয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ—এটা এসেস্‌মেণ্ট করে বলা মুস্কিল। নতুন করে সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট কি ট্যাক্স্ বাড়াবে এটা বলা যায় না।

**শ্রীমানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন যে ভাবে এসেছে তাতে সরকারের কি লাভ সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, আমাদের এখানে স্বদেশী কোন ইণ্ডাষ্ট্রি হবে না। বাইরে থেকে সব আসবে। আমেরিকা, বৃটেন, জার্মান, ফ্রান্স, জাপান, অস্ট্রেলিয়া কানাডা থেকে আসবে। আগে যে সব কারখানায় ১০০ শ্রমিক ছিল সেই সব কারখানার মালিকরা শ্রমিক ছাঁটাই করতে পারত। এখন সেটা ১০০০ শ্রমিক করা হয়েছে। তাতে দেখা যায়, ৯৯ পারসেণ্ট কারখানাতেই শ্রমিক ছাঁটাই হবে। কাজেই প্রসঙ্গটি ঐভাবে দেখার চেষ্টা করতে মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব। লাভালাভের কথা নয়। আয় হবে সেটাও বড় কথা নয়। এই সুযোগ বন্ধ হলে বড় ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল মাল্টি ন্যাশনেল কোম্পানী আসবে। শ্রমিকের চাকুরী হবে এটা ঠিক। আর যে সব ছোট ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যালিষ্ট আছেন, তারা অন্য জায়গায় ইণ্ডাষ্ট্রি করবে এটা মনে করার কারণ নেই। এরা চাপের মধ্যে থাকবে। দিস ইজ এ পলিসি।

**শ্রীঅমিতাভ দত্ত** ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জেনেছি, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত

৬ষ্ঠা মার্চ এই বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উনার আবেদন জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে কিছু জানিয়েছেন কিনা, তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

**শ্রীমানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—এত তাড়াতাড়ি জানালে তো হয়েই গেছে।

## CALLING ATTENTION

**মিঃ স্পীকার ঃ** আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়ের কাছ থেকে আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে উনার দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় উপস্থিত আছেন কি?

মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় যেহেতু হাউসে উপস্থিত নেই কাজেই উনার কলিং এটেনশানের নোটিশটি বাতিল বলে গণ্য হল।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য মহোদয় হাউসে উপস্থিত আছেন আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। উনার নোটিশের বিষয়বস্তু হলো —

"ত্রিপুরা রাজ্যে কারিগরী শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য নতুন চারটি আই.টি.আই স্থাপন করা সম্পর্কে"

এখন আমি ইণ্ডাষ্ট্রি এ্যাণ্ড কমার্স দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন, যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী)** ঃ—স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ১৫ই মার্চ, ২০০১ ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

## MOTION FOR EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT OF PRIVILEGE COMMITTEE

**Mr Speaker :**—I would now call Shri Basudev Majumder, Chairman

of the Privilege Committee to move his Motion for extension of time for presentation of the Report of the Committee on privileges.

**Shri Basudev Majumder** (Belonia) :—Mr. Speaker Sir, I beg to move—"That the time for presentation of the Report of the Committee on Privileges on the question of alleged breach of privilegege raised by Shri Shyama Charan Tripura, Member against Shri T. K. Chakma, Joint Resident Commissioner and the staff of Tripura Bhawan, Calcutta be extended upto the next session of the Assembly.

**Mr. Speaker** ;—Now, the question before the House is the Motion moved by Shri Basudev Majumder, Chairman of the Committee on Privileges—

"That the time for presentation of the Report of the Committee on privileges on the question of alleged breach of privilege raised by Shri Syama Charan Tripura, Menber against Shri T. K. Chakma, Joint Resident Commissioner and the staff of Tripura Bhawan, Calcutta be extended upto the next session of the Assembly"

Now I put the Motion to vote.

The Motion was put to voice vote and carried.

## PRESENTATION OF COMMITTEE REPORT

**মিঃ স্পীকার** :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, কমিটি অন্ পিটিশন-এর আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ এবং একত্রিশতম প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় ( চেয়ারম্যান, কমিটি অন্ পিটিশন ) মহোদয়কে কমিটির আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ এবং একত্রিশতম প্রতিবেদনগুলোর প্রতিলিপি সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায়** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কমিটি অন্ পিটিশন-এর আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ এবং একত্রিশতম প্রতিবেদনগুলো সভার সামনে পেশ করছি।

**মিঃ স্পীকার** :- মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা কমিটির রিপোর্টের প্রতিলিপিগুলো নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

**মিঃ স্পীকার ঃ**—সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো "২০০০-২০০১ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সাধারণ আলোচনা।

অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় মোশানের যে নোটিশ দিয়েছেন তাহা সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেমন তাঁদের আলোচনা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীপ হুইপদের অনুরোধ করব তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমাকে দেওয়ার জন্য। আমি এখন মাননীয় লীডার অব অপোজিশন মহোদয়কে আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রীজওহর সাহা ঃ** মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৫ই মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে বর্ত্তমানে আর্থিক বৎসরের জন্য বিভিন্ন দপ্তরের উপর অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী চেয়েছেন। স্যার রাজ্যের মানুষের কল্যাণের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় এবং সেখানে যদি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ে মানুষের উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে এই অর্থ বরাদ্দের দাবী করেন আমরা নিশ্চয়ই দু হাত তুলে সেটাকে সমর্থন করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করতে গিয়ে যে ভাবে উনি একটা হিসাব দার করিয়ে দিয়েছেন, সেটা কিন্তু আমরা সমর্থন করতে পারি না। কারণ এর আগে চলতি আর্থিক বছরে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর চাওয়া ২৩৭৫ কোটি টাকার উপরে আমরা বরাদ্দ দিয়েছি। এইবার আবার প্রায় ১০৬ কোটি টাকার উপরে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন। স্যার, এই সভায় এই কয় দিনে অনেক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। আমাদের কৃষি মন্ত্রী বলেছেন যে, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অসুবিধায় লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানো যাচ্ছে না, কিছু টাকা ফেরৎ চলে যাচ্ছে বিভিন্ন খাতের। আমাদের এনিমেল রিসোর্স মিনিষ্টার উনি বলছেন যে পরিকল্পনা আছে। নতুন নতুন জায়গায় সেন্টার করব। অথচ স্যার, এই বছর করাব কথা, এখন বছর শেষ কারণ আজকে মার্চ মাসের ৮ তারিখ এই আর্থিক বছর করার কথা কিন্তু এই আথিক বছরের আর কয় দিন রয়েছে মাত্র ২২ দিন। স্যার, আমাদের এনিমেল রিসোর্স মিনিষ্টার উনি জাদুকরের মত. আসলে উনি মিনিষ্টারী ছেড়ে দিয়ে যদি জাদুকরের কাজ করতেন তাহলে খুবই ভাল বুঝতে পারতেন এবং সাকসেস ফুল হতেন। আপনার সময় নেই, কিন্তু বলছেন এই আর্থিক বছরে হবে, কিন্তু নাম গন্ধ নেই কিছু করার তারপরও আবার অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ কার জন্য? মার্চ মাসের টাকাগুলি হল মন্ত্রীদের পকেট মানি। মন্ত্রীদের পকেট মানির জন্যই কিন্তু টাকাগুলি চাওয়া হয়েছে, রাজ্যের মানুষের জন্য নয়। সুতরাং কি করে আমরা এটাকে সমর্থন করব। স্যার, আই, সি, এ, টি মিনিষ্টার উস্তাদ মারিং-এর ক্ষেত্রে। আমি বলব ফরেষ্ট মিনিষ্টার সাহেব জানেন কিনা?

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, হোয়াট ইজ মারিং ? কি হয়েছে উনি উল্লেখ করুন। স্যার, যদি প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে কি হবে উনি ঠিক করবেন। স্যার, এটা উনি ক্ল্যারিফাই করুন।

**শ্রীজওহর সাহা** ঃ—যদি প্রমাণ করতে পারি তাহলে কি করবেন ?

**মিঃ স্পীকার** ঃ—ক্ল্যারিফাই করুন।

**শ্রীজওহর সাহা** ঃ—না, না, ক্ল্যারিফাই না। উনি বলছেন প্রমান করতে যদি পারি স্যার, উনাকে জিজ্ঞাসা করুন কি করবেন ?

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ—আপনি ক্ল্যারিফাই করুন।

**শ্রীজওহর সাহা** ঃ—উনাকে বলছি আই,সি,এ,টি মিনিষ্টারকে বনমন্ত্রীর.........

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী** (মন্ত্রী ) ঃ—উনি যদি এরকম কিছু প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আপনি যা বলবেন তাই হবে আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি।

**শ্রীজওহর সাহা** ঃ—আমি বলছি স্যার, বনমন্ত্রী উনার কাছে নিশ্চয়ই খবর আছে যে গত বিধানসভার অধিবেশনে......

(গণ্ডগোল)

**শ্রীজওহর সাহা** ঃ—স্যার, কথা বলার তো সুযোগ থাকবে। স্যার, গত বিধানসভা শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে উনি শিলাছড়ি থেকে আসেন। আই সি. এ. টি মিনিষ্টার আপনার জানার জন্য বলছি, আপনার জানা আছে। শিলাছড়ি থেকে আসার পথে যতনবাড়ীতে হঠাৎ করে ডি, এফ, ও সাহেবের গাড়ীর সামনে পড়ে। মন্ত্রীর গাড়ীর সঙ্গে এসকর্টের গাড়ীতে দেখা গেল সদ্ধি কাঠ পাচার করছেন এসকর্টের গাড়ীতে। শিলাছড়ি থেকে বস্তা দিয়ে পেঁচিয়ে আনা হয়েছে। নতুনবাজার থানায় এগুলি ধরা হল, আটকানো হল। স্যার বন দপ্তরের আইন আছে যে গাড়ীতে চোরাই মাল ধরা পড়বে সেই গাড়ীটা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট আটকাবে এবং সেখানে শাস্তি হবে। কোন অবস্থাতে তাকে ছাড়ানো যাবে না। সেখানে কি করে লোকটাকে ছাড়ানো হল ? কিভাবে মিটমাট করা হল ? কাঠ পাচার হয়ে গেল, মাননীয় মন্ত্রী নিজে কাঠ পাচার করছেন উনার এসকর্টের গাড়ীতে করে।

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ—পুলিশের গাড়ী, পুলিশ কি করল না করল এর সঙ্গে মন্ত্রীর কি সম্পর্ক। স্যার, এইভাবে এলিগেশন আনা অবাঞ্ছনীয়। মন্ত্রী আর পুলিশের গাড়ীতে উঠে না।

মন্ত্রীর গাড়ীতে মন্ত্রী চড়েন। এর সঙ্গে মন্ত্রী কিভাবে যুক্ত থাকতে পারে? এটা অসত্য বক্তব্য অ্যাক্সপ্যানজড করা হোক।

**শ্রীজওহর সাহা ঃ** স্যার, মন্ত্রীর এসকর্টের গাড়ী। মন্ত্রী সহ নিজে নিয়ে আসলেন। আমি-ত জানি ড্রাইভার বলেছে থানাতে এটা আমার না, এটা মিনিষ্টারের। আমি সেদিন নতুনবাজার ছিলাম।

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ**—আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন, আমি চ্যালেঞ্জ করছি। এটা অসত্য কথা বলার জায়গা না। আপনি যে কথাটা বলেছেন এটা অন্যায়। আমি চ্যালেঞ্জ করছি।

**শ্রীজওহর সাহা ঃ**—আপনার এসকর্ট ধরা পড়েছে কি না? আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি স্যার, উনার এসকর্ট ধরা পড়েছে। সেদিন ডি,এফ,ও নিজে ধরেছে।

**মিঃ স্পীকার ঃ**—আপনি কি বলছেন মন্ত্রী ধরা পড়েছে? মন্ত্রী-ত ধরা পড়েন নি।

**শ্রীজওহর সাহা ঃ**— আমি-ত বলছি স্যার, মন্ত্রীর এসকর্ট ধরা পড়েছে। তাহলে এই গাড়ীটা এখন কোথায়? কি অবস্থায় আছে? মালগুলি কি অবস্থায় আছে? এর জন্য অর্থ বরাদ্দ। পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোন পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে, কোন কোন পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে। কেন এরকম হচ্ছে। তার জন্য আবার আই,সি,এ,টি ডিপার্টমেন্টের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ চাইছেন। এভাবে এক একটা করে বিভিন্ন দপ্তরের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক ব্যয়-বরাদ্দের জন্য দাবী করা হয়েছে। এখানে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জন্য ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে এই অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীবিল্লাল মিঞার একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটা ছিল—১৯৯৩ ইং সন থেকে ২০০০ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কতজন পুলিশ এবং আধা-সামরিক বাহিনীর কর্মী উগ্রপন্থীদের সঙ্গে এনকাউন্টারে মারা গেছেন। উত্তর দেওয়া হয়েছে — মোট ২৯০ জন পুলিশ ও হোমগার্ড এবং অন্যান্য আধা-সামরিক কর্মী উগ্রপন্থীদের সঙ্গে এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে। এরপরে আরো আছে। এখানে বিধায়ক প্রকাশ দাস জানতে চেয়েছিলেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে—এই রাজ্যের যারা হোমগার্ড আছে প্রায় ২৫০০০-এর মতো হোমগার্ড এই রাজ্যে কাজ করছেন—তাদের ভাতা বাড়ানোর জন্য, রেশন মানি বাড়ানোর জন্য সরকার বিবেচনা করছেন কি না? উত্তরে বলেছেন—না, নেই। অথচ এই অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে কিন্তু যারা কাজ করবে তাদের কিছুই দেওয়া হবে না। তারপর রাজ্যের পুলিশের আধুনিকীকরণের জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ প্রশ্ন করেছিলেন রাজ্যের পুলিশের আধুনিকীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকার ১৯৯৫-৯৬ ইং সন থেকে ১৯৯৯-২০০০ ইং পর্যন্ত কি ধরণের সাহায্য সহায়তা পেয়েছেন?

উত্তরে বলেছেন—১৯৯৫—৯৬ ইং সনে পাওয়া গিয়েছে ৪৬ কোটি ৫৩ হাজার টাকা। এছাড়া পাওয়া গিয়েছে কিছু গাড়ী, অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জাম যার মূল্য ২৫ কোটি টাকার অধিক। ১৯৯৬-৯৭, ৯৭-৯৮, ৯৮-৯৯ এবং সর্ব্বশেষ ৯৯-২০০০ সাল পর্যান্ত কোটি কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সাহায্য পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু তথাপি ত্রিপুরার পুলিশ উগ্রপন্থীদের সঙ্গে এন্‌কাউণ্টারে মরছে, সাধারণ মানুষ মরছে প্রতিদিন। এবং এই সংখ্যাটা কি ? সংখ্যাটা দিয়েছেন যা বিধায়ক শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া, বিধায়ক শ্রীকাজল চন্দ্র দাস, বিধায়ক শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস এবং বিধায়ক শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা তারা জানতে চেয়েছিলেন যে চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ২০০০ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত কতজন উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হয়েছে, কতজন অপহৃত হয়েছে, কতটি নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ইত্যাদি।উত্তরে বলা হয়েছে নিহতের সংখ্যা ১০৮৪, কিন্তু সংখ্যাটা আরো বেশী অপহরণ হয়েছেন—১২৫২ জন। কিন্তু সংখ্যাটা অনেক বেশী। কাজেই স্যার, এখানে আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছুই নেই, মানুষের নিরাপত্তা নেই। তাছাড়া হোম ডিপার্টমেন্টে যারা গাড়ী ভাড়া দিয়েছেন তাদের বিল মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। হোমগার্ড এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের টি,এ বিলের টাকা দেওয়া হচ্ছে না, টি,এ বিলের টাকা ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। ফলে এই সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটা আজকে মানুষের কল্যাণের জন্য হলে আমরা সমর্থন করতাম, কিন্তু এটা মানুষের কল্যাণের জন্য লাগছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি দেখুন আপনার এলাকার কি অবস্থা। এখানে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী স্যার, এই ২০০০-০১ সালের বাজেট বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তর সম্পর্কে বলেছেন যে—এই রাজ্যে ফরেনসিক্ লেবরেটরির কাজ এগিয়ে চলেছে এবং এই ব্যাপারে ইন্‌ফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু কোথায় হয়েছে স্যার, এই সেদিন রামপুরের ঘটনা হলো—১১ জন সি,আর,পি এবং দুইজন ড্রাইভার মারা গেলো। তাদের কাছে যে বুলেটপ্রুফ্ গাড়ী ছিল, সেটা বুলেটে একেবারে ঝাঝরা হয়ে গিয়েছে আমরা জানি এই বুলেটপ্রুফ গাড়ী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের আরক্ষা দপ্তরকে। কিন্তু এখন এই ব্যাপারে আমাদের ভাবতে হবে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নজরে এটা আনতে হবে—তাদের কাছে জবাবদিহি চাইতে হবে কেন এটা হয়েছে।

স্যার, কো-অপারেশন দপ্তরটা কিভাবে চলছে ? এই বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন কো-অপারেটিভ সংস্থাগুলিতে নির্বাচন করাচ্ছে না। বারংবার দাবী উঠা সত্ত্বেও নতুনবাজার কো-অপারেটিভের নির্বাচন করানো হচ্ছে না। কো-অপারেটিভগুলিতে যথেচ্ছ লুটপাট চলছে এবং এই জন্যই কি এই অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ? না, এই জন্যই আমরাও এটাকে সমর্থন করতে পারছি না।

এখানে তপসিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের যে দাবী করা হয়েছে সেটা সমর্থণ করা যেত যদি গত একটি অর্থ বছরে এই দপ্তর থেকে একজনও তপশিলী জাতির লোককে পুনর্বাসন দেওয়া হত।

ম'সা দপ্তরের জন্য অতিরিক্ত অর্থ চাওয়া হয়েছে ? কি হবে এই অর্থ দিয়ে ? মাননীয় মৎস্যমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন ডম্বুর জলাশয়ে এখন সেভাবে মাছ চাষ করা যাচ্ছে না। ফলে, সেখান থেকে আয়ও যথার্থভাবে হচ্ছে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হচ্ছে রাজ্যের প্রতিটি দপ্তরের বাস্তব চিত্র। এরপরও কি আমাদের এই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাবকে সমর্থণ করতে হবে? বরং এই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের তীব্র বিরোধিতা করেই বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ**—মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয়।

**শ্রীমানিক দে ঃ**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে প্রায় ১১৬ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের যে প্রস্তাবটি রেখেছেন সেটাকে পূর্ণ সমর্থণ করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। সাপ্লিমেন্টারী বাজেট বিভিন্ন কারণেই করতে হয়। এই বাজেটে বিভিন্ন দপ্তরের জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়। টাকা চাওয়ার পেছনেও যথেষ্ট কারণ আছে। একটি সরকার যখন কাজ করতে চায় স্বাভাবিক কারণেই সেখানে টাকার প্রশ্ন এসে যায়। টাকা ছাড়া রাজ্যের উন্নয়ণমূলক কাজ-গুলি কিভাবে হবে? পাশাপাশি আমি এটাও বলব যে একটি সরকারের কাজের গতিশীলতা সাপ্লি-মেন্টারী বাজেটের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে একটি অর্থ বছরের বিভিন্ন সময়ে টাকা মঞ্জুরী আসার ফলেই রাজ্য সরকারকে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট তৈরী করে বিধানসভা থেকে অনুমোদন নিতে হয়।

টাকার প্রয়োজন আছে বলেই এই বিধানসভায় বিধায়কদের দাবী মত ২০০১-২০০২ ইং অর্থ বছরের মূল বাজেটে বিধায়ক পিছু ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই রকম আছে এবং সেখানে তার সঙ্গে যখন টাকাটা বরাদ্দ হয় সেই টাকাটা আরও প্রয়োজন হয় তখনই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের প্রশ্ন এসে যায়। এখানে যেমন জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন আছে তারা তাদের বিভিন্ন দপ্তরের গাড়ী ইত্যাদি দিতে হয়। সময়ে সময়ে ফুয়েলের দাম বাড়ছে। যখন কেন্দ্রীয় সরকার ফুয়েলের দাম বাড়ান তার সঙ্গে গাড়ীর যন্ত্রপাতির দাম বাড়ান। গাড়ীর দাম বাড়ান এতো একটা অতিরিক্ত ব্যয় হিসেবে আসে এটা ধরা ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময় যুক্ত হয়েছে। যেমন জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে দেখেছি তারা কিছু টাকা বেশী চেয়েছেন।

এখানে নির্বাচন দপ্তর, এখানে তারা টাকা চেয়েছেন। আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যে সামারি রিভিশন প্রতি বছর ভোটার লিস্ট করতে হয় এবং তার জন্য একটা খরচ হয়। এই দিকে তিনটা উপনির্বাচন যেমন হয়ে গেছে। এই বছর একটা নির্বাচন হল, লোকসভা নির্বাচন হয়েছে এগুলি মিলিয়ে বিভিন্ন সময় একটা খরচ থাকে সেই খরচগুলি বহন করতে হয়। এবং এই ক্ষেত্রেও নির্দিষ্টভাবে

দেখা গেছে যে সামারি রিভিশন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যে টাকাটা সেই টাকাটাও চাওয়া হয়েছে।

রেভিনিউ দপ্তর, এখানে কিছু সোস্যাল একটিভিটিজ যেমন বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হয় বা কোন একটা ঘটনা ঘটে সেই ক্ষেত্রে রেভিনিউ দপ্তরকে ফিনান্সিয়াল অ্যাসিসটেন্স নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। একটা মিনি রায়েট হউক বা বাড়ী ঘর পুড়ে যাক বা কোন একটা ঘটনা ঘটুক বা ফ্লাড এই জাতীয় কোন ঘটনা যখন ঘটে সেখানে রেভেনিউ দপ্তরকে তার যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব হিসাবে টাকাটা বেশী খরচ করবার জন্য তাকে এগিয়ে যেতে হয়। আমাদের রাজ্যে আমরা দেখেছি ছোটখাটো এইরকম কিছু ঘটনা ঘটেছে যে ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে রেভিনিউ দপ্তরকে কম বেশী সেখানে মানুষের প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য সেখানে করতে হয়েছে। এগুলি সোস্যাল সিকিউরিটির প্রশ্নে টাকা বেশী দিতে হয়। তার সঙ্গে আছে একস্ট্রিমিষ্ট ভায়লেন্স এবং ভায়লেন্সকে কেন্দ্র করে যদি কেউ মারা যান তাহলে সেই পরিবারকে প্রথম থেকে ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয় বা উপার্জনশীল যদি কেউ না থাকে, চাকুরীর যোগ্যতা যদি কারো না থাকে তাহলে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়, এটা সরকারের মধ্যে আছে। এইরকম আমাদের রাজ্যে কম-বেশী এই জাতীয় ঘটনা ঘটছে এবং সরকার সেখানে মানবিক দিক থেকে চিন্তাভাবনা করেই এই সাহায্যগুলি সরকারকে দিতে হয়।

এখানে পিপার্ডের ক্ষেত্রে দেখেছি, সেলারীর ক্ষেত্রে টাকা দিয়েছেন এগুলি দিতে হবে, কমিটেড এক্সপেণ্ডিচার এগুলি দিতে হয়।

সেন্সারের ক্ষেত্রেও টাকা চেয়েছে। সেনসাস মানে স্ট্যাটিসটিক্স দপ্তর। তারা আমাদের রাজ্যে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এখানে বাড়ী বাড়ী গিয়ে যেটা চলছে সেন্সাসের কাজ সেই ক্ষেত্রেও টাকার প্রয়োজন হয় এই জন্যই বৃদ্ধি চেয়েছেন।

হোম ডিপার্টমেন্ট, এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী করেছেন। হোম দপ্তর থেকে যে টাকাটা চাওয়া হয়েছে এটা ঠিক যে আমাদের রাজ্যে আমরা বলছি আইন শৃঙ্খলা নেই বিরোধী বন্ধুরাও বলেন এবং সময় সময় কিছু ঘটনা ঘটছে। এবং এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রিভেনটিভ মেজার হিসাবে সরকারের দিক থেকে তার করণীয় কাজ যেটা তার সীমাবদ্ধতার মধ্যে সেই কাজ সরকারকে করতে হয়, করতে গেলে টাকার প্রশ্ন আসে। এখানে আমরা যদি সিকিউরিটির প্রশ্ন দেখি যেমন মাননীয় বিরোধী দলনেতা কিছুক্ষণ আগে বলেছেন যে গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি পায় না। ঠিকইতো গাড়ী ভাড়া পায় না ঘটনা সত্য। যে গাড়ী ভাড়া দিয়েছেন হোম দপ্তরের কাছে তারা গাড়ী ভাড়া পায় না এই রকম আছেন। এবং এখানে পরিবহন খাতেও যারা সিকিউরিটির জন্য এসেছেন তাদের জন্য খরচ করতে হয়। এবং আমাদের রাজ্যে আমাদের রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি যে আরও দুটো টি,এস,আর ব্যাটেলিয়ন রেইজ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তার সঙ্গে আরও কিছু

সাধারণ পুলিশের মধ্যে যে খালি পদগুলি আছে সেইগুলি পূরণ করার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এবং তারজন্য ইণ্টারভিউ হয়েছে। নিশ্চয়ই যথা সময়ে সেই পোষ্টগুলি পূরণ করা হবে। এগুলি করতে গেলে টাকার দরকার। আমাদের রাজ্যে এটা ঠিক যে যখনই কোন ঘটনা ঘটে সেখানে আমরা লক্ষ্য করি মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্নে একটা ক্যাম্প চান বা একটা ক্যাম্পের দাবী করেন। কোথাও একটা ক্যাম্প দেওয়া যায় কিনা সেটা আমরা বলি বিরোধী দলের বন্ধুরাও বলেন. মানুষের প্রয়োজনের জন্য আমরা সেই কথা বলি। ক্যাম্প দিতে গেলে ফোর্সের প্রশ্ন আসে সেই ফোর্সের জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবী করা হয়, সবটা পাওয়া যায় এটা ঠিক না। আমাদের রাজ্যে যে ফোর্স সেটার দিকে অনেকেরই বেশী নজর থাকে। এই কারণে আমরা মনে করি যে দুটো টি,এস,আর ব্যাটেলিয়ন রেইজ করার যে সিদ্ধান্ত এবং আমাদের ডি,আর,এ-র খালি পোষ্টগুলি পূরণ করার যে সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন এবং ইতিমধ্যে ইণ্টারভিউ যেটা নিচ্ছেন এটা একটা ভাল পদক্ষেপ এবং এটা যদি করা যায় নিশ্চয়ই রাজ্যে অন্ততপক্ষে মানুষের মধ্যে আমরা শান্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও সাহায্য করব। এই কারণে আমরা মনে করি হোম দপ্তরে যে অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এটার যুক্তি আছে।

পরিবহন দপ্তর এখানে কিছু অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এটা পরিস্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যেমন সি,পি,এফ-এর এবং এখানে এটা ঠিক যে একটা বড় অংকের বিভিন্ন সময় সময় যে ডি,এ-গুলি বাড়ানো হয় বা তাদের মজুরী বাড়ে সেই মজুরী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডি,এ-গুলি রিলিজ করার সঙ্গে সঙ্গে বেতন বাড়ে এবং এটা কমিটেড এক্সপেণ্ডিচার দিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে সি,পি এফের লায়বেলিটি যেটা দেখা যায় তার সঙ্গে সি,পি,এফের বকেয়া পরিমাণটাও বাড়ে। সি,পি,এফের লায়বেলিটিটা দেওয়ার জন্য কর্পোরেশনগুলিকে সরকারের দিক থেকে টাকাটা দিয়েছেন এটা নিশ্চয়ই গুড উইসেস। কারণ একটা কর্পোরেশনের ঋণ সরকার দিয়ে দিচ্ছেন, ঋণ থেকে মুক্ত করার জন্য কর্পোরেশনগুলিকে দায়মুক্ত করার জন্য এগুলি অনেক আগের বকেয়া ঋণ এটা মুক্ত করার জন্য একটা ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এখানে সমবায় তার প্রয়োজন অনুসারে দাবী করেছেন। এবং সেই দাবী অনুসারে এখানে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। পূর্ত দপ্তর তাদের রাস্তা মেরামত করার জন্য ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন। আমি জানি না তারা কেন বিরোধীতা করছেন। আবার তারাই বলছেন এবার রাস্তার হাল ফিরানো দরকার, রাস্তা এক্সটেনশান করা দরকার। এখানে যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি আছে তারাই বলছেন যে এই রাস্তা হচ্ছে না সেই রাস্তা হচ্ছে তাহলে এখানে এসে কেন বিরোধীতা করা হচ্ছে আমি জানি না। আমরা জানি কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সংস্থাগুলিতে কর্ম সংস্থান সংকুচিত করেছেন। আমাদের রাজ্যেও এর প্রভাব পড়বে নিশ্চয়ই। তাহলে আমাদের রাজ্যের মানুষ ভূমির উপর আরও বেশী করে নির্ভর হতে হবে। ভূমির উপর যদি নির্ভর করতে হয় তাহলে জল যদি সঠিকভাবে না দেওয়া যায় তাহলে ভাল

ফসল হবে না। আমি দেখছি আমাদের রাজ্যে মাইনর ইরিগেশনের মাধ্যমে প্রচুর জল দেওয়া হচ্ছে : সেই কারণে মাঠ চারিদিকে সবুজ হয়ে আছে। আর মাঠে যদি ভাল ফসল হয় মাঠে যদি ভাল কাজ হয় তাহলে সেখানে খেটে খাওয়া মানুষ যারা শ্রমজীবি তাদের কর্মসংস্থান হবে। আর পাব্লিক হেল্থ দপ্তর, রাজ্যের বিভিন্ন জলের উৎসকে কাজে লাগিয়ে আরও বেশী জলের সুযোগ করা যায় তার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন সেই গ্রামেই হউক আর পঞ্চায়েতেই হউক বা নগর পঞ্চায়েতেই হউক বা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাতেই হউক। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাতে একটা ওয়াটার ট্রিটমেণ্ট প্ল্যান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে সেখান থেকে বাড়ী বাড়ী জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। এবং কিছুদিনের মধ্যে বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েতে এই ধরণের মিনি ওয়াটার ট্রিটমেণ্ট করার জন্য হাত দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ডিপ টিউবওয়েল করা হয় জলের ট্যাঙ্ক করা হয় সেখানে বিরোধীতা করার কি আছে সেটা উনারা বলতে পারবেন। উপজাতি কল্যাণে ২৫ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে বিভিন্ন দপ্তরকে যুক্ত করে সেখানে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন দপ্তর শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, রাস্তাঘাট এই সমস্ত কিছু কিছু পদক্ষেপ কার্যকরী হয়েছে আর কিছু কিছু কর্মসূচীর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এবং তপশীলি জাতি এবং ও,বি.সি-দের কল্যাণের জন্য এখানে ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি কোন এস,সি সম্প্রদায়ের লোক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসলে পরে তাদেরকে সরকারীভাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। আপনারা জানেন কি না জানি না—আমাদের রাজ্যে হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা করালে রোগী পার্টিকে একটা পয়সা দিতে হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে সব রাজ্যে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গেলে তাকে সীট রেণ্ট দিতে হয়। এবং চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও বেশী উন্নত করার জন্য এখানে জি বি হাসপাতাল, আম্বেদকর হাসপাতাল, আই. জি, এম হাসপাতাল সব জায়গাতে নতুন নতুন চিকিৎসা সামগ্রী আনা হয়েছে।

তাই তার জন্য সুনির্দ্দিষ্টভাবে পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং আরো কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে আপনারা দেখছেন যে জি, বি, হাসপাতালে আরেকটা কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে সেখানে। এবং বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে কিছু কিছু কমপ্লেক্স গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করছেন। এইগুলি আমরা মনে করি টোটালি হেল্থ ডিপার্টমেণ্টের চেহারা পাল্টানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা টোটালি বন্ধ করে দিচ্ছেন, এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বেসরকারীকরণের উদ্যোগকে সাহায্য করছেন সেখানে আমরা দেখছি আমাদের রাজ্যে সরকারী উদ্যোগে কিভাবে আরো বেশী পরিমাণে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত করা যায় এবং মানুষের জন্য সম্প্রসারিত করা যায় সেই উদ্যোগ সরকারের আছে।

খাদ্য দপ্তর, এখানে আমরা দেখেছি তাদের যে অন্নপূর্ণা ইত্যাদি স্কীম আছে এই স্কীমগুলির জন্য সরবরাহ করছেন। এটা ঠিক যে খাদ্য এবং জনসংভরণ-এ যে পি, ডি, এস বলতে যেটা ছিল সেই

পি, ডি, এসটা ধীরে ধীরে ক্লোজ করে দিচ্ছে। এই যে পাবলিক ডিষ্ট্রিবিউশান সিস্টেম এটা আপনারা জানেন যে, চিনি, চাউল, কেরোসিন তেল, লবণ ইত্যাদি রেশন সপে পাওয়াতেই এখন সেইগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিচ্ছেন। তার মধ্যে এখন যেটা আসছে এবং যতটুকু আসছে সেটা যাতে রেশন সপে সরবরাহ করা যায় সরকারের দিক থেকে একটা উদ্যোগ আছে। এবং বিভিন্ন স্কীমগুলি যাতে দ্রুততার সহিত কার্য্যকরী করা যায় তার জন্য একটা উদ্যোগ সরকারের দিক থেকে নিয়েছেন।

শিল্প দপ্তরের তরফে আমরা লক্ষ্য করছি কিছু কিছু বেসরকারী স্তরে আমাদের রাজ্যে শিল্প গড়ে উঠেছে। আমাদের অধীগৃহীত সংস্থাগুলির আণ্ডারে যে শিল্পগুলি আছে যেগুলি ধুকছে এবং অন্যান্য রাজ্যে তো সেগুলিকে বন্ধ করেই দিয়েছে এবং শ্রমিক কর্মচারীদের ছাঁটাই করে দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে রাজ্য সরকার সেইগুলিকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে এবং শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন দিচ্ছে। আমরা দেখেছি যে কোন কোন রাজ্যে তো ১৯ মাস ২০ মাস এমনকি দুই বৎসর যাবত শ্রমিক কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন না। শেষ পর্য্যন্ত তাদেরকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এখানে পাবলিক সেক্টরে আণ্ডারটেকিংস্ গুলি আছে সেখানে বৎসরে আমার মনে হয় ৬০ থেকে ৬৫ কোটি টাকার চেয়ে বেশী টাকা দিয়ে এইগুলিকে টিকিয়ে রাখা হয়। এবং শ্রমিক কর্মচারীরা যাতে ছাঁটাই না হয় এবং তাদের পরিবারগুলির দিকে মানবিক দিক থেকে চিন্তাভাবনা করে এইগুলিকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার তো এইগুলিকে বন্ধ করে দিচ্ছে। আর রাজ্য সরকার এই সমস্ত শিল্প গুলিকে টিকিয়ে রাখছে। গুড উইসেস্ সেখানে কাজ করছে।

আরবান ডেভেলাপমেণ্ট—এখানে টাকা চাওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগে মিউনিসিপ্যালিটি এবং নগর পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেছে, তার জন্য অর্থ খরচ হয়েছে। এই নগর পঞ্চায়েত এবং মিউনিসি-প্যালিটির উন্নয়ণের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন যে আগে যারা ছিলেন মিউনিসিপ্যা-টিতে তাদের একটা বিরাট অংশের ব্যয় রয়ে গেছে। এই ব্যয় মিটানোয় জন্য এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এবং বর্তমানে আরো উন্নতির জন্য আরো টাকা চাওয়া হয়েছে। শহরের যে মশা সেই মশা কমানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শহরের ড্রেইনগুলিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। নিশ্চয়ই এটা ভাল উদ্যোগ। এই শহর আমাদের সবার। রাজধানী আগরতলা শহর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হউক নিশ্চয়ই এটা আমরা সবাই চাই। এই জিনিসগুলি চিন্তাভাবনার মধ্যে রেখে আমরা মনে করি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ এখানে চাওয়া হয়েছে। এটার কতগুলি যুক্তি আছে, এই সঠিক যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই রাজ্য সরকার জলসেচ, আবাসন, পানীয় জল এবং অধিগৃহীত সংস্থা থেকে শুরু করে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর মানুষের জন্য যে অগ্রাধিকার দিয়েছেন সেটাকে সমর্থন করছি এবং তার সঙ্গে এই সরকারকে ধন্যবাদ জানাই যেখানে শিক্ষা পরিষেবাকে বন্ধ করে দিয়েছেন শিক্ষাকে তারাই ভয় পায়,

যারা উন্নয়ণকে ব্যাহত করতে চায় এবং যারা কম পয়সায় মজুরী চায় এবং কম পয়সায় মজুরী পাওয়ার জন্য শিক্ষাকে দুর্বল করতে চায় সেখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে যথেষ্ট বরাদ্দ দিয়েছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এবং ভাল একটা দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে কার্য্যকরী আছে। এটাকে সহ্য করতে পারেন না বলেই বিরোধীরা এর বিরোধীতা করছেন। সর্ব্বশেষে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক এই হাউসে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী করা হয়েছে এটাকে সমর্থন করছি।

আমি আশা করি বিরোধী সদস্যরা বাস্তব কথা অনুধাবন করে এবং মোটামুটি রিয়েলাইজ করার চেষ্টা করুন, বুঝার চেষ্টা করুন। মানুষের কাছে আপনাদেরও দায়বদ্ধতা আছে সবারই দায়বদ্ধতা আছে, আমরা যারা প্রতিনিধি বাস্তবটাকে দেখে নিশ্চয়ই গোটা ভারতবর্ষের পরিস্থিতি এবং রাজ্য সরকারের কাজ কর্মের যে দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য সেটাকে যদি শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেন তাহলে আমার বলার কিছু নেই। আমরা সবাই বলি সাধারণ মানুষের কথা। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি চিন্তা ভাবনা করেন তাহলে বাজেট-টাকে ভাল চোখেই দেখতে পারবেন। এবং সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে নিশ্চয়ই সমর্থন করতেন, ঐ দৃষ্টিভঙ্গী দেখেই এটাকে সমর্থন করবেন, এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার ঃ**—অপজিশানের দিক থেকে নাম তো দেওয়া দরকার। আমি কিন্তু এখনও নাম পাইনি।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ**— স্যার দুই মিনিট, মিঃ স্পীকার স্যার, এটা এমনিতেই ভুল। প্রথমে সাত এর পরে আট নাম্বার হওয়ার কথা কিন্তু দেখা গেল নয় হয়ে গেছে। তারপর এই রকম বহু ভুল আছে। কারণ সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড তো সব সরকারই করে থাকে, কাজেই এটা বাড়তি কিছু না। কিন্তু বাড়তি হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মেজর হেড ডিমাণ্ড নাম্বার সাধারণতঃ সাপ্লিমেন্টারী হয়ে থাকে। এখানে এক থেকে ৫৭ নাম্বার ডিমাণ্ড পর্যান্ত। প্রত্যেক ডিমাণ্ডই প্রত্যেক মেজর হেডে টাকা ধরা হয়েছে। এটা অদ্ভুৎ ব্যাপার। এটা হচ্ছে পি, এল এ্যাকাউণ্টে টাকা তুলে রাখার জন্য। এই টাকাটা রাখলে এটা আউট হয়ে যায়, বুঝা যায় না খরচ হয়েছে কি না। খরচ হয়েছে বলে টাকাটা তুলে রাখা। আরেকটা, সি, এম সেক্রেটারিয়েট ওরিজিন্যালি এষ্টিমেইট ৩৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। কিন্তু এখানে সাপ্লিমেন্টারীতে চাওয়া হয়েছে ৪৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। মূলতঃ বাজেট থেকে এডিশন্যাল কোন দিন বেশী হয় না এটা অদ্ভুৎ ব্যাপার। তাছাড়া আমরা পি, এ, সি-তে দেখেছি মেক্সিমাম টাকা পি, এল অ্যাকাউন্টে ধরে রাখা হয়। তবে গভর্ণমেন্টের ক্ষেত্রেতে মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয় এগুলোকেই পি এল অ্যাকাউন্টে রাখতেই হয়। উপায় নেই। কিন্তু এখানে টাকা নাই নাই করছেন, এখানে ফরেষ্ট মিনিষ্টার নেই। উনি চলে গেছেন। তার দপ্তরেও ১ কোটি ১ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে গাড়ী কেনার জন্য। কি হবে এই গাড়ী কিনে। এই টাকাটা যদি এমপ্লয়মেণ্ট জেনারেট করা হত

তাহলে পাহাড়ের মানুষ খেতে পারত, কিন্তু পাহাড়ীরা তো খেতে পায় না। তাদের কাজ নেই। ঠিক আছে গাড়ী কিনুন একটা বা দুইটা কিনুন। একেবারে ১ কোটি টাকার গাড়ী কিনবেন এটা অদ্ভুত ব্যাপার।

**মিঃ স্পীকার ঃ** মাননীয় সদস্য ডিস্‌কাশনের সময় বলবেন। এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

**AFTER RECESS AT 2 00 P.M**

**মিঃ স্পীকার ঃ**—এখন তিনজন মাননীয় সদস্য বক্তব্য রাখবেন, তাঁরা হলেন শ্রীকাজল চন্দ্র দাস, শ্রীরতন লাল নাথ এবং শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

**শ্রীকাজল চন্দ্র দাস ঃ**— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি এটা মেনে নিতে পারি না। এই কারণে, আমরা চাই গ্রামে গঞ্জে কাজ হোক, আমরা অনেক সময় মিনিষ্টারের কাছে ডেপুটেশনে মিলিত হই, বিভিন্ন দাবি নিয়ে। আমরা বাজেটে কি দেখতে পাই, বাস্তবে কি দেখতে পাই পি ডব্লিউ দপ্তর ১৩ কোটি টাকা চাইছে রাস্তাঘাটের জন্য ভিতরে যেসব আছে। কোথাও কোন কাজ হচ্ছে না স্যার। আমার এখানে একটা এলাকা আছে আমপুরা পদ্মবাবুর এলাকার একটা রাস্তা। এইসব জায়গা আমি বিধানসভার সদস্য হওয়ার পর থেকেই মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বার বারই এইগুলি করার জন্য এবং এটা বাজেটে ধরা ছিল। কিন্তু আমি এখন অব্দি দেখতে পাই, এখানে কোন কাজই হচ্ছে না। কোন সময় টেণ্ডার হলে ব্রিকস ছাড়াই হয়, পরবর্তী মুহূর্তে এই ব্রিক্‌স ছাড়া আর একটা রাস্তা খারাপ হয়ে যায়। এই যে অতিরিক্ত বাজেটের টাকা আমার মনে হয় এটা কাজের জন্য নয় নিশ্চয়ই কন্ট্রাক্টারকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা এটা মেনে নিতে পারি না। আপনার বাড়ী যে জায়গা কৃষ্ণপুর যে একটা রাস্তা আছে তেলিযামুড়া থেকে ঘিলাতলী ভায়া মহারাণী তুলাশিখর সেখানের রাস্তা এমন স্যার, এটার কাজ প্রতি বছরই হয়। যখনই নদী ভাঙ্গে তখন ব্রিক্‌স দেওয়া হয় আবার সেটা ভেঙ্গে যায়। বর্তমানে সেখানে কোন কিছুই করা হয়নি। কন্ট্রাক্টারকে শুধু পাইয়ে দেওয়ার জন্য টাকা স্যাংশন করা হয়। পারমানেন্ট কিছু না হওয়াতে অনুমতি পাওয়া যায় না। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বসবাস করি আমরা দেখতে পাই দিনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮ ঘণ্টা আমরা বিদ্যুৎ পাই না। এবং বিভিন্ন সময় দেখা যায় বিরাট বিরাট পরিকল্পনা, কাজে কোথাও নেই কিন্তু কাগজে পত্রে দেখা যায় কমপ্লিট। স্যার আমার কল্যাণপুরে একটা নতুন ব্লক আছে। কল্যাণপুরের বাজারের খুব কাছাকাছি গিয়ে দেখবেন কোন বিদ্যুৎ নেই। অথচ প্রতি বছরই বাজেট ধরা হয়। এই কাজ করা হবে ঐ কাজ করা হবে। এটা বাস্তবে দেখা যায় ঠিক একই রকম ইরিগেশন স্কীম, এল, আই, স্কীম। এই বার কিছুদিন আগে পত্র পত্রিকায় দেখেছি এল,

আই স্কীমগুলি যে পয়সার মাধ্যমে চালানো হয়, বিভিন্ন জায়গায় যে পয়সায় মেশিন করা হয় দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে কোটি কোটি টাকা জালিয়াতি হয়েছে। এর জন্য যদি স্যার, অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ দাবী করা হয়, এটা স্যার আমরা সমর্থণ করতে পারি না। এখানে মাননীয় সদস্য মানিক দে কিছুক্ষণ আগে বলেছেন, আমরা গাড়ী কেনার জন্য অনেক করছি। আমরা যে পরিকল্পনা নিয়েছি অত্যন্ত বাস্তব পরিকল্পনা। এতে কেন বিরোধিরা বিরোধিতা করে। কারণ এটা হচ্ছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের। কিছু কিছু জায়গায় যেমন রেভিনিউ দপ্তর প্রচুর টাকা চেয়েছে। বিজনেস পারসনদের রিহেবিলিটেশনের জন্য এটা স্যার বাস্তব কথা আমরাও চাই। কিছুদিন আগে আপনার এলাকা এবং আমার এলাকা মিলেই বাগবেরের ঘটনার পরে প্রায় কয়েক হাজার শরণার্থী কল্যাণপুরে আছে, মাইগঙ্গাতে আছে, শারদাময়ীতে আছে। এখন তারা এমন অবস্থায় আছে তাদের খাবার নেই। তাছাড়া চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। মানুষ মারা যাচ্ছে এটার জন্য টাকা বরাদ্দ চাইলে চাব। আমাদের অবশ্যই এটা বিরোধিতা করার কথা না। তেলিয়ামুড়ার ঘটনার পর বাগবেরেয় ঘটনার পর কল্যাণপুরে ৪৩২ পরিবার আছে। এখানে স্যার টিন এবং টাকা দেওয়া হয়েছে। পরিবারের দিক থেকে আমি জানি না এই সরকারের ভূমিকা কি বা ফেমিলি ভাগ কি করে হয়। স্বামী স্ত্রীর কি আলাদা কার্ড হয় কিনা? এখানে স্যার বাগরের ঘটনার পর ৪৩১ ফেমিলির মধ্যে আমি কাজল দাস আমার নামে একটা রেশন কার্ড আর আমার স্ত্রীর নামে একটা রেশন কার্ড হবে নাকি। এইভাবে যদি কাউকে টাকা পাইয়ে দেবার দরকার হয় স্যার এটা তো আমরা সমর্থন করতে পারি না। আসলে যারা শরণার্থী, যাদের অবস্থা খুব খারাপ এদের জন্য যদি একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে পরে তাহলে তো সাহায্য করতে পারি না। এখানে এমন কোন ফিগার নাই যে বিভিন্ন দপ্তরে এই জিনিসটা করা হবে এর জন্য টাকা দরকার। এটা স্যার অন্য কিছু টাকা না নিয়ে কোথাও রেখে দেওয়া এবং এটাকে সুযোগ বুঝে নিজেদের স্বার্থে এটাকে ব্যবহার করা। কিছু কিছু জায়গায় যেমন হোম ডিপার্টমেন্টের টাকা অত্যন্ত দরকার। অস্ত্রের জন্য টাকা দরকার। কিন্তু স্যার এই অস্ত্রটা কিনে যাদেরকে দেয় তাদেরকে তো ট্রেনিং করায় না। তাহলে কি হবে স্যার এটাকে বাস্তবমুখী করতে হবে। প্ল্যান করে একটা পরিকল্পনা নিয়ে ট্রেনিং দিয়ে তারপরে টাকাটা দেওয়া হবে এবং এটা চালু রাখলে ভাল হবে। স্যার, আমরাও চাই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি। যদি এটাকে বাস্তবমুখী করা হয় তাহলে ভাল হবে। যেমন স্যার এডুকেশান টাকা চাইছে ঠিক আছে সেলারিটা লাগে না ঘরে বসে টাকা নিচ্ছে। কোন্ স্কুলটা আছে কোন্ স্কুলে মাষ্টার যায় কল্যাণপুর গার্লস স্কুল বাজার থেকে এক কিলোমিটারও না সেখানে মাষ্টাররা যায়। কিন্তু ভিতরের স্কুলগুলিতে মাষ্টাররা যায় না। সুতরাং যে স্কুলে ছাত্র আসে মাষ্টার যায় এদেরকে আমরা টাকা দেওয়ার জন্য যদি ব্যয় বরাদ্দের দাবী তুলি তাহলে কি এটাকে আমরা সমর্থন করব স্যার, সেই জন্য আমি আমার দীর্ঘ

বক্তব্য রাখতে চাই না। আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। বাস্তবমুখী যদি কোন কিছু করে অবশ্যই আমি সমর্থন করব।

**মিঃ স্পীকার ঃ**—মাননীয় সদস্য জয় গোবিন্দ দেবরায় মহোদয়।

**শ্রীজয় গোবিন্দ দেবরায় ঃ**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই সভায় অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্য যে বাজেট উত্থাপন করেছেন এটাকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এটা বাস্তব যে রাজ্যে একটা গণমুখী সরকার রাজ্যে জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষের কল্যাণে তারা কাজ করার চেষ্টা করছেন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এটা আমার মনে হয় বিরোধিতা করা একটা নিয়ম তারজন্যই বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখছেন। তাঁরাও তো জানে না যে প্রতিটা দপ্তর কিভাবে কাজকর্ম করছে। আজকে বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত স্কুলগুলি আছে সেই স্কুল বিল্ডিংগুলি তৈরী করা প্রয়োজন। টাকার অভাবে এইগুলি করা যাচ্ছে না। বেঞ্চ দেওয়া যাচ্ছে না বিভিন্ন স্কুলে এবং মেয়েদের স্কুলগুলিতেও। রাস্তার পাশে যে সমস্ত স্কুলগুলি আছে সেইগুলির বাউণ্ডারী ওয়াল দেওয়া যাচ্ছে না এই ব্যাপারে এডুকেশন ডাইরেক্টরকে আমিও ব্যক্তিগতভাবে বলেছি এই যে দক্ষিণ বাধারঘাটে যদিও এখন একটা বাঁশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। একেবারে মেইন রোডের সঙ্গে একটা স্কুল। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়, খেলাধুলা করে, যে কোন মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে। এই যে পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েও আজকে সরকার অর্থের অভাবে এই কাজগুলি করতে পারছে না। সেই জায়গায় মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কিভাবে এই বরাদ্দের দাবী মানতে পারছেন না। সেটা আমি বুঝতে পারছি না। কারণ আমার মনে হয় যে অন্ধের সামনে আয়না ধরলে যা অবস্থা আজকে তাদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা আমার মনে হচ্ছে।

এই যে আরবান ডেভেলাপমেন্ট তার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ দাবী করা হয়েছে সেটা গত দিন এখানে প্রশ্নটা আমি করেছিলাম। আজকে সারা রাজ্যে যে নগর পঞ্চায়েতগুলি সেগুলিকে শহরের রূপ দিতে গেলে পরে তার জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে গেলে পরে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য এবং শহরটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ছেলেমেয়েদের পার্কের জন্য যে পরিমাণ টাকা দরকার, প্ল্যান দরকার সেই প্ল্যানটা তৈরী করতে গেলে পরে যে পরিমাণ টাকা দরকার সেই টাকা দপ্তর পাচ্ছে না। তার জন্য টাকা বরাদ্দ করা যাবে না এটার বিরোধিতা করতে হচ্ছে, এটা আমি বুঝতে পারছি না। রাজ্যে উপজাতি কল্যাণে ২৫ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন সেখানে উপজাতি অংশের মানুষের কল্যাণে যদি দ্রুত কাজকর্ম করা যায় তাহলে সুবিধা পেতে পারে। এর মধ্যে ২০টা প্রাইমারী স্কুল বিল্ডিং তৈরী করা হয়েছে। ৫টি রেসিডেনসিয়াল স্কুল তৈরী করা হয়েছে এবং ৮টি ভোকেশন্যাল ট্রেনিং সেন্টার বেকার যুবকদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য এই কাজগুলি করার

উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কাজগুলি করতে গেলে পরে স্যার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আজকে সেই জায়গায় সেই অর্থের দাবী করা হয়েছে এটাও বিরোধিতা করা চলে না। আমাদের রাজ্যে একটা পিছিয়ে পড়া রাজ্য। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা এখান থেকে চিকিৎসা সার্বিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য যে সুপার স্পেশালিস্ট হসপিটাল তৈরী করার যে চেষ্টা হচ্ছে, সেখানে বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসার সুযোগ থাকবে। এই হাউসে গতকাল এক্সমার ্লার্জি চিকিৎসার পরিষেবা ব্যবস্থা নিয়ে বলেছিলাম। আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও সুন্দর করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় উন্নত যন্ত্রপাতি কেনার জন্য যে ধরণের টাকা পয়সা দরকার সেইগুলি তো অবশ্যই প্রয়োজন সেখানে বিরোধিতা করা চলে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে বলাই হয়েছে যে শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে এটা যথার্থই। গ্রামীণ উন্নয়ণের জন্য পানীয় জলের জন্য এবং রাস্তাঘাটের জন্য যে সমস্ত দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে পয়সার অভাবে নিজেদের ঘর তৈরী করতে পারছে না তাদেরকে ঘর তৈরী করে দেওয়ার জন্য টাকার প্রয়োজন। কৃষিক্ষেত্রে আজকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাজ্যসরকারের কৃষি দপ্তর পালন করছে। কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজন সেচের ব্যবস্থা। বিভিন্ন ধরণের স্কীম যেমন এল, আই স্কীম, ডাইভারসন স্কীম, ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রকল্প যেগুলি আজকে রাজ্যের গোমতী, মহারাণী, খোয়াই ও মুহুরীচড়ে চলছে। এই স্কীমগুলি যদি সফল করতে হয় তাহলে কৃষকদের স্বার্থে দেশের ৭৫ ভাগ মানুষের স্বার্থে এই প্রকল্পগুলি চালু করা প্রয়োজন। এটা অত্যন্ত জরুরী, এই সেচ প্রকল্পগুলি চালু করতে গেলে পরে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শান্তিনগরে ৫০০ মেগাওয়াটের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

বড়মুড়া, আঠারমুড়া, রুখিয়াতে যে গ্যাস বেস্ বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করার জন্য এবং রাজ্যকে বিদ্যুতে স্বয়ম্ভর করে লোড শেডিংয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই বিদ্যুতে টাকা চাওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের লোড-শেডিংয়ের হাত থেকে বাঁচাতে, ত্রিপুরার মানুষদের যাতে অসুবিধায় পড়তে না হয় তার জন্যই টাকার প্রয়োজন। এর বিরোধিতা করা চলে না। আজকের কৃষিক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার যৌক্তিকতা আছে। এ সবের বিরোধিতা করলে চলে না। আজকে কৃষকরা যে উৎপাদন করছে তা সারগ্রাস হচ্ছে। কৃষকদের সারগ্রাস ফসলকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন আছে। আজকে আলুর কে,জি ২/৩ টাকায় নেমে গেছে। কৃষকদের যে ব্যয় হয়েছে তা তারা পাচ্ছে না। তার জন্য কোল্ড ষ্টোরেজের দরকার। উদয়পুরে দরকার, অন্যান্য মহকুমায় দরকার। এরজন্য টাকা হয়ত বেশী হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবুদের তা সমর্থন করা উচিত। কিন্তু সেটা না করে অন্য কথা বলছেন। আমি বুঝতে পারি না কেন তারা এটা করতে পারছেন না। স্যার, বনের ব্যাপারে কাজলবাবু বলেছেন, বনের কিছুই হয় নি। চোখ থাকলে দেখা যেত। বন না থাকলে পরিবেশ নষ্ট হবে। খরা হবে বন্যা হবে। ত্রিপুরা রাজ্যকে এর হাত থেকে রক্ষা করতে হলে বন সৃজন করা দরকার। আর সেটা হবে বনায়নের মাধ্যমে। আর এসব করতে হলে টাকার প্রয়োজন।

কিন্তু, আপনারা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের বিরোধিতা করছেন। জুমিয়াদের পুর্ণবাসনের জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। সেন্ট্রাল ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাকট সেটায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার তাদের কথা চিন্তা করে, কেন্দ্রের কাছে দাবী করেছেন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি রেখে বাকী জমি রিজার্ভ মুক্ত করে দেওয়া হউক। কারণ, সরকার যাতে ভূমিহীনদের ব্যবস্থা করতে পারেন তার জন্যই দাবী করছেন। আর এর জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দরকার আছে। সর্বশেষে অর্থের প্রয়োজন লোকসভা বিধানসভা এবং নির্বাচনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। জেনারেল অ্যাডমেনিসট্রেটিভ ক্ষেত্রে টাকার দরকার। সে জায়গায় দাঁড়িয়ে এই অতিরিক্ত ব্যয়ের দাবী মানতে পারছেন না ? স্যার, সেচের ক্ষেত্রে, কৃষির ক্ষেত্রে, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে, ইণ্ডাষ্টির ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, প্রশাসনের ক্ষেত্রে এই সব বিভিন্ন দপ্তরে ১১৬-১৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী করা হয়েছে। কাজ করতে গেলে খরচ হবেই। কাজেই অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হয়েছে। রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলার কি পরিস্থিতি তা আমরা জানি। উগ্রপন্থী তৎপরতায় রাজ্যের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ হবার পথে। যারা রাজ্যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে তাদেরকে দমন করার জন্য আজকে আমাদের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে ঢেলে সাজাতে হবে। রাজ্যের পুলিশদের আধুনিক ট্রেনিং দিতে হবে। তাদের হাতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তুলে দিতে হবে। তার জন্য অতিরিক্ত টাকার দরকার। তাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন সেই দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থণ জানিয়ে এবং বিরোধী দলের বন্ধুদেরকেও আহ্বান জানাব, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য এই ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী সেগুলিকে সমর্থণ করুন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি ? ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ– মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ—মি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই ব্যয় বরাদ্দের উপর এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেটা তখনই সমর্থণ করব আমি এখানে কতগুলি প্রস্তাব রাখব যদি তিনি সেগুলি যথাযথ উত্তর দিতে পারেন। এটা হলো সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টস। এটা কিন্তু যেকোন মানুষ ছাপিয়ে নিতে পারে। এই সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টস বইতে কি ভুল ত্রুটি আছে সেটা শ্যামাবাবু বলেছেন। এখানে বইতে ১ থেকে ৮ পর্যান্ত আছে, ৯ নাই আবার ১০ আরম্ভ করে দিয়েছে। শুরুতেই প্রচণ্ড ভুল। এই সাপ্লিমেন্টারী বইতে কোন সই নেই। অর্থ সচিবের কোন বক্তব্য নেই। কেন মঞ্জুরী চাওয়া হলো সে ব্যাপারে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের কোন এ্যাক্সপ্ল্যানেশন নেই। যে ডিমাণ্ডগুলির আগে মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে, সে টাকাগুলির কি হয়েছে তারও কোন ব্যাখ্যা নেই। অতীতে ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে রেসপনসিবিলিটি ফিক্সআপ করে দেওয়া হত। ডি,ডি,ওদের নির্দেশ দেওয়া হত, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা খরচ করতে হবে, নতুবা তাদের কৈফিয়ৎ দিতে হত। এখন ফিনান্স

ডিপার্টমেন্টের কোন কনট্রোল নেই। ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট পুরোপুরি ইনডিসিপ্লিনে চলছে। ডি.ডি,ওরা নিজেদের খেয়াল খুশীমত কাজ করছে। এখন কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। এইভাবে কি অর্থ দপ্তর চলতে পারে? টোটাল যে ঘাটতি হবে সেটার উৎস কোথায় এবং সেটা কিভাবে পূরণ করা হবে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কিছুই বোঝান নি। স্যার, দিস লেজিসলেটিভ ইস্ দ্যা ওয়াচ্ ডগ অব দ্যা ইন্টারেষ্ট অব দ্যা পিউপ্যল এ্যাণ্ড কন্ট্রোল দ্যা এ্যাক্টিভিটিজ অব দ্যা এ্যাগজিকিউটিভ অব দ্যা গভর্ণমেন্ট। সরকারের প্রশাসনিক ডানাগুলি যদি পাবলিকের কোন ইন্টারেষ্ট বিঘ্নিত করে এই হাউসের ডিউটি হলো তাকে কন্ট্রোলে রাখা। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের কনট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে তাঁর দপ্তরের প্রশাসনিক উয়িংসগুলো। স্যার, এখানে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট চাওয়া এবং অতীতেও চাওয়া হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে ক্যাগ রিপোর্ট দেখার জন্য অনুরোধ করছি। সেখানে Appropriation Audit and Control over expenditure-এ বলা হয়েছে Excess expenditure over grants / appropriations not regularised for the past several years : Though it was mandatory for the Government to get excess expenditure over grants / appropriations regularised, such excess expenditure of Rs. 649,45 crore pertaining to the years from 1987-38 to 1993-99 was yet to be regularised. এসেমব্লীতে রেগুলারাইজ করতে হবে কিন্তু করেন নি। Overall savings / excess : Against the total gross provision of Rs. 1871.36 crore, the total gross expenditure during the year was Rs. 1582.53 crore. The overall saving of Rs. 288.83 crore was the net effect of savings of Rs. 401 89 crore in 43 grants / appro-priations, and excess of Rs. 113.06 crore in 14 grants / appropriations, এপ্রোভালের বাইরে টাকা খরচ করা হয়েছে। আবার ৪৩টা গ্র্যান্টের টাকা খরচ করতে পারে নি। তারপর, Supplementary grants : Supplementary grants of Rs. 29.50 crore obtained in 17 cases proved unnecessary in view of aggregate savings of Rs. 131.00 crore. In other 3 cases, supplementary provision of Rs. 2.65 crore proved insufficient, leaving an aggregate uncovered excess expenditure of Rs. 108.37 crore,

তাহলে আন-নেসেসারী টাকা নিয়ে আমরা স্যার এখানে বিধানসভায় আসি কারণ মঞ্জুরী তো দেবই। মঞ্জুরী দেওয়ার পর মঞ্জুরী যদি যথাযথ না হয় আমরা অযথা কেন মঞ্জুরী দেব, কি কারণে দেব? নট অনলি দিস ইয়ার আসুন আগের বছর Supplementary Grant of Rs. 27.17 crores obtaining 13 plan / appropriation during March 1997 proved unnecessery, at the actual

expenditure of plan. এটা কি এবং কেন ? আমি টাকা দেব নিশ্চয়ই, তাহলে কেন অযথা মঞ্জুরী দেব। এটা প্রচণ্ড অবজেকশনেব্যল। আমরা মঞ্জুরী দেব, এই মঞ্জুরী দেওয়া হয় এক বছরের জন্য। আমি দুই বছরের জন্য মঞ্জুরী দিচ্ছি না কারণ টাকা দিলাম কিন্তু ইয়ার এণ্ডিং-এ রেখে দেয় পি এল একাউন্টে। কার অধিকারে ? হাউস তো এই অধিকার দেয় নি ? এখানে মাননীয় অর্থ সচিব একটা মিটিং-এ এসেছিলেন এবং তিনি বলেছেন কেবিনেট মিটিং হয়েছিল আমরা তিন বছর পর্যান্ত রাখতে পারব। হাউসের উপর কেবিনেটকে কে অধিকার দিল ? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কে এই অধিকার দিল ? এই হাউসের উপর কেউ নয়। এটা ফিনান্সিয়াল ইনডিসিপ্লীন, সাংবিধানিক হাউসকে অবজ্ঞা, প্রতারণা এবং শঠতা। যা কিছু করতে হবে with the concept of the House. হাউস দিয়েছে এক বছরের জন্য আর বলে কি পি, এল একাউন্টে গিয়েছে। নিয়ম কি ? কোয়াটারলি স্যার, প্রভিশনটা দেখুন

Rush of expenditure—The financial rules require that the Government expenditure should be evently distributed throughout the year to avoid rush of expenditure at the fag end of the year. Contrary to this, under 12 grants / appropriations expenditure of Rs 95.83 crore was incurred in March 1999. This constitude 29 per cent of the expenditure of these grants / appropriations during the year 1993-99. স্যার, বছরে ৪টা কোয়াটার, কোয়াটারে কোয়াটারে টাকা খরচ করতে হবে। যেহেতু ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের কন্ট্রোল নেই, ডিপার্টমেন্টের লোক নেই তাই বি,ডি,ওরা করছে কি ? বছরের মাঝখান থেকে কাজ আরম্ভ করে শেষ করতে পারে না। তাই বছরের শেষের দিকে কিছু টাকা পি,এল একাউন্টে গেল আর কিছু টাকা দিয়ে কারপেট-টারপেট যা যা দরকার নেই সেগুলি ক্রয় করে টাকা খরচ করছে। আগে স্যার এ,সি,আর লেখা হত, বি,ডি,ওরা যাতে কন্ট্রোলে থাকে, উল্টা পাল্টা না করতে পারে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিচক্ষণ লোক, সায়েন্সের ছাত্র এবং তিনি এক্সপার্ট। আমি বুঝতে পারছি না অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কি না, কেন পারবে না ? আমাদের মাননীয় অথমন্ত্রী তো বিজ্ঞানের ছাত্র বেশী বুঝার কথা কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এখন উনি কি বলছেন। There was no monitoring by Government of withdrawls out of PLA and expenditure there of by the DDO's Appropriate reports by the DDO's to the controling officer were not prescribe in absence of scheme-wise details from PLA fund in the treasury and offices of the DDO's. There was posibility of diversion of fund from one scheme to another. কে এই অধিকার দিল ? ধরা পড়েছে এবং লেখা আছে সেখানে নিয়ম কি ? এ,সি বিলের টাকা ডি,সি বিলে ফাইনালি এডজাস্ট

করতে হয়। কোন কন্ট্রোলিং নেই। ক্যাগ রিপোর্টে দেখুন ওয়ান বাই ওয়ান, এখানে ১৪ এবং ১৫নং পৃষ্ঠা দেখুন মার্ক করা হয়েছে এটা ফর দিস হুইয়ার নট লাষ্ট, এই বছর কন্টিনিউয়াসলি এই রকম চলছে। আমি মঞ্জুরী দেব কি, কার জন্য মঞ্জুরী দেব, এত বে-আইনী কাজে কি মঞ্জুরী দেব? এটা আইনসভা এখানে বে-আইনী মঞ্জুরীর জন্য প্রভিশান নয় পি,এল,এ উঠিয়ে রেখে। আর একটা জিনিষ মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন এটা আমি এত বুঝি না কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বুঝার কথা। টাকা দেওয়া হল, পি, এল, এ্যাকাউন্টে তুলে রাখা হয়। পরের বৎসর যখন বাজেট প্লেইস করা হয়, তখন বলা হয় টাকা খরচ হয়ে গেছে। ডেঞ্জারাস। কিন্তু টাকা খরচ হয়নি, টাকা রয়ে গেছে। এখানে অসত্য সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। ক্যাগ রিপোর্টে বিভিন্ন রকম প্রচণ্ড ইনডিসিপ্লিন রয়ে গেছে। আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। মানিকবাবু বলছেন, টাকা লাগলে আমরা দেবনা কেন? নিশ্চয়ই, খরচ করতে পারলে আমরা নিশ্চয়ই দেব। এবার বিভিন্ন উন্নয়নের খাতে কত টাকা আপনারা খরচ করতে পারেন নাই তার কিছু নমুনা তুলে ধরছি? আমতলী পি, এল, হোমের উদ্বাস্তুদের ব্যবসা ও গৃহ নির্মান প্রকল্পের জন্য এসেছে ৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, আপনারা এক পয়সাও খরচ করতে পারেননি। ফিনান্সিশিয়েল এ্যাসিস্টেন্স টু সংস্কৃত পণ্ডিত টু ইনডিজেন্ট সারকামস্টেন্‌সেস্ ৫ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা এসেছে, খরচ করা হয়েছে মাত্র ৪ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। তারপর এন এ, ই, পির জন্য টাকা এসেছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার, খরচ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা, জুভেনাইল হোমের জন্য ১ লক্ষ টাকা এসেছে কিন্তু ১ পয়সাও খরচ হয়নি। এন, ও, এ, পি ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এসেছে, খরচ হয়েছে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা, এন, এফ, বি এসের জন্য টাকা এসেছে ৫৫ লক্ষ টাকা, খরচ হয়েছে ৪৯ লক্ষ টাকা। স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনার জন্য টাকা এসেছে ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা আর খরচ হয়েছে মাত্র ৯৬ লক্ষ টাকা। রেশম শিল্পে বিভিন্ন প্রকল্প রুপায়নের জন্য টাকা এসেছে ৪০ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা তার মধ্যে ৩১ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে মাত্র, হেলথের জন্য পি ও, (এইডস)-এর জন্য ৭০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা এসেছে তার মধ্যে খরচ হয়েছে ৩৬ লক্ষ টাকা, পি, ও (এন, এল, ই, মি) ২৪ লক্ষ টাকা এসেছে, খরচ হয়েছে ৮ লক্ষ টাকা, পি, ও (এন, এ, এম পি) একই অবস্থা, পি, ও, (এন, পি সি,বি) একই অবস্থা, পি, ও (এফ ডব্লিউ) একই অবস্থা, ন্যাশন্যাল ওয়েলফেয়ার অফ ফিশারম্যান ডেভেলাপমেন্ট অফ মডেল ফিশারমেন ভিলেজেস) এর জন্য টাকা এসেছিল ২০ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, এক টাকাও খরচ হয়নি। ফ্রেশ ওয়াটার অ্যাকুয়াকালচার আণ্ডার এফ এফ ডি এ প্রোগ্রামের জন্য টাকা এসেছে ৩১ লক্ষ টাকা, খরচ হয়েছে মাত্র ২০ লক্ষ টাকা। এটা শুধু নয়। দিস ইজ দি রিপ্লাই ফ্রম দি প্ল্যানিং অ্যাণ্ড কো-অর্ডিনেশান ডিপার্টমেন্ট অফ দি গভর্ণমেন্ট। টাকা খরচ করতে পারলে একশবার মঞ্জুরী দেওয়া হবে। মোট ২২কোটি ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা কেন্দ্রীয় বরাদ্দ এখনও খরচ করতে পারেনি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক কর্তৃক আর্থিক বৎসরের শেষে ফাণ্ড রিলিজ করা হয়েছে। এটা মেনশান করেছে এখানে। কোন্টা কোন্টা কত টাকা মঞ্জুরী ? খরচ হচ্ছে ? টাকা কিসের জন্য মঞ্জুরী দেবে ? স্যার, এখানে হেল্থ ডিপার্টমেন্টের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে দেখে এসেছি কি বিশ্রী অবস্থা হাসপাতালগুলির, কল্পনা করা যায় না। দরজা নেই, জানালা নেই, অনেক কিছু নেই। দীর্ঘদিন ধরে জিরানীয়া হাসপাতালের বিল্ডিংগুলি ভঙ্গুর অবস্থায় আছে। দরজা, জানালা কিছুই নেই। ইলেক্ট্রিক ওয়েরিং নেই, ডাক্তারবাবুদের রাত্রে থাকার মত ব্যবস্থা নেই। কোয়াটার আছে কিন্তু ডাক্তারবাবুরা থাকেনা। নো কনট্রোলিং অফ দি গভর্ণমেণ্ট। স্যার, বি, আর, আম্বেদকর হাসপাতাল এটা একটা হাইজেনি। সেখানে কমপিউটারাইজড্ চেয়ার একটা আছে। ১৫ লাখ টাকা দিয়ে ইন্দো-জার্মান কোলাবোরেশান থেকে প্রেজেন্ট করেছিল গভর্ণমেণ্টকে। আজকে এক বৎসরে সম্পূর্ণ অকেজো।

স্যার, আরো অনেকগুলি ডেণ্টাল চেয়ার নষ্ট হয়ে আছে। ডেণ্টাল ইকুইপমেণ্ট ডিফেক্টিভ, ফিলিং অব্ টীথ এর জন্য কোন ম্যাটেরিয়েলস্ নেই। আগরতলা থেকে ডঃ বি, আর, আম্বেদকর মেমোরিয়েল হাসপাতালের কর্মী, ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য ষ্টাফদের যাতায়াতের জন্য কোন পরিবহন ব্যবস্থা নেই। মাইক্রোলোজিষ্ট টেক্নিশিয়ান সপ্তাহে একদিন যায়, একজন মাত্র প্যাথলোজিষ্ট আছে। কোন মেট্রন নেই, আরো অফিস ষ্টাফ দরকার। তারপর স্যার, এই আই, জি, এম, হাসপাতালে প্যাডিয়াট্রিক ইন্টেন্সিভ্ ইউনিট রয়েছে তার ছাদ দিয়ে জল চুইয়ে পড়ে, ছাদে ছাতা পড়ে গেছে। পি, ডব্লিউ, ডি, এটা টেক্আপ করেছে তারপরেও সেখানে পরিবর্তন হয়নি। সেখানে এয়ার ঢুকছে, ভালভাবে সেটাকে মেইনটেন্যান্স করা হচ্ছে না। টি, বি, ইউনিট কন্জেস্টেড হয়ে আছে। স্যার সারা রাজ্যের হাসপাতালের চিত্র আমি বলতে চাই না। এটা বলতে গেলে বহুদিন লাগবে। তবে কিছু বলছি মাননীয় সদস্যরা অনেক কিছু বলেন, প্ল্যানিং কি করবে, প্ল্যানকে কাজে লাগাতে তো হবে।

স্যার, আমি কিছু বলছি এখানে বিধানসভায় উথাপিত কতগুলি প্রশ্নের জবাবে মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য কি সেটা তুলে ধরছি।

১) জি, বি, হাসপাতালে সান্ধ্যকালীন পলিক্লিনিক খোলার বিষয়টি বর্তমানে কি পর্য্যায়ে রয়েছে ?
উত্তর :–জি, বি, হাসপাতালে সান্ধ্যকালীন পলিক্লিনিক খোলার আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই।
২) প্রয়োজনের ভিত্তিতে বা ভ্রমনের জন্য টি, আর, টি, সি, বাসে করে বহিঃ বা অন্যান্য রাজ্যে আসা যাওয়া করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ভর্তুকী দেওয়া হচ্ছে কিনা ?
উত্তর :—না দেওয়া হয় না।
৩) ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ নিয়োগের জন্য কেরালার মত তৃতীয় ও

চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই এবং নিয়োগের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

উত্তর :—এই ধরণের কোন পরিকল্পনা নাই ।

৪। আগরতলা শহরের রাস্তাগুলি সম্প্রসারণের মাধ্যমে পথচারীদের জন্য ফুটপাত ও যান চলাচলের জন্য ডবল লেন করার ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ রয়েছে কি না ?

উত্তর ঃ —এরকম কোন প্রস্তাব বর্তমানে নেই।

৫। রাজ্যে উচ্চশিক্ষা প্রসারের স্বার্থে নুতন কোন ডিগ্রী কলেজ খোলার কথা সরকার বিবেচনা করছেন কি না ?

উত্তর ঃ আপাততঃ নেই।

৬। গণ্ডাছড়ায় ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না ?

উত্তর :—আপাততঃ নেই।

৭। উদয়পুর শহরে আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর :—উদয়পুর শহরে আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল খোলার কোন পরিকল্পনা নেই।

৮। ২০০০—২০০১ অর্থবর্ষে রাজ্যে কতটি পি, এইচ, সি খোলা হবে, এবং কোথায় ?

উত্তর : -২০০০-২০০১ ইং অর্থবর্ষে আর্থিক সঙ্গতির অভাবে রাজ্যে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নাই।

৯। ইহা কি সত্য যে, রাজ্য সরকার শিক্ষক কর্মচারীদের বদলীর ব্যাপারে একটি সুষ্ঠু বদলী নীতি প্রণয়ন করতে চলেছেন এবং সত্য হলে কবে নাগাদ সেটা চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর :—এমন কোন সিদ্ধান্ত নেই।

১০। চলতি আর্থিক বছরে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা আনন্দবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করা হবে কি ?

উত্তর ঃ চলতি আর্থিক বছরে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা আনন্দবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা নেই।

১১। বর্তমান আর্থিক বর্ষে রাজ্যে নতুন করে ওমেন্‌স্‌ কলেজ স্থাপনে সরকারের পরিকল্পনা আছে কি না ?

উত্তর :—নাই।

১২। আগামী শিক্ষাবর্ষে নতুন করে মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না ?

উত্তর :- আপাততঃ নাই।

১৩। বর্তমানে সারা রাজ্যে দশজনের বেশী এবং দুইজনের কম শিক্ষক শিক্ষিকা আছে, এমন নিম্ন বুনিয়াদী বা প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত?

উত্তর :—বর্তমানে সারা রাজ্যে ১১০টি নিম্ন বুনিয়াদী প্রাইমারী বিদ্যালয়ে ১০ জনের বেশী শিক্ষক আছে এবং ১০৮টি বিদ্যালয়ে ২ জনের কম শিক্ষক আছে।

১৪। চলতি আর্থিক বছরে টি, আর, টি, সি স্ট্যাণ্ড খোলার পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর :—চলতি আর্থিক বছরে নতুন টি, আর, টি, সি স্ট্যাণ্ড খোলার কোন পরিকল্পনা নেই।

১৫। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে শূন্যপদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে তপঃ জাতিভুক্ত কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম সময়সীমা কত?

উত্তর : রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরসমূহে শূন্যপদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে তপঃ জাতিভুক্ত কর্মচারীদের জন্য এখনো পর্য্যন্ত কোন ন্যূনতম সময়সীমা ধার্য্য হয়নি।

১৬। ১৯৮০ সালের ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গার পর বিপন্নদের যেভাবে স্থায়ী শরণার্থী শিবিরে রেখে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ ও নিরাপত্তা দিয়ে স্ব-স্ব গৃহে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল অনুরূপ ব্যবস্থা বর্তমান ক্ষেত্রে নেওয়া হবে কি না? না হলে বিকল্প কি ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে?

উত্তর : না নেওয়া হবে না।

১৭। ইহা কি সত্য যে, গত ১৯৯৩ ইং হইতে রাইমাভ্যালী বিধানসভা কেন্দ্রের জগবন্ধু, রইস্যাবাড়ী, তীর্থমুখ, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও করবুক ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে আছে?

উত্তর :—হ্যাঁ, ইহা সত্য।

১৮। ১৯৯৮ ইং সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০০০ ইং সালের জুন মাস পর্য্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে কয়টি ছোটবড় শিল্প ইউনিট গড়ে উঠেছে?

উত্তর :— ১৯৯৮ ইং সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০০০ ইং সালের জুন মাস পর্যান্ত সরকারী উদ্যোগে রাজ্যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি।

১৯। উদয়পুর জেলা সদরে ফল সংরক্ষণ প্রকল্প চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

উত্তর :— বর্তমানে নাই।

**মিঃ স্পীকার :**— মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন।

**শ্রীরতন লাল নাথ :**—এটাই হচ্ছে পরিস্থিতি। এই জন্যই কি মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে? রাজ্যে সরকারী প্রশাসনে প্রচণ্ড আর্থিক অনিয়ম চলছে। কোন নিয়ন্ত্রণই নেই। 'ক্যাগ' রিপোর্টে এগুলির উল্লেখ রয়েছে। কত বলব? সারা দিনেও শেষ হবে না। এই বিষয়গুলির বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী সঠিক বক্তব্য রাখেন নিশ্চয়ই খুশী হব। স্যার, কেন আমি এটাকে বিরোধীতা করছি

তার যথেষ্ট কারণ আমার হাতে এখনও রয়েছে। কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে বাজেটে উদ্বৃত হয়। ঘাটতি বাজেটে প্রতি বছরই উদ্বৃত্ত হয় কি করে? এই জন্যই আমি এই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্টকে সমর্থন করতে পারছি না।

**মিঃ স্পীকার ঃ**— মাননীয় সদস্য, শ্রীসুধন দাস।

**শ্রীসুধন দাস ঃ**—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের যে প্রস্তাবটা এখানে রেখেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে নতুন করে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। এই কাজ অব্যাহত আছে এবং এই জন্যই টাকার প্রয়োজন। এমন কোন দিক নেই বিষয় নেই বা সম্পদ নেই যেখানে এই সরকারের দৃষ্টি নেই এবং তার উন্নয়ণের জন্য কাজ করছে না — এই রকম কোন জায়গা নেই। সামগ্রিকভাবে রাজের উন্নয়ণের কাজ অব্যাহত রয়েছে। যাঁরা কাজ করেন তাঁদের টাকার প্রয়োজন হবেই। তাই আমাদের সরকার গ্রাম থেকে শহরের সর্বত্রই উন্নয়ণের যে লক্ষ্য বজায় রেখে চলছেন তারই জন্য অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন। রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা অন্য রাজ্যের থেকে উন্নত এবং রাজ্যের মানুষ এটা অনুভব করছেন। রাজ্যে উগ্রপন্থী তৎপরতা তথা সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এবং এর সাফল্য একটির পর একটি আসতে শুরু করেছে। এটাই রাজ্যের মানুষ চান। রাজ্যে থানার সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে এবং এরই পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যে টি, এস, আরের আরো দুটি নতুন ব্যাটেলিয়ন গড়ার প্রক্রিয়া শুরু হতে চলছে। পুলিশের খালি পদগুলি পূরণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর জন্য আমাদের সরকারের টাকার প্রয়োজন। রাজ্যের উন্নয়ণের পূর্ব শর্তই হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। আমাদের সরকার এই দিকে সবচেয়ে বেশী নজর দেওয়ার ফলে স্বাভাবিক কারণেই কর্মসূচী রূপায়ণের পাশাপাশি টাকার প্রয়োজন হচ্ছে।

ইলেকশান ডিপার্টমেণ্টের জন্য এখানে টাকা চাওয়া হয়েছে। নির্বাচন দপ্তর যখন সামারি রিভিসন করে উপ নির্বাচন ইত্যাদি যখন করতে হয়, পৌরসভা নগর পঞ্চায়েত ইত্যাদির নির্বাচন যখন করতে হয় তখন টাকার দরকার হয়। কাজেই এর জন্য টাকার প্রয়োজন। বিরোধীরা কি নির্বাচনের জন্যও অর্থ বরাদ্দের বিরোধীতা করতে চান? আজকে রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ের মানুষের অবস্থাটা কি? রাজ্যের একমাত্র পৌরসভা এবং ১১টি নগর পঞ্চায়েত সবকটিতেই বামফ্রণ্ট বিপুলভাবে জয়ী হয়ে এসেছে। জয়ী হয়েছে কদমতলার উপ নির্বাচনেও এবং প্রত্যাশিতভাবেই। এতেই বুঝা যায় যে, রাজ্যের মানুষ রাজ্য সরকারের যে উন্নয়ণ প্রক্রিয়া আছে তার পক্ষে দুহাত তুলে সমর্থন জানিয়েছেন। এই সামগ্রিক উন্নয়ণটা যারা দেখে না দেখেই খুঁজে বের করে বামফ্রণ্ট সরকারের কোন কাজটা করছে না ইত্যাদি সমালোচনা করার জন্য বলছে। তাই কাজের জন্য টাকা, জনগণের জন্য কাজ করছে সরকার জনগণ বামফ্রণ্টের পাশে আছে এই সমর্থণ নিয়েই এই রাজ্যের উন্নয়ণ চলছে, চলবে।

বিদ্যুৎ, ৩৬ হাজার দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী যারা আছেন তাদেরকে কুটীর জ্যোতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ দিয়েছে। শুধু বিদ্যুৎ গ্রামে পৌঁছে দিয়েই শেষ না গ্রামের প্রতিটি ঘরে আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার মত প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। ৩৬ হাজার এই বছরের মধ্যে কুটীর জ্যোতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে গ্রামে। প্রতিটা ব্লকে তিনশ পরিবারকে কুটীর জ্যোতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। অন্যান্য প্রকল্পতো আছেই।

শিল্প দপ্তর বিভিন্নভাবে এই রাজ্যে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এর আগেও আপনারা শুনেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের আবগারী শুল্ক তুলে দেওয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। একটা বিরাট উদ্যোগ এই সময়ের মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছিল যে, এখানে নতুন নতুন শিল্প গড়ে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য কাজ করা। ইতিমধ্যে কয়েকটি টোব্যাকো কারখানা শুরু হয়েছিল এবং তারা বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে এটা এখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে। সবাই মিলে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দরকার। আজকে এই অবস্থা থেকে এই রাজ্যকে মুক্ত করার জন্য, তেমনি এখানকার যে সমস্ত কর্পোরেশনগুলি আছে, জুট মিল আছে, টি,এস,আই,সি. পূর্বাশা, চা উন্নয়ন নিগম এই সমস্তগুলিকে আরও বেশী উন্নত করার জন্য একটা উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

শিক্ষা দপ্তর নতুন নতুন স্কুল খুলে কলেজগুলোকে আরও সুযোগ বৃদ্ধি করে সারা রাজ্যে সমস্ত মানুষের কাছে শিক্ষা সম্প্রসারণ করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এইজন্য টাকার দরকার।

পি.ডব্লিউ,ডি কর্তৃক রাস্তাঘাট বিল্ডিং একটার পর একটা হচ্ছে। রাস্তাগুলো আর আগের মত নেই। একটা সময় দেখা গেছে যেমন জোট আমলে রাস্তাগুলো হাড় বেরিয়ে গিয়েছিল এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। আজকে সেই অবস্থা নেই। এটা সবাই জানেন যে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন অনেক বেশী হয়েছে সারা রাজ্যে। এই কথা অস্বীকার করতে পারবে না।

জলসেচ, আমরা দেখেছি তিন হাজার তিন শত নয় হেক্টর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা এই বছরের মধ্যে করা হয়েছে এবং তারজন্য নতুন নতুন এল,আই স্কীম, ডিপ টিউবওয়েল করা হচ্ছে, ডাইভারশান স্কীম ইত্যাদি করা হচ্ছে। দারুণভাবে কৃষকদের এই জল সেচের সুযোগ দেওয়ার জন্য একটার পর একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এইজন্যই তো আমরা টাকা চাই।

আর. ডি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রাস্তাঘাট তারপরে ঘরবাড়ী তৈরী করে দেওয়া, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, ফলের বাগান তৈরী করা, চা বাগান তৈরী করা ইত্যাদি সমস্ত কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে গ্রাম থেকে শহর পর্যান্ত উন্নয়নের একটা ধারা এই সময়ের মধ্যে অব্যাহত আছে।

**মিঃ চেয়্যারম্যান** :—মাননীয় সদস্য আলোচনা শেষ করুন।

**শ্রীসুধন দাস ঃ—**তাঁরা সমালোচনা করেন কিসের ভিত্তিতে আমরা জানিনা। অনিয়ম বেনিয়মের কথা তুলেন কিন্তু একটি বারের জন্য কেউ এই অভিযোগ করতে পারবেন না যে বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা বা বিভিন্ন পদে যারা আছেন তাঁরা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত আছেন। আমরা তো জানি সেই জোট রাজত্বের ইতিহাসের কথা, এই রাজ্যের মানুষ সবাই জানেন কারা দুর্নীতি অনিয়ম বেনিয়ম করেছেন। দুর্নীতি প্রতিটি জনের পেছনে আছে। আজকে এই অভিযোগ মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যেমন আনতে পারেন না তেমনি সারা রাজ্যের মানুষও আনতে পারছেন না। অবশেষে আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করব রাজ্যের আর্থিক নিয়ম সৃঙ্খলা বজায় রেখে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী এখানে আনা হয়েছে, তাকে সমান করে নূতন ত্রিপুরা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন এই বলে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ চেয়ারম্যান ঃ** মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—**মাননীয় চেয়ারম্যান, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ এনেছেন এ বিষয়ে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। স্যার, একটা জিনিষ আমি বুঝতে পারি না বিভিন্ন ব্লক স্তরে, মহকুমা স্তরে এবং জেলা স্তরে যখন মিটিং হয় তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শুনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে যে রাজ্যে উগ্রপন্থীর কারণে রাস্তায় পিচের কাজ করতে পারছি না এবং সক্ষম হচ্ছে না। এটা উনাদের বক্তব্য। যেমন ফেব্রুয়ারীর ২৩ তারিখ আর ডি, দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং করলাম সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা অব্যয়িত। উনি যে পানীয় জলের বিষয়ে গতকাল উত্তর দিয়েছেন কিন্তু উনি যখন সেক্টর অফিসারদের জিজ্ঞেস করেছেন কতটা মার্কেট কোথায় কোথায় দিয়েছেন একজন সেক্টর অফিসারও উত্তর দিতে পারেন নি। উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি গিয়েছিলেন জায়গায়? তারা উত্তর দিয়েছেন না যেতে পারি নি স্যার। এইভাবে শুধু একটা নয় সারাটা রাজ্যে কাজ হচ্ছে না। যদি কাজ করে অতিরিক্তি টাকা লাগে তারজন্য তো অতিরিক্ত ব্যয় চাইতেই পারে। আপনারাই এক দিকে বলছেন উগ্রপন্থীর কারণে আগরতলা শহরের বাইরে যাওয়া যাচ্ছে না, মহকুমার শহরের বাইরে কোন কাজ হচ্ছে না। আবার এখানে অতিরিক্ত ব্যায় বরাদ্দের কথা আপনারাই বলছেন। তাহলে এই টাকাগুলো যায় কোথায়? এক দুইটা দপ্তরে যদি যাই তাহলে বলতে পারি কোন্ কোন্ দপ্তর কোন কোন মন্ত্রী ভাল কাজ করছেন কিন্তু প্রতিটা দপ্তরে টাকা চাওয়া হয়েছে। তাহলে তো মূল বাজেটের মতই হয়ে গেল। এক একটা দপ্তর আছে গ্রামাঞ্চলে তার কোন চিহ্ন নেই অথচ তার অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন আছে। স্যার, কক্ বরক ভাষায় একটা কথা আছে জমাতিয়া দেববর্মাদের গুরু পায় বলে তারা তাৎছিস্য

করে সবসময় বলে দেববর্মাদের নাকি ভাত খাওয়ার পর পেছন থেকে পেট দেখা যায়। এটা ঠিক কিনা সেটা আমি জানি না। যাইহোক এখন বামফ্রন্টের পেছনের দিকে তো দেখা যায়, সবদিক দিয়ে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান হয়ে গেছে। স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ধলাইতে গিয়ে মিটিং করেছেন, সেই মিটিং এ আমি এসকর্টের জন্য উপস্থিত থাকতে পারিনি। ১৯৯৮-৯৯ ইং সনে অর্থমন্ত্রী মিটিং করেছেন সেখানে—ভাল কথা এই মিটিং-এর পর সবাই ভেবেছিল যে কিছু কাজ হবে। সেই সময়ে যে স্কীম আর, ডি, ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে করা হয়েছিল, সেটা এল, আই, স্কীম যেমন ছোট বাঁধ করে সেচের ব্যবস্থা করা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। গণ্ডাছড়া মহকুমার ৩০ কার্ড কলোনী, শর্মা রিভার সেটা গণ্ডাছড়াতে হয়নি আজ পর্য্যন্ত তারপরে ধন্যরাম চৌধুরী পাড়া, রাইমারিভার গণ্ডাছড়া মহকুমাতে হয়নি আজ পর্য্যন্ত তারপরে নর্থ ৬০ কার্ড কলোনী, অভাব শর্মা রিভার, গণ্ডাছড়াতে সেখানেও হয়নি। তারপরে গাছবাগান আপার শর্মা কিভাবে হবে সেখানেও হয়নি। হরিপুর ২০ কার্ড কলোনীতে হওয়ার কথা, সেখানেও হয়নি। ৬০ কার্ড দেবনাথ পাড়াতে হওয়ার কথা সেখানেও হয়নি লক্ষীপুর, ছামনু এলাকাতে হওয়ার কথা সেটাও হয়নি। নর্থ ধুমাছড়া ওভার ধুমাছড়া মনু ব্লক অর্থাৎ ধুমাছড়া মনু ব্লকের অণ্ডারে, সেখানেও হয়নি। সেইগুলি ১৯৯৮-৯৯ইং সনের বাজেটে ধরা ছিল স্যার, এইগুলির কোন চিহ্নই নেই। এর পরে ডি, এম, অফিসে যোগাযোগ করেছি। টেণ্ডার কল করেও কাজ হচ্ছেনা। তাহলে এই টাকাগুলো গেল কোথায়? এমন তো বলতে শোনা যায়নি যে এই টাকাগুলি ফেরত চলে গেছে। তবে একটা কারণ সবসময় দেখানো হয় যে উগ্রপন্থীর কারণে সেগুলো করা যায়নি। এই যে ৬০ কার্ড সহ সব বাঙ্গালী পাড়া এবং গণ্ডাছড়ার একেবারে প্রপারের এলাকা সেখানে কিসের উগ্রপন্থী। এই ভাবে টাকা নয়ছয় করা হচ্ছে। টাকাগুলো মারিং হচ্ছে। মারিং-এর ব্যাপারে সবচেয়ে ডক্টরেট নেওয়া আমার মনে হয় বামফ্রন্ট সরকার। উনারা বলছেন এমন কি প্রমাণ আছে। আপনারা প্রমাণ করতে পারবেন যে দূরনীতি হয়েছে এবং সেটা কোন্ মন্ত্রী করেছে। তবে হঁ্যা, সেই দিক দিয়ে আপনারা এমন দক্ষ যে, এটা ধরা বড় কঠিন কাজ। তবে হ্যাঁ, আমরা বলতে পারি এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই দুই জন মন্ত্রীকে আপনাদের অপসারণ করতে হয়েছিল। সেটা কি কারণ আমি জানি না। নিশ্চই কোন কারণ আছে এর পেছনে। একজন শ্রীমতি কার্ত্তিককন্যা দেববর্মা, আরেকজন হচ্ছে শ্রীঅনন্ত পাল। লক্ষ লক্ষ টাকা অনন্ত বাবুর বিরুদ্ধে সেই নর্থ ত্রিপুরার ধলাই জেলার লক্ষ লক্ষ টাকা আমি নাম বলব না কোন এক বামফ্রন্ট বন্ধু বলেন হঁ্যা, লোকটা বেশী সুবিধার না। যাই হোক এই হাউসে উনার আসার সাহস হয় না। কিন্তু এ টেনডেন্স খাতাতে দেখলাম উনি সই করেন। পরের দিন আবার দেখলাম এবার সই কিন্তু লোকটার চেহারা আমরা দেখলাম না। আজকে একজন বিধায়ক হওয়া সত্বেও হাউস-এ এসে সভার সামনে একটি কথা বলার সুযোগটা গ্রহণ এবং অংশ গ্রহণ করার কোন

সাহস তো উনার নেই। সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের ভেতরে আছে। একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, একজন এম. এল, এ-এর বিরুদ্ধে আপনার বলার সুযোগ নেই। এই দুইজন কারা আপনাদেরই বামফ্রণ্টের মন্ত্রী নয়, নাকি এখন উনি অনন্ত বাবু আপনাদের এম, এল, এ নন ?

**শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—**আরে আমাদের লোককে শাস্তি দিই। কিন্তু আপনারাতো চুরি করলে আরোও বড় নেতা বানিয়ে দেন।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ—**স্যার, ১৯৮৬ ইং সাল দ্বিতীয় বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে সমবায় মন্ত্রী ছিলেন অবিরাম বাবু। স্যার, তখন শিলাছড়িতে ল্যাম্পস, এবং প্যাক্সে লক্ষ লক্ষ টাকার পাট কেনা হয়েছে, কিন্তু সেই বছরের টাকা আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না। আজ পর্যান্ত তারা কোর্টে দ্বারস্থ হচ্ছে। সাধারণ কৃষক খেটে খাওয়া মানুষ। সেই ল্যাম্পস্, প্যাকস এর মাধ্যমে পাট ক্রয় করার জন্য বামফ্রণ্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তৎকালীন সময়ে সে দরবার করতে করতে এখন কোর্টের দারস্থ হতে হয়েছে। কিন্তু আমি দেখেছি আমি একসময় সমবায় মন্ত্রী ছিলাম। তখন সমস্ত টাকা পাট ক্রয়ের জন্য দেওয়া হয়েছে কিন্তু আপনাদের বন্ধু সেই ল্যাম্পসের চেয়ারম্যান, আপনাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টররা যেহেতু আপনাদের লাল ফিতাতে তারা আবদ্ধ। স্যার, ১৯৮৬ ইং সালে এই ঘটনা হয়েছে। স্যার, এটা আমার কথা নয় এই যে দেখুন ০৩-০১-১৯৮৬ ইং সালে পাট বিক্রি করেছেন গজু মগ, শশী নাথ এবং লোপাশ চন্দ্র ত্রিপুরা উনারা একই সময় পাট বিক্রি করেছেন। কিন্তু তাদের পয়সা আজ অব্দি দেওয়া হয় নাই। এই ভাবেই তো ল্যাম্পস, প্যাক্সে দুরনীতি হচ্ছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, ল্যাম্পস্ প্যাক্সের ইলেকশান করা হচ্ছে, ইলেকশান যখন করা হয় একদিন আগেই ইলেকশান বন্ধ, কি কারণে বন্ধ, অনিবার্য্য কারণ বশতঃ যেমন করা হয়েছে আপনারা গোমতি ল্যাম্পস্-এর ইলেকশান ঘোষনা দিলেন। সমস্ত কিছু নোমিনেশান ফাইল পত্র দিলেন, আজ বামফ্রণ্ট আসার পর আর করা হল না। স্যার, এইভাবে বনদপ্তর, আর ত্রিপুরা রাজ্যে কি বন আছে কি না নেই তা আমি জানি না। কোটি কোটি টাকা এই বনদপ্তরের ছারখার করে ফেলেছে। বন দপ্তরের টাকা দিয়ে তারা হাঁস মুরগী পালন করে, ঐ রাইমাভ্যালীতে রবীন্দ্র দেববর্মাকে পরাস্ত করার জন্য চেষ্টা, আর উনাকে দেখেছি স্যার, পাঁচ বছরের বেশী থাকে না। প্রথম মান্দাই পরে গেছেন শান্তিরবাজার, পরে চড়িলাম, আর পরে এখন রাইমাভ্যালী। কিন্তু স্যার, কোন আইনে আমি জানিনা বনদপ্তরের টাকা সেখানে হাঁস মুরগী পালনের জন্য দিতেই পারে ভাল কথা, কিন্তু গায়ে মাখার ঔষধ যদি খাইতে দেয় তাহলে রোগী বাঁচে না।

**মিঃ চেয়ারম্যান ঃ—** রবীন্দ্রবাবু আপনি আর কতক্ষন বলবেন ?

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** ঃ--আরেকটু সময় দিলে স্যার, শেষ করে দেব। তার পরে হচ্ছে বিদ্যুৎ দপ্তর স্যার, আমি অবাক হয়ে যাই আগরতলা শহরের শুধু না বিভিন্ন মহকুমাতে এই যা আপনারা হয়তো বলতে পারেন বেকার কিছু পয়সা রোজগার করছে, এই লোডশেডিং থাকার ফলে একটা বিরাট ব্যবসা হচ্ছে, জেনারেটরের ব্যবসা। বিরাট ধরণের কিছু না হলে পরে লোডশেডিং এক ঘন্টার বেশী হয় কিন্তু এখন স্যার, পাড়ায় পাড়ায় ভরে গেছে, এ্যনভাইরনমেন্ট নষ্ট হচ্ছে, শব্দ দূষণ হচ্ছে তার জন্য কোন পদক্ষেপ আছে ? তার জন্য বলতে পারেন হাঁ লাইট্ আছে, কিন্তু পড়াশোনা শেষ, আমার বাড়ির কাছে একটা বেশ শব্দ করে, কিছু বলা শুনা যায় না, মা একেতো হাইপ্রেসারের রোগী, অব্‌জেকশান্ দিলাম, এ্যানভাইরনম্যান্ট মন্ত্রী তো আর শব্দ শুনেন না। কিন্তু এটা কেন করা হচ্ছে, এত লোড্‌শেডিং কেন, স্যার, দুই মাস ধরে রাইমাভ্যালীতে কেন আলো নেই। অথচ সেখানকার মানুষ সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে জায়গা করে দিল বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দিল। মানে লাইন ফল্ট-এর মেরামত টেরামত হয় না। কেন মেরামত করা হয় না। আর স্যার, লাইন যদি চুরি হয় তাহলে বন্ধ করার দায়িত্ব কার ? স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে লাইন নিয়েই বা কি হবে বিদ্যুতই চলে না যে কারণে এইরকম একটা দপ্তর দেওলিয়ার দিকে চলে যাচ্ছে। এটার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে।

আমি জানি না, সব কিছুর মেলাই দেখলাম : শিল্প মেলা, বইমেলা, এবং ত্রিপুরার তাঁত শিল্প মেলা এই তো হচ্ছে বামফ্রন্টের লীলা। এইভাবেই চলছেন আপনারা। একবার খেলা, একবার মেলা এটাই হচ্ছে আপনাদের লীলা। শ্রীকৃষ্ণের লীলা আপনারা ছাড়িয়ে গেছেন। সেই রকম লীলা দেখছেন মানুষ। অর্ধাহারে, অনাহারে প্রতিটি দপ্তরে কি দরকার ছিল স্বাস্থ্য মেলার। এই করে কি গোবিন্দ বাড়ীর মানুষ সুস্থ হয়ে যাবে। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মেলা হচ্ছে। সেই টাকা যদি ছামনুর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হত, তাহলে তাদের জ্বর ভাল হত, পেট ভাল হত। আপনারা এটা তো করছেন না। স্বাস্থ্য মেলা আর কী মেলা বাকী আছে বলুন আপনারা। এইবার আপনারা মারিং মেলা করবেন। এই যে বলছেন ২৫ দফা গুচ্ছ প্রকল্প বা শুনতে কি ভাল লাগে। এটা একটা দপ্তর না, দুইটা দপ্তর এটা ২৫ দফা দপ্তর। এই ২৫ দফা দপ্তরের মধ্যে কি আছে জানি না। এটা মাকাল ফলের মত উপরে চালি রং দেওয়া আর ভিতরে সাদা। সেখানে বলা আছে ২০০০ সালের ভিতরে, আমি ঐ কমিটির মেম্বার যখন ছিলাম বলা হয়েছিল ২০০০ সালের ভেতরে গণ্ডাছড়া, ছামনু এবং কাঞ্চনপুর-এ স্বাস্থ্য পরিষেবা স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে হাসপাতাল করা হবে। এই হাসপতালে ডাক্তার এত জন, স্টাফ থাকবে এতজন। এতে কোন অসুবিধা হবে না। ২০০০ সাল চলে গেল, ২০০০ সালের মার্চ মাস আসল আজ পর্য্যন্ত স্যার, তিন জন ডাক্তার আর এক জন নার্স আর বাকী ডি,জি,এ। তারপর যে ভাবে টাকা নয় ছয় হচ্ছে, সেটা বাস্তবে মানুষের কাছে পৌঁছায় না। তার জন্য টাকা দিতে

আমরা সমর্থন করতে পারি না। ৩৪টি স্কুলে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন এই সভায় আমি প্রশ্ন করেছিলাম উত্তর দিয়েছেন। ৩৪টা হাই স্কুল-এ একজনও ছাত্র পাশ করেনি। কোথায়, এটা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায়। সরি স্যার, ৪৩টা না ৪৭টা এরপরে আবার বলছে শিক্ষার মান উন্নতি হচ্ছে। উপজাতিরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে আমিও অস্বীকার করছি না। তারা কারা, যাদের পয়সা আছে, গ্রামাঞ্চল থেকে এসে এখানে পয়সা দিয়ে ঘর ভাড়া করে থাকতে পারে। যারা পয়সা খরচ করতে পারে ওরাই শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। যারা গ্রাম অঞ্চলে থাকে তাদের স্কুল ঘর নেই, নেই তাদের স্কুলে বেঞ্চ, সব একটাই দোষ উগ্রপন্থীর কারণে চলে না। এটা একটা দুইটা স্কুলে হতে পারে, শত শত স্কুলে হতে পারে না। তাদের জন্য টাকা ধরাটা এটা নিরর্থক। যদি চলত তার জন্য টাকা ধরলে সার্থক হত। তাই এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটকে তীব্র বিরোধিতা করে আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান ঃ এখন আলোচনা করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ চৌধুরী।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী (কমলাসাগর) ঃ - মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের জন্য যে প্রস্তাব পেশ করেছেন, তাকে আমি সমর্থন করে কিছু বলার চেষ্টা করছি। আজকে বিরোধী সদস্যগণ বাজেটকে বিরোধীতা করছেন। আপনারা চান না অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষ উন্নতি হোক। আমি সারা রাজ্যে লক্ষ্য করলাম এই বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, তাতে গ্রামের মানুষ সবচেয়ে বেশী উপকৃত হচ্ছেন। কি কৃষিতে বলুন, কি শিল্পে বলুন, সবদিক থেকেই এগিয়ে। আমি লক্ষ্য করলাম যে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন যে ২০০৬ সালের মধ্যে আমরা খাদ্যে স্বয়ংম্ভর হতে পারব। আজকে গ্রামগঞ্জে যে এগ্রিকালচার যেটা অধিকাংশ জমি ছিল বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। আজকে সেই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ডিপটিউবওয়েল, লিপ্ট ইরিগেশনের মাধ্যমে দ্বিগুণ ফসল উৎপাদন হচ্ছে। আমি এই বিধানসভায় বলতে পারব ৪র্থ বামফ্রন্ট এর আমলে লিপ্ট ইরিগেশনের মাধ্যমে প্রচুর ধান উৎপাদন হচ্ছে। কাজেই আমি চাই গ্রামের অর্থনীতি উন্নতি হোক, সেটা পরিপ্রেক্ষিতে বলছি অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দরকার আছে। আজকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে ডেভেলাপমেণ্ট যেটা মানুষ কল্পনা করতে পারছে না। আজকে ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের মানুষের কাছে প্রশাসন নিয়ে গেছে। আজকে পরিকল্পনা হচ্ছে গ্রাম থেকে এরজন্য কৃষক কি করবে গ্রাম সংসদ বলে যে আমি রবি শস্য করব বা বাগান করব। আজকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মৎস্য চাষ বাড়ছে।

আজকে অর্ধেক টাকা দিচ্ছেন সরকার আর অর্ধেক টাকা দিচ্ছেন বেনিফিসিয়ারীরা। আমরা যেটা লক্ষ্য করলাম যে, গ্রামসংসদের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি কিভাবে হতে পারে। আজকে মানুষের মধ্যে আগ্রহ বাড়ছে শুকর পালন, হাঁস পালন, বাগান করার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে উন্নয়নমূলক কাজে

মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। এই বামফ্রন্ট সরকার যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন তা দিয়ে আজকে গ্রামের উন্নয়ণ চলছে। এতে আজকে রাস্তাঘাটই বলুন, বিদ্যুৎই বলুন সমস্ত ডিপার্টমেন্ট আজকে আমরা মূল্যায়ণ করি. এইগুলি আমাদের দেখতে হবে। কাজেই আমি যেটা সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি আজকে এই অতিরিক্ত বরাদ্দটাকে আপনারা যদি সমর্থন না করেন, আমরা গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ডেভেলাপমেন্ট না হোক আপনারা চান। গরীব মানুষ মাথা উঁচু করে না দাঁড়ায়। আজকে এই বামফ্রন্ট আমলে গরীব মানুষ যারা এক বেলা ভাতের ব্যবস্থা করার জন্য এগিয়ে গিয়েছেন বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে। গ্রামে গঞ্জে রাস্তা আমরা দেখি। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার-এর কৃষিনীতি শিল্পনীতি করে যেভাবে আঘাত আসছে ৬ষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার তার বিভিন্ন গ্রামের উন্নয়ণ করার জন্য বিভিন্ন নির্বাচনে আমরা দেখছি যে শহরে বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত লোকই থাকে। শহরের বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক কাজ চলছে পৌরসভা নগরপঞ্চায়েত তার উদাহরণ। কাজেই আমি বিরোধীদেরকে বলব যে, ত্রিপুরার গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নতি হোক তার জন্য এই ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আমি পুনরায় সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ চেয়ারম্যান ঃ**— এখন আলোচনায় অংশ নেবেন মাননীয় বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়া।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ**—মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন, আমি সেই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি। প্রথমত দেখা যাচ্ছে উনি পূর্ণাঙ্গ বাজেট বলে যেটা পেশ করেছিলেন তার মধ্যে কি ধরণের ফাঁকি ছিল কি ধরণের ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল, এইগুলি সেখানে তিনি তুলে ধরেন নি। সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করার পরে বুঝা গেছে যে, এইগুলির মধ্যে অনেক ফাঁকি ছিল। কাজেই এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। প্রায় ১০০ কোটি টাকারও বেশী উনি উদ্বৃত্ত রেখেছেন আজকের সেই বাজেটে। যেটুকু প্রথম ধরেছিলেন রিভাইজে দেখা গেছে ১১৮ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা কমে গেছে। আবার এখানে ১১৬ কোটি টাকা চাইছেন। এক দিকে উনি খরচ করেন না অপর দিকে আবার টাকা চেয়ে বসেছেন। আর এখানে দেখা যাচ্ছে যে, বার বার বামফ্রন্ট আসার পরে পুলিশ বাজেটটাই বাড়ছে। অন্য বাজেট তেমন বাড়ছে না। বিভিন্ন মেলার জন্য বাজেট বাড়ে এই বাজেটে সবচেয়ে ভাল অংশ নিতে পেরেছেন বন দপ্তর। অন্য কোন দরকার নেই। গাড়ি কেনার জন্য ১ কোটি টাকার উপর খরচ করেছেন। আমরা অনেক মেলা দেখেছি ঐ মেলা, শিল্প মেলা এখন গাড়ির মেলা সম্ভবত বন দপ্তর এরেঞ্জ করতে যাচ্ছেন। এর জন্য সাপ্লিমেন্টারী বাজেট চেয়েছেন। আমরা দেখেছি কেন্দ্র লেবেলেও তারা যখন বাজেট করেন তখন সবচেয়ে যাকে উপেক্ষা করেন তার প্রতি দরদটা দেখান বেশী। কথায় কথায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দরদ দেখান। কিন্তু তাকে আসলে উপেক্ষা করেন। প্রকৃত অর্থে যেটা। আমরা দেখেছি আমাদের ফিনান্স মিনিষ্টার কিংবা অন্যান্য মিনিষ্টার সবাই কথায়

কথায় উপজাতি উপজাতি করেন। এখানে যে বাজেট কমেছে সেটা কোন কোন খাতে কমানো হল। জুমিয়াদের সিফটিং কালটিভেশনের জন্য অর্থ বরাদ্দ ৮০ লক্ষ টাকা কিন্তু রিভাইজে জিরো। সেখানে অর্দ্ধাহারে অনাহারে, বিনা চিকিৎসায়, জল সংকটে মরছে। যে ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেটা সিডিউল কাস্ট এর বেলায় কমিয়ে দিয়েছে। এখন থেকে কিছু থার্ড প্রোটাকশনে ২ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধরে নিলেন। এটা রিভাইজড-এ দেখা গেছে জিরো। এর পর যে ইমপ্রোভ ওয়াটার সেট ইনসেফটিং কালটিভেশনে ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেটা ইরিগেশনের ক্ষেত্রে কমানো হয়েছে। একসেলারিটেড ইরিগেশন বেনিফিট প্রজেক্ট-এ এখন ৬ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ধরা ছিল।' কিন্তু রিভাইজড থেকে ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এমনকি লাষ্ট ইয়ার বাজেটে আরও কমানো হয়েছে। এখানে মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ বলেছেন যে এই সরকারের সামনে মানুষের গণতান্ত্রিক দাবী মানুষের আশা আকাংখা সবচেয়ে বেশী উপেক্ষা ও অবহেলিত। এতে গণতন্ত্র যেমন ব্যহত হয় তেমনি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার উপেক্ষা হচ্ছে এবং সেটাই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বাম সরকার উপজাতি যুবকদের প্রতি বছর আশা আকাংখার প্রতি পদে পদে পদদলিত করে তারা শেষ সীমানায় নিয়ে গেছে। মাননীয় সদস্য এখানে প্রশ্ন তুলেছেন অম্পি এবং তৈদুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরী হবে কিনা? এটা আসলে ৯১ সনে সেখানে ভিত্তি প্রস্তর করা হয়েছিল। মন্ত্রী বলেছেন যে অর্থনৈতিক সংগতির অভাবে করা হয়নি। অথচ এখানে ৭৫ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে বর্তমান বাজেটে। এখন দপ্তর নতুন করে পি,এইচ,সি খোলার পরিকল্পনা আছে কি না। দেওতামুড়া হাই স্কুল, দুর্গাবাড়ী হাই স্কুল এবং নারমা হাই স্কুল-এ চলতি আর্থিক বছরে পাকা দালান নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা। অন্যান্য স্কুলে শুধু পাকা দালান নয়, তার বাউণ্ডারিও পাকা হয়ে যাচ্ছে।

গণতন্ত্রের যারা দুশমন এটা তাদের মনোভাব। তাদের কাছে কি ভাবে গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্খা বিপন্ন হয় তার প্রমাণ ১৯৯১-৯২ সালের ট্রাইবেল এলাকার জল সেচের যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল তা বাতিল করে দেওয়া। সেই মৈলাকচড়া, সেই সোনাইছড়া সেই করমছড়া তার প্রমাণ। সেখানেও জবাব টাকার অভাব। কেন সোনাইছড়া করমছড়ার মানুষরা উপেক্ষিত হবে? তাদেরকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। এতে শুধু গণতন্ত্রই বিপন্ন তা নয়। তাঁরা প্রচণ্ড অপব্যয় দুর্নীতি করে চলেছেন। এসব মানুষ দেখে যাচ্ছে। শুধু বলছেন, প্রমাণ চাই, প্রমাণ চাই। প্রমাণ আবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে কি দেখাতে হবে? আমাদের রাজ্যের স্কুল ঘর ভেঙ্গে পড়ে আছে। চেয়ার-টেবিল নেই। আর আপনাদের পার্টি অফিস রাজপ্রাসাদ হচ্ছে। কোথায় নেই? শালগড়া পার্টি অফিস রাজপ্রাসাদ, উদয়পুরে সোনামুড়ায় পার্টি অফিস রাজপ্রাসাদ।

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :—জনগণের টাকায় হচ্ছে। জনগণ আমাদের সাথে আছেন) হ্যাঁ, বাজেটের টাকা তো জনগণের টাকাই। জনগণের টাকা দিয়ে পার্টি অফিসকে রাজপ্রাসাদে পরিণত করছেন।

মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে যখন কংগ্রেস দল ছিল তখন তাকে পয়সা দেওয়া হয় নি। কেবল খরচের ভাউচার দেখাতে বলতেন। ভাউচার না দেখালে কোন পয়সা দেওয়া হত না। আর এবার বামফ্রন্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এই দু'দিনে ভাউচার হয়ে গেল ? চরম দলবাজী হচ্ছে।

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, পঞ্চায়েতও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। সেখানে কিভাবে আপনারা ইলেকশানে জিতেছেন সেটা আমি অমরপুরে নিজে দেখেছি। রাম দা, টাকা কি না কাজ করেছে। এমন কি প্রকাশ্য শহরের রাস্তায় উগ্রপন্থী চলে এসেছে। মৈলাক এবং বীরগঞ্জ পঞ্চায়েত বিরোধীদের হাতে গেল। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এখানে স্বীকার করেছেন সভা না ডেকে বেনিফিসারিস ঠিক করা যায় না। কিন্তু আমরা জানি, সেখানে কোন সভা ডাকা হয় নি। পেছনের দরজা দিয়ে ব্লক অফিসে ঢুকে সি, পি, আই, (এম) এর কর্মীরা নাম ঠিক করেছে। এটা কি গণতন্ত্রের প্রতি বড় অপমান নয় ? এই সরকারের আমলে মানুষ তা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছে। মানুষ ভাবছে এর হাত থেকে কি করে রক্ষা পাবে ? এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট জনগণের খুব উপকার করবে তা নয়। সি, এম. সেক্রেটারিয়েট ৫০ লক্ষ ৩০ হাজার বাড়িয়ে নিয়েছেন। সাইন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজিতে বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি, উপজাতি গ্রামগুলি এখনও কি রকম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এখনও উপজাতি গ্রামে ডাইনী সন্দেহে খুন হচ্ছে। কোথায় আপনাদের সাইন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট ? তাদেরকে তো উপজাতি গ্রামে দেখা যায় না। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আর একটি দপ্তর হচ্ছে কৃষি দপ্তর। এখানে খাদ্যে স্বয়ংম্ভরতার কথা বলা হয়েছে। একটা ভাল পদক্ষেপ হয়েছে ঠিকই কিন্তু ট্রাইবেল এলাকায় কৃষির সংস্কার না হলে খাদ্যে স্বয়ংম্ভরতা অর্জন করা যাবে না। জুমিয়াদের চাষ প্রথার উন্নতি না হলে, তাদের আধুনিক পদ্ধতিতে চাষে উৎসাহিত করতে না পারলে কিছু হবে না। কাজেই ট্রাইবেলদের মধ্যে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করার প্রবণতা পৌঁছে দিতে হবে। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, সেগুলির কোন উদ্যোগ নেই। বেকারদের কর্মসংস্থানের কোন উদ্যোগ নেই। ফুল চাষের কথা বলেছেন। এটা ভাল উদ্যোগ। কিন্তু এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের স্কীম। এতে ষ্টেট গভর্ণমেন্টের কোন ভূমিকাই নেই। এই বাজেট ষ্টেট গভর্ণমেন্ট একটাই নতুন করেছে সেটা হচ্ছে বাইরে থেকে এসে এস. ডি, ও সুখরাম দেববর্মাকে খুন করেছে, আবার শোনা যাচ্ছে বাইরে এসেও বিধায়ক খুন করে চলে যাচ্ছে। সীমান্তে অপরাধ বাড়ছে। অতএব তাদের চিহ্নিত করে বের করে দিতে হবে। এর জন্য একটা নতুন প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে। সেটা হচ্ছে ডিটেকশান অব ইনফিলট্রেশন অব ফরেইন ন্যশনালস। তার জন্য গাড়ী ভাড়া, ঘর ভাড়া, বেতন ও ভাতা সব মিলিয়ে এখানে বরাদ্দ করা হয়েছে ৫ হাজার টাকা। ডিমাণ্ড নং ১৮, মেজর হেড ২০৭০। এই হেড অব একাউণ্টে সব মিলিয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে ৫ হাজার টাকা এই হচ্ছে নূতন একটা

আইটেম। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এখানে সাপ্লিমেণ্টারী চেয়েছেন, যদি কাজের কাজ কিছু হত তাহলে আমরা উৎসাহ পেতাম এবং জনগণও উৎসাহ পেত। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। সুতরাং এই বাজেটকে পুরোপুরি বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ চেয়ারম্যান ঃ**—এখন আমি মাননীয় শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী পবিত্র কর মহোদয়কে আলোচনায় অংশ নেবার জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) ঃ**—মিঃ চেয়ারম্যান মহোদয়, আজকে আমি এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে প্রথমেই বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা এখানে যে সমস্ত কথার অবতারনা করেছেন সেগুলির বিরোধীতা করছি এবং মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন সেটা খুবই যুক্তিসঙ্গত বলে আমি মনে করি। কারণ আমাদের সরকার সর্ব ক্ষেত্রেই কাজ করতে চাইছে। এই কাজগুলি কিভাবে করা হবে সেটাও এখানে বলে দেওয়া হয়েছে। স্যার, আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন শচীনবাবুর সময় এবং যখন কলেজে পড়ি তখন সুখময়বাবুর সময় দেখতাম তাঁরা তাঁদের গদি টিকিয়ে রাখার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে টাকা খরচ করতেন না। বছরের শেষ দিকে সেই টাকা দিল্লীতে পাঠিয়ে দিতেন। কি? না ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ মন্ত্রী খুব ভাল, তিনি পরের বছরও মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। সুতরাং এখানে বিরোধী বেঞ্চে যাঁরা আছেন তাঁরা যে ভাবে কথা বলছেন, এটা তাঁদের দোষ না। তাঁদের পূর্ব্ব সুরীরা যে পথে হেটেছেন তাঁরাও সেই পথেই হাটছেন। আর উপজাতি যুবসমিতি যেহেতু কংগ্রেস দলের ছত্রছায়ায় আছেন, তাই তাঁরা সেই ভাবেই কথা বলছেন এবং গণমুখী এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের বিরোধীতা করছেন। আমার মনে হয় মাননীয় বিরোধী দলনেতা এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের বাজেট বইটি পড়েন নি। হয়তো তিনি সময় পান নি। আর পাবেনই বা কেমন করে? এই বিধান সভার অধিবেশনের শুরুতেই আমরা দেখছিলাম যদিও ঘটনাটি শেষ হয়ে গেছে, তাঁদের মারামারি, ধরাধরি। কে কত বেশী ভাঙ্গচুড়ের নেতৃত্ব দিতে পারেন, তিনি তত বড় নেতা। ফলে সেই দিকেই তিনি বেশী ব্যাস্ত ছিলেন। সুতরাং বাজেটটি পড়ার সময় পান নি।

( শ্রীজওহর সাহা - নিজের চড়কায় তেল দিন )

তেলের দাম যে ভাবে বাড়ছে কি করে তেল দেব? স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশের সাথে সাথে কিভাবে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে, কি প্রয়োজনে সেটা তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন। আমাদের সরকার আমরা জনগণের উন্নয়ন চাই এবং এই অতিরিক্ত বাজেটের মধ্য দিয়েই তা শুরু হয়েছে। সাধারণতঃ আমরা প্ল্যান বাড়াতে চাই, যে কারণে প্ল্যানের যে পোষ্টগুলি

ছিল তার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি যাতে করে আগামী দিনে আমাদের রাজ্য একটা কার্য্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারবে। যে টাকার প্রয়োজন হয়েছে বিভিন্ন দপ্তরে মার্চ মাসের শেষে এই সময়ে কাজ করতে গিয়ে যে টাকার প্রয়োজন হয় বিভিন্ন দপ্তরে এটার বরাদ্দ যদি আমরা না দেই তাহলে দপ্তর কি বিভ্রান্ত অবস্থায় বসে থাকবে। বিশেষ করে ট্রেজারী-বেঞ্চের যে সমস্ত সদস্যরা বক্তব্য রেখেছেন তারা এই সম্পর্কে সবিস্তারে বলেছেন। আমরা এখানে বসে থেকে দেখি কিভাবে বিভিন্ন দপ্তরগুলি প্রচণ্ড এ্যাকটিভ হয়েছে এবং কিভাবে আমাদের পরিকল্পনাগুলি এগিয়ে চলেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার-এর যে প্রকল্প আছে সেই প্রকল্প থেকে আমরা বিভির্ম প্রজেক্টে আসতে পারি। কাজেই আমাদের পরি'ল্পনাগুলি যদি কার্য্যে পরিণত করতে হয় তাহলে আমাদের অতিরিক্ত বরাদ্দ আনতে হবে। আমরা যদি রাজ্যের জন্য উন্নয়ণমূলক কাজ না করতে পারি তাহলে আমাদের লাভ কোথায়? বামফ্রন্ট সরকার কখনও কোন টাকা অব্যয়িত রাখে না। কারণ সমস্ত টাকা জনগণের কল্যাণের জন্য খরচ করা হয়। টাকা যাতে সুষ্ঠুভাবে খরচ হয় তারজন্য আমরা শুধু এ,জি দিয়ে অডিট করাই না। আমরা একটা আলাদা ডাইরেকটরিয়েট করছি অডিটের জন্য। প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট এমনকি নগর পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত তারও প্রতিটি খরচ আমরা নির্দ্দিষ্টভাবে যাতে করতে পারে এবং যাতে প্রত্যেক দপ্তরের আর্থিক শৃঙ্খলায় আমরা নিয়ে আসতে পারি তার জন্য আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আগামী আর্থিক বছর থেকে এই কাজ শুরু হবে। মাননীয় সদস্য নগেনবাবু বলেছেন আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এবং নগর পঞ্চায়েতের জন্য কেন অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য এখন হাউসে উপস্থিত নেই। কেই এই ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, কারণ আগরতলা শহরে যারা এক মাস ধরে চলাচল করছে, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ তাঁরা বেশীর ভাগই থাকেন আগরতলা শহরে। তাই উনারা যদি আগরতলা রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখেন তাহলেই তার কারণ বুঝতে পারবেন। আমি এখন বিধানসভায় প্রতি দিনই টি,আর,টি,সি অফিসের সামনে দিয়ে আসছি এবং দেখছি দুই হাত ড্রেইন কিন্তু এই ড্রেন থেকেই ছয় হাত মাটি তোলা হয়েছে। এখন জনসাধারণ জিজ্ঞাসা করছে এই মাটি এত দিন কোথায় ছিল এবং কোথায় জায়গা হয়েছে। দুই হাত ড্রেনের মধ্যে ছয় হাত উঁচু মাটি। কয়েক বৎসর আগে আই,জি,এম হাসপাতালে চার বৎসরের একটা শিশুর পেট থেকে ছয় কেজি ওজনের টিউমার পাওয়া গিয়েছিল। আগরতলার ড্রেনের অবস্থাও এইরকম। দুই হাত পাশ ড্রেনের মাটি যখন উঠানো হয় তখন ছয় হাত উঁচু হয়ে যায়। এটা পরিস্কার করতে হবে, তার জন্য টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, তারও বিরোধীতা হবে? শহরের মানুষকে পরিশ্রুত জল খাওয়ানোর জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তার জন্য টাকা বরাদ্দ লাগবে না? উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের কথা বলে গেলেন নগেন্দ্রবাবু। কালকে আমরা সবাই মিলে আলোচনা করেছিলাম জেলা পরিষদকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য টাকা বরাদ্দ লাগবে। এখানে পরিস্কার উল্লেখ আছে। কতটা চশমা লাগবে জানি না এটা দেখতে যে, জেলা পরিষদকে

অতিরিক্ত টাকা দিতে গিয়ে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছে? কয়টা চশমা লাগবে দেখতে? আপনারা আবার উপজাতি দরদের কথা বলেন। আমরা যথার্থই উপজাতিদের জন্য দরদী। যেহেতু আমাদের উপজাতি এলাকার উন্নয়ণ করতে হবে, গ্রামের উন্নয়ণ করতে হবে এবং গ্রামের এবং শহরের প্রতিটি মানুষের জন্য আমাদের দায়িত্ব আছে তার জন্য এখানে একটা বা দুইটা দপ্তরের প্রশ্ন নয় প্রতিটি দপ্তরেই যারা কাজ করছেন সবাইর অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ আনতে হচ্ছে। আমরা জোর গলায় বলতে পারি, একটি পয়সাও এর বাইরে খরচ হয়না। একজন বিধায়ক উকিল, উনি বড় বড় বই বের করে পড়ে গেছেন। আমি এখানে জাস্ট গল্পই, ঘটনাটা সত্যি, কিন্তু গল্পের আকারে বলছি। একজন লোক উকীলের কাছে এসে বলছেন, আমি একটা কেইস আপীল করতে চাই। কি হয়েছে? আমার আসামীর জেল হয়ে গেছে। সে কি করেছে? যখন হাকিম উঠছে বড় বড় বই লইয়া এবং বই-টই দেইখ্যা যখন বক্তৃতা আরম্ভ করল আমি উনি নামার পর উনার বই-টই দেইখ্যা আরও ১০০ টাকা বেশী দিয়া দিলাম। যেভাবে কইছে, যেভাবে বড় বড় বই খুইল্যা কইছে তাতে জেল হইতেই পারে না। কিন্তু হাকিম ৭ দিন পরে যখন রায় দিল তাতে জেল হইয়া গেল। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম কি হইল ব্যাপারটা? তখন উকিলবাবু বললেন হাকিম হাকিমের কাজ করছে, আমি আমার কাজ করছি। এই সভাকে প্রতারিত করার জন্য আরও চার বৎসর আগের যে কথা আছে সেগুলি বলে গেলেন রতনবাবু। কিন্তু নাই, নাই শব্দ আছে, সেগুলি বলে গেলেন। উনি জানেন যে আমি যতই বলি না কেন, অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ পাশ হবেই। হাকিম হাকিমের কাজ করলেন, আমি আমার কাম করলাম। এই ধরণের উকিলের কি লাভ আছে? যদি আমাদের ত্রুটি থাকে, আমরা যদি কোন জায়গাতে গরমিল করে থাকি তাহলে নিশ্চয়ই জবাব দেওয়া হবে। অর্থমন্ত্রী জবাব দেবেন, প্রত্যেকটা দপ্তরের মন্ত্রী আছেন জবাব দেবেন। আমরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। আমাদের সরকার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতি তিনমাস পরে প্রত্যেক মন্ত্রী তার দপ্তরের সঙ্গে বসে কোথায় কি বাজেট বরাদ্দ হয়েছে, তিন মাসের মধ্যে কি খরচা হয়েছে কি খরচা হয়নি সেটা নিয়ে বসতে হবে। তাতে কাজের কতটুকু কি হয়েছে বোঝা যাবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি এই কারণে বলতে চাই মাননীয় বিরোধী দলনেতা তিনি যে বক্তৃতা করলেন আমি না বলে পারছি না যে, কাজ না থাকলে ধান ভানতে শিবের গীত গায়। তিনি আজকে যে গীত গাইলেন —আসলে বাজেট বরাদ্দ যদি না হয় তিনি যে এখানে ধান ভানতে শিবের গীত গাইলেন— এই বাজেট পাশ না হলে তো তিনিও কিছুই পাবেন না। কাজেই এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব সেটা অতি প্রয়োজন এবং এটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী এনেছেন—এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীকে আপনারা সমর্থন করুন। এবং তাতে আমরা ত্রিপুরার উন্নয়ণ করতে পারি এবং আমাদের যে উন্নয়ণমূলক কর্মসূচী সেটাকে কার্যকরী করতে পারি। কাজেই আপনারা সকলেই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীকে সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ চেয়ারম্যান ঃ**—মাননীয় সমবায় মন্ত্রী শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

**শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা** (মন্ত্রী) ঃ--মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, গত ৫ই মার্চ, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী উপস্থাপন করেছেন এটাকে সমর্থন জানাচ্ছি। বিরোধী দলের সদস্যরা যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন তার বিরোধীতা করছি।

আমার দপ্তরের ডিমাণ্ড নাম্বার ১২, মেজর হেড—২৪২৫, এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ২৭ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। এই ২৭'৮৪ লক্ষ টাকা যে, চাওয়া হয়েছে সেটা কর্মচারীদের বেতন এবং টি,এ বাবদ চাওয়া হয়েছে। এডিশন্যাল এই যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট, এই বাজেটের প্রত্যেকটা পাতায়, প্রত্যেকটা ডিমাণ্ডের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, কি কারণে এই টাকা চাওয়া হয়েছে। এডিশন্যাল প্রত্যেকটার মধ্যে লেখা রয়েছে—'এডিশন্যাল এমাউণ্ট রিকুয়ার্ড ডিউ টু পোস্ট ট্রেন্সফার্ড ফ্রম্ প্ল্যান যশ নন্-প্ল্যান'। আমার দপ্তরে ৪৫ জন কর্মচারী তাদের বেতনভাতা এবং টি,এ বাবদ এই টাকাটা আমি চেয়েছি। এখানে বিরোধীদলের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রবাবু, বলতে চেষ্টা করেছেন ল্যাম্পস্-এর পাট কেনা নিয়ে তো সেটা ১৯৮৬ ইং সনের কথা। কিন্তু ১৯৮৬-এর পরে ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ পর্যান্ত তো উনিই ছিলেন সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী। তখন উনি কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলেন না। সেখানে যদি এই রকম অনিয়ম হয়ে থাকে উনি তো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন।

আজকে সেই ১৯৮৬ ইং সনের কথা বলে তিনি হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। যদিও তিনি ১৯৯৩ ইং, সালের পর থেকে অদ্যাবধি কোন অভিযোগ এই হাউসে সুনির্দ্দিষ্টভাবে উত্থাপন করতে পারেন নাই।

উনি এখানে নির্বাচনের কথা বলেছেন। উনাদের কি বিগত জোট রাজত্বে কিভাবে কি কায়দায় নির্বাচিত বোর্ড এবং সংস্থাগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল ? এই কথাগুলো কি আপনারা বেমালুম ভুলে গেলেন ? তারপরও কি সেখানে উনারা ঐ সমস্ত সংস্থা বা বোর্ডগুলিতে নির্বাচন করিয়েছিলেন ? আগ্রহীই ছিলেন না উনারা। এখন বলছেন নির্বাচন হচ্ছে না।

স্যার, এ,ডি,সি এলাকায় আমাদের ৫৬টি ল্যাম্পস্ রয়েছে। ল্যাম্পস্গুলির নির্বাচনের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা পাঠিয়েছি। কিন্তু করা হচ্ছে না। কারণ এন,এল,এফ,টি উগ্রপন্থী এবং উনাদের বন্ধু আই,পি,এফ,টি জঙ্গলের লোকদের সঙ্গে সংযোগ থাকাতে নির্বাচনটাও করানো যাচ্ছে না ঐ ৫৬টি ল্যাম্পসে।

**শ্রীরতনলাল নাথ ঃ**—পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান, এ,ডি,সিতে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত প্রশাসন, রয়েছে। তাদেরকে কেন এসব বলা হচ্ছে ? আই,পি,এফ, টি সম্পর্কে কিসের ইঙ্গিত দেওয়া

হচ্ছে ? জঙ্গল বলতে উনি কি বুঝাতে চাইছেন। এন,এল,এফ,টি আর আই পি,এফ,টি কি এক হল ?

( গণ্ডগোল )

**শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ**— যা খুশী তা বললেই হবে নাকি ?

**শ্রীরতনলাল নাথ ঃ**—একজন মন্ত্রী হয়ে তিনি কিভাবে একটি নির্বাচিত প্রশাসনকে এইভাবে আখ্যায়িত করতে পারেন ? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কি এইভাবে কেউ হাউসে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন ?

**শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা** (মন্ত্রী) **ঃ**—এটা আপনারাও ভাল করেই জানেন, আমরাও জানি ? জেনেও না জানার ভান করবেন না। আমি আশা করব বিরোধী দলের যারা আছেন উনারা যদি সহযোগিতা করেন তাহলে সবগুলিতে নির্বাচন করা যাবে। অবশ্যই আমরা করব। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, উনারা কেন এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর বিরোধীতা করছেন। এটাতো অন্যান্য সময়, যখন অন ান্য দলের সরকার ছিলেন তখন তারাও করেছেন। এটা যে শুধু বামফ্রণ্ট সরকার একাই করছে এইরকম না। আমি তো সেই ১৯৭২ ইং, সাল থেকে দেখছি। আপনারা দুর্নীতির কথা বলছেন, এই আগরতলা শহরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে গাড়ী বাড়ী করেছে এই কাহিনী আমি এখানে তুলতে চাইনা। তবে আপনারা এই রকম একটা প্রমাণ উপস্থিত করতে পারবেন না যে বামফ্রণ্টের কোন মন্ত্রী বা এম,এল,এ আপনাদের মত দুর্নীতি করে বাড়ীঘর করেছেন বা আগরতলা শহরে বাড়ী করেছেন এই রকম কোন ইনস্টেনস আপনারা উপস্থাপিত করতে পারবেন না। আমি এই হাউসে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি যদি আপনারা প্রমাণ করতে পারেন যে আমাদের দলের মন্ত্রী বা এম,এল,এরা গাড়ী বাড়ী করেছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করবে।

**শ্রীরতনলাল নাথ ঃ**— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, উনি বলেছেন যে, বামফ্রণ্টের কোন মন্ত্রী বিল্ডিং করে বাড়ী করে নি। আমি একজনের কথাই বলছি মাননীয় মন্ত্রী অনিল সরকার উনার আগে টিনের চাল ছিল বর্তমানে বিল্ডিং আছে।

**শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা** (মন্ত্রী) **ঃ**—কোন প্রমাণ নেই, প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে, প্রমাণ নেই। আমি নিজে বললাম প্রমাণ নেই।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা** (মন্ত্রী) **ঃ**—এখানে গণতন্ত্রের কথা বলছে, গণতন্ত্র নেই আমি বুঝলাম না। যারা গণতন্ত্র নেই বলছেন উনাদের রাজত্বে কি গণতন্ত্র ছিল ? আমার জানা নেই। এই ত্রিপুরা রাজ্যে আগে নির্বাচনে রিগিং এই জিনিষটা আমরা কখনও শুনি নি। সেই ১৯৮৮ ইং, সাল থেকে বলা যায় এই

রিগিং শব্দটা প্রচলিত হয়ে আসছে। এই রিগিংএর জন্মদাতাদের মুখে গণতন্ত্রের কথা শোভা পায় না। কিন্তু গণতন্ত্র কে মানে, আর কে মানে না তা, রাজ্যের মানুষ ভাল করেই জানেন। আমরা দেখছি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৫২ ইং, সাল থেকে নির্বাচন হচ্ছে। লোকসভা নির্বাচন, টেরিটরিয়াল কাউন্সিল নির্বাচন এর পরে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হওয়ার পর, বিধানসভা নির্বাচন, পঞ্চায়েত নির্বাচন, এ,ডি সি নির্বাচন। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রার্থী দাঁড় করাতেন এবং রাজনৈতিক দলের বাইরেও যারা দাঁড়াতে ইচ্ছুক নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতেন আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যে। জনগণ যাকে খুশী তাকে ভোট দিতেন, যাকে ভালবাসতেন তাকেই ভোট দিতেন এটা আমরা দেখেছি। গত এ,ডি,সি নির্বাচন বা ১৯৮৮ ইং, সালের নির্বাচনে আমরা কি দেখেছি? এটা এখানে বলে আমি কাটা ঘায়ে নুন দিয়ে বিরোধী পক্ষকে জ্বালাতন করতে চাই না। এটা উনারা জানেন। সুতরাং, এখানে হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য উনারা নানা রকম জিনিষ উপস্থিত করছেন। মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, খুব সম্ভবতঃ ইকোনমিক্সের কোন এক জায়গায় দেখেছি "রামকৃষ্ণের বাণী" টাকা মাটি, মাটি টাকা, আবার উনি বলেছেন টাকা ছাড়া কিছু হয় না। তাই উন্নয়ণের কাজের জন্য টাকার প্রয়োজন। এই যে উন্নয়ণ হলো ত্রিপুরা রাজ্যে, এই রাজ্যে ৩২ বছর কংগ্রেস ছিল, মাঝে ৫ বছর জোট রাজত্ব ছিল এই রাজ্যের মানুষ ভাল করেই জানেন ৩১ বছরে কটা রাস্তা হয়েছে, কয়টা স্কুল হয়েছে, কয়টা গ্রামে বিদ্যুৎ গেছে, কয়টা গ্রামে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে এই রাজ্যের পাহাড় ও শহরের অলিগলিতে যারা বাস করেন তারা সব জানেন। ১৯৭৮ সাল থেকে আজ অব্দি যে কাজ বামফ্রন্ট করেছে এই কাজ দেখে ওদের সহ্য হচ্ছে না। উনারা জানেন বামফ্রন্টকে হটানোর মত কোন রাস্তা নেই। সুতরাং এইসব কথাবার্তা বলে বদনাম করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া উনাদের কাজ নেই। উনারা গিয়ে দেখুন নিজেদের এলাকার মধ্যে কি কাজ হয়েছে না হয়েছে। আমি অনুরোধ করব যারা বিরোধীতা করছেন উনারাও নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন আগামী দিনে যাতে আরও বেশী বেশী জনগণের জন্য আমরা কাজ করতে পারি এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ এনেছেন তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের সম্পূর্ণ বক্তব্যের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ চেয়ারম্যান ঃ** এখন আলোচনা করবেন মাননীয় মন্ত্রী বাদল চৌধুরী মহাশয়।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ চেয়ারম্যান, আমরা এখানে যে, অতিরিক্ত ব্যয় বরদ্দে এনেছি ১১৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। বছরের শেষে কিছু দপ্তরে সম্পূর্ণ টাকা খরচ হয় আর কোন দপ্তরে সব টাকা খরচ হয় না। সেই কারণে এটাকে এডজাষ্ট করে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে রাখা হয়। প্রথমত এটা বলব, গতবার আমরা যে বাজেটা করেছি সেটা অবশ্যই মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন। এই বাজেট যখন আমরা পাশ করি সেটি ছিল ২৩৭৩৮৫ লক্ষ টাকা। আর এখন সবটা মিলে সাপ্লিমেণ্টারী যেটা এসেছে, কোন খাতে কত টাকা বেড়েছে, কোন খাতে কত টাকা কমেছে এটা

এই বাজেটের 'এট দ্য গ্র্যান্টস' যে বই সেই বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে, যাতে বুঝতে কোন রকম অসুবিধা না হয়। সুতরাং এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না, যখনই কোন দপ্তরে বছরের শেষে তার বরাদ্দকৃত টাকার অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করার প্রয়োজন হয়ে দাড়ায়, আর কোন কোন দপ্তর তারা বরাদ্দকৃত যে টাকা সেগুলি ব্যয় করতে সমর্থ হচ্ছে না বিভিন্ন কারণে। আর আছে প্ল্যান, নন্ প্ল্যানের টাকা। এই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই রিভাইজ বাজেট করা হয়। ২০০০-২০০১ সালের আর্থিক বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটা দপ্তরের প্ল্যান এবং নন্-প্ল্যানের সমস্ত টাকাগুলির চিত্র দেখে কেন্দ্রীয় সরকারও এবার রিভাইজ বাজেট করেছেন। রিভাইজ বাজেট করা হয় বছরের শেষে সর্বশেষ আর্থিক অবস্থা উপর বিবেচনা করে। কেন্দ্রীয় সরকার তার সেই রিভাইজড বাজেট এ টাকা কমিয়ে দিয়েছে।

মাননীয় সদস্যরা যদি চান আমি পরবর্তী সময়ে সেটা তুলে দিতে পারব বিধানসভা যদি সাহায্য করে। দেখবেন কেন্দ্রীয় সরকারের এখানে তাদের এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট বা রিভাইজড বাজেট যা করেছেন সেখানে কি করুন অবস্থা। সেই আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমেই বলব আমরা সেই রকম কোন কাজ করিনি বা এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মধ্যে এটা আসেনি। বৎসরের প্রথম থেকে দপ্তরগুলি যে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছে, সেই পরিকল্পনায় যাতে কোন কাজ কোন অবস্থাতে বন্ধ হয়ে না যায় টাকার অভাবে অন্তত সেই জায়গায় আমরা আমাদের নানা রকমের অসুবিধা আছে। এবারের যে বাজেট পেশ করেছি এটার মধ্যেও পরিস্কার করে বলেছি এই সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও কোন দপ্তরের কাজ বন্ধ হয়ে যায়নি। সেই রকম পরিস্থির মধ্যে আমাদের উপনিত হতে হয়নি এবং এই অবস্থার মধ্যেও আমরা আমাদের উন্নয়ণমূলক কাজ করছি। এখানকার যারা কর্মচারী অফিসার আছেন তাদের সম্পর্কে আমাদের যে কমিটমেন্ট, আমাদের যে দ্বায় দায়িত্ববোধ সেই আর, ও, পি, থেকে আরম্ভ করে ডি, এ, এই সমস্ত কিছু যা করা দরকার সেটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের অনেক রাজ্যই করেনি। আমরা কিন্তু আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছি। এটা মাননীয় সদস্যদের অত্যান্ত ভাল ভাবে জানা আছে। গত বৎসর যখন আমরা বাজেট প্লেইস করি সেই বাজেটে আমরা ১৩৪ কোটি টাকা ঘাটতি রেখেছি।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :**— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, উনি বলছেন যে, প্রথম যে অরজিনাল বাজেট হয়েছিল তার মধ্যেই উনি এই হিসাবটা দেখিয়েছিলেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে রিসিপ্ট এর মধ্যে অরজিনাল যা তার চেয়ে ৯১ কোটি টাকা বেড়ে গেছে।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) **:**— আমি বলছি। আমি বলব, আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেব। গত বৎসর যখন আমরা বাজেট করি সেই বাজেটের মধ্যে আমরা ১৩৪ কোটি টাকা ঘাটতি দেখিয়েছি।

এবার যখন আমরা বাজেট প্লেইস করেছি সেই বাজেটের মধ্যে আপনারা দেখেছেন ৭৫ কোটি টাকা ওপেনিং ব্যালেন্স দেখিয়েছি। স্বাভাবিক কারণেই সভার সদস্যদের মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে, এই ১৩৪ কোটি টাকা কিভাবে ঘাটতি মিটান হল। আরো ৭৫ কোটি টাকা কিভাবে বাঁচালেন। তা হলে কোন দপ্তর খরচ করতে পারলনা কি করতে পারল কি করে এই সব হলো ইত্যাদি। অনেকে বলবেন সে কি যাদু দেখালেন। এটা যাদু-টাদুর কোন ব্যাপার নয়। হ্যাঁ আমরা যখন গত বৎসর বাজেট করি তখন প্লেনিং কমিশনের সঙ্গে আমাদের কোন ডিস্‌কাশন হয়নি। এলিভেন্থ ফিনান্স কমিশন থেকে আমরা কি পেতে পারি তখনও সেটা আমাদের কাছে পরিস্কার ছিলনা। সুতরাং প্রথমত এটা আমাদের ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করেছে, সেটা হচ্ছে আমরা গত বাজেটে যখন সেন্ট্রাল শেয়ার অফ টেক্সেস, আমরা দেখিয়েছিলাম ৫৬৭ কোটি টাকা কিন্তু এলিভেন্থ ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট যখন বের হলো।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া** ঃ—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান, স্যার উনি আবার মিসগাইড করছেন। আপনি এখানে এলিভেন্থ ফিনান্স কমিশনের কথা বলেছেন, সেটা না। আপনি এখানে খরচ কমিয়ে দিয়েছেন। সেটা ১১৮ কোটি টাকা কমিয়ে দিয়েছেন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ- আমি এই জায়গায় আসছি। আপনি একটু ধৈর্য্য ধরুন। এখানে লুকানোর কোন কিছু নেই একটু অপেক্ষা করুন। এই যে ৫৬৭ কোটি টাকা আমরা সেটা ধরেছিলাম কিন্তু প্লেনিং কমিশন যখন হলো এবং এলিভেন্থ ফিনান্সের চূড়ান্ত রিপোর্ট যখন বের হলো সেই ৫৬৭ কোটি টাকার জায়গায় সেন্ট্রাল শেয়ার অফ টেক্সেস হিসাবে সব মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫১ কোটি টাকা। ৫৬৭ কোটি টাকার জায়গায় ৭৫১ কোটি টাকা হলে কত কোটি টাকা আমাদের বেড়েছে? এটা আপনারা নিশ্চই আচ করতে পারবেন। আমরা তখনো বলেছিলাম যে আমরা কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলাম এই টেলিফোন, গাড়ী ভাড়া, অন্যান্য সমস্ত কিছু মিলে। প্লেন, নন্‌প্লেন এই সমস্ত সেলারি এই সমস্ত খরচগুলিকে সেইভ করার জন্য আমরা সেই জায়গার মধ্যে ৬৪ কোটি টাকা সেইভ করতে পেরেছি। টেক্স রেভিনিউর ক্ষেত্রে গত বছরে আমাদের যে টারগেট ছিল। টেক্স রেভিনিউ সেটাকে আমরা পাঁচ কোটি টাকা বাড়াতে পেরেছি এবং নন্ টেকস্ রেভিনিউ আমরা ৮ কোটি টাকা বাড়িয়েছি। আমাদের রাজ্যে যে সেইল টেকস্ ছিল সেটা ছিল ৯৫টা আইটেমের উপর। কিন্তু আমাদের আগে যেটা ছিল সেইল টেকস্ ৯৫টা জিনিসের উপরে বেড়েছে। কিন্তু ইউনিফর্ম ফ্লোর লুড চালু করতে গিয়ে ১৪৫ টি জিনিস পত্রের উপরে আমাদের টেকস্ বসাতে হচ্ছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের যে টেকস্ ছিল ইউনিফর্ম ফ্লোর রেইট থেকেও কিছু বেশী ছিল বা আমাদের কিছু টেকস্ ছিল যেটা ইউনিফর্ম থেকে অনেক বেশী। এভারেইজ

গেলে পড়ে ইউনিফর্ম ক্লোর রেইট এর মধ্যে দিয়ে বেশ কিছু জিনিস পত্রের টেকস্ বেড়ে যায়। আমাদের সে দিক থেকে টেকস্ বাড়াতে সাহায্য করছে। আমরা বাজেটের মধ্যে প্রথমত যেটা হচ্ছে আমাদের টাকা বাড়ল সেণ্ট্রাল টেক্সেস্, নন প্ল্যান গ্রেপগ্রেগুস্ টেকস্ এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে। আমি বাজেটে এডজাস্ট না করলে কোথায় করব। এই টাকাটা কিভাবে এডজাষ্ট করব এই বাজেটের মধ্যে। আমাকে আনতে হয়েছে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট। কোন বিকল্প নাই। এখন নগেন্দ্রবাবু যেটা বলেছেন অনেকগুলো দপ্তরে আমরা টাকা কমিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ এটা তো গোপন করার কিছু নেই। যেমন দরুন আমাদের সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের মধ্যে সব চেয়ে প্রধান জিনিসট কি আমরা এখানে করছি। আপনারা লক্ষ করবেন যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের মধ্যে যে বইটা করেছি এক দিকের পাতায় আছে কি কারণে এনেছি এবং আরেক দিকের পাতায় সেখানে কই দেওয়া আছে। তাতে প্রথমত যেটা হচ্ছে এলিভেন্থ ফিনান্স কমিশনের চুড়ান্ত রিপোর্ট যখন বের হয় তখন আমরা দেখলাম আমাদের সেলারী হেড যে গুলো প্ল্যান ছিল ফিনান্স কমিশন এগুলো কোনটাই বাজেটের মধ্যে করেননি। এবং সে কারণে আমাদের প্ল্যানের একটি বড় এমাউণ্ট-এর টাকা .......

**শ্রীনগেন্দ্র জয়াতিয়া ঃ** মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রীকে একট অনুরোধ করব, যে আপনি যেটা পেয়েছেন ৯১ কোটি টাকা, এটাতো ১৩৪ কোটি টাকা উদ্বৃত্তে ছাড়িয়ে যেতে পারেন না। আপনি ৭৫ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত এনেছেন, এই ৯১ কোটি টাকা বাড়ার ফলে ১৩৪ কোটি টাকা পেরিয়ে আরোও ৭১ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত আনলেন। অতএব মূল কথা খরচ কমানো হয়েছে। কোন কোন খাতে খরচ কমানো হয়েছে এটাতো আপনি সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে আনতে পারতেন। এটা কেন উল্লেখ করা হয় নাই?

**শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ**—আসছি তো আপনি এইভাবে চেচাঁছেন কেন। আমি তো বলেছি সেই কথাটার উত্তর দেব। আমরা এটা বলার জন্য এসছিতো। আমাদের এই টাকাটার মধ্যে প্রথমত যে টাকাগুলো আমরা পাই তাতে আমরা যেটা করছি এলিভেন্থ ফিনান্স কমিশনের রিপোর্টটা বের হলে দেখা গেল প্ল্যানস্ যেটা সেলারী হেড ছিল সেটা ফিনান্স কমিশন সেটা আমাদের জন্য করেননি। এবং প্ল্যানের মধ্যে এটা রেখে গেল। তাতে দেখা যায় সিক্সথ্ প্ল্যান, সেভেনথ্ প্ল্যান এমনকি এইট প্ল্যানে সেলারী হেডে প্ল্যানের যে টাকা ছিল সেটা অত্যন্ত ছোট হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাজ করার জন্য অসুবিধা হয়। সেই অসুবিধা থাকা সত্বেও আমরা এই সিদ্ধান্তে আসছি। সেলারী হেডে যে টাকাটা আছে আমরা সেটাকে নন সেলারীতে নিয়ে যাব। এই নন সেলারী টাকা কোন দিন প্ল্যানিং কমিশন বা অন্য কেউ করে না। এটা আমাদের নিজের দায়িত্ব নিয়ে করতে হচ্ছে। আমরা সেখানে করতে সবটাই পারিনি, কিন্তু এখনো বেশ কয়েকটি দপ্তরে আমরা এটা

সেই প্ল্যান হেডের টাকাটা ছিল সেটা একটি ভাল অংশ কে এখন প্ল্যানে ডাইভার্ড করছি, যদি সামনের ফিনান্স কমিশনে এই কমিশন থেকে টাকা পেতে আমাদের যেন কোন অসুবিধা না হয়। এবং সেই জায়গার মধ্যে বলা যায় ৯৫ কোটি আমাদের বাজেটের প্রায় অতিরিক্ত লাগবে। এই নন সেলারী খরচটা এখানে বেড়ে যাবে। কিন্তু আগামী বছর থেকে নন প্ল্যান আমাদের ১০০ কোটি টাকা খচর এর মধ্যে বেড়ে যাবে। আমাদের যেটা কমাতে হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের বেশ কিছু টাকা আছে যেটা আমরা লোন হিসাবে পাই। যে প্ল্যানের মধ্যে দেখানো হয় বিভিন্ন স্কীমে এ, বি, পি, ডি, এ, পি, নাভার্ড এই সমস্ত টাকাগুলো আমরা পাই। সেই টাকার মধ্যে আমাদের গতবার যেটা ছিল এর আগের বার ৬০ কোটি টাকা তারা দিয়েছে। আমরা সেগুলো বিভিন্ন দপ্তরকে দিয়েছি।

এখন এ,আই,বি,পি এর নিয়ম হচ্ছে খরচ না হলে পরে পরবর্তী এলটম্যান্টের টাকা তারা মকুব করে না। আপনারা দেখবেন যে আমরা এই ওয়াটার রিসোর্স-এর টাকা আমরা খরচ করতে পারলাম না, এর মধ্যে গত বছরের আগের বছর যে টাকা পেয়েছিলাম. মানে এই অর্থ বছরের আগের অর্থ বছরের আগে আমরা ৬০ কোটি তার মধ্যে আমরা ভাগ করে নিয়েছিলাম, ওয়াটার রিসোর্স, এগ্রিকালচার, এ,ডি,সিকে এবং আর.ডি, ডিপার্টমেন্টকে দিয়েছিলাম। এটা এক বছরের মধ্যে ইনফ্লোয়েশান্ দিতে পারে। একমাত্র ওয়াটার রিসোর্স যে টাকাটা পেয়েছিল তার ইউটিলাইজেশান্ দিয়েছেন। সুতরাং সেই বছরেও আমরা লোন মানি ড্র করিনি। আমরা যতটুকু খরচ করতে পারছি ততটুকু ড্র করছি। আমাদের জন্য ৩০ কোটি টাকা আছে এটা কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে. কারণ এই লোনের টাকা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কোন আপত্তি নেই। ৭৫ পার্সেন্ট লোন মানি, ২৫ পার্সেন্ট আমাদের ষ্টেটকে শেয়ার দিতে হয় এই টাকার জন্য। আমরা আবার আমাদের জন্য ৩০০ কোটি টাকা রেখেছিলাম, বলেছিল দরকার হলে আরও দেব। এই ইরিগেশান্ স্কীমে টাকা কার্যকরী করে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। আমরা এই পর্যন্ত ১৪ কোটি টাকা পেয়েছি, ষ্টেট শেয়ার দিলে হয়ত এটা আরও বাড়বে। ৩০ কোটি টাকা আমরা সবটা শেষ করতে পারছি না, স্বাভাবিক কারণে আমরা সবটা লোন নেব না। আনলেই এটা লোন হিসাবে আসে। এবং সবটা টাকাই আমাদের দিতে হচ্ছে। সুতরাং আমরা সেই কারণে সবটা টাকা নেইনি। সুতরাং যেটা আমরা নেব না এটা আমরা বাদ রাখছি। ঐখানে কেন কমন রিসোর্স এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখবেন যে অন্যান্য যে টাকাগুলি আমাদের পাওয়ার কথা ছিল বা নেওয়ার কথা ছিল, এই সবটা আমরা নেইনি সেই টাকাগুলি এখানে যখন আমরা সাপ্লিমেন্টারী বাজেট্টা করি, সেই টাকার মধ্যে এডজাষ্ট করেছি। এফ,ই ক্ষেত্রে ১৫ কোটি টাকা ছিল, সেটা লোন হিসাব নেই, এটা পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের উপর নির্ভর করে। আমাদের বাজেট্টা সাবমিট্ করার পরে ই,এফ,ই ক্ষেত্রে আমরা এখনো কোন

টাকা পাইনি। কিন্তু গতবারের বাজেটের মধ্যেও ছিল ই,এফ,ই, আমাদের বাজেট যখন করেছি তখন আমরা দেখিয়েছি, কিন্তু এখানে আমরা কোন টাকা পাইনি। তো এটা আমাদের টোট্যাল থেকে মাইনাস করতে হচ্ছে। আমাদের কথা ছিল আমরা নাবার্ড থেকে বিভিন্ন স্কীমে আমরা দেখিয়েছি ২২ কোটি টাকা নেব, কিন্তু এই অর্থ বছরে আমরা সব টাকা নাবার্ড থেকে নেইনি। শুধু লোনের টাকা, আমরা যখন খরচ করতে সক্ষম হই তখন নেই এবং যে কারণে আমরা যে বাজেট্টা করেছিলাম সেই জায়গার মধ্যে আমরা যখন এই বাজেট পাশ করে দেই তার মধ্যে ৪০ কোটি টাকা বললাম আমাদের যেটা প্লেনে ছিল নন্ প্লেনে ডাইভার্ট করেছি। সেটাকে আমাদের বিভিন্ন দপ্তরের পোষ্টগুলি নন্ প্লেনে আমরা ডাইভার্ট করেছি। সেই জন্য অনেকে বলেছেন ৪৩টি দপ্তর সবটার মধ্যে এই রকম করলেন। তোকটি ক্ষেত্রে দেখবেন এই ৪৩টি ডিপার্টমেণ্টের অধিকাংশ ক্ষেত্র হচ্ছে সেলারী, যেটা প্লেনে এনেছিল এটাকে আমরা নন্ প্লেনে দেখিয়েছি এই টাকাটাকে ডাইভার্ট করেছি, আগামী দিনে রাজ্যের বেয়াজ কমিশনের কাছ থেকে যাতে টাকা পেতে কোন অসুবিধা না হয়। আমরা জানি এটা আমাদের পক্ষে ঝুকি এবং এই ঝুকি হলে পরেও যে সমস্ত দপ্তরের পোষ্টগুলি প্লেনে যেটা ছিল নন্ প্লেনে ডাইভার্ট করেছি, সেইজন্য আমরা এইগুলিকে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের মধ্যে রেখেছি। দ্বিতীয়ত যেটা আমরা এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের মধ্যে দেখিয়েছি যে টাকা আমাদের কাছে লোন হিসাবে বরাদ্দ করেছিল আমাদের এখানে প্ল্যানিং পরিষদ। কিন্তু এইগুলি আমরা নেই নি। যেহেতু আমরা নেব না এটাকে আমরা ঠিক করেছি লোন মানি। সেইগুলিকে আমরা বাজেট থেকে এনে ঢুকিয়েছি, এই টাকাগুলি লোন মানি যেটা ছিল আমরা আনি নি। এইসব করে আমাদের প্রায় ধরুন এই প্ল্যান থেকে নন্ প্ল্যানে যেটা ডাইভার্ট করেছি ৪০ কোটি এটা বাদ দিলে পরেও ই,এফ,ই, নাবার্ড এই ধরণের প্রায় ১১৭ কোটি টাকা এটা লোন মানি হিসাবে ছিল। আমরা সেই টাকাগুলি গ্রহণ করিনি। আজকে যারা এ,আই,বি,পি নাবার্ডের টাকায় স্কীম রিপেয়ার করে, এইগুলি আমরা জানি। সেই জন্য সেই দপ্তরের টাকা আমরা বাদ দিয়েছি। আমরা যেগুলি নেব না, আমরা দরকার হলে পরে আগামী বছর নিতে পারব। এই রকম কোন অসুবিধা নেই। একটা প্রজেক্ট দিলে পরে, প্রজেক্ট সাবমিট করলে পরে প্রজেক্টের এগিনেষ্টে এই টাকাগুলি পাওয়া যায়। আমরা যেহেতু এই বছর খরচ করছি না সেই কারণে আমরা আমাদের বাজেটের মধ্যে ও শো করি নি? মাননীয় সদস্যরা এর মধ্যে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, এখানে আমি সবগুলি দিতে যাচ্ছি না। প্রথমত এনেছেন পি,এল এ, আমি যতটুকু জানি এটা পি,এ,সিতে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে আমরা পি,এল,এ টাকা ৩ বছর রাখার জন্য আমরা মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত করেছি। এবং ৩ বছরের আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকা এক্সটেণ্ড করেছি। সেইগুলি নিয়ে মাননীয় সদস্য রতনবাবু বলেছেন, শ্যামাচরণবাবু তুলেছেন. আপনাদের আলোচনায় এসেছে সেখানে এ,জি তার বক্তব্য জানিয়েছেন। পি,এল,এ রাজ্য নিজে করতে পারবে না।

এ জি র অভিমত নিয়ে করতে হয়। কোন অফিসারের বিরোদ্ধে পি এ ল এ হবে সেই পি এল এ, এ জির অনুমতি নিয়ে আমরা করি। কেন এটা আমাদের করতে হয়, গত এই যে ৩০শে মার্চ সেন্ট্রাল গর্ভমেন্ট তার কোন স্কীম এ টাকা রিলিজ করে এটা নিশ্চয় এটা মার্চের টাকা। এই টাকা ৩১শে মার্চের বাজেট খরচ করা যাবে? ধরুন ফেব্রুয়ারীতে কোন টাকা দেয় কয়েক কোটি টাকা দিয়ে দেয়, আমি এই টাকা এক মাসের মধ্যে খরচ করতে পারব। আমি মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞেসা করতে চাই এই যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের টাকাটা বছরের শেষে আসে, এই এখানে রাজ্য সরকারকে দেয় খরচ করার জন্য দেন, তখন আমাদের কাছে একটাই পথ আছে, তাহলে টাকাটা ফেরত দেব। নতুবা এ জি র এর নির্দ্দেশ মত পি এল এ দিলে সেই টাকা কে আমরা সেইভ করব। সেই টাকা কি আমরা রাজ্যের হতে রেখে দেব। এই টাকা আমরা দেব না। টাকাটা আমরা মূলত পি এল এ রাখি। আপনারা জানেন, এই টাকা যখন সেন্ট্রাল গর্ভণমেন্ট দেয় বা পি এল এ খোলার জন্য সেন্ট্রাল ট্রেজারীর রুল আছে। সেন্ট্রাল টেজারীর মধ্যে এই কথা পরিস্কার বলা আছে, এই টাকা ব্যয় করার জন্য রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নিতে পারে। এই টাকা যথা সম্ভব খরচ হওয়া উচিত। ছয় মাসের মধ্যে খরচ করতে পারলে ভাল, তা না হলে অফিসারদের কাছে এই টাকা জমা থাকে। এছাড়া আরো অন্য টাকা আসে, আমি মাননীয় সদস্যদের সঙ্গে একমত। এই অফিসারদের আরও বেশী চাপ সৃষ্টি করা উচিত যত শীঘ্র সম্ভব পি-এল এর যে টাকা আছে কাজের জন্য তারা তুলে রাখেন। টাকা যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরচ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এটা করা উচিত। এমন কিছু স্কীম থাকে আমরা চেষ্টা করলে পরে ছয় মাসের মধ্যে করতে পারি। নানা অসুবিধা থাকে। রাজ্য যে টাকাটা পেল এই টাকাটা যাতে ফেরত না যেতে পারে। সেই টাকা যাতে আমাদের রাজ্যে মধ্যে ব্যয় করতে পারি তার একটা গ্যারান্টি তৈরী করা যাবে। আমি আপনাদের সঙ্গে একমত আমরা তিন বছর করছি বলে তিন বছর একটা অফিসারের হাতে রাখাটা ঠিক না। যত শীঘ্র সম্ভব এই টাকাটা খরচ করা দরকার। সেই টাকাটা আরও কিভাবে উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা যায় সেই দিকে সরকারকে নিশ্চয় নজর দিতে হবে। এই নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। দ্বিতীয়তঃ যেটা সি এম সেক্রেটারী সম্পর্কে হঠাৎ করে তার ৩৯ লক্ষ টাকা বাড়ানো কেন এই রকম সি এম সেক্রেটারীর জন্য টাকা বাড়ানো নিশ্চয় মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গে যখন এই প্রলয়ংকরী বন্যা হয়। এখান থেকে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

গুজরাটে ভূমিকম্প হল আমাদের কাছে তো আগে থেকে ধরা ছিল না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল থেকে ২৫ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে। তারপরে আপনারা ভাল করে জানেন যে, উগ্রপন্থীদের হাতে যে সমস্ত লোক আক্রান্ত হয় বিশেষ করে গুলিবিদ্ধ যারা হয়, কি সরকারী পুলিশ অথবা পাবলিক তাদেরকে কলকাতায় নিয়ে চিকিৎসা করাতে হয়। সেখানে শুধু ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকার মধ্যে

হয় না। অনেকের জন্য অনেক বেশী টাকা আমাদের খরচ করতে হয় এবং সেখানে কয়েক লক্ষ টাকা আমাদের খরচ করতে হয়েছে এবং এইসব টাকা সি,এম রিলিফ ফাণ্ড থেকে মিটানো হয়। সেই কারনে এই বৎসর পশ্চিমবাংলার বন্যাত্রাণ, গুজরাটে ২০ লক্ষ টাকা এবং উগ্রপন্থীদের আক্রমণে যারা গুলিবিদ্ধ হয়েছে এই সমস্ত চিকিৎসার জন্য যে অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে হয়েছে সেটাই এখন এই সেক্রেটারায়েটের টাকাই খরচটা করছেন। সেটাকে বাজেটের মধ্যে এডজাষ্ট করা হয়েছে। খরচের টাকা এখানে রেগুলারাইজ মানি তার অনুমোদন নেওয়া হয়েছে মাননীয় সদস্যগণের কাছ থেকে। মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ যে প্রশ্নটা তুলেছেন যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট হয়ে গেলে তারপরেও দেখা যাচ্ছে বাজেটকে অতিক্রম করে আরো বাড়তি টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। এই রকম তো হয় কিছু হয় না তা না। ধরুন আমরা আজকে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পড়ছি আপনারা তো জানেন মার্চের শেষ কয়েকটা দিন কি করে কাটাতে হবে বা কোন একটা পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে টাকাটা আমরা বাজেটের মধ্যে বা সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের মধ্যে রেখেছিলাম তার মধ্য থেকেও কিছু টাকা বেশী খরচ হয়ে যাচ্ছে। সেই অল্প কিছু টাকার জন্য কাজটা আটকে রাখা যায় না। একসেস্ কিছু খরচ হতে পারে। একসেস যদি খরচ না হয় সেই সম্পর্কে আমরা খুব সতর্ক থাকার চেষ্টা করি যাতে কোন এক্সেস না হয়। তারপরেও কিছু কিছু এক্সেস হয়। এটা শুধু আমরা কেন রাজ্যে সরকার বামফ্রণ্ট সরকার আছে বলেই হয়না সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টেও হয়। অবশ্য এমন কোন সরকার বোধ হয় থাকে না, যাদের এইরকম এক্সেস কিছু খরচ হয় না এবং এক্সেস যেটা খরচ হয় বাজেটের বাইরে নিয়ম হচ্ছে সেটাকে বিধানসভায় এনে সেটাকে রিপ্লেস করতে হয়। এটা আছে আমাদের এই ধরণের এক্সেস কিছু করা হয় এইবারও চেষ্টা করেছিলাম আমরা সবটা করতে পারিনি বলে এইবার আনিনি বিধানসভায়। যেটা এক্সেস খরচ হয়েছে এ. জি এবং অন্যান্য সবাই বসে যেটাকে ফাইণ্ড আউট করেছে ইভেন কি পি,এ,সি র তারাও দেখেছেন তারা ভেরিফাই করেছেন। এই ধরণের যে সমস্ত এক্সেস একস্পেণ্ডিচার বাজেট বহিঃর্ভূত বাজেটে ছিল না। কিন্তু বৎসরের একটা সময়ের মধ্যে কিছু হয়ে গেছে নিশ্চয়ই আমরা এসেম্বলীতে নিয়ে আসব। এসেম্বলীতে নিয়ে আলোচনা হবে এবং নিশ্চয়ই সবার কাছ থেকে সেই সমস্ত জায়গাগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই অনুমোদন নেওয়া হবে।

এছাড়া মাননীয় সদস্য ধারাবাহিকভাবে ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট বা ফিনান্সের কোন রকমের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যেমন খুশী সেইভাবে বলার চেষ্টা করছে। তথ্য দিয়ে অনেকগুলি দেখানোর চেষ্টা করলেন বিভিন্ন সময়ে এসেম্বলীর মধ্যে এটা হয় না সেটা হয় না অনেকগুলি তথ্য মাননীয় রতনবাবু এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। প্রথমত ফিনানন্সিয়াল কণ্ট্রোল বলতে কি বুঝেছেন আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু এই টাকা পয়সা বিভিন্ন দপ্তরকে আমরা যে দিচ্ছি বা খরচ করছি সেইগুলি তো আজকে একটা দিক হচ্ছে নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আছেন আমরা সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং বাকি সমস্ত রকমের চেষ্টা আমরা করব।

আমাদের প্ল্যান পরিকল্পনা সেইগুলি সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা সবই আমাদের সামনে তোলা হয়েছে এই হাউসের সমস্তগুলি উত্থাপন করা হয়েছে সেইগুলিকে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং খরচগুলিকে আরো চেকআপ করতে হবে। ফিনান্স দপ্তর ইতিমধ্যে আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি যে আমরা অডিট ডাইরেক্টরিয়েট রাখব। সরকারের এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। বিশেষ করে পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত বা আজকে জেলা পরিষদ বা সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ইণ্টারনেট এ,জি, মূলত সব বিষয়ে দেখাশুনা করে তারাই অডিটগুলো করেন। কিন্তু এ,জির যে এখানে মেসিনারিজ সবকিছু তারা কোন্ অবস্থায় ডিটেলস্ করে উঠতে পারে না। এ,জি, র সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা যদি এই বিষয়টাকে আরো স্টীমলাইন করতে পারি, বিভিন্ন সময়ে দপ্তরের খরচের টাকা পয়সা যেগুলো আছে সেগুলি ঠিকমত হয়েছে কিনা আমরা ইতিমধ্যে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি। আমরা আশা করছি আগামী বৎসরের প্রথম দিক থেকে এই অডিট ডাইরেক্টর যাতে তারা ফাঙ্কশানিঙ্গ ষ্টেইজে আসে সেই সমস্ত দিক থেকে আমরা সমস্ত রকমের উদ্যোগ ইতিমধ্যে গ্রহণ করছি। এবং যাতে আমরা এই কাজটা শুরু করতে পারি। এটা রিজনসে রাখা, সতর্ক থাকা তার উপরে নজর রাখা তাতে কোন দ্বিমত নেই। এখানে যখন ৮৮ থেকে ৯২-৯৩ ইং-এ একটা গভর্ণমেণ্ট ছিল এসিউল কণ্ট্রোল কিছু কিছু সবাই জানে মন্ত্রীর নির্দেশে ফিনান্সিয়াল রুলের বাইরে ফিনান্স সেক্রেটারী কাজ করতে চান নি বলে এটাতো সবাই জানেন সুব্রামানিয়ম সাহেবকে তার জন্য কি মূল্য দিতে হয়েছে।

নগেন্দ্র বাবু নিশ্চয়ই ভুলে যান নি তখন তিনি মন্ত্রী ছিলেন। আমি তো জানি না অন্তত আমাদের এখানে যারাই গভর্ণমেণ্টে এসেছে বিধানসভায় ১৯৬২-'৪ সাল থেকে এখানে শুরু হয়েছে টি,টি,সির আমল থেকে। এত বৎসর পর্যান্ত নির্বাচিত সরকারা কাজ করছে। একজন ফিনান্স সেক্রেটারী এবং একজন সিনিয়র অফিসার তারা কিভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। আমরা তো অন্তত সেই অবস্থার মধ্যে নিয়ে যাই নি অন্তত যারা দপ্তরের মধ্যে সেক্রেটারী হয়ে কাজ করছেন তাদের এই অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় না। এই রকম পরিস্থিতি কোন সময় তৈরী হয় নি। এখানে যেগুলি বলেছেন কিছু কিছু দপ্তরের টাকা পয়সা খরচ করা সম্পর্কে আপনারা জানেন একটা আছে "স্বর্ণ জয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা" এই যে টাকা এই টাকা কি। আপনারা তো দেখেছেন আমাদের এখানে ব্যাঙ্কগুলি বিশেষ করে জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি তাদের ভূমিকাটা কি? পি,এম,আর,ওয়াই কয়টা কেইসে টাকা পাই আর কয়টা কেইসএ টাকা পাই না। এখানে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কগুলির সিরিয়াল যেটা হচ্ছে এই বছর মাত্র ২৩ পারসেণ্ট। এখান থেকে মানুষের টাকা রেখে তারা তাদের কাছে জমা দেয়। সেই টাকা তারা রাজের বাইরে নিয়ে যান। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গাইড লাইনে আছে যে ব্যাঙ্কগুলি যে জায়গায় থেকে টাকা সংগ্রহ করবে সেখানে আরও সিক্সটি পারসেণ্ট আবার ডিপোজিট করবে। মানুষের প্রতি ঋণ হিসাবে দেবেন। আমাদের এই ধরণের ব্যাঙ্ক রিলেটেডে যে স্কীমগুলি আছে এই সমস্ত ব্যাঙ্কের

অধিকাংশ স্কীম রূপায়ণের ক্ষেত্রে অন্যতম হচ্ছে ন্যাশন্যালিষ্ট ব্যাঙ্ক। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে আমরা বার বার নিয়েছি। ব্যাঙ্কে যদি না আসে, প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে তারা যদি ভূমিকা পালন না করে তা হবে কি? কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানোর পরও সেখান থেকে কোন ভূমিকা নেন না। আমাদের ব্যাংক অথরিটি যারা আছেন তাদের দৃষ্টিতে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন সেটা বলা হয়েছে। আমরা ইচ্ছা করলেও সেটা সেন্ট পারসেন্ট এচিব করতে পারব। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এটা সম্ভব, এটা তারা করতে পারে। স্বাস্থ্য দপ্তরের ২৪ ঘণ্টা যেটা, সেটার লক্ষ্য হচ্ছে যে একটা মেডিক্যালে খরচ করা যায় কি না। তাতে যে ইনফ্রাষ্ট্রাকচার তৈরী করা যায় সেই ইনফ্রাষ্ট্রাকচার লক্ষ্য রেখে আমরা কাজ করছি। এইবার আমরা দেখেছি বাজেটের মধ্যে আই,জি,এম-এ আরও দুইশ বেড-এর আরও একটা ওয়ার্ড আমরা করছি। মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট নতুন করে হচ্ছে। আমরা সেখানে অসুস্থ মাকে বাচ্চাসহ শুয়ে থাকতে দেখেছি। আমি দেখলাম ছাদ চুইয়ে জল পড়ে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তার ট্রিটমেন্টের এবং অন্যান্য ব্যাপারগুলি নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বলেছি। সব জায়গায় সব কাজ দ্রুত করা যায় না, বা সেই জায়গাগুলির মধ্যে কাজ করতে বিলম্বিত হচ্ছে। এইগুলি যে সমস্ত জায়গা থেকে অভিযোগ এসেছে সেই সমস্ত জায়গায় নেওয়ার চেষ্টা করেছি। কোন জায়গার মধ্যে কোন স্কীম অনেক সময় বাড়ানো হয়। ঠিকমত কাজ করে না, আমরা অভিযোগ পেয়েছি। স্বাস্থ্য দপ্তরকে এই রকম অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় নি যে, মেডিক্যাল আসন নিয়ে একজন মুখ্যমন্ত্রীকে এবং দপ্তরের স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে আমরা করি নি, কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। সি,পি,আই তদন্ত চলছে। মাননীয় সদস্য বার বার বলতে চেয়েছেন। এটা আমি বার বার বলতে চাই না।

এটা কাজের মধ্যে প্রতিফলন হয়েছে। আর গণ্ডাভাড়ার যে কথা বলছেন তার খোঁজ আমি নেব। হয়ত সেখানে পাওয়ার যায় নি। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি লেফটফ্রন্ট আসার পর এটা করছে। ওরা যেসব ট্রাইবেল এলাকায় সব সময় জল পাওয়া যায় সেখানে লিফট ইরিগেশনের কাজ করছে। সেখানে খরচ বেশী, টাকা নেই এসব দেখা হয় না। যেখানেই পাওয়ার গেছে সেখানেই লিফট ইরিগেশনকে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা বলছি, যেখানেই জল পাওয়া যাবে সেখানেই সেচের ব্যবস্থা করব। সেচকে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। আমি দেখেছি, এখানে মাননীয় সদস্য বার বার মৈলাক, কলমছড়া, সোনাইছড়ার কথা বলতে চেয়েছেন। ৯১ সালে ধরেছিলেন, বাজেট বরাদ্দ ছিল এটা বলছেন। আমি মাননীয় সদস্য রতনবাবু, নগেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, ৯১ সালের বাজেট এলোকেশান কি ২০০১ সাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে, আপনারা অনুমোদন করেছেন কিন্তু টাকার জন্য অগ্রসর হতে পারেন নি।

(ভয়েসেস্ ফ্রম উপজাতি যুব সমিতি বেঞ্চ :—এখন তো টাকা উদ্বৃত্ত থাকে) আমরা যাদেরকে দিয়ে কাজ করাচ্ছি সেই এন. পি, সি, সি, এর প্রশংসা এখানে সবাই করেছেন। শ্যামাবাবু করেছেন।

সেই এন, পি, সি, সি, কেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, মৈলাকছড়া, সোনাইছড়া ও করমছড়ায় করার জন্য। সোনাইতে ৩ বছর আগেই উচ্চ হারের রেট দিয়ে কাজ দেওয়া হয়েছে। এত উচ্চ রেটে আমরা আর কোথাও দিই নি। উপজাতি এলাকা বলেই দেওয়া হয়েছে।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া** ঃ—বলেছিলেন, আর্থিক সংকটের জন্য ধরা হয় নি।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ—এটা ভুল বলা হচ্ছে। আপনার আর্থিক সংকটের জন্য হয়ত করতে পারেন নি। কিন্তু টাকার জন্য কাজ বন্ধ থাকছে লেফট ফ্রন্ট আমলে তা হয় নি। আমরা দপ্তর এটা। তাই দায়িত্ব নিয়েই বলছি। এটা আমরা সবাই জানি, এটা উগ্রপন্থী কবলিত এলাকা। তবে সেখানে সব অংশের লোক এসেই বলছেন, তারা এন, পি, সি, সি কে সাহায্য করবে, সব রকমের সহযোগিতা করবে।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া** ঃ—কবে কাজ বরাদ্ধ হয়েছে ?

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ—সোনাই আড়াই বছর আগে। মৈলাক দিয়েছি দুই বছর আগে। এইবার মাটি কাটছে। আর কলমছড়ার কাজ এখনও শুরু হয় নি। রাস্তার জন্য অসুবিধা হচ্ছে। পূর্ত দপ্তরও আমার আন্তারে আছে। পূর্ত দপ্তর সেখানে রাস্তা করে দিয়েছে। এরপরও যদি এন, পি সি. সি, না যায়। তাহলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**শ্রীরতন লাল নাথ** ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন, এন, পি, সি, সি, কে কাজ করতে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা জানি. এন. পি, সি, সি. এ, টি, টি. এফ নেতা রণজিৎ দেববর্মার বাবাকে সাব-কনট্রাক দিয়েছে কাজটা করার জন্য এটা ঠিক কিনা ?

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ—এন, পি, সি, সি, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের আণ্ডারটেকিং। আরো অনেক কোম্পানীই এখানে আছেন। সবাই সাব কন্ট্রাকট দিয়ে কাজ করিয়ে থাকেন। এটা আমরা অস্বীকার করি না। অ্যাকসট্রিমিষ্ট এলাকায় এপয়েন্টমেন্ট দিয়েই কাজ করান হয়। অন্য কাজও হয়। একমাত্র মৈলাকে কিছু কাজ করেছেন। তবে সব জায়গাতেইতো উগ্রপন্থী হতে পারে না।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া** ঃ—তিন জায়গায় পুলিশ ক্যাম্প দেওয়া যাবে না এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

**শ্রীবাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) ঃ—আপনিও গেছেন, শ্যামাবাবুও গেছেন। সব অংশের মানুষই এন, পি, সি, সি, কে বলেছে ওরা সহযোগিতা করবে। উগ্রপন্থী সমস্যা হবে না। এটা আপনারা জানেন। এখন এন, পি, সি, সি, না গেলে সেটা তাদের দুর্বলতা। তবে না গেলে সরকার অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

**শ্রীরতন লাল নাথ ঃ**—আড়াই বছর আগে কাজ দিয়েছেন ? এইভাবে বললে হবে না। মাননীয় সদস্য নগেন বাবু বলেছেন এখানে ক্যাম্প বসিয়ে কাজ করুন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ**—আমরাতো সব জায়গায় সিকিউরিটি দিতে পারব না। পানীয় জলের জন্য একটা ডিপ টিউবওয়েল করতে ২০ দিন সময় লাগে। আমাদের এখন ও, এন জি, সি, রেলের জন্য সিকিউরিটি দিতে হচ্ছে। কাজেই সব জায়গায় সব সময় সিকিউরিটি দেওয়া সম্ভব নয়। একটা বাঁধ তৈরী করতে আড়াই থেকে তিন বছর সময় লাগে। কাজেই সেখানে সিকিউরিটি দেওয়া সম্ভব নয়। আমি বলব সম্প্রতিকালে এই সমস্ত এলাকার জনগণ নিজেরা উদ্যোগী হয়েছেন, তারা নিজেরা এসে এজেন্সীকে নিয়ে যাচ্ছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা যে পেকুয়ারজলা অমরেন্দ্রনগরের অধিবাসীরা তারা নিজেরা এসে দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে ২০০ লোক দাঁড়িয়ে থেকে এজেন্সী কে নিয়ে একটা ডিপ টিউবওয়েল করেছেন। আমরা দেখেছি বিশেষ করে উপজাতি এলাকায় মানুষ আজকে বুঝতে পেরেছেন আজকে তাদের কি সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে তারা উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে যাচ্ছেন। আজকে সেই সমস্ত এলাকার অধিবাসীরা নিজেরা এসে দায়িত্ব নিয়েছেন। ফলে উন্নয়নমূলক কাজগুলি করতে আমাদের সম্ভব হচ্ছে। স্যার, এই আগরতলা পৌরসভা সম্পর্কে এখন কেউ কেউ বলেছেন যে—কংগ্রেস দল আগরতলা পৌরসভা থেকে চলে যাবার পর এখানে কোটি কোটি টাকা নয় ছয় করছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি আগে আগরতলা পৌরসভায় যারা ছিলেন তাদের প্রতি আর্থিক অবরোধ কোন ক্ষেত্রেই করা হয় নি। আমি খুব ভাল ভাবেই জানি যে আগরতলা শহরের ড্রেন পরিস্কারের জন্য আমি তৎকালীন চেয়ারম্যানকে ডেকে নিয়ে ছিলাম। ডেকে নিয়ে আমি বলেছিলাম আপনাদের কত টাকার দরকার আছে। আপনাদের চেয়ারম্যান তো এখনও আছেন, তিনি তো মরে যান নি। উনাকেই জিজ্ঞেস্ করুন না সেই টাকা দেওয়া হয়েছিল কিনা।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ**—স্যার, আমার বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা কথাই বার বার বলেছেন যে ভাউচার যদি না দেয় তাহলে তো টাকা দিতে পারি না।

**শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ**—স্যার, উনিতো আরবান মিনিষ্টার ডেভলাপমেন্ট ছিলেন উনাকেই জিজ্ঞেস করুন না ভাউচার ছাড়া টাকা দেওয়া যায় কিনা। এই আগরতলা শহর এটা আমার আপনার সবার। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী। ( শ্রীজওহর সাহা—আপনারা আর্থিক অবরোধ তৈরী করেছিলেন ) আপনারা আপনাদের চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞেস করুন না উনার কত টাকা দাবী ছিল ? উনাকে ৭০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। এই ৭০ লক্ষ টাকা আপনারা খরচ করতে পেরেছিলেন ? আগরতলা শহরের ড্রেন পরিস্কার করেছিলেন। এক পয়সাও আমরা কম দেই নি। আপনাদের দুর্বলতা ছিল এটা

অস্বীকার করে লাভ কি ? আপনাদের নিজেদের দলটা কি অবস্থায় ছিল ? কে কংগ্রেস, কে তৃণমূল এই নিয়েই ছিল আপনাদের চিন্তা ভাবনা। মানুষের চিন্তা করবেন কখন। সুতরাং দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি, কাজ করতে পারেন নি, নিজেদের দূর্বলতা ছিল সেটা স্বীকার করুন। এখন যে দল পৌরসভায় ক্ষমতায় এসেছে তারা কাজ করতে চাইছে. তাদের টাকা পয়সার প্রয়োজন হলে টাকা যে ভাবেই হোক আমরা ব্যবস্থা করব। এবং সেই ভাবেই টাকার বাবস্থা করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্য রতন বাবু তো বাজেটটি ডিটেইলস পড়েছেন। আপনারা বলুন ত্রিপুরা রাজ্যে কত ছেলে কলেজে ভর্ত্তী হতে পারে নি, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একজনও হয় নি। আমাদের সরকারের সিদ্ধান্ত আছে যারা ভর্ত্তী হতে পারবে না ডাইরেক্টরেটে প্রেয়ার করবে। সরকার নিজে উদ্যোগ নিয়ে তাদের ভর্ত্তীর ব্যবস্থা করবেন। যাতে কোন ছেলেকে শিক্ষার দরজা থেকে ফিরে না আসতে হয় সেই দিকে আমাদের সরকার সব সময় নজর রাখছেন। আপনাদের আমলে কয়টা কলেজ ছিল আর এখন কয়টা হয়েছে ? কলেজ আরও করতে পারলে ভাল হত এবং আরও কলেজ করা হবেও। আপনাদের মত মিথ্যা তথ্য বামফ্রন্ট দেয় না। বামফ্রন্ট মিথ্যা তথ্য, মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে কাজ করে না। যেটা আমরা করতে পারি, সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব সেই কাজটা আমরা বাজেটের মধ্যে রিফ্লেক্ট করি, আমাদের বক্তব্যের মধ্যে রাখি এবং সেটাই আমরা রূপায়িত করি। সে দিক থেকে সবটা নজরের মধ্যে রেখে মাননীয় সদস্যদের বলব সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মধ্যে যা রাখা হয়েছে সেটাকে অনুমোদন দেবেন। এটা কোন ব্যাপার নয়, যা ছিল সেই সবটাকে এডজাষ্ট করে এখানে করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— এই সভা আগামী ১২ই মার্চ ২০০১ ইং, সোমবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।

## PAPER'S LAID ON THE TABLE
## ( Questions and Answers )

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question No. 245
Name of the Member :—Smt. Baijanti Kalai,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

### প্রশ্ন

১। জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত কল্যাইছড়ার পয়াপাড়ায় পানীয় জল সরবরাহের সুবিধার জন্য সরকার কর্তৃক কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা, এবং

২। নেওয়া হলে কবে নাগাদ তা কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

### উত্তর

১। ১৯৯৯-২০০০ ইং সালে জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত কল্রাইছড়ায় একটি স্যানীটারী ওয়েল খনন করা হয়েছে। কল্রাইছড়ার পয়াপাড়া উপজাতি জেলা পরিষদের অন্তর্গত। তাই পয়াপাড়ায় পানীয় জলের সুব্যবস্থা করার জন্য টি,টি,এ,ডি,সির এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

২। অতি সত্বরই।

**Admitted Starred Question No. 253**

**Name of the Member :—Smt. Sandhya Rani Deb Barma,**

**Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—**

### প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, তুলাশিখর (রাজনগর) পি. এইচ, সি. দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় বাজার সহ সমস্ত এলাকার গ্রামে খাওয়ার জলের সমস্যা আছে ?

২। যদি সত্য হয়, তাহলে কবে নাগাদ সেখানে জলের সমস্যা সমাধান করা হবে ;

৩। ইহাও কি সত্য যে, ঐ এলাকায় দীর্ঘদিন পূর্ব্বেই একটি ডিপটিউবওয়েল খনন করার পরিকল্পনা ছিল ? এবং

৪। সত্য হলে, অতি সত্বর তথায় একটি ডিপটিউবওয়েল খনন করা হবে কি না ?

### উত্তর

১। ইহা সত্য নয়। ঐসব স্থানে পানীয় জলের সমস্যা নাই।

২। প্রয়োজন নাই।

৩। না, ঐ এলাকায় দীর্ঘদিন পূর্ব্বেও কোন ডিপটিউবওয়েল খনন করার পরিকল্পনা গ্রামোন্নয়ণ দপ্তরে ছিল না।

৪। প্রয়োজন নাই।

**Admitted Starred Question No. 256**

**Name of the Member :—Shri Jawhar Saha**

**Will the Hon'ble Minister-in-charge of of General Administration (P & T) Department be pleased to state ;—**

প্রশ্ন

১। বহিঃরাজ্যে অবস্থিত ত্রিপুরা ভবনগুলিতে বিভিন্ন পদমর্যাদাপ্রাপ্ত অফিসার পোষ্টিং-এর কোন নিয়মনীতি আছে কি না ?

২। কি কি গুণাবলী ও নিয়মনীতির ভিত্তিতে উক্ত ভবনগুলিতে অফিসার পোষ্টিং দেওয়া হয় ?

৩। ইহা কি সত্য বর্তমানে দিল্লী ত্রিপুরা ভবনে একই অফিসারকে বিভিন্ন সময়ে তিনবার পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে ? এবং

৪। যদি সত্য হয় তাহলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হঁা।

২। টি,সি,এস ক্যাডার সিডিউল অনুসারে টি,সি,এস গ্রেড-১ অফিসারদের জয়েন্ট রেসিডেন্ট কমিশনার হিসাবে এবং টি,সি,এস গ্রেড-২ অফিসারদের ডেপুটি রেসিডেন্ট কমিশনার হিসাবে উক্ত ভবনগুলিতে পোষ্টিং দেওয়া হয়। এছাড়া রেসিডেন্ট কমিশনার পদে আই,এ,এস অফিসার পোষ্টিং দেওয়া হয়।

৩। হ্যাঁ।

৪। কারণ একাধিকবার পোষ্টিং দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রশাসনিক বাধা নাই।

Admitted Starred Question No. 279

Name of the Member :--Shri Bindu Ram Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture (Horticulture and Soil Conservation) Department be please to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে জম্পুই পাহাড়ে ব্যাপকভাবে কমলা গাছ মরে যাচ্ছে ?

২। সত্য হলে কমলা গাছ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না ?

উত্তর

১। ব্যাপকভাবে কমলা গাছ মরে যাচ্ছে ইহা সত্য নয়, তবে জম্পুই পাহাড়ে কিছু কিছু কমলা গাছ রোগাক্রান্ত হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে।

২। কমলা গাছ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 280

Name of the Member :—Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। এটা কি সত্য যে সিপাহীজলা চিড়িয়াখানায় বিভিন্ন বন্য প্রাণী যত্নের অভাবে মারা যাচ্ছে।

২। যদি সত্য হয় তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্নই উঠে না।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-starred Question No. 5

Name of the Member :—1) Shri Kajal Ch. Das, 2) Shri Ratimohan Jamatia, 3) Shri Samir Deb Sarkar 4) Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of General Administration ( P & T ) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ২০০০ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট শূন্য পদের সংখ্যা কত (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব) ?

২। তন্মধ্যে কতটি তপঃ উপজাতি, তপঃ জাতি এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীদের জন্য সংরক্ষিত শূন্য পদের সংখ্যা কত ?

৩। উপরিউক্ত শূন্য পদগুলি কবে নাগাদ পূরণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। }
২। } তথ্য সংগ্রহাধীন
৩। }

Admitted Un-Starred Question No. :–32

Name of the Members :– Shri Billal Mia,
Shri Dipak Kr. Roy,
Shri Jawhar Saha,

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state :–

## প্রশ্ন

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও টেকনিক্যাল বেকারের সংখ্যা কত?

২। তার ভিতর সারা রাজ্যে মুসলিম বেকার-এর সংখ্যা কত? এবং

৩। শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও টেকনিক্যাল বেকার থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য কোন রিজার্ভেশান করা হয় কিনা?

৪। ২০০১ ইং সনের ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত রেজিষ্ট্রীকৃত বেকার যুবক যুবতীদের মধ্যে কতজন শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীর চাকুরীর বয়সসীমা অতিক্রান্ত হয়েছে (জেলা ভিত্তিক হিসাব)

৫। উক্ত সময়ে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তারের সংখ্যা কত?

## উত্তর

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে নথীভুক্ত শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও টেকনিক্যাল বেকারের সংখ্যা মোট ৩,৩৮,৮৭০ জন তন্মধ্যে শিক্ষিত ১,১৪,৪৯২ জন অর্ধশিক্ষিত ২,১৪,৭৭৯ জন ও টেকনিক্যাল ৯,৫৯৯ জন

২। তার ভিতর মুসলিম বেকার-এর সংখ্যা হল ১১,০৯১ জন।

৩। বর্তমানে ঐ ধরণের কোন পরিকল্পনা নেই।

৪। ২০০১ ইং সনের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১৮,৫২২ জন শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীর চাকুরীর বয়স সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে।

(জেলাভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ)।

ক) পশ্চিম ত্রিপুরা ৮,১২৯ জন (যুবক ৪,৮৭৮—যুবতী—৩৫৫১ জন)

খ) দক্ষিণ ত্রিপুরা ৬,৯৮২ জন (যুবক ৩,৯৯৫—যুবতী - ২,৯৮৭জন)

গ) উত্তর ত্রিপুরা ১,৬৯০ জন (যুবক ১,০০৪—যুবতী - ৬৮৬ জন)

ঘ) ধলাই ১,৭২১ জন (যুবক ১,০৩১—যুবতী— ৬৯০ জন)

৫। উক্ত সময়ে নথীভুক্ত বেকার ইঞ্জিনিয়ার ১,১৬৪ জন (ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার—৬৫০ জন ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ার ৫০৮ জন, এবং পোষ্ট গ্রেজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ৬ জন)

ডাক্তার ১২৩ জন। (এম বি, বি, এস—৪৮ জন, বি, ডি, এস—১৫ জন, বি, এইচ, এম, এস/ বি, এম, এস ৪১ জন, বি, এ, এম, এস—৫ জন এবং বি, ভি, এস—১৪ জন)।

Admitted Un-Starred Question No. 37

Name of the Members :—1) Sri Prakesh Ch. Das,

2) Sri Kajal Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the General Administration (SA) Department be pleased to state :–

প্রশ্ন

১। দেশের বিভিন্ন স্থানের ত্রিপুরাভবন গুলিতে নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মচারী কোথায় কতজন রয়েছেন (নাম ও পদবি সহ) ;

২। উক্ত ভবনগুলির অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের জন্য রাজ্য সরকারের কোন উদ্যোগ রয়েছে কিনা এবং

৩। থাকলে কবে নাগাদ করা হবে এবং

৪। করা না হলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরাভবনগুলিতে কর্মচারীর সংখ্যা—১২৩ জন। তাহা নিম্নরূপ :—

| | দিল্লী | কোলকাতা | গৌহাটি | চেন্নাই | |
|---|---|---|---|---|---|
| নিয়মিত — | ২৬ | ২৮ | ৯ | 0 | |
| অনিয়মিত — | ১২ | ৩৭ | ৭ | 8 | |
| | ৩৮ | ৬৫ | ১৬ | 8 | =১২৩ |

**Name and Designation of the Staff of Tripura Bhavan as follows :–**

(A) CALCUTTA

| Name | Designation |
|---|---|
| 1. Shri Mrinal Kanti Chattopadhyay | Accounts Clerk |
| 2. Shri Khokan Bhattacharjee | U. D. Assistant |
| 3. Shri Badal Kr. Das | L. D. Clerk |

| | Name | Designation |
|---|---|---|
| 4. | Shri Sadananda Giri | Driver |
| 5. | Shri Sasadhar Das | Bearer |
| 6. | Shri Ranjit Nath | Bearer |
| 7. | Shri Sukhdeb Nayek | Sweeper |
| 8, | Shri Rajkishore Nayek | Sweeper |
| 9. | Shri Hiran Misra | Darawan |
| 10. | Shri Prem Bhadur Thapa | Night Guard |
| 11. | Shri Nakul Routh | Gardener |
| 12. | Shri Naru Gopal Bhuya | Cook |
| 13. | Shri Santi Gopal Banik | Darawan |
| 14. | Shri Barendra Kr. Giri | Bearer |
| 15. | Shri Naresh Babu Balmiki | Masalchi |
| 16. | Shri Rabindra Nath Hansda | Peon |
| 17. | Shri Pentu Kr. Maity | Bearer |
| 18. | Shri Basudev Bearer | Protocol Attendant |
| 19. | Shri Krishna Kanta Misra | Chowkider |
| 20. | Shri Harendra Ch. Bhakta | Cook |
| 21. | Shri Hrishikesh Das | Bearer |
| 22. | Shri Dulal Ch. Das | Bearer |
| 23. | Shri Umesh Das | Bearer |
| 24. | Shri Mohan Chand Halder | Masalchi |
| 25. | Shri Ganesh Ch. Nayek | Sweeper |
| 26. | Shri Krishnendu Das | Bearer |
| 27. | Smti Mallika Guin | Peon |
| 28. | Shri Dhruba Bhttacharjee | Peon |

NAME OF DRW/CONTG. WORKERS

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Shri Satya Ranjan Das | DRW Bearer |

| | Name | Designation |
|---|---|---|
| 2. | Shri Tulsi Chettri | DRW Bearer/Attendant |
| 3. | Shri Abdul Gani Mollah | DRW Bearer |
| 4. | Shri Ajoy Kr. Maity | DRW Bearer |
| 5. | Shri Krishna Prasad Bhakta | DRW Bearer |
| 6. | Shri Nil Ratan Das | DRW Bearer |
| 7. | Shri Bijoy Bar | DRW Bearer |
| 8. | Shri Gautam Pal | DRW Bearer |
| 9 | Shri Gopal Ch. Molay | DRW Bearer |
| 10. | Shri Rabindra Nayek | DRW Sweeper |
| 11. | Shri Chiranjib Chakraborty | DRW Bearer |
| 12. | Shri Shiba Prasad Behara | DRW Bearer |
| 13. | Shri Ashim Deb | DRW Bearer |
| 14. | Shri Subhas Das | DRW Sweeper |
| 15. | Shri Partha Sarathi Banik | DRW Night Guard |
| 16. | Shri Niranjan Bhuya | DRW Bearer |
| 17. | Shri Aahish Chakraborty | DRW Bearer |
| 18. | Shri Madan Mohan Darai | DRW (Mashalchi-cum-Cook) |
| 19. | Shri Rabindra Bhadra | DRW Attendant |
| 20. | Shri Sujit Choudhury | DRW Attendant/Bearer |
| 21. | Shri Dhahanjoy Naiya | DRW Sweeper |
| 22. | Smti Manda Begam | DRW Class-IV |
| 23. | Shri Amiri Roy | DRW Driver |
| 24. | Shri Bhagabat Shahu | DRW Cook |
| 25. | Shri Apurba Mandal | DRW Carpenter |
| 26. | Shri Ranjit Sarkar | DRW Elec/Pump Operator |
| 27. | Shri Bivakar Sarma | DRW Care-Taker |
| 28. | Shri Ramesh Das | DRW Cook |
| 29. | Shri Bhajan Podder | DRW Office Asstt. |

| Name | Designation |
|---|---|
| 30. Shri Biswajit Som | DRW Care-Taker (Salt Lake) |
| 31. Shri Jyogadesh Goswemi | DRW Care-Taker (Anawarshah) Road |
| 32. Smti Supra Pal | DRW L. D. Clerk |
| 33. Shri Balai Maity | DRW Driver |
| 34. Shri Bijan Bhushan Kar | DRW Clerk |
| 35. Shri Sashi Kumar Balmiki | DRW Driver |
| 36. Shri Sadananda Bal | DRW Driver |
| 37. Shri Sumit Das | DRW Protocal Assistant |

(B) GUWAHATI

| | |
|---|---|
| 1. Shri Benoy Choudhury | L. D. C. |
| 2. Shri Joginder Singh | Driver |
| 3. Shri Rabindra Nayak | Care Taker |
| 4. Shri Manoranjan Dey | Driver |
| 5. Shri Diban Kalita | Peon |
| 6. Smti Sila Singh | Swekper |
| 7. Shri Satish Chandra Boro | Mashalchi |
| 8. Shri Sudhir Chandra Sutradhar | Cook |
| 9. Md. Islam Ali | Chowkider |

Name of the DRW/Contg. Staff

| | |
|---|---|
| 1. Shrl Kabin Mahanta | Care-taker |
| 2. Shri Dilip Pradhan | Chowkider |
| 3. Shri Lokeswar Kalita | Peon |
| 4. Shri Uttam Rn. Dey | Peon |
| 5. Shri Prasanta Ganguli | Peon |
| 6. Shri Shiburam Das | Casual Labour |
| 7. Shri Basant Singh | Chowkider |

## (C) TRIPURA BHAVAN : NEW DELHI

| Name of the Regular Staff | Designation |
|---|---|
| 1. Shri Sukhomoy Dey | Protocal Assistant |
| 2. Shri Tapas Dasgupta | L. D. C |
| 3. Smti Nandita Singh | Receiptionist |
| 4. Shri Nabadip Bahadur Jamatia | L. D. C |
| 5. Shri Ashok Majumder | L. D. C |
| 6. Smti Durgesh Nandini | PBX Operator |
| 7. Shri Biralal Jamatia | PBX Operator |
| 8. Shri Semual Lal | Driver |
| 9. Shri Iswar Messay | Driver |
| 10. Shri Gobind Singh | Driver |
| 11. Shri Jiten Tantubai | Driver |
| 12. Shri K. K. Chandrasekheran | Driver |
| 13. Shri Vicom Singh | Chowkider |
| 14. Shri Ram Kewal | Chowkider |
| 15. Shri Dhan Bahadur | Chowkider |
| 16. Shri Sankar Paira | Cook |
| 17. Shri Rotesh | Head Bearer |
| 18. Shri Ramesh Chand | Bearer |
| 19. Shri Sukumar Das | Attendant |
| 20. Shri Kamal Nath | Mali |
| 21. Shri Sripal Singh | Peon |
| 22. Shri Suresh Singh | Messenger |
| 23. Shri Harish Lal | Bearer |
| 24. Shri Raj Pal Singh | Sweeper |
| 25. Shri Vishan Lal | Sweeper |
| 26. Shri Ram Singh Chowhan | Sweeper |

Name of the DRW/Contingent staff of Tripura Bhavan, New Delhi

1. Shri Arabinda Das, Bearer
2. Shri Birpal Singh, Sweeper
3. Shri Mukudalal, Bearer
4. Shri Trilok Singh, Negi, K. Helper
5. Shri Vidyacharan Sharma Driver
6. Smti Ramesh Chand, Bearer
7. Shri Ramu Dhar Sweeper
8. Smti Langshree, Sweeper
9. Shri Supriya Maity, Clerk
10. Shri P. C. Sahni, Steno
11. Shri Hari Ram, Steno
12. Shri Suphal Tantubai, Driver

TRIPURA BHAVAN : CHENNAI

CONTRACT STAFF

1. Shri S. Debbarman
2. Shri T. K. Singh
3. Smti N. Bharathi
4. Shri B. Sharma

২) রাজ্য সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে খালিপদ সমূহ পূরণের সময় ভবনগুলিতে কর্মরত অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিত করণের ব্যাপারে নিয়মনীতি ও নিয়োগের পদ্ধতি মেনে ব্যবস্থা করা হবে।

৩) খালিপদ পূরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া।

৪) ১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un-Starred Question No. 40

Name of the Member :—Shri Prakash Ch Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে কোন দপ্তরে কতগুলি করে ড্রাফটস্ ম্যানের শূন্য পদ রয়েছে এবং উক্ত পদগুলিতে নিযুক্তির জন্য কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট ২৮টি ড্রাফটস্ ম্যানের শূন্য পদ রয়েছে

দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

| | | |
|---|---|---|
| ১। | ল্যাণ্ড রেকরড্ এণ্ড সেটেলমেণ্ট - | ৬টি |
| ২। | হায়ার এডুকেশন - | ১টি |
| ৩। | স্কুল এডুকেশন— | ১টি |
| ৪। | পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট - | ১৪টি |
| ৫। | জেলা শাসক (পশ্চিম)— | ১টি |
| ৬। | জেলা শাসক (উত্তর) — | ১টি |
| ৭। | জেলা শাসক (ধলাই)— | ১টি |
| ৮। | চীফ কনস্যারভেটর অব ফরেষ্ট | ২টি |
| ৯। | টাউন এণ্ড কাণ্ট্রি প্ল্যানিং— | ১টি |
| | মোট | ২৮টি |

উপরোক্ত পদগুলি প্রয়োজন ভিত্তিক নিয়োগ কার হবে।

**Admitted Un-Starred Question No. 50**

**Name of the Member : –Shri Ratan lal Nath and Shri Jawhar Saha.**

Will the Hon'ble Minister in-charge of General Administration (P&T) Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার জন্য ত্রিপুরা সরকার সুনির্দ্দিষ্টভাবে কোন পদক্ষেপ নিতে ইচ্ছুক কি না।

২। অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত না করে নতুন করে অনিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে কি না ?

৩। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

## উত্তর

১। DRW/Contigent Worker ইত্যাদি অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করান জন্য রাজ্য মন্ত্রীসভা সম্প্রতি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্য সরকারের অধীনে সরাসরি নিয়োগ যোগ্য Gr-D. এবং Gr-C শূন্যপদের ১০ শতাংশ পদ DRW/Contigent worker ইত্যাদি ধরণের যোগ্য অনিয়মিত কর্মচারীদের মধ্য থেকে পূরণ করার জন্য সংরক্ষিত থাকবে যে সমস্ত যোগ্য অনিয়মিত DRW/Contigent Worker ইত্যাদি অনিয়মিত কর্মচারী অর্থ দপ্তরের অনুমোদন ক্রমে নিযুক্ত হয়েছেন, যারা কমপক্ষে পাঁচ বছর এইরূপ পদে কাজ করেছেন এবং যাদের বিভিন্ন Gr-C এবং Gr-D পদের RR অনুযায়ী ঐ সব পদে নিয়োগের যোগ্যতা রয়েছে, সে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীরাই এই সিদ্ধান্তের আওতায় আসবেন।

২। রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আদেশ মূলে অনিয়মিত এবং স্থির বেতনের কর্মচারীদের নিয়মিত করেছেন এর পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দপ্তরে নিয়মিত কর্মচারী ও নিযুক্ত হয়েছেন, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত না করে অনিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ করা যাবে না এইরূপ কোন বিধি রাজ্যে চালু নেই।

৩। চতুর্থ ত্রিপুরা বেতন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ৩১/১২/১৯৯৭ ইং তারিখ পর্যান্ত ৮৫,৯২৬ জন নিয়মিত কর্মচারী রয়েছে এ ছাড়া প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ একই তারিখে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ১০,০৩৬ জন DRW/Contigent ইত্যাদি অনিয়মিত কর্মচারী ছিল এই পরিসংখ্যানগুলি Update করার কাজ চলছে।

---

## PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The House met in the Assembly House Agartala on Monday, the 12th March, 2001 at 11 A. M.

### PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Hon'ble Speaker in the Chair. Deputy Speaker, 16 minister and 35 Members.

### AN ANNOUNCEMENT GIVEN BY HON, BLE SPEAKER

Mr. Speaker :— Hon'ble Members,

I received a letter on the 8th March, 2001 from Chief Minister of Tripura that Shri Anil Sarkar. Minister, Education, SC Welfare Departments to discharge the duties relating to the Departments of the Hon'ble Chief Minister in connection with the Business of the Sittings of the Tripura Legislative Assembly (Current Session) during his Chief Minister) absence from the House on 12th & 13th March, 2001 as he has gone to Delhi for urgent official business.

### QUESTIONS & ANSWERS

**মিঃ স্পীকার :**—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলো মাননীয় সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ।

**শ্রীরতন লাল নাথ** (মোহনপুর) :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং - ১৩৬।

**শ্রীঅনিল সরকার** (ভারপ্রাপ্ত মুখ্য মন্ত্রী) : — অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং — ১৩৬।

### প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কাজে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে ত্রিপুরা রাজ্যের 'প্রথম ভাষা' হিসাবে স্বীকৃত বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে কিনা, এবং

২। করা না হলে, এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

**উত্তর**

১। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কাজে ইংরাজী ভাষার পাশাপাশি প্রথম ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার স্বীকৃত হয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীরতন লাল নাথ** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যের প্রথম স্বীকৃত ভাষা বাংলা হওয়ার পরও এখনও পর্যান্ত বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক না হওয়ার কারণ কি? বাংলা, ককবরক ভাষা বাধ্যতামূলক করার জন্য কোন আইন তৈরী করা হবে কিনা? যেমন পশ্চিম বাংলায় ওয়েষ্ট বেঙ্গল অফিশিয়েল ল্যাংগুয়েজ অ্যাক্ট তৈরী হয়েছে।

**শ্রীঅনিল সরকার** ভারপ্রাপ্ত (মুখ্যমন্ত্রী) :— ইংরেজী ভাষা বরাবরই চালু আছে। আমরা তার পরিবর্তে বাংলা এবং পরবর্তী সময়ে ককবরককে আমরা রাজ্যে ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছি ব্যবহার করার জন্য। ত্রিপুরা সরকারী ভাষার নিয়মাবলী ১৯৯৯ মোতাবেক ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষা ও ককবরক ভাষায় চিঠির উত্তর দেওয়ার প্রতিবেদন দেওয়ার বিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকারী কাজে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট ফরম, ষ্টেটমেন্ট ইত্যাদি বাংলা ও ককবরক ভাষায় জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপরিউক্ত বিষয়ে ইংরেজী ভাষাতে ও ছাপানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এখন বাধ্যতামূলক করার প্রশ্ন এসেছে। আমার মনে হয়, এটা বাধ্যতামূলক করার আগে বাধ্যতামূলকের চাইতে প্রচলিত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক এবং সেটাতে একটু সময় লাগবে এবং ক্রমশঃ ব্যবহার করতে করতে ঐ জায়গায় এসে যায়। আমাদের যে অভ্যাস ইংরেজী ব্যবহার করা এবং খুব সহজে সেই ভাষায় অফিসের উপরের দিকে কাজ করায় অভ্যস্ত কিন্তু পাশাপাশি বাংলা ভাষাও প্র্যাকটিসের মধ্য দিয়ে অভ্যস্ত হবেন। ককবরক ভাষায় অভ্যস্ত হতে হতে যারা নন ককবরক ভাষী তাদের শিখতে হবে এবং যারা ককবরক ভাষী, ককবরক জানেন তাদেরও ব্যবহারটা রাখতে হবে। তারাও পারিবারিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে ককবরক ব্যবহার করেন খুব বেশী লিখেননা ছোট একটা গ্রুপ, যেটা রেইজিং গ্রুপ তারা তাদের সাহিত্য, তাদের এথনিক, কালচালচারেল ব্যাপারগুলি ডেভেলাপ করার জন্য তারা উদ্যোগ নিচ্ছে এবং এগিয়ে আসছে। যারা বাংলা এবং ইংরাজীতে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত পাশ হয়ে অফিসের চাকুরীতে ঢুকেছে তাদের সেই লেখার অভ্যাস সেটা নিশ্চয়ই গ্রো করবে, তবে সময় লাগবে। এখন বাংলা ও ককবরক শেখার জন্য ফোর্স করলে আমাদের জাতীয় ইমোশন বিনষ্ট হবে, আমাদের অস্তিত্বের ইমোশন বিনষ্ট হবে। আমরা মনে করি টাকে রিকোগেনিশন করা হয়েছে এবং খুব স্বাভাবিকভাবে এট ডেভেলাপ করবে। এটাকে অবহেলা করার বা অগ্রাহ্য করার বা এটাকে বাতিল করার, প্রশ্ন উঠেনা। ইংরেজী শেখনি, বিলেত যাওনি-সেই রজনীকান্তের কথা

বিলেত যাওনি, এই তব শিক্ষা, এই ধরনের এটিটিউড্ নেই। আমরা বিশ্বাস করি উইদিন টেন ইয়ার্স, অর সেভেন ইয়ার, এটা স্বাভাবিক ফর্মেশনের মধ্যে চলে আসবে। সেদিন থেকে এটাকে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছেনা এবং এই ধরনের কি ভীষণ ভুল করার বা অবহেলা করা এই ধরনের কিছুই দেখছি না।

**শ্রীরতন লাল নাথ ( … ):—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে গত ২৮/৭/৯৮ ইং তারিখে একটা চিঠি দিয়েছিলাম যে, এই বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য। সেই চিঠিটা উনি পেয়েছেন এবং প্রাপ্তি-স্বীকৃতি জানিয়েছেন উনার পি, এস, এর মাধ্যমে। এখন প্রশ্ন হলো সরকারী এবং বে-সরকারী স্তরে দৈনন্দিন কাজ বাংলায় না হলে যাদের অসুবিধা, গ্রামের যারা অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত মানুষ, যাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা মাধ্যমে স্কুলে পড়তেই হয় সেক্ষেত্রে শহরের মধ্যবিত্তদের অবস্থা দেখতে দেখতে গ্রামের মানুষ হীনমন্যতায় ভোগছেন। আর দৈনন্দিন কাজে ইংরেজী ইংরেজী ঠুক্কর খেয়ে আরো হীনমন্যতায় পড়ে যাচ্ছে। তাদেরকে কে উদ্ধার করবে।

স্যার, বিভিন্ন দপ্তরের যে সব চিঠিপত্র গ্রামের মানুষের কাছে যাচ্ছে সব ইংরেজীতে। প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে পশুদের টীকাকরণ সেটাও যাচ্ছে ইংরেজীতে। ব্লক থেকে চিঠিপত্র পঞ্চায়েত প্রধানদের কাছে যাচ্ছে ইংরেজীতে। এখানে ডিটেনশন অর্ডার দিচ্ছেন আসামীদের ইংরেজীতে। এখানে রুলস্ কমিটির রিপোর্ট সাবমিট করা হয়েছে ইংরেজীতে। পঞ্চায়েতের কাগজপত্র যাচ্ছে সব ইংরেজীতে। আদিবাসী বিধবা মহিলাকে জানাচ্ছে যে তোমার পরিবারের চাকুরী দেওয়া হবে না সেটাও জানাচ্ছে ইংরেজীতে। আমি একজন আদিবাসী মহিলা প্রধানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এই যে ইংরেজীতে চিঠিপত্র পান সেগুলি কিভাবে পড়েন? তিনি বললেন যে দেখুন, সন্ধ্যায় আমি এই কাগজপত্র নিয়ে পার্টি অফিসে যাই। সেখানে কোন নেতা পরে বুঝিয়ে দেবার পর আমাদের এই কাজগুলি করতে হয়। সুতরাং এই যে ব্যাপারটা খুব মারাত্মক জিনিস! আমি অফিসিয়েল ল্যাংগুয়েজ বলছি বাংলা, এবং ব্যবহার করছি সর্ব্বত্র ইংলিশ। এখানে রুলস কমিটিতে একটা এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী-সুদীপ রায় বর্মন, উনাদের আট-দশ জন ইংলিশ জানেন। বেশীর ভাগই লোক ইংরেজী জানেন না স্যার এই পরিস্থিতিতে আমি এটা কথা বলছি, বাংলা যেখানে অফিসিয়েল ল্যাংগুয়েজ সেখানে কেন এটাকে বাধ্যতামুলক করা হবে না। আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি যে বাংলা ভাষার ব্যবহার যেন সরকারীভাবে করা হয়, সেই নির্দেশগুলি দেবার জন্য আমি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি উনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

১) সরকারী সমস্ত নথিপত্রে বাংলা ভাষায় মন্তব্যাদি লেখা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আদেশ জারী করতে হবে।

২) সরকারী কাজে ব্যবহৃত রেজিষ্টার ফর্ম ইত্যাদি যথা সম্ভব বাংলা ভাষাতে ছাপতে হবে।

৩) জনসাধারণের কাছে যে সমস্ত চিঠিপত্র লেখা হয় সেগুলি যথাসম্ভব বাংলা ভাষায় লেখার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে।

৪) নিম্ন আদালতের কাজকর্ম বাংলা ভাষায় পরিচালনা করার জন্য বিচার বিভাগকে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য বলতে হবে।

৫) ষ্টেনোগ্রাফার মানে শ্রুতিলেখক এবং টাইপিষ্ট মানে মুদ্রনলেখক নিয়োগের নিয়মাবলী সংশোধন করে বাংলা ভাষায় ষ্টেনোগ্রাফার এবং টাইপিষ্ট এর জ্ঞান আবশ্যিক করতে হবে। বাংলায় টাইপ যন্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। যে সমস্ত ইংরেজী ষ্টেনোগ্রাফার এবং টাইপিষ্ট আছে এদের অবিলম্বে বাংলা ভাষায় ষ্টেনোগ্রাফি এবং টাইপিং এ জ্ঞান আবশ্যিক করতে হবে

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য কনট্রোল করুন। আপনি এই সাপ্লিমেন্টারীর জবাব পাবেন না। সাপ্লিমেন্টারী একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে করা উচিৎ।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মন** ( আগরতলা ) :— উনি তো সংক্ষেপ করছে স্যার, আর উনি জবাব পাবেন না সে কথাতো আপমি বলতে পারেন না।

**শ্রীরতনলাল নাথ** :— আমি বলছি স্যার, মাতৃভাষায় বলতে না দেওয়াটা এটা মানবাধিকার লঙ্ঘন চেষ্টা করা। আমাদের রাজ্যে মানবাধিকার কমিশন বলেছেন একটা সম্মেলনে এই কথা বলেছেন। আমার বক্তব্য হলো, এটা বাধ্যতামূলক করা হবে কি না এবং এই ব্যাপারে আইন করা হবে কি না। এটা মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি মা?

**মিঃ স্পীকার** :— এটা একটা বর্ত্তৃতা হচ্ছে, এরপরে কি হবে?

**শ্রীরতনলাল নাথ** :— সেই জন্যই আগে বর্ত্তৃতা রাখা উচিৎ ছিল। আমি বলছিলাম বর্ত্তৃতা যাতে না দেয়। উনি ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন। আমার বক্তব্য হলো বাধ্যতামূলক করা হবে কিনা, আইন করা হবে কিনা এটা মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা? এখানে এত বিতর্ক হত না যদি বাংলা ভাষা চালু থাকত। তা হলে আইনের পক্ষে কলম বটা আপনিও বুঝতেন আমরাও বুঝতাম। কেউ বুঝছি না বলে এই অবস্থা আজকে হচ্ছে।

**মিঃ স্পীকার** :— ঠিক আছে বসুন,

**শ্রীরতনলাল নাথ** :— যারা যারা ব্যাখ্যা করছে, আজকে যদি বাংলা হত এই বিতর্ক হত না। এখানে আপনি বুঝছেন আবার অনেক বুঝছেন না।

**শ্রীঅনিল সরকার** ( ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্যকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর বক্তব্যের স্পীরিটটা ডিনাই করার মত কিছু নেই এবং আমরা খুশী। তবুও দেখা যায় উনি একজন পেশাগতভাবে আইনজীবি তার কোর্টের সমস্ত

ব্যাপারগুলি ইংরাজীতে হয় এবং সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য উনার ভাষা। এখানে সুদীপবাবু মাঝে মাঝে দারুণ ইংরেজীতে বর্ক্তৃতা দেন সেটা আমাদের সৌভাগ্য হলেও অনেকটা তো ইনডাইরেকটলি তাকেও আক্রমন করা হলো। যাই হউক, যে প্রসঙ্গটা তুলেছেন যে, এই দেশে নেহেরু বলেছিলেন আসলে চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার সঙ্গে আরও একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে এটা হলো ইংরেজী জানা আর ইংরেজী না জানা। ইংরেজী যারা জানেন তারা নিজেদের বলেন সুপারিয়র আর যারা ইংরাজী জানেন না তাদেরকে বলা হয় সুপার স্ন্যাব।

এই যে নতুন বেদা বেদ সেই জায়গা আজকে ৫৫ বছর পরে সেই বিরোধী দলে যারা আছেন দীর্ঘদিন যারা সেই রুলিং গ্রুপে ছিলেন আজকে আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা এখানে রুলিং গ্রুপ হয়ে গেছি। আমরা কিন্তু এই জায়গায়টায় আগাত দিতে পারলাম না। কাজেই আমি আমার কথা বলছিলাম উনি বলেছেন, আমরা বর্ক্তৃতার জন্য উনি প্রশ্ন করতে পারছেন না। আর উনিও প্রশ্ন করতে গিয়ে এত বর্ক্তৃতা দিচ্ছিলেন আমারও সহ্য হচ্ছিল না যে, কত তাড়াতাড়ি উনার প্রশ্নের উত্তর দেব। এই জন্য এগুলি এসে যায়। আপনি যে পয়েন্টগুলি রেখেছেন আমরা সরকার প্রয়োজনে এই কাজটা করব। আর যে জায়গাটা আপনি বলেছেন, এটা অবশ্যই এটা শ্রেণী তৈরী হয়েছে যারা ইংরেজীর নামে সমস্ত প্রিভিলেজ ভোগ করে তার প্রকারান্তরে অফিসের এবং এর সঙ্গে নানারকম সেই অতিরিক্ত সুবিধাও ভোগ করে সেটা মোষ্ট ডেমেজিং। আর যারা নাকি ইংরেজী জানে না, তারা ভীষণভাবে হীনমন্যতায় ভোগছে, সাহেবদের কাছে দাঁড়াবার জন্য সাহস পায় না। এই ভাবে এই দেশে একটা অপ্রয়োজনীয় প্রিভিলেজ গ্রুপ তৈরী হয়েছে। ইন দি নেম অব্ ইংলিশ। এবং ইংলিশ স্কুলে ভর্তী করার জন্য আরও কয়েকটি নতুন স্কুল করার জন্য, আমার উপর যে মাত্রায় চাপ আসছে এবং আমি নিজেও সুয়েট হয়ে আরও যে মাত্রায় নতুন স্কুল খুলতে শুরু করেছি, তাহলে এই যে স্পিরিটটা এই দেশের যারা গ্রামীণ মানুষ এই দেশের যারা ভারনাকুলারের সঙ্গে যুক্ত ভারনাকুলার মানে সেই চাষাভুষোদের ভাষা, নেকেটের ভাষা। অর্থাৎ আমরা বিদেশী ভাষা ইংরেজী ভাষা একং ইদানিং আমার কথা হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা এটাও বিদেশী ভাষা, এট ইরান থেকে আসার সময় নিয়ে আশা হয়েছে। সবাই মিলে আমরা সেই এমন একটা দিকে যাচ্ছি। কাজেই, দীর্ঘদিন যাবৎ এই নেটিভসদের একস্প্রয়েট করার জন্য বঞ্চিত করার জন্য এবং পাওয়ার থেকে দূরে সরিয়ে রেখে তাদেরকে এই অবস্থার মধ্যে রেখে দেওয়ার জন্য যে অপরাধটা করছি সেটা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিশ্চয় আপনারা যে প্রস্তাবগুলি দিয়েছেন এটা খতিয়ে দেবার চেষ্টা করব। কিন্তু এর চাইতে বড় হলো, আপনারা যত দিন রাজত্ব করেছেন ততদিন সেই অপরাধটা আপনারা করেছেন তুলনামূলক। তবুও ধন্যবাদ আমরা আপনাদের স্পিরিটটা গ্রহণ করছি আমরা চেষ্টা করব কার্য্যকরী করতে।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** স্যার, আর একটা— ।

**মিঃ স্পীকার :—** আর না, আর না। মানুষ তখন ইমোশনাল হয়ে যায় তখনই ইংরেজীতে—।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :**— স্যার,—।

**শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—** আই লাইক টু সুদীপবাবু উইল হেলপ মি। আই স্পীক ইন ইংলিশ, হাউ ডু ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড? উই শেল এগজিকিউট।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** আমার শেষ অতিরিক্ত প্রশ্নে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন উনি জানেন না, পেপার্সের কথা বলেছেন। আমি বলছি আমার চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীকে ২৮-৭-৯৮ ইং তে যে সংবিধানের ৩৪৮ ধারার ১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, হাইকোর্টে যে কোন রাজ্যের স্বীকৃত ভাষা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করে এবং হাইকোর্টে বাংলা ভাষা চালু করার জন্য রাজ্য মন্ত্রীসভার কেবিনেট সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সেই সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকে জানালে উনি রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে এখানে হাইকোর্টে বাংলা ভাষা চালু করতে পারে। মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী জানেন কি বা সেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কিনা?

**শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—** আমি তো আজকে হঠাৎ চার্জ পেয়েছি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় জানেন এবং উনি কি করে গেছেন সেই রেফারেন্স আমার কাছে নেই। কাজেই আপনি যে প্রশ্ন করেছেন আমি উত্তর দিতে পারছি না। আমি দুঃখিত।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** স্যার, আর একটা উনি দায়িত্ব নিয়েছেন।

**মিঃ স্পীকার :—** আর না, আর না।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** উনি দায়িত্ব নিয়েছেন উত্তর দিতে পারছেন না, এই প্রশ্ন আজকে আসবে জানা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছে কাগজ, উনি ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী উনি রেডি হয়ে আসলেন না কেন?

(গণ্ডগোল)

**শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সৌজন্যের ব্যাপার, আমি বলেছি আমি জানি না সেটাতো কোন অপরাধ না।

(গণ্ডগোল)

**শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—** এটা ভদ্রতার ব্যাপার। আমরা জনগনের প্রতিনিধি। আমি মুখ্যমন্ত্রীর চার্জ নিয়েছি বলে আমি সমস্ত ফাইল নিয়ে এখানে এসেছি। ইট ইজ ইমপ্র্যাকটিবল।

(গণ্ডগোল)

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** স্যার, এটা সাহিত্যের ভাষার ব্যাপার নয় এটা আমার যে প্রশ্ন—।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীঅনিল সরকার** ( ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ) :— সাহিত্যের ভাষা নিয়ে যদি কেউ এটা দাবী করে ইট উইল বি আকাইও অব্ মেডনেস ।

**মিঃ স্পীকার :—** প্লিজ বসুন, প্লিজ হেলপ মি ।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** ( মন্ত্রী ):— সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, মাননীয় সদস্যদের এই ধরনের আচরণ কেউ রাইট দেয় নি ।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীজওহর সাহা** ( বীরগঞ্জ ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কোন প্রশ্ন করতেই পারেন এবং সেটার উত্তর এই দপ্তরের মন্ত্রী দিতে বাধ্য ।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্বীকার করছি, এরপরে কি আছে ?

**শ্রীজওহর সাহা :—** আমার কথা শেষ করতে দিন । সেখানে যদি মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, আমি এই ব্যাপারে অপারগ, তথ্য আমার কাছে নেই— ।

( গণ্ডগোল )

উনি উনার বক্তব্য বলেছেন । এর পরবর্তী সময় মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী যেটা করলেন এটাও ঠিক নয় । একজন সদস্য উনি বলেছেন, উত্তর পান নি, উনি ক্ষুব্দ হয়েছেন কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে একবারে— ।

( গণ্ডগোল )

মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা কি স্কুল যে উনারা সবাই শিক্ষক, বাকিরা ছাত্র এটা কি উনারা মনে করেন না কি ? উনারা মন্ত্রী হয়েছে, যা খুশি তা বলবেন নাকি ? মাননীয় মন্ত্রী কথা বলছেন লাফিয়ে উঠেছেন ব্যাপারটা কি ?

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :—** জওহরবাবু প্লিজ এই দিকে । প্লিজ বসুন । আপনারা কথা বলতে থাকবেন দায়িত্ব আমার, আপনাদের দায়িত্ব নেই ?

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :—** প্লীজ, আমাকে সাহায্য করুন ।

**শ্রীজহর সাহা :—** এইভাবে চলতে পারে না ।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** ( রাইমাভ্যালী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি একটা বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই । এখানে কক্‌বরক নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে । আমি সেই বিতর্কে যাব না ।

সেগুলি আমরা বলি কক্-বরক রোমান হরফে হলে পরে ভাল। আর অনেকে বলে বাংলা হরফে হলে ভাল। এটা হচ্ছে ভাষাবিদদের গবেষণার ব্যাপার। কিন্তু কক্‌বরক অফিসিয়েল ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে এটা তো সত্য। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি কক্‌বরক ভাষায় দরখাস্ত লিখে অফিসে জমা দেন তাহলে এটাকে আর গ্রহণ করা হয় না। কি কারণে হয় না জানাবেন কি?

**শ্রীঅনিল সরকার** (ভারপ্রাপ্ত মুখ্য মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আসলে ব্যাপারটা খুবই সেন্সিটিভ। আমরা বাংলা ভাষা দিয়ে রাজ্যবাসীকে গ্রহণ করেছি এবং কাছাকাছি এই রাজ্যের অধিকাংশ মানুষই বাঙ্গালী। এই কারণে সব ক্ষেত্রে কোন কিছু করতে গেলে বাঙ্গালীগণ এসে যায়। কিন্তু আমরা এই রাজ্যের আর একটি ভাষা কক্‌বরক রাজ্যের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে মর্য্যাদা দিয়েছি। কিন্তু ভাষাটা অনেক পরে ডেভেলপ করেছে। তার যে উন্নতি, তার যে ব্যবহার যোগ্যতা সেটা এখনো সেইভাবে তৈরী হয় নি। কাজেই এখানে মাননীয় সদস্য প্রশ্ন তুলেছেন বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করার জন্য স্কুল থেকে অফিস বাধ্যতামূলক করা হউক আর অপর একজন মাননীয় সদস্য বলছেন দরখাস্ত লিখলে এটাকে গ্রহণ করার মত ব্যবস্থা করা হোক। একজন বলছেন যে ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা লাভ করা হয়েছে এটাকে গ্রহণ করা হচ্ছে না কেন। যারা করছেন না তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হোক। আর একজন বলছেন আমরা বঞ্চিত আমরা অবহেলিত যারা সরকারে আছেন আপনারা আমাদের দরখাস্তগুলি গ্রহণ করুন ভিক্ষা প্রার্থনা। তাহলে দুটো ভাষাকে রাজ্য ভাষা হিসাবে মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে। হিসাবে যারা বলছেন যে, আমার সামান্য দরখাস্তটুকু অন্ততঃ তোমরা গ্রহণ কর। তারা কিন্তু সবচেয়ে পুরোনো এখানকার আদিবাসী এবং পরবর্তী সময় আমরা যারা বিভিন্ন কারণে এসেছি এবং এখন এই যে অবস্থার মধ্যে আমরা আছি এটা আমাদের ব্যর্থতা। শুধু ব্যর্থতা নয়, এটা আমাদের দীর্ঘ দিনের অবহেলা। এই জায়গায় আমরা কি করলে উত্তীর্ণ হতে পারি সেই অনুশোচনা থাকা উচিৎ। সেভাবে ডেভেলাপ করতে গেলে এখন অনেক সময়ের ব্যাপার। তার আগে যে দরখাস্ত সেটাকে গ্রহণ করার মত মানসিকতা তৈরী করা উচিৎ। এবং এই ধরণের যে একটা প্রস্তাব এসেছে এটা আমাদের কাছে ভীষণ লজ্জার কথা। কাজেই আমরা আগামী দিনে সেই রকম পরিস্থিতি তৈরী করব অন্ততঃ পক্ষে কক্‌বরক ভাষার দরখাস্ত গ্রামের দীন দরিদ্র, অবহেলীতি চিরদিন যারা সেই শাসনতন্ত্র থেকে বহু দূরে থাকে, এই নগর থেকে যারা বহু দূরে জীবন যাপন করে যাহাতে তাদের দরখাস্ত গ্রহণ করা হয়। এটা শুধু উনার কথা নয়, এটা আমাদের সকলেরই কথা হওয়া উচিৎ।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয়।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা** (ছাওমনু) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যার।

**মিঃ স্পীকার :—** অনেক হয়েছে, আরো অনেক আছে।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—** স্যার, এখানে তো ডিবেট চলছে। কাজেই এখানে এটা বলার প্রয়োজন মনে হলো। বাংলা এইট সিডিউলের অন্তরভুর্ক্ত। এটা লওয়ার কোর্টে চালু করা যেতে পারে। আর ককবরকে ১৮৭৯ সাল পর্য্যন্ত ককবরক কোর্ট লেংগুয়েজ ছিল। মহারাজা বীরচন্দ্র এটাকে তুলে দেন। এটা গেজেটে ছিল। ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা ভারতের অন্তরভু'ক্তির আগে পর্য্যন্ত প্রত্যেক কোর্টে একজন ককবরক ট্রেন্সলেটার ছিল এবং এখানে হাইকোর্টের উকিল ছিলেন রাধামোহন ঠাকুর। তিনি ককবরক বলতেন, কক্‌বরক লিখতেন। কাজেই শুধু দরখাস্ত গ্রহন করা নয়, অন্তত একজন করে কক্‌বরক ট্রেন্সলেটার রাখা যায় কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিচার বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ?

**শ্রী অনিল সরকার** ( ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দরখাস্ত গ্রহন করার জন্য তো নির্দ্দেশই আছে। ঐ দিক থেকে প্রশ্নটা এসেছে বলে আমি সেই দিক থেকে বক্তব্যটা রেখেছি এবং কক্‌বরক ভাষায় যে দরখাস্ত একে ইনষ্টেন্টলি ট্রেন্সলেট করার জন্য ব্যবস্থা করা উচিৎ। সেই জন্য প্রয়োজনবোধে ট্রেন্সলেটারদের পদও সৃষ্টি করা উচিৎ আমিও মনে করি।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় মহেদেয়।

**শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়** ( রাধাকিশোরপুর ) **:—** মামনীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড ষ্টার্ড কোশ্চেয়েন নাম্বার ১০৭।

**শ্রী বাদল চৌধুরী** ( মন্ত্রী **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড ষ্টার্ড কোশ্চেয়েন নাম্বার ১০৭।

**প্রশ্ন নং ১ :—** রাজ্যে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কত মেগাওয়াট, এবং কত মেগাওয়াট বহিরাজ্যে থেকে আমদানি করতে হয়।

**প্রশ্ন নং ২ :—** বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

**প্রশ্ন নং ৩ :—** আমদানীকৃত বিদ্যুৎতের মূল্য কত ( প্রতিমাসে ),

**উত্তর নং ১ :—** রাজ্যে বর্তমানে বিদ্যুৎতের সর্বোচ্চ চাহিদা ১৩৮ মেগাওয়াট। নিজস্ব উৎপাদন প্রায় ৫০ মেগাওয়াট, ৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বহিরাজ্য থেকে আমদানী করতে হয়।

**উত্তর নং ২ :—** রাজ্যে বিদ্যুৎতের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

১) নন্ লেপসবল সেন্ট্রালফুল ফাণ্ডে কুমিরায় একটি ২১ মেগাওয়াটের গ্যাস ভিত্তিক

তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের ( রুখিয়া ফেইস - ২ ) কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এগিয়ে চলেছে।

২) উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পর্ষদের ( এন, ই, সি, ) আর্থিক সহায়তার বড়মুড়ায় একটি ২১ মেগাওয়াটের গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এগিয়ে চলেছে।

৩) সোনামুড়ায় একটি ৫০০ মেগাওয়াটের তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে নিপকোর সহিত রাজ্য সরকারের একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৪) বেসরকারী উদ্যোগের 'সূর্য্যচক্র, নামে একটি সংস্থার রাজ্যে ৩৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের দুইটি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প সংস্থাপনের প্রস্তাব রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে।

**উত্তর নং ৩ :—** প্রতিমাসে আমদানীকৃত বিদ্যুৎতের ক্রয়মূল্য ৩-৫ কোটি টাকা।

**শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় :—** সাপলিমেন্টারী স্যার, রাজ্যে বিদ্যুৎতের ঘাটত হয়েছে তবু এর এই বিদ্যুৎতের ঘাতট নিয়েই মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে অন্তত ৩-৪ মাস এই লোডশেডিং বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা।

**শ্রী বাদল চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) **:—** প্রথমত, মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা যেটা বলতে চাইলেন, একুরেটলি, বিদ্যুৎতের দাম যেটা আমরা কিনি তাতে দাম পড়ে ২.৯১ পয়সা আর আমরা যেটা কনজিউমারদের কাছে বিক্রি করি সেটার দাম পড়ে ১.২১ পয়সা তাতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১.৫০ পয়সা দরে সাবসিডি দিতে হচ্ছে। বাইরে থেকে যে বিদ্যুৎটা আমরা কিনি আমি আর এটা তো ঠিক যে, বেশী বিদ্যুৎ কিনে এনে যদি আমরা বিদ্যুৎ দিতে পারতাম লোডশেডিং বন্ধ করে দিত, সেই ধরনের সামর্থ্য আমাদের নাই। নর্থ ইষ্টার্ণ গ্রীড এখানে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় যদি আমরা আর্থিক ব্যবস্থা করতে পারি। আমাদের পক্ষে সেই ব্যবস্থাই করা খুব কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। আমরা শেয়ার হিসাবে যেটা পাই ৪৫ মেগাওয়াট মূলত সেই বিদ্যুৎতটাই আমর কিনে আনি পরিক্ষার সময় আরো কিছু বিদ্যুৎতের বাড়তি যোগান দেওয়া যায় কিনা আমর দপ্তর বিচার, বিবেচনা করে দেখব, এট হয়তো আগামী দুই এক দিনের মধ্যেই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারব। কিন্তু লোডশেডিং তুলে দেওয়ার মতন সিদ্ধান্ত কোন অবস্থাতেই নিতে পারব না। কারণ সেই আর্থিক ব্যায় ভার বহন করার সামর্থ্য রাজ্য সরকারের নেই।

**শ্রী মানিক দে** ( মজলিশপুর ) **:—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিদ্যুৎতের একটি ভাল অংকের টাকা সাবসিডি হিসাবে দিতে হচ্ছে বলে মাননীয় মন্ত্রীর উনার ষ্টেটমেন্টের মধ্য দিয়ে বলেছেন। এটা

তো ঠিক যে হুক লাইনের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চুরী হচ্ছে। এই বিদ্যুৎ চুরী বন্ধ করার জন্য সরকার থেকে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা ?

**শ্রী বাদল চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, এটা ঘটনা যে, আমাদের ট্রান্সমিশনে এটা সমস্ত লস্ এমনিতেই হচ্ছে ৩০ শতাংশ কিন্তু চুরী হচ্ছে প্রায় ৫০ শতাংশের মত। বিদ্যুৎ চুরী যাতে কমানো যায় সেই জন্য জনমত তৈরী করা প্রথম দায়িত্ব গ্রহন করছি। বিশেষ করে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলোকে এই কাজে যুক্ত করছি, আমরা যেটা করছি, এই সমস্ত হুক লাইন যারা নিচ্ছেন এই সম্পর্কে যদি আমরা কার্যকরী করতে পারি সে জন্য ভিজিল্যান্স স্কোয়াড´ গঠন করার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। এবং আমরা আশা করব, আগামী আর্থিক বছরে প্রথম দিক থেকে এই ভিজিল্যান্স স্কোয়াড´ কে কার্যকরি দিতে পারব। তার মানে প্রত্যেক জেলায় সঙ্গে পুলিশের একটি স্কোয়াড´ থাকবে ডিপার্টমেন্টাল অফিসার থাকবেন হুক লাইন যেখানে দেখবেন সে সমস্ত হুক লাইনগুলো কাটবেন। আর ইলেকট্রিসিটি এ্যাকট যেটা আছে, সেটা সারা দেশের ইণ্ডিয়ান ইলেকট্রিসিটি এ্যাকট যেটা আমাদের রাজ্যে কার্যকরি অনুসারেই সেগুলোর সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া। দরকার সেই ব্যবস্থাগুলো ও তারা পূরন করবেন।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা** :— পশ্চিম বঙ্গে পত্র-পত্রিকাতে দেখেছি কলকাতায় বিদ্যুংতের দাম কম ৪.৫০ পয়সা। আর আমরা এখানে ২.৯১ টাকা পার ইউনিট খরিদ করে ১.৭০ টাকা সাবসিডি দেওয়ার কি কারণ। এবং কাদের দেওয়া হচ্ছে এগুলো। একমাত্র বি, পি, এল, অন্তর্ভুক্ত পরিবার-গুলোকে ছাড়া আর যারা অন্যান্যদের ক্ষত্রে এপ্লিক্যাবেল হবে কেন। দ্বিতীয়তঃ ঐই যে বাইরে থেকে আমদানী করে ৪৫ মেগাওয়াট এর মধ্যে কি আর, সি, নগর থেকে প্রডিওস যে বিদ্যুৎ এটাও অন্তর্ভুক্ত কিনা ?

**শ্রী বাদল চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :- হ্যাঁ এটাও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সাবসিডির ক্ষেত্রে যেটা বলেছেন বি, পি, এল, কার্ড হোল্ডার যারা তাদেরকে আমরা কম দামে বিদ্যুৎ পেতে পারে তার জন্য আমরা কুটিরজ্যোতি প্রকল্প আমরা চালু করছি। সেই ক্ষেত্রে কুটিরজ্যোতি প্রকল্প যে ফেমিলি আছে সেগুলোকে কাভার করার জন্য চেষ্টা করছি। কাজেই অনেকগুলো বি, পি, এল, ফেমিলি আছে, যেখানে আমরা কোন বিদ্যুতের লাইন দিতে পারেনি। ইচ্ছা করলেও সেখানে বিদ্যুৎ দেওয়ার মত কোন সুযোগ নেই। কিন্তু যেখানে আমরা পৌঁছাতে পেরেছি সেখানে আমরা চেষ্টা করছি অন্তত বি, পি, এল, কার্ড´ হোল্ডার যারা আছে আস্তে আস্তে তাদেরকে কুটিরজ্যোতি প্রকল্পের মধ্যে আনা।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা** :— ১.৭০ পয়সা যে সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে এটা কারা পাচ্ছে।

**শ্রী বাদল চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** এই সাবসিডি সবাই পাচ্ছেন। কনজিউমার যারা তারা সবাই পাচ্ছেন। এখন এটা বাড়াতে গেলে তারিখ বাড়ানোর প্রশ্ন আসে। আমরা গত বছর বাড়িয়েছে। তাদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনে এনে তারা আমাদের কাছে যে ধরণের পাওনা হয়ে দাঁড়িয়েছে আর ভারত সরকার যে. রিফর্মসের কথা বলেছেন হয়তো ভবিষ্যতে আরোও কঠিন দিন আসবে। কারণ ষ্টেটগুলোকে বাধ্যতা-মুলক করা হয়েছে ষ্টেট রেগুলেটি কমিশন করতে হয়েছে। এখন এরাই বিদ্যুৎতের দাম ঠিক করে দেবে. উৎপাদন খরচ কত ব্যয় কত তার হিসাব করে বিদ্যুতের দাম কত হতে পারে এই রেগুলেটি কমিশন ঠিক করে দেবে। এবং সেই রেগুলেটি কমিশনেরা যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত রাজ্যসরকারকে মানা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। এগুলো এখন আসছে. আমরা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ষ্টেট রেগুলেটি কমিশন আমরা করব। তা না হলে কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্কার ভাবে বলেছেন, এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহন না করলে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে সমস্ত সাহায্য গুলো আসে সেই সমস্ত সাহায্য গুলো তারা হয়তো শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দেবেন। রাজ্য সরকার এর উপর সেই ধরণের চাপ সৃষ্টি করছেন। গত কয়েকদিন আগেও আপনারা দেখেছেন দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে কনফারেন্স করেছেন সেখানে ৩রা মার্চ সেখানেও প্রধান মন্ত্রী পরিস্কারভাবে বলেছেন পার্লামেন্ট চলতি অধিবেশনের ইলেকট্রিসিটি বিল ২০০০ ইং সেখানে তারা পাশ করে নেন।

আমরা রাজ্য সরকার নীতির সঙ্গে দ্বিমত আছি কারণ এটা যদি হয়, আমাদের মত বিশেষ করে পুর্বাঞ্চলে যে কয়েকটা রাজ্য আছে, আর আমরা যেখানে বলছি সবার জন্য বিদ্যুৎ এই ইলেকট্রিসিটি বিল ২০০০ পাশ হওয়ার পর সবার জন্য থাকবে না, হার্ডলী ২০ শতাংশ এর জন্য বিদ্যুৎ গিয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং বিদ্যুৎ সামগ্রিক ব্যবস্থার উপর একটা প্রচণ্ড রকমের আক্রমণ এসেছে এবং সে ব্যবস্থার মধ্যে আমরা জানি না আমরা যে নীতি অনুসরন করার চেষ্টা করছি অন্তত: বিদ্যুৎ তো এই রাজ্যে বিশেষ করে সাধারণ মানুষের কাছে যারা দুর্গম অঞ্চলে বাস করে যে-সম্প্রসারণ কর্মসূচী আমরা রূপায়িত করছি. সেটা আমরা শেষ পর্য্যন্ত চালু করতে পারব কি না এটা আমাদের কাছে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসাবে আসছে।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :—** সাপ্লীমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে রাজ্যের বিদ্যুৎতের চাহিদার অনুপাত বিদ্যুৎতের উৎপাদন কম্ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন, কিন্তু এই বিদ্যুৎতের উৎপাদন কখনো সিংক্রোনাইজ্ চালানোর কারণে মেশিনের উপর প্রেসার পড়ছে যার দরুন প্রায়ই বিকল হয়ে যাচ্ছে। যতটুকু বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ার কথা ততটুকু হচ্ছে না প্রায় লোড্‌শেডিং করতে হচ্ছে এটা সত্য কি না? দুই নম্বর কমলপুর ট্রান্সমিশান্ টারিফ সেটা মেঘালয় থেকে বিদ্যুৎ আসাম হয়ে আসে আমাদের যেটা বেশী টাকায় বিক্রি করে, তারা আবার

এটা কম দামে ক্রয় করে আনে। এই কমলপুর ট্রান্সমিশানটা যদি হয়ে থাকে তাহলে রাজ্য থেকে আমরা কত টাকা ছাড় পাচ্ছি ?

**শ্রীবাদল চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, উনিও এই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন এবং যেটা তুলেছেন এটা ভাল করেই জানেন তিনি। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক যে আগে যারা এখানে ছিলেন যদিও এন আর, ই, বি, এইগুলি ঠিক করে সেখানে বসে সিদ্ধান্ত হয় নর্থ-ইষ্ট পাওয়ার মিনিষ্টারদের যে অরগানাইজেশানটা আছে, সেখানে মূলত যে ট্রান্সমিশান লাইনগুলি করছেন, এইগুলি পাওয়ার গ্রীড্ করেছেন। এবং দেখা গেছে সেখানে আগে সম্মতি দিয়ে আসছি যে লোন এনে যে খরচটা হবে সেটা ইপিসিটিটি এর মাধ্যমে ঋণ যাতে পরিশোধ করতে পারে তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই সমস্ত লাইন করতে গিয়ে পাওয়ার গ্রীড্ এত ঋণ গ্রহন করছেন যে ইপিসিসিটি প্রায় এখানে ১'০২ টাকার মত হয়। এখানে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সঙ্গে আমাদের নর্থ-ইষ্টের যে সব পাওয়ার মিনিষ্টার আছেন, তাদের সঙ্গে অনেক কথা বার্তা হয়েছে শেষ পর্যন্ত এই জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকার এসেছেন যে কোন অবস্থায় ৫৫ পয়সার বেশী বাড়ানো হবে না প্রজেকটা ইউনিটের ক্ষেত্রে। এখন নর্থ-ইষ্ট এর সমস্ত মানুষ কে বহন করতে হচ্ছে আমাদের সেখানে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল যে এখানে তারা দেশের জন্য একটাই করা হউক কারণ পূর্বাঞ্চলে যারা আছেন তাদের ১১ পয়সা দক্ষিণাঞ্চলে যারা আছেন তাদের ৬ পয়সা আর পশ্চিমাঞ্চলে যারা আছেন তাদের ৪ পয়সা এবং উত্তরাঞ্চলে যারা আছেম তাদের কেও ৪ পয়সা করে। সেটা হওয়ার কারণ হচ্ছে তাদের জেনারেশান্ অনেক বেশী, লাইনগুলি অনেক বেশী বিদ্যুৎ বহন করে যে ইপিসিসিটি এই কারণে কম। আমাদের এখানে যে অসুবিধা হচ্ছে এই কারণে এই যে জেনারেশান্ এবং লাইন করার কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এই জেনারেশান এইড্গুলি অত্যন্ত বেশী সময় নিচ্ছে। এক একটা রেইট আসতে প্রায় ১৫-২০ বছর সময় লেগে যাচ্ছে। সর্বশেষ হাইড্রেল প্রজেকট্, নাগাল্যাণ্ড যেটা হয়েছে তাতে দাম বছরে এখন প্রায় ইউনিট্ ৬.০০ টাকা। আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যেকটা রাজ্য বলছে সাড়ে ৬ টাকা দিয়ে বিদ্যুৎ কেনা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা কেউ ঐ দুয়াং এর বিদ্যুৎ কিনব না। এখন আমাদের ২ টাকা ২১ পয়সা করে এখন বলছে এই ৩ মাস দেবে, মার্চ মাস পর্যন্ত দেবে। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার কি সিদ্ধান্ত নেবেন এটা কেন্দ্রীয় সরকার ভাল করে বলতে পারবেন। যে কারণে সেখান থেকে শেয়ার হিসাবে নর্থ ইষ্ট ষ্টেটগুলি যে বিদ্যুৎ দরকার সেখান থেকে কিন্তু সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে। হাইড্রেল এর জন্য আমরা সবাই আকাঙ্ক্ষিত, হাইড্রেল হচ্ছে সবচেয়ে কম খরচ কারণ আগে হাইড্রেল ঠিক সময় এসেছে এবং অত্যন্ত কম খরচে সেখানে

বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। আমাদের ডম্বুর এখন বলা যায় একেবারে লয়েষ্ট রেইট, আমরা সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যাচ্ছি। কিন্তু এই জেনারেশান ইউনিটগুলি করার ক্ষেত্রে এই বিলম্বএর কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকে তাদের যে উদ্যোগ নেওয়ার দরকার ছিল। কারণ আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে সোর্স আছে হাইড্রেল আমরা সারা দেশের ৩ ভাগের ১ভাগ প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন আমরা মেটাতে পারি। এবং আমরা সবচেয়ে কম পয়সায় বিদ্যুৎ দিতে পারি। একমাত্র অরুনাচল এর কথা বলছি একটা ইউনিট থেকে দুটো ভাগে কাজ করে। তা থেকে প্রায় ২০৯ হাজার ইউনিটের মত বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। কিন্তু সেই প্রকল্পগুলির কাজ নেবে বলে এ ধরনের বিলম্ব হচ্ছে। এখন আমি জানি না, শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন ২০১০ সালের মধ্যে শুনি জড়ি ইউনিট থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন যাতে হতে পারে, যাই ইউনিট যেটা হবে, তার জন্য তারা সমস্ত উদ্যোগ নেবে। এটা আমাদের অভিজ্ঞতা ২০২০ সালে ও আসে তাহলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের পক্ষে খুশীর সংবাদ হবে। কারণ তারা যেভাবে এইগুলি করার উদ্যোগ নিচ্ছেন। ভারত সরকার কি বলেছে আপনারা সবাই উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছেন। এই অঞ্চলের মানুষ গরীব, এই অঞ্চলের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হয় নি। আমরা সেই জন্য বলছি এটা ন্যাশানাল লিবারাইজেশন করে ঠিক করা হোক।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—** কমলপুর করা হয়েছে কিনা। না হলে না বলবেন হলে কত টাকা। আর যে দুটো আসোলেট, সেটা চলার পরে যে নষ্ট হয়েছে এটা ঠিক কিনা।

**শ্রীবাদল চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—**স্যার, কমলপুর তো হয়েছে ৩৫ পয়সা পার ইউনিট থেকে, মানে পাওয়ারের যারা একস্পার্ট তাদের সব দিক থেকে ব্যাখ্যা হচ্ছে, সিম গোরা হচ্ছে বেষ্ট ওয়ে। তাতে কিপিং বা অন্যান্য দিক থেকে কারেন্ট দেওয়ার জন্য সুবিধা হবে। আমাদের দুইটা ইউনিট আমরা আলাদা করে রেখেছি। এখন আমরা রুখিয়াতে সিংক্রাসের মধ্যে এনেছি। রুখিয়া আছে, এবং বাকী বড়মুড়া, গোমতী এটা আমরা আলাদা লাইন হিসাবে মেনটেইন করছি। যে সিংক্রাস মেশিন সেটা নাকি নষ্ট হয়ে গেছে, এই রকম তথ্য আমার কাছে নেই।

**শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ :—** মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ট্রান্সমিশন লস কতখানি হয়েছে এবং এই ট্রান্সমিশান লস মিনিমাইস করার জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন। এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এ সি মেশিন বসানোর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী আমলাদের ঠাণ্ডা রাখার জন্য কতখানি বিদ্যুৎ প্রয়োজন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী ( মন্ত্রী) :—** স্যার, ট্রান্সমিশন লস তো বলছি আমাদের রাজ্যে প্রায় ৫০ ভাগের মত হয়ে থাকে বিভিন্ন কারণে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় লস হচ্ছে হুক লাইন। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে ট্রান্সমিশন লস এর মধ্যে আমাদের অনেক গুলি লাইন যাদের বয়স অনেক দিন হয়েগেছে।

২৫ বছরের বেশী সময় হয়ে গেছে পুরোনো লাইন তাতে বিদ্যুৎ খরচ অনেক বেশী পড়ে যায়। আমাদের যে ট্রান্সমিশন লাইন কুমারঘাটের সঙ্গে আছে ১৩০ কে বি। সেই লাইনের বয়স প্রায় ৩০ বছরের কাছাকাছি এবং আমরা ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেই লাইনটাকে আমরা বিন্যাস শুরু করব। বারবেলি ধরুন ১৩২ কে বি লাইন তারা ইজিলি ৬০ থেকে ৬৫ মেগাওয়াট ক্যারি করতে পারে। এটা এখন ৩৫ এর বেশী মেগাওয়াট ক্যারি করতে পারে সুতরাং রেনভেশন করতে পারে এর বেশী বিদ্যুৎ নিয়ে আসার ব্যবস্থা হবে। এছাড়া আর একটা বিকল্প লাইন আমরা ইতিমধ্যেই শুরু করছি ১৩২ কে. বি গেছে এটা কমলপুর হয়ে কুমারঘাট যাবে, এবং সেই ধরণের সব ষ্টেশন গড়ে তোলা হয়েছে। এবং আমরা আসা করছি কুমারঘাট থেকে কমলপুর আগামী বছরে ১৩২ কে, বি. লাইন এর কাজটা আমরা হাতে নেব। কারণ অধিকাংশ বিদ্যুৎ দিকে আসবে বা আমরা যাতে এখানে উৎপাদন বাড়াতে পারি এই দিক থেকে যাওয়ার প্রশ্ন থাকবে। সুতরাং এটা আমাদের জন্য দরকার। এছাড়া আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ বলেছি ট্রান্সমিশনের জন্য, সেটা হচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজধানী শহরগুলিতে আমাদের এখানে যে, ৭টা আছে প্রত্যেকটা রাজধানীর সঙ্গে এ এস পি লাইনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

তার মানে মিনিমাম ২০২০ ভল্ট-এর লাইন এটা যাতে রাজধানীগুলির সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তাহলে আজকে ট্রান্সমিশনে যে সমস্যা, এটা অনেকটা কাটিয়ে তোলা যাবে। আমাদের এখানে এখন একমাত্র গুয়াহাটি ছাড়া সেটা কাটিয়ে তোলা যায় না। আমি ফিনানসিয়্যাল বলছি ৫০ পারসেণ্ট।

**মিঃ স্পীকার :—** আর না। আপনারা যদি বলেন তাহলে একটা প্রশ্নই চলবে। আপনারা যারা সাপ্লিমেন্টারী করছেন এবং যারা উত্তর দেবেন তারা সবাই টাইমটাকে লক্ষ্য করে সবারই দেখা উচিৎ। যেভাবে চলছে আপনারা সাবাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :—** স্যার, এ, সির ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি না।

**শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** এ, সির জন্য অনেক অফিসে কতটা এ, সি আছে বা তার জন্য কতখানি এই প্রশ্নটা আলাদা না দিলে আমাদের পক্ষে উত্তর দেওয়া তো কঠিন।

**মিঃ স্পীকার:—** মাননীয় সদস্য গীতামোহন ত্রিপুরা।

**শ্রীগীতামোহন ত্রিপুরা :—** স্যার, এড্‌মিটেড্‌ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২০৩

**শ্রীঅনিল সরকার** ( ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ২৭৩।

প্রশ্ন

১) দক্ষিণ ত্রিপুরা সাঁচীরামবাড়ী ( সাব্রুম বিভাগের নিকটবর্ত্তী ) জায়গায় টি, এস, আর. হেডকোয়াটার করার জন্য দপ্তরের কোন পরিকল্পনা আছে কি না, এবং

২) যদি থাকে, কবে নাগাদ করা হবে ?

উত্তর

১) না। তবে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম ও বিলোনিয়া মহকুমার সংযোগ স্থলে হিচাছড়া মৌজায় টি, এস, আর—এর একটি ব্যাটেলিয়ান হেড-কোয়াটার স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে।

২) প্রয়োজনীয় জমি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিচাছড়ায় নির্মাণ কাজ শুরু হবে।

**শ্রীগীতামোহন ত্রিপুরা** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে গুরুত্বপুর্ণ জায়গা সাব্রুম এবং বিলোনীয়া সীমান্ত এলাকায় সেখানে সাঁচিরামবাড়ী এলাকায় টি. এস. আর ক্যাম্প করার জন্য সেখানে একটা জায়গা সার্ভে করা হয়েছিল। এখানে যদি টি, এস, আর ক্যাম্প করে দুইটা সাব-ডিভিশন বডার এলাকা রক্ষা করার জন্য এবং বর্ত্তমান যে পরিস্থিতি এটাকে মূল্যায়ন করার জন্য আমাদের খুবই প্রয়োজন। এটাকে অবিলম্বে কার্য্যকরী করা দরকার।

**শ্রীঅনিল সরকার** ( ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ) :— বলা হয়েছে জায়গা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করা হবে। আর সাচীরামবাড়ীর সেই হিচাছড়ার মাঝখানেই একটা অঞ্চল কাজেই দুইটা তো এখানে সৃষ্টি করা হল। সাঁচীরামবাড়ীতে হল হিচাছড়াতে হবে।

**শ্রীসুধন দাস** ( রাজনগর ) :— এটা কত নং ব্যাটেলিয়ান হেড-কোয়াটার করা হবে।

**শ্রীঅনিল সরকার** ( ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ) :— এইসব নাম্বার এখন আমার কাছে নেই।

**মিঃ স্পীকার** :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিল্লাল মিঞা মহোদয়।

**শ্রীবিল্লাল মিঞা** ( বক্সনগর ) :— মিঃ স্পীকার, এড্‌মিটেড্‌ কোয়েশ্চান নং— ২৭৪।

**শ্রীঅনিল সরকার** (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এড্‌মিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৭৫।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৩-১২-২০০০ ইং রাত্রি আনুমানিক ১০ টায় সোনামুড়া থানার

অন্তরগত বড়ালিয়ামুড়ায় কতিপয় দুস্কৃতি রাজ্য সরকারের আরক্ষা দপ্তরের কর্মী বাদল মুস্তাফাকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে সার্ভিস পিস্তল ( ৭ এম, এম ) সহ ২৪ রাউণ্ড গুলি ছিনতাই করে নিয়ে যায়।

২) যদি সত্য হয় উক্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কি ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

৩) উক্ত সার্ভিস পিস্তল ( ৭ এম, এম ) টি সহ ২৪ রাউণ্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে কিনা, এবং

৪) হলে কাদের কাছ থেকে ( নামসহ ) উদ্ধার করা হয়েছে।

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) উক্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

৩) ৭ এম, এম সার্ভিস পিস্তলসহ ১২ রাউণ্ড গুলি কড়ালিয়ামুড়ার একটি পরিত্যক্ত জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

৪। ৩ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রী বিল্লাল মিঞা :—** মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, রাত্র আনুমানিক দশটা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে। তখন নগর পঞ্চায়েতের নির্বাচন ছিল। বাদল মুস্তাফা আমার দেহরক্ষী হিসাবে সিকিউরিটি বেয়ার করছিলেন। সাত দিন আগে এ ডি সির ট্রেনিং করার কাজ ছিল। আমার সাথে আরও তিন জন শিশব ছিল। অর্তকিত আক্রমণ করে তার পিস্তল সহ ২৪ রাউণ্ড গুলি নিয়ে যায়। ঘটনার কিছুক্ষণ পরে ডি এস পি, ও সি ( সোনামুড়া ) এবং সেকেণ্ড অফিসার সহ ঘটনাস্থলে যান। সেখান থেকে চারটি প্রেসার ক্রিয়েট করা হয় রাত্রি বারটা নাগাদ ১ নং ওয়ার্ডে।

পরবর্তী টাইমে আরো ৮ রাউণ্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। এটা ও, সি. আমাকে বলেছেন। আমি জানতে চাই, মোট কত রাউণ্ড গুলি আদায় হয়েছে আমি জানতে চাই। বাকী গুলি উদ্ধার করা হবে কিনা? না ঐ গুলি সি, পি, এম এর ক্যাডারদের দিয়ে কংগ্রেস বিধায়কদের মারা হবে? তার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এস, পি, ও সিকিউরিটি, ওয়েষ্টকে এই ব্যাপারে চিঠি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তার উত্তরও আসে নি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই ব্যাপারে যারা চক্রান্ত করেছে তাদের ধরা হবে কি না? ৩০-১২-২০০০ ইং এস, পি, সিকিউরিটি, ওয়েষ্টকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল।

**শ্রীঅনিল সরকার** (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য, আরক্ষা দপ্তরের কর্মীর শরীর খারাপ হবার জন্য চলে গেল : হ্যাঁ, এটা ঠিক তার চলে যাওয়া ঠিক হয় নি। তার পিস্তল এবং গুলি ছিনতাই হয়েছে। পরে অবশ্য ১২ রাউণ্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় বাকী গুলি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তদন্তের কাজ চলতে থাকবে। কে বা কারা এর সঙ্গে যুক্ত, কিংবা কাকে হত্যা করার জন্য ছিনতাই করা হয়েছে, বা কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল যুক্ত কিনা তা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যান্ত বলা যাবে না। তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমি আপনি দুই জনই যুক্ত। ইতিমধ্যে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমি আশা করব, বাকী অপরাধী এবং বাকী গুলিও উদ্ধার করা হবে।

**শ্রীসুধন দাস :—** উক্ত ঘটনা যখন ঘটে তখন মাননীয় বিধায়ক সেখানে ছিলেন না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কিনা যে নগর পঞ্চায়েতের প্রার্থী কাজী মুস্তাফাকে মারতেই এই পিস্তল এবং গুলি ছিনতাই করা হয়েছে? আমরা যতটুকু জানি, সে সময় ঘটনাস্থল থেকে মাননীয় বিধায়ক তিন কিলোমিটার দূরে ছিলেন এটা সত্য কিনা?

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :—** এফ, আই, আর-এর নাম্বার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

**শ্রীঅনিল সরকার** (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) **:—** এফ, আই, এর নাম্বার আমার কাছে নেই।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ঐ কেসের নাম্বার কত, এবং কত সেকশান?

**শ্রীঅনিল সরকার** (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, গত ১৩-১২-২০০০ ইং তারিখে সোনামুড়া থানায় রাজ্য সরকারের আরক্ষা দপ্তরের কর্মী শ্রী বাদল মুস্তাফার সার্ভিস পিস্তলটি ২৪ রাউণ্ড গুলিসহ কতিপয় দুষ্কৃতিকারী লুট করে নিয়ে যায় এই সম্পর্কে ঐ তারিখে সোনামুড়া থানায় ৭৮/২০০০ নং মামলা ও ধারা ১৪৮, ১৪৯, ৩২৫, ৩৭৯ ভারতীয় দণ্ডবিধির মূলে পুলিশ তদন্ত চালায়। তদন্তকালে পুলিশ কড়ালিয়ামুড়া এলাকায় একটি পরিত্যক্ত স্থান হইতে লুট হওয়া পিস্তলটি সহ ১২ রাউণ্ড গুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। বাকী ১২ রাউণ্ড গুলি এখন পর্য্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। তদন্তকালে পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে।

**মি. স্পীকার :—** প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত ( * ) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

[redacted]

**ANNEXURE "A" And "B"**

**মিঃ স্পীকার :—** এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস মহোদয়ের নিকট থেকে বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয়কে আহ্বান করছি তিনি যেন দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করেন।

**শ্রীসুধন দাস :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিষয়টি হলো—"আগরতলা টু ঢাকা বাস সার্ভিস চালু হওয়া সম্পর্কে"।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**শ্রীসুকুমার বর্মণ :—** স্যার, আমি আগামী ১৫-৩-২০০০ ইং তারিখে এ সম্পর্কে হাউসে বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন দেববর্মা এবং শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয়দের নিকট থেকে বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরিক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন দেববর্মা এবং শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয়দের অনুরোধ করছি যেন দাঁড়িয়ে তাঁদের বিষয়টি উল্লেখ করেন।

**শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :—** স্যার, আমাদের উল্লেখ্য বিষয়টি হলো—"ভারত—বাংলাদেশ সীমান্ত ভাণ্ডারীমা থেকে গোবিন্দবাড়ী হয়ে রইস্যাবাড়ী পর্যান্ত সীমান্ত সড়ক নির্মাণ সম্পর্কে"।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি এখন পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** স্যার, আমি এই বিষয়টি সম্পর্কে আগামী ১৫ তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি আজ আরও একটি নোটিশ নিম্নলিখিত মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস, শ্রীদীপক কুমার রায়, শ্রীকাজল চন্দ্র দাস, শ্রীরতন লাল নাথ,

শ্রীপ্রদীপ রায় বর্মণ মহোদয়দের নিকট থেকে বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন দাঁড়িয়ে তাঁদের বিষয়টি উল্লেখ করেন।

**শ্রীরতনলাল নাথ :**— স্যার, আমাদের উল্লেখ্য বিষয়টি হলো—"ভোটের রেশ না কাটতেই কদমতলা ফের উত্তপ্ত পঞ্চায়েত সমিতির বৈঠকে দুই দলে হাতাহাতি, আহত পাঁচ : দুর্বৃত্তনা ৬ই মার্চ ২০০১ ইং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

**মিঃ স্পীকার :**— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

**শ্রীঅনিল সরকার :**— স্যার, এ সম্পর্কে আমি আগামী ১৬-৩-২০০১ ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

## CALLING ATTENTION

**মিঃ স্পীকার :**— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুধেন্দ্র জমাতিয়া এবং শ্রী সুবোধ নাথ মহোদয়দের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। উনাদের নোটিশের বিষয়বস্তু হলো—"ত্রিপুরায় তৈল অনুসন্ধানের জন্য ও, এন, জি, সি কর্তৃক ডিপ ড্রিলিং করে তেলের অনুসন্ধান করা সম্পর্কে"।

**মিঃ স্পীকার :**— এখন আমি ইণ্ডাষ্ট্রি ও কমার্স দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :**— স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ১৬-৩-২০০১ ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :**— আজ আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে

এবং শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়দেরদের নিকট থেকে পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। উনাদের নোটিশের বিষয় বস্তু হলো—"জাতীয়কৃত ব্যাঙ্ক গুলো ত্রিপুরাতে অর্থ লগ্নী ( সি, ডি, রেশিও ) কম করা সম্পর্কে।"

এখন আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন!

**শ্রী বাদল চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) **:—** স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ১৫-৩-২০০১ ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের এর নিকট থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটির পরীক্ষা নিরীক্ষায় পর উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নোটিশের বিষয়বস্তু হলো—'গত ১লা ফেব্রুয়ারী ২০০১ ইং স্যান্দন পত্রিকায় প্রকাশিত তিন কোটির ও বেশী টাকা পাম্প কেলেংকারী শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।"

এখন আমি পি, ডাব্লিউ, দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) **:—** স্যার আমি এ সম্পর্কে আগামী ১৬ই মার্চ, ২০০১ ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন এখন আমি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী নারায়ণ চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"রাবারের দাম কমে যাওয়ায় রাবার চাষীদের সঙ্কট সম্পর্কে।"

**শ্রীপবিত্র কর** ( মন্ত্রী ) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নারায়ণ চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

বর্তমানে রাজ্যে ২৫,০০০ হেক্টর জমি রাবার চাষের আওতায় আছে। মোট ১৮,৯৭৭ জন রাবার চাষী আছেন। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ৯৬১২ মেঃ টন রাবার রাজ্যে উৎপাদিত হয়। রাজ্য সরকারের মুল লক্ষ্য হলো রাবার চাষের মাধ্যমে জুমিয়া তথা অর্থনৈতিক অনগ্রসর উপজাতিদের পুর্ণবাসন দেওয়া। এই লক্ষ্যে ত্রিপুরা রিহ্যাভিলিটেশন এ্যণ্ড প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন (টি, আর, পি, সি,) রাজ্য সরকারের একটি অধীনস্ত সংস্থার মাধ্যমে ১৯৮৩ ইং সন থেকে বর্তমান আর্থিক বছর পর্যন্ত ৩৫০০ হেক্টর জমিতে রাবার চাষের মাধ্যমে প্রায় ২৬০০ উপজাতি পরিবার উপকৃত হয়েছেন। এছাড়া দরিদ্র জুমিয়া পরিবারগুলো থেকে ১৫ দিন অন্তর অন্তর লেটেক্স্ টি, আর, পি, সি মাধ্যমে সহায়ক মূল্যে ক্রয় করা হয়। রাজ্যে কাঁচা রাবারের বর্তমান বাজার দর সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। ১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক বছরের শেষ দিকে সর্ব ভারতীয় স্তরে কাঁচা রাবারের বাজার দর প্রতি কে, জি, ৪৪ টাকা থেকে ৪৮ টাকা ছিল কিন্তু ৪৮ টাকা থেকে এক লাফে ৩০ টাকার নীচে চলে যায়। ১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০০-২০০১ আর্থিক বছর অধিক এই দর ২৬-২৭ টাকার মধ্যে ওঠা-নামা করছে। ২০০০-২০০১ এর শুরু এই দর খানিকটা উর্দ্ধমুখী হলে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এই দর ২৫ টাকার নীচে চলে আসে।

কাঁচা রাবারের বাজার দরের ক্রমাগত এই ওঠা নামায় শুধুমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যই নয় সারা ভারতের রাবার চাষীরা সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছেন। ভারতের শিল্প মন্দার ভাব,, এর মূল কারণ। কেন্দ্রীয় বাজেটের পূর্বে প্রকাশিত ইকনমিক সার্ভেতেও এর সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তদুপরি রাবারজাত পন্য উৎপাদনে আমদানীকৃত সস্তাদরের কৃত্রিম রাবারের (পলি ইউরিলেন) ক্রমাগত ব্যবহার এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে।
মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা বাইট ট্রেডিং কর্পোরেশন-এর মাধ্যমে রাবার চাষীদের কাছ থেকে সরাসরি রাবার ক্রয় করে বাজার দরে সংশোধন আনার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু এই হস্তক্ষেপ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ও সময়পোযোগী হয়না। ত্রিপুরার মতো একটি অনগ্রসর রাজ্যে এই কর্পোরেশন এখনও অব্দি রাবার চাষে অংশ গ্রহন করে নি।

রাজ্য সরকারে সীমিত আর্থিক সংগতি নিয়ে এই বাজার দর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তা সত্বেও রাজ্য সরকার তার অধীনস্ত সংস্থাগুলির মাধ্যমে চলতি আর্থিক বছরের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত রাবার চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রাপ্ত রাবার চাষীদের থেকে সহায়ক মূল্যে মোট ১৫৮.৮২ লক্ষ টাকা মূল্যের রাবার তরুক্ষীর (ল্যাটেকস্) ক্রয় করেছেন। এতে এই ধরণের ১৩৪০ জন রাবার চাষী উপকৃত হয়েছেন।

"রাবার বোর্ডের" সহযোগী সংস্থা 'মনিমালাকার রাবার' পরিকাঠামোগত এবং

পুঁজিতে সীমাবদ্ধতা নিয়েও রাজ্যের ক্ষুদ্র চাষীদের থেকে সহায়ক মুল্যে রাবার ক্রয় করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

রাবার চাষের উন্নতি করতে গেলে এবং রাবার চাষীর বিপন্নতা থেকে বাঁচাতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সুনির্দিষ্ট নীতি প্রয়োজন আছে। আমদানিকৃত কৃত্রিম রাবারের ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা, কেন্দ্রীয় সংস্থা ষ্ট্যাইট ট্রেনিং কর্পোরেশন জাতীয় সংস্থাগুলোকে ত্রিপুরার মতো অনগ্রসর রাজ্যের চাষীদের থেকে কাঁচামাল কিনতে বাধ্য করায় জন্য পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি পদক্ষেপ গ্রহন না করেন তাহলে এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাবার চাষীদের রক্ষা করা যাবে না।

**শ্রীনারায়ণ চৌধুরী** ( কমলাসাগর ) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমরা লক্ষ্য করে দেখতে পাচ্ছি ত্রিপুরা রাজ্যের দরিদ্র রাবার চাষীরা যারা রাবার চাষের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্ভর করে তারা আজকে চরম সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। কারণ এখন থেকে দুই বছর আগে যে রাবারের দাম ৫০ টাকা থেকে ৬০ টাকা কে. জি, ছিল। কিন্তু এই বছর দেখা গেল রাবারের দাম কমে ২২ টাকা থেকে ২৩ টাকা হয়েছে। অনেক চাষী আছে যারা ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকে, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে এবং রাবার বোর্ড থেকে ঋণ নিয়ে রাবার চাষ করছে। কিন্তু বর্তমানে রাবারের দাম কমে যাওয়ার জন্য তারা ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না। তাই এখন এই সমস্ত চাষীদের কাছে ব্যাঙ্ক থেকে নোটিশ আসছে টাকা দেওয়ার জন্য। একটা শ্রমিক ভোর ৪টা থেকে যদি সে কাজ আরম্ভ করে তাহলে ১৫০টা ২০০টি গাছের কাজ করতে পারবে এবং তারপর ঔষধও দিতে হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে রাবার চাষীরা রাবারে যে মূল্য পাচ্ছে সেই মূল্য দিয়ে তাদের পক্ষে রাবার চাষ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যপার। তাই তাদের জন্য সাবসিডি দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা, আমি আবেদন রাখছি ভারত সরকারের কাছে একটা প্রস্তাব পাঠানো হোক, ত্রিপুরা রাজ্যের রাবার চাষীদের যে অবস্থা তার জন্য সাবসিডি দিয়ে রাবার চাষীদের রক্ষা করা হোক।

**শ্রীপবিত্র কর** ( মন্ত্রী ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন, তার সাথে আমার দ্বিমত নেই। আমাদের রাজ্যের যে আর্থিক সংগতি তাতে আমাদের সহায়ক মূল্যে সমস্ত রাবার কেনা সম্ভব নয়। আমরা শুধু টিঃ আর, পি, সি-র মাধ্যমে জুমিয়া যারা, তাদের জন্য সেই নির্ধারিত মুল্যে সেই রাবার ক্রয় করে থাকি। আর বাকী যেটা বলেছেন ব্যাঙ্ক থেকে, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক থেকে আমরা যে ঋণ নিয়েছি, আমাদের চাষীরা নিয়েছে, তা তারা দিতে পারছে না। সেখানে আমরা যদি আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে,

বিধানসভা থেকে যদি প্রস্তাব গ্রহণ করে পাঠানো হয় তাহলে ত ভালই। তবে আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি আমরা আবার এটা কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী এবং রাবার বোর্ডকে আমরা হস্তক্ষেপ করতে বলব, যাতে ত্রিপুরার মত এইরকম গরীব রাজ্যে চাষীদের রাবার ক্রয় করার জন্য। যাতে সহায়ক মূল্যে রাবার ক্রয় করা হয়।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, বিভিন্ন ষ্টেটে ষ্টাইট ট্রেডিং কর্পোরেশান থেকে একটা সহায়ক মুল্যে রাবার কিনছে। এখানেও রাবার বোর্ডের একটা শাখা সাপোর্ট প্রাইস দিয়ে কিনেছে। মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা, সাপোর্ট প্রাইস যেটা কেনা হয়েছে তার মূল্য কত? আর বিভিন্ন ষ্টেটে যেটা করা হয়েছে এটার মূল্য কত। আর একটা জিনিষ হচ্ছে, আমাদের রাজ্যে রাবার গ্রোয়ারস্ যারা আছে, তাদের যেভাবে পরিশ্রম করতে হয়, ৫-৭ বৎসর আগে এই রাবার কাটা যায় না। এইভাবে একটা রাবার বাগান তৈরী হয়েছে। তাতে প্রতি কেজি রাবার শীট কত মূল্য হলে এটা ভায়েবল হবে এটা সম্পর্কে দপ্তরের জানা আছে কিনা?

**শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, কেরালাতে ষ্ট্যাটুটরী কর্পোরেশান থেকে এটা করছে। আমাদের আন্তর্জাতিক যে দর এটা ইণ্ডিয়ান মার্কেটে ৩০ টাকা পার কেজি। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে ৩১ টাকা পার কেজি। ষ্টেইট ট্রেডিং কর্পোরেশন ৩০ টাকা দরে কিনেছে। এখানে আমাদের রাবার বোর্ড যেটা কিনেছে সেটা প্রায় কাছাকাছি। এরা দুটো কোপারেটিভ মেইনলি জিরাণীয়া ব্লকে করেছে, উদয়পুরেও করেছে, তবে এটা ফাইন্যাল শেইপ এখনও নেয়নি। খুব শীঘ্রই হবে। আমরা টি, আর, পি, সি যেটা পারচেইজ করছি সেটা হল এখানে ল্যাটেক্সের মধ্যে যে পারসেনটেজ সেটা ১৮ টু ৪৫। এটাকে বেইস করে ২ টাকা ৯০ পয়সা করে যদি রেইট ধরা হয় তাহলে ৯ টাকা পর্য্যন্ত হয়। এই পারসেনটেজটা ডেরী করে ল্যাটেক্সের মধ্যে রাবারের কনটেমপ্ট যেটা থাকবে। এটা মাপা হয়, মাপলে যেটা হয় তার ভিত্তিতে এটা ধরা হয়। এটা ল্যাটেক্সের মধ্যে ধরা। ল্যাটেক্সের মধ্যে দুধ যেমন মাপা হয়, তার মধ্যে রাবার কতখানি আছে সেটাও মাপা যায়। এটার উপর ভিত্তি করে রেইট ঠিক হয়। এখানে মার্কেটে যে রেইট আছে রাবার শীটের তা ৩০ টাকার মত।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী এটা বিবেচনা করে দেখবেন কিনা যে, যেহেতু রাবারে চাহিদা যথেষ্ট, রাবার শীটের মার্কেটে যা চাহিদা তা পুরনের ব্যবস্থা নেবেন কিনা। তাতে হয়ত এখানকার যারা রাবার চাষী আছেন তাদের পক্ষে এটা ভায়েবেল হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা বিবেচনা করবেন কিনা।

**শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা সরকারীভাবে ফ্যাক্টরী করা এখন আমাদের দেশের যে আর্থিক অবস্থা তাতে সে প্রশ্নই আসে না। তবে আমরা রাবার বোর্ডকে বলেছি যে—এখানকার রাবারকে যাতে আমরা আন্তর্জাতিক বাজারে নিয়ে যেতে পারি তারজন্য এই রকম ফ্যাক্টরী যেন তারা করেন।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, রাবার ফ্যাক্টরী করে রাবার মার্কেটে বিক্রি করার জন্য বেসরকারী উদ্যোগে যদি এই ফ্যাক্টরী করতে চায় তাহলে এটা সমর্থন করবেন কি না?

**শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের বেসরকারী উদ্যোগে এখানে একটা ছোট ফ্যাক্টরী ছিল। বর্তমানে এটা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আমরা দিল্লী এবং কলকাতাতে এই ধরণের কিছু করতে পারি কি না চেষ্টা করছি। এবং আমরা চেষ্টা করছি ব্যক্তিগতভাবে যে সাইকেলের টায়ার, টিউব তৈরীর ফ্যাক্টরী যদি করা যায় তাহলে এটা ভায়েবল্ হবে এবং এতে করে এখানকার রাবার ব্যাবহার করা যাবে। এবং আমরা রাবার বোর্ডকে ও বলেছি যে তারা যদি এই রকম একটা ফ্যাক্টরী করে তাহলে ভাল হবে। এবং এখানে রাবারের যে প্রোসেসিংটা আরো ডেভেলাপ করা যায় যাতে এটাকে আরো বেশীদিন রাখা যেতে পারে। বর্তমানে এটাকে বেশী দিন রাখা যায় না। তারা এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহন করেছেন।

**শ্রীমানিক দে :—** পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি, রাবারের দাম পড়ে যাওয়ায় রাবার চাষীদের যে প্রোডাক্শন কষ্ট সেটাও তারা পাচ্ছেন না। সে কারণে ভাল অংশের রাবার চাষী রাবার গাছগুলি কেটে কাঠ করে নিচ্ছেন। এটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন কি না?

দ্বিতীয় হচ্ছে টি, আর, পি, সি. তে একটা ভাল রাবার ষ্টক এ আছে। তারা সেঁটাকে মার্কেটে বিক্রি করতে পারছে না। ফলে টি, আর, পি, সি. তে দেখা গেছে একটা বিরাট অংশের শ্রমিক কাজ করেন, তারা তাদের মজুরী ঠিকমত পাচ্ছেন না। কাজেই এই ষ্টকে থাকা রাবার-গুলি ক্লীয়ার করে শ্রমিকদের মজুরী প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কি না?

আরেকটা, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় বলেছেন এটা ঠিক যে, আমাদের রাবারের গুণগত মান ভাল। সেদিক থেকে সরকারী বা বেসরকারী ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিয়ে যারা রাবার শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তাদের এই রাবার কাঁচামাল হিসেবে খুব ভাল, এই ভাবে বোঝাবার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি না?

**শ্রীপবিত্র কর ( মন্ত্রী ) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলতে চেয়েছেন আমি তো এর আগেই বলেছি যে, বেসরকারী ভাবে আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগকে এখানে নিয়ে আসার জন্য। এবং রাবার বোর্ডকেও বলেছি এই ধরনের একটা প্রোসেসিং ফ্যাক্টরী খোলার জন্য।

আর যেটা বলেছেন—যে টি, আর, পি, সি, এবং ফরেষ্ট ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন তারা এই রাবার উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করেন। এখন নিয়ম হলো রাবার জমলে সেগুলি বিক্রি করার জন্য টেণ্ডার কল করা হয়। সেই জায়গাতে বাজার কম থাকলে টেণ্ডারও কম আসে এবং রাজ্যের বাইরে থেকেও টেণ্ডার আসে কম। সেদিক থেকে রাবার যদি জমে থাকে বিক্রি হয়না তাহলে নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে। তবে আমরা চেষ্টা করছি সেগুলিকে রেগুলারলি বিক্রি করার জন্য এবং চেষ্টা করছি দরটা যাতে একটু বেশী পাওয়া যায়। দর বেশী পাওয়া গেলে শ্রমিকদের মজুরী বা অন্যান্য যে সমস্ত খরচ রয়েছে সেগুলি মিট আপ্ করা যাবে। আর রাবার গাছ কাটা হচ্ছে এই ধরনের কোন খবর সরকারের কাছে নেই। আর যদি কেউ কেটে থাকে তবে সেটা করা ঠিক নয়। তবে সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমরা কি করতে পারি। আমাদের তো আর সে ধরণের আর্থিক সঙ্গতি নেই যে সেটা বন্ধ করতে পারি। তবে আমরা চেষ্টা করছি এবং রাবার বোর্ডকে ও বলেছি যে এই রাবারের দাম যাতে পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা নেবার জন্য।

**শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :—** পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর এখানে বলেছেন—ক্রমাগত রাবারের দাম পড়ে যাওয়া যাওয়ায় তিনি লক্ষ্য করেছেন রাজ্যের প্রায় ১৮০০০ রাবার চাষী আছেন, যারমধ্যে বিশেষ করে টি, আর, পি, সি, র যারা রাবার ভিত্তিক বিশেষ করে উপজাতিদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে—এখন যেভাবে রাবারের দর কমে গেছে তারজন্য এই রাবার ভিত্তিক আর্থিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে মানুষের উৎসাহ কমে যায় বা অনীহার সৃষ্টি হচ্ছে এই ধরণের তথ্য আছে কি না?

**শ্রীপবিত্র কর ( মন্ত্রী ) :—** মাননীয় সদস্য টি, আর, পি, সির চেয়ারম্যান। তাই এই বিষয়টা উনি ভাল করেই জানেন। অনীহা কিছুটা থাকতেই পারে। কারণ, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বিশেষ করে উপজাতিদের মধ্যে এই ব্যাপারে বছর দুয়েক আগেও প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল, সবাই রাবার চাষ করতে চাইতেন। ৪০—৫০ টাকায় বিক্রি করতে পারলে তখনই প্রচুর লাভ হত। আর, এখন যদি দামটা ২০ থেকে ২৫ টাকার মধ্যে উঠা নামা করে তাহলে স্বাভাবিক কারণেই অনীহা কিছু আসতেই পারে রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে ত্রিপুরা রাজ্যে রাবার চাষকে গুরুত্ব দিতে। বিদেশ থেকে রাবার ক্রয় করা হচ্ছে এবং এটা করা হচ্ছে কেন্দ্রীয়

সরকারের কিছু নতুন নীতি গ্রহন করার ফলেই। মালোশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং শ্রীলঙ্কা থেকেও ভারত সরকার রাবার ক্রয় করছে। তারপরও আমরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা করছি রাবার চাষীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

**শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :—** পয়েন্ট অব, ক্ল্যারিফিকেশান স্যার,

**মিঃ স্পীকার :—** বলুন।

**শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :—** স্যার, রাজ্যে অনেক ক্ষুদ্র রাবার চাষী রয়েছেন। তাদের উৎপাদিত সামগ্রী অর্থাৎ লেটেক্স সংগ্রহ করে সীট তৈরী করার জন্য সরকারীভাবে কোন ব্যবস্থা এই রাজ্যে হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীপবিত্র কর** ( মন্ত্রী ) **:—** স্যার, না সরকারীভাবে এই ধরণের সংগ্রহ করার ব্যবস্থা এখনও এই রাজ্যে চালু করা হয় নাই। তবে এগুলি সংগ্রহ করে ব্যবসা করার জন্য রাবার বোর্ডের স্কীম রয়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা কো-অপারেটিভ সিষ্টেমেও এটা করা যেতে পারে। সাবসিডির ব্যবস্থাও রয়েছে। টাকাটা রাবার চাষের উন্নয়নের জন্য রাবার বোর্ড ব্যয় করছে। আমি এতটুকু বলতে পারব যে কয়েকটি কো-অপারেটিভ কাজও শুরু করেছে।

**শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, দাম ঠিকভাবে না পাওয়ার ফলে রাজ্যে রাবার চাষীরা আজ বিপন্ন। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফ কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীপবিত্র কর** ( মন্ত্রী ) **:—** স্যার, রাবার চাষীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার যথেষ্ট অবগত। রাবার চাষীদের আর্থিক সাহায্য করার বিষয়টি রাজ্য সরকারের আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভরশীল। আর্থিক সঙ্গতি না থাকার ফলে আর্থিক সাহায্য করা যাচ্ছে না।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, রাবার বোর্ডের কথা মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন ঠিকই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প রাখতে চাইছে না। কাজেই, বে-সরকারী উদ্যোগে এই রাজ্যে একটি বা একাধিক রাবার শিল্প সংক্রান্ত কারখানা স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়াটাই হবে বাস্তব সম্মত। কারণ রাবারের বর্তমানে যে দাম রয়েছে সেটা আগামী দিনে এই রাজ্যে আরোও কমে যাবে, এটা হতে পারে না। বে-সরকারী সংস্থা যদি এই রাজ্যে রাবার শিল্প গড়ে তোলে তাহলে রাজ্যের কর্মহীন বেকারদের একটা ক্ষুদ্র অংশের হলেও কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে রাজ্য সরকার এই বিষয়টি নিয়ে কোন চিন্তা ভাবনা করছে কিনা?

**শ্রীপবিত্র কর ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, রাবার বোর্ড কিছু একটা করার চেষ্টা নিশ্চয়ই শুরু করেছে। কেন্দ্রীর সরকারের পলিসি আমরা চট করে পাল্টাতে পারি না। আমরাও বে-সরকারী উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। কথাং হয়েছে কয়েটির সঙ্গে। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু সহ আমি বিরোধী দলের অন্যান্য সদস্যদের কাছেও অনুরোধ করছি, আপনাদের কাছেও যদি কেউ থাকেন আপনারা তাদেরকে নিয়ে আসুন। সবাই চেষ্টা নিলে বে-সরকারী উদ্যোগে এই রাজ্যে শিল্প স্থাপন করা যেতেও পারে। উদ্যোগটা সফল হউক্ এটা সকলেই চাইব।

**মিঃ স্পীকার :—** আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর ত্রান ও পুনর্বাসন দপ্তরের ভাবপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন ত্রান এবং পুনর্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দিতে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, "কল্যানপুর থানার অন্তর্গত ত্রান শিবিরের ( ডিসপ্লেইসড্ পারসনস্ ) শরনার্থীদের ত্রান সামগ্রী বণ্টনে ব্যাপক অনিয়ম ও পানীয় জল সহ বৈদ্যুতিকরণ, ঔষধপত্র ও কাজের অব্যবস্থা সম্পর্কে।"

**শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—** মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত বছরের ১৯ ও ২০শে মে খোয়াই মহকুমার বাঘবেড় ও ঘিলাতলীর সন্নিহিত এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে উগ্রবাদী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক বিরাট সংখ্যক পরিবার তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে আসতে বাধ্য হন। উগ্রবাদীরা বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে নিরাশ্রয় হয়ে এবং কেউ কেউ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে আসেন। এইসব অসহায় এবং দুর্গত পরিবারগুলির জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা এবং ত্রান সহায়তা দেওয়ার জন্য কল্যানপুর থানার অন্তর্গত কল্যাপুর, দ্বারিকাপুর দেবতাবাড়ি, মহারাণীপুর, সীতাকুণ্ড, রতিয়া ও তুলাশিখরে এই শিবিরগুলো খোলা হয়েছিল। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধারণ করে সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছিল। এই শিবিরগুলির আবাসিকদের জন্য গৃহীত ত্রান ব্যবস্থা তদারকির কাজে এক বিরাট সংখ্যক কর্মচারীকে নিযুক্ত করা হয়। রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব, স্বাস্থ্য দপ্তরের কমিশনার, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, জেলা পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ গৃহীত ত্রান ব্যবস্থা যথাযথ রূপারনের জন্য নিয়মিত তদারকীর কাজে যুক্ত ছিলেন। শিবিরবাসী মানুষের ত্রানে প্রশাসনের তরফ থেকে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। স্থানচ্যুত পরিবারগুলির আশ্রয়ের জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় বাঁশ ও পলিথিন দিয়ে ছাড়নী তৈরী করে দেওয়া হয়েছিল। আশ্রয় শিবিরে পৌঁছার সাথে সাথেই বিপন্নদের খাবারের জন্য চিড়া, গুর এবং প্রতিদিন মাথা পিছু ছয় টাকা বা পরিবারকে সর্ব্বোচ্চ ৩৫ টাকা নগদ অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। ত্রাণ শিবিরে আবাসিকদের যাহাতে রোগ ছড়িয়ে না পরে তারজন্য বিনামূল্যে ঔষধ-পত্র দেওয়া হয়েছিল। যে সমস্ত আবাসিক জটিল রোগে

ভুগছিলেন তাদেরকে নিকটবর্তী কল্যাণপুর হাসপাতালে ভর্তী করে সম্পূর্ণ সরকারী খরচে সুস্থ করা হয়েছিল। ত্রাণ শিবিরগুলি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মত রাখার জন্য করা হয়েছিল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় শিশু খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যে সমস্ত জায়গায় শিবিরগুলি হয়েছিল সেই সমস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার ব্যবস্থা করা হয়। যেসব শিবিরে বিদ্যুৎ সংযোগ করা সম্ভব হয় নি সেখানে মোম বাতি বা কেরোসিন দেওয়ার ব্যবস্থাকরা হয়। ত্রাণ শিবিরগুলিতে প্রয়োজনীয় পানীয় জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। অধিকাংশ শিবিরগুলি স্কুলে খুলার ফলে সেখানে মার্ক টু. মার্কথ্রী, সেনিটারী রিং ওয়েল থাকার ফলে পানীয় জল সরবরাহের সুযোগ ছিল। যেখানে পানীয় জলের ঘাটতি মনে হয়েছে সেখানে জরুরী ভিত্তিতে যথেষ্ট কাঁচা কুয়া করে দেওয়া হয়েছিল। এই সব ত্রাণ ব্যবস্থার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পরিবারের আয়ের সংস্থান করে দেওয়ার জন্য শ্রম দিবস সৃষ্টিকারী ৫৬টা প্রকল্প করে ২১ হাজার ৫০৭ শ্রম দিবস সৃষ্টি করা হয়েছিল। এতে ব্যয় হয়েছিল ৯ লক্ষ ৪১ হাজার ১০৩ টাকা। ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয়কারী সমস্ত অংশের মানুষের জন্যই সমহারে ত্রাণ সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। দুর্গত পরিবারগুলির তালিকা তৈরী করা হয়েছিল ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং আশ্রয় গ্রহণকারী আবাসিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা ক্রমে। ফিল্ড ষ্টাফ সংশ্লিষ্ট সরজমিনে এবং সকলের সাথে ঐক্যমতের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন এর সহায়তা দানের বিষয়টা বিবেচনা করা হয়। যাদের বাড়ী ঘর পোড়া গেছে তাদেরকে ২৪টা টিন, জি, সি, আই সিট এবং ২০০০ টাকা নগদ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে পুনর্বাসনের জন্য।

ত্রাণ ও সাহায্যের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রয়াসের ফলে বাড়ীঘর ছেড়ে আসা পরিবারগুলির মধ্যে তাদের নিজস্ব ও পছন্দ মত স্থানে ফিরে গেছেন কিছু পরিবার তাদের বসতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন নি। তাদাদের সরকারী নিয়ম অনুসারে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। এবং এই সময় তাদের পানীয় জল, চিকিৎসার সুযোগ ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রাণ শিবিরগুলিতে ত্রাণ সহায়তা দানে রাজ্য সরকারের ব্যয় হয়েছে ৪৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৭৩ টাকা।

**শ্রীকাজল চন্দ্র দাস** (কল্যাণপুর) :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, বিভিন্ন শিবিরের বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা হয়েছে, জলের ব্যবস্থা হয়েছে যেটা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন। কিন্তু আমি যতটুকু জানি খাসি দয়াল, কাঞ্চগুরু, কল্যাণপুর ভান্দিরাঠাকুর পাড়া শিবিরে এখনো পানির জলের ব্যবস্থা নাই। অনেক দিন আগে একটা মার্ক টু ছিল। সেই মার্ক-টুর জল খেয়ে কল্যাণপুর শিবিরের দশ জন বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। তোতারামবাড়া শিবিরে

আছে তিন জন। নামগুলি আমি পরে বলছি। এটাই আমার প্রশ্ন, সরকার এই শিবিরগুলিতে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, শিবির বাসীদের জন্য ২৪টা টিন এবং ২ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, এটা কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। কিসের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। কত জন পরিবারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যারা প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের মধ্যে থেকে কেউ বাদ গিয়েছেন কিনা এবং যদি বাদ গিয়ে থাকে তাহলে তাদের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

দ্বিতীয়ত, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, পঞ্চায়েত ঠিক করেছে, তা ঠিক আছে আমি বলছি স্বামী এবং স্ত্রী তারা দুই পরিবার হতে পারে কিনা। ৭ বছরের ছেলে কোন পরিবারের গার্জিয়ান হতে পারে কিনা। স্যার, বাগবেড়ে অষ্টমী মজুমদার, স্বামীর নাম জীবন মজুমদার, তারা সাহায্য পেয়েছেন পুলিশ পাহারাতে ওদের বাড়ীঘর আছে, কিছুই পোড়েনি। অভিচরণ মাষ্টার পাড়ার মোহনবাসী বিশ্বাস, বাবার নাম উমেশ বিশ্বাস জওহরলাল বিশ্বাস, বাবার নাম মহানন্দ বিশ্বাস,, তাদের কিছু ক্ষতি হয়নি কিন্তু তারা সাহায্য পেয়েছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা সাহায্য পায়নি, তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হবে কিনা। স্যার আমরা গত ৭-১২-২০০০ ইং তারিখে ওয়েষ্ট ত্রিপুরার ডি. এম, এর সাথে দেখা করে যারা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে যেন সাহায্য দেওয়া হয় বলেছিলাম, তখন উনি আমাদেরকে বলেছেন যে দেখবেন, তখন আমরা উনার কাছে সুনির্দিষ্ট ভাবে অভিযোগ করেছিলাম যে স্বামী স্ত্রীকে আলাদা পরিবার দেখিয়ে সাহায্য নিচ্ছে। এইগুলি দেখা হবে কিনা? উনি বলছেন যে, দেখবেন। স্যার, আজকে তিন মাস হলো কিছুই হলো না। এস, ডি, ও, খোয়াই গত ২৬-০২-২০১ ইং তারিখে একটি অর্ডার দিয়েছেন, সেই অর্ডারের সিরিয়েল নাম্বার ৪, নাম হচ্ছে গজেন্দ্র দেববর্মা, বাবার নাম রাইমোহন দেববর্মা, সিরিয়াল নাম্বার ২- যশোদা বর্মন, তারা সাহায্য পেয়েছেন। শান্তি বর্মণ, প্রক্তন প্রধান প্রমোদনগর, উনার নামে অনুমোদন হয়েছে উনার স্বামী বাসন্তী কর্মকার। সিরিয়াল নাম্বার ৫ এবং ৬ অমূল্য বর্মণ চেয়ারম্যানের ভাই, উনার নামে হয়েছে। উনার ৭ বছরের ছেলে অমৃত বর্মণের নামেও হয়েছে। এই হচ্ছে অবস্থা স্যার। যারা প্রকৃত ক্ষতি হয়েছে, সাহায্য পায়নি, তাদের সাহায্য করা হবে কিনা? আর যারা স্বামী স্ত্রী আলাদা পরিবার দেখানো হয়েছে তাদেরকে বাতিল করা হবে কিনা, এটা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাইছি।

**শ্রীঅনিল সরকার** ( ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা সেই সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যাদের বাড়ীঘর পোড়া গেছে, বাস্তুচ্যুত হয়েছে দেখা যাচ্ছে সেই কল্যাণপুর,

দ্বারীকাপুর, দেবতাবাড়ী, সেই মহারাণীপুর, সীতাকুণ্ড, রতিয়া, তুলাশিখর এই বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট ২৬,৪৫৫ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এবং সেই ১২০৭টি পরিবার এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার মধ্যে এখানে সেই সাহায্যের পরিমাণের কথা বলেছি যে, এই পর্যান্ত দেখা যাচ্ছে, ক্যাশ ২ হাজার টাকা এবং ২৪টা, জি. সি. আই, সীট প্রতি ফেমেলিকে দেওয়া হয়েছে। এবং এই পর্য্যন্ত ৯৮৮টা পরিবারকে সেই এস্‌গ্রেসিয়া এসিসটেণ্ট দেওয়া হয়েছে। বাকী যারা আছে তাদেরকে শীঘ্রই দেওয়া হবে। কবে দেওয়া হবে সেটা এডমিনিসট্রেশনের ব্যাপার। এখানে এই পর্য্যন্ত কথাটা বলতে পারি যে, তা অবিলম্বে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাদেরকে এস্‌গ্রেসিয়া এ্যাসিসটেণ্ট ইত্যাদি দেওয়া হবে।

**শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :—** পয়েণ্ট অফ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, ১২০৭টি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। স্যার এখানে একটা তথ্য এনেছি ডি. এম. এবং টোটাল ১৭১২টি পরিবার, এর মধ্যে এস. টি. ৭৩৮ জন এবং নন্ এস. টি. ৯৭৪ জন। শুধু তাই না স্যার, এর চেয়ে আরোও বেশী। এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলে দিয়েছেন, একশবার দিক, এতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে কিসের ভিত্তিতে এদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। উনি বলেছেন আগুন লাগা আমি তো এখানে উদাহরণ দিয়েছি আগুনে কিছু হয়নি। এবং যারা পেয়েছেন আমার কোন আপত্তি নেই। এদের মধ্যে যারা ক্ষতিগ্রস্ত না এদেরকে দেওয়া হবে কিনা।

**শ্রীঅনিল সরকার** (ভারপ্রাপ্ত মুখমন্ত্রী) **:—** মাননীয় সদস্য বলেছেন ১৭০০ জন পরিবার আমাদের এখানে ১৩০০ জন পরিবার। যাই হোক তিনি এলাকার প্রতিনিধি এবং তিনি সেটা জানেন সেখানে এডমিনিসট্রেশান আছে, সরকারও আছে। আমার মনে হয় তথ্য দিয়ে এখানে আপনি অভিযোগ তুলেছেন ভাল হয়েছে বিধানসভার কাছে দাবী উপস্থিত করেছেন টোটাল তথ্য দিয়ে আপনি ডি, এম, এর কাছে যা হয়নি হওয়া দরকার সেগুলোর জন্য আপনি সেই তথ্য দিতে পারেন এবং চিঠি দিতে পারেন। তাহলে আমরা আশা করব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেগুলো করার জন্য এই ব্যাপারে আমাদের কোন দুর্বলতা নেই যে কাকে দেওয়া হবে কিনা।

**শ্রীকাজল চন্দ্র দাস :—** স্যার, আমার প্রশ্নটা কিন্তু শেষ হয়নি।

**মিঃ স্পীকার :—** আরে আপনি তো বলেছেন, আপনি বসুন।

**শ্রীসমীর দেবসরকার** (খোয়াই) **:—** স্যার পয়েণ্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান, প্রথমত, যেটা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, তবে এটা ঠিক। তবুও আমার মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাগুলো বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে সেই অবস্থাটা নষ্ট হয়েছিল। বিশেষ করে গোধাইবাড়ী কলোনী দাস পাড়া

এবং প্রমোদনগর গাঁও পঞ্চায়েতের, পুরো গাঁওসভাতেই জনশূন্য হয়ে গেছে। এখানেও প্রায় তাই হয়েছে। আমার যতটুকু জানা, এখানে রিলিফ দেওয়া হয়েছে বাড়ী যাওয়ার জন্য ২৪টি করে টিন টাকা ছাড়া তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তথ্যের মধ্য দিয়ে সেটা আসে নি। এটা মাননীয় মন্ত্রী দেখবেন কিনা? দ্বিতীয়তঃ দেওয়া হয়েছে যে পরিবারকে এখনও পাচ্ছে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন আসলে ইনকোয়ারীর ক্ষেত্রে প্রথম যখন তারা শিবির গুলোতে আশ্রয় নিয়েছে অনেক পরিবার, সংখ্যায় বেশী রিলিফ ম্যানোয়েল যে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে কভার হচ্ছে না, মানবিকতার প্রশ্নে কোন কোন পরিবারকে হয়তো ভাগ করে দুই তিনটি পরিবারের মধ্যে দেখানো হয়েছে, দশ জন বা বার জনের পরিবারকে আমরা দেখেছি। সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে রিলিফ বন্টনের সময় রেশন কার্ড অনেক জায়গা বলেছি যে রেশন কার্ডটা ফলো করুন করা হয়নি। এতে একই পরিবারে হয়তো দুই জন বা তিন জন পেয়েছেন। আমার যেটা জানা সেটা হচ্ছে প্রমোদনগর গাঁও পঞ্চায়েতে ১২৫টি পরিবার যারা ক্যাম্প এ ছিলেন এবং রিলিফ এনেছে, এমন কি মাঝে একটি সময় বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য রাস্তায় যখন একটি আন্দোলন হয়েছিল তখন তারা চিড়া, গুড় খেয়েছে। ডি, সি,-র কাছে যখন ইনকোয়ারী করা হয়েছে, তার কাছে রিপোর্ট আছে কল্যাণপুরের ডি. সি.-র কাছে ১২৫টি পরিবার বার বার জানানো সত্বেও ডি, সি. জানেন, মহকুমা শাসক জানেন এমন কি উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী উনার কাছে যখন দাবী গেছে আমরা এখনও পাইনি এই ১২৫টি পরিবার এখনও দেওয়া হয়নি। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে যেটা বক্তব্য থাকবে ১২৫টি পরিবারকে দেখা যারা ছিলেন, অন্য সুযোগ সুবিধা পেয়েছে রেশন কার্ড আলাদা আছে তাদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

**শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী):—** মাননীয় সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন নিশ্চই সেটা সহানুভূতির সঙ্গে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা উচিৎ।

**শ্রীকাজল চন্দ্র দাস:** পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান, স্যার এখন স্যার, কল্যাপুর থেকে শরনার্থীদের দু হাজার টাকা এবং টিন দিয়ে ডি এম এর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পরে, মিটিং এর পরে তাদের সিফট্ করা হয়েছে গমনা কলোনী, কান্তিয়া ঠাকুর পাড়া, ৩৩৩ পরিবার অমলকান্তিয়াতে। ডি, এম বলেছিলেন যে সেখানে পাওয়ার পরে তাদের জলের ব্যবস্থা, কাজের ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু স্যার, সরকারের কথা রাখতে গিয়ে এবং সেখানে আমি ছিলাম, আমরা স্যার, ৩৩৩ পরিবার সিফট্ করেছি, জায়গা হচ্ছে না, সেখানে স্যার তিন মাস যাবৎ কোন কাজ দেওয়া হচ্ছে না। তাদের জলের খুব খারাপ ব্যবস্থা। এখানে কোন কাজ নেই। জল নেই, লাইট্ নেই। সেই ব্যবস্থাটা গ্রহন করবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী কিছু করবেন কি না?

**শ্রীঅনিল সরকার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী):—** মাননীয় সদস্য যেগুলি বললেন সেইগুলি নিশ্চই দেখা হবে।

**মিঃ স্পীকার :—** সভায় পরবর্তী কার্য্যসূচী হল, পাবলিক্ একোউন্ট কমিটির তেষট্টিতম প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস, (চেয়ারম্যান্ পাবলিক্ একা ন্টস্ কমিটি) মহোদয়কে কমিটির তেষট্টিতম প্রতিবেদনটির প্রতিলিপি সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

**শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পাবলিক একাউন্টস্ কমিটির তেষট্টিতম প্রতিবেদনটি সভার সামনে পেশ করছি।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য মহোদয়গন আজকের সভায় পেশ করা কমিটির রিপোর্টের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

## DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR SUPLIMENTARY GRANTS FOR THE YEAR—2000-2001

**মিঃ স্পীকার :—** সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো —"২০০০-২০০১ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহন।" আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ৪২টি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহন হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গন, আজকের কার্যসূচীতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সমূহ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলো দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী প্রস্তাব সমূহ সভার কার্য্যসূচীর সঙ্গে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট দেওয়া হয়েছে। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং যে সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গন্য করা হলো। এখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যে আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তব্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পুর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের অনুরোধ করব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গন অংশ গ্রহন করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের শুধু একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে স্বরাষ্ট্র দপ্তর এইখানে অরিজিনাল ছিল ১৮৫ কোটি ৭৩ লক্ষ ·০০০ টাকা এখন অতিরিক্ত ধরা হয়েছে ৮৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, ফলে এই বছরে পুলিশী খাতে মোট ব্যয় ১৮৬ কোটি ৬০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি কেন্দ্রে যারা আছেন তারাও বলছেন যে, বাজেট ঘাটতি এবং দেশের যে অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তোরনের জন্য কয়েকটা পদক্ষেপ এর কথা বলছেন, তারা যেমন এই সংকোচন সরকারী ক্ষেত্রে, বিলগ্নীকরণ করা হবে, শ্রমিক কর্মচারী সংকোচন করা হবে, ভর্তুকী কিছু কমিয়ে দেওয়া হবে আর রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থাগুলির হাতে যেগুলি আছে সেইগুলি ক্ষতিই দিচ্ছে, কাজেই এই ক্ষতি কমাতে হবে, এই করে দেশের যারা গরীব মানুষ, যারা দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে, যারা বেকার, যারা শ্রমিক তাদের বাঁচাতে হবে। এবং সামগ্রিক ভাবে অর্থনৈতিক গতি আনতে হবে। যিনি ফিনান্স মিনিষ্টার এবং মুখ্যমন্ত্রী তাঁরা বলেছেন এখানে ঠিক এই ভাবে আমাদের বাজেট ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। তারপর আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ব্যয় সংকোচন করতে হবে। আমাদের অপব্যয় কমাতে হবে, এসব উনারা বলেছেন আসলে আমাদের অপ্রয়োজনীয় যে ব্যয় এটা কেউ বলেন না। সেটা হচ্ছে, এই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে আরক্ষা ক্ষেত্রে যে ব্যয়, এখানে ১৮৬ কোটি টাকা কম কথা না। আমাদের পূর্ণাঙ্গ বাজেটে আমরা যদি ১০০ কোটি টাকা মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পারতাম তাহ'লে আমরা আরও প্রায় ৯০ কোটি টাকা সেইভ করতে পারতাম। কিন্তু আগামী বছরে বেড়ে হয়ে গেছে ২১৯ কোটি টাকা। আমরা যদিও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে, ভূরপন্না ক্ষেত্রে, পরমানু ক্ষেত্রে আধুনিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে যদিও হাজার হাজার কোটি টাকা বাড়ছে, কেবল বাড়ছে। আর সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে হবে, তার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা বাড়ছে ব্যাটেলিয়ান কি ব্যাটেলিয়ান টি, এস, আর বাড়ানো হবে। কাজেই এইসব খানে যদি আমরা না করতে পারি, এই পয়সা দিয়ে কিছুই হবে না। কাজেই আজকে কেন্দ্রীয় সরকারকে ও ভাবতে হবে প্রতিরক্ষা-খাতে যে ব্যয়, এটা কমাতে হবে অন্তত ৫০ ভাগ কমানো হোক। ভারতের যারা অর্থনীতি-বিদ তারা বলেছেন, যে কাশ্মীর নিয়ে যেন এই দুই দেশের মধ্যে লড়াই। তার সমরাস্ত্রের আয়োজন কেন এটা যদি না থাকত তাহলে তো আমাদের সে সমস্যা থাকত না। কাশ্মীর তো আগেও আলাদা ছিল, এটা স্বাধীন ছিল। পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতও পাকিস্তানকে আক্রমণ করেছে এই দুই দেশ দখল নিয়ে এই অবস্থা চলছে। কাশ্মীর অংশ বাদ দিলে তার কোন শক্তি থাকবে না। আজকে এখানে উগ্রপন্থীর নাম দেখিয়ে টি এস আর ব্যাটেলিয়ান বাড়াও, তার আধুনিক অস্ত্র বাড়াও আর সি আর পি এফ বাড়াও

এবং আধা সামরিক বাহিনী আন। ·ই করতে করতে ২১৯ কোটি টাকাই নিয়ে গেছে। আর হয়তো অতিরিক্ত ব্যয় আসবে। কাজেই এটা যদি ১০০ কোটি টাকা না রাখা যায়, তাহলে এখানে কিছুই হবে না। মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আলোচনার মধ্যে দিয়ে ভারত এবং পাকিস্তানের সমস্যা সমাধান করতে হবে। এখানেও উগ্রপন্থীর সঙ্গে আলোচনা করে ব্যাটেলিয়ান কমাও, আসল কথা আরক্ষা দপ্তরের বায় কমাতে হবে। নৃপেনবাবুর আমল থেকে আমি দেখে আসছি। কারণ উনি বলদেন উনি ইনমিসস এ মে এ ছিলেন। উনি মনে করেন উগ্রপন্থী যদি না থাকে আমি তো ব্যাটেলিয়ান পাব না। কেন্দ্র তো আমাকে শিল্পের জন্য টাকা দেবে না। কেন্দ্র আমার ব্যয় বরাদ্দ এর টাকা বাড়ানো রাজি হবে না। যদি উগ্রপন্থী সৃষ্টি করা যায় তাহলে তো উগ্রপন্থীর নাম করে ব্যাটেলিয়ান বাড়াতে হবে। কাজেই উনি চাইছেন যে উগ্রপন্থী থ কুক। এর জন্য উনি বলছেন যে, আমি উপজাতি হলে উগ্রপন্থী হতাম, তার মানে উপজাতি বা উগ্রপন্থী হওয়া দরকার। সেটা যদি হয়, তাহলে বেকার এর সুযোগ হবে। তাছাড়া এই সমস্ত আধাসামরিক বাহিনী আসবে। তার এখানে টাকা খরচ হবে। তাদের বেতনের অর্ধেক টাকা খরচ হবে। ফলে অর্থনীতিতে ত্রিপুরা উন্নতি হবে এটা দেখা গেছে তাই তারা আলোচনার পথে যেতে চান না। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে যে সরকার আছে তারা একই পরিস্থিতিতে চলছে। কেন্দ্র থেকে আরক্ষা দপ্তরের নাম করে আমি টাকা আনতে পারব। কাজেই এই যে পলিসি এটা যদি ত্যাগ করে আলোচনার মাধ্যমে যদি সমস্যা সমাধান করেন, তাহলে এখানে আমাদের আরক্ষা দপ্তরের ১৩০ কোটি ও লাগবে না। আমাদের সময় যখন আমরা জোট সরকার চালিয়েছি, আমরা তো ২৩ কোটি টাকা এনেছি, সেটা দিয়ে তো আমবা শান্তি রক্ষা করছি।

আজকে ২১৯ কোটি টাকা দিয়েও আবার ও অতিরিক্তের জন্য প্রস্তুতি চলছে। আমার মতে এই ব্যয় বরাদ্দটা অপ্রয়োজনীয়। এর জন্য তো, আজকে এই বিরাট সামরিক বাহিনীর জন্যই ভরতুকী কমাতে হয়েছে, কর্মচারী কমানো চলছে, কর্মচারী ছাঁটাই চলছে উপায় নাই। এই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আপনারা সমালোচনা করেন। যারা নিজের রাজ্যে যে পলিসিতে টাকা অপব্যয় করছে এটার দিকে তাদের খেয়াল নাই। শুধু তাই না, এই উগ্রপন্থী জনিত কারণে আজকে উপজাতিরা কিভাবে মিলে যাচ্ছে এটার প্রতি তাদের কোনো খেয়াল নেই। কাজেই আমি ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছি আর একটা ছিল ১৯৯১-৯২ ইং সালে মজুরী দেওয়া তৈহ সেঁচুয়াতে এটা মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী কাহিনী নিয়ে ভিত্তি প্রস্তাবও রেখেছিল। ৫-৬ কানি জমি আমরা দখল করে ও রেখেছি এই সেঁচুয়াতে এবং একজন জুম চাষী ছিল ৮-৯ বৎসর ধরে জুম চাষও বন্ধ। এই জমি রাখার পরেও এখন পর্যন্ত উনি বলেছেন

যে, উনার টাকার অর্থ সংস্থান হয় না। ১৯৯৮-৯৯ ইং সাল থেকে আমি প্রত্যেক সেশানেই দাবী করছি, আপনি খুলে দেখবেন রেকর্ডে কাট মোশানে এবং প্রশ্নপত্রেও এটাই জানি। এলাকার মানুষকেও আমি গিয়ে বলি যে, হবে। কিন্তু আমি মুখ্যমন্ত্রীকেও এই প্রস্তাব দিয়েছি যে, আমি আপনার হস্তক্ষেপ চাইছি যে এটা অন্তত ব্যবস্থা করুন। কিভাবে করবেন এটা আপনারা জানেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার :—** ছাত্র বিধায়কের বক্তব্যটা শিক্ষক মন্ত্রীমশাই নিশ্চয় উপলব্দি করবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।

এই সভা বেলা ১ ঘটিকা পর্যাম্ত মুলতবী রইল।

## AFTER RECESS AT 2-00 P. M.

**মিঃ স্পীকার :—** এখন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস।

**শ্রীকাজল চন্দ দাস :—** মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন এবং আমি যে কাট মোশান এনেছি সেই সব কাট মোশানগুলিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার কাট মোশান হচ্ছে, ডিমাণ্ড নং ২০ এর মেজর হেড ৪৫১৫, ভিলেজ কমিউনিকেশনের উপর। স্যার, আমরা যারা গ্রামে থাকি, আমরা চাই, যে গ্রামে আরো কাজ হউক, আরো টাকা বরাদ্দ করা হউক। কিন্তু আজকে বাধ্য হয়েই আমাকে কাট মোশান আনতে হয়েছে এই কারণে যে, গ্রামের ভেতরে কোন কা ই হয় না। নামে-বেনামে টাকা শুধু আত্মসাৎ করা হচ্ছে। আর এ জন্যই ২, ১১, ১০০০০ টাকা সেংশান্ চেয়েছেন। গ্রামেগঞ্জে এটা আমরা চাই। গতবারও আমরা দেখেছি, কাজ হবে বলে অনেক টাকাই সেখানে ধরা হয়েছিল। কিন্তু কোন কাজই হয়নি। কাগজে পত্রে অ্যাডজাষ্টমেন্ট হয়েছে। যদি সুন্দর ভাবে, সঠিক ভাবে এই বরাদ্দ কাজে লাগানো হত, তাহলে আমার আপত্তি থাকত না। স্যার, আমার এলাকায় ৭টি রাস্তা আছে। ১৯৯৩ এর পর ঐগুলির আর কোন উন্নতি হয় নি, কোন কাজ হয়নি। রাস্তাগুলি হচ্ছে, (১) রূপবাই থেকে বড়ময়দান, ভায়া গড়িয়া দফাদার। (২) কল্যাণপুর শ্মশানঘাট থেকে নাথ দেববর্মার বাড়ী। (৩) অমর কলোনী থেকে দেবেন্দ্র সর্দ্দার পাড়া ভায়া দেবতাবাড়ী। (৪) রজনী সর্দ্দার পাড়া থেকে মোহর বাড়ী ভায়া মুড়াবাড়ী ও ঠঙ্কি। (৫) খিলাতলী পালপাড়া থেকে বিলাতলী বাজার ভায়া ওয়াখিলং পাড়া ও বখরেভ। (৬) রামবাবু পাড়া থেকে রূপবাহ আশ্রমটিলা ভায়া গুলটিলা। (৭) মোহরছড়া বাজার থেকে তুক্সী ভায়া হাকিনপাড়া। জানি না, মন্ত্রী বাহাদুর কি করবেন? আমার বক্তব্য হচ্ছে, গ্রামের উন্নয়নের জন্য বাজেটে

টাকা ধরা হলে আমরা অবশ্যই সমর্থন করতাম। মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর যদি বলেন, রাস্তাগুলি তিনি দেখবেন, তাহলে আমার কাট মোশান এখান থেকে তুলে নেব। কিন্তু আমি জানি, কাগজে পত্রেই শুধু এ্যাডজাষ্টমেন্ট হয়, কাজের কাজ কিছুই হয় না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন রাস্তার চিহ্নই নেই। আমার পঞ্চায়েত এলাকার দুর্গম অঞ্চলের রাস্তা সেটা নেই। পঞ্চায়েত প্রধানের ইচ্ছা না থাকলেও অদৃশ্য শক্তির তাড়নায় তাকে বলতে হচ্ছে রাস্তা হয়েছে। এই হচ্ছে, বাস্তব সত্য। যে টাকা এখানে রাখা হয় তা কাজে লাগলে রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্ট আটকে থাকত না। আমার এলাকার আর একটি রাস্তা, কল্যাণপুর কুঞ্জবন থেকে পশ্চিম কুঞ্জবন গেছে। কাগজে পত্রে রাস্তা আছে। কিন্তু আসলে রাস্তা নেই। এই কারণেই স্যার, আমি মাননী মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, ঐ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর থেকে, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে একটু গতিশীল করুন। আর এই ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে কাজে লাগালে আমার কাট মোশান আমি অবশ্যই তুলে নেব। এছাড়াও আর ডি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, নূতন নূতন ব্লক হচ্ছে সেই ব্লকগুলির বাস্তব চিত্র, কী তা একটু দেখুন। সেখানেও কাগজে পত্রে কাজ হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ অন্যরকম। যদি সত্যিকারের কাজ হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই সমর্থন করব। কিন্তু যেহেতু কাজ ঠিক ভারে হচ্ছে না। তাই সমর্থন করতে পারছি না বলে এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**( মিঃ চেয়ারম্যান ) :—** মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—** মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই হাউসে যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে সেই কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে এবং সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড গুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার আমি দুইটা কাট মোশান এনেছি—সেগুলি হলো—ডিমাণ্ড নং ১০, মেজর হেড—২০৫৫ এবং ডিমাণ্ড নং ৩১, মেজর হেড—২২২৫। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্য আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ বার সরকারের আসার পর তাঁরা উপজাতিদের জন্য তাদের মাতা-পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন থেকেও বেশী মায়াকান্না কাঁদছেন। তাঁরা রাস্তাঘাট কাঁপিয়ে শ্লোগান দেন যে উপজাতিরা আজকে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। উপজাতিরা বঞ্চিত হচ্ছে। তাঁরা উপজাতি দরদী প্রমাণ করার জন্য নানা ধরণের কথাবার্তা বলে থাকেন। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারে মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী নিজেকে সবচেয়ে বেশী উপজাতি দরদী বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন —'আমি যদি উপজাতি হতাম, তাহলেও আমি উগ্রপন্থী হতাম'। এই ভাবে তাদেরকে আস্কারা দিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে উপজাতিদেরকে সর্বনাশ করেছেন এবং এখনও করছেন। আমি ২/১ টা উদাহরণ দিচ্ছি। বিশেষ করে চাকুরী ক্ষেত্রে উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত হাজার হাজার পোষ্ট আজকে ভেকেণ্ট। সেই সমস্ত

পোষ্টগুলি দীর্ঘদিন ফিল আপ করা হচ্ছে না। সামান্যতম কারণ দেখিয়ে উপজাতিদেরকে তাদের চাকুরী ক্ষেত্রে থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। প্রথমতঃ আমি টি. এস, আর এর কথা বলব। সেখানে ফার্ষ্ট ব্যাটেলিয়ন থেকে শুরু করে সিক্সথ, ব্যাটেলিয়ন তথা নানা ব্যাটেলিয়নের কথা আমরা শুনছি। সেখানে কি প্রভিশান রাখা হয়েছে? অল ইণ্ডিয়া বেসিসে টি, এস, আর-এর নিয়ম নীতি কি? এমনিতেই বামফ্রন্ট সরকার বলে চলেছেন যে, তাঁরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট রোষ্টার মেনে চলেছেন। কি ভাবে মানছে স্যার? টি এস আর-এ যে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে সেখানে টোটাল হান্ড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে ২৫ পার্সেন্ট বাইরে থেকে আনাতে হবে, আর ৭৫ পার্সেন্ট রাজ্য থেকে নেওয়া হবে। এই ৭৫ পার্সেন্টের মধ্যে ৩০ পার্সেন্ট উপজাতিদের জন্য সংরক্ষন করা হয়েছে। আর এই পার্সেন্টেজের হিসাবটা করা হচ্ছে শতকরা হিসাবে। আমি এ বিধান সভায় প্রশ্ন করেছিলাম এবং উত্তর দেওয়া হয়েছিল যে—আমরা বাইরে থেকে যাদের আনি সেখানেও শতকরা ২৫ পার্সেন্টের মধ্যে এস, টি কোটা রেখে দিয়েছি। স্যার, এখানে একটা গ্যাড়াকল আছে। এস, টি বাইরে থেকে—বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষ্যা, রাজস্থান, থেকে যাদের আনা হয় তারা তো তাদের রাজ্যেই এস, টি. আমাদের রাজ্যে তো তারা এস, টি নয়। তাহলে এটা ত্রিপুরা রাজ্যের আইনের ভিত্তিতে করা হয়েছে নাকি রাজস্থানের বা পশ্চিমবঙ্গে বা ওড়িষ্যার আইনের ভিত্তিতে করা হয়েছে? কারণ, ত্রিপুরা রাজ্যে এস, টি দের যে লিষ্ট সেই লিষ্টে তো বাইরের এস, টি দের নাম নেই। আমি একজন টি, এস, আর কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনি বিহারের এস, টি। সে এখানে যে চাকুরী পেল সেটা তো বিহারের এস, টি হিসাবে, ত্রিপুরা রাজ্যের এস, টি লিষ্টে কোথাও তো তার নাম নেই।

বাইরের লোকের জন্য তো ত্রিপুরা রাজ্যে এস, টি, লিষ্ট থাবার কথা নয় তাহলে শতকরা হিসাবে আমার যে প্রশ্নটা এসেছে ৩০ পার্সেন্ট এটা কেন ৭৫ পার্সেন্ট হবে না। বাইরের থেকে তাদের নেওয়া হচ্ছে এটা বন্ধ করা হউক এটা যদি বন্ধ হত তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের আরও উপজাতি বেকারের চাকুরী দেওয়া সম্ভব হবে। আইন এখানে লংঘন করা হয়েছে কারণ যে আইন আমার কথা সেই আইন মানা হচ্ছে না রাজ্যের উপজাতিদের বঞ্চিত করে বাইরের লোকদের চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। এই কারণে এই ডিমাণ্ডের জন্য যে টাকা চাওয়া হয়েছে সেটা উপজাতিদের জন্য খরচ না করে অন্যদের জন্য খরচ করা হচ্ছে তাই আমি ডিমাণ্ডকে সমর্থন করতে পারছি না এবং তার জন্যই কাট মোশান নেছি।

স্যার ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার ডির্পামেন্ট বিভিন্ন সময়ে আমরা যখন প্রশ্ন করেছি তখন বলা হয়েছে ব্যাক লক্ টানা হবে এবং এখন পত্র-পত্রিকায়ও দেখেছি বিভিন্ন যে পোষ্টগুলি খালি পড়ে আছে সেগুলি ফিলাপ করা হবে কিন্তু আদৌ তা করা হয় নি। ডাইরেকটরিয়েটে গেলেও সেখানে আইনের কথা বলা হয় এবং বলছে যে আমরা তো চাপ সৃষ্টি করছি কিন্তু তারা দিচ্ছে না, চাপিয়ে

রাখছে। বিশেষ করে শিক্ষা দপ্তরে প্রচুর পোষ্ট খালি পড়ে আছে পলিটিক্যাল সায়েন্স, সায়েন্স, অংক ইত্যাদি সাবজেকটের। যেখানে রেগুলার হিসাবে চাকুরী পাওয়ার কথা সেখানে ফিকসট্ পে-তে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে পোষ্ট থাকা সত্বেও। চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এম. এ, পাশ এবং বি. এ পাশ তাদের ফিকসট্ পে-তে চাকুরী দেওয়া হবে। এম, এ, পাশ যারা তাদের মাসে এক হাজার ৫০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে আর বি, এ পাশ যারা তাদের এক হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। কেন তাদের ফিকসট্ পেতে চাকুরী দেওয়া হবে পোষ্ট থাকা সত্বেও? এস, টি, দের জন্য সুনির্দিষ্ট পোষ্ট আছে কিন্তু তাদেরও ফিকসট পে-তে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে? আমাদের সময়ে কোন ট্রাইবেলদের ফিকসট্ পে-তে চাকুরী দেওয়া হয়নি ১৯৯২ সালে যখন ট্রাইবেলদের চাকুরী দেওয়া হয়েছিল তখন হানড্রেড পারসেন্ট রোষ্টার মানা হয়েছিল।

এই যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট ধরা হয়েছে তাতে কোথাও ট্রাইবেল ভেকেন্ট পোষ্টগুলি পুরণ করার কোন উল্লেখ নাই। এগুলি করা হবেনা, এটা আমরা জানি। কেন এই অতিরিক্ত টাকা? বিভিন্ন দপ্তরে ভেকেন্সি কেন রাখা হয়েছে? হানড্রেড পার্সেন্ট রোষ্টার মানা হচ্ছে না। এইভাবে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। আর একটা কথা বামফ্রন্টের বন্ধুদের আমি অনেক সময় বলতে শুনি, এ, ডি, সিতে হানড্রেড পার্সেন্ট রোষ্টার করা দরকার। তাহলে-ত সেখানে রুল্স করা দরকার। কারণ ট্রাইবেল পিপলস আরমেকারিটি সেখানে যদি রিজার্ভ রাখতে হয় তাহলে বাঙ্গালীদের রাখা দরকার। ইন জেনারেল যেহেতু বাঙ্গালী সংখ্যায় বেশী সেই কারণে আমাদের এখানে সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবদের জন্য সংরক্ষণ নীতি রাখা হয়েছে। এ, ডি, সিতে ট্রাইবেল মেজারিটি, সেখানে যদি হানড্রেড পার্সেন্ট রোষ্টার করে ৩০ পার্সেন্ট করা হয় তাহলে ট্রাইবেলরা বঞ্চিত হবে। সেখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যারা সংখ্যালঘু তাদের জন্য একটা কোটা দরকার। যেমন কাইপেং, মলসম, হালাম। ত্রিপুরী, দেববর্মা, মেজরিটি আছে। তাদের হয়ত সেখানে জেনারেলের মত করা যেতে পারে। আপনারা যতবার প্রশাসন চালিয়েছেন, ৭ম তপশীল মোতাবেক এর সময় আমার মনে পড়ে ১৯৮৩ সনে যখন প্রশ্ন করেছিলাম ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার তখন দশরথ বাবু ছিলেন এবং তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ৫১৪ জন তখন নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ১৪ জন ছিল ট্রাইবেল, বাকী ৫০০ নন ট্রাইবেল। এই হল আপনাদের উপজাতি দরদের নমুনা এভাবে আমরা দেখেছি ভেকেন্ট পোষ্টগুলি সরকারী নিয়মে যেটা আছে, নিজেরা করেন, হাউসে আইন পাশ হয় কিন্তু সেই অনুযায়ী কাজ হয় না। তার জন্য টাকা ধরা হয়, সেই টাকাগুলি নয়ছয় হয়। ওয়াটার সাপ্লাই এর ব্যাপারে, পানীয় জলই বলুন, আর সেচের জলই বলুন এই সমস্ত ব্যবস্থা ট্রাইবেল কমপেক্ট এরিয়াতে কতটা আছে। আর যেটা আছে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যদি বিদ্যুতের লাইন থাকে, তাহলে ঘরে মেশিন নাই, পাইপ

দেওয়া হয়ে থাকলে সেদিন পৌঁছানো হয়নি এরকম দেখা গেছে স্যার, যেটা সেংশান আছে পুলিমুড়ির নামে, সেটা চলে গেছে আর একটা গাঁওসভায়। ট্রাইবেল বমপ্যাক্ট যে এরিয়াগুলি আছে কাজ করা হয়না কেন? বলা হয় এরটাই কারণ এক্সট্রিমিষ্টের কারণ। বলা হয় এক্সট্রিমিষ্টের কারনে এটা আর একটু ওপারে আনা হয়েছে। সেংশান ত এই গাঁওসভার জনগণের জন্য হয়েছে। এভাবে কাজ হচ্ছে স্যার। স্যার, যেখানে ১০টা পাইপ লাগানোর কথা, সেখানে দুইটা পাইপ লাগানো হয়, সেখানে দুইটা পাইপ লাগানোর কথা সেখানে একটা পাইপ লাগানো হবে। মনুষ্যের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন জলের। জীবনের উপর নাম জল। সাপ্লাইয়ের জলের কথা বাদই দিলাম, কাচা কুঁয়ার জন্য প্রতি বৎসর হাজার হাজার টাকা আর, ডি থেকে খরচ করা হয়। ছামনুর ব্যাপারে এই হাউস বার বার বলেছি। তৎকালীন আর, ডি কমিশনার মিঃ মিশ্র উনি তদন্ত করেছিলেন। চার পাঁচটা গাঁওসভা মালিধর, মানিকপুর এই সমস্ত জায়গায় কাঁচা কুয়া, টিনের শেড দিয়ে ঘর করে দেওয়ার কথা এগুলো পুরো টাকা গিলে ফেলেছে। পঞ্চায়েত সেক্রেটারী কি রিয়াং তার নামে এলিগেশান এসেছে, শাস্তি হল না। এই সময়ে প্রতিটি গাঁওসভায় জলের লেয়ার খুব নেমে যায়। তখন তড়িঘড়ি করে কাঁচা কুয়া করে দেওয়ার জন্য হাজার টাকা খরচা হয়। কিন্তু কুয়া আর হয়না, জল আর আসে না। এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা ওয়েষ্টেজ এক্সপেনডিচারের জন্য সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এখানে আনা হয়েছে। মূল বাজেটের যে টাকা সেই টাকা-ত নয় ছয় করে, তার উপরে আবার অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়েছে সেটা কি সমর্থন করা যায়? সমর্থন করা যায় না।

মিঃ স্পীকার (চেয়ারম্যান) :— মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন। ১৮ মিনিট তো বলেছেন।

শ্রী দেববর্মা :— আমি আর বিশেষ কিছু বলব না, আমি এখানে আর, ডি মিনিষ্টার আছেন, উনি আর, ডি দায়িত্ব নেওয়ার পর আর, ডি ডিপার্টমেন্ট আরও পতনের দিকে গেছে। কতদূর পতনের দিকে গেছে সেটা ২৩ তারিখের উনি ব্লক মিটিং-এ থেকে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। উনি বললেন, আপনি কোন সেকটারের? উনি বললেন আমি চেলাগাং সেকটারের। চেলাগাং সেকটারে কয়টা কুয়া আছে? কইতাম পারতামনা স্যার। উনি বললেন, আপনি ঘুরে দেখেছেন? উত্তর এসেছে, না স্যার। চেলাগাং সেকটারে আর কি দরকার আছে? উত্তর এসেছে, কইতে পারতামনা স্যার। এভাবে উত্তর এসেছে। আপনি আর ডি মিনিষ্টার, আপনি স্বয়ং জানেন। তারপরে যদি বলেন এটা অসত্য কথা তাহলে, এটা একমাত্র ভগবানই বিচার করতে পারবেন। এছাড়া আর কেউ বিচার করতে পারবে না। এবং সেখানে গিয়ে আপনার মনে হয় উপযুক্ত বিচার হবে। এভাবে আপনারা আমাদের ঠকাতে পারেন, জনসাধারণকে ঠকাতে পারেন কিন্তু স্বয়ং ভগবানকে ঠকাতে

পারেন না। তখন আসল জিনিস ধরা পড়বে। আপনারা-ত ভগবান, কারণ আপনারা ভগবান মানেন না। যে কারণে স্যার, এখানে ভগবানরা এখানে নারায়নবাবু আছেন, এখানে সবাই ভগবান। আর একটা আছে স্যার, পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট। পঞ্চায়েতের সংগে আর ডি-র সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর মত। আর, ডির টাকা পঞ্চায়েতের দ্বারা কাজ হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে আমরা দেখেছি আর, ডির টাকা পঞ্চায়েত খেয়ে ফেলে। কারণটা হচ্ছে যারা পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, সেই পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর যে দুর্নীতি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তারা রেহাই পাচ্ছে একমাত্র লাল ঝাণ্ডার তলে আছে বলে। যেভাবে জলের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে, সেটা মানুষের মঙ্গলে আসছে না, মানুষ পাচ্ছে না, জনসাধারণ বঞ্চিত হচ্ছে। সেই কারণে এখানে কাট মোশান আনা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীকে বলব, আপনি যে ফ্যালিউর হয়েছেন আর, ডি, দপ্তর নেওয়ার পর, আগে অনন্ত বাবু ছিলেন আর, ডি দপ্তরে। উনি ফ্যালিউর হতে হতে নিজেই ফ্যালিউর হয়ে গেলেন, হাউসে আর আসতে পারলেননা। সেইরকম যাতে আপনার না হয়, সেইদিকে আপনি লক্ষ্য করবেন। আর, ডি দপ্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনন্তবাবুর মত অনন্ত দুর্নীতি করে যাতে আপনি হারিয়ে না যান, আপনি জীতেন চৌধুরী, গ্রামে গেলেও চৌধুরী, বিধানসভায় আসলেও আপনি চৌধুরী কিন্তু চৌধুরী হল আমাদের ট্রাইবেলদের ভাষায় মাতব্বর। মাতব্বর হিসাবে আপনি সব যদি খেয়ে ফেলেন, তাহলে জনসাধারন কিছুই পাবে না। জনসাধারনের দিকে কিছু দৃষ্টি রাখবেন। এই অনুরোধ রেখে আমার কাট মোশানকে সমর্থন করে মুল সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টসকে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

**মিঃ চেয়ারম্যান :—** মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরমেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়।

**শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ ( মন্ত্রী ) :—** মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস্ ফর গ্র্যান্টস আনা হয়েছে তাতে ৪৩ টা হেডে যে ডিমাণ্ডগুলি তাকে আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী বন্ধুদের যে কাটমোশানগুলি এগুলি বিরোধীতা করে সংক্ষেপে দুই চারটা কথা বলছি। এখানে প্রতিটি ডিমাণ্ডের এগেইনিষ্টে কি কারণে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস ফর গ্র্যান্টস আনা হয়েছে তা সংক্ষেপে লেখা আছে।

কারণ, এখন প্রতিটি ডিমাণ্ডের এগেইনিষ্টে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড কর গ্র্যান্টস্ আনা হয়েছে, এটাই বলা হয়েছে। প্রতিটি অর্থ বছরেই এই ধরনের সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্টস্ আসে। এটা হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি। জোট সরকারের আমলে উনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখনও এই ধরনের অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব আনা হত। এটাতো নতুন করে কিছু আনা হয়নি। প্রথা অনুসারেই আসছে এবং আনতেই হয় যেহেতু রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার জন

কল্যাণ কাজ করতে গিয়ে অর্থ খরচ করেন। কাজ করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন হয় এবং অর্থের প্রয়োজন রয়েছে বলেই এই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে। স্যার, আমাদের সরকার গ্রামে-গঞ্জে জনস্বার্থে কাজগুলি নিয়মিতভাবেই করে চলেছেন। জোট সরকারের আমলে কি হত? কাজের পরিবর্তে শুধু মাত্র শিলান্যাসই হত। এইতো সেদিন এই বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় নাথ সদমতলায় একটি নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিতে দিতে বলে ফেললেন সেখানকার প্রাইমারি হেলথ্ সেন্টারটি জোট আমলে উনার প্রচেষ্টাতেই হয়েছিল। পাশেই ছিলাম আমি আমাদের একটি নির্বাচনী সভায়। আমিতো শুনে অবাক! উনাদের আমলে শিলান্যাস হওয়া হাসপাতালটির কাজই শুরু করে যেতে পারেন নি অথচ তিনি বলছেন, জোট আমলে তিনি এটা করিয়েছেন। সেই প্রাইমারি হেলথ সেন্টারটির কাজ এখনও শেষ হয়নি। আমাদের সরকার এটি এখন নির্মান করছে। উদ্বোধন বা শিলান্যাস করেই একটি প্রাইমারি হেলথ সেন্টার চালু করা যায় না। অন্তত বাড়িটি নির্মান করে তবেই চালু করতে হবে। সমীর-বাবুর আমলে এই ধরনের শিলান্যাস জলাবাসাতেও হয়েছিল তখন কাজ হত না শুধুমাত্র শিলান্যাসই হত।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** পয়েন্ট অব্ অর্ডার, শিলান্যাস করে আমাদের সময় যে কাজগুলি শুরু হয়েছিল সেই কাজগুলি উনারা স্থগিত রেখে ছিলেন দীর্ঘদিন। তারপর আবার শিলান্যাস করেন একই জায়গাতে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আমার অমরপুর মহকুমাতেও এই ধরণের কয়েকটি রয়েছে। দেখা গেল দুটো দরজার জায়গাতে তিনটা দরজা হল। এইতো হচ্ছে।

**মিঃ চেয়ারম্যান :-** না, এটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয় না।

**শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ ( মন্ত্রী ) :—** আমরা দেখেছি, তারা তখন শুধু মাত্র শিলান্যাস করেই টাকা খরচা করেছেন। কিন্তু আমরা টাকাটা খরচ করতে চাই কাজ করার জন্য। রাজ্যের সর্বত্র রাস্তা-ঘাটের সংস্কার মেটেলিং এবং কার্পেটিং ইত্যাদি কাজগুলির জন্য টাকার প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই টাকার অপচয় হচ্ছে বলে যা বলা হচ্ছে সেটা ঠিক নয়। এই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের কি জন্য টাকার প্রয়োজন সেটাও সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্টসে পরিস্কার উল্লেখ রয়েছে। বই খুলে দেখলে এসব কথা আসত না। কাজেই অপচয় করা হচ্ছে বলে যা বলা হয়েছে সেটা ঠিক নয়।

জোট সরকারের আমলে কাজের জন্য টাকা বরাদ্দ হলেও সে টাকা দলীয় নেতাদের মন্ত্রীদের দিল্লী-দিল্লী করেই ব্যয় হয়েছে। ফ্লাইটে তাদের আসা যাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ তখন প্লেনের টিকিটই পেতেন না আণ্ডারটেকিংস্ সংস্থাগুলির চেয়ারম্যান বা মন্ত্রীদের

বিলাসিতার জন্য বাজেটের বেশীর ভাগ টাকাই ব্যয় হয়ে যেত। আমরা বলতে পারি এই ধরনের অপচয় অর্থাৎ অবাধ মিষ্টি, কোল্ডড্রিংকস্ ইত্যাদির খরচ করছি না। কোন অপচয় হচ্ছে না আমাদের সর কারের আমলে

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** আমাদের সময় রাজ্য বিধানসভা চলাকালীন সময়ে মুখ্যমন্ত্রী কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাইরে যাননি।

**শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র নাথ** ( মন্ত্রী ) **:—** স্যার, আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না। এখানে উনি বলেছেন রাস্তা সংস্কার হচ্ছে টাকা দরকার, এখানে কর্মচারীদের হাউস রেন্ট বেড়েছে অন্যান্য অ্যালাউন্স বেড়েছে কাজেই টাকার দরকার। এখানে নতুন নতুন জলসেচ প্রকল্প হচ্ছে, পাইপ লাইন একস্টেনশন হচ্ছে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য, তাই এখানে টাকার দরকার। ডিপ টিউবওয়েল বসছে, মার্ক-টু হচ্ছে স্যানিটারী হচ্ছে, টাকার দরকার। কাজেই বিভিন্ন খাতে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড রাখা হচ্ছে, এটা ন্যায্য খরচ হচ্ছে জনগনের স্বার্থে যে টাকা খরচ হচ্ছে এটা আজকে গ্রামগঞ্জে সমস্ত অংশের মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে হচ্ছে এই জন্য আমি সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের পক্ষে আমার বক্তব্য রেখে উনাদের আনা কাট মোশানের তীব্র বিরোধীতা করে এবং এই কথা শুনার পর আমার মনে হয় রবীন্দ্রবাবু আর যারা বক্তব্য রেখেছেন এখন উঠে বলবে যে আমরা উইথড্র করলাম আমার একটা বিশ্বাস আছে এই জন্য আমি বিরোধীতা করে উইথড্র করার আবেদন জানিয়ে আমার এই ডিমাণ্ডের পক্ষে বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মি: চেয়ারম্যান :—** মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবলরাম রিয়াং মহোদয়।

**শ্রীবলরাম রিয়াং** ( মন্ত্রী ) **:—** মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে যে সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে সর্ব-মোট ৩১ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে মধ্যে বন্দীদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তারজন্য এটা চাওয়া হচ্ছে। আজ থেকে ৩০ বছর আগে সারা রাজ্যে উন্নয়ন-মূলক কাজকর্ম সঠিকভাবে হয়'ন বলে আজকে আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে এই সমস্ত উগ্রপন্থী এবং অন্যান্য সমস্যা সামাল দিতে। তখন যদি উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সঠিকভাবে করা হত তাহলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না বলে আমি মনে করি। এখানে আমাদের দেখতে হবে, ত্রিপুরার যে সমস্যা এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আপনারাও চেষ্টা করবেন আমরাও চেষ্টা করব। আর এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, এটা উন্নয়নের জন্যই চাওয়া হয়েছে। তবে আমরা যেটুকু উন্নয়নমূলক কাজ করেছি এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য যেটুকু প্রশংসার যোগ্য।

বিরোধীতার নামে আপনারা নিশ্চই বিরোধীতা করবেন না। যদি বিরোধীতা করে থাকেন তাহলে ভুল করবেন। আমি এখানে বরাদ্দকৃত যে অর্থ, তাকে পূর্ণ সমর্থনে জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

**মিঃ চেয়ারম্যান :—** মাননীয় মন্ত্রী– শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার মহোদয়।

**শ্রী বিধু ভূষণ মালাকার** ( মন্ত্রী ):— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এখানে যে রিভাইজড্ বাজেট আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধীতা যে বিরোধীরা করে কাট মোশান এনেছেন তাকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার দপ্তরেও কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা মহোদয়। এটা হচ্ছে যে পারিবারিক সহায়তা বন্ধ হোক। ঘটনাটা হয়তো উনি জানেন না সেই কারণে উনি বলছেন বন্ধ কর। কোন পক্ষের ওকালতি করতে গিয়ে তারা এই ঘটনাটা করেছেন। ফেমিলী বেনিফিট স্কীমটা জাতীয় প্রকল্পের আওতাধীন। স্কীমটা এই রকম পরিবারের উপার্জনশীল ব্যাক্তি পুরুষ বা মহিলার আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু ঘটলে পরে তাকে ৩০ হাজার টাকা তৎকালীন সাহায্য দেওয়া হয়। এই সময় যদি কোন উপার্জনশীল ব্যক্তি মারা যায় এবং যদি গরীব হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াকর্মের জন্য তৎকালীন ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :—** পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দেবেন কি।

**মিঃ চেয়ারম্যান :** মাননীয় সদস্য আপনি বসুন, এই বিষয়ে মাননীয় বিল্লাল বাবু কাট মোশান এনেছেন, সুতরাং বিল্লাল বাবুই আলোচনা করবেন। উনি পরবর্তী সময় আলোচনা করবেন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) **:—** কাট মোশান না আনলে বক্তব্য রাখতে হবে এমন কোন কথা হতে পারে না। কাট মোশান যারা আনে তারা আলোচনা করতে পারেন। এখন কংগ্রেস ব্যাঞ্চ থেকে কোন নাম দেওয়া হয়েছে কি না?

**মিঃ চেয়ারম্যান :—** মাননীয় মন্ত্রী আপনি আপনার বক্তব্য চালিয়ে যান।

**শ্রীবিধু ভূষণ মালাকার** ( মন্ত্রী ) :— ঘটনাটা আমি বলছি, এই যে হঠাৎ করে দরিদ্র মানুষ মারা যাওয়ার পরে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতির কামনায় সামাজিক কাজ করে তখন তার আর্থিক সংগতি নাই। তা হলে তোমার এই ক্রিয়াকর্ম করতে গিয়ে তুমি টাকা পাবে কোথায়। তুমি তোমার দুগ্ধবতি গাভীটা বিক্রি কর। তা হলে এই বিপদের মুহুর্তে এই গাভীটা যাদের টাকা আছে তারা কিনে নিয়ে যাবেন। তাছাড়া তার যে শেষ ভূমিটুকু আছে সেটা তুমি বন্ধক

দাও তা না হলে বিক্রি করে তুমি সেই সামাজিক কাজ কর। এই কাজটা যাতে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি না করতে পারে তার জন্য এই সিকিউরিটি দেওয়া হয়। এখন এটাকে তারা মানছেন না। একটা বড় কোম্পানী আরেকটা বড় কোম্পানীর মালিককে কিনতে পারেনা। এই ছোট মালিকদেরকেই কিনছে। তার জন্য ভারতবর্ষে যারা মালিকেরা আছে দেশী পুঁজিপতি তারা দেশীয় পুঁজি কিনতে পারছেনা। তারা আমেরিকাকে ডেকে আনছে যে, তুমি আমারটা কিনে নাও। যাই হোক এই স্কীমটা আমরা বন্ধ করবনা। আমরা সংখ্যাটা আরো বৃদ্ধি করছি। আমরা এই সংখ্যাটা ৯০০ থেকে ১,১৮০ আমরা দরীদ্র সীমার মানুষকে তৎকালীন সোসাল সিকিউরিটি সাহায্য করে থাকি। আমরা এটা কমানোর পক্ষে না। এই বৎসর ৬০০ জনের বেশী। আর ২০০১ সন থেকে শুরু হবে আরো। এখন সাপলিমেন্টারী ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করতে গিয়ে টাকার প্রশ্নে এই যে কথাটা আজকে বলতে চাইছি, এই দিন আলোচনার প্রাককালে মাননীয় বিধায়ক একটা প্রশ্ন করেছেন যে জোবেনাইল হোমে ১ লক্ষ টাকা ধার্য্য করার পরেও এখনো এই টাকা খরচ করতে পারেন নাই। সুতরাং সাপ্লিমেন্টারী গ্যাণ্ডে টাকার কি দরকার। কথাটা ঠিক। আসলে প্রকৃত ঘটনাটা জানেনই না যে জোবেনাইল হোমে কে থাকে এবং কি তার বিষয়। এটা ত্রিপুরা সরকারের এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের ক্রেডিট। এই ক্রেডিট ভারতবর্ষের খুব কম রাজ্যেই আছে। ত্রিপুরা রাজ্যেই প্রথম। এই জোবেনাইল হোমে কিছু অপরাধীরা থাকে। এবং তাদেরকে পাঠানো হয় কোর্ট থেকে। সুতরাং আপনাদের কথা মত আমাদের রাজ্যে শিশু অপরাধী নাই। অতএব টাকা নয়ছয়ের প্রশ্নই উঠেনা। যেহেতু এখানে কোর্ট থেকে কোন শিশু অপরাধী পাঠায়না সুতরাং যা টাকা এই একলক্ষ টাকা রয়ে গেছে। এখন এই যে ক্রেডিটটা, এটাকে আপনারা ছোট করে মনে করতে পারেন। কিন্তু অপরাধী থাকলে পরে আপনারা খুশি হবেন কারণ এইসব শিশু অপরাধীদের আপনারা আপনাদের বাড়ীতে চাকর খাটাতে পারবেন। এবং বণ্ডেড লেবার করতে পারবেন। এই সুযোগটাতো আর নাই। এর জন্য আমাদের ক্রেডিট এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রেডিট। কারণ আমাদের এখানে কোন শিশু অপরাধী নাই। টাকা রয়ে গেছে। তাহলে উদ্দেশ্যগত ভাবে আপনি বলতে চাইলে, পরে এই সমাজ জীবনে এবং কর্ম ধারায় মধ্যে আপনিই যদি আপনারই কাঁধের মধ্যে টিকিয়ে রাখতে না পারেন তাহলে তো কিছু করার নাই। এখন যেহেতু সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড চলছে, কাজেই এখন যদি নিজের কানের মধ্যে লেগে যান তাহলে কিছু করার নাই। আমি মনে করি ত্রিপুরা রাজ্যের সোসেল সেকিউরিটির ক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষের দিক থেকে একজনও নাই এবং এটা সি, পি, এম ঠিক করে না, এটা ঠিক করে দেয় কোর্ট।

**শ্রীরতন লাল নাথ :—** পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হাউসে অসত্য ভাষণ দিচ্ছেন। উনি জানেন না পরিসংখ্যান অন্য কথা বলে শিশু অপরাধী ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যা অনেক বেশী। এবং সেজন্য জেলখানায় না পাঠিয়ে বিমলা শিশু ভবন এবং নরসিংগড় যে শিশু ভবনগুলো আছে সেখানে পাঠায়। উনি জানেন না হয়তো আমি রেকর্ড দেখাব।

**শ্রীবিধুভূষণ মালাকার ( মন্ত্রী ) :—** স্যার. উনি বলতে চাইছেন যে টাকা খরচ না হওয়াতে বোধ হয় এই জন্যই বলেছেন। স্যার, বর্তমানে শিশু অপরাধী ঠিক করে দেয় কোর্ট থেকে। আপনিও একজন উকিল মানুষ জুভেনাইল হোমের মধ্যে বিশ্বাস নাই, যে আমরা তো কোর্ট-এর উপরে বিশ্বাস নাই, তাহলে মামলা করবেন কেমন করে। এখন আপনার কাছে ঠিক না থাকলেও ন্যাশনাল সিকিউরিটি এবং সোস্যাল ওয়েল ফেয়ারের কাছে বন্ধ হবে না এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষমতা অনুসারে আমরা সাহায্য সহযোগীতা করতে চাই। কিন্তু এই যে সামাজিক জীবনটাকে আপনার বিদেশীর হাতে যে তুলে দিয়েছেন এর দৃষ্টি ভঙ্গীর প্রশ্নে এবং দৃষ্টি ভঙ্গীর উল্লেখ করে বলতে চাই, কারণ এটা আমাদের রাজনৈতিক প্রয়াসের বাইরে না। সারা বিশ্ব এখন এককেন্দ্রিক হওয়ার জন্য যে আধুনিক টেকনোলজি এটা যে এতো উন্নত এই উন্নতিটা কার জন্য হয়েছে। এর উন্নতিটা কার জন্য ৮০ শতাংশ মানুষের জন্য হয়েছে? আমরা তো মনে করি না। এখন আর্থিক জীবনে যে সামাজিক স্তর রয়েছে, এই স্তরের মধ্যেই উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত, দারিদ্র এবং দরিদ্র সীমার নীচে যারা আছেন। আমরা দরিদ্র এবং দরিদ্র সীমানার নীচের মানুষের জন্য উপলব্ধি করি মাঠে, ঘাটে জনসভায় এবং বিধানসভায়ও।

ভোটের সময় সেই প্রশ্নটা জানবেন, এবং ভোটিং এর সময় জবাব দেওয়া জন্য থাকব।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :—** স্যার, সাপ্লিমেন্টারি ডিমাণ্ডে কত টাকা চাইছেন, আমাদের জানতে ইচ্ছে করছে। উনি ডিপার্টমেন্টে কত টাকা চাইছেন, বলতে বলুন।

**শ্রীবিধুভূষণ মালাকার ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, একেবারে না জেনে বিধানসভায় আসি না। উইদাউট পয়েন্টে কথাও বলি না। ধান বানাতে শিবের গীত গাই না। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, ভোটিং যখন হবে আপনারা ধৈর্য্য ধরে থাকবেন। যদি অনুপস্থিত হয়ে যান, হবেনা। ভোটিং যখন আসবে তখন আসবেন। আপনারা বিড়াল মিঞার মত যাবেন না। ভোটিং যখন হবে আপনারা থাকবেন এবং বুঝতে পারবেন। আমি যে কথাটা বলতে চাইছি, আমার বক্তব্যের মধ্যে আর একজন মাঝখানে উইদাউট পয়েন্টে বক্তব্য রাখবে সেটার উত্তর দেওয়ার জন্য না। সময় ছাড়া অসময় কথা বলি না ইট ইজ নট দ্যা ডিমাণ্ড।

**মিঃ চেয়ারম্যান :-** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কনক্লোড করুন।

**শ্রী বিধু ভূষণ মালাকার ( মন্ত্রী ):—** ভ্যারেন্ত্রী প্র্যাকটিজ যদি থাকে তাহলে উইদাউট পয়েন্টে কথা বলা যায় না। আমরা সমাজের সেবামূলক কাজের জন্য সরকারের আপ্রাণ চেষ্টায় কাজ করি। এর দুইটা দিক আছে, এই যে টাকা বেশী চাওয়াটা, এটা সরকারের জানা আছে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির ফলে যে টাকার মান কমল এবং পুরোনো দিনের কাজ যে ইনকমপ্লিট রয়ে গেল। এই কথাটা তারা যদি নিশ্চয় কেউ বলে ফেলে, তাহলে জবাব দিতে পারবে না। এই কারণটা এখানে বিদ্যমান। সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড এডিশনাল গ্যাপ এটাও একটা কারণ মুদ্রাস্ফীতির। কারণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ার একটা নিয়ম ছিল আর একটা নিয়ম ছিল, এসেনশিয়াল কমোডিটিস, ঔষধ পত্রের দাম শতকরা ৩ ভাগ এর বেশী হওয়ার কথা না। এখন দেখা যাচ্ছে জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে, এটা না হলে চলে না। কেরোসিন তেল ইত্যাদির দাম বাড়ছে, এই শুটকির দামও বাড়ল। ১৯৬০ ইংরেজীতে সিদল শুটকির দাম ছিল ২ টাকা কেজি। আজকে ২০০০ শতাব্দীতে ২০০ টাকা। আর সৌখিন জিনিষের দাম কম। এই একটা বছরে ১২ বার জিনিসের দাম বাড়তে বাড়তে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। এখন জিনিষটা স্বীকার করে নেবেন, জিনিস পত্রের দাম এবং মুদ্রাস্ফীতি এই দুইটা কাজের বাকী টাকা পুরণ করার জন্য আমার কাজটা কমপ্লিট করার জন্য সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড সমর্থন করবেন। বিরোধীদের ছাঁটাই প্রস্তাব বিরোধীতা করে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ চেয়ারম্যান :—** মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা মহোদয়।

**শ্রী বিল্লাল মিঞা :—** মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমার ডিমাণ্ড নং ৪ এবং ৪১, মেজর হেড্ নাম্বার হচ্ছে ২০৫১ এবং ২২৩৫। এই দুইটায় আমি ১০০ টাকা করে কাট্ এর জন্য প্রস্তাব এনেছি। এই প্রস্তাবের কারণও ৪১ এর সম্পর্কে আমি পরে বলব, আর ন্যাশনাল্ ফেমিলির যে কর্মসূচী সেটা নিয়ে পরে বলছি। প্রথমেই আমি বলতে চাই যে, ইলেক্শান দপ্তর সমস্ত যে খরচ সেই গুলি বাজে ভাবে খরচ হয়েছে। এবং বিরোধীরা মানে আমরা যে সব কাট্ মোশান্ এনেছি সেই গুলিকেও সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। আজকে প্রথমেই যদি স্যার, বলতে হয় যে আজকে হল মার্চ মাসের ১২ তারিখ, মাস শেষের আর বাকী থাকে মাত্র ১৮ কি ১৯ দিন, এই সাপ্লিমেন্টারী গেপস্ এর টাকা উঠিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কি করবেন আমি তা জানিনা, মনে হয় পি. এল, একাউন্টে রাখার জন্য আরেকটা পলিসি। সেই জন্য আমাদের কাট্ মোশান না এনে আমাদের উপায় ছিল না। অরে নির্বাচন সম্পর্কে নির্বাচন দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেঃযে, আমার তো বাজেট কম আমার উপর কাট্ মোশান কেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এই নির্বাচন দপ্তর পুর্ণাঙ্গভাবে এই রাজ্যের মানুষেরও এক দিকে ভোটাধিকার

হরন করছে, অন্য দিকে ভোটার লিষ্টের কাজ যা হচ্ছে অবৈধ ভাবে হচ্ছে জীবিত ব্যাক্তিকে মৃত বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর মৃতকে বরেছে জীবিত। প্রমাণ এরূপ আমি বলতে চাই আমি বিধানসভায় কনষ্টিটিউয়েন্সী ৫৫ "কদমতলা" তার ভোটার লিষ্টে কিছু অংশ আমি তুলে ধরতে চাই। বি, এন. জে. বি. স্কুল, বুথ নং হচ্ছে ৫৫ এর ৩।

| সিরিয়াল নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | বয়স |
|---|---|---|---|
| ৬৭১ | সুকুমার পাল | অম্বিকা পাল | ৪৬ |
| ৩৭৭ | সারদা শর্মা | মনু শর্মা | ৬১ |

বুথ নং ৫৫ এর ১৮। জলাইবাড়ি জে, বি, স্কুল

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১১০ | কামাল উদ্দিন চৌধুরী | সফিক | ৩৬ |
| ১৪০ | উদার বালা নাথ | করুনা নাথ | ২৬ |
| ২৪৬ | আজির আলি | আবদুর রব | ৯৭ |
| ৪৫১ | আছির মহম্মদ | দিরবর মহম্মদ | ৯১ |
| ২৮৩ | হাজি ইনসান্ আলি | ইরপান | ৮৬ |
| ৫৯১ | বিপিন নাথ | সুখময় নাথ | ৮৮ |
| ৫৯২ | প্রিয় বালা নাথ | বিপিন নাথ | ৮৩ |
| ৬০৪ | আবদুল বাড়ি | ওয়াজিদ বাড়ি | ৮৬ |

বুথ নং ৫৫ এর ২৫, বাগপাশা সুবল বাড়ি জে-বি-স্কুল, উত্তর গঙ্গানগর।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫২৮ | শিবানী শর্মা | মৃত: কুমুদ শর্মা | ৩৬ |

এই লোকগুলি স্যার, জীবিত, অথচ তার মৃতের তালিকায় লিষ্ট এসে গেছে।

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ) :—** পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, ভোটার লিষ্ট তৈরী করার সময় কে মরল কে বাঁচল এইগুলি তৈরী করার দায়িত্ব হচ্ছে ইলেক্শন কমিশনের। হোয়াট এবাউট ষ্টেট গভর্ণমেন্ট। এরা জীবিত কি মৃত এটা ঠিক করবে ওরা, ঠিক্ করছে ওদের মেসিনারি দিয়ে। এটা কি বুঝাতে চাইছে।

**শ্রী বিলাল মিঞা :—** পয়েন্ট অভ অর্ডার হয় না স্যার, মন্ত্রী মহোদয় যে পয়েন্ট অব অর্ডার করেছেন উনি মোষ্ট সিনিয়র পার্লামেন্টারিয়ান এবং মোষ্ট সিনিয়র মেম্বার। উনার পক্ষ থেকে

এই ইস্যুটা অন্তত পক্ষে উঠানো উচিত হয় নি। এই কারণে যে, নির্বাচন কমিশন করে তা ঠিক, ত্রিপুরা রাজ্যে ইলেকশান মিসনারী তা পরিচালনা করে তাদেরকে রাজ্য সরকার বেতন দিয়ে থাকে।

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ) :—** ষ্টেট গভর্ণমেন্ট থেকে লোক ওরা চায় লোক দেওয়া হয়। এটার দায় দায়িত্ব ষ্টেট গভর্ণমেন্টের কিছুই নাই, স্যার এটাতেই প্রমান করে যে, মাননীয় সদস্যরা যখন ছিলেন এবং ভোটার লিষ্ট তৈরী করেছেন ঐ নির্বাচন কমিশনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ওরা এই কাণ্ডটা করেছেন। আমরা তা করি না।

**শ্রীবিল্লাল মিঞা :—** স্যার এটা উনার পয়েন্ট অভ অর্ডার হয় না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যিনি রিটার্নিং অফিসার হিসাবে কাজ করেন ইলেকশানের সময় বা সাব-ডিভিশন কন্ট্রোল করেন এস, ডি, ও। সেই এস, ডি, ও হচ্ছেন উনাদের মনোনীত এবং নির্বাচনের যত কাজ হয়ে থাকে সব হু-গ-ব দ্বারা নির্বাচিত হয়। জাতীয়তাবাদী সংগঠনে কোনো কর্মচারীকে সেখানে সেই কাজে রাখা হয় না।

**মিঃ চেয়ারম্যান :—** যাই হোক মাননীয় সদস্য নোটিশ প্রকাশের সময় সজাগ থাকতে হয় এটাই নাগরিকদের কর্তব্য। তা নিয়ে আপত্তি জানানোর সময় থাকে তখন সজাগ থাকলে পরবর্তী সময় এইগুলি নিয়ে আর আলোচনা আসে না।

**শ্রীবিল্লার মিঞা :—** স্যার আমি বলছি ৯৭ বৎসর বয়স। ৯৭ বৎসরের একটা লোক কখনো কি স্যার তার ভোটার লিষ্ট পরীক্ষা করেন। সেখানে জীবিতকে মৃত বানিয়ে দেওয়া হয়। এই যে ভোটার লিষ্টের প্রক্রিয়ার এটা একটা অঙ্গ। সেই কারণে এই অঙ্গ যেহেতু রয়েছে তার মধ্যে দুর্নীতি গ্রস্ত এই নির্বাচন আমাদের দপ্তর রয়েছে তাদের পলিসি মানে যাদেরকে এজেন্সি নিয়োগ করেছে তারা রাজ্যে মানুষের অধিকার হরন করছে। এই একদিকে আমার মৌলিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। আমার যে ভোটাধিকার দিয়ে আমি জন প্রতিনিধি করব। বহু প্রমান আছে স্যার, ছেলের ভোটার লিষ্টে নাম আছে, স্ত্রীর আছে, মেয়ের আছে অথচ পিতার নাম নেই। এমন বহু ঘটনা রয়েছে সেই কারনেই আজকে নির্বাচন দপ্তর সম্পর্কে কাট মোশান না এনে উপায় ছিল না অন্য দিকে স্যার, আমরা আজকে এই নির্বাচন দপ্তর সম্পর্কে যদি আরো বলি নগর পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনের স্যার, যে ওয়ার্ডগুলো এসেছে ভোটার লিষ্টে নাম এসে গেছে কত ভোটে ৫০/৬০ ভোটে মানে বাস্তবটা হবে ১০ ভোটে। নির্বাচনে জেতার জন্য সরকারকে সাহায্য করার জন্য প্রতিটা এস, ডি, ও তার কর্মচারী সেই ভাবে লিপ্ত হচ্ছে আমরা বহু অবজেকশান দিয়েছি।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** কদমতলা সম্পর্কে উনি যে অভিযোগ এনেছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পর্কে যে অভিযোগ এনেছেন এটা তদন্ত করা হবে কিনা।

**শ্রীবিল্লাল মিঞা :—** এহেন পরিস্থিতিতে লক্ষ রেখে আমরা কাট মোশান আনব না উনাদেরকে বলব যে উনারা পি, এল, একাউন্টে সমস্ত টাকা উঠিয়ে নিয়ে সেখানে রাখবে তার বাস্তবটা ক্লিয়ার করার জন্য উনারা সেই বন্দোবস্ত করছে। স্যার, তার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন দপ্তর সম্পর্কে আমাদের কি স্যাংশান নেই, স্যাংশান আছে। ভোটার লিষ্ট সম্পর্কে স্যাংশান আছে। উনারা কিন্তু স্যার এইগুলি পাশ করিয়ে নিত। এইভাবেই জীবিত মানুষ মৃত হয়ে যেত মৃত মানুষ তো জীবিত আছেই আর তাদের ভোটার লিষ্টের তালিকা তো স্যার বলে লাভই নেই ভোট যখন হয় মাটির নীচ থেকে উঠেও ভোট দিতে যায়। তাহলে এই নির্বাচন দপ্তরকে আমাদের সমর্থন করতে হবে স্যার এই নির্বাচন দপ্তরের বেনিয়ম অনেক।

তার সাথে গিয়ে আমি আমার প্রস্তাব রাখতে চাই, সেটা হচ্ছে এই ভোটার লিষ্ট লং টাইম বাড়ি বাড়ি আয় না করার ফলে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সেই কারনেই এই ভোটার লিষ্ট সংশোধনের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যারা পাহাড় পর্বত থেকে ছেড়ে আসতে হচ্ছে এবং সমতল থেকেও কিছু চলে যেতে হয়েছে আমি বলি না নন ট্রাইবেল ট্রাইবেল চলে গেছে। সেই কারনেই নির্বাচন দপ্তরে প্রাথমিক কাজ হচ্ছে এবং আমাদের কিছু স্যাংশান থাকবে। ভোটার লিষ্ট পুনারায় করা হোক আমার মনে হয় উনারা এ বিষয় দ্বিমত পোষন করবে না। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, নব্বই মানুষ কি বলছেন আর এক হাজার মানুষ কি বলছেন। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে ব্যক্তিগত বলতে চাইছি না। যদিও সরকারের পলিসির কাছে উনাদের ত্রুটি আছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ স্কিমটার সম্পর্কে জানে না। আমার মনে হয়না যে, এই মাননীয় এম, এল, এ-দের জানা আছে। সবাই হাত তুলে বলতে পারবেনা যে আমার জানা আছে। মন্ত্রী হিসাবে যদি ভোটার লিষ্ট প্রদান করতে পারেন তাহলে মনে করবে কাট বেঞ্চের যদি কাট জম পেয়ে থাকে তাহলে মনে করব এম, এল, এ এবং মন্ত্রীদের জানা আছে। এখন এই স্কীমটার উপর কাট মোশান আসা উচিত। সেখানে গরীব মানুষের সহযোগিতা পাবে এবং সহায়ক হবে। সেট রাজ্যের মানুষের কাছে দুর্ভাগ্য। সেখানে এখনো আছে পাবলিসিট। সেই কারনেই আমি বলতে চাইনা যে ৯০০ মানুষ এর বড় বড় দপ্তর মন্ত্রী আছেন করলে উনারা করবেন। আমরা এর কিছু বলতে চাই না যে, সংশোধন করাতে চাই। এইভাবে যদি দপ্তর চলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যে স্কীম তা সাধারণ গরীব মানুষ পারেনা। আমরা বিরোধী থেকে জানা আছে। মাননীয় সদস্য এখানে কাট মোশান এনেছেন আমি সেইগুলি পরে বলব। আপনাদের কিছু কিছু সময় দিলে দপ্তর নিজে চিঠি লিখলে কাজ হয়না। অনুরোধ করলেও কাজ হয়না। প্রশ্নের উত্তর বলতে চাইলে পাওয়া

যায়না। এটা অনেক ব্যাপার আছে স্যার। মন্ত্রী হিসাবে যে প্রক্রিয়ার কাট মোশান সেটা বহিগত গ্রাস অন্য বারুর সাথে নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখন এই প্রক্রিয়া দেওয়া আমাদের এম, এল, এদের ডিউস সেট কত ধরা যায় এবং সরকারের কাজ যেন সংশোধন হয়। কিন্তু পার্লামেন্টারি প্রেসিডিউর অনুযায়ী এটা দুর্ভাগ্য। আমি তখন শিশু, আমাদের আগে যারা ছিলেন তখন থেকেই শুরু হয়েছে। ইণ্ডাষ্ট্রি মিনিষ্টার চলে যাচ্ছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব, উনার দপ্তরের অনেক স্কীম রয়েছে, সে স্কীমগুলি সঠিক ভাবে পর্যালোচনা হচ্ছে না। সেগুলির দিকে যেন একটু নজর দেওয়া হয়। সি, পি, এম হলেই যেন হয়ে না যায়। আপনারা সেটা ভাল করেই জানেন। বয়স্ক মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই সাজেশান রইল। মানীনয় চেয়ারম্যান স্যার, সাথে সাথে হেলথ ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে কিছু বলছি। এই ডিপার্টমেন্ট শুধু কনস্ট্রাকশন সর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্যার, আমার কনষ্টিটিউয়েন্সিতে সব কনস্ট্রাকশনই রয়ে-গেছে। প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে করা হয়েছিল। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন আছে, ওয়াটার কনস্ট্রাকশন আছে, ষ্টাফদের জন্য কোয়ার্টার কনস্ট্রাকশন রয়েছে কিন্তু আজকে সেগুলি পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হচ্ছে। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়, হেলথের উপরে কাট মোশান এনেছেন। তাকে সমর্থন করেই আমি বক্তব্য রাখছি। স্যার, বিধানসভার পিটিশান কমিটি গিয়েছিল পরিদর্শন করতে। তাঁরা দেখেছেন সব কিছু সরজমিনেই। কিছুদিন আগে ডাকাতি হয়েছিল। একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। যদি প্রাথমিক চিকিৎসা করানো যেত, তাহলে হয়তো বেঁচে যেত। কিন্তু সেখানে সবই ছিল। ডাক্তার ছিল, নার্স ছিল, ৬টি সীট ছিল। কিন্তু সবাই ডেপুটেশনে চলে গেছেন। কাজেই কিছুই নেই। মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, এই বিধান-সভা থেকেই পিটিশান কমিটি তৈরী করে দেওয়া হয়েছিল। শাসক পক্ষের মাননীয় সদস্যরা ব্যাপারটা জানেন। কিন্তু তাঁরা এখানে বলবেন না। মাননীয় সদস্য উমেশ নাথ, ধর্মনগরের, তিনি এখন প্রয়াত। তিনি বলতেন, নামেই আছে, স্বাস্থ্য পরিসেবা। বলতেন, ভাই কি করবে, কথা বললে, কিছু হবে না। বাজে কাজেই এই স্বাস্থ্য দপ্তরে টাকা চাওয়া হয়েছে, এটা বৃথা। এই কারনে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু যে কাট মোশন এনেছেন তাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি।

আজকে বাজেট প্রভিশান দেখিয়ে সেখানে নার্সের জন্য রক্ষিত টাকা, ডাক্তারের জন্য রক্ষিত টাকা, ঔষধের জন্য রক্ষিত টাকাগুলি আপনারা উড়াচ্ছেন, আর হাসপাতাল বন্ধ হয়ে থাকবে, জনগনের কোন সেবা হবে না সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারি না কাজেই এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে পুর্ণাঙ্গ ভাবে বিরোধীতা করে এবং কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ চেয়ারম্যান :—** মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুকুমার বর্মন মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

**শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :—** মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এই হাউসে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস ফর গ্র্যান্টস এর উপর যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, এখানে ২০০০-২০০১ সালের জন্য ৪৩টি ডিমাণ্ডের উপর টাকা চাওয়া হয়েছে, সেই ব্যয় বরাদ্দগুলিকে আমি সমর্থন করছি। পাশাপাশি বিরোধী দলের তরফ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এখানে আনা হয়েছে সেগুলিকে প্রত্যাহার করে নেবার জন্য আমি অনুরোধ করছি এবং এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করার জন্য আমি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট অনুরোধ রাখছি এই কারনে যে, উনারা এখানে অনবরত বলছেন কাজ চাই, । কাজ হওয়া দরকার। কিন্তু কাজ করতে গেলে তো টাকার প্রয়োজন। টাকা ছাড়া কাজ হবে কি করে? আপনারা কাজও চাইবেন। আবার ব্যয় বরাদ্দগুলিরও বিরোধীতা করবেন সেটা কি করে হয়। উনারাও তো এক সময় ট্রেজারী বেঞ্চে ছিলেন, তখন কি উনারা সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট চান নি? নিশ্চয়ই উনারা চেয়েছেন। স্যার, প্রথম যখন বাজেট করা হয়, পরবর্তী সময়ে কাজ করতে গেলে টাকা কোথাও বেশী আবার কোথাও কম লাগে। সবগুলি মিলিয়ে পরবর্তী সময়ে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস চাওয়া হয়। বছরের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা বছরের শেষে শেষ করতে হবে। তার জন্যই এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস। অথচ বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়গন এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির বিরোধীতা করেছেন। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি ব্যয় সংকোচনের কথা বলেছেন। কংগ্রেস দলের তরফে থেকেও ব্যয় সংকোচনের কথা বলা হয়েছে, আবার কেন্দ্রীয় সরকারও ব্যয় সংকোচনের কথা বলেছেন। হ্যাঁ এটা ঠিক যে ব্যয় সংকোচন হওয়া দরকার। ব্যয় সংকোচন করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারী ছাটাইয়ের কথা বলেছেন, বিভিন্ন দ্রব্যে ভর্তুকী বন্ধ করার কথা বলছেন। এগুলি বন্ধ করে যদি ব্যয় সংকোচন করতে হয় তাহলে সে রকম ব্যয় সংকোচন আমরা চাই না। যারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে তাদের জন্যই এই ভর্তুকী। সুতরাং দরিদ্রদের জন্য এই ভর্তুকী বন্ধ করে দিয়ে আমরা এই ব্যয় সংকোচন চাই না। আমাদের দাবী ভর্তুকী চালু থাকুক আর কর্মচারী যারা আছেন, তাদেরও কাজের গ্যারান্টি থাকবে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যয় সংকোচন নীতির ফলে কর্মচারীদের চাকুরীর কোন গ্যারান্টি সেখানে থাকছে না।

কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় সংকোচের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে কর্মচারী ছাটাই করতে হবে। কিন্তু নূতন যারা আছে শিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত বেকার, তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে? আমাদের রাজ্যের কথা যদি বলি তাহলে দেখা যাবে, আমাদের রাজ্যের বেশীর ভাগ মানুষ দারিদ্র

সীমা-রেখার নীচে বসবাস করে। মা, বাবারা তাঁদের সমস্ত কিছু শেষ করে তাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করে যাতে ভবিষ্যতে ছেলে-মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুবিধা হয় তাহলে বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবাদের সুবিধা হবে। ব্যয় সংকোচনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারী ছাঁটাই এর প্রস্তবটা করছেন তাই বাজেটে কর্ম সংস্থানের কোন প্রস্তাব নেই। আমাদের রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—** পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, যখন বিরোধী দল থেকে কাট মোশান আনা হয়, অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তখন মাননীয় মন্ত্রীরা যখন উত্তর দেবেন যে কি কারণে আমরা কাট মোশান এনেছি তার উপর ভিত্তি করে। মাননীয় মন্ত্রী সামান্যতম উদাহরণ দিতে পারেন কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী আমাদের পয়েন্টের উপর বক্তব্য রাখবেন।

**শ্রীসুকুমার বর্মণ ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, যারা বেকার, তাদের জন্য কোন কথা নেই। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু যে অভিযোগ করেছেন সেজন্যই বলছি এই ব্যয়' সংকোচন আমরা চাই না, আমরা কাজ করতে চাই, কিন্তু সে জায়গায় কিছু হচ্ছে না। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু একটা উদাহরণ দিয়েছেন যে, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী উনি ছেছুয়ার এবং তৈদুর জন্য কিছু করেন নি। যেহেতু মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ছেছুয়া এবং তৈদুর জন্য কিছু করেন নি এই জন্য কি সম্পূর্ণ বাজেটেরই বিরোধীতা করতে হবে ?

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** পয়েট অব্ অর্ডার স্যার, আমি তো এই কথা বলি নি স্যার, আমি বলেছি আমাকে যদি দুই মাসের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রী করা হত তাহলে আমি এই সমস্ত জায়গার জন্য অন্ততঃ পক্ষে কিছু হলেও করতে পারতাম।

**শ্রীসুকুমার বর্মণ ( মন্ত্রী ) :—** এটা হচ্ছে শুধু বিরোধীতা করার জন্য। যে-হেতু আপনারা বিরোধী বেঞ্চে আছেন তাই সরকারের বিরোধীতা করতে হবে এবং সরকার যা চাইছে তার উল্টোটা করতে হবে। কিন্তু তৈদুতে একটা পি, এইচ, সি, হওয়া দরকার এবং বাকীগুলিও হওয়া দরকার এইভাবে অনেকগুলি পি এইচ, সি, প্রয়োজন এবং তারজন্য এখানে অতিরিক্ত অর্থ চাওয়া হয়েছে। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির কোনটার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে, কোনটার কাজ চলছে এইগুলির কাজ সম্পন্ন করতে হবে সেজন্য টাকা পয়সার প্রয়োজন এবং তারজন্য এখানে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটা আমাদের দিতে হবে। টাকা না পেলে পরে কি করে সেই অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন করা হবে। অথচ বিরোধী দলের সদস্যরা তার বিরোধীত করছেন।

স্যার, আমার ট্রান্সপোর্ট দপ্তরের ডিমাণ্ড নাম্বার—১, মেজর হেড—৩০৭৫ এ ১ (এক) কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে অথচ বিরোধী পক্ষ থেকে তার বিরোধীতা করা হয়েছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র জমাতিয়া :—** পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব উনার দপ্তরের কার্য্যসূচীগুলি কি সেটা নিয়ে যেন বক্তব্য রাখেন। উনার দপ্তরের মূল যে বাজেট প্ল্যান থেকে নন-প্ল্যানে যে টাকাটা চাওয়া হয়েছে কেন চাওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

**শ্রীসুকুমার বমণ (মন্ত্রী) :—** স্যার, মেজর হেড ৩০৭৫ এ যে টাকা চাওয়া হয়েছে তার বিরোধীতা করা হয়েছে। কেন সে টাকাটা চেয়েছি স্যার, এই ট্রান্সপোর্ট দপ্তরের মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে যে সমস্ত পোষ্ট অফিসগুলি আছে সেই পোষ্ট অফিসগুলির জন্য আমাদের টাকার দরকার। এই পোষ্ট অফিসগুলি পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার থেকে টাকা দিতে হয়। রাজ্য সরকার টাকা না দিলে সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট সেগুলি বন্ধ করে দেন। সেগুলির জন্য আমাদের টাকা দিতে হয়। সেজন্য এখানে মেজর হেড—৩০৭৫ এ এক কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। তারপর মেজর হেড—৫০৫৫ এ টাকা চেয়েছি। কেন চেয়েছি, এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য দীপকবাবু বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন করেন এবং করেছেন. আমি মনে করি উনার সেই প্রশ্নগুলি অযৌক্তিক নয়। টি, আর, টি, সি, তার কর্মচারীদের জন্য সি. পি, এফ, এ টাকা জমা দিচ্ছে না। কেন দিচ্ছে না? তার কারণ হচ্ছে এই ১৯৮৮ সাল পর্য্যন্ত যখন কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল ৮০০ এর কাছাকাছি। আর ৮৮-৯৩ এর এপ্রিল পর্য্যন্ত তারা আরো ১৬০ জন কর্মচারী নিয়েছেন একসেস্। তাদের বেতনভাতা দিতে হচ্ছে। এবং টি, আর, টি. সি. থেকে যে আয় হয় তার দ্বারা কর্মচারীদের বেতনভাতা দেওয়া যাচ্ছে না। এই কারণে তাদের সি পি, এফ, এর টাকাটা দেওয়া হয়নি। সেজন্য এখানে এই অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে তাদের একাউন্টস্ সীল হয়ে যায় তার জন্য এই টাকাটা আমাদের দিতে হয়। এই টাকা না হলে কি করে চলবে।

**শ্রীদীপক কুমার রায় :—** পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে নতুন করে কর্মচারী নিয়োগ করার ফলে তাদের জন্য সি. পি, এফ 'র টাকা দিতে গিয়ে প্রোবলেম্ হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না জানি না, এখানে যেসমস্ত কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে. তাদের নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকার থেকে অ্যাপ্রুভল্ দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্য সরকার তাদের জন্য টাকা পেমেন্ট করেছেন। তারপরও কেন তাদের সি, পি, এফ, এ টাকা দেওয়া হচ্ছে না? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :—** মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, সি, পি, এফ, এর টাকা দেওয়া যাচ্ছে না তেমনি, আই, ডি, বি, আই, থেকে যে টাকা লোন নেওয়া হয়েছিল সে টাকাও পরিশোধ করা হয়নি এখন আমরা সেটা দিচ্ছি।

**শ্রীদীপক কুমার রায় :—** পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, তৎকালীন সময়ে কেন্দ্রিয় সরকার থেকে টি, আর, টি, সি, কে প্রথম বলে ঘোষনা করা হয়েছিল ভারতবর্ষের মধ্যে। তার কারণ তার পারফরমেন্স ভাল বলেই করা হয়েছিল। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যা বলছেন তা ঠিক নয়।

**শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :—** মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, শুধু তখন নয়, এখনো ভারতবর্ষের মধ্যে ফুয়েল অ্যাণ্ড টায়ার কনজার্মাশনের ক্ষেত্রে টি, আর, টি, সি, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে। কিন্তু এটাতো শেষ কথা নয়। কর্মচারীদের সি, পি, এফ, এর টাকা দিতে হবে এবং আই, ডি, বি, আই, থেকে যে লোন নেওয়া হয়েছিল সেটাও পরিশোধ করতে হবে তা না হলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্স সীলড্ করে দিচ্ছে। সেজন্য এই টাকা চাওয়া হয়েছে। আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই কর্মচারীদের সি, পি, এফ. এর জন্য টাকাটা চাইলে কি অপরাধ? একদিকে বলবেন কর্মচারীদের সি, পি, এফ, এর টাকা দিচ্ছে না, আবার টাকা চাইলে বলবেন কেন চাইবে-তারজন্য আপনারা তার বিরোধীতা করবেন। সেজন্য বলছি—বিরোধী বেঞ্চে আছেন তাই বিরোধীতার জন্যই বিরোধীতা এজন্যই এর বিরোধীতা করছেন।

**শ্রীদীপক কুমার রায় :—** পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এটার জন্য তো নুতন করে জানার প্রয়োজন ছিলনা।

**শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :—** মি: চেয়ারম্যান স্যার, কর্মচারীদের বেতন দিতে গিয়ে যে শর্টেজ হচ্ছে তারজন্য এটা চেয়েছি। তারপর মেজর হেড-২০৪১ এ বেতন মজুরীর খাতে যে টাকা চাওয়া হয়েছে এটা জন্যও বিরোধীতা করা হয়েছে। তো এভাবে বলবেন যে কর্মচারীরা বেতন সময়মত পাচ্ছে না, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছেন, আবার আমরা যখন টাকা চাইব তখন তার বিরোধীতা করবেন। আমরা যখন সমস্যার সমাধান করতে যাই তখন দেখা গেল আপনারা তার বিরোধীতা করছেন। আসলে এ কাজের জন্য বিরোধীতা না। যদি কাজের জন্য হতো তাহলে আপনারা আলোচনা করতে পারতেন, আমরা যারা ট্রেজারী বেঞ্চে আছি নিশ্চয়ই আমরা সেটা দেখব। রাজ্য সরকার সার্বিক মানুষের জন্য কাজ করার জন্য আপনাদের চান, কিন্তু আমরা আপনাদের নিকট থেকে কোন সহযোগীতা পাচ্ছি না। আমরা সবাই মিলে কাজ করতে চাই। সুতরাং এইভাবে, এখানে যে কাট মোশানগুলি আনা হয়েছে-এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস্ এ এর উপরে আমি অনুরোধ করব এইগুলি না জেনে আনাটা ঠিক হয়নি, জেনেশুনে আনা দরকার।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সমস্ত কাট মোশানের কথা বলেছেন এইগুলি আমরা আনিনি। আমার মনে হয় মূল বাজেটের উপরে এইগুলির উপরে যে কাট মোশান আনা হয়েছে তার উপর তিনি বক্তব্য রাখছেন। উনি বলেছেন যে শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা কাট মোশান এনেছেন, মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ কাট মোশান এনেছে।

**শ্রীসুকুমার বর্মণ ( মন্ত্রী ) :—** মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, যাইহোক এই সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টের উপরে যে টাকাটা চাওয়া হয়েছে যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ দাবী করা হয়েছে আমি সে সমস্তগুলিকে সমর্থন করছি এবং বিরোধীপক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে তার বিরোধীতা করছি। এবং আমি অনুরোধ করছি তারা এইগুলি যেন তোলে নিয়ে সরকারের দাবীকে সমর্থন করবেন। ধন্যবাদ।

**মিঃ চেয়ারম্যান :—** মাননীয় মন্ত্রী শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী।

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এইখানে মাননীয় সদস্য কাজলবাবু এবং মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু দুইটি ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশান এনেছেন সেগুলি মেইনলি রিলেটেড টু ডিমাণ্ড নাম্বার ৩১।

সমস্ত তেনা, হাফ, সিকি, আধুলি সবাইকেই গাড়ী ত্রিপুরা ভবনের দিতে হবে। একই-ভাবে এসেমব্লি হেডেও বাড়ানো হত। আমাদের এই বিধানসভার সদস্যদের বছরে চারবার ভারতবর্ষ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমরা ক্ষমতায় এসে এটাকে ছেঁটে বাদ দিয়েছি। শুধুমাত্র সপরিবারে নয় স্যার, রবীন্দ্রবাবু না কোন বাবুর শাশুড়ী বোধ হয় খুব রাগ করেছিলেন এবং তারপর সেখানে শাশুড়ীকেও যোগ করা হয়েছে। পরিবারে নাকি শাশুড়ীও যুক্ত।

**শ্রীজওহর সাহা ( বিরোধী দলনেতা ) :—** পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী কি সব বলে চলেছেন? উনি যদি সত্য কথা বলে থাকেন তাহলে উনার কথার সমর্থনে একটি দৃষ্টান্ত দিন।

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** এটা বামফ্রন্ট সরকার এসে সংশোধন করেছে।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—** পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশান স্যার, আমার নাম উনি স্পেসিফিক করে বলেছেন। কিন্তু আমি বলছি যে আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে এ ভাবে আমি পরিবারের সদস্য নিয়ে ভ্রমণ করি নাই। আমি বলব অনুসন্ধান করা হোক।

**শ্রীজওহর সাহা :—** উনি গল্প বানাচ্ছেন আর বলছেন।

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** বহু দৃষ্টান্ত আছে।

**শ্রীজওহর সাহা :—** একটি দিন, একটি দিন। গল্প শুনাচ্ছেন ?

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু এবং কাজলবাবু দুটি ডিমাণ্ডের উপর কাট-মোশান এনেছেন এবং এর সঙ্গে মেইন জি রিলেটেড ডিমাণ্ড নাম্বার ৩১ সম্পর্কে উনারা যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা সম্পর্কে কিছু কথা বলার আগে আমি কিছু প্রাসঙ্গিক কথা বলছি।

স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য বিল্লালবাবু বলেছেন যে আমি যেহেতু জানি না কাজেই কেউ জানেন না। এই সম্পর্কে ককবরকে একটি কথা আছে ।

**শ্রীবিল্লাল মিঞা :—** পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি এই ধরনের কথা বলি নাই। ৬০টি কেন্দ্রের মধ্যে সকলে সাহায্য পেয়ে থাকলে আমি মনে করছি সবাই সাহায্য পেয়েছে। যদি ৬০টি কেন্দ্রের ৬০ জনও পেয়ে থাকেন তাহলেও সবাই এটা জানেন না। সুতরাং 'আমি জানি না' ব্যাপারটা এমন না। আমার মত অনেকেই এটা জানেন না।

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) স্যার :—** ককবরকে বলা হয় খিনাই লাচিয়া লুকনাই লাচিঅ, এটাই মানে হচ্ছে যে পায়খানা করছেন তার কোন লজ্জা হচ্ছে না কিন্তু যিনি দেখেন তার লজ্জা হয়। অর্থাৎ তিনি জানেন না স্কীমটা কি। সামাজিক সহায়তা প্রকল্প সহ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বিরোধীতা করে গিয়েছেন। ঠিক একই রকম বক্তব্য অন্যরাও রেখেছেন বলে আমাদের মনে হয়েছে। আর একটি কথা বলতে চাই। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বার বার বলার চেষ্টা করে গিয়েছেন কেন ৪২টা দপ্তরের উপরই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের দাবী রাখা হয়েছে। এটা একটা কথা ? হ্যাঁ, বিগত জোট সরকারের আমলে ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত মাত্র দুই থেকে তিনটি দপ্তরের উপর অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হত। বাড়ানো হত ত্রিপুরা ভবনের জন্য। মূল বাজেটে যদি ত্রিপুরা ভবনের জন্য এক কোটি টাকা ধরা হত পরবর্তী সময়ে সেটাকে ৫০০ গুন বৃদ্ধি করা হত। তখন উনারা দলে দলে গিয়ে ত্রিপুরা ভবনে উঠতেন। গাড়ি-টেলিফোনের যথেচ্ছ ব্যবহার করে ভবনের অর্থ অপব্যয় করতেন। আমরা কিন্তু ত্রিপুরা ভবনের বাজেটে সেভাবে টাকার অংক বৃদ্ধি করি না তখন ত্রিপুরা ভবনে শুধু মন্ত্রীরা না। হেনা-তেনাদেরও গাড়ি লাগত ত্রিপুরা ভবনে।

আমরা অ্যামেনডেড করেছি। কাজেই আমাদের সময় ৪৩টা ডিমাণ্ডের সেখানে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট হয়, আমরা জনগণের জন্য কাজ করি। আমরা জনগণের জন্য কাজ করি বলে—।

(গণ্ডগোল)

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :-** আমি যা বলছি শুনুন। আমরা ১৯৯৩ ইং সালে এসে আমরা এটাকে অ্যামেণ্ডমেন্ট করে বলেছি, না হবে না। আমাদের যে ডিমাণ্ড, কোন ডিমাণ্ড? জলের জন্য, রাস্তার জন্য, শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জন্য, বিদ্যুতের জন্য।

**মি: চেয়ারম্যান :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বক্তব্য রাখতে দিন।

**শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** স্যার আমি সত্য কথা বললাম, লেগেছে আর বলব না। এখানে উনারা এনেছেন জল, আমরা সেই দিনও তথ্য দিয়েছি ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে পানীয় জলের যে সংকট এই সংকট আজকে হঠাৎ করে তৈরী হয়নি। কিন্তু একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে আমরা চেষ্টা করছি, এটা বলছি না কালকে করে ফেলব। আমরা পরিকল্পনা করছি ২০০২ সালের মধ্যে সমস্ত পাড়াগুলিতে পরিশ্রুত পানীয় জল দেব। এটা ঠিক বিরোধীরা এনেছেন বলে সবটা ঠিক না এই কথা বলব না। গ্রামে কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে কিছু বাধা বিপত্তি, অন্তরায় সেখানে আছে। এটা না আছে যদি বলি তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে অস্বীকার করা হবে। এক অংশের মানুষ বা কিছু শক্তি যেরকমভাবে এই সমস্ত কাজে বাধা দিচ্ছে এটাকে অস্বীকার করা হবে তাদেরকে আড়াল করা হবে। এবং সেইজন্য আমরা বলছি আমরা নতুন ব্লক করেছি, গত সাত বছর আগে যতগুলি ব্লক ছিল তার ডাবল ব্লক করে এখন ৩৮টা ব্লক হয়েছে। শুধু তাই না গ্রামীণ যোগাযোগ এবং অন্যান্য যে সমস্ত সোস্যাল পরিকাঠামো সামাজিক যেসমস্ত পরিষেবার ক্ষেত্র এগুলি চট করেতো তিন দিনে বা তিন বছরে হবে না।

আমরা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে আমাদের রাজ্যের মানুষের যে আর্থ-সামাজিক অবস্থান, আমাদের যে সম্পদের যোগান এবং কেন্দ্র থেকে যে আমরা অপ্রতুল সাহায্য পাচ্ছি সমস্ত মিলিয়ে কিভাবে জুডিসিয়ালি এগোনো যায় আমরা সেই চেষ্টা চালাচ্ছি। এবং সেখানে বলা হয়েছে যে, কয়টা গ্রাম কয়টা পাড়া নন কভারড আছে? সেইদিন আমরা বলেছি সাতশত একত্রিশটা মোট পাড়া এবং সেখানে অ্যাকশন প্লেন নেওয়া হয়েছে? এবং সেই জায়গায় এটা ঠিক যে, প্রত্যন্ত এলাকায় আমি গত পাঁচ দিন এবং গতকাল সাব্রুম মহকুমার প্রত্যন্ত কিছু এলাকায় অফিসারদের দিয়ে পাঁয়ে হেঁটে ঘুরেছি,। কোথায় রাস্তার কাজে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, কোথায় সেচের কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে, ইলেকট্রিক তার টানতে গিয়ে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে, কারা করছেন? আপনাদের বন্ধুরা। এবং তারা বলছে যে উপজাতি এলাকায় তিন হাতের বেশী প্রশস্ত রাস্তা করা যাবে না, ইলেকট্রিক তার টানা যাবে না। সেখানে

টাকা দিতে হবে। সেইজন্য আমরা এই একটা সহযোগিতা বা বিরোধীতার মধ্যে দাঁড়িয়েও কিভাবে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করা যায় এটা প্রতিটি এলাকায় একটা সেক্টরে ভাগ করে সেখানে আমরা করছি আমরা তো ইচ্ছে করলে বলতে পারতাম বলি না বাস্তব-বাস্তব। সেখানে আক্রমণ হচ্ছে বাধা দেওয়া হচ্ছে, এগুলি বাস্তব, এগুলি লুকানোর কোন কিছু নেই। এগুলি লুকানো হলে পরে যারা ত্রিপুরাকে ধ্বংস করতে চায় তাদেরকে সহযোগিতা করা হবে। কিন্তু সেই জায়গায় আমরা বলব যে, এইসমস্ত ঘটনাগুলি সেখানে বাস্তবতার নিরিখে বিচার করে কিভাবে আমরা কাজ করতে পারি সেটাই মুখ্য।

যদি লুকাতে চাই তাহলে যারা ত্রিপুরাকে ধ্বংস করতে চাইছে তাদেরকে সহযোগিতা করা হবে। সেই জায়গায় আমরা বলব সেই সমস্ত জায়গায় যুক্তির নিরীখে কিভাবে কাজ করলে পরে সব থেকে সুবিধা হবে। এই ব্যাপারে যদি কেউ পরামর্শ দেন নিশ্চই আমরা স্বাগত জানাব। দ্বিতীয়তঃ যেটা বলতে চাই, আজকে যে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা, এটা হচ্ছে বা এটা হচ্ছে না এটা ঠিক আছে। কিন্তু আমি বলব আমরা যেটা কাজ করছি আগের তুলনায় অনেক বেশী কাজ করছি। এবং আমরা বলছি না যে ১০০ শতাংশ কাজ আমরা করতে পেরেছি। কেন বলি না এই সমস্ত বাঁধার কারণে আমরা করতে পারছি না। আর একটা অন্তরায় এখানে বলা দরকার যেটা রবীন্দ্রবাবু কাট মোশান এনেছে। এখানে যে কেন্দ্রীয় সরকার জনগনের মতের বিরোধীতা করছে তাদের সঙ্গে মিতালী করছেন তারা। এখানে আমি কিছু তথ্য দেব কিভাবে রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়নকে বঞ্চিত করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। যেখানে ১৯৯৮-৯৯ সালে আর ডি সেক্টরে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা পেয়েছি ৪৩০'৩২ কোটি, আর শেয়ার আছে, টি ডি এফ আছে বহু কিছু আছে, সেন্ট্রাল শেয়ার যেটা ১৯৯৯-২০০০ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২৬'৫৪ কোটি। কোথায় ৬০ আর ২৬। অথচ জিনিষ পত্রের দাম ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ বেড়েছে। এবং ২০০০-২০০১ সালে এসে এটা কিছুটা ভদ্রস্থ হয়েছে। তবু ১৯৯৮-৯৯ সালের জায়গায় হয় নাই। এটা ৪৮'৩৮ কোটি হয়েছে। সেই জায়গায় আমরা এক লক্ষ ম্যানডেইস করেছি। শুধু আমরা আর, ডি ক্ষেত্রে বলছি— ১৯৯৯-২০০০ সালে ৩২-৮০ লক্ষ এবং ঐ চলতি বছরে এই ক্ষেত্রে আমরা করেছি। তার মধ্যে আজকে অনেকে কাট মোশাম এনেছেন। তার মধ্যে কাজল বাবু বলেছেন কেন গ্রামীণ রাস্তাগুলি আরও বড় হচ্ছে না। নিশ্চই হবে। এখানে আর একটা নূতন করে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা নামে একটা গ্রামীণ রাস্তা করার পরিকল্পনা আছে। প্রধানমন্ত্রী প্রথম ঘোষনা করলেন ২রা অক্টোবর টাকা রিলিস করবেন তারপর বললেন উনার

জন্য দিন টাকা রিলিজ করবেন। সেই যাই এ আমাদের টাকা পেলেই হল। আমরা একটা স্কীম পাঠিয়েছি। অবশেষে ২৫ কোটি টাকার মত বিভিন্ন দববার করে আমরা এনেছি কিন্তু এটা তো ত্রিপুরা রাজ্যের যে পরিকাঠামো গ্যাপ হয়েছে গত ৫০-৫২ বছর ধরে, এখানে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বললে হবে না গোটা এই অঞ্চল বঞ্চিত হয়েছে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাস্তা, যোগাযোগ বৈদ্যুতিক করণ এবং অন্যান্য সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই টাকা তো কিছুই না। আর আজকে আপনারা বলছেন কেন হচ্ছে না। এখানে যাদের সঙ্গে আপনাদের আড়ালে আধাঁরে যোগাযোগ তারা নানা ভাবে অন্তরায় তৈরী করছে। আর এখানে কোন রকম কাজের কথা বলবেন না। কাজেই স্যার, আমি বলব এই ধরণের অযুক্তিক বিরোধীতা অযুক্তিক কাট মোশান এনে আজকে রাজ্যের জনগণের যে বিরোধীতা করা হচ্ছে রাজ্যের সমৃদ্ধির যে বাধাঁ সৃষ্টি হচ্ছে এসব করে আজকে যদি রাজ্যের জনগণেরই কোন উন্নতি না হয়, রাজ্যের যদি কোন উন্নতি না হয় কিসের জন্য আমাদের রাজনীতি কিসের জন্য এই বিধানসভাতে আসা। কিসের জন্য জনগনের প্রতিনিধিত্ব করা। কাজেই স্যার, আমি বলব এই রকম কোন অযুক্তিক এবং ভিত্তিহীন বিরোধীতা না করে সদর্থকরে ভাবে সমালোচনা করলে ভাল। তবে আমরা যা সিদ্ধান্ত করি সবটাই একেবারে সঠিক এবং চুড়ান্ত সে কথা আমরা বলিনা। যে সমস্ত বাধা তৈরী হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গাগুলিতে আসুন আমরা সব মিলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই বাঁধা অতিক্রম করে আমরা কাজ করি। এখানে এই কথা না বলে টাকায় হবে না, টাকা খরচ করা যাবেনা, কেন ৪২টা ডিমাণ্ড ৫৩টা ডিমাণ্ড আসল, আরে আসতেই পারে। যে সরকার কাজ করে, যে দপ্তর কাজ করে তারা ডিমাণ্ড প্লেইস করবেনা তো কারা ডিমাণ্ড প্লেস করবে।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কনক্লুড করুন।

**শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার আমি শেষ করে দিচ্ছি। আমি সেই জন্য বলব বিরোধীতা না। আমি জানি ত্রিপুরা রাজ্যে যে ধরনের কাজ কর্ম হচ্ছে বিরোধীরা এখানে লজ্জা পাচ্ছেন। উনারা বাইরে যাই বলুন না কেন অন্তরে আমাদেরকে সমর্থন করছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নে জন্য আমরা যাতে কাজ করতে পারি সেই জায়গায় তারা সহযোগিতা করবেন নিশ্চয়. এই কথা বলে এবং এই ডিমাণ্ডের প্রতি সমস্ত রকমের সমর্থন করবেন এবং উনারা যে অযুক্তিক যুক্তি দিয়েছেন সেটাকে খারিজ করে এবং ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়

**শ্রীবাদল চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে সমস্ত কাট-মোশানগুলি এনেছেন, আমি তার বিরোধীতা করছি এবং ডিমাণ্ডের পক্ষে যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে আমি সেটার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে সদস্যরা এবং মন্ত্রীরা এই কাট মোশানের উপরে বিরোধীতা করে যে বক্তব্য রেখেছেন আমি এইগুলির সঙ্গে একমত। আমি আলোচনায় বেশী বলবনা। আজকে কাট মোশানে আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এখানে প্রথমত যে বক্তব্যটা রেখেছেন এটা আমাকে খুব আতংকিত করে তুলেছে। প্রথমত তিনি নিজে বলেছেন যে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় কমানোর জন্য। আমরা ও এই প্রতিরক্ষা খাতে যে ব্যয় ধরা হয়েছে এটা কমাতে পারলে ভাল হত এবং জনকল্যানের জন্য ভাল। এবং সেখানে তিনি বলেছেন যুক্তি যেটা দেখিয়েছেন যে কাশ্মীরটা এখন ছেড়ে দেওয়াই দরকার। এই কাশ্মীর যদি ভারতবর্ষের সঙ্গে না থাকে তা হলে ক্ষতিটা কি হবে। তো আমি বুঝতে পারছিনা নগেন্দ্র বাবু কার কথা এখানে বলছেন। কাশ্মীর কি পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া? যারা আজকে কাশ্মীরকে ভারতবর্ষ থেকে আলেদা করতে চাইছেন বা নিজেদের মনের মধ্যে যে গোপন ইচ্ছাগুলি আছে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মনের সেই গোপন ইচ্ছাটা বেরিয়ে এসেছে।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা** :— স্যার, নগেন্দ্রবাবু যেটা পাকিস্তানের হাতে আছে সেই অংশটা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছেন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :— স্যার, আমরা তো দেখছি অনেকে অনেক কথা এই ভাবে বলছেন। শাহী ইমামও বলছেন যে আমি আই, এস, আই, এর এজেন্ট, উনি সাহসের সঙ্গে বলছেন। যারা এখানে স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান তুলেছেন বা ত্রিপুরাকে যারা আলাদা করতে চাইছেন, নগেন্দ্রবাবু বলছেন এখানে এই সব আর্মি, টি, এস, আর ব্যাটেলিয়ান এই সমস্ত কিছু করে ঐক্য বৃদ্ধি রক্ষার জন্য চেষ্টা করা কি দরকার। যদিও আজকে শ্যামাচরণবাবু ভিন্ন ভাবে বলার চেষ্টা করেছেন আমি নিশ্চয়ই বিরোধী দলের সদস্যরা যারা আছেন, তাদের অনুরোধ করব এই খেলা তো দেশ ভাঙ্গার খেলা এবং দেশকে টুকরো টুকরো করার খেলা। এই সভার মধ্যে কেউ যদি তাদের পতাকা তুলে দিয়ে পতাকাটা বহন করেন তাহলে এটা সামগ্রিক ভাবে দুর্ভাগ্যজনক। দ্বিতীয়তঃ, এখানে যে প্রশ্নটা এসেছে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র বাবু বলেছেন, উনি তো এখন নেই যে টি, এস, আর এর ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি বাদ দিয়ে বাইরের স্টেট থেকে কোটা পুরণ করছে। আমি সেই জায়গায় বলব কাট মোশান এনেছেন সেই জায়গার মধ্যে সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ান সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করছেন। এখানে সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ানের

৬৩টি শূন্যপদ খালি আছে উপজাতিদের জন্য। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি শুধু সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ান না, উপজাতিদের জন্য পোষ্ট যেগুলো খালি আছে টি, এস, আর ব্যাটেলিয়ানের মধ্যে সবই আমাদের রাজ্যের উপজাতিদের দিক থেকে পূরণ করা হবে। এবং ১ থেকে ৬ নং ব্যাটেলিয়ানের মধ্যে এখনও উপজাতিদের জন্য এবং তপঃ জাতিদের জন্য যে পোষ্ট খালি আছে সেটার সংখ্যা হলো ১৭৪২টি পোষ্ট এই পোষ্ট কনষ্টেবল অফিসার এই সমস্ত মিলে। তার মধ্যে উপজাতিদের সংখ্যা হচ্ছে ৬৪২টি এবং তপঃ জাতিভুক্ত যারা আছেন তাদের জন্য ৩১২ পোষ্ট। এছাড়া দুটো ব্যাটেলিয়ান ৭ম এবং ৮ম ব্যাটেলিয়ানে এই দুটো ব্যাটেলিয়ানে উপজাতিদের জন্য যে পোষ্টগুলো আছে সেটির সংখ্যা হলো ৭৪৬টি পোষ্ট। এটা রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে উপজাতিদের জন্য যে রিজার্ভ পোষ্টগুলো আছে এটা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের মধ্যে থেকেই সেটাকে পূরণ করা হবে স্বাভাবিক কারণে এখানে বিভ্রান্ত করার সুযোগ নাই।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—** স্যার, এখানে সব বাইরের এস, টি, আনা হচ্ছে

**শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** আমি তো বলছি এটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এখানকার যে সমস্ত উপজাতি পোষ্টগুলো খালি আছে সেগুলো এখান থেকে পূরণ করা হবে। এখানে যেটা বলেছেন অনেকে এটা বলার চেষ্টা করেছেন এ, ডি, সির ব্যাপারে। এটা তো বিতর্কিত ব্যাপার। সংরক্ষণ যখন ঠিক হয় তখন এ, ডি, সি কি এই রাজ্য থেকে আলাদা বা তাদের নিজস্ব নিয়ম নীতি করার কোন বিধান আছে নাকি? এই বিষয়টা কি সংবিধানের আছে কিনা, যে ট্রাইবেলরা সেখানে সমতলে যাবে না, নন্ ট্রাইবেলরা চাকরি করতে পারবে না এ, ডি, সি এলাকাতে এই যে স্লোগান তুলেছেন এটা তো রাজ্যের ঐক্যের প্রতি এবং সংহতির পক্ষে বিপদজনক। এটাতে তো শান্তি আসবে না। আমরা সবাই চেষ্টা করছি এখানকার পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের জন্য যে কনষ্টিটিশন্যাল রাইট এখানে দেওয়া হয়েছে এটার মধ্যে তারা যে এসপিরেশান সেটা তারা যাতে মেইড করতে পারেন আমরা সেই ভাবেই তাকে ক্ষমতা বা অন্যান্য সমস্ত কিছু দিয়েই সেখানে সমৃদ্ধ করতে চাই। এগুলো যদি এই ভাবে প্রশ্ন টেনে আনা হয় তাহলে এগুলো তো বিরোধীতার প্রশ্ন। আমাদের যে সম্পর্ক তাতে অবিশ্বাস দেখা দেবে এবং সেটা আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে আমি বলতে চাই এখানে যে কাট মোশান আছে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে প্রশ্নগুলো এনেছেন এবং যেগুলো এখানে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন আমি অনুরোধ করব এই যে বিচ্ছিন্নতাবাদীর কথা না তুলে জাতি উপজাতিদের মধ্যে কোন বিরোধ তৈরী না হয় সেই সম্পর্কে তারাও সতর্ক থাকবেন, সাবধান থাকবেন এবং এখানকার সমৃদ্ধি যারা নষ্ট করতে চাইছে সেটার সম্পর্কে আমরা সবাই সামগ্রিক ভাবে এই সভা

অবগত থাকত এই আশা রেখে আমি আবারও ডিমাণ্ড গুলোর পক্ষে সমর্থন রাখছি কাট মোশানগুলোকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ২০০০-২০০১ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি ২০০০-২০০১ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। যদি সংশ্লিষ্ট ডিমাণ্ডের উপর কোন ছাঁটাই প্রস্তাব থাকে তবে সেগুলো প্রথম ভোটে দেওয়া হবে। তারপর কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ডিমাণ্ডটি ভোটে দেওয়া হবে।

Now I am puttting the Demand No 3 to vote. The question before the House is the Demand No. 3 moved by the Hon'ble Chief Minister that further a sum not exceeding of Rs. 15,00·000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No. 3 under the following Major Head :—

2052—Secretariat General Service Rs. 15,00,000/-

(The Demand was put to voice vete and passed)

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the Demand No.——3 to vote, The question before the House is the Demand No. 3 moved by the Hon'ble Chief Minister that further a sum not exceeding of Rs. 15.00.000/- be franted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No. 3 under the following Major Head :—

2052-Secretariat General Services Rs. 15.00.000/- (The Demand was put to voice vote and passed )

**Mr. Speaker :—** Now the question befor the House is the cut Motion on the Demand No. 4 moved by Shri Billal Miah 4-2015 That the

amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter. viz :- "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Election."

(The Motion was put to Voice Vote and Lost.)

**Mr. Speaker** :— Now I am putting the Demand No. 4 to vote. The question befor the House is the Demand No. 4 moved by the Hon'ble Chief Minister the further a sum not exceeding of Rs. 95,00,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No. 4 under the following Major Head :— 2015-Election Rs. 95.00.000/-

(The Demand was put to Voice Vote and passed.)

**Mr. Speaker** :— Now I am putting the Demand No. 5 to vote. The question before the House is the Demand No. 5 moved by the Hon'ble Chief Minister that further a sum not exceeding of Rs. 11.00.000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No, 5 under the following Major Head 2014-Administrotion of Justice.

Rs 11.00.000/-

(The Demand was put to Voice Vote and passed)

**Mr. Speaker** :— Now I am putting the Demand No. 8 to vote. The question before the House is the Demand No. 8 moved by the Hon'ble Chief Minister that further a sum not exceeding of Rs. 09.33.000/- be granted to defray the charges. which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No. 8 under the following

**Major Head** :— 2070-other Administrative Services Rs. 09 33.000/-

(The Demand was put to Voice Vote and passed)

**Mr. Speaker** :— Now I am putting the Demand No 9 to vote. The

question before the House is the Demand No. 9 moved by the Hon'ble Chief Minister that further a sum not cxceeding of Rs 77.33.000/- be granted to defray the chargcs, which will come in course of payment during the ending on thc 31st March 2001 in respect of demand no 9 under the following Major Head :— 3454-census survey and statistics

Rs. 77.33 000/-

(The Demand was put to Voice Vote and passed)

**Mr. Speaker :—** Now the question befor the House is the cut Motion on the Demand No. 10 moved by Shri Rabindra Deb Barma 10-2055 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievence that :— "Need to fill up the S: T. Vacancies with Loeal Candidates."

(The Motion was put to Voice Vote and lost)

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the Demand No 10 to vote. The question before the House is the Demand No. 10, moved by the Hon'ble Chief Minister that further a sum not exceeding of Rs 87.80.000/- be granted to defray the charges which will Come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in rsspect of Demand No. 10. under the following Major Heads :— 2052— Secretariat General Services Rs. 80.000/-

2055-Police Rs. 83,00.000/-

(The Demand was put to Voice Vote and passed)

**Mr Speaker :—** Now I am putting the Demand No. 18 to vote. The question before the House is the Demand No. 18 moved by the Hon'ble Chief Minister that further a sum not exceeding of Rs 33.56.000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand

No. 18, under the following Major Heads :

2?35—Social Security and welfare Rs. 26.76.000/-

2252—Other Social Services Rs. 06.80.000/-

(The Demand was put to Voice Vote and Passed)

**Mr. Speaker** :— Now I am putting the Demand No 18 to vote. The question before the House is the Demand No 18 moved by the Hon'ble Chiet Minister,

That further a sum not exceeding of Rs 33,56. 00 be granted to defray the eharges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 inrespect of Demand No. 18 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2235—Social Security and welfare | Rs. 26.76.000/- |
| 2252—Other Social Services | Rs. 6.80.000/- |

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

I think "AYES" have it.

(A PAUSE)

"Ayes" have it "Ayes" have it.

(The Demand was put to voice vote and passed)

**Mr. Speaker** :— Now I am putting the Demand No 34 to vote The question before the House is the Demand No 34 moved by the Hon'ble Chief Minister.

The further a sum not exceeding of Rs 6,67,000/- be granted defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No. 34 under the following Major Head :—

| | |
|---|---|
| 3451 —Seerctariat Economic Services | Rs 6, 67,000/- |

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

I think "AYES" have it,

(A PAUSE)

"AYES" have it, "AYFS" have it.

(The Demand was put to voice vote and passed)

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the Demand No 47 to vote. The question before the House is the Demand No 47 moved by the Hon'ble Chief Minister.

That further a sum not exceeding of Rs. 49 30,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 inrespect of Demand No. 47 under the following Major Head :—

2013 Council of Ministers Rs. 49,30,000/-

As many as are of that opinion will pleese say "AYES"

As many as are of contray opinion wiil please say 'NOES'

"AYES" have it, AYES" have it.

(The Demand was put to voiee vote and passed)

**Mr. Speaker :—** Now the question before the House is the cut Motion on the Demand No 20 moved by Shri kajal ch. Das 20-4515 That the amount of the demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to contral & eliminate wasteful expenditure on village communication."

As many as are of that opinion will please say "AYES"

As many as are of contray opinion will please say "NOES"

I think, "NOES" have it.

(A PAUSE)

"NOE " have it "NOES" HAVE it.

(The Motion was put to voiee vote and lost)

**Mr. Speaker :—** Now I am puting the Demand No 20 to vote, The question before the House is the Demand No 20 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the S. C Welfare Department.

That further a sum no exceeding of Rs. 6,75,86 000/- be granded to defray the charges, which wil' come in course of payment during the year ending on the 31st March 200 inrespect of Demand No. 20 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2225—Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes | Rs, | 3,33.68,000/- |
| 4210—Capital outlay on Medical and Public Health | Rs, | 51,68,000/- |
| 2205—Art and Culture | Rs, | 15,00,000/- |
| 2401—Crop Husbandry | Rs. | 9 00,000/- |
| 2501—Special programme for Rural Development | Rs. | 42,28,000/- |
| 4515—Capital outlay on other Rural Development Programme | Rs. | 2,23,10,000/- |
| 4202—Capital outlay on Education Sports Arts and culture. | Rs. | 1,12.000/- |

As many as are of that opinion will please say "AYES"

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

I think "AYES" have it.

(A PAUSE)

"AYES" have it, "AYES" have it.

(The Demand was put to Voice Vote and Passed)

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the Demand No 39 to Vote. The question before the House is the Demand No 39 moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department :-

That further a sum not exceeding of Rs, 1,85,00,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on 31st March 2001 in respect of Demand No. 39 under the following Major Head :—

4202—Capitl outlay on Education.

Sports, Art and culture Rs. 85,00,000/-

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOSE'

I think "AYES" have it.

(A PAUSE)

"AYES" have it. "AYES" have it

(The Demand was put to Voice Vote and passed)

**Mr. Speaker :—** Now, I am putting the Demand No. 40 to vote. The question before the House is the Demand No. 40 moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department.

That furthera sum not exceeding of Rs 20,86,79,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 inrespect of Demand No. 40 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2202—General Education | Rs. 19,86,79,000/- |
| 4059—Capital outlay on Public works | Rs. 1,00,00,000/- |

As many as are of that opinion will please say 'Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes'

I think, "Ayes" have it.

(A PAUSE)

"Ayes" have it, "Ayes" have it.

(The Demand was put to Voice Vote and passed)

**Mr. Speaker :—** Now, the question is before the House that I am putting the Demand No. 13 to vote moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding of Rs. 13,03,31,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on 31st March 2001 in respect of Demand No. 13 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2045—Other Taxes and Duties on Commodities & Services | Rs. 50,000/- |
| 2059—Public works | Rs. 3,27,41,000/- |
| 3054—Road and Bridge | Rs. 9,75,40,000/- |

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

**Mr. Speaker** :— Now, the question is before the House that I am putting the Demand No.—14 to vote moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding of Rs. 2,18,80,000/- be granted to defray the charges, which will come is course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No. 14 under the following Major Head :—

4801—Captal Outlay on power project Rs. 2,18,80,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

**Mr Speaker** :— Now, the question is before the House that I am putting the Demand No.—15 to vote moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding of Rs. 3,82,08,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No. 15 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2702—Minor Irrigation | Rs | 1,78, 54,000/- |
| 2711—Flood Control and Drainage | Rs. | 2,03 54,000/- |

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

**Mr. Speaker** :— Now, the question is before the House that I am putting the Demand No. 45 to vote moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding of Rs. 35,92 000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No. 45 under the following Major Heads :—

2040—Taxes on Sales Trade etc. Rs, 35,92,000/-

(Then the Demand was put to Voice Vote and passed.)

**Mr. Speaker** :— Now, the question is before the House that I am putting the Demand No.. 51 to vote. moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding of Rs 30,27,000/- be granted to defray

the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No. 51 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2215-Water Supply and sanitation | Rs. 25,00,000/- |
| 4215-Capital outlay on water Supply and Sanitation. | Rs. 5,27,000/- |

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

**Mr. Speaker :—** Now, the question before the House is the Cut Mottion by Shri Nagendra Jamatia on the Demand No. 19 Major Head-4210 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & eliminatecwasteful expenditure on primary Health Centre".

(That the cut Motion was put to voice vote and Lost)

**Mr. Speaker :—** Now, the question is before the House that I am putting the Demand No. 19 to vote moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not excrrding of Rs 5,66,31.000/-be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2225—Welfare of Schedu'ed Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes | Rs. 90,97,000/- |
| 2236—Nutrition | Rs. 45,76,000/- |
| 3604—Compensation and Assignment to local Bodies and Panchyati Raj Institutions | Rs. 1,12,55,000/- |

| | |
|---|---|
| 2205 Art and Culture | Rs. 11,40,000/- |
| 2401—Crop Husbandry | Rs. 1,55,50,000/- |
| 2501 Special Programme for Rural Development | Rs. 96,81,000/- |
| 4202—Capital Outlay on Education, Sports, Arts And Culture | Rs. 22,000/- |
| 2210—Medical and Public Health | Rs. 8,27,000/- |
| 4210—Capital Outlay on Medical and Public Health | Rs. 44,83,000/- |

(Then the Demand was put to Voice and passed.)

**Mr Speaker** :— Now, the question is before the House that I am putting the Demand No. 27 to vote moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding of Rs. 2,70,21,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No 27 under the following Major Head :—

| | |
|---|---|
| 2401—Crop Husbandry | Rs. 2,70,21,000/- |

(Then the Demand was put to Voice Vote and Passed)

**Mr. Speaker** :— Now I am putting the Demand No-45 to vote. The question before the House is the Demand No-45 mov'd by the Hon'ble Minister-in-charge of the public words Department. That further a sum not exceeding of Rs-35,92,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No 45 Under the following Major Heads :— 2040 Taxes on Sales Trade etc. Rs.-35,92,000/-

(The Demand was put to Voice Vote as passed)

**Mr. Speaker** :— Now, I am putting the Demand No-51 to vote. The question before the House is the Demand No-51 moved by the Hon'ble

Minister-in-cherge of the Minor Irrigation Department, that further a sum not exceeding of Rs-3025 Rs-30,27,000/- be granted to defray the charge which will come In course of payment the year ending on the 31st March, 2000 in respect of Demand No-51 under the following Major Heads :—

2215-Water supply and Sanitation Rs 25,00,000/-

4215-Capital outly on Water Supply and Sanitation Rs. 5,27,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

**Mr. Speaker :—** Now the question before the House is the cut Motion on the Demand no 19 moved by Shri Nagendra Jamatia, Demand no 19-4210, That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represnet the economy that can be effected on the particular matter viz Faulure to control & climinate wasteful expenditure on primary Health centre.

(The Demand was put to voice vote and passed)

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the Demand No 19 to vote. The question before the House is the Demand No-19 moved by the Hon'ble Minister-In-chaiege of the Tribal Welfare Department, That further a sum not exceeding of Rs-5,66,31,0001- be granted to defray the charge, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Kemand No-19 under the following Major Heads :—

2225—Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classed Rs, 9097000/-

2236 Nutrition Rs. 45,76,000/-

3604. Compensation and Assignment to local Bodies and Panchaati Raj Institutions Rs-1,12 55 000/-

2205 Art and Culture Rs. 11,40 000/-

2401– Crop Husbandary Rs. 1,55,50,000/—

2501 Spcacial Programme for Rural Development Rs. 96,81000/—

4202 Capital outlay on education, Sports, Arts Rs 22,000/—

2210 Medical and Public Health Rs 8.27.000/–

4210 Capital Outly on Medical and Public Health—44,83,000/—

(The Demand was put to Voice Vote and passed)

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the Demand No 27 to Vote. The question before the House is the Demand No 27 moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department. That further a sum not exceeding of Rs. 2,70,21,000/- be granted to defray the charge, wich will come Demand No. 27 under the following Major Head :—

2401—Crop Husbandry Rs-2,70,21 0001/-

(The Demand was put to Voice Vote and Passed)

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the Demand No-28 to vote. The question before the House is the Demand No-28 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department That further a sum not exceeding of Rs. 2,22,57,000/- (Excluding chare amount of Rs, 2,62,000/) be granted to defray the charges, which will come in counrse of Payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of of Demand No 28 under the following Major Heads :—

2401—Crop Husbandry Rs. 1,27,57,000/—

2402—Soil and water Concervation Rs 95,00,000/—

(The Demand was put to Voice Vote and Passed)

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the Demand No. 32 to vote. The question before the House is the Demand No-32 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department, that further a sum not exceeding of Rs-31,42,000/- be granted to deiray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st Mareh, 2001 in respect of Demand No. 32 under the following Major Head :—

2406—Forestry and wild Life Rs. 31,42,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the Demand No-29 to vote. The question before the House is the Demand No-29 moved by the Hon'ble Minister-in charge of the Animal Resource Development Department. That further a sum not exceeding of Rs, 85,58,000/- be granted to defray the chrrges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respece of Demand No 29 under the following Major Head :— 2403 Animal Husbandry Rs. ,85,58,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

**Mr. Speaker :—** Now, The question before is the Cut Motion on the Demand No - 30 moved by Shri Nagendra Jamatia Demand No 30- 552. That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the partieular matter viz :— Fuilure to control & climinate wasteful expenditure on purchase of new vachicles.

**Mr. Speaker : -** Now I em putting the Demand No. 30 to vote. The question before the House is the Demand No. 30 moved by The Hon'ble Minister-in charge of the Animal Resource Development Department That further a sum not exceding of Rs. 5,67,71,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 30 under the following Major Heads :-

2402 - Soil and water conservation Rs, 18,63,000/-

2406 - Forestry and Wild life Rs, 49,08,000/-

2552—North Eastern Area Rs. 5,00,00,000/-

(The Demand was put to Voice Vote as passed)

**Mr. Speaker :—** Now, I am putting the Demand No. 1 to vote. The question before the House is the Demand No-1 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the parliamentary Affairs Deptt. That further a sum not exceeding of Rs-17,10,000/- (Excluding charge amount of Rs. 1,62,000/-) be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No. 1 under the following Major Head :—

2011—Parlia mente, stat/Union Territory Legislature Rs. 47,10,000/-

(The Demand put to Voice Vote and Passed)

**Mr. Speaker** :— Now, I am putting the Demand No-6 to vote. The question before the House is the Demand No-6 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Parliamentary Affairs Department. That further a sum not exceeding of Rs. 1,16,89,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No 6 under the following Major Head :— 2235—Social Security and Welfare Rs. 1 16,89,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and passed.)

**Mr. Speaker** :— Now, I am putting the Demand No. 16 to vote. The question before the House is the Demand No. 16 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Health Department, That further a sum not exceeding of Rs 170,20,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 16 under the following Major Head :—

2210—Medical & public Health Rs 50,70,000/-

2210—Medical & Public Health Rs—50,70,000/-

4210— Capital outly on Medical and Public Health Rs—1,19,50.000/-

(The Demand was put to Voice Vote and passed)

**Mr. Speaker** :— Now, the question is before the House is themotion moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Assembly Secretariat, Revenue, Health Services, Family welfare & P. M. Departments that further a sum not exceeding of Rs. 1,70,20,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No. 16 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2210—Medical & publie Health | Rs. 50,70,000/- |
| 4210—Capital outlay on Medical and public Health. | Rs. 1,19,50,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Parliament Affairs Revenue, Health Services, Family welfare & P. M. Departments that further a sum not exceeding of Rs. 3,11,91,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 52 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2210—Medical and Public Health | Rs. 1,86,72,000/- |
| 4210- Capital Outlay on Medical and public Health | Rs. 1,25,19,000/- |

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minster-in-charge of the Co-operation Department that further a sum not exceeding of Rs. 27,84,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st Mareh, 2001 in respect of Demand No. 12 under the following Major Head :—

| | |
|---|---|
| 2425—Co-operation | Rs. 27,84,000/ |

(The Demand was put to voice vote and Passed)

**Mr. Speaker** : – Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-chage of the ICAT, Rural Development Science, Technology and Envarnment Sports and Y. P. that further a sum not exeeeding of Rs. 31,42,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 17 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2205—Art and Culture | Rs 2,50,000/- |
| 2220—Information and publicity | s. 28,92,000/- |

(The Demand was put to voice vote and Passed)

**Mr Speaker :—** The question before the House is the cut motion moved by the Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barma that the amount of the Demand No. 31 Major Head 2215 be reduced by Rs. 100 to represent the econmy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on water supply"

(The Motion was put to voice vote and Lost)

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the ICAT, Rural Development, Sciene, Technology and Envarnment. Sports and Y. P, that further a sum not exceed ing of Rs. 10,94,29 000/- (Excluding Charge amount of Rs. 14,97,000/-) be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March. 2001 in respect of Demand No. 31 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2215—water supply and sanitation | Rs. 4,99,98,000/- |
| 2501—Special programme for Rural Development | Rs. 5,000/- |
| 2505—Rural Employment | Rs. 2,14,62,000/- |
| 4216—Capital outlay on Housing | Rs. 2,99,23,000/- |
| 4515—Capital outlay on other Rural Dev, Programme | Rs, 80,41,000/- |

(The Demand was put to voice vote and Passed)

**Mr. Speaker :—** Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the ICAT, Rural Development, Science, Technology and Ent Sports and Y. P. that further a sum not exceeding of Rs. 37,00000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 20001 in respect of Demand No. 33 under the following Major Heads ;—

| | |
|---|---|
| 2501—Special Programme for Rural Development | Rs. 4,73,000/- |
| 2810—Non-conventional source of energy | Rs. 12,10,000/- |
| 3425—Other scientific research | Rs. 19,17,000/- |
| 4810—Capital outlay on Non—Conventional Sources of Energy | Rs. 1,00,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the ICAT Rural Development, Science Technology and Ent. Sports and Y. P. that further a sum not exceeding pf Rs. 19,40,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 42 under the following Major Heads :—

| | |
|---|---|
| 2204—Sports and Youth Serviees | Rs. 7,69,000/- |
| 2552—North Eastern Areas | Rs. 10,00,000/- |
| 4202—Capital outlay on Education, Sports Arts and Culture. | Rs. 1,71,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed).

**Mr. Speaker** :— Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that further a sum not exceeding of Rs. 8,69,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respecs of Demand No. 54 under the following Major Head :—

| | |
|---|---|
| 2230—Labour and Employment | Rs. 8,69.000/- |

(The demand was put to voice vote and passed.)

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that further a sum not exceeding of Rs 11,07,000/- be granted to defray the charges, which will come in

course of payment during the year ending in the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 55 under the follwoing Major Head :—

2230— Labour and Employment Rs. 11,07,000/.

The Demand was put to voice vote aud passed.

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that further a sum not exceeding of Rs 2,74,94,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 11 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2041—Taxes on Vehicles | Rs. | 5,94,000/- |
| 3075—Other Transport Services | Rs. | 1,00,00,000/- |
| 5055—Capital outlay on Road Transport | Rs. | 1,59,00 000/. |

The Demand was put to voice vote and passed.

**Mr. Speaker** :—Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that further a sum not exceeding of Rs- 1,17,33,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 26 under the following Major Head :

2405 - Fisheries Rs 1,17,33,000/-

The Demand was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that further a sum not exceedingof Rs. 4,89,46.000/ be granted to defray the charges. which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No. 21 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2408—Food, Storage and Warehousing | Rs. | 16,80,000/- |
| 3456— Civil Supplies | Rs, | 1,2?,66, 00/ - |
| 4 08—Capital outlay on Food storage and warehousing | Rs. | 3.50,00,000/- |

The Demand was put to voice vote and passed.

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that further a sum not exceeding of Rs. 4,61.38,000/- (Excluding Charge amount of Rs. 6,06,90,000/-) be granted to defray the charges, which will come in course of

payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No. 24 under the following Major Heads :

| | | |
|---|---|---|
| 2230—Labour and Employment | Rs. | 7,08,000/- |
| 2851—Village and Small Industries | Rs. | 91,63,000/- |
| 2875—Other Industries | Rs. | 3,47,67,000/- |
| 4860—Capital outlay on consumer Industries | Rs. | 10,00,000/- |
| 5465—Investment in General Financial and Trading Industries | Rs. | 5,00,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed)

**Mr. Speaker :—** Now I am putting the Demand No. 41 to vote. But there is a cut Motion on this Demand. First I am putting the cut Motion to vote.

Now, the question before the House is the cut Motin moved by the Hon'ble Member Shri Billal Mia on Demand No. 41, Major Head 2235

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 10o/- to represent the economy the can be effedted on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on National Family benefit programme".

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Now I am putting the Demand No. 41 to vote.

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that further a sum not exceeding of Rs 5,56,64,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No. 41 under the following Major Head :—

| | | |
|---|---|---|
| 2202—General Education | Rs. | 36,58,000/- |
| 2235—Social Security and welfare | Rs. | 4,93,15,000/- |
| 2236—Nutrition | Rs. | 26,91,000/- |

(The demand was put to voice vote and passed.)

Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that further a sum not exceeding of Rs. 1,30,66,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 2001 in respect of Demand No. 35 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2851—Village and Small Industrics | Rs. | 83,71,000/- |
| 4425—Capital outlay on Co-operation | Rs, | 7,00,000/- |
| 5465—Investment in General Financial and Trading Institution | Rs. | 35,20,000/- |
| 6851—Loans for Village and Small Industries | Rs | 4,75,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed).

**Mr. Speaker** :— Next, Demand for Grant No 35. There is not cut motion on this demand. Therefore, I am putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister -in-charge of the Urban Development Department that a sum not exeeeding of Rs. 3,78,80,,000/- (Excluding charge amount of Rs. 3,65,000/- be granted to defray the charges, which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 35 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2217—Urban Development | Rs. | 2,21,72,000/ |
| 4215—Capital outlay on water Supply and Sanitation | Rs. | 1,12,00,000/- |

4217—Capital outlay on Urban Development Rs. 45,08,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Next, Demand for Grant No. 36. There is no cuttmotion on this denand. There fore, I am putting the main motion to vote. The question before the Housc is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Departmcnt that a sum not exceeding of Rs. 31,00,000/- be granted to defray the charges,which will come in course of payment during the year ending on 31st March 2001 in respect of Demand No. 36 under the following Major Heads :—

| | | |
|---|---|---|
| 2056—Jail | Rs. | 16,00,000/- |
| 4059—Capital outlay on public works | Rs. | 15,00,000/- |

(The Demand was put to voice vote and passed)

এই সভা আগামী ১৩ই মার্চ, মঙ্গলবার, বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রহিল।

## PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

Admitted starred Question No. 97. ANNEXURE 'A'

Name of the member :— **Shri Ratan Lal Nath**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১) রাজ্য ব্যাপী সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলির রেশন কার্ড হোল্ডারদের নতুন করে করে নাগাদ রেশন কার্ড ইস্যু করা হবে।

উত্তর

১) আগামী অর্থ বর্ষে, ২০০১-২০০২ সালে।

Admitted Starred question No, 194

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will thc Hon'ble Minister-in-chage of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলা শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলিতে ট্রাফিক পুলিশের কাজের সহযোগিতায় যে সমস্ত ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল লাইট সিষ্টেম চালু ছিল সেগুলি পুনরায় চালু করার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১) বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যাল সিষ্টেম এর মেরামতি ও সারাই করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred question No. 275

Name of Member ? Sri Padma Kumar Dabbarma

Will thc Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন —

১) রাজ্যের মহকুমার জেলখানাগুলিতে Emargancy Light এর ব্যবস্থা আছে কি

২) যদি না থাকে তাহলে অতিসত্বর ব্যবস্থা করা হইবে কিনা।

২) ইহা কি সত্য খোয়াই মহকুমার জেলখানাতে Emarganey Light নেই।

৪) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর Emargeney Light দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

উত্তর —

১) হ্যাঁ

২) প্রশ্ন উঠেনা

৩) না।

৭) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred Question No. 276.

Name of the Member :— Shri Kajal Ch. Das

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Depnrtment b· pleased to State ;-

১। রাজ্য সরকারের আরক্ষা কর্মীদের বকেয়া টি, এ, বিল কবে নাগাদ মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ অনুসারে টি. এ, বিল খাতে উল্লেখিত টাকার পরিমান অনুসারে নিয়মিত টি, এ, বিল আরক্ষা কর্মীদের প্রদান করা হয়।

Admitted Starred question No. 277

Name of Member :— Smt Baijayanti Koloy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the power Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১। জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত চেংখারু পাড়া হইতে মভামান পাড়া পর্য্যন্ত চলতি বৎসরে বিদ্যুৎ যোগাযোগ সম্প্রসারণ করার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেবেন কি ?

উত্তর

১। বর্তমান অর্থবৎসরে (২০০০-২০০১ ইং) চেংখারুপাড়া হইতে মভামানপাড়া পর্য্যন্ত বিদ্যুতের লাইন সম্প্রসারণ করার কোন পরিকল্পনা নেই।

Admitted Starred question No. 310

Name of the Member :— Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-chage of the power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, সদরের কুঞ্জবন এলাকাবাসী শ্রীমতি শ্যামা দেববর্মার স্বামী মৃত তুর্জন

দেববর্মার জোত জায়গায় বৈদ্যুতিক খুঁটি বসিয়ে বৈদ্যুতিক তার টানা হয়েছে, ( সি, এন প্লট নং ২১৬৫ খতিয়ান নং ৮৬৬, মৌজা কুঞ্জবন )

২। যদি সত্য হয় করে নাগাদ উক্ত বৈদ্যুতিক খুঁটিগুলি সরানো হবে ? ( দিনখন সহ ),

উত্তর

১। সদর কুঞ্জবনের এলাকাবাসী শ্রীমতি শ্যামা দেববর্মার স্বামী মৃত দুর্জয় দেববর্মার সি, এন, প্লট নং ২১৬৫ জায়গায় মোট ৮টি বিদ্যুতের খুঁটি বসিয়ে লাইন টানা হয়েছিল এবং বর্তমানে লাইন চালু আছে।

২। উক্ত খুঁটিগুলি সরানোর কোন পরিকল্পনা দপ্তরের নিকট নেই।

Admitted Un-starred Question No. 77 **ANNEXURE 'B'**

Name of the Member :- Shri Dipak Kr. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

১। ইহা কি সত্য ত্রিপুরা রাজ্যে ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্যন্ত পণ্য সামগ্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে উগ্রপন্থী কবলিত এলাকা যথা :— আঠারমুড়া, লংতরাই, বড়মুড়া প্রভৃতি এলাকায় পণ্য সামগ্রী সহ বোঝাই করা গাড়ী ও খালিগাড়ী বিকল হয়ে পড়লে পাহাড়া দেওয়ার নাম করে প্রতিগাড়ী পিছু ৫ ( পাঁচ ) থেকে ১৫ ( পনের ) হাজার টাকা পর্যন্ত উগ্রপন্থী নামধারী দুস্কৃতিদের দিতে হয় ;

ক) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তাহা বন্ধে, সরকার তরফ থেকে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ;

খ) এই সব সমস্যা সামাধান করে যান চালক ও মালিক এবং পণ্য সামগ্রী সহ গাড়ীর নিরাপত্তার স্বার্থে বিকল হওয়া গাড়ী তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করতে তেলিয়ামুড়া পুলিশ ষ্টেশন ও আমবাসা পুলিশ ষ্টেশনে দুটো ক্রেইন গাড়ীর ব্যবস্থা করে অতিসত্বর পুলিশ এস কটের সাহায্যে উদ্ধার করার কোন ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না। থাকিলে কবে নাগাদ এই বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ?

উত্তর

১) এ ব্যাপারে কোন সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ সংশ্লিষ্ট থানায় লিপিবদ্ধ হয় নাই।

ক) ও খ) এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থানাগুলিকে সতর্ক করে বলা হয়েছে এ ধরনের কোন অভিযোগ পাওয়া মাত্র যেন প্রচলিত আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং এ ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে সে জন্য আকস্মিক টহলদারীর বাবস্থা করা হয়।

তেলিয়ামূড়া এবং আমবাসা থানায় ক্রেন রাখার কোন প্রস্তাব আপাততঃ নেই। তবে পরিবহন দপ্তর এবং রাজ্য পুলিশ ১৬ টন ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি ক্রেন ইতিমধ্যে ক্রয় করেছে। একটি আমবাসা TRTC অফিসে এবং অপরটি অরুনধুতিনগর পুলিশের কেন্দ্রীয় M. T. Pool এ রাখা আছে। এই ক্রেন গুলি সরকার অনুমোদিত হারে টাকা জমা দিয়ে ইচ্ছুক ব্যাক্তি বা সংস্থা ব্যবহার করতে পারে।

Admitted Un-starred Question No, :- 78

Name of the Member :- Sri Jawhar Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :-

১। ১৯৯৩ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২০০১ ইং সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ে কতটি আগ্নেয়াস্ত্র খোয়া গিয়েছে এবং কতজন বৈরী আত্মসমর্পন করেছে, এবং

২। এই একই সময়ে কতটি বৈরী হামলা সংগঠিত হয়েছে?

উত্তর

১) উক্ত সময়ে বিভিন্ন ধরনের ২১১টি আগ্নেয়াস্ত্র খোয়া গেছে এবং ৫৫৫৯ জন বৈরী আত্মসমর্পন করেছেন।

২) একই সময়ে ৪১৩টি বৈরী হামলা সংগঠিত হয়েছে।

## PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The House met in the Assembly House Agartala on Tuesday, the 13th March, 2001 at 11 A. M.

### PRESENT

Shri Jitendra Sarkar. Hon'ble Speaker in the Chair. The Chief Minister in charge 15 Ministers and 33 Members.

### QUESTIONS & ANSWERS

*মিঃ স্পীকার ঃ—* আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলো সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যেকোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

**শ্রীসমীর দেব সরকার** ( খোয়াই ) :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ১৫৮

**শ্রীবাদল চৌধুরী** ( মন্ত্রী ) :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ১৫৮

**প্রশ্ন**

১। খোয়াই শহরে টি, কে, রোড টু ডি, কে রোড ( লিংক রোড ) রাস্তাটি মেটেলিং ও কার্পেটিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে, কবে নাগাদ কাজটি শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

**উত্তর**

১। হ্যাঁ, আছে।

২। সত্বরই কাজটা শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

*মিঃ স্পীকার* :—মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মন।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মন** ( আগরতলা ) :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৪০।

**শ্রী পবিত্র কর** ( মন্ত্রী ) :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৪০। প্রশ্নটা ইংরেজীতে আছে, আমি কি ইংরেজীতে উত্তর দেব নাকি বাংলায় দেব ?

*মিঃ স্পীকার* :—অ্যাজ ইউ লাইক। তবে বাংলায় বললে সকলের বুঝতে সুবিধা হবে।

**প্রশ্ন**

১। ১৯৯৩ সন থেকে বিভিন্ন দপ্তরে কতগুলি কম্পিউটার পারচেজ করা হয়েছে ? এবং

২। তাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

**উত্তর**

১। প্রথম উত্তর হল, সঠিক রিপোর্ট কালেকশান করা যায়নি। কারণ অনেকগুলি আছে। ৯৩ থেকে আমি মোটামুটি কালেকশান করেছি তাতে ১১টি ডিপার্টমেন্টের তথ্য আমাদের কাছে এসেছে। তাতে ৯৩ সন থেকে ১১৭টি কম্পিউটার বিভিন্ন দপ্তর পারচেজ করেছে।

২। ১১টি দপ্তরে মোট ৬০ লক্ষ টাকা পারচেজ করতে খরচ হয়েছে।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন :**- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, My Supplementary is Why does not the Govt take a decision to call a single tender in spite of the each and every deptt. going opting for purchasing this Computer ? Who does not the Govt opting to call for a single tender ? What are the reasons behind ?

**শ্রী পবিত্র কর ( মন্ত্রী ) :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন দপ্তর তাদের বাজেট বরাদ্দ থাকে। তাদের কতগুলি অধিকার আছে। আমরা তাদের কনস্ট্রেইন করতে পারিনা। দপ্তরগুলি যার যার মত করে পারচেজ করে। তবে এখন আমরা একটা নিয়ম করেছি যে, এখন কোন দপ্তর যদি কম্পিউটার পারচেজ করে, বা হার্ডওয়্যার হোক বা সফ্‌টওয়্যার হোক, আইটি ডিপার্টমেন্ট থেকে টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের ক্লিয়ারেন্স নিতে হবে এবং যারা নিয়ম মেনে টেন্ডার নিয়ে সরকারী অনুমোদিত দরে কিনতে হবে। এই নিয়ম আমরা করছি।

Shri Sudip Roy Barman :- Whether the manufacturer supplying Hardware have any office at Agartala ?

**শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) :**- আগরতলাতে এক দুইটা অফিস আছে। যেগুলি ম্যান অফিস, সময় সময় পাওয়া যায়। এইরকম কোন অফিস আমাদের এখানে নেই।

**শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :**—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কম্পিউটারগুলিতে কয়টাতে ইন্টারনেটের সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে ?

**শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) :**—আমাদের রাজ্যে ইন্টারনেটের সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে। সেখানে কম্পিউটার থাকতে হবে। সেটার জন্য আলাদা কানেকশন নিতে হয়। তার কয়টাতে যুক্ত আছে এটা আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে ভাল হবে। তবে এর সাথে তিন-চারটা ডিপার্টমেন্ট যুক্ত হয়েছে। আর প্রাইভেট-ও আছেই।

শ্রী মানিক দে (মজলিশপুর) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আই. টি. র টেকনিক্যালী যারা ইন্সপেকশন দেখেন-তারা টেকনিক্যাল সাইডটা দেখে তারা অ্যাপ্রুভাল দেন। এবং তারা অ্যাপ্রুভাল দেওয়ার পরে টেণ্ডার কল করে পারচেজ করা হয়। আই. টি র যারা বিষয়টি দেখেন টেকনিক্যালী অ্যাপ্রুভড করার জন্য এবং সেখানে তারা একটা রিকগনিশন পান কোন একটা থেকে রিকগনাইজড থাকেন। সেই রিকগনিশন এখন তাদের নেই এটা ঠিক কি না ? যারা টেকনিক্যালী বিষয়টা দেখেন, সার্টিফিকেট দেন এখন তাদের সেই রিকগনিশনটা নেই। বা পেয়েছে কি না এটা সভাকে অবগত করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন—আই. টি. ডিপার্টমেন্ট এটা একটা রিকগনাইজড গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। এটা ইতিমধ্যেই রিকগনাইজড। তাদের আলাদা কোন রিকগনিশন লাগে না। তাছাড়া আমাদের স্টেটের চীফ সেক্রেটারীকে চেয়ারম্যান করে একটা কমিটি করেছি। তাতে গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার যে দুটো অরগেনাইজেশন আছে—এন, আই, সি এবং আরেকটা অরগেনাইজেশন ই. টি. ডি. সি যারা এই বিষয়ে এক্সপার্ট। আমরা তাদেরকে এই কমিটিতে যুক্ত করেছি। আমরা আরেকটা সার্ভে করেছি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যে কি ধরণের যন্ত্রপাতি তাদের প্রয়োজন হতে পারে এবং কিভাবে তার ব্যবহার করতে পারে। এটা এক্সেস্ করার জন্য আমরা এই কমিটি করেছি। এই কমিটি সেখানে টোটাল বিষয়টি দেখেন।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন :— Supplementary Sir, Whether the Department purchases Computer hardware without knowing ? What sort of software will be required ?

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সফটওয়্যার-এর রিকুয়ারমেন্ট অনুযায়ীই হার্ডওয়্যার পার্চেজ করা হয়। আমাদের কি ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারব— আমাদের রিকুয়ারমেন্ট অনুযায়ী সেটা পার্চেজ করা উচিৎ। এতদিন এটা করা হয়নি—এটা ঠিক কথা। এখন আমরা কমিটি করে দিয়েছি এবং বলে দিয়েছি যারা অন্য ডিপার্টমেন্ট পার্চেজ করতে চায় তাদের তাহাও আছে কিনা যে সফটওয়্যার প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং এই সফটওয়্যার কোন হার্ডওয়্যার কিনলে সেটা যাতে সঠিকভাবে ব্যবহার হয় তার জন্য আমরা এক্সপার্ট কমিটি করে দিয়েছি। তারা আগে থেকে কাজ করবেন। এবং যারা পার্চেজ করবেন তারা এই কমিটির রিকমেণ্ডেশন অনুযায়ী সেটা করবেন।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মন :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কি সত্য যে এই কমিটিটাও তৈরী করার জন্য

বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এডভান্স মানি ডায়রেকটিং অব গভার্ণমেন্ট নর্মস্ দিচ্ছে সাপ্লায়ারদের ? এবং সত্য হলে কোন কোন ডিপার্টমেন্ট এভাবে গভার্ণমেন্ট নর্মস্ ভাইয়লেট করে এডভান্স মানি দিয়েছে।

**শ্রী পবিত্র কর** (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই রকম তথ্য আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্য যদি এই রকম কোন তথ্য দিতে পারেন, তাহলে আমি নিশ্চয়ই এটা তদন্ত করে দেখব।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন** :—মিঃ স্পীকার স্যার, সেক্রেটারী, স্যাম পাওয়ার অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেন্ট হ্যাজ পার্চেজড কম্পিউটারস্ ওয়র্থ-লাবস্ অব রুপিস এবং তার জন্য ৯৬,০০০ দে হু জ পেইড এডভান্স ভাইয়লেটিং অব গভার্ণমেন্ট নর্মস ?

**শ্রী পবিত্র কর** (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এটা তদন্ত করে দেখব।

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক কুমার রায়।

**শ্রী দীপককুমার রায়** (বড়জলা) :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—২৯৭।

**শ্রী সুকুমার বর্মণ**(মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—২৯৭।

**প্রশ্ন**

১) টি. আর. টি. সি. বোর্ড কর্তৃক সিদ্ধান্ত হওয়া সত্বেও টি. আর. টি. সি কর্মীদের পেনশন ঘোষণা দেওয়া হচ্ছেনা কেন ?

২) সত্য হলে, অতি সত্বর রাজ্য সরকারের পেনশন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

**উত্তর**

১) এ ব্যাপারে এখনো কোন সরকারী সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হয়নি।

২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রী দীপককুমার রায়** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার আমি একসঙ্গেই বলছি— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই অবগত আছেন ১৯৯৩, ৯৬ এবং ৯৮ এ তিনবার টি. আর. টি. সি বোর্ড মিটিংএ ডিসিশন নেওয়া হয়েছে এই পেনশন প্রথা চালু করার জন্য। এর পূর্বে ২৮শে এপ্রিল, ১৯৯০ ইং সালে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে বলা হয়েছিল কর্মচারীদের পেনশন স্কীম সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে এবং অর্থ দপ্তরের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খুব শীঘ্রই পাঠানো হবে।

তিনবার বোর্ড মিটিংএ ডিসিশন নেবার পরও চীফ সেক্রেটারী ৯৮ সালে সেটাকে কনসিডার করার জন্য ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে পাঠান কয়েকটা পয়েন্ট কোয়ারী করার জন্য এবং পেন্ডিং করে রেখে দেওয়া হয়েছে। তারপর ১/১০/৯৮ তারিখে যখন চতুর্থ পে কমিশনের রিপোর্ট ঘোষণা করা

হয়েছিল তখন ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট আবার ফার্দার এটাকে ক্যালকুলেট করার জন্য নতুন স্কেলে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য জানিয়েছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিস্তারিতভাবে জানাবেন কি না?

তারপর ১লা অক্টোবর, ১৯৯৮ ইং যখন চতুর্থ পে কমিশন ঘোষণা হলো তখন ফিনান্স দপ্তর আবার এটাকে কেলকুলেট করার জন্য নতুন স্কেলে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য জানিয়েছেন। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিস্তৃত কিছু জানেন কিনা?

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে যেটা আছে সেটা বলছি। ২৮/১২/৮৯ ইং তারিখে টি, আর, টি, সি কর্মীদের পেনশন দেওয়ার জন্য একটা সিদ্ধান্ত হয় বোর্ডে। এবং সেটা ১/৩/৯০ ইং তারিখ কেবিনেটে আসে এবং কেবিনেটে আলোচনা হয় এবং সেখান থেকে আরও বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করার জন্য এটাকে আবার ফেরত পাঠানো হয়। তারপরে ৪, ১২. ৯৯ ইং সালে একটি কমিটি গঠন করা হয় জয়েন্ট সেক্রেটারীর (ট্রান্সপোর্ট) পৌরহিত্যে। এই কমিটি এখানে একটি রিপোর্ট দেন এবং এই কমিটির প্রথম মিটিং হয় ৮/২/২০০০ ইং তারিখে পরবর্তী সময় মুখ্যসচিবের আদেশে আর একটা মিটিং হয় ৬/৪/২০০০ ইং তারিখে এবং তাতে সিদ্ধান্ত হয় এই যে পেনশন স্কীমের প্রস্তাবটা পুনরায় বিবেচনা করার জন্য এবং তা সংশোধন আকারে উত্থাপন করার জন্য। তারপর ১৯/৮২/০০০ ইং তারিখে টি, আর, টি দপ্তরের নিকট পাঠানো হয়। তা এখনও আলোচনাস্তরে আছে এখনও এটার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

শ্রী দীপককুমার রায়:—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আণ্ডার টেকিং সংস্থা যেমন বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি একলি জোট সরকারের সময়ে পেনশন স্কীম চালু করেছে। বিশেষ করে ১৯৯৯ ইং সালে ত্রিপুরা ইউনি-ভার্সিটিতে পেনশন স্কীম চালু করেছি। টি, আর, টি. সির এই পেনশন স্কীমটা সমস্ত জায়গা ঘুরে এসে এখন কেবিনেট সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব অনতিবিলম্বে কেবিনেট সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যাতে করে এই শ্রমিক যারা রাজ্যে পাহারা দিচ্ছে পরিবহন ব্যবস্থাকে রক্ষা করছে তাই এই টোট্যাল স্কীমটাকে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা অন্যান্য আধা সরকারী সংস্থার মত?

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী):—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেখানে বলছি যে, পেনশন স্কীম চালু করার জন্য এখানে আমাদের সদিচ্ছার ঘাটতি আছে বলে আমি মনে করি না। এবং কিছু কিছু বিষয় এসেছে যেগুলিকে সংশোধন করে পুনরায় প্রস্তাব দেওয়ার জন্য সেখানে বলা হয়েছে। এখন আসলে পরে সেটাকে তখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুমতির প্রশ্ন আসে। কারণ উনি যেটা বলেছেন যে জোট সরকারের সময় সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমার কাছে যে নোট আছে তাতে জোট সরকারের আমলে কেবিনেটে আলোচনার পরে এটা ফেরত পাঠানো

হয়েছে কিছু কিছু বিষয় সংশোধনের জন্য।

***শ্রী মানিক দে*** :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এটা অর্থ দপ্তর বা বিভিন্ন দপ্তরের যে তথ্য এখানে দেওয়া হয়েছে এবং মাননীয় বিধায়কও বলেছেন গুলি ঠিক। আমার বক্তব্য হলো আণ্ডারটেকিংস যেগুলি আছে আমাদের রাজ্যে যেমন ১৩ টা আণ্ডারটেকিংস আছে তার মধ্যে আবার কিছু আলাদাভাবে আছে। গভর্নমেণ্ট এডেড স্কুল এগুলির ক্ষেত্রে পেনশন চালু হয়েছে, বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশনে চালু হয়েছে, ইউনিভার্সিটিতে আছে এইরকম বেশ কয়েকটি সংস্থাতে চালু হয়েছে। বাকি যে আণ্ডারটেকিংসগুলি আছে ১৩টা আণ্ডারটেকিংয়ের মধ্যে এগুলির ক্ষেত্রে একটা কমন পলিসি সরকার থেকে করার চিন্তাভাবনা আছে কিনা পেনশন স্কীম চালু করার বিষয়ে এবং এটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রী অথবা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা বলার জন্য।

***শ্রী বাদল চৌধুরী*** (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন, মিউনিসিপিলিটি এগুলি এক জিনিষ নয়। প্রথমেই এটা মাননীয় সদস্যদের পরিস্কার থাকা উচিৎ। এগুলি হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল বডি আর এটা হচ্ছে কোম্পানী অ্যাক্টে পাবলিক আণ্ডারটেকিংস। এটা প্রথমত মনে রাখা দরকার। আণ্ডারটেকিংস ক্ষেত্রে পেনশন চালু করা যায় কিনা এটা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। এখন পর্য্যন্ত আমরা এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারেনি।

***শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস*** (বামুটিয়া) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বিভিন্ন আলোচনায় আসছে। কিন্তু বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেকগুলি পরিবার এবং যে কর্মচারীরা আছে এর সঙ্গে যুক্ত। তাই কবে নাগাদ এই ব্যবস্থাটা চালু হবে, এই পেনশন প্রথা এই সম্পর্কে জানাবেন কি?

***শ্রী সমরকুমার বর্মণ*** (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে ৯/৮/২০০০ ইং সেটি টি আর টি সি দপ্তরে আবার পাঠানো হয়েছে। এবং টি, আর, টি, সি বোর্ড আলোচনাক্রমে সংশোধন আকারে প্রস্তাবটা পেশ করলে পরেই আমরা সেটাকে খতিয়ে দেখব।

***মিঃ স্পীকার*** :—মাননীয় সদস্য প্রকাশচন্দ্র দাস।

***শ্রী জওহর সাহা*** (বীরগঞ্জ) :—মিঃ স্পীকার স্যার, বিষয়টা পরিস্কার হয় নি।

***মিঃ স্পীকার*** :—মাননীয় সদস্য এখানে বলা হয়েছে যে বিষয়টা বোর্ডে পাঠানো হয়েছে। বোর্ড থেকে সংশোধিত আকারে আসলে পরেই তারা সিদ্ধান্ত নিবেন। এখানে আর কি আছে?

***শ্রী জওহর সাহা*** :—এখানে যেহেতু মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাজেই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী এই জটিলতা দূর করার দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নিবেন কি না ?

**শ্রী বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে আমি পরিস্কার করে বলছি এই ব্যাপারে সরকার চিন্তা ভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিবে। এখানেই কোন সঠিক সিদ্ধান্তের কথা বলতে পারব না।

**শ্রী জওহর সাহা** :—এখানে যেহেতু মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে বিষয়টা জটিলতা আছে। কাজেই সেই জটিলতা দূর করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোন উদ্যোগ নিবেন কি না ?

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি ৯-৮-২০০০ ইং সালে পাঠানো হয়েছে। সেগুলি দপ্তরে আসলে পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

**শ্রী জওহর সাহা** :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে এই কথা বলেনি যে জটিলতা নেই। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যেহেতু বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিলতা আছে। কাজেই এই জটিলতা দূর করার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী কোন উদ্যোগ নেবেন কি না ?

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা** (চাওমনু) :—মিঃ স্পীকার স্যার. টি, আর, টি, সিতে ১৯৯৯-২০০০ সালে ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে ১০ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। আর ২০০০ ইং সাল পর্যন্ত মোট ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে ৫০ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। এই রকম একটা সংস্থাতে নো প্রফিট নো লস্ট করার আগে পেন্সন প্রথা চালু করা সম্ভব কিনা এটা সরকারের পক্ষে আমার তো সন্দেহ আছে।

( গণ্ডগোল )

**শ্রী জওহর সাহা** :— স্যার, লাভ লোকসানের কথা যদি বলা হয় তাহলে কি স্যার, আমরা কি একথা বলতে পারি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে সকল সংস্থা লোকসান হবে সেইগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। স্যার, আমরা তো এটাকে সমর্থন করছি না। এই জন্য আমরা বলছি যে লোকসান থাকতে পারে, অসুবিধা থাকতে পারে, এই সমস্ত অসুবিধাগুলি দূর করে তাদেরকে পেনশান স্কীমে নেওয়া শ্রমিকদের স্বার্থে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাইছি। লাভ লোকসানতো থাকতেই পারে।

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে চিঠিপত্র দিয়ে বলেছে, যে সমস্ত সংস্থাগুলি লোকসানে চলছে এইগুলি রুগ্ন, এইগুলিকে বে-সরকারীকরন করার জন্য।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা** :—স্যার, মিথ্যা, তাদেরকে রিপোর্ট দাখিল।

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) :—কিন্তু স্যার, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সড়ক পরিবহনের অবস্থা বিবেচনা করে আমারা এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনা এখানে করছি না। এবং সেখানে এটাকে কি

করে রক্ষা করা যায় এবং মানুষের কাছে কিভাবে সঠিক পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া যায় সেই চেষ্টা আমাদের আছে, সরকারের আছে এবং আমরা নিরন্তর সেই চেষ্টা করছি।

(গণ্ডগোল)

**শ্রী জওহর সাহা** :—স্যার, আমরা এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বা জবাব পাচ্ছি না। এই পেনসন চালু করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত জটিলতা আছে সেগুলি দূর করে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং স্কীমটা চালু করা হবে কিনা, সেটা আমরা জানতে চাইছি।

**শ্রী মানিক দে** :—সাপলিমেন্টারী স্যার, এই যে অরগানাইজেশান গুলি এইগুলি সি, পি, এফ-এর সঙ্গে যুক্ত। সি, পি, এফ-এর যে টাকা সেই টাকাও সরকারকে দিতে হয়।

(গণ্ডগোল)

**মিঃ স্পীকার** :—আপনারা বসুন বসুন। মাননীয় সদস্যকে বলতে দিন।

**শ্রী মানিক দে** :—স্যার, সেখানে সি, পি, এফ-এর যে টাকা সেই টাকা সরকারকেও বহন করতে হয়। আমার বক্তব্য হলো, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এখানে, এই সি, পি, এফ-এর একটা অংশের টাকা দিতে হয় এমপ্লয়ীকে আরেকটা অংশ দিতে হয় সরকারকে। দুটোর সংস্থা একা দিতে পারেনা, এখন বাকিটা যে অবস্থা, সরকারকে সেটা বহন করতে হয়। এখন টেকনিক্যালী বিষয়টা দেখে তাদের এই যে বাকী আণ্ডারটেকিংগুলি আছে সেইগুলিতে দেওয়া যায়নি। যদিও পেনসান-এর ব্যাপারে যে নিয়ম আছে সেটা ভারত সরকার পরিবর্তন করছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আমার বক্তব্য হলো মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিষয়টা খতিয়ে দেখে সরল ভের যদি অতিরিক্ত টাকা ইনভল্ভ না হয় তাহলে এটা বনাম বিভাগের ক্ষেত্রে কোন আপত্তি আছে কিনা? সেটা জানতে চাইছি।

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী)** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পরিষ্কার এখানে বলছি পি, এস, ইউ এবং গভার্নমেন্ট বডি এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশী। গভর্নমেন্ট বডি তে অলরেডি পেন্সান চালু হয়ে গেছে। এখন পি, এস, ইউ গুলি আমাদের এখানে লসে রান করছে। কিন্তু পেন্সন নিয়ে যে কথা হচ্ছে, পেন্সান না থাকলে সেখানে সি, পি, এফ থাকবেনা। কিন্তু যখন আমরা সেখানে পেন্সান চালু করব, তখন সেখানে সি, পি, এফ থাকবেনা। যেহেতু সেখানে পেন্সন নেই সেইজন্য শ্রমিক-এর চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করলে পরে অন্ততঃ কিছু যাতে পান তার জন্য সি পি, এফ-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন বলা যায় যে সেন্ট পারসেন্ট টাকা রাজ্য সরকারকে বহন করতে হচ্ছে। আমরা সেটা চালু করেছি যাতে শ্রমিকদের কোন অসুবিধা না হয়। সেখানে সি, পি, এফ চালু করার জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যখন একটা আইন করেছে তখন রাজ্য সরকারকে এই ব্যাপারে চিন্তা-

ভাবনা করে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি আগেই বলেছি যে, এগুলি সম্পর্কে আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছি। এছাড়া এই ব্যাপারে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীও থাকতে হবে। কাজেই, সবটা মিলিয়েই রাজ্য সরকার চিন্তা-ভাবনা করছে।

*মিঃ স্পীকার* :—মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস মহোদয়।

শ্রী *প্রকাশচন্দ্র দাস* :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—১৭৮।

*মিঃ স্পীকার* :—এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার—১৭৮।

শ্রী *বাদল চৌধুরী* (মন্ত্রী) —মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চেন নাম্বার — ১৭৮।

**প্রশ্ন**

১। রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত স্থির বেতনের ইঞ্জিনীয়ার-এর সংখ্যা কত এবং কতদিন ধরে ঐ সকল ইঞ্জিনীয়ার স্থির বেতনের চাকুরী করছেন ?

২। উক্ত ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়মিত করার জন্য দপ্তর কি ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে এবং না নিয়ে থাকলে এর কারন কি ?

**উত্তর**

১। রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা প্রাপ্ত স্থির বেতনের ইঞ্জিনীয়ারদের সংখ্যা ১২৭ জন। তার মধ্যে ডিগ্রী প্রাপ্ত ১০৫ জন এবং ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ২২ জন।

২। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী *প্রকাশচন্দ্র দাস* :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত ১৯-৭-২০০০ ইং তারিখে এই বিধানসভায় মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন যে, এদের জন্য ইতিমধ্যেই ২৮০ টি পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে। শীঘ্রই তাদেরকে নিয়মিত করার বিষয়টা হাতে নেওয়া হবে। কিন্তু তিনি আজকে বলছেন বিষয়টি রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন। এই সমস্ত স্থির বেতনের জন্য কয়েকজন ইঞ্জিনীয়ার নাকি চাকুরীর বয়সের উর্দ্ধসীমা অতিক্রান্তের পথে বা হয়ে গিয়েছে। কাজেই, বিষয়টিকে আর চেপে না রেখে শীঘ্রই তাদেরকে নিয়মিত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রী *বাদল চৌধুরী* (মন্ত্রী) :—স্যার, পোস্ট ক্রিয়েশান হয় নি। পোস্ট ক্রিয়েশানের জন্য পদ্ধতিটা আছে সেই পদ্ধতিতে পোস্ট ক্রিয়েশানের উদ্যোগ চলছে। যে ১২৭ জনকে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে এস, সি ইঞ্জিনীয়ার রয়েছেন ৪১ জন এবং এস, টি রয়েছেন ২৫ জন। এছাড়া ৩ জন শারীরিক বিকলাঙ্গ ছাড়াও ১২৯ জন সাধারণ শ্রেণীভুক্ত ইঞ্জিনীয়ার। কাজেই হ্যান্ড পয়েন্ট রোষ্টার, ব্যাক লগ ইত্যাদি বিষয়গুলির সঠিক পর্য্যালোচনা করেই পোস্ট ক্রিয়েশান করতে হবে। সরকার সব দেখেই এটা করবেন।

দ্বিতীয়ত হচ্ছে পোষ্ট ভিত্তি কনিয়মিত করতে গেলে তাদের প্রত্যেককেই টি, পি, এস, সি হয়ে আসতে হবে। কাজেই এগুলি করতে গেলে হয়ত আরোও কিছুদিন সময় লেগে যেতে পারে। স্থির বেতনের এই সকল ইঞ্জিনীয়ারদের অনেকেই ৩ বছরের অধিক সময়কাল ধরেই পূর্ত দপ্তরে কর্মরত আছেন। সমস্ত বিষয় চিন্তা-ভাবনা করে স্থির বেতনের ইঞ্জিনীয়ারদের বেতন দুই থেকে তিন হাজার টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ এক হাজার টাকা করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন তাদেরকে আরোও কিভাবে আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি করা যায় এটা রাজ্য সরকারের বিবেচনায় আছে।

**শ্রী মানিক দে :**—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে তাদের পোষ্ট ক্রিয়েট-এর প্রশ্ন আছে। এবং টি পি এস সি ইত্যাদির মাধ্যমে হতে হয়। এখানে পোস্ট ক্রিয়েট করা, কারন হানড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার পোস্ট ক্রিয়েটের সঙ্গে যুক্ত এবং এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এখন এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আছে কিনা বা সরকারের দিক থেকেও আছে কিনা তাদেরকে পোষ্ট ক্রিয়েট না করেও স্কেলটা দেওয়া যায় কিনা? যারা স্থির বেতনে আছে তাদেরকে স্কেল দেওয়া যায় কিনা এই ব্যাপারে সরকারের কোন বিবেনা আছে কিনা?

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :**—আমরা এটাই তো বলছি যে কি ধরনের দেওয়া যেতে পারে এগুলো আমরা দেখছি।

**শ্রী সুদীপ রায় বর্মন :**—ফিক্সড পে ইঞ্জিনীয়ার যারা আছেন সেগুলার ব্যাপারে বা চাকরি করছেন যাদের টি, পি, এস, সি কনকারেন্স নেই। যদি না থাকে তাদের সংখ্যা কত এবং অনতি বিলম্বে টি, পি এস, সির মাধ্যমে রেগুলারাইজ করা হবে কিনা?

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :**—মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন এটা আছে কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে আমার কাছে তথ্যটা নেই। আলাদা ভাবে প্রশ্ন আসলে নিশ্চয়ই দেওয়া হবে।

**শ্রী রতনলাল নাথ (মোহনপুর) :**—স্যার, ১৯-৭-২০০০ ইং এই প্রসিডিংসে এখানে মেনশান করা হয়েছে যে মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী বলেছিলেন এই হাউসে ৩৮০টি পোষ্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে এবং স্থির বেতন যারা আছে ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমা প্রাপ্ত সেসব কর্মচারীরা বা ওরা মাননীয় মন্ত্রীর সাথে দেখাও করেছেন এবং তাদের সঙ্গে ডিটেইলস আলোচনা করেছেন উনি বলেছেন এই হাউসে এবং এও বলেছেন টি, পি, এস, সি-র মাধ্যমে আসতে হবে এটা বলেছেন এবং সাথে সাথে এও বলেছেন স্থির যারা কর্মচারী তাদের তাদেরকে যাতে রেগুলারাইজ করা যায় থ্রু টি পি এস সি। উনি ব্যাক্তিগত ভাবে উদ্যোগ নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সেই আশ্বাস দিয়েছেন, সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী আশ্বাস রাখবেন কিনা?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—আমি তো সবই বললাম, কোন্ জায়গা থেকে সরে আসলাম সামগ্রিক বিষয়টা এখনও পর্য্যন্ত বিবেচনাধীন আছে। আমরা তো চাইছি এদেরকে কি ভাবে রেগুলারাইজ করা যায়। করতে গেলে যে পোষ্ট ক্রিয়েশান করা এই সব কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

শ্রী রতনলাল নাথ :—ইফ সো ডিলে স্যার? তাহলে অনেকেই তো অভারেইজ হয়ে যাবে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এস, সি এবং এস, টিদের অনেক ভেক্যাণ্ট পোষ্ট থাকা সত্বেও স্থির বেতনে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে ১৯৯৭ থেকে ২০০০ ইং অর্থাৎ চার বছর টি, পি, এস, সি করা হলো না কেন এবং মানিক বাবুর অনুরোধক্রমে আপনি স্কেল দেওয়ার কথা এখানে বিভ্রান্ত করছেন। আগে তাদেরকে টি, পি, এস, সির মাধ্যমে রেগুলারাইজ করতে হবে এবং টি, পি, এস সির মাধ্যমে রেগুলারাইজ করার দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা? অনুরূপ ভাবে স্বাস্থ্য দপ্তরে ১৯৯৪ ইং সালে ফিক্সড পে-তে বহু ডাক্তার আছে টি, পি, এস সির মাধ্যমে অতিসত্বর রেগুলারাইজ করা হবে কিনা?

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন দপ্তরে যখন যে পোষ্টগুলো খালি থাকে সে এস সি হোক, এস টি হোক আমরা টাইম টু টাইম টি, পি, এস সির কাছে পাঠাই। টি, পি, এস সি তারা এগুলোকে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করে এবং নিয়োগ করে থাকে। আমি তো জানি এর মধ্যে দুই বার না তিনবার নিয়োগ হয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশ পোষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশ পোস্ট হয়েছে এস সি এবং এস টি যা টি, পি, এস সি ইণ্টারভিউ করে করেছে। সুতরাং যখনই এই ধরণের পোস্ট খালি হয় যা দপ্তরের কাছে আছে তখনই এগুলো টি পি এস সির কাছে পাঠিয়ে দেয়। দ্বিতীয়তঃ পূর্ত দপ্তরের সমস্যাটা শ্যামাবাবু তখন সরকারে ছিলেন তখন জোট সরকার বলে একটি সরকার ছিল। এই সমস্যাটা তো তখনই সব চেয়ে বেশী তৈরী করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মন যেটা বলেছেন সেটা তো কারেকট। হঠাৎ দেখা গেল কোন ইণ্টারভিউ না নিয়েই জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার-এ তারা কিছু অফার দিয়ে চাকরি দিয়েছেন ফিক্সড পে-তে। তারপরেও আমি এটা জানিনা যে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিনা তাদের রেগুলারাইজ স্কেলে এই সমস্ত দেওয়ার ব্যাপারে এডহক বেসিসে। সে সময় ইচ্ছেমতো যা কাণ্ড কারখানা করেছে তার জন্যই তো আজকে মূল্য দিতে হচ্ছে আমাদের। যার কারণে দপ্তরকে এই কাজগুলো করতে গিয়ে আজকে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমস্ত দিকগুলো বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। যাতে ইরেগুলারগুলো ছিল সেগুলোকে রেগুলারাইজ করা এবং সেগুলোকে একটি জায়গার মধ্যে আনা সে সম্পর্কে দপ্তরের একটি নিয়ম নীতির মধ্যে সেখানে উপস্থিত করা।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা জানি কোন দপ্তর তখনই এডহক

নিয়োগ করে যখন তার কাছে ভেকেন্সী পোষ্ট থাকে এবং টি, পি, এস, সি যেহেতু প্রয়োজনের সময় পরে না, তার একটা সময় নেয় এবং এখন যখন প্রয়োজন হয় তখন ইরেগুলার পোষ্টের এগেইনষ্টে এডহক নিয়োগ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী যেভাবে বলছেন যে এডহকের সংখ্যা এত বেশী রেগুলারের তুলনায় এবং এখন যদি টি, পি, এস সি পরীক্ষাও নেয়, যে অংশ টিকবে তার বাইরেও অনেকে থেকে যাবে, তাদের অবস্থা কি হবে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি না?

**শ্রী বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি তো বলেছি এটাই তো সমস্যা, আর এই যে বলেছেন এডহক-এর অতিরিক্ত পোস্ট তা ছিল না দপ্তরে। আপনারা ভোট আমলে যখন যা খুশি সিদ্ধান্ত নিয়ে এইগুলি করেছেন। তার জন্য এই প্রবলেমটা সৃষ্টি হয়েছে।

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়।

**শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়** (রাধাকিশোরপুর) :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২১১।

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২১১।

**প্রশ্ন**

১) রাজ্যের সমস্ত শহরে টাউন বাস চালু আছে কি না?

২) যদি না থাকে তবে অবিলম্বে টাউন বাস সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা আছে কিনা এবং

৩) থাকলে ২০০০—২০০১ ইং অর্থ বছরের মধ্যে উদয়পুর শহরে টাউন বাস সার্ভিস চালু হবে কি না?

**উত্তর**

১) না, রাজ্যের সমস্ত শহরে টাউন বাস সার্ভিস চালু নেই।

২) না, আপাততঃ এরকম কোন পরিকল্পনা নেই।

৩) ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়** :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উদয়পুরে বিভিন্ন অঞ্চলে লোকজন এখন শহরের মধ্যে ঢুকতে গেলে বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে পড়ছে। কারণ শহরে ঢুকতে গেলে পরে যে পরিমাণ গাড়ি থাকা দরকার, যেমন অটো রিক্সা এইগুলিরও অপ্রতুলতা আছে। এই কারণে উদয়পুরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন স্থানে ঢুকতে গেলে ১০ থেকে ১৫ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়। এই অবস্থার মধ্যে সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে যদি দুই বা তিনটা টাউন বাস চালু করা যায় তাহলে এই যে মানুষের অসুবিধা হচ্ছে তা দূরীভূত হবে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কি না?

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমত হচ্ছে টাউন বাস সার্ভিস চালু করার জন্য পারমিটের প্রয়োজন। আর এই পারমিটের জন্য আপাততঃ কেউ দরখাস্ত করেনি।

দ্বিতীয়তঃ যে অসুবিধার কথা এখানে বলছেন সরকারী ভাবে কোন বাস নেই যে আমরা চালু করতে পারি। বেসরকারী যে বাস ওনার্স এসোসিয়েশান আছে নিশ্চয়ই বিষয়টা তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

**শ্রী দীপককুমার রায়** :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে উদ্যোগ নেই, ব্যবস্থা নেই, আপনি অবগত আছেন কি না যে, বেসরকারী সার্ভিস শহরের উপরে চালু ছিল, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব বাবু এখানে আছেন উনি ভাল করে জানেন, উনার পৌরহিত্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, এই সভায় ডি, এম, এম. পি, এরা উচ্চ পর্যায়ের এক সভা করে এই স্ট্যাণ্ডটাকে গুটিয়ে রাজারবাগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যার জন্য উদয়পুরের আজকে এই রকম অবস্থা, মাননীয় মন্ত্রী এই ব্যাপারে অবগত আছেন কিনা? আজকে আর কোন নুতন বাসের দরকার নেই পুরান বাস চালু করলেই তো হয়, এই পরিকল্পনা গ্রহন করবেন কিনা? তাহলেই তো প্রবলেম সলভ হয়।

**শ্রী সুকুমার বর্মণ** (মন্ত্রী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা উত্থাপন করেছেন, এটা মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মজুমদারের পৌরহিত্যে হয়েছে, এটা উনার একক ইচ্ছায় হয়নি। সেখানকার নির্বাচিত নগর পঞ্চায়েত সহ সবাই মিলে বসে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। কারণ বিভিন্ন সময় এক্সিডেন্ট হয় যেহেতু এটা পুরানো শহর এই সব বিচার বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবং আমি সেটা মনে করি যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বর্তমানে যেখানে মোটরস্ট্যাণ্ড হয়েছে ভাল করে সেখানে চলছে, কিছু প্রশ্ন এসেছে যে, শহরে ঢোকার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা হচ্ছে এবং উনি এটার প্রশ্ন করেছেন এবং আমি এটার রিপ্লাইও দিয়েছি। বেসরকারী বাসের মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে, যাতে টাউন বাস চালু করেন। তাও একা করা যাবে না। এখানকার নগর উন্নয়নে যারা আছেন, যারা নির্বাচিত সদস্য আছেন তাদের সঙ্গে আগে আলোচনায় বসতে হবে। সবটা মিলিয়ে এখনই আমি কিছু বলতে পারছি না।

**শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা** :—মাননীয় সদস্য জয় গোবিন্দবাবুর যে প্রস্তাব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ন। কারণ ধ্বজনগর থেকে চন্দ্রপুর উদয়পুর শহর থেকে কাকড়াবন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাতে আসা যাওয়ার জন্য বাস না থাকার ফলে হয়রানি হতে হয়। এবং বেশী পয়সা খরচ করতে হয়। অনুরূপভাবে কৈলাশহরের এস, ডি, ও অফিস ধর্মনগর ডি, এম, অফিস ১০ কিলোমিটার দূরে। আর-ভিডিও অফিস আর একখানে সেটা আরও ৫ কিলোমিটার দূরে। এখানে ধর্মনগর, কৈলাশহর এবং উদয়পুর এই তিনটা স্থানে বেসরকারী গাড়ী টাউন বাস চালুর জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে কিনা?

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :—মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা এনেছেন, আমরা বেসরকারী বাস ওনার যারা আছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে পারি।

শ্রী জওহর সাহা ( বিরোধী দলনেতা ) :—মাননীয় সদস্য জয় গোবিন্দবাবু উদয়পুর শহরে টাউন বাস সার্ভিসের ব্যাপারে যেটা তুলেছেন এটা এর মধ্যে আলোচনা হয়েছে। স্যার, এটা এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ মাননীয় সদস্য জয়গোবিন্দবাবু ঐ এলাকার নির্বাচিত সদস্য, উনি ভাল করে এই ব্যাপারে জানার কথা, রাজার বাগ স্টেণ্ড হয়েছে ভালই হয়েছে আমরা এটার বিরোধিতা করছি না। কিন্তু রাজার বাগটা শহর থেকে আরও অনেক দূরে, এখানে শহরে বেশ কিছু রোগী আসছে। কারণ হসপাতালটা শহরে। অনেক ছেলেমেয়ে আছে যারা স্কুল কিংবা কলেজে পড়ে তাদের সেখানে যেতে হয়। এই রাস্তাটা ওয়ান ওয়ে আছে আমাদের এই রাস্তাটা সরু। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে একসিডেন্টের ভয় আছে। স্যার, আগরতলা শহর থেকে বেশী একসিডেন্ট এই উদয়পুর শহরে হয়েছে কিনা, এমন কিছু তথ্য উনার কাছে আছে কিনা? আগরতলা শহরের তো প্রতিদিন একসিডেন্ট হচ্ছে। হাসপাতালে লোক যাচ্ছে ফলে এটাকে এই ভাবে না করে, কিভাবে করা যায় এর আগেও হাউসে আলোচনা হয়েছে। গত নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন উদয়পুরে গেলেন তখন সেখানে কার লোকেরা দেখা করেছেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আমরা ব্যাপারটা দেখছি। মাননীয় মন্ত্রী এবং মাধববাবু এরা সবে বসেন সঙ্গে জয় গোবিন্দবাবু ও ছিলেন সেখানে। এটা আমরা নির্বাচনের পরে গুরুত্ব দিয়ে দেখব। এখন প্রশ্নটা হল এটা ওয়ান ওয়ে ঠিক আছে, রাজার বাগ স্ট্যাণ্ড এটাও ঠিক আছে, কিন্তু আগে এখানে সার্ভিস ছিল গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকত, একসঙ্গে অনেকগুলি এটা না করে শহরের উপর দিয়ে অন্তত প্রতিটি গাড়ী যেগুলি বিলোনীয়া কিংবা অমরপুর সাব্রুমের এর সঙ্গে আগরতলার যোগাযোগ মাত্র একটাই। এটা যদি এই দিক ঘুরিয়ে দেওয়া হয় দুই মিনিট/ তিন মিনিট করে তাহলে সুবিধা হবে। সেই প্রস্তাবটি মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী জানবেন কি না এবং সেটা কবে নাগাদ হবে জানবেন কি ?

শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজার বাগ যে স্ট্যাণ্ড হয়েছে উনার ও সেখানে আলোচনা করেছেন। যেহেতু ওয়ান ওয়ে আছে, শহরে ঢোকার জন্য সেখানে আলোচনা ক্রমে অটো রিক্সা, রিক্সার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার পরেও যেহেতু প্রশ্নটা উঠেছে, আমি উত্তর দিয়েছি। তাহলে সেখানে আবার তাদের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। এবং কি ভাবে রাস্তা বের করা যায়। আমি তো সেখানে বলেছি।

শ্রী জওহর সাহা :—আগেও আলোচনা করা হয়েছে, আমি বললাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উনি এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়ে ছিল। এবং উনার কিছু প্রতিশ্রুতি ছিল সমস্যাটা সমাধান

করার ক্ষেত্রে। এখন কবে নাগাদ এই উদ্যোগ নেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা? কারণ এটা নিয়ে তো খুব অসুবিধা হচ্ছে। আর আমরা সাউথ এর লোক উদয়পুরে আসতে হয়, এস, ডি, ও অফিসে আসতে হয়। ডি, এম, অফিসে আসতে হয়। এখান থেকে ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজে যায়, এখন কোথায় সেটা পাবে? সুতরাং এটা না করে এই দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, দুই মিনিট তিন মিনিট করে দাঁড়াবে, এই অসুবিধা কবে নাগাদ দূর হবে?

**শ্রী সুকুমার বর্মণ** (মন্ত্রী) :—মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, আমি তো এই কথাটা বলেছি। যত শীঘ্র সেটা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য শ্রী কাজলচন্দ্র দাস মহোদয়।

**শ্রী কাজলচন্দ্র দাস** (কল্যানপুর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৫৯।

**শ্রী বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৫৯।

**প্রশ্ন**

১) ইহা কি সত্য পি, এইচ, ই ডিপার্টমেন্টের গাফিলতির জন্য কল্যানপুরে পানীয় জলের সংকট চলছে,

২) ইহাও কি সত্য পানীয় জলের সংকট দূরীকরণে ২০০১—২০০২ ইং অর্থ বছরে কল্যাণপুরে একটা ওভার হেড ট্যাংক করার পরিকল্পনা সরকারের আছে,

৩) থাকলে কবে নাগাদ এই ওভার হেড ট্যাংক নির্মাণ করা হবে বলে আশা করা যায়।

**উত্তর**

১) সত্য নহে।

২) প্রত্যেক ব্লক হেড কোয়ার্টারে ওভার হেড ট্যাংক তৈরীর পরিকল্পনা আছে।

৩) আগামী অর্থ বছরে বিবেচনা করে দেখা হবে।

**শ্রী কাজলচন্দ্র দাস** :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন ইহা সত্য নহে। স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা রয়েছেন উনি আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং-এ প্রায় সময়ই যান। ওখানকার যে এস, ডি, ও রয়েছে কোন দিন পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং-এ আসে না। পঞ্চায়েতে কোনো রেজিলিওশান পাঠানো সেটাকে তিনি দেখেনও না বা ভিজিটও করেন না। সেই কারণে কল্যানপুরে পানীয় জলের সংকট মারাত্মক। বিশেষ করে ত্রিপুরার বর্তমান যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কল্যানপুর থানাকে অবলম্বন করে এক কিলোমিটারের মধ্যে কমপক্ষে ২৫ হাজার লোক বসবাস করে। বাগবেরের ঘটনার পর সমস্ত শরণার্থী কল্যানপুরে। একটা টেপের পয়েন্টের মধ্যে হাজার হাজার লোকের লাইন।

আমরা বার বার বলা সত্বেও সেখানে কোন দিন এস, ডি, ও ভিজিট করে না। তার প্রমান মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অঘোর দেববর্মা মহোদয় রয়েছেন উনি অনেকবার গিয়েছেন আমরা উনাকে অনুরোধ করেছি যে, মাহিলারা রাস্তায় বসে বসে জলের জন্য অপেক্ষা করছে। মাননীয় মন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন এটা আমার মনে হয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন এটা মিথ্যা। সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা সবাই যেন পেতে পারে একটা টেপ থেকে স্যার. হাজার হাজার লোকের ভীর হয় সেখানে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করবেন কিনা সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রী *বাদল চৌধুরী* (মন্ত্রী):—স্যার, প্রথমত মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন অফিসাররা পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং-এ এটেণ্ড করেন না এটা নিশ্চয়ই আমরা দেখব। কারণ অফিসারদের মিটিং-এ এটেণ্ড করতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন সমস্ত দপ্তরকে সেই ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত সামিতির মিটিং-এ যে এস, ডি, ও এটেণ্ড করেন না নিশ্চয়ই সেটা আমরা খোঁজ করে দেখব। ২য়ত হচ্ছে একটি ডিপ্ টিউবয়েল আছে। সেই ডিপ্ টিউবওয়েলটির পাইপ লাইন আছে ১০ কিলোমিটার তাতে ৭৯ টা হাইড্রেন পয়েন্ট ছিল সেখানে তার মাধ্যমে করা হত। এই ডিপ-টিউবয়েল থেকে কল্যানপুর বাজার, কল্যানপুর কলোনীর ওয়ার্ড নং—২, ওয়ার্ড নং—৩ এবং ওয়ার্ড নং—৪ এই কয়টা যে ওয়ার্ড আছে বাজারের মধ্যে তিনটা ওয়ার্ডের জল সরবরাহ করা যায়। বাজার কলোনীতে গার্লস স্কুলের ২টি হাইড্রেন সেখানে জল পরত না এটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এই পয়েন্ট দুইটির পাইপ লাইন টিলার উপর অবস্থিত। পাইপ লাইনে লিককও ছিল। সেগুলি এখন মেরামত করা হয়েছে। এটা ঠিক যেসব জায়গায় জলের কম বেশী কিছু সংকট আছে। তারপরেও দেখা যায় যে এই রকম ঘন বসতি এলাকা আছে আরো নতুন করে ডিপ্-টিউবয়েল করার দরকার আছে সেগুলি নিশ্চয়ই আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রী *কাজলচন্দ্র দাস* :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন. বিবেচনা করে দেখবেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন, ১০ কি, মিটার মত রাস্তা আছে যেখানে পাইপ লাইন ঠিক নেই। কিন্তু আমি বলছি, আমার কল্যানপুর এলাকায় ৩০০ মিটার পাইপ লাইন নষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। কল্যানপুরের এলাকাবাসীরা বার বার ডেপুটেশন দেওয়া সত্বেও ঠিক করা হচ্ছে না। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, পাইপ লাইন ঠিক করে সেখানে আশু সম্ভব পানীয় জলের সমস্যা দূর করবেন কিনা ?

শ্রী *বাদল চৌধুরী* (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যা বলেছেন সে সম্পর্কে আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। তবে কল্যানপুরে কিছু সমস্যা আছে। সেখানে টিলা ভূমি আছে। তাই জলের লেয়ার অনেক জায়গায় সমান না থাকায় উঁচু জায়গায় ঠিকমত নীচু জায়গা

থেকে উঠানো সম্ভব হয় না। আর দ্বিতীয়ত, পাইপ লাইন ঠিক হচ্ছে না, কিংবা পাইপ লাইন দিয়ে জল যাচ্ছে না সে ব্যাপারে এখান থেকে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে খুব তাড়াতাড়ি পাঠাব কারণ খুঁজে বের করার জন্য।

*মিঃ স্পীকার* ঃ—মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ।

*শ্রী রতনলাল নাথ* ঃ—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২১০।

*শ্রী বাদল চৌধুরী* (মন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—২১০।

**প্রশ্ন**

১। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়ামের বর্তমান হার কত করে,

২। উক্ত হার কবে থেকে চালু করা হয়েছিল,

৩। রাজ্য সরকারের কর্মচারী সংগঠনগুলির তরফ থেকে বারংবার দাবী ও আবেদন জানানো সত্বেও এখন পর্য্যন্ত উক্ত গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়ামের হার পরিবর্তন না করার কারণ কি ?

**উত্তর**

১। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়ামের বর্তমান নিম্নরূপ :—

| | |
|---|---|
| গ্রুপ—এ | ৯০ টাকা, পার মানথ |
| গ্রুপ—বি | ৬০ টাকা, পার মানথ |
| গ্রুপ—সি | ৩০ টাকা, পার মানথ |
| গ্রুপ—ডি | ১৫ টাকা, পার মানথ |

২। এই হার গত ১/৩/১৯৯১ থেকে চালু করা হয়েছিল।

৩। রাজ্য সরকারের কর্মচারী সংগঠনগুলির তরফ থেকে কোন দাবী ও আবেদন গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স দপ্তরে এসে পৌঁছয়নি। শুধু মাত্র ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট কলেজ টীচার'স এসোসিয়শান থেকে ১৯/১০/২০০০ ইং তারিখে একটি আবেদন পাওয়া গেছে। ত্রিপুরা সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের সাবস্ক্রীপশানের হার বাড়ানোর এখনো কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। কারণ বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ এখনো শেষ হয়নি।

*শ্রী রতনলাল নাথ* :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১/১/৯৬ ইং থেকে ফোরথ পে কমিশনের রিপোর্ট কার্যাকরী হয়েছে ত্রিপুরায়। ৬ বছর হয়ে গেছে। আর ৪ বছর পর আর একটি পে-কমিশন বসবে। প্রতি ১০ বছরে একবার করে পে কমিশন বসে। এটাই নিয়ম। ১৮/১/২০০০ ইং আমার ২৫৮ নাম্বার প্রশ্নের জবাবে এই বিধানসভায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন, বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে। কে দাবী করল না করল সেটা বড় কথা নয় এই কথাও উনি বলেছিলেন। আর কিছুদিন আগে কর্মচারী সংগঠন (হ, প, ব) ধর্ণায় বসেছিল। তাদের অনেকগুলি দাবীর মধ্যে

একটি দাবী ছিল, গ্রুপ ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়ামের বিষয়টি বাড়ানোর জন্যে। এছাড়া অন্যান্য সংগঠনগুলিও দাবী করেছে। কিছুদিন আগে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার মারা যান। তিনি বেনিফিট পেয়ে গেছেন। ফোরথ পে-কমিশনও সুপারিশ করেছিলেন, প্রতিটি স্তরে প্রিমিয়ামের হার দ্বিগুণ করার জন্য। আমি সরকারকে বলতে চাই, এতে তো সরকারের কোন পয়সা খরচ হচ্ছে না। এল, আই, সি, এর সঙ্গে এই ব্যাপারটি নিয়ে একটু কথা বলুন না?

শ্রী **বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) :—স্যার, ফোরথ পে-কমিশন সুপারিশ করেছিলেন এটা ঠিক। সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টের ফিফথ পে-কমিশনও সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এখনও বাড়ান নি কিংবা কোন কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। আগের অবস্থায়ই আছে। আমরা এটাকে সিদ্ধান্তের মধ্যে আনি না। আমি এখানে এই কথা বলছি না যে, আমরা এই অবস্থা থেকে সরে এসেছি। কথা উঠেছিল, প্রতিটি ইন্সুরেন্সের হার বাড়ানো। অর্থাৎ ৯০ টাকাকে ১৩০ টাকা, ৬০ টাকাকে ৮০ টাকা, ৩০ টাকা থেকে ৪০ টাকা এবং ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা করা। এটা আমরা পরীক্ষা করছি এবং এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করব।

শ্রী **রতনলাল নাথ** :—স্যার, এ ব্যাপারে আমরা কবে নাগাদ আশা করতে পারি তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন? কারণ, ৬ বছর ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আর চার বছর পর নতুন পে-কমিশন আবার বসবে।

শ্রী **বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) :—স্যার, বিষয়টির সঙ্গে এল, আই, সি, এর কোন ব্যাপার নেই। সবটাই রাজ্য সরকারের।

শ্রী **মানিক দে** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, পশ্চিম বাংলায় আমি দেখেছি, অর্গানাইজ এবং নন-অর্গানাইজ সংস্থার জেনারেল ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রে সরকার প্রিমিয়াম দেওয়া চালু করেছে। এখানে রাজ্য সরকারের এই জাতীয় কোন সিদ্ধান্ত আছে কি-না, কিংবা অর্গানাইজ, নন-অর্গানাইজ সংস্থার কর্মীদের প্রিমিয়াম দেওয়ার বিষয়টি চালু করবেন কিনা?

শ্রী **বাদল চৌধুরী** (মন্ত্রী) :—এই ধরনের কোন স্কীম আপাততঃ চালু নেই।

**মিঃ স্পীকার** :—শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী **রবীন্দ্র দেববর্মা** (রাইমাভ্যালী) :—এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—২৫১ স্যার।

শ্রী **সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) :—এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—২৫১ স্যার।

**প্রশ্ন**

১) ইহা কি সত্য যে, ডম্বুর জলাশয়ের মন্দিরঘাট হইতে ডাকমুড়া ও নারানপাড়া পর্যন্ত কচুরী ফেনার কারনে নৌকা চলাচল ও মাছ ধরার কাজ ব্যাহত হচ্ছে?

২) যদি সত্য হয়, তাহলে সেটা পরিস্কার করার কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

**উত্তর**

১) হ্যাঁ।

২) মৎস্য দপ্তর যতনবাড়ীর মৎস্য তত্ত্বাবধায়ককে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। রিপোর্ট প্রাপ্তির পর দপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

**শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা** :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন—ঘটনা সত্য। তাহলে তদন্তের কি প্রয়োজন আছে? ১৯৯৩ ইং সাল থেকে এটা বন্ধ হয়ে আছে কচুরীপানা পরিস্কার না করার কারণে। রইশ্যাবাড়ী থেকে যদি অমরপুর আসতে হয় তাহলে গণ্ডাছড়া হয়ে আমবাসা হয়ে ঘুরে যেতে হয়। যেখানে দুইঘন্টা সময় লাগার কথা সেখানে পুরো একটি দিন যায়। এই রাস্তাটি ৬/৭ বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে। সুতরাং এই সাবডিভিশনের গুরুত্ব বুঝে অবিলম্বে এটা পরিস্কার করা হবে কিনা এবং কতদিনের মধ্যে পরিস্কার করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয়ের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি যে ঘটনাটা ঠিক। কিন্তু মাননীয় সদস্য মহোদয় যেটা বলেছেন যে ৯৩ইং সাল থেকে এটা বন্ধ হয়ে আছে, আমি উনার সাথে একমত নই। ৯৬/৯৭ ইং সাল পর্যন্তও আমরা বেশী না হোক কিছু মাছ আনবার চেষ্টা করেছি। এর পরবর্ত্তী সময় থেকে এটা হয়েছে। সুপারিনটেনডেন্ট অব ফিসারিজ, যতনবাড়ী বলা হয়েছে এই ব্যাপারে সমস্ত তথ্য পাঠাতে এবং এর জন্য এষ্টিমেট কি হতে পারে সেটাও পাঠাতে বলা হয়েছে। এইগুলি আসলে পরে আমরা বিচার বিবেচনা করব। এমনিতেই দপ্তরের কতগুলি নিয়ম কানুন আছে সেই সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে দিয়েই যেতে হয়।

**শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া** :— স্যার, আমিও এক সময় এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলাম। তখন এক-বারও এক ফুট জায়গাতেও ব্যাকলগ তৈরী হয় নি। আমার সময়ে কোন সময়েও এই ডম্বুর এলাকায় কোন ডিস্টার্ভ হতে পারেনি। কিন্তু এখন ৪ বছর ধরে এই রাস্তাটি আটকিয়ে আছে। কার জন্য এবং কেন আটকাল এটা তদন্ত করা দরকার। যার জন্য এটা হয়েছে তার শাস্তি হওয়া দরকার, কেন এই ভাবে একটা এলাকাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) :—মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে যে কথা বলেছেন —কেন এমনটা হলো? এটা সবাই জানে যে এই এলাকার উগ্রপন্থী সমস্যা আছে। এই সমস্ত কারণে ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরা এবং নৌকাচলাচল বন্ধ হয়ে আছে। এখানে পরিস্কারের প্রশ্ন নয়। নৌকা চলাচল যদি না করে তাহলে স্বাভাবিক কারণেই আবর্জনা জমবে।

**মিঃ স্পীকার** :—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগু-লোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য

আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। ( ANNEXURES—A & B)

REFERENCE PERIOD

*মিঃ স্পীকার* :—আমি আজকে একটি রেফারেন্সের নোটিশ নিম্নোক্ত সদস্যদ্বয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেটি উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্যদ্বয়ের নাম শ্রীগীতা মোহন ত্রিপুরা এবং শ্রীজয়গোবিন্দ দেব রায়। মাননীয় সদস্যরা উপস্থিত আছেন। আমি এখন মাননীয় সদস্যদ্বয়ের অনুরোধ করছি আপনাদের মধ্যে যে কেউ একজন দাঁড়িয়ে নোটিশটি উল্লেখ করুন।

শ্রী*গীতামোহন ত্রিপুরা* (জোলাইবাড়ী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো :—"The Forest Conservation Act 1980 রাজ্যে কার্যকরী হওয়ায় জুমিয়া ভূমিহীনদের পুর্নবাসনের ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়া সম্পর্কে।"

*মিঃ স্পীকার* :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এখন তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন। আজ অথবা পরে কবে তাঁহার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী*নারায়ণ রূপিনী* (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগামী ১৬/৩/২০০১ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

*মিঃ স্পীকার* :— আমি আজ আর একটি রেফারেন্সের নোটিশ নিম্নোক্ত সদস্যদের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে সেটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্যদের নাম শ্রীসুধন দাস এবং শ্রী অমিতাভ দত্ত। মাননীয় সদস্যরা উপস্থিত আছেন আমি এখন মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি আপনাদের মধ্যে যে কেউ একজন দাঁড়িয়ে নোটিশটির বিষয়বস্তু উল্লেখ করুন।

শ্রী*অমিতাভ দত্ত* (ধমনগর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের রেফারেন্সের বিষয় বস্তু হলো :— "বর্তমান আর্থিক বৎসরে এস, সি, পুনর্বাসন স্কীমে সুবিধা প্রাপকদের নাম নির্বাচিত হওয়া সত্বেও এই স্কীম কার্যকরী না হওয়া সম্পর্কে।"

*মিঃ স্পীকার* :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়বস্তুর উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এখন তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন। আজ এখন অথবা পরে কবে তাঁহার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী*অখিল সরকার* (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার আগামী, ১৬/৩/২০০১ ইং তারিখ উল্লেখ্য বিষয়টির উপর বিবৃতি দেব।

*মিঃ স্পীকার* : — আমি আজকের একটি রেফারেন্স মাননীয় সদস্যদের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে সেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্যদের নাম সর্বশ্রী দীপক কুমার রায়, প্রকাশ চন্দ্র দাস, কাশীরাম রিয়াং এবং কাজল চন্দ্র দাস। মাননীয় সদস্যরা উপস্থিত আছেন। আমি এখন মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব আপনাদের মধ্য থেকে যে কেউ একজন দাঁড়িয়ে রেফারেন্সের বিষয়বস্তুটি উল্লেখ করুন।

শ্রী*দীপককুমার রায়* :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো :—
"বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার, ২০০১ ইং সনের 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার প্রকাশিত প্রথম পাতার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কলমে ও, এন, জি, সির সার্ভের কাজে নিযুক্ত' অপহৃত বাকী শ্রমিকদের ও হত্যা করে কবর দেওয়া হয়েছে : স্বীকারোক্তি।"

*মিঃ স্পীকার* :—আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়বস্তুর উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন। আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁহার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী*মানিক সরকার* (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১৫/৩/২০০১ ইং তারিখে এই রেফারেন্সের বিষয়বস্তুর উপর বক্তব্য রাখব।

*মিঃ স্পীকার* :—আজকের কার্য্যসূচীতে ২ (দুইটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্যদ্বয় শ্রী জয়গোবিন্দ দেবরায় এবং শ্রী সুধন দাস মহোদয় কর্তৃক যুগ্ম ভাবে। গত ৭/৩/২০০১ ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—"আগরতলা কলকাতা রুটে বিমান স্বল্পতায় যাত্রী দুর্ভোগ সম্পর্কে।"

শ্রী *সুকুমার বর্মন* (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, রেফারেন্সটি হলো :—"আগরতলা কলকাতা রুটে বিমান স্বল্পতায় যাত্রী দুর্ভোগ সম্পর্কে"। ত্রিপুরা একটি দুর্গম রাজ্য। আর বহিরাজ্যে যাবার একমাত্র সহজ পথ হলো বিমানপথ যা ৫০ মিনিটের মধ্যে আগরতলা থেকে কোলকাতা বা গৌহাটি যাওয়া যায়। বিকল্প পথ হিসাবে আছে এন, এইচ, ভব্লিউ ৪৪ ধরে গাড়ী/রেল দিয়ে কোলকাতা ও অন্যান্য গন্তব্য স্থানে যাওয়া। বিমানে কোলকাতা যেতে যেখানে ৫০ মিঃ লাগে

সেখানে গাড়ীতে গেলে তিন দিন লেগে যায় এবং ২৪ ঘণ্টায় গৌহাটি। এ সমস্ত দিক বিবেচনা করে এ রাজ্যের যাত্রীগণ বিমান পথকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ফলে সপ্তাহে বর্তমানে যে ১২টি বিমান আগরতলা-কোলকাতা এবং যে ৩টি বিমান আগরতলা-গৌহাটি-আগরতলার মধ্যে চলাচল করে তা আগরতলা যাত্রীদের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই যাত্রীভীড় এখানে লেগেই আছে। বিশেষতঃ পূজার ছুটি, গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে যাত্রী ভীড় অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। মুমূর্ষু রোগী, ছাত্রছাত্রী, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীবৃন্দ সবাই তখন এর চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়। এ অবস্থায় বিমান সংখ্যা কম হলে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এরকম পরিস্থিতি মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে আই, এ, অথরিটিকে অতিরিক্ত বিমান দেবার জন্য বিভিন্ন সময়ে অনুরোধ করা হয় এবং উনারা যথাসম্ভব অতিরিক্ত বিমান ছুটির সময় এবং প্রয়োজন ভিত্তিক অন্য সময়েও দিয়ে থাকেন। যেমন বইমেলা উপলক্ষ্যে ৬/৩/২০০১ ইং তারিখেও একটি অতিরিক্ত বিমান দিয়েছেন। অতিরিক্ত বিমান দেওয়া সত্ত্বেও যাত্রীর তুলনায় তা স্বল্প।

এখানে বলা যায় যে, আগরতলা-কোলকাতা সেক্টারে সপ্তাহে ১২টির স্থলে ১৪টি বিমান চালাবার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছেন। এছাড়া প্রাইভেট এয়ার-লাইন্স যথা বেঙ্গল এয়ার সার্ভিসেস লিমিটেড এ সেক্টারে বিমান চালাতে আগ্রহী বলে আমাদের সাথে তারা যোগাযোগ করছেন। পরবর্তী সময়ে তাদের এপ্রোচ নিয়ে দেখা হবে।

শ্রী *জয়গোবিন্দ দেবরায়* :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আগরতলা-কোলকাতা বিমান স্বল্পতার কথা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এবং এই ব্যাপারে উনিও যোগাযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রনালয়ের সংগে। আমাদের এখানে যে বিমানগুলি আসছে সেই বিমানের টিকেট নিয়ে বিভিন্ন সময়ে কালোবাজারী হচ্ছে। দেখা যায় অনেক সীট খালি নিয়ে সেই বিমানগুলি উড়ে যাচ্ছে, অথচ যাত্রীরা টিকিট পাচ্ছে না। এটা সত্য কিনা এবং এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা ?

শ্রী *সুকুমার বর্মন* (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিমানের টিকিটের কালোবাজারী সম্পর্কে যে কথাটা মাননীয় সদস্য উত্থাপন করেছেন যে, বিমান খালি যায় এবং যাত্রীরা সেখানে টিকিট পাচ্ছে না এই জাতীয় প্রশ্ন পাবলিকের কাছ থেকেও শোনা যায় এবং বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। টিকিটটা হল কম্পিউটারাইজড, সেখানে কম্পিউটারে টিকিট বুকিং হয়। আমরা যখন খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছি, সেখানেও দেখা যাচ্ছে সমস্ত টিকিট বুক দেখানো হচ্ছে। তারপরও আমরা পত্রিকায় এই ব্যাপারটা দেখে পুলিশকে বলেছি বিষয়টা অ্যানকোয়ারী কর। দুই-তিনবার সেখানে পুলিশ অ্যানকোয়ারী করেছে। এয়ারপোর্টেও সেখানে পুলিশকে দিয়ে চার্জ করানো হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছে। আমাদের

রাজ্যের যাত্রীরা যাতে অসুবিধায় না পড়েন তার জন্য আমাদের তরফ থেকে যা যা করা দরকার তার জন্য আমরা যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি।

*শ্রীসমীর দাস* (বামনগর) ঃ—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বিমানের টিকিট দেওয়া সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতি মেনে এই টিকিট দেওয়া হয় কিনা? এই টিকিট নিয়ে অভিযোগের কথা মাননীয় মন্ত্রীও স্বীকার করেছেন। দ্বিতীয়তঃ আমরা এর মধ্যে পত্রিকায় দেখেছি বিমান ভাড়া ১৪৫০ টাকা থেকে ১৫০৫ টাকা করেছে। এই যে বর্দ্ধিত ভাড়া আগরতলা থেকে কলকাতা পর্য্যন্ত করা হচ্ছে এই সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ এখান থেকে করা হয়েছে কিনা? রাজ্য সরকারের তরফ থেকেও এবং আমাদের এখান থেকে তার একটা প্রতিবাদ করা দরকার। কারণ রেলে যোগাযোগ আমাদের পক্ষে কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। আমাদের এখানে যোগাযোগের একমাত্র ব্যবস্থা বিমান। সুতরাং বর্দ্ধিত ভাড়াকে কমানোর জন্য এখান থেকে প্রতিবাদ করা দরকার। এর জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা?

*শ্রীনৃপেন্দ্র বর্ম্মন* (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিমানের ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে বলে এই সম্পর্কে কোন তথ্য সরকারীভাবে আমাদের কাছে আসেনি। তবে মাননীয় সদস্য যেমন পত্রিকায় দেখেছেন, আমরাও পত্রিকায় দেখেছি। বাইরের রাজ্যে যোগাযোগের জন্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য, তাদের পক্ষে যদি ভাড়া আরও বৃদ্ধি করা হয় তাহলে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে। নিশ্চয়ই আমরা এটা নিয়ে কথা বলব। তারপর নিয়মের কথা যেটা বলেছেন, আমাদের সরকারের জন্য প্রতি ফ্লাইটে ১১টা সীট কোটা হিসেবে থাকে এবং যেদিন দুটো ফ্লাইট থাকে সেদিন ১৬টা কোটা থাকে। তার বাইরে যা আছে সেটা সম্পূর্ণ আই. এ. অথরিটি যারা যারা আছে তাদের টিকিট দেয়।

*শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা* ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এর আগেও বিমান ভাড়া বাড়ানো হয়েছিল। পত্রিকায় দেখেছিলাম উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য যাতে ছাড় দিয়ে বিমান ভাড়া ঠিক করা হয় এবং যাতে এটা বাড়ানো না হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করা হয়েছিল—এটা যাতে করা হয়। তার উত্তর কি সেটা ত্রিপুরা রাজ্যকে সাবসিডাইজড করা হবে কিনা, উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করা হবে কি না? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

স্যার, আরেকটা হচ্ছে—যেটা আমরা দেখছি বিমানের টিকিট পাওয়া যায় না। আবার দেখা যায় ফ্লাইটগুলি খালি যায়। আবার এও সত্য যে—বিমানের টিকিট যেমন পাওয়া যায় না তেমনি অতিরিক্ত ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা দিয়ে টিকিট পাওয়া যায়। এখন যারা এই টিকিটের কালোবাজারী করছে তারা তো এই রাজ্যেরই মানুষ। কাজেই রাজ্য সরকারের

দায়িত্ব আছে বলে মনে করি, এই ব্যাপারটা চেক করার জন্য। এই বিমানের টিকিটের কালোবাজারী বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নেবেন কি না? এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এটা আই, এ-এর দায়িত্ব, কিন্তু এই ব্যাপারেতো রাজ্য সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। কাজেই এই কালোবাজারী বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীসুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দাবী করেছিলেন যে এই আগরতলা কলকাতা রুটকে সাব্‌সিডাইজড রুট করার জন্য এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত কোন রিপোর্ট বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সিদ্ধান্ত পাইনি। দ্বিতীয় হচ্ছে যে বিমানের টিকিটের কালোবাজারীর কথা বলেছেন যে এটা দমন করার জন্য রাজ্য সরকারের দায়িত্ব আছে। এটা ঠিক। টিকিট বিক্রি করছে আই, এ, অথরিটি এবং আমাদের রাজ্যের যাত্রীরা যাতে সুযোগ পায় সেটা দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের আছে। বিমানের টিকট কাম্পিউটারে বিক্রি হয়। ফলে অনেক সময় দেখা যায় যে টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে—অথচ বিমান ফাঁকা যাচ্ছে। এই ব্যাপারে আমি পুলিশকে বলেছি এবং পুলিশও এটা সার্চ করে দেখেছে। তাছাড়া আমাদের দপ্তরের একজন জয়েন্ট সেক্রেটারী নিজে পুলিশকে নিয়ে এয়ারপোর্টে গিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে প্যাসেঞ্জারদের টিকিট মিলিয়ে দেখেছেন। সুতরাং আমাদের রাজ্য সরকারের দায়িত্ব আছে বলেই আমরা এটা করছি। তারপরেও এই কালোবাজারী হচ্ছে।

**শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা** :—পয়েন্ট অব্‌ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ব্যাপারে কোন প্রাইভেট এজেন্সীর বিরোদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে কি এবং সেটা তদন্ত করে দেখে দোষী হলে তার বিরোদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না?

**শ্রীসুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে কোন লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। যারা অভিযোগ করেছেন তারা মৌখিকভাবে করছেন। লিখিত ভাবে দিতে চান না। লিখিত অভিযোগ পেলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মন** :—পয়েন্ট অব্‌ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, দেখা গেছে একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই বিমানের আগরতলা-কলকাতা এবং কলকাতা-আগরতলা রুটে রাশ হয়। সে সময়টা হচ্ছে যেমন—পূজোর সময় স্কুল কলেজগুলি বন্ধ হয়ে যায়, যখন জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার সময় হয় তখনই এই রাশ হয়। পাশাপাশি দেখা গেছে যে অনেক নামে বেনামে বিমানের টিকিট বুক করা হয় এবং ইমারজেন্সীর সময় সেই টিকিটগুলি বেনামে বিক্রি হচ্ছে। কাজেই এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার আই, এ, অথরিটির সঙ্গে আলোচনা করে আইডেনটিটির যেমন যখন বিমানে যাবেন

তখন সিটিজেনশীপ সার্টিফিকেট, রেশনকার্ড প্রভিডিস করতে হবে এই ব্যবস্থা চালু করা যায় কি না?

**শ্রী সুকুমার বর্মন** (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিমানের টিকিট চোরাকারবার রোধ করার জন্য মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটা রেখেছেন সেটা আমরা আই, এ. অথরিটির সঙ্গে আলোচনা করে দেখব এই আইডেনটিটি ব্যবস্থা চালু করা যায় কি না। এটা আমরা দেখব।

**শ্রীঅমিতাভ দত্ত** :—আগরতলা-কলকাতা বিমান চলাচলের যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে অনুরূপ ব্যবস্থা রাজ্যের অন্যান্য বিমান বন্দর থেকে বিমান চলাচল শুরু করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা?

**শ্রীমানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই সেজন্য এটার উপরই আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। ফলে, এটা খুবই জরুরী। এখানে স্টেটমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে সেগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মন যেটা বলেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বলছি. এখন এই দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হচ্ছেন শারদ যাদব। এর আগে ছিলেন অনন্ত কুমার। তখন আমি অনন্ত কুমারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। বিমানের সীট মাঝে মাঝে খালি যাচ্ছে। যদিও কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে এট এখন কিছুটা কমেছে বলে শুনছি। আমি বিষয়টা নিয়ে শারদ যাদবের সঙ্গেও কথা বলেছি। তিনি আমাকে তখন বলেছিলেন যে "আমি সাত দিনের মধ্যে ব্যবস্থা নেব।" আমি তখন উনাকে বলেছিলাম, ব্যপারটাকে বোধ হয় আপনি সিম্পল ওয়েতে দেখছেন। তখন তিনি আমাকে বললেন, "নেই হাম সব ঠিক কর লায়েগা"। ঠিক করে ফেলবেন। আমি বললাম এটা যদি করেন তাহলে আমরা বেঁচে যাই। দয়া করে আর একটু দেখুন। এরপরও এটা বন্ধ হয় নি।

মাননীয় সদস্য আইডেনটিটি কার্ডের কথা বলেছেন। আমি জানি না উনি আমাদের রাজ্যের জন্য এই ব্যাপারে আলাদা করে কি ব্যবস্থা নেবেন। তাহলে ট্রেভেলিং এজেন্সগুলির কাজ-কর্মের উপর মনিটরিং-এর প্রয়োজন হবে। তবে সব ব্যাপারই যেহেতু ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স দেখছে সেহেতু তারা যদি এই নিয়ে আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে লিখে যে তোমরা এই বিষয়গুলি দেখলে ভাল হয়—তাহলে আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব হবে। তারপরও আমরা পত্র-পত্রিকায় টিকিট নিয়ে বিভিন্ন খবর দেখার পর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিছু কিছু ব্যবস্থা মাঝে মধ্যে নিয়েছি। কিন্তু প্রতিদিন এয়ারপোর্টে পুলিশ বসিয়ে রেখে এগুলি দেখা কি সহজ ব্যাপার? জনগণের দিক থেকে চাপ থাকার দরকার আছে। যাই হউক আমরা কিছুটা ইম্প্রুভ করতে পেরেছি, তবে সমস্যাটা এখনও রয়েছে। ট্রেভেল এজেন্সিগুলির কাজ-কর্ম মনিটার করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা একটা সময় সি, আই, ডি কে দিয়ে তদন্ত

করিয়েছিলাম। এর দু-একটির বিরুদ্ধে যাই হউক, কিছুটা ইম্প্রুভ করতে পেরেছি, তবে সমস্যাটা এখনও রয়েছে। ট্রেভেলিং এজেন্সিগুলির কাজকর্ম মনিটরি করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা একটা সময় সি, আই, ডিকে দিয়ে তদন্ত করিয়েছিলাম। এর মধ্যে দু-একটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা চালু থাকবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে এখানে মাননীয় সদস্য এখানে যা জানতে চেয়েছেন সেটা নিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দুজন মন্ত্রীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলাপ-আলোচনা করেছি। প্রথমতঃ খোয়াই এয়ারপোর্ট প্রায় এবেনডান্ট। সেখানে নতুন করে বিমান চালু করা সম্ভব হবে না বলেই আমার ধারণা। তৎকালীন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচলকারী মন্ত্রী অনন্তকুমার আমাকে বলেছিলেন খোয়াই এয়ারপোর্ট নিয়ে লিখিতভাবে জানাতে। উনি পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বলেছেন যে কেন এই জায়গাটা এইভাবে ফেলে রাখা হবে? এই জায়গাটা এইভাবে ফেলে না রেখে অন্য কোন কাজে লাগানো যেতে পারে। আমি বিষয়টি নিয়ে খোয়াইয়ের মাননীয় বিধায়ক শ্রীসমীর দেব সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছি। সুভাষ পার্কের বাজারটা উন্নত হয়েছে ঠিকই কিন্তু কনজাস্টেড হয়ে গিয়েছে। খোয়াই এয়ারপোর্টের জায়গাটা যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে সুভাষ পার্কের বর্তমান বাজারটাকে শিফট করে বড় দালান তৈরী করে মার্কেট করা হয় তাহলে অনেক ব্যবসায়ী সেখানে ব্যবসা করার সুযোগ পাবেন। শহরটা দেখতে কিছুটা হলেও সুন্দর হবে। পাশেই একটা হাসপাতাল রয়েছে। এরপর বিষয়টি নিয়ে আমি শারদ যাদবের সঙ্গেও কথা বলেছি। উনি আমাকে বললেন যদি কোন বে-সরকারী সংস্থা সেখানে হাসপাতাল করতে চায় তাহলে আমরা জায়গাটা ছেড়ে দেব। তখন আমি বললাম, বেসরকারী হাসপাতাল করার জন্য ওরা আগরতলায় উদ্যোগ নেবে। খোয়াইতে গিয়ে হাসপাতাল করতে ওরা তেমন কোন উদ্যোগ দেখাবেন বলে আমার মনে হয় না। আমরা এটাও চিন্তা করছি যে যদি ওরা জায়গাটা আমাদের কাছে ছেড়ে দেয় তাহলে খোয়াই হাসপাতাল সরিয়ে নিয়ে আসব। হাসপাতাল হওয়া হলো কথা। সেটা সরকারী হলে আপত্তি থাকার কথা নয়। বে-সরকারীভাবে করলেও আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমরা মোস্ট ওয়েল-কাম জানাই।

ঐদিন মিঃ রাংখল আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন যে কোন একটা চার্জ বা মিশনারী তারা এই ধরনের একটা হাসপাতাল করতে চান ধলাই জেলার হেড কোয়ার্টারে। আমি বলেছি যে তাদের আগে থেকে বলেদিন যে ধলাই জেলাতে আমরা একটি ডিষ্ট্রিকট হাসপাতাল করব। অলরেডি জায়গা আমরা দেখভাল করছি। যেহেতু ডিষ্ট্রিকট হাসপাতাল ভাল হাসপাতালই আমাদের করতে হবে। সেটা জেনে তারা আসবেন নাহলে এসে তারা যদি সেখানে লোকসানের মুখে পড়েন তাহলে ঠিক হবে না। আমি এই কথা উনাকে বলেছি। কাজেই খোয়াইতে যদি কেউ রাজী হয় আমাদের

কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার থেকে বলব এর পার্ট ক্রম দিন। বাকি যে দুটো সেটা হচ্ছে কমলপুর এবং কৈলাশহর। এটা সম্পর্কে দুইজন মন্ত্রীকে বলেছি ছোট এয়ার ক্রাফট চালু করতে পারেন কিনা এবং তাতে সুনির্দিষ্টভাবে বলেছিলাম দরকার হলে ডুনিয়ার ১৯ সীটের সেটা আপনারা দিতে পারেন কিনা দেখুন। কারণ, এখান থেকে এমনিতেই দুইশত কিলোমিটার তারপরে একটা সিকিউরিটি মেজাড় আছে, যাত্রীদের খুব অসুবিধা হয়। আর ওখানে ইতিমধ্যে বিজনেস সেন্টার ডেভালাপ হয়ে গেছে, পার্টিকুলারলি এই জায়গাটা কনসেনটেড করছি। আর ধর্মনগর পাশে হচ্ছে আসাম তার একটা বিরাট একস্প্লোজার ওখানে যদি আপনারা করেন। হ্যাঁ, না তারা কিছু বলেন নি। তার পরবর্তী সময় আমরা আমাদের তরফ থেকে হোম ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষন করে নর্থ-ইস্ট রিজনের এক দুইটা রাজ্যে হোম ডিপার্টমেন্ট সাবসিডিতে তারা সেখানে হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু করেছে। সেই জায়গায় আমরা লক্ষ্য করছি মেঘালয়ে আছে, মেঘালয় থেকে সমস্ত কাগজপত্র এনে আজ থেকে আট নয় মাস আগে আমরা চিঠি দিয়েছি হোম ডিপার্টমেন্টকে যে তোমরা আমাদের ত্রিপুরার জন্য পার্টিকুলারলি আগরতলা, কমলপুর এবং কৈলাশহর যদি তোমরা দাও আবার এটাকে শিলচরের সঙ্গে লিংক করতে পার এটা ভাল একটা রুট হবে লাভজনক হবে। যে ফেসিলিটি দিয়ে তোমরা মেঘালয়ে চালু করেছ বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরও দু-একটা জায়গায় করেছ তবে ঠিকই ওখানে বড় প্লাইট নামতে পারেনা, আমাদের এখানে সেই সুযোগটা খানিকটা পাই. ওখানে ওটা দরকার আছে। কাজেই, আমাদের জন্য এটা কর। প্রথম তাঁরা রেসপন্স দিয়েছে। পরবর্তী সময় আমি নিজে আবার টেক-আপ করি মিনিস্টারকে আবার চিঠি লিখি। উনার কাছ থেকে যে জবাব আসে যে ব্যাপারটা আমরা দেখছি। এমনিতে কথাবার্তা বলে যেটা হোম ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের কাছ থেকে জানা গেছে তারা এই ব্যাপারটায় যে উদ্যোগ যে দায় সেটা সবটা বহন করার মত এই মুহূর্তে খুব একটা আগ্রহ তারা দেখাচ্ছেন না। কিন্তু আমরা একটা চাপ রাখছি তাদের কাছে। তৃতীয়তঃ, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বেঙ্গল সার্ভিস এগুলি আসলে আমি কোন এলুয়েশন তৈরী করার পক্ষে পরিস্কারভাবে যেটা বলতে চাইছি উনারা এসেছেন দু-তিন বার কথা বলেছেন উনারা একটা এয়ার ক্রাফট কিনেছেন কিন্তু একটা এয়ার ক্র্যাফট দিয়েতো এই ধরনের একটা সার্ভিস রান করা যায় না। আমরা এইরকম কোন ঝুঁকি নিতে পারি না। তারা একটা ফকুয়িটি চাইছেন বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সাথে এন. ই রিজনের অন্যান্য রাজ্যের সাথে যুক্ত হয়ে এটা চালু করা যায় কিনা চেষ্টা করছেন। আমাদের সঙ্গেও কথা বলেছেন, আমার সঙ্গে দুবার কথা বলেছেন, কলকাতায় কথা বলেছেন এখানে এসেও কথা বলেছেন, আমাদের পরিবহন মন্ত্রীর সাথে এবং আমাদের যিনি কমিশনার আছেন উনার সাথে কথা বলেছেন তাদেরকে প্রথমেই বলেছি যে আপনারা একটা এয়ার ক্র্যাফট দিয়ে কিভাবে চালাবেন, এটা হতে পারে না।

মিনিমাম সার্ভিস ঠিক ঠিকভাবে চালাতে গেলে পরে তিনটা হলে সব চেয়ে ভাল হয়। ওরা বলছেন বড় সার্ভিস উনাদের নেই, একটা আছে এটা এখন পরীক্ষা করতে পাঠানো হয়েছে। তারা ডুনিয়ার দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং তারা আমাদের রাজ্য সরকারকে বলেছেন আপনারা ইকুয়িটি আমাদের থেকে নিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে যাচ্ছে দেড়/দুই কোটি টাকার। আমরা বলছি এত টাকা আমরা দিতে পারব না। যদি সার্ভিসটা আপনারা ঠিক ঠিকভাবে চালু করেন তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের রাজ্যে যেহেতু প্রয়োজন আমরা এত টাকা না দিতে পারলেও মিনিমাম একটা ইকুয়িটি দিয়ে আমরা চাইছি এখানে সার্ভিসটা চালু হউক। এবং আমরা যেটা ইনসিস্ট করছি আগরতলা-কলকাতা, আগরতলা-কৈলাশহর, কমলপুর-কৈলাশহর। এখন যদি কমলপুর অসুবিধা হয় তাহলে কৈলাশহর চালু হউক। তাদেরকে বলেছি আপনাদের ব্যবসার স্বার্থে যদি শিলচরকে লিংক করতে পারেন তাহলে এটা আপনাদের লাভ হতে পারে। কারণ, শিলচরে প্রচুর লোক যায়। ইফ নট গৌহাটি। তারা এসেছে মনে হচ্ছে তারা আগ্রহী। যতক্ষন ব্যাপারটা একটা চেহারা না নিচ্ছে ততক্ষণ এ সম্পর্কে আগাম কিছু বলা যাবে না। সাহারা এয়ার সার্ভিসের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তাদের এয়ার ক্র্যাফটগুলি অনেক বড় বড় এগুলি এখানে ল্যান্ড করার মত অবস্থা নেই। আমরা জেটের সঙ্গে কথা বলেছি তাদেরকে বলেছি তারা আসলে সব চেয়ে সমস্যা হচ্ছে যেটা এইযে সাবসিডির যে রেট এই রেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এখানে ফ্লাইট চালু করতে রাজী নেই। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স যে সাবসিডি দিচ্ছে বাকিগুলো এই সাবসিডি দিয়ে চালাতে চায় না।

এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ৭০ টাকা ভাড়া বেড়েছে। সারা দেশের তুলনায় হয়ত আমাদের ভাড়া এখনো কম যেহেতু সাবসিডি চলছে। এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। তবে এটা প্রতিবাদ করতে হবে। বিধানসভায় যেহেতু উঠেছে, বিধানসভায় না উঠলেও আমরা প্রতিবাদ করতাম। তবে আমরা জানি না এটাকে কতটা ঠেকিয়ে রাখতে পারব। বাইরের সার্ভিস যেগুলি সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় চালাচ্ছেন সাহারা তারাতো প্রথমেই বলেছেন যে আমাদের নিজেদের রেট এ যদি আমরা চালাতে পারি তাহলে আমরা চিন্তা ভাবনা করে দেখতে পারি। অথবা আমরা যে রেটে চালাব ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স সেই রেটে আসতে হবে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সত্যিই এটা আমাদের রাজ্যের জন্য খুবই সমস্যা। আমরা যখন ক্ষমতায় আসি তখন মাত্র ১১টা সার্ভিস ছিল তখন আমরা ১৪টার কথা বলেছিলাম। অনেক লেখা লেখির পর এটা এখন ১২টা হয়েছে। মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শারদ যাদব বলেছেন যে, "আপনাদের সমস্যা সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল কিন্তু আমাদের এয়ার বাসের সংখ্যা কম।" আবার সেখানে এয়ার লাইন্স সার্ভিস আসছে তাতে করে সীট কমে যাচ্ছে কিছু করার উপায় নেই। আবার

এয়ারলাইন সার্ভিস সেখানে তাদের ৮/৯টা আছে। তবে মাননীয় মন্ত্রী চিঠি তে আমাদেরকে জানিয়েছেন যেখানে এয়ার ক্র্যাপ্ট-এর সংখ্যা বাড়বে তখনই ত্রিপুরার উড়ান সংখ্যাটা বাড়াব। ফলে কথা বললাম এই কারণে সারা ত্রিপুরার মানুষ প্রতিদিন এই সমস্যার মধ্যে ভুগতে হয়। আমাদের সরকারের রিজার্ভ এখানে ১৫ থেকে ১৬ সীট আছে। এইগুলি আসলে মন্ত্রীরা অথবা অফিসারদের জরুরী সরকারী কাজে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমি লক্ষ করেছি তার অর্ধেকের বেশী জনসাধারণ নিয়ে যাচ্ছে তারা এটাকে তাদের অধিকার বলে মনে করছে। আমাদের দপ্তরে র জনা খুব সমস্যায় পরতে হয়। রোগীরাও যায়, পরীক্ষার্থীরাও যায়।

*মিঃ স্পীকার* ঃ —উল্লেখ্য বিষয়ের উপর আরও একটি নোটিশ গত ৭/৩/২০০১ ইং এনেছিলেন মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মণ মহোদয়। উল্লিখত বিষয় বস্তুটির উপর স্বাস্থ্য দপ্তরের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। উল্লিখিত নোটিশের বিষয় বস্তুটি হলো— "গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০১ ইং. স্থানীয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত জি, বি'তে ডাক্তারদের সান্ধ্য-রাউণ্ড বন্ধ করা নিরসনে সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রী*কেশব মজুমদার* (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকার দীর্ঘ দিন ধরেই রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিসেবার মান উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছেন। তারই অঙ্গ হিসাবে হাসপাতালের চিকিৎসকদের সময়সূচী সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালে ২৪ ঘন্টার পরিসেবা চালু থাকলেও, সেখানে রোটিং মাফিক কাজের ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সকাল ৮টা থেকে ১টা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত। তার মধ্যে বলা আছে এর মধ্যে যে কাজ হাতে থাকবে সেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত। বহির্বিভাগে সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত নাম নথিভুক্ত করা যায়। এতে পরিষেবা দিতে অসুবিধা হচ্ছিল। পাশাপাশি যারা বাইরের দূর থেকে আসেন তারা এই সময়ে আসতে পারেন না। তাদেরও দাবী সরকারের কাছে ছিল যে এই সময়টা বাড়ানো হউক। তাই সমস্ত চিকিৎসক ও বিভাগীয় প্রধানদের সাথে আলোচনাক্রমে ও সমস্ত দিক পর্য্যালোচনার পর জনসাধারণের সুবিধার্থে এই সময়সূচী সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। এই পদ্ধতি দেশের অন্যত্রও চালু আছে।

পরিবর্ত্তিত সময়সূচীতে বহির্বিভাগে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২ পর্য্যন্ত নাম নথিভুক্ত করা যাবে। নাম নথিভুক্ত রোগীদের দুপুর ১টা পর্য্যন্ত বহির্বিভাগেই পরীক্ষা করা হবে। এতে দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীরা যারা সকাল ১১ টার আগে আসতে না পারায় বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে পারতেন না এতদিন নূতন ব্যবস্থায় তাঁরা উপকৃত হবেন। বিশেষতঃ শীতকালে এই ব্যবস্থা জনসাধারণের পক্ষে আরো উপযোগী হবে।

অন্তর্বিভাগে একটানা সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত কাজ করার ফলে চিকিৎসকদের পক্ষে আরো বেশী সময় দিয়ে রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব হবে। এখন এটা ১টা পর্য্যন্ত আছে। সেটা বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত চলবে। এই সময়ে হাসপাতালে রোগী বেশী আসে না। অপারেশন থিয়েটারও বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত চালু থাকায় আরো বেশী সংখ্যক রোগী এমনকি সেইদিন ভর্ত্তি হওয়া রোগীরাও এই নতুন ব্যবস্থায় উপকৃত হবেন। এক্ষেত্রে, রক্ত ও অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল পর্য্যালোচনা করে সেইদিনই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়াও সম্ভব হবে। এতে রোগীদের হাসপাতালে অবস্থানকালও সংক্ষিপ্ত হবে। যা রোগী ও তাঁদের আত্মীয়-পরিজনদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে। বিকাল ৪টা অব্দি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা হাসপাতালে থাকবেন, সেইদিন ইমার্জেন্সীতে আসা রোগীরাও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ ও অপারেশন সহ অন্যান্য পরিষেবার সুযোগ পাবেন। এতে দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীরা যারা পরদিন এই সুযোগ পেতেন তারা বর্তমানে সেইদিনই সুযোগগুলি পাবেন। নিকটবর্তী স্থান থেকে আসা রোগীরাও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর ইচ্ছা করলে সেইদিনই বাড়ী ফিরে যেতে পারবেন। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে বিকাল ৪টার পর শুধু রেফার করা রোগী এবং ইমার্জেন্সী সার্ভিস-এর রোগী আসা ছাড়া অন্যান্য রোগীদের ভীড় থাকেনা।

এছাড়াও বিকাল ৩টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত রোগীর নিকট আত্মীয়রা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের কাছ থেকে রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জেনে নিয়ে তাদের উৎকণ্ঠা দূর করতে পারবেন ও চিকিৎসার সহায়তা করতে পারবেন। এই ব্যবস্থা বর্তমানে ভারতবর্ষের অনেক বড় বড় হাসপাতালেই চালু আছে।

বিকাল ৪টা থেকে পরদিন ৯টা পর্য্যন্ত সময়ে এখনকার মতই আর, পি., আর, এম ও অন্য বল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা গুরুতর রোগীদের চিকিৎসা করবেন। ইমার্জেন্সী অপারেশন সহ বর্তমানে চালু সমস্ত আপাতকালীন পরিষেবাই অব্যাহত থাকবে। এইজন্য রাজ্য সরকার প্রতি বিভাগে ২ জন করে রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান, রেসিডেন্ট সার্জন নিয়োগের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার ফলে ঐ সময়ে ১৫/২০ জন বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীদের চিকিৎসায় নিয়োজিত থাকবেন। যেখানে বর্তমানে মাত্র ২ জন আর, পি ও ২ জন আর, এম থাকেন।

সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্য্যন্ত কর্মরত চিকিৎসক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী এবং রোগীদের সুবিধার্থে জি, বি হাসপাতালে একটি ক্যান্টিনও চালু করবার ব্যবস্থা এর মধ্যেই রাখা হয়েছে, যাতে তাদের কোন অসুবিধা না হয়। এবং তার নির্মাণ কাজও শেষ হয়েছে। পরবর্তী সময়ে জি, বি হাসপাতাল সফলভাবে চালু করার পর পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্য হাসপাতাল গুলোতেও দেখার ব্যবস্থা করব।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মনঃ** – পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন স্যার, এটা ঠিকই অনেক বড় বড় হাসপাতালের মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন যে, এই সময় চালু আছে। প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের বর্তমান জি, বি হাসপাতাল বা অন্যান্য হাসপাতালগুলোতে আমাদের সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই যেটা অন্যান্য বড় বড় হাসপাতালে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এভেইলেবল আছে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার যতক্ষণ অব্দি তৈরী করতে পারব রোগীদের সার্ভিস আমরা দিতে পারব না। যে রকম উনি বলেছেন এমারে, রক্ত ও অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে সেই নিরবচ্ছিন্ন প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হবে। বাস্তবে তা নেই, কারণ এখানে সিভার কালচার টেস্ট শুধু বৃহস্পতিবার দিন হয়, লিপিড প্রোফাইল টেস্ট শনিবার দিন হয়। কাজেই সোমবার, যে রোগীটি রবিবার দিন এডমিট হবে তাকে পরবর্তী শনিবার অব্দি হাসপাতালে এডমিট থাকতে হবে লিপিড প্রোফাইল টেস্ট করার জন্য। এছাড়া আর. এম. ও আর. এম. ও. দের হাসপাতালের ক্যাম্পাস-এ থাকা ইট ইজ এ নেসেসিটি, কিন্তু বা এরা থাকেন না ১০ টাকার অধিকাংশ ডাক্তার আর. পি, আর, এম এরা থাকেন। উনি দিন আগে একবার বার, একটা কল করা যায় উনি বিকেল ৩-১০ মিনিট লাগবে কিন্তু উনি সেই কল পান ৮-১০ মিনিটে। উনি তখন আসেন ৮-১৫ মিনিট লাগবে। নিড ইজ এ রাউন্ড দি ক্লক। এক নং এক এই রেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টার, রেসিডেন্সিয়াল সার্ভিস এই হাসপাতালের কমপ্লেক্সের মধ্যে যতক্ষণ অব্দি না থাকে সেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার বর্তমানে ইট ইজ নট এভেইলেবল। ততক্ষণ অব্দি এই জিনিসগুলো চালু করার কোন মানে নেই। দ্বিতীয়তঃ ই. এন. টি, অর্থ, সার্জারি, মেডিসিন এবং আরও বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে, এই সবগুলোর আর, পি এবং আর, এম থাকতে হবে। তাহলে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোথায়। তবে আউটডোর যে সময় সীমা করেছেন ইট ইজ মোস্ট ওয়েলকাম। এই জিনিসটা খুবই ভাল। কিন্তু সো লং এজ দ্যাট পরিকাঠামো যতক্ষণ অব্দি জি, বি হাসপাতাল বা অন্যান্য হাসপাতালে না হবে ততদিন অব্দি এই সময়টা যাতে কার্যকরী না হয়। ২৭ অথবা ১৮ তারিখ জি, বি হাসপাতালে জয়েন্ট সেক্রেটারী হেলথ, ডিরেক্টর অব হেলথ সুপারিনটেনডেন্ট এবং উনি যে আবার ডাক্তার যে হেড এ মিটিং জি, বি হাসপাতাল এবং ডক্টরস যে রিপ্রেজেন্টেটিভ জয়েন্ট সেক্রেটারী, ডিরেক্টরস যতক্ষণ অব্দি রোগীদের সার্ভিস আমরা না দিতে পারব ততক্ষণ অব্দি ইনফ্রাস্ট্রাকচার না হবে ততদিন অব্দি যে এই সময় সীমাটা কার্যকরী না হয়। মোস্ট প্রবাবলি টুয়েন্টি সেভেন এণ্ড টুয়েন্টি এইটথ ফেব্রুয়ারী হেড এ মিটিং হেলথ মিনিস্টার ইজ কোয়াইট এওয়্যার অব দিস। তাছাড়া বিকেল ৩টা থেকে পরের দিন সকাল ৯টা অব্দি একাধিক বিভিন্ন রোগের ২০ থেকে ২৫ জন রোগী এডমিশান হয়। যেহেতু এখানে আর, পি এবং আর এম অন্যান্য ই, এন, টি, অর্থ, সার্জারী মেডিসিন-এ সাধারণত এটেণ্ড করে। আমরা বাস্তবে দেখি ইমারজেন্সী ডাক্তার যে এটেণ্ড করেন

এডমিশান ইজ বেরী সিরিয়াস। শুধু ইমারজেন্সিতে ডক্টরস ইজ এভেইলেবল। কাজেই আর. পি এবং আর. এস এরা থাকে কমপ্লেক্সের মধ্যে না। যতক্ষণ অব্দি ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো আমাদের হাসপাতালে চালু না হবে এবং পরিকাঠামো গড়ে না উঠবে ততদিন অব্দি যে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী এটা যেন কার্য্যকরী না করে।

ইমারজেন্সী কেসে তখন ডাক্তারবাবু এটেন করছিল, তখন বলল ডাক্তারবাবু আসুন ঐ পেসেনটা হেভি সিরিয়াস, তাকে ফেলে যাবে না ওর কাছে যাবে দুবিধায় ছিল। কারণ ঐ আরমি এদের মধ্যে নয়, আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এত ইনফ্রাষ্ট্রাকচারগুলি চালু না হবে, এইগুলি তো হবেই, কাজেই মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আশা কার এইগুলি কার্য্যকরী করবেন আমি খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছি অনেক হসপিটাল এপেলো, কলকাতা এইগুলি চালু আছে। কিন্তু আমাদের এই হসপিটালগুলিতে এইরকম পরিকাঠামো নেই। আর এই পরিকাঠামোগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত চালু না হবে ততক্ষণ কার্য্যকরী হবে না।

***শ্রীকেশব মজুমদার*** (মন্ত্রী) : - মিঃ স্পীকার স্যার, যেসব অসুবিধার কথা মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন যে এই অসুবিধাটা হচ্ছে এই প্রেজেন্ট সিষ্টম-এর জন্যই এটাকে চেঞ্জ করার প্রশ্ন এসেছে। এখন আমাদের ওখানে দুজন করে মেডিক্যাল অফিসার থাকেন। ইমার্জেন্সী পিরিয়ডটাতে অর্থাৎ ১ টার পর থেকে তারাই সকাল ৮টা পর্যন্ত এই হসপিটালটাকে দেখেন। এটা মাননীয় সদস্যও জানেন ইমার্জেন্সী সার্ভিস এখন যেটা আছে এটাকে মেনটেন না করে এক সঙ্গেই চালু হয়ে যাবে আগামী এপ্রিল মাসের ১লা তারিখ থেকে. ক্যাজুয়েলটি ব্লক আমরা ওপেন করছি। এই ব্লকে বেড আছে সবকিছু আছে এবং আমরা ঐখানে ফিজিশিয়ানের সংখ্যাও বাড়াচ্ছি। আর যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার এইগুলিও থাকবে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন আমাদের রেসিডেনশিয়াল মেডিক্যাল অফিসার যারা থাকবে তারা কোথায় থাকবে, আমাদের জি, বি হসপিটালের দূরে কাছে মিলিয়ে থাকবে এবং হসপিটালের কমপ্লেক্সের মধ্যে তো থাকতেই পারে। সব জায়গাতে সব ব্যবস্থা করা যায় এই রকম ঘটনা নেই। ওখানে আমাদের ২০০ এর উপর কোয়ার্টার আছে জি, বিতে। এটা জি, বি হাসপাতালের সুপারের তত্বাবধানে চলে। আর সেই জায়গাতে আমরা বলেছি যে যারা রেসিডেনশিয়াল ফিজিশিয়ান বা সার্জন থাকবেন তাদের ঐ কোয়ার্টারগুলি এলট করা হবে, যেগুলি কাছাকাছি আছে যাতে সুবিধাটা পেতে পারেন। আর এটা ঠিক যে সবটাই আদর্শ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব নয়। এইজন্য আমরা চালু করতে গিয়ে যেসব অসুবিধাগুলি থাকবে এইগুলি ধীরে ধীরে দূর করতে হবে, যাতে মানুষকে ভালভাবে পরিষেবার সুযোগ দেওয়া যায়। সেই উদ্যোগ এবং অবস্থাগুলি পরিবর্তন করা, আমরা সমস্ত কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছি, এইগুলিরও আর বিরাট ব্যাপার আছে,

মেডিক্যাল অফিসাররা এবং আমাদের অন্যান্য যে ইউনিট্‌গুলি আছে তারা বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আগামী এপ্রিল মাসের এক তারিখ এইগুলির পরিষেবা চালু করবেন। এটা আরও আগে হওয়ার কথা ছিল, যেটা মাননীয় সদস্য যে মিটিং এর কথা উল্লেখ করেছেন সেই মিটিং-এ তারা বসে আলোচনা করেছেন যে, একটু সময় দেওয়ার ব্যাপারে এবং ওরা নিজেরাই সাজেস্ট করেছেন যে এপ্রিল মাসের প্রথম থেকে এটা চালু হোক এবং তার জন্য আমরা তাদের এই কথাটা নিয়েছি এবং তারা যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছে এটাই বড় সিদ্ধান্ত আমি না পরে শুনে এটা দিচ্ছি।

**শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দিল্লী রামমনোহর লোহিয়া হসপিটাল সেটা সরকারী হসপিটাল এখানে রাউণ্ড দ্যা ক্লক্‌ সেবা, চিকিৎসা, পরিষেবা পাওয়া যায়। এখানে উনি যেটা বলেছেন যে হয়তো এই পরিস্থিতি দেখে অল্প উন্নতি হবে এবং এটাকে যদিও আরও বেশী উন্নততর করা যায় সেটার দিকে নজর রাখা সুদীপ বাবু যেটা বলেছেন। দিল্লীতে যেটা দেখেছি যেসব ডাক্তাররা বাড়িতে সার্ভিস দেন, তারা হসপিটালেই থাকেন। ঐখানে তো কোন কোয়ার্টার নেই, রামমনোহর লোহিয়া হসপিটালে কোন কোয়ার্টার নেই। তারা ১০ থেকে ১২ কিমিঃ দূরে থাকে। এটা কোন এলইটেরিয়া হওয়া উচিৎ না যে একেবারেই হসপিটালের কাছে থাকতে হবে তা নয়, যার যেটা ডিউটি সে সেটা করলেই হয়। আমার আর একটা জানার বিষয় মাননীয় মন্ত্রীর কাছে। যেটা সুদীপ বাবু বলেছেন, শনিবারে না কি, আমাদের আম্বেদকর হাসপাতালে দাঁতের চিকিৎসা হয়। সোমবারে, মঙ্গলবারে যদি ভর্তি হয়, ৭ দিন বসে থাকতে হয়। দাঁতের ব্যাথার মত আর কোন ব্যথা আছে কিনা পৃথীবিতে আমার জানা নেই। এটার পরিবর্তন করা হবে কি না?

**শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—** স্যার, এক একজন ডাক্তার, এক একদিন আউট ডোর, ডিউটি করেন, যদি একই ডাক্তারের পরিষেবা পেতে চান, তাহলে তার তারিখ অনুযায়ী আসতে হয়। এমনিতে প্রতি দিনই চালু আছে, একই ডাক্তারের পরিষেবা পেতে গেলে শ্যামাবাবুকে দাঁতের ব্যথা ভোগতেই হবে কিছু করার নেই। না হলে পরে হাসপাতালের যে ব্যবস্থা প্রতিদিনই চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

**শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :—** এক্সরে মেশিন, এক্সরে মেশিনের ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ সংকীর্ণ, একদিন মাত্র যায়।

**শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—** স্যার, না আমরা এর মধ্যে টেকনিসিয়ান দিয়েছি, আলোচনা হয়েছে। দুইজন ডাক্তার অলটারনেটিভ ডিউটিতে যাবে।

## CALLING ATTENTION

**মিঃ স্পীকার :—** আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। সদস্যদের নাম হলো সর্বশ্রী প্রশান্ত দেববর্মা সুদন দাস,

অমিতাভ দত্ত। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :— "আন্তর্জাতিক বানিজ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারনে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত আখাউড়া, রাঘনা এবং বিলোনীয়া রাস্তা এবং সেতু নির্মান সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দেববর্মা, দাস ও দত্ত কতৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তা হলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবে ন।

**শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** স্যার, এই বিষয়ে আগামী ১৫-০৩-২০০১ ইং উত্তর দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্যরা হলেন শ্রী বাসুদেব মজুমদার ও শ্রী বিন্দুরাম রিয়াং। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "ত্রিপুরা রাজ্যে চক্ষু ব্যাঙ্ক স্থাপন করা সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্য দ্বয় শ্রী বাসুদেব মজুমদার ও শ্রী বিন্দুরাম রিয়াং কতৃর্ক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপব বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—** স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ১৬ ৩-২০০১ ইং তারিখে উত্তর দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি নিম্ন লিখিত সদস্যের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি সদস্যের নাম হচ্ছে শ্রী কাশীরাম রিয়াং। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো ১২ই মার্চ ২০০১ ইং সোমবার স্যন্দন পত্রিকায় (প্রথম পৃষ্টায়) সাংসদের বাসরঘরে পাপীরাই শাহেন শাহ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পার্কে।" আমি মাননীয় সদস্য শ্রী কাশীরাম রিয়াং কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃত্তি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

**শ্রী মাণিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :—** স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ১৬, ৩, ২০০১ ইং তারিখে উত্তর দেব।

**মিঃ স্পীকার :—** আজ একটি দৃষ্টি আকর্বনী নোটিশেব উপর শিল্প বানিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন। এখন আমি শিল্পি ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী নারায়ন চৌধুরী এবং শ্রীজয় গোবিন্দ দেবরায় মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো "চা পাতার মূল্য হ্রাস পাওয়ায় চা শিল্পে সংকট

হওয়া সম্পর্কে।"

**শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 'চা পাতার মূল্য হ্রাস পাওয়ায় হয় চা শিল্পে সংকট সম্পর্কে')। চা পাতার মানের উপর যে এর মূল্য নীলাম বাজারে নির্ধারিত করা হয়। ত্রিপুরা, কাছাড় এবং দক্ষিণ ভারতের উৎপাদিত চা-এর মান অন্য চা-এর তুলনায় নিম্নমান। এই চা-এর সঙ্গে গুনগত মানের চা, আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং চা ব্যাগিং করে বাজারে আসে এই নীলাম বাজারে গত বছরে প্রচণ্ড ঘাটতি দেখা দেয়। এবং এর মূল কারণ যেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে বর্তমান নীতি তাতে সার্ক ভুক্ত যে দেশগুলি করহীন ভাবে আমাদের এখানে ঢোকতে পারে। বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকার যে চা সেই চা ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ ভারতের সমতুল্য। এটা একটা কারন। দ্বিতীয়ত. যেটা হয়েছে যে এই বাজারে কমে যাওয়ার ফলে, আমাদের রাজ্যে যে বাগানগুলি আছে, তার মালিকই শুধু. নয় তার সঙ্গে যুক্ত প্রায় ২ হাজার শ্রমিক। এবং আমাদের যেটা শিল্প দপ্তর এবং বিভিন্ন বেসরকারী উদ্যোগে ব্যক্তিগত ছোট ছোট চা বাগানগুলি রয়েছে। আমাদের রাজ্যে এই রকম প্রায় ৪ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষী আছে। এখানে তার মধ্যে, ১ হাজারের মত উপজাতি জুমিয়া তারা চা চাষের সঙ্গে যুক্ত আছে। এই দাম কমে যাওয়ার ফলে সমস্ত শিল্পটা এখন একটা সংকটের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের আর একটা নীতি আমাদের রাজ্যে প্রয়োগ করেছে। যেটা আগে ছিল না। তার ফলে আমরা ক্ষতি গ্রস্ত হচ্ছি। পূর্বে আমাদের রাজ্যে চা এর উপর কোন আবগারি কর ছিল না। একটা সময়তে চালু করে ছিল, মাত্র ৫০ পয়সা, আসামে যেটা ছিল মাত্র ১.৫০ পয়সা। ত্রিপুরা কিংবা দক্ষিণ ভারতের জন্য জায়গাতে ৫০ পয়সা। আমরা এটা দরবার করার ফলে. ১৯৮৬-৯৯ পর্যন্ত এটা তুলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু, আবার ১৯৯৯ সালে প্রতি কেজি চা-তে, আবকারি কর ২ টাকা ধার্য্য করেছে। ১৯৮৩ইং সাল থেকে ১৯৯৯ইং সালের মার্চ পর্যন্ত চা-এর উপর নির্ধারিত আবগারী শুল্ক নিম্নরূপ :—

আবগারি করের হার

| সন | |
|---|---|
| ১৯৮৩ পর্যন্ত | শূন্য |
| ১৯৮৩-১৯৮৬ পর্য্যন্ত | উজান আসাম —১.৫০ টাকা কেজি<br>বাকী রাজ্যের জন্য ০.৫০ টাকা। কেজি |
| ১৯৮৬-১৯৯৯ পর্য্যন্ত | শূন্য |
| ১৯৯৯ পর্য্যন্ত | ২.০০ টাকা। কেজি |

এই আবগারি কর প্রদান করতে গিয়ে এ ধরনের নিম্নমানের চায়ের শিল্প এ বিশাল আর্থিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে।

বিশ্বায়নের প্রভাবে যে সমস্ত চা উৎপাদনকারী দেশ কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ সমূহ থেকে অবাধে খুব স্বল্প আমদানি শুল্ক দিয়ে বৈদেশিক চা ভারতের বাজারে প্রবেশের ফলে দেশীয় বাজারের একটা বিরাট অংশ এরা দখল করে নিয়েছে এবং ভারতে উৎপাদিত চায়ের বাজারে মন্দাভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিদেশেও আমাদের চা রপ্তানি কমে গেছে।

উপরিউক্ত কারণ সমূহের জন্যে ত্রিপুরার মত নিম্নমানের চা উৎপাদনকারী রাজ্য একটা বিশাল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় সরকার এবং চা পর্ষদকে এই সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়ন করার জন্যে রাজ্য অনুরোধ করা হয়েছে :—

১) চায়ের আমদানি কর আনুপাতিক হারে বাড়িয়ে দেওয়া।

২) আমদানী শুল্ক চা থেকে প্রত্যাহার করা বিশেষতঃ ত্রিপুরার মতো নিম্নমানের চা উৎপাদনকারী রাজ্যের জন্য।

৩) দক্ষিণ ভারতে, ক্ষুদ্র চা চাষীদের তাদের উৎপাদিত সবুজ চা পাতার সহায়ক মূল্য প্রাপ্তির জন্যে, ভারতীয় চা পর্ষদ একটি প্রকল্প চালু করেছে (প্রতি কেজি উৎপাদিত চা যদি নীলাম বাজারে ৫০ টাকার কমে বিক্রী হয় সে ক্ষেত্রে ভারতীয় চা পর্ষদ প্রতি কেজিতে ১০ টাকা হারে ভর্তুকী প্রদান করবে) এবং এ রাজ্যেও তা সম্প্রসারণ করতে হবে ক্ষুদ্র চা চাষীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য।

৪) বিভিন্ন প্রকল্পে, উন্নতমানের চা উৎপাদনে সহয়তা করা।

৫) চা চাষের জন্য উপজাতি জুমিয়া সহ ক্ষুদ্র চাষীদের ভূর্তুকির পরিমান বাড়ানো।

৬) রিপ্লেন্টিং ও এক্সটেনশন কর্মসূচীতে চা ভর্তুকী বাড়ানো

**মিঃ স্পীকার :—** আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর পরিবহন দপ্তরের ভারপাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্যদ্বয় শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা এবং শ্রী স্বপন দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "রাজ্যে টেলিফোন পরিষেবা বিপর্যস্ত হওয়া সম্পর্কে।"

**শ্রী সুকুমার বর্মন মন্ত্রী :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, টেলিফোন পরিসেবার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের টেলি যোগাযোগ দপ্তরের আওতাভূক্ত। টেলিফোন পরিষেবার উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তর টেলিকম জেনারেল ম্যানেজারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে যাচ্ছে।

সুসংহত বন্দোবস্তের অভাবে শহর ও মহকুমার সাথে সঙ্গতি রেখে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিফোন পরিষেবার উন্নতি ঠিকভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না। বেশীর ভাগ অ্যাকসচেঞ্জগুলো

কাজ করছে ভাড়া বাড়ীতে এবং ৪ চ্যানেল বিশিষ্ট ও কাছাকাছি মহকুমা কার্য্যালয়ের সাথে যুক্ত যা সমস্ত লাইনের কাজ চালাতে অসমর্থ। দক্ষিণ জেলার সাব্রুম অমরপুর এবং বিলোনীয়ার সাথে আগরতলার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। রাজ্যের নিরাপত্তা জনিত কারন কিল্লা, রূপাইছড়ি শিলাছড়ি ইত্যাদি স্থানে অতিসত্বর টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা প্রয়োজন। উত্তর, জেলার কৈলাশহর থেকে কাঞ্চনপুরের এস, টি, ডি, লাইন প্রায়ই খারাপ থাকে। কৈলাশহর অ্যাকসচেঞ্জ ৩০ চ্যানেল বিশিষ্ট হওয়ায় তা কুমারঘাট, কাঞ্চনবাড়ী, কাঞ্চনপুর মনু ভামুন ইত্যাদি স্থানের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। এস, টি, ডি, লাইন পাওয়ার জন্য তাকে ৩০ চ্যানেল থেকে ৬০ চ্যানেলে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। ধর্মনগর অ্যাকসচেঞ্জও ৩০ চ্যানেল হওয়াতে কদমতলা, পানিসাগর, পেঁচারথল ইত্যাদি স্থানের সাথে যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটে। তাকেও ৬০ চ্যানেল রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। ধলাই জেলার গণ্ডাছড়া, লংতরাইভ্যালী, ডম্বুরনগর, ছাওমনু, সালেমার লাইন গত এক বছর যাবত খারাপ আছে। ইদানীংকাল কমলপুরের লাইনেও গণ্ডগোল চলছে। রাজ্যের সমস্ত অ্যাকসচেঞ্জগুলার যথাযথ কাজ সম্পন্ন হবার পর আশা করা যায় সমস্ত ষ্টেশনের সাথে টেলিফোন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে গত ১৮-২-২০০১ইং তারিখে টেলিফোনের চীফ জেনর‍্যাল ম্যানেজারের সাথে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের আলোচনা হয়েছে।

**শ্রী সুধন দাস :** - মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে উল্লেখ করেছেন যে বিভিন্ন জায়গায় টেলিফোন লাইন দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে এও বলেছেন, পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, সুযোগ বাড়ানোর জন্য কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ? ১টা কি ২টা চ্যানেলের অ্যাকসচেঞ্জগুলি চালু করাতে কোথাও লাইন পাওয়া যাচ্ছে না। টেলিফোন পেতে পেতে লোকই সেখানে চলে যেতে পারবে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিফোনের সুযোগ বাড়ানোর জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ? করা হয়ে থাকলে সে ব্যবস্থা কী এবং না হয়ে থাকলে তার কারণ কী ?

**শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :**— মাননীয় স্পীকার স্যার. আমি আগেই বলেছি, সুসংহত বন্দোবস্তের অভাবে টেলিফোন পরিষেবা ঠিকমত পাওয়া যাচ্ছে না। এস, টি, ডি লাইন এবং লোক্যালে কলের ক্ষেত্রে অসুবিধে হচ্ছে। এর জন্য বিভিন্ন সময়ে টেলিফোন দপ্তরের চীফ জেনারেল ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ রাখা হয়েছে। এখানে আমি এও উল্লেখ করেছি, গত ১৮-২,২০০১ ইং তারিখে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীটেলিকমের চীফ জেনারেল ম্যানেজারের সাথে আলোচনা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যেগুলি ৩০ চ্যানেল অ্যাকসচেঞ্জ সেগুলিকে ৬০ চ্যানেল অ্যাকসচেঞ্জে পরিণত করা হবে। আর যেগুলি ৬০ চ্যানেল যুক্ত অ্যাকসচেঞ্জ সেগুলিকে ১২০ চ্যানেল যুক্ত অ্যাকসচেঞ্জে পরিণত করা হবে। কিছু কিছু কাজ আরম্ভ ও হয়েছে। এগুলি হয়ে গেলে আর অসুবিধে থাকবে না। যে সময়ের মধ্যে কাজটা শেষ করতে চাচ্ছেন সে সময়ের মধ্যে কাজগুলি শেষ না হওয়াতে প্রচণ্ড

অসুবিধা হচ্ছে।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্যগণ, এখন রিসেস্ পিরিয়ড। রিসেস্-এর পর আপনারা আবার এই সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারবেন। এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল। শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা।

**শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সালেমাতে গত এক বছর ধরে টেলিফোনের লাইন প্রায় বন্ধ। অথচ সেখান থেকে রেন্টাল ফী গুলি ঠিকই নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু টেলিফোন কোন কাজ করছে না। এই ব্যাপারটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এবং দপ্তরের সাথে বসে বিষয়টি কিভাবে সুলভ করা যায় তা জানাবেন কি?

**শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :—** স্যার আমি প্রথমেই বলেছি যে শুধু কমলপুর এবং সালেমাই না রাজ্যের সবত্রই লাইনের অসুবিধা হচ্ছে। টেলিফোন লাইন পাওয়া যাচ্ছে না। এই অসুবিধার কথা জানিয়েছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের নিয়ে মিটিং করেছেন। সেখানে আমাদের রাজ্যের মুখ্যসচিব, ট্রান্সপোর্ট দপ্তরের কমিশনারও সেই মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন। সেই মিটিং-এ রাজ্যের প্রতিটি জায়গায় কথাই বলা হয়েছে। তারা সেখানে আশ্বাস দিয়েছেন যে, অপটিক্যাল ফাইবারের লাইনের কাজ শুরু করেছেন। এই কাজ শেষ হলেই টেলিফোন লাইনের সুবিধাগুলি পাওয়া যাবে। সবটা বিষয়েই আমরা অবগত আছি যাতে রাজ্যের টেলিকম পরিষেবা ভাল হয়। আমাদের রাজ্যের জনগণ যাতে টেলিফোনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারেন সে বিষয়ে আমরা সদা সচেষ্ট।

**শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা :—** স্যার, আমি টেলিকম এডভাইসরী বোর্ডের মেম্বার। আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে যে সালেমা, হালাহালির এলাকার লোকেরা টেলিকম ডিপার্টমেন্টের লোকদের সাথে কো-অপারেট করে না, তারা দুর্ব্যবহার করেন। এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

**শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :—** স্যার, সালেমাতে দীর্ঘদিন ধরে টেলিফোন অচল হয়ে আছে। অথচ রেন্টাল ফী সব সময়েই তাদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে। ওখানে টেলিফোন লাইনের ত্রুটি মুক্তের জন্য কোন কাজ হচ্ছে না। প্রথমে তালা দেওয়া হয়েছে। পরে টেলিকম ডিপার্টমেন্টের লোকদের সাথে সহযোগিতা করা হয়েছে। স্টেট স্টেট গর্ভার্নমেন্টের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের থেকে টেলিকম ডিপারমেন্টকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। জায়গা দেবার পরেও দপ্তর সে জায়গা অকুপাই করে ছিলেন। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আমরা সে জায়গা পরিস্কার করে দিয়েছি। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত টেলিকম দপ্তর সে ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না।

**শ্রীরতনলাল নাথ :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, টেলিফোনে সবচেয়ে আধুনিক মিডিয়া হচ্ছে ওয়েরলেস মিডিয়া। এর থেকে আমরা এখনও পিছিয়ে আছি। কিছু দিন আগে মোহনপুরে হয়েছে। জিরানীয়া সহ অন্যান্য অঞ্চলগুলি এখনও বাকী রয়েছে। রাজ্যের কোন কোন জায়গা

এখনও ওয়েব সী মিডিয়ার আওতা থেকে বাকী রয়েছে এবং এই সমস্ত জায়গা গুলিকে ওয়েব সী মিডিয়ার আওতায় আনা হবে কিনা এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :—** স্যার, আমি প্রথমেই বলেছি যে রাজ্যের জনগণের স্বার্থে আমরা টেলিকম ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করছি যাতে টেলিফোন পরিষেবা উন্নত হয়। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সে ব্যাপারে যে সমস্ত জায়গাগুলি বাকী রয়েছে সেগুলির ব্যাপারে টেলিকম দপ্তরের সাথে আলোচনাক্রমে টেলিফোন পরিষেবা যাতে উন্নত করা যায় সে ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করব।

**শ্রীসমীর দেবসরকার :—** পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, খোয়াই, কল্যানপুর এবং তেলিয়ামুড়ায় টেলিফোন তুললে লাইন পাওয়া যায় না। গত পাঁচ দিন যাবৎ সেখানে লাইন বন্ধ হয়ে আছে। বারবার যোগাযোগ করেও লাইন পাওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে টেলিকম দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হবে কিনা? দ্বিতীয়তঃ পঞ্চায়েতগুলিতে সোলারচালিত মেশিন বসানো হয়েছিল। যেগুলি দিয়ে দুর্গম এলাকায় টেলি যোগাযোগ করা যেত সেগুলি আজ প্রায় ১০/১২ বছর যাবৎ নষ্ট হয়ে আছে। দপ্তর এগুলি সারাইয়ের কোন ব্যবস্থা নিচেছ না। এ ব্যাপারে রাজ্য রাজ্য সরকারের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে কিনা? তৃতীয়, টেলিফোন লাইন সম্প্রসারনের ব্যাপারে রাজ্যের বিভিন্ন পি. ডাবল. ডি রাস্তাগুলি খুড়াখুড়ি করা হচ্ছে। কিলোমিটারের পর কিলোমিটার রাস্তা এইভাবে খুড়াখুড়ি করা হচ্ছে কিন্তু সেগুলিকে সারাই করার জন্য টেলিকমদপ্তর কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। রাস্তাঘাটের এই যে অবস্থা এটা নগরে আনা হয়েছে কি এবং এই সারাইয়ের ব্যবস্থা কে করবেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দেখবেন কিনা।

**শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) : –** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, গত ৪ দিন যাবৎ পুরাপুরি ভাবে খোয়াই এবং তেলিয়ামুড়াতে টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই বিষয়টা আমাদের জানা ছিল না। মাননীয় সদস্য যখন এই বিষয়টা উৎথাপন করেছেন নিশ্চয়ই আমরা টেলিফোন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করব যাতে তাড়াতাড়ি টেলিফোন লাইন চালু করা যায়।

মাননীয় সদস্যের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে টেলিফোন দপ্তর লাইনে কাজ করার জন্য রাস্তাঘাট খুড়ছেন কারন আমি যতটুকু জানি তার জন্য টেলিফোন দপ্তর পি, ডবল, ডি ডিপার্টমেন্টেকে টাকা দেন এবং পি, ডবল, ডি ডিপার্টমেন্ট সেই কাজ করবেন। পঞ্চায়েত টেলিফোন সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেছেন কিন্তু এই ব্যাপারে আমিও জানি যেদিন পঞ্চায়েত দপ্তরে টেলিফোনগুলি, দেওয়া হয়েছে সেদিন থেকেই বিকল হয়ে আছে অর্থাৎ যেদিন জন্ম সেদিনই টেলিফোনের মৃত্যু হয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তরের টেলিফোন নিয়ে আমি টেলিফোনের নিয়ে আমি টেলিফোন দপ্তরে কথা বলেছিলাম কিন্তু দপ্তরে থেকে আমাকে বলা হয়েছে এই টেলিফেনের এক্সচেঞ্জগুলি সবাই করা হবে না এবং এখন নতুন লাইন করা হচ্ছে, এই নতুন লাইন থেকেই আবার টেলিফোনের লাইন দেওয়া হবে।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের প্রত্যেক মেম্বারের অভিযোগ আছে এবং সবগুলি অভিযোগ আমরা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে দেব। মাননীয় মন্ত্রী শমস্ত অভিযোগ নিয়ে টেলিফোন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

**শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :—** হ্যাঁ স্যার এই ব্যাপারে আমি টেলিফোন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করব।

**শ্রী সমীর দেব সরকার :—** পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সমস্ত পঞ্চায়েতের যে রাস্তাগুলি আছে সেই রাস্তাগুলি মাটি খোড়ার ফলে চলাচলের অযোগ্য হয়ে আছে। এই রাস্তাগুলি সারাই করা হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

**শ্রী সুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :—** ঠিক আছে মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিলেন এই বিষয়টা নিয়ে আমি টেলিফোন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব যে, এবং পি. ডাবলিউ. ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলব যে এই যে রাস্তাগুলি আছে যে সম্পর্কে ডিপাটমেন্ট থেকে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

**শ্রী সুদন দাস :—** পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে এমনও ঘটনা আছে দের মাস, দুই মাস আগে টাকা জমা দিয়ে রেখেছে অনেকে। কারণ নূতন এক্সচেঞ্জ করবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। প্রায় ১০ থেকে ২০টি পরিবার টাকা জমা দিয়েছিল। স্যার, আমি কয়েকটি জায়গার নাম বলছি নীহার নগর, মতাই, বীরচন্দ্র নগর এবং আরও কয়েকটি জায়গায় এক্সচেঞ্জ হবে এবং লাইন দেওয়া হবে এই রকম ঘোষণা করা হয়েছিল। এছাড়া টেলিফোনের বিল যে পাঠানো হয় সেটাও অনেক সময় দেখা যায় যত্ত তারিখের মধ্যে বিল দেওয়ার কথা তার পরে এসে বিল পৌছায়। তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি স্যার।

**শ্রীসুদন দাস :—** স্যার, আমার একটা বিল এসেছে কয়েকদিন আগে। বিল জমা দিতে হবে ৮ তারিখের মধ্যে। এই টাকা সময়মত জমা না দিলে আবার ফাইন দিতে হবে। বিলের কাগজ আমার কাছে এসে পৌঁচেছে ১২ তারিখে। বিল জমা দিতে হবে ৮ তারিখের মধ্যে, আর আমার কাছে কাগজ এসে পৌঁছেচে ১২ তারিখে। তাহলে আমি কি করে সময়মত দেব ? এই ব্যবস্থাটা দেখা দরকার। আর বিরাট যে বিল হয় এটাও মাননীয় স্পীকার তার দৃস্টান্ত। তাছাড়া মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে চালু করা হবে কিনা ? এই বিষয়গুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা ?

**শ্রী সুকুমার বর্মন মন্ত্রী :—** এখানে শ্যামাচরন বাবু এবং অন্যান্যরা যে কথাটা বলেছেন, সবগুলি বিষয় নিয়ে আমরা সেখানে কথা বলব। তাছাডা এটা আমি প্রথমেই বলেছি যে এটা এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর। আমরা রাজ্যে সরকার, রাজ্যের মানুষের স্বার্থে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকি যাতে যে সুযোগগুলি আছে সেগুলি সম্প্রসারিত হয়। তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা সবাই দেখেছেন যে তারা পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দেয় লাইনের জন্য টাকা দেওয়ার জন্য। সেখানে দুই বৎসর তিন বৎসর পার হয়ে

যাবে লাইন দিচ্ছেনা। মানুষ তাদের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে টাকা দিচ্ছেন। এটা একটা বিরাট সমস্যা। এটা শুধু বিলোনীয়াতে নয়, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র এই সমস্যা রয়েছে। নিশ্চয়ই আমরা সেটা দেখব।

## LAYING OF REPLIES TO THE POSTPONDED QUESTIONS

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— লেয়িং অব রিপ্লাইস টু দি পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চান্স।

বিধানসভার গত অধিবেশনে পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৩ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এখন আমি মাননীয় অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৩ এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— Mr. Speaker Sir, I beg to lay the replies of postpond un-starred question No. 93 on the table of the House.

ANNEXURE—'C'

## PRESENTATION OF PETITIONS

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি সাতটি (৭টি) পিটিশান পেয়েছি। প্রথম পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রীনীলকৃষ্ণ দত্ত এবং সাং ১৫৪ জন।

পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো :— "Regarding prayer for impartial judgement regarding deprivation to the Betel leaf cultivators in respect of getting loan money of the schemes undertaken by the Govt. at Tapania under the main office of Udaipur betel leaf cultivators Co-operative Society Limited under South Tripura District.

দ্বিতীয় পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী বিষ্ণুরাম রিয়াং এবং সাং ৪৯ জন। পিটিশানটির বিষয়বস্তু, হলো :— "Regarding prayer for protection of paddy land measuring about 150 kani from floods and draught at Senai Cherra Gao Sabha under South Tripura District.

পিটিশান দুটিতে ফরোয়ার্ড এবং কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় মহোদয়।

এখন আমি বিধানসভার সচিব মহোদয়কে নির্দেশ দিচ্ছি পিটিশান দুটি এই সভায় উৎথাপন করার জন্য।

I have to report/ 2 (two) Petitions countersigned by Shri Joy Gobinda Deb Roy, M.L.A. as per statement laid on the table have been received on the subject matter in the statement against each of them.

1. Prayer for impartial judgement regarding deprivation to the betal leaf cultivators in respect of getting loan money of the schemes under taken by the Government at Tapania under the main office of Udaipur betel leaf cultivators Co-operative society limited under south Tripura district.

1. Prayer for protection of paddy land measuring about 150 kani from flood and draught at Sonai Chhari Gao Sabha under South Tripura District.

মি: স্পীকার :— তৃতীয় পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী সমরেন্দ্র সিন্‌হা এবং গং ৭৪ জন। পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো :—

Regarding prayer for extension of electric line at the west side of laxminagar Gao Sabha and undertaking the brick soling work in the road from Gobindapur to Gouripur (upto Mahadev Bari) of laxmipur Gao Sabha under Dharmanagar Sub-Division, North Tripura"

চতুর্থ পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী গৌরমোহন সিন্‌হা এবং গং ৩১৬ জন। পিটিশানটির বিষয় বস্তু হলো :— Regarding prayer for construction of a permanent pacca bridge in place of wooden bridge on the river of Manu for the benefit of 30 thousand people of west Kailasahar areas under North Tripura District."

পঞ্চম পিটিশানটি দিয়েছেন মো: আবু তাহেরজালাল উদ্দীন এবং গং ৪৯ জন। পিটিশানটির বিষয় বস্তু হল :— Regarding prayer for rescue of wakf property at Boulapasa from the thorn wire fencing scheme in the border areas of the state under-taken by the central government.

ষষ্ঠ পিটিশানটি দিয়েছেন মো: আবু তাহেরজালাল উদ্দীন এবং গং ৪৮ জন। পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো :— Regarding prayer for construction of a maktab (Muslim Primary school) in a place belongs to wakf at Boulapasa under north Tripura District."

সপ্তম পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র দাস এবং গং ২৭১৪ জন। পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো :— Regarding prayer for construction of a brdige over the river of Dhalai for communication facilties in between two places of Balahali and Debichhara under Dhalai Sub:— Division for the purpose of Business."

উক্ত পিটিশনে পাঁচটি ফরোয়ার্ড এবং কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা মহোদয়। আমি এখন বিধানসভার সচিব মহোদয়কে নির্দেশ দিচ্ছি পিটিশানগুলি সভার উপস্থাপন করার জন্য।

সচিব, ত্রিপুরা বিধানসভা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এবং মাননীয় সদস্য শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা মহোদয় যে পাঁচটি পিটিশান কাউন্টার সাইন করে ফরোয়ার্ড করেছেন সেই পিটিশানগুলি সভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ২৫৭ ধারামূলে উক্ত পিটিশানগুলি পিটিশান কমিটিতে প্রেরণ করা হলো।

## PRESENTATION OF COMMITTEE REPORT

মিঃ স্পীকার:— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, ডেলিগেটেড কমিটির পনেরতম প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া (চেয়ারম্যান, ডেলিগেটেড কমিটি) মহোদয়কে কমিটির পনেরতম প্রতিবেদনের প্রতিলিপি সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করেছি।

**Sri Khagendra Jamatia :** Mr. Speaker Sir, I beg to present the 15th (Fifteenth) Report of the Committee, on Delegated Legislation on the Table of the House.

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা কমিটির রিপোর্ট এর প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

## ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, যে, আমি মাননীয় সদস্য সদস্য মহোদয়দের কাছ থেকে বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ৯৪ নং ধারা মোতাবেক দুইটি "প্রাইভেট মেম্বার্স রেজোলিউশনের" নোটিশ পেয়েছি। নোটিশ দু'টির প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা শ্রীজওহর সাহা মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

Secretary (T.L.A) :— Mr. Speaker Sir, Under rule 255 of the rules of procedure & conduct of business in the tripura legislative assembly,

"Circumstances which led to and situation arising out of brutal murder of Madhusudan Saha on 20th February, 2001 at Agartala be taken into consideratin."

দ্বিতীয় নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তুর হলো :— "Security measures for the Members of the Tripura Legislative Assembly."

পরীক্ষা নীরিক্ষান্তে উপরোক্ত নোটিশ দু'টি অনুমোদন করেছি এবং উক্ত নোটিশ দু'টি বিষয়বস্তু উপর এই সভায় আলোচনা করার জন্য আগামী ১৪ই মার্চ ২০০১, বুধবার, তারিখ ধার্য্য করেছি।

দুইটি নোটিশের উপর আলোচনার জন্য ৩০ (ত্রিশ) মিনিট করে ১ (এক) ঘন্টা সময় দেওয়া হলো।

শ্রীজহওর সাহা (বিরোধী দলনেতা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আধ ঘন্টা করে সময় কম হয়ে যায়। প্রতিটির জন্য এক ঘন্টা করে সময়ে দিলে ভাল হবে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, আপাতত: আধ ঘন্টা করে এক ঘন্টা সময় দেওয়া হলো।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়ের নিকট শর্ট ডিস্কাশন অন্ মেটারস্ অব্ আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স" এর উপর একটি নোটিশ পেয়েছি এবং জনজীবনের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সেটির অনুমোদন দিয়েছি।

উক্ত নোটিশটির বিষয়বস্তুর উপর আগামী ১৫ মার্চ, বৃহস্পতিবার, ২০০১ তারিখ. এই সভায় আলোচনা হবে।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "১৯৯৩ সালে আগরতলা পুরসভার ছাঁটাইকৃত কর্মচারীদের পুনঃ নিয়োগের ব্যাপারে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি এখনো বাস্তবায়িত না হওয়া সম্পর্কে।"

ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ৬০ নং ধারা মোতাবেক উক্ত বিষয়বস্তুটির উপর আলোচনার জন্য ১ (এক) ঘন্টা সময় নির্ধারন করা হয়েছে।

## HALF AN HOUR DISCUSSION

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— 'হাফ্ এ্যান্ আওয়ার ডিস্কাশন'। আজকের কার্য্যসূচীতে একটি হাফ্ এ্যান্ ডিস্কাশন-এর উপর নোটিশ আছে। নোটিশটি

এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক কুমার রায় মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—
১। রাজ্য সরকার অবগ আছেন কি, বেসরকারী পরিবহন সংস্থাগুলি, এফ, সি, আই, পরিবহন কণ্ট্রাকটরের মাধ্যমে ধর্মনগর এবং চোরাইবাড়ী থেকে চাউল গম, চিনি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পরিবহন করে থাকে।'
২। ইহা কি সত্য যে, বিগত দিনে এফ, সি, আই, কনট্রাকটারদের দ্বারা পরিচালিত ট্রাক বোঝাই মাল গাড়ী চাল, চিনি লুট এবং চুরি হওয়ার এবার ১ (এক) বৎসরের জন্য টেণ্ডারে প্রত্যেক বোড ট্রাক গাড়ীকে ইনস্যুরেন্স করে দেওয়ার জন্য এফ, সি আই, কর্তৃপক্ষ কনট্রাকটরদের টেণ্ডারে অধিক রেট দেওয়া সত্বেও দুই মাস যাবৎ ইনস্যুরেন্স বিহীন পরিচালনা করে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা কনট্রাকটরগণ আত্মসাৎ করেছেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক কুমার রায় মহোদয়কে উনার নোটিশটির উপর আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী দীপক কুমার রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারিনি বলে আমি রিপ্লাই চেয়েছি এবং শর্ট ডিউরেশন ডিসকাশন চেয়েছি পুনরায়। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়েছেন যে এফ, সি, আই, কর্তৃক যে টেণ্ডার হয়েছে সেই টেণ্ডারে ইনস্যুরেন্স করার কোন প্রভিশন নেই বলে উনি উত্তর দিয়েছেন। আমি এগজাম্পল হিসেবে উনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি। ত্রিপুরা দর্পন পত্রিকায় ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০০ ইং সন, প্যারা-৫ টেণ্ডার নোটিশ—
The Food Corporation of India, Regional Office NEF Region, Shillong"
এর ভেতর দিয়ে পয়েন্ট দেওয়া আছে তা' হল এই—
"The Contractor to be appointed is required to obtain Insurance coverage of the stocks to be transported by them on behalf of the Food Corporation of India. Premium of which shall be borne by the contractor"
This is the condition.
উত্তর এসেছে এখানে না। দ্যাট ইজ টেণ্ডার। আপনি চাইলে আমি কপি দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই টেণ্ডার যে গ্রহণ করেছে উইথ ইনস্যুরেন্স তার একটা কপি জনৈক কনট্রাকটর আমি হাউসে পেশ করতে পারি যদি স্পীকার সাহেব অনুমতি দেন। এখানে এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, কি কারণে আজকে এই প্রশ্ন আসছে ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা এফ, সি, আই-এর ব্যাপার। এফ,সি,আই, হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অর্গানাইজেশন।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— স্যার, এটা আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন আপনি।

মিঃ স্পীকার : — ঠিক আছে 'উনি অল্প কথায় বলে নিক' পরে আপনি বলবেন।

**শ্রীদীপক কুমার রায় :—** স্যার, এটা চিনি লেপোর্ট তদন্ত থেমে যাওয়ার ক্ষুব্ধ এফ,সি,আই মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠিয়েছে। স্যান্দন পত্রিকায়, দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে চুক্তি ভেঙ্গে বীমা ছাড়া পণ্য পরিবহন করছে তা রাজ্য সরকার জানেনা। দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় উঠেছে চুক্তি ভেঙ্গে বীমা ছাড়া চাউল পরিবহন করে মুনাফা লুটছেন ঠিকাদাররা। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে জড়িত কিনা এটা দেখুন। আমার প্রশ্নটা শুনুন না, তারপরে উত্তর দিন, আপনি উইথড্র করছেন কেন? আমি এটা ফুড মিনিষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, এখানে তিনটি সিন্ডিকেট আছে। ওনার্স সিন্ডিকেট, শ্রমিক সংস্থার দুইটি রয়েছে একটি হচ্ছে আই,এন,টি,ইউ,সি, আর একটি হচ্ছে সি,আই,টি,ইউ। সবাই চেয়েছিল ডিজেলের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই চিনি ইত্যাদি লুট হয়ে যায় আঠারমুড়া, লংতরাই ইত্যাদি জায়গায়। পাহারা দিতে হয়। লুট হয়ে গেলে পয়সা পাওয়া লুট হয়ে গেলে পয়সা পাওয়া যায় না সব মালিকদের দিতে হয়, শ্রমিকদের দিতে হয়। শ্রমিকদের বেতন মালিক কাটে এইসব সমস্যা এখানে চলছে। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে ঐ তেলিয়ামুড়া থানায় ও,সির। এখানে রিসিভড করা আছে ও,সির। যদি চান তাহলে আমি হাউসে পেশ করতে পারি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সিন্ডিকেট থেকে তিনটা সিন্ডিকেট থেকে যৌথভাবে চিঠি দিয়েছিল এই কনট্রাকটারদের যে এখানে মাল শর্টেজ হল এই সব গো-ডাউনে—ও,এম,জি,সি, চুড়াইবাড়ী, ধর্মনগর, অরুন্ধতীনগর সেখানে ভাড়া কাটা হয়। সেই ভাড়া ঐ মালিকরা শ্রমিকদের কাছ থেকে কেটে নেয়। পাশাপাশি সেখানে যদি মাল বৃদ্ধি হয়, কোন কোন গাড়িতে মাল ৮০ কেজি, ১০০ কেজি হয় সেটা এন্ট্রি করা হয় না। শুধু শর্টেজটা এন্ট্রি করে শ্রমিকদের, মালিকদের থেকে কেটে নেওয়া হয়। লক্ষ্য করার ব্যাপার আছে।

এখানে একটা প্রশ্ন এই যে লেবার, যারা আমাদের লেবার আছে—সি,আই,টি,ইউর আছে, আই,এন,টি,ইউ,সির আছে তাদেরকে ওনারা খুশী হয়ে একশত দেড়শত বকশিস দেয় লোডিং আন-লোডিং হিসাবে চার্জ হিসাবে। কিন্তু ওরা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী তারপরেও তাদের লোডিং আনলোডিং-এর জন্য তাদেরকে একশত দেড়শত টাকা সবসময় দিয়ে আসছে এবং দিতেও রাজী তারা। এই চার্জটা হঠাৎ করে তিনশত থেকে চারশত টাকা হল আবার কোন কোন জায়গায় পাঁচশত সাতশত টাকা করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে এই টাকাগুলি কি লেবাররা পায় না এরমধ্যে কেউ দাঁড়িয়ে আছে? এটা আর একটি প্রশ্ন। যখন তিনটি সিন্ডিকেট মিলে চিঠি দিল ইনস্যুরেন্স করার জন্য, এগুলি বন্ধ করার জন্য কনট্রাকটারদের, সমস্ত সিন্ডিকেটের চিঠিগুলি কপি আমার কাছে আছে যদি হাউস চায় তাহলে আমি স্পীকার মহোদয়ের কাছে দিতে পারি। চিঠিটা হলো—

Our State is extremist / miscreants effected area and a part of North East Region for which the F.C.I. awarded this high rate. You are paying only '50p.p/kg to the vehicles owner out of that 70p.p/kg. and rest of 20p.p/kg. for Insurance your benifit/profit.

But since last 2 months during you are continuing the business with carrying the foodgrains & Sugar approximately 1000 trucks, without any Insurance of the loaded trucks, which is illegal as per the terms and condition of the carrying of foodgrains and Sugar and you have earned about 10 lakhs rupees by illegal way.

I beg to mention here that in last few years so many trucks were looted by the miscreants / extremists and it is recorded in so many police station of the State.

স্যার যাই একটি পার্ট পড়ে শুনালাম। চারজন কনট্রাকটরকে এড্রেস করে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সেই চিঠির কপি গিয়েছে, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর কাছে গত ১৫,১২,২০০০ ইং তারিখে। ইনস্যুরেন্সের যেখানে প্রভিসন রয়েছে সেখানে কোনরূপ তদন্ত না করেই মাননীয় মন্ত্রীর এই রিপ্লাইটি আমাকে সন্তোষ্ট করতে পারেনি। এবং সেইজন্যই আজকে পুনরায় বিষয়টি আনতে বাধ্য হয়েছি। আমাকে টেলিফোন করে হুমকি দেওয়া হয়েছে। কেন এখানে আনা হলো। কাজেই, হুইথ-আউট ইনকোয়ারি কেন উত্তরে এখানে না বলা হল? এটাই আমার বোধগম্য হল না। স্যার, তিনটি সিণ্ডিকেট মিলিতভাবে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, আপনারা যদি এটা চালু না করেন তাহলে আমরা মিলিতভাবে ট্রাক দিয়ে মাল পরিবহন বন্ধ করে দেব বা করে দিতে বাধ্য হব। সিটু্য রয়েছে, আমার বন্ধু মানিকবাবু এখানে রয়েছেন। খবর নিলেই সব জানতে পারবেন। আমি প্রথমেই বলেছি এই ব্যাপারটা আমরা সবাই জানি। সবাই জয়েন্টলি চিঠি দিয়েছি। আমি রেকর্ড ছাড়া কিছুই বলছি না। পরিবহন ঠিকেদাররা কোন উত্তর না পেয়ে জানিয়ে দেয় আমরা গাড়িতে মালামাল নিতে পারব না।

মিঃ স্পীকার :— দীপকবাবু, আপনাকে বলছি। এখানে আলোচনাটা এইভাবে হয় না। আপনি একটা প্রশ্ন করেছিলেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তর মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছিলেন। এখন আপনার দরকার ক্ল্যারিফিকেশান। সেটা জিজ্ঞেস করলেই হয়ে গেল। কেননা, মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তর দিতে হবেতো।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— এটা ডিসকাশান স্যার।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, এটাতো ডিসক্যাশানই হবে।

মিঃ স্পীকার :— না সেভাবে করবেন না।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— ঠিক আছে স্যার, আমি শেষ করে ফেলছি। যখন পরিবহন ঠিকাদাররা এই বলে চিঠি দিলেন তখনই তারা সেখান থেকে ডুপ্লিকেট ছাড়পত্রে ছাপ দিয়ে গাড়িগুলি চালিয়েছে। এইজন্য সিণ্ডিকেট একটা প্রস্তাব নিয়েছে এবং ওদের বিরুদ্ধে ক্রিমিন্যাল কেস করার জন্য। চিঠির কপি আমাকে দিয়েছেন এবং মিনিষ্টারকেও দিয়েছেন। স্যার, লুটের ঘটনা হয়েছে এবং তারপরেও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কোন স্পেসিফিক অভিযোগ নেই। তেলিয়ামুড়া পি. এসে একটি অভিযোগ আমি দেখিয়েছিলাম। আজকে শিল্প বাঁচলে এখানকার শ্রমিকরাও বাঁচবেন। এই জন্য আমরা সকলেই চেষ্টা করছি। ইন্সুরেন্স করার জন্য পয়সা নেওয়া হচ্ছে, অথচ ইন্সুরেন্স না করেই গাড়িগুলির শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রেসার দিয়ে টাকা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এটা কিন্তু রাজ্যের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত।

আজকে ইণ্ডাষ্ট্রিসগুলির উপর প্রেসার করা হচ্ছে। ইন্সুরেন্স না করে গাড়ীগুলির প্রতি প্রেসার করে শ্রমিকদের কাছ থেকে টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। এইযে পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে রাজ্যের সিণ্ডিকেট গাড়ী তুলে নেবে। আমি অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রীকে উক্ত বিষয় সম্পর্কে আপনি অবহিত কি না, আর যদি অবহিত থেকে থাকেন তাহলে এই সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ? এবং এই ব্যাপারে সমস্ত বিষয়টি আপনার হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ রইল।

শ্রীসুধন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে এফ, সি আই-এর মাল চুড়াইবাড়ী হয়ে রাজ্যে পৌছে দেওয়া সেটি এদেরই দায়িত্ব। এখানে আগে যারা এই মাল পৌছাত মহাবীর ট্রান্সপোর্টের মালিক অমলেন্দু কর উনি শিলচরের। সন্তোষ মোহন দেবের কাছের লোক উনি করতেন। আমাদের রাজ্যের যে ট্রাক দিয়ে উনাকে সাহায্য করেছেন...... ।

শ্রী জওহর সাহা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে কি করে সন্তোষ মোহন দেবের নাম এল ? ইহার সঙ্গে কি সম্পর্ক রয়েছে ?

শ্রীসুধন দাস :— রিলেটেড কি না আমি বলছি তো। তারপরে ঐ মালিক সময়মত মাল পৌছ দিতে পারছেন না। ১৫/২০ লক্ষ টাকা ত্রিপুরার প্রত্যেক মালিককে দেনা আছে। উনি এখানে মাননীয় সদস্য দীপকবাবুদের একশত টাকা করে দিতেন। এই সম্পর্কে আমার কাছে একটা লিখিত চিঠি আছে।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— পয়েন্ট অব অর্ডার, যদি সেই রকম কোন প্রমাণ থাকে তাহলে হাউসে জমা দিন। যদি কোন স্পেসিফিক প্রমাণ দিতে না পারে তাহলে এরাই যুক্ত।

শ্রীসুধন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি যদি বলেন তাহলে আমি চিঠিটা পড়ে শুনাতে

পারি। তার পরে এই ট্রান্সপোর্টের মালিক অমলেন্দু কর যখন ব্যর্থ হলেন তখন এফ.সি.আই নূতন করে টেণ্ডার কল করলেন। সেই টেণ্ডারের সময় আগের দিন মাননীয় সদস্য শিলং পুলিশ বাজারে সুরুচী হোটেলে উনি গেলেন। সেখানে তিনি ১১২ নাম্বার রুমে ছিলেন এবং আগের দিন রাত্রে ঐ সমস্ত টেণ্ডার পার্টিকে উনি ডেকে পাঠিয়েছেন। সেখানে নিগোশিয়েশন করার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং তাদেরকে বাধ্য করেছেন ২০০ টাকা করে প্রতি ট্রাকে উনাকে দিতে হবে। স্যার, তার এই সমস্ত কাগজ-পত্র আমার কাছে আছে। তৃণমূল কংগ্রেসের এক শ্রমিক নেতা এটা দিয়েছেন। প্রতিলিপি হিসাবে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীকেও দিয়েছেন। আমি জানি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছেন কি না? গতকাল স্যন্দন পত্রিকায়, বৈরী আদলে রাজ্যে মাফিয়া চক্র গোয়েন্দা দপ্তরে একাধিক বিশিষ্টের নাম খবর খাচ্ছে। এই ঘটনার যে খবর এই খবরের সাথে আমার কাছে যে চিঠি আছে সেই চিঠি প্রায় একই আছে। এই পত্রিকাতে শুধু নাম উল্লেখ করেননি, আর এই চিঠিতে উল্লেখ আছে। এই হচ্ছে পার্থক্য। এখানে যেহেতু ট্রাকের মালিকরা এখন দাবী হচ্ছে ১৫০ টাকা করে দিতে হবে। এবং সেই টাকা এক কালীন দিয়ে দিতে হবে। তারা অস্বীকার করায় এখন এই ইনস্যুরেন্সের নাম করে এই ট্রাক মালিকদের থেকেই দেওয়া হবে, এই সমস্ত অভিযোগ এখানে আনা হয়েছে। সমস্ত তথ্য আমার কাছে আছে চিঠিটা পড়লে বিস্তারিত জানা যাবে এবং পত্রিকাতেও তার খবর আছে। এই বিষয়গুলো শুধু ইনস্যুরেন্সের ব্যাপার না, এই বিষয়ের মধ্যে এই যে মাফিয়া রাজ কায়েম করার চেষ্টা হচ্ছে। এই সম্পর্কে তদন্ত করে সুষ্ঠ ব্যবস্থা নেবেন কিনা এবং আমাদের রাজ্যের ট্রাক ওনার্স এবং ট্রাক মালিকদের যাতে নিরাপদে ব্যবসা করতে পারে সেই ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করবেন কিনা? এখানে যেভাবে চিঠিতে উল্লেখ আছে সেই চিঠিতে তাদের বিরুদ্ধে কিছু বললে তাদেরকে খুন করা হবে। এই ধরনের অভিযোগও আছে মাননীয় সদস্যের বিরুদ্ধে। এই বিষয়গুলো সত্য কিনা সেটা তদন্ত করে ব্যবস্থা করতে পারবেন কিনা? মাননীয় সদস্যরা এই মাফিয়া রাজদের হাত থেকে নিরাপদে আমাদের রাজ্যের ব্যবসায়ীদের, ট্রাক মালিকদের এবং শ্রমিকদের নিরাপদে ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া হবে কিনা? এই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি না?

**শ্রীগোপাল চন্দ্রদাস (মন্ত্রী) :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক কুমার রায় মহোদয় যে আলোচনায় সূত্রপাত করেছেন ......।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :—** স্যার, এনোনিমাস লেটারের উপর ভিত্তি করে হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করছে, এটা তো ঠিক নয়।

**শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :—** মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য.......

**মিঃ স্পীকার :—** এইটার কপি তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়েছেন।

**শ্রীসুধন দাস :—** এখানে প্রতিলিপিতে লেখা আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা, আগরতলা। জনৈক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা……

( গণ্ডগোল )

**শ্রীসুধন দাস :—** পত্রিকাটা পড়েছেন নিশ্চয়ই। পত্রিকাতে আছে সব জায়গাতেই আছে।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :—** উইথ আউট সিগনেচার ইউ কেন রিড ইট আউট এ্যাণ্ড মিস্ গাইড দ্যা হাউস। এগুলো এক্সপাঞ্জ্ করতে বলুন স্যার।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :—** বসুন, বসুন, প্লীজ বসুন।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্ন যেটা হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই উত্তর দেবেন। এখানে মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছেন তিনি উত্তর দেবেন। উনার কাছে নিশ্চয়ই কিছু তথ্য আছে।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** এখানে আপনার কথায় তো হবে না। আমার কথা শেষ করতে দিন। এই সভায় আমরা কিসের জন্য এসেছি? আমাদের কথা বলার অধিকার নেই। আমাকে কথা বলতে দিন। আপনার কাছে এটা তথ্য নাও হতে পারে আমার কাছে এটা তথ্য হতে পারে। এটা আপনার কাছে কি হবে না হবে এটা আলাদা ব্যাপার। আপনি যেটা বলছেন এটা আমার কাছে সত্য হবে এটা হতে পারে?

**শ্রীজওহর সাহা ( বিরোধী দলনেতা ) :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে বক্তব্যটা উনি রেখেছেন এটা হতে পারে না।

**শ্রীবাদল চৌধুরী ( মন্ত্রী) :—** আমার কথাটা শেষ করতে দিন, উনি হয়ত একটা বেনামী চিঠি পেতে পারেন, পত্রিকার একটা রেফারেন্স পেয়েছেন. আপনিও পত্রিকার রেফারেন্স দিয়েছেন সেটার উপর এখন মাননীয় মন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য। আর আপনি বলেছেন স্যান্দন পত্রিকায় বেরিয়েছে এটা আমি শুনেছি।

**শ্রীদীপক কুমার রায় :—** স্যার, এটা পরে বেরিয়েছে।

**শ্রীবাদল চৌধুরী ( মন্ত্রী ) :—** পরে বেরিয়েছিল, আপনি দেখিয়েছেন তো পত্রিকাটা, আপনিও রেফারেন্স দিয়েছেন। এখন তারপরে মাননীয় মন্ত্রী বলবেন। এটাতে কি আছে এত।

( গণ্ডগোল )

**মিঃ স্পীকার :—** প্লীজ বসুন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—** আপনি বিশ্বাস করুন আর না করুন উনার কাছে যে কোন ভাবে

এসেছে। কেউ বেনামী একটা চিঠি দেবে এবং তাতে কি যেকোন নাম দিয়ে দেবে তাহলে কি এটা সত্য হয়ে যেত। তাহলে ব্যাপারটা কি, উত্তেজিত হওয়ার কি কারন আছে। একটা ট্রাকের টেণ্ডার কল করা হয়েছে, তাদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর আমি স্যার, বলেছি যে ব্যাপারটা সবটা এক, সি, আই- এর আমরা রাজ্য সরকার আনে সেটা তাদের দৃষ্টিতে আনতে পারি। যদি কোন সরকারী দুর্নীতি হয়ে থাকে তাহলে এটা তাদের ব্যাপার তারা দেবেন। বরঞ্চ আলোচনায় মন্ত্রী তাদের কমিউনিকেট করতে পারে যে এই বিষয়গুলি হয়েছে, এই প্রশ্নগুলি এসেছে, তাহলে তো হলো। তাতে এত উত্তেজিত হওয়ার কি আছে ?

শ্রীজহওর সাহা (বিরোধী দলনেতা) :— স্যার, এটাতে আমরা আপনার সাথে একমত, কিন্তু এটাকে আড়াল করার জন্য আরেকজন সদস্যের হস্তক্ষেপ এটা কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী):— আমি তো শুনেছি, মাননীয় বিধায়কের একটু হার্টে লাগতে পারে। ঐ সময় তিনি শিলংএ ছিলেন। এটা তো এখন সবটা মিনিষ্টার বলবেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে বলতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ আপনারা বসুন, এটার সময় চলে যাচ্ছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, স্পীকার থাকে, সাংবাদিক থাকে, তাদের দায়িত্ব আছে। কিন্তু উইদাউট্ সিগনেচার উনি নিশ্চই দায়িত্বটা করেছেন। এই জায়গাটা এলাউ করা যায় না।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী):— পয়েন্ট্ আর অর্ডার স্যার, আমার বক্তব্যটা খুব পরিষ্কার। আমার পয়েন্ট অব্ অর্ডার হচ্ছে এখানে যে সমস্ত তথ্য পেশ করা হয়েছে কোনটাই বিনা ইনকুয়েরীতে গ্রহনীয় বা বর্জনীয় নয়। কাজেই এটা খুব পরিষ্কার।

শ্রীসুধন দাস: - স্যার, আমার কাছে চিঠি আছে তো, যদি চিঠি না থাকত তাহলে তো এটা হয় না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনারা শুনুন, এখানে যে চিঠির কথা বলেছেন সেখানে নিশ্চয়ই কারোর নাম থাকা উচিৎ। কিন্তু আজকাল যে রকম ঘটনা ঘটছে কেউ যদি কারো নাম পড়তেই আতঙ্কিত হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই ভাবে সংবাদপত্রে দেখছি। আমি এখানে এই কথাগুলি বলতে যাচ্ছি। দীপকবাবুরও অনেকগুলি অভিযোগ আছে, সুধনবাবুরও আছে, আমার যে বক্তব্যটা হচ্ছে যদি চিঠিটাকে আমি বাদও দেই পত্রিকাতে উনি রেফার করেছেন। এবং এখানে চিঠির মধ্যে তার বয়ান তাতে বলেছেন যদি নাম উল্লেখ করে তাহলে কারও কারও জীবনের সংশয়ও হতে পারে। ঘটনা-টাকে আমি খুব উদ্বেগের সঙ্গে দেখছি, এই ঘটনাটা আরও তথ্য নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছা দরকার। আমি এই চিঠিটা প্রমাণ পত্র হিসাবে ধরছি না। এবং সংবাদপত্রে যে যে প্রশ্নগুলি উঠেছে এটাই ঠিক এই কথাও আমি বলছি না। এখানে যেভাবে তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে

এখন আমি বলব সেই রকম যদি আর তথ্য থাকে তাহলে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জমা দিন। এবং এই ঘটনাটা সঠিক তথ্য উদঘাটন করে পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীরও এই ব্যাপারে যদি কোন বক্তব্য থাকে তাহলে আমি উনাকেও অনুরোধ করব আর বেশী তথ্য নিয়ে যাতে আসেন।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় দীপকবাবু যে বিষয়টি উদঘাটন করেছেন সেই ব্যাপারে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন। এই বিষয়টি রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। এফ, সি, আই একটি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা। এটা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। স্যার, ভারতীয় খাদ্য নিগম যাবতীয় খাদ্য দ্রব্য তাদের নিযুক্ত ঠিকাদারদের মাধ্যমে ধর্মনগর ও চুড়াইবাড়ী থেকে পরিবহন করে থাকেন। ঠিকাদার নিজস্ব এবং প্রয়োজনে বেসরকারী মালিকানাধীন ট্রাক পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন। ভারতীয় খাদ্য নিগম দরপত্রের মাধ্যম সর্বনিম্ন দর দাতাকে পরিবহনের জন্য ঠিকেদার হিসাবে নিযুক্ত করে থাকেন। এবং দরপত্রের নিয়ম অনুযায়ী ঠিকেদারগণকে মূল উৎস হইতে গন্তব্য স্থল পর্যন্ত পরিবহনের ক্ষেত্রে রাস্তার মালামালের নিরাপত্তার জন্য বীমা করার নির্দেশ দেওয়া আছে। ভারতীয় খাদ্য নিগম তাহা বলবদ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এখানে উল্লেখ থাকে যে ধর্মনগর এবং চুড়াইবাড়ী থেকে আগরতলা পর্যন্ত ২০০০-২০০১ ইং সনে ভারতীয় খাদ্য নিগম কর্তৃক অনুমিত প্রতি কুইন্টাল ৬৫ ও ৬৬ টাকা। এখানে মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন ঐ সময় দেখা গেছে কিছু কিছু ট্রাক যারা যারা মাল সরবরাহ কাজে যুক্ত ছিল আগষ্ট মাসে প্রায় ১৪টি ট্রাক চাল, চিনি নিয়ে বেপাত্তা হয়ে যায়। এখানের এফ, সি, আই-এর স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সমস্ত বিষয়টি তাদের সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য লিখছি। যাতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এই ধরনের ইনটারোপশন এখানে তৈরী না হয়।

এই সমস্তই এখন এফ, সি, আই-র কর্তৃপক্ষের কাছে আছে তারা এটা সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এবং এটা নিয়ে একজন এরেষ্টও হয়েছিলেন। আর দুই জন যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাদের দুইজন সেখানে হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নিয়েছে। সমস্ত বিষয়টাই এখন যাকে এরেষ্ট করা হয়েছিল দ্যা অ্যাকিউজড্ পারসন বুলবুল আলম চৌধুরী শ্রীরাহুল কর, এবং শ্রী ভানু দাস। তাদের পর ক্রীমিনাল কেস শ্রী ভানুচন্দ্র দাস ওয়ান অব দ্যা অ্যাকিউজড্ পারসন ওয়াজ এরেষ্টেড্। ভানু দাসকে এরেষ্ট করা হয়েছিল আর বাকি যে দুইজন তারা হাইকোর্ট থেকে জামিন নিয়েছে। বুলবুল আলম চৌধুরী এবং শ্রীরাহুল কর তারা হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নিয়েছেন। কাজেই সমস্ত বিষয়টাই এখন বিচারাধীন আছে। এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশী বলা সম্ভব নয়। তবে এখানে হাউসে স্যার, আপনিইতো নির্দেশ দিয়েছেন। আমি আশা করব এটার যাতে যথোপযুক্ত তদন্ত হয়। মাননীয় সদস্য যিনি উৎথাপন করেছেন বা এখানে মাননীয়

সদস্য শ্রী সুধন দাস যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন তাদের বক্তব্য সমর্থনে তাদের যে উপযুক্ত প্রমানের উপর সরকার সমস্ত বিষয়গুলি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রীদীপককুমার রায়ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় মন্ত্রী যে কথাটি বলেছেন

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বসুন।

শ্রীদীপককুমার রায়ঃ— আমার রিপ্লাই- এরসুযোগ আছে।

মিঃ স্পীকারঃ— না, এটাতে আর কোন রিপ্লাই- এর সুযোগ থাকে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন ঃ— আছে স্যার, রোলস্ পসিডিউরস্ এণ্ড কনডাকট্ অব্ বিজিনেস এর নো, ৬১ তে এটা পরিস্কার বলা আছে।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ্ বসুন এটা হয় না।

শ্রীদীপককুমার রায় :— রিপ্লাই হয়। রিপ্লাই হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় রায় সাহেব বসুন, রিপ্লাই হয় না।

শ্রীদীপককুমার রায় :— রিপ্লাই হয়।

মিঃস্পীকার :— রিপ্লাই হয় না। নিয়ম কানুন কি কিছু জানেন না।

শ্রীদীপককুমার রায় :— হয়। রিপ্লাই হয়। ★★★

মিঃ স্পীকার :— দীপক বাবু আপনি বসুন ! স্টাডি কোয়েশ্চেনের উপর শুধু ডিসকাশনই হয়, রিপ্লাই হয় না। কাজেই আপনার এইসব কথাগুলি সভার কার্যবিবরনী থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে।

( গণ্ডগোল )

মিঃ স্পীকার :— কি বলছেন ?

( গণ্ডগোল )

মিঃ স্পীকার :— বসুন, না হলে আপনার কথাগুলো আমি সভার কার্য্যবিবরনী থেকে বাদ দিয়ে দেব। বসুন এই রিপ্লাই হয় না। ডিসকাশনে কখনো রিপ্লাই হয় না।

( গণ্ডগোল )

## GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR— 2001-2002

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— ২০০১-২০০২ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর ( জেনারেল ডিসকাশন অন দি বাজেট এ্যাষ্টিমেটস ফর দি ইয়ার ২০০১-২০০২ইং ) সাধারণ আলোচনা।

★★★ Expunged as ordered by the chair

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তাঁরা তাঁদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চিফ হুইপদেরকে অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য / সদস্যা মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি সংশ্লিষ্ট তালিকা আমার দেওয়ার জন্য।

আমি এখন মানীয় বিরোধী দলনেতাকে অনুরোধ করব আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য, আমি অ্যাকসপাণ্ড করে দিয়েছি। আমার চম্বারে গিয়ে এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা থাকলে করতে পারবেন। আপনি পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান চাইতে পারেন। রিপ্লাই চাইতে পারেন না।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :—** কে বলেছে আপনাকে একথা ? আপনি রুলস্ অব প্রসিডিওর অ্যাণ্ড কণ্ডাকট অব বিজনেস বইয়ের পেজ নাম্বার ৩১ এর ৬১ নাম্বার দেখুন। সেখানে পরিস্কার লেখা আছে, ডিসকাশন অব মেটারস্ এরাইজিং আউট অব কোয়েশ্চানস অ্যাণ্ড এনসারস্। কাজে কাজেই আপনি মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন অ্যাকসপান্সড করতে পারেন না।

**শ্রীদীপক কুমার রায় :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে সব রেকর্ড দিয়েছি। আজ সাত দিন ধরে রোড বন্ধ। কাজেই এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী বলুন, রিপ্লাই দিন।

**মিঃ স্পীকার :—** না আর বলা যাবে না।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :—** প্রয়োজন হলে অবশ্যই বলবে। দিস ইজ এ সিণ্টেম।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি বলছি, আর দেব না।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :—** আপনি বেআইনী কাজ করছেন।

**শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী):—** ছিল হাফ-এন আওয়ার ডিসকাশন। হয়ে গেছে, ওয়ান আওয়ান ডিসকাশন।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় বিরোধী দলনেতা জওহর সাহা মহোদয় আপনি ২০০১-২০০২ইং সালের বাজেটের উপর আপনি আপনার বক্তব্য রাখুন।

**শ্রীজওহর সাহা :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য শুরু করার আগে আমি অনুরোধ করছি, যেহেতু দীপক বাবুর হাফ এন আওয়ার ডিসকাশনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জনস্বার্থ সম্বলিত এই স্পর্শকাতর ইস্যুটি নিয়ে দীপক বাবুকে ডেকে নিয়ে আলোচনা করে নিন।

( ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ:— খুব ভাল প্রস্তাব দিয়েছেন। )

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বিধানসভায় গত ৫তারিখে ২০০১-২০০২ইং সালের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন সে সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, এই বাজেট 'কমিশন অ্যাণ্ড কমিশন বাজেট'। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট শুনে আমরা বুঝতে পারছি, তিনি অনিচ্ছাকৃত ভাবে

এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। আমার বক্তব্যের মাধ্যমে যে ত্রুটিগুলি রয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করব কিছুটা। মাননীয় স্পীকার স্যার, সবগুলি বিষয়ের উপর বক্তব্য তুলে ধরা সম্ভব হবে না। কারন, এর জন্য যে সময়ের দরকার সে সময় নেই। তাই আমি কয়েকটি দপ্তরের উপর আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। এখানে আমি একটি উদাহরণ দিতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি তাঁর বাজেটে বলেছেন, এই বাজেট জনগণের বাজেট। কিন্তু প্রশ্নটা হল, কারা জনগণ, কাদের জনগণ? কাদের জন্য এই বাজেট? এই রাজ্যের গরীব, মেহনতী, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই বাজেট তৈরী করা হয় নি। এই বাজেটের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে বে-সরকারীকরণকে এই বাজেটে উৎসাহিত করা হয়েছে। আমাদের দল কংগ্রেস তার বিরোধিতা করছে।

স্যার, আমরা দেখেছি সেখানে ছোট ছোট শিল্পগুলি, যেগুলি দুর্বল শিল্প, যেগুলি পিছিয়ে পড়া শিল্প সেগুলিকে বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমাদের রাজ্যের সরকার এই ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নেন নি ঠিকই, কিন্তু আমাদের রাজ্যে কোন শিল্প নেই। আমরা বলতে পারি মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বাজেটের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পদাংক অনুসরণ করেছেন। ফলে এই বাজেটকে আমি বিরোধিতা করছি এবং আমাদের রাজ্যের জনগণও এই বাজেটের বিরোধিতা করছেন। স্যার, আমার একটা ক্যাগ রিপোর্ট আছে। এই ক্যাগ রিপোর্টের মধ্যে রাজ্য সরকার কি কায়দায় গত অর্থ বছরগুলিতে বে-আইনী ভাবে অর্থ খরচ করছে, কিভাবে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে অর্থ খরচ করছে তার বিস্তৃত বিবরণ ক্যাগ রিপোর্টের মধ্যে আছে। আমি এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই। স্যার, পি, ডি, এস (পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশান সিস্টেম) ওখানে কি হচ্ছে। এই বামফ্রন্ট সরকার সব সময়েই বলে থাকেন যে রাজ্যের দরিদ্র অংশের মানুষের কাছে রেশন সামগ্রী পৌঁছে দেবেন। কিন্তু এই রেশন সামগ্রী পৌঁছে দিতে গিয়ে কি ধরনের বৈষম্য হচ্ছে। সরকার একটা নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। চিনির বিলি বন্টনের ব্যবস্থা এই পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশান সিস্টেমে করা হচ্ছে। কিন্তু কি ভাবে? এই ক্যাগ রিপোর্ট বলা হয়েছে যে মাথাপিছু চিনির বরাদ্দ ৪২৫ গ্রাম করে বন্টন করা হবে। সেই ক্ষেত্রে এই রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নিয়ম নীতিকে তোয়াক্কা না করে এ গবতলা শহরবাসীদের জন্য মাথাপিছু ১ কে.জি এবং গ্রামের মানুষদের জন্য মাথাপিছু ৩৭৫ গ্রাম করে চিনি বরাদ্দ করছেন। এটা কোন ধরনের বৈষম্য? গ্রামের মানুষগুলিকে কেন এই ভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে? অথচ উনারা সব সময়েই গ্রামের মানুষের কথা বলে থাকেন। এই পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশান সিস্টেমগুলিতে উনারা যা করছেন তা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরারাজ্য একটা দৃষ্টান্ত। এই গণ বন্টন ব্যবস্থায় আমরা কি দেখি? ল্যাম্পস বলুন, আর রেশন সপই বলুন সবত্রই দুর্নীতির আখড়া। এই দুর্নীতিগুলিকে তদন্ত করা হচ্ছে না। মাঝে মাঝে ফুড

ইনসপেকটারগণ যান এবং দক্ষিনা নিয়ে আবার চলে আসছেন। আর রিপোর্ট দিছেন- সব ঠিক হ্যাঁয়। চিনি বা কেরোসিনের জন্য রেশন সপে গেলে বলা হয় নেই। কখন দেবে? তাও নির্দ্দিষ্ট করে বলা হয় না। যারা খবর পেল তারা হয়তো কিছুপেল আর অন্যদেরকে বলা হয় শেষ হয়ে গেছে। কোরেসিনও সপ্তাহে এক দিন দেওয়া হলো, আর বাকী সপ্তাহগুলিতে দেওয়া হয় না। বামফ্রন্ট সরকারের গণ বন্টন ব্যবস্থা এই ভাবেই চলছে। আর আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়ের গ্রামের মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করতে করতে উনার চোখে ঘুম নেই।
মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বার বার বলা হচ্ছে গ্রামীন মানুষের কর্ম সংস্থান করা হবে। এখানে স্যার, ক্যাগ রিপোর্ট কি বলছে? ক্যাগ রিপোর্টে এমপ্লয়মেন্ট এ্যাস্যুরেন্স স্কীমে এই স্কীমে গ্রামীন দারিদ্র সীমা রেখার নীচে বসবাসকারী মানুষের জন্য ১০০ দিনের কর্ম সংস্থানের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং ১০০ দিনের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। অথচ এই ক্যাগ রিপোর্টে দেখা গেল সেখানে ১০০ দিনের পরিবর্ত্তে মাত্র ১৫ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশ কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেল যে ১০০ দিনের জায়গায় ৫ দিনের কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাহলে স্যার, বলুন গ্রামীন অর্থনীতি কিভাবে রক্ষা হবে। স্যার, গ্রামীন অর্থনীতির যে ব্যবস্থা তার যে প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি তার দ্বারা কি গ্রামের উন্নয়ন করা সম্ভব হবে? স্যার, মুখে শুধু বড় বড় কথা বললে হবে না। গ্রামীন মানুষের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় সেটা সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে হবে, এবং গ্রামীন মানুষকে স্বাবলম্বী করতে হবে তা হলেই গ্রামের উন্নতি সম্ভব হবে। স্যার, গ্রামীন কর্মসূচী রূপায়নের জন্য তো কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বরাদ্দ করেন। কিন্তু সেই টাকা আমাদের রাজ্যের মুষ্টিমেয় কিছু লোক আত্মসাৎ করে থাকেন যার ফলশ্রুতিতে সেই টাকা সাধারণ মানুষের কল্যানের কাজে লাগে না এবং শহরের কিছু লোক লাভবান হবে। মহামান্য রাজ্যপাল উনার ভাষনে টি,আই,ডি,সি শিল্পের কথা বলেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্পের বন্যা বইছে এবং সেটা কি শিল্প? সেটা হচ্ছে বন্দুক শিল্প এবং অস্ত্র শিল্প। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কোটি কোটি টাকার অনুদান দিচ্ছে এই রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য। টি,আই,ডি,সির মাধ্যমে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী প্রতি বছরই শিল্প স্থাপনের জন্য কিছু লোককে টাকা দিচ্ছেন। কিন্তু টি.আই,ডি, সির মাধ্যমে সাধারণ লোকেরা টাকা পায় না কারনে যারা ক্যাডার, তাদের দলের মানুষ এবং যারা নিকট লোক তারাই শিল্পের জন্য টাকা পেয়ে থাকে। কিন্তু সেই টাকা ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা কে করবে? কারণ সবাই তো ক্যাডার এবং উনাদের নিকট লোক। ক্যাগ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এই ছোট রাজ্য ত্রিপুরায় যে ঋণ দেওয়া হয় সেই ঋণ ফেরৎ ৪.৯০ শতাংশ থেকে ১১.১১ শতাংশ পাওয়া যায়। কারণ এই টাকা ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা কে করবে? সবাই তো নিজেদের দলের লোক। স্যার, শিল্প

সম্প্রসারণের ব্যাপারে, শিল্পের প্রসারের ব্যাপারে বাস্তব বোধ না থাকার ফলে আজকে ত্রিপুরার শিল্পের ক্ষেত্রে শূন্য স্থান দখল করে বসে আছে। আজকে যদি বলা হয় সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কোন রাজ্যকে পুরস্কৃত করা হবে শিল্পের ক্ষেত্রে এবং সাথে যদি বলে কারা এর মধ্যে এই লিস্টের মধ্যে নীচের দিকে নাম আছে, নীচের দিক থেকে যদি নাম ধরা হয় তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্প মন্ত্রী গোল্ড মেডেল পাবেন। কারণ এই রাজ্যের শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে আমাদের শিল্প দপ্তরের এরা মন্ত্রীর সবার নীচে নাম। স্যার, এখানে ক্যাগ রিপোর্টে অ র একটা কথা বলা হয়েছে শিক্ষা সম্প্রসারণের কথা। এখানে শিক্ষা সম্প্রসারনের কথা বলা হয়েছে এবং বাজেটেও টাকা ধরা হয়েছে। কোন্ শিক্ষা ? উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে শিক্ষার আলো পৌঁছিয়ে দিতে হবে, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করে তাদের কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু এই ক্যাগ রিপোর্টে কি বলা হয়েছে ? এই ক্যাগ রিপোর্টের মধ্যে দেখা যায় ৩৪ জন শিক্ষক যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত, এই ৩৪ জন ককবরক শিক্ষককে ১৭ টা স্কুলে পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে। বৎসরের পর বৎসর তারা কাজ করে চলেছে। কিন্তু তারা যেসকল স্কুলগুলিতে আছেন, সেই স্কুলগুলিতে ককবরক শিক্ষার কোন সুযোগ নেই। ককবরক শেখানোর মত কোন ব্যবস্থা নেই। এর জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে স্যার ? ৬১.৭১ লাখ টাকা স্যার। ক্যাগ রিপোর্ট সেখানে ধরেছে স্যার। টাকাটা অপচয় হচ্ছে। নিরাপত্তার কারনেই হোক বা অন্য কোন কারনেই হোক একজনকে যদি সরিয়ে আনতে হয় নিশ্চয়ই আমরা তার বিরোধিতা করব না। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর একজন ককবরক শিক্ষক, যার শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত, তাকে যদি সিনিয়ার বেসিক স্কুলে পোষ্টিং দেওয়া হয় তাহলে কি আমরা বলবনা যে এটা অপচয় হচ্ছে ? যারা ককবরক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চাইছেন তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এস, সি, এস, টি তাদের কল্যাণের জন্য এখানে অনেক কথা বলা হয়েছে। এই বাজেটে তাদের জন্য অনেক কিছু ধরা হয়েছে। আমি কি মাননীয় তফশিলী কল্যান দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে জানতে পারব যে বর্তমান আর্থিক বছরে এস, সি, করপোরেশান থেকে একজন তফশিলী সম্প্রদায়ের লোককে পূর্নবাসন দেওয়া হয়েছে কিনা ? এই টাকাগুলি কোথায় গেল ? ক্যাগ রিপোর্টে এটা বলা হয়েছে। এস, সি কর্পোরেশান থেকে ১৯৯৯ সনের যে খরচ দেখানো হয়েছে তপশিলী সম্প্রদায়ের লোকদের পূর্নবাসনের জন্য স্যার, বাস্তবে একজন একজন লোকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কোথায়, কারা এই টাকা পেয়েছে সরকারের কাছে তাদের সেই তথ্য নেই। দিতে পারেননি। এটা আমার কথা নয়। ক্যাগ রিপোর্টে পরিস্কার ভাবে বলা আছে। স্যার, টাকা যদি খরচ করতে হয় তার জন্য বাজেট পাশ করলে হয়, সেটা নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু মানুষের স্বার্থে কতটা লাগবে সেটা দেখতে হবে। আমরা যারা বিরোধীর ভূমিকায় আছি, তারা সেখানে সরকারের দোষ ত্রুটি দুর্বলতা সেটা সরকারের কানে পৌঁছিয়ে দেব আপনার মাধ্যমে এবং সরকারের তরফ থেকে এগুলি তদন্ত করে কোথায় কোথায় কি ধরনের ত্রুটি হয়েছে সেটাও দেখা দরকার সেই

অপচয় বন্ধ করা, দুর্নীতি বন্ধ করা এইসব ব্যাপারে দেখা দরকার। স্যার, আমাদের এই রাজ্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে - আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তব্যে বলেছেন" আমরা এই রাজ্যের মানুষকে আশার কথা শুনাচ্ছি যে- ২০১০ইং সালে আমরা খাদ্যের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হব- স্বনির্ভর হব। বাইরে থেকে এই রাজ্যে আর খাদ্য আসতে হবে না। আমাদের এই রাজ্যে যেটা উৎপাদন হবে আমরা এই রাজ্যের মানুষকে অন্তত পক্ষে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পারবে। এই যে আশার আলো- এই আশা থাকা ভাল। এই আশা না থাকলে পরে মানুষ থাকতে পারবে না। এই আশা নিয়ে বামফ্রন্ট বেঁচে থাকবে, মানুষকে আশায় জাগিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু স্যার, এই যে আশার কথা শোনালেন এটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী কোথায় পেলেন? স্যার, আমাদের একজন প্রখ্যাত কৃষিবিদ্ মিঃ সেন চৌধুরী তাকে দিয়ে রাজ্য সরকার একটা কমিশন গঠন করে দিলেন যে আপনি আমাদের একটা প্রোজেক্ট করে দিন যাতে আমরা এই রাজ্যে খাদ্যের ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি। মিঃ সেন চৌধুরী ত্রিপুরার আনাচে কানাচে ঘোরলেন কারণ তার ত্রিপুরা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। উনি সমস্ত ত্রিপুরা ঘোরে সমস্তাকিছু পরীক্ষা নীরিক্ষা করে সরকারের কাছে রিপোর্ট দিলেন। তার রিপোর্টে বললেন যে- খাদ্যের ক্ষেত্রে যদি রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হয় তাহলে প্রতি বছর কৃষি বিপ্লবকে সফল করার জন্য ২৪০ কোটি টাকা প্রয়োজন। প্রতি বছরের বাজেট স্যার, এই শুধুকৃষি দপ্তরের জন্য এত টাকা বরাদ্দ করা কি সম্ভব? আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্য যেখানে আমাদের কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল করে আমাদের বাজেট করতে হয়। আমাদের নিজস্ব আয় সীমিত। এখন প্রতি বছর শুধু কৃষিক্ষেত্রে যদি ২৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখতে পারি এবং এই রাজ্যের সমস্ত কৃষিভূমিকে সদ্ব্যবহার করতে পারি, তাহলে এটা সম্ভব হবে। এটা মিঃ সেন চৌধুরী সাহেবের রিপোর্টে বলা হয়েছে আর এবার কৃষিক্ষেত্রে কত ধরা হয়েছে আমাদের এই বছরের বাজেটে মাত্র ৭৩.৯২ কোটি টাকা। যেখানে বাজেটে ২৪০ কোটি টাকা কৃষিক্ষেত্রে বরাদ্দ করার কথা সেখানে ধরা হয়েছে মাত্র ৭৩.৯২ কোটি টাকা।

স্যার, জালিয়াতিরও একটা সীমা আছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করে, মানুষকে ধোকা দেওয়া শুধু আশা জাগিয়ে রেখে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা না নেওয়া হলে স্যার, আপনি বলুন আমরা কি করে অর্থমন্ত্রীর পেশ করা এই বাজেট সমর্থন করতে পারি? রাজ্য সরকার কমিটি গঠন করবেন, সেই কমিটি রিপোর্ট পেশ করবে এবং কি করলে সমস্যার সমাধান হবে-রাজ্য সরকার তার ধারে কাছেও যাবে না।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় বিরোধী দলনেতা, আপনি কত সময় নেবেন?

**শ্রীজহওর সাহা :—** স্যার, ৫০—৫০ করে দিন।

**মিঃ স্পীকার :—** আপনাদের মধ্যে বক্তব্য রাখবেন আরো ৫ জন। আপনি ৫০ নিয়ে গেলে আর কত রইল?

**শ্রীজওহর সাহা :—** স্যার, ৭৩'৯২ কোটি টাকা দিয়ে এই রাজ্যে কৃষি বিপ্লব হবে না।

এই ভাবে যদি টাকা বৃদ্ধি করা হয় তা হলে ২০১০ ইং সালে কেন ২০৩০ সালেও কৃষি বিপ্লব আনা যাবে না। খাদ্য-শষ্যে নির্ভরশীল হওয়া যাবে না, এটা দিবাস্বপ্ন মাত্র।

স্যার, জুম চাষের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ৬০০ কে. জি থেকে এটা এখন ১০০০ কে. জি হয়েছে। ১০ বছর আগে জুমিয়াদের যে অবস্থা ছিল সেটাও এখন নেই। তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার মুখে। এখন জুমিয়ারা পাহাড় থেকে তিল, পাট ইত্যাদি বিক্রি করার জন্য সমতলে আসছে। আজকে জুমিয়ারা মৃত্যুর মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। জুমিয়ারা আজ এই রাজ্য ছেড়ে বাঁচার জন্য অন্য রাজ্যে ঢুকছে। পালাচ্ছে। মিজোরাম আসাম ও মেঘালয়ে রাজ্যের বহু জুমিয়া চলে গিয়েছে। কাজেই জুমিয়াদের জন্য বাস্তব চিন্তার দৃস্তার দৃষ্টিভঙ্গী যে বাজেটে প্রতিফলিত হয়নি সেই বাজেটকে কি করে সমর্থন করতে পারি? স্যার, এই রাজ্যের আইন-শৃংখলাটা বর্তমানে কোন জায়গায় এসে ঠেকেছে? মনে পড়ে, পাকিস্তানের সামরিক শাসক ছিলেন আয়ুব খান। গদি দখল করার পরও তিনি সর্বদাই সামরিক পোষাক পড়ে থাকতেন। এই পোশাক দেখেই মানুষ তাঁকে ভয় পেতেন। আর আমরা রাজ্যের উগ্রপন্থীরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পায়জামা পাঞ্জাবীকে ভয় পাচ্ছে না। আমি বলব, এই রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর জন্যও সামাজিক পোশাক বরাদ্ধ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তিনি খাগি পোশাক পড়লে পড়তেই পারেন। তিনি বললে আমি উনাকে সেটা তৈরী করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। এবং তিনি সেটা পরিধান করলে মনে হয় উগ্রপন্থীরা উনাকে ভয় পেতে পারে। স্যার, কেন আমি এটা বলছি? স্যার, এই রাজ্যে চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ৩১.১.২০০০ পর্যন্ত শুধুমাত্র খুনই হয়েছেন ৬৫৫৫ জন নাগরিক। যদিও এরমধ্যে ৫৫৫ জন সাধারণ নাগরিক। এছাড়া রয়েছেন ৮৬ জন নিরাপত্তা কর্মী ও বিভিন্ন দপ্তরের ১৩ জন কর্মী। এই বিধানসভায় পেশ করা একটি প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যান্ত ১৯৮ জন নিরাপত্তা কর্মী বিভিন্ন এনকাউন্টারে মারা গিয়েছেন।

তৃতীয় প্রশ্ন, চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০০ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত রাজ্যে খুন হয়েছে ১০৮৬ জন অপহৃত হয়েছেন ১২৫২ জন, গৃহদাহ হয়েছে ২৪২টি, ধর্ষণ হয়েছে ১২৬জন, নারী নির্যাতনের ঘটনা হয়েছে ৪১২টি। স্যার, প্রতি বছর এই রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ বেড়ে যাচ্ছে। আমি বলি এটা স্বীকারের করি এই রাজ্যের যে চাহিদা আমাদের যা প্রয়োজন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থেকে তা পাচ্ছি না এই ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু যা পাচ্ছি সেটা কি সঠিক কাজে লাগানো হচ্ছে? ফলে এই বাজেটের বিরোধীতা আমাদের করতেই হচ্ছে।

স্যার, ১৯৯৫-৯৬ইং সালে থেকে ১৯৯৯-২০০০ইং সাল পর্যান্ত রাজ্য সরকারের পুলিশ বাহিনীকে আধুনিকীকরনের জন্য বিভিন্ন খাতে মোট ৬ কোটি ৪২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা এবং

বেশ কিছু গাড়ী, বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র এগুলি পেয়েছেন যার মূল্য হবে ১৮ কোটি ২৬ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। কিন্তু তার পরেও প্রতি দিন প্রতি বছর প্রতি মাসে আরক্ষা কর্মী খুনের সংখ্যা মৃতের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, অস্ত্রলুটের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। উগ্রপন্থীদের কিন্তু আটকানো যাচ্ছে না, তাদের গতি রোধ করতে পারছি না। এইজন্য বলেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী খাকি পোশাক পড়লে যদি তারা ভয় পায়। স্যার, এত কিছুর পরও আজকে এই রাজ্যে উগ্রপন্থী তৎপরতার কারণে এক লক্ষের উপর পরিবার জাতি প্রজাতি পরিবার বাস্তুচ্যুত। আপনার নিজের এলাকা আপনি নিজে বলুন, আপনার নিজের এলাকা অন্যদের কথা বাদ দিলাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার নিজের এলাকা মুখ্যমন্ত্রীর নিজের বিধানসভা কেন্দ্র সেখানে কত পরিবার জাতি উপজাতির মানুষ নিরাপত্তার অভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে? এইভাবে সারা রাজ্যে হচ্ছে আজও হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— প্লিজ কনক্লুড করুন।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— এখানে এই লোকগুলির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে তাদেরকে তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে না এই বাজেটে সেইরকম কোন ইঙ্গিত নেই। স্যার, এই জন্যইতো কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয় না। বরং আমরা যখন বরং আমরা যখন বিধানসভার জানতে চেয়েছি যে কত পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে, সরকারের তরফ থেকে তথ্য সংগ্রহাধীন বলে সেটাকে বার বার পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এখানে পুলিশ দপ্তরকে আরও বেশী সতর্ক হতে আরও সজাগ হতে হবে এবং সেখানে ন্যায় বিচার থাকতে হবে।

স্যার, রিক্রুটমেণ্ট, পুলিশ টি.এস.আরের মনোবল কিভাবে থাকবে? রিক্রুটমেন্ট ঠিক করবে কে? পুলিশ অফিসার তারা ইণ্টারভিউ নেবে, মাপ নেবে, মেডিকেল ফিটনেস নেবে এরপরে তালিকা হবে। এরপরে তালিকা যাবে সি.পি.এম পার্টি অফিসে। স্যার, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি টি.এস.আরের ইন্টারভিউ হয়েছে সেই টি.এস.আরে কাকে কাকে নিয়োগ করা হবে এটার ক্লেরিফিকেশান দেবে এদের সম্পর্কে আইডেনটিফাই করবে সি.পি.এম.পার্টি অফিস। প্রত্যেক মহকুমায় প্রত্যেক জায়গায় লিষ্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা কি করে হচ্ছে? পুলিশের মনোবল কি করে থাকবে? শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি প্রথম থেকে এটাকে শুরু করা হয় তাহলে তাদের মনোবল ধরে রাখা যাবে না। এটার মধ্যে রাজনৈতিক রং লাগানো যাবে না। ফিজিক্যাল ফিটনেস এবং ইণ্টারভিউতে যারা টিকবে তাদেরকে চিহ্নিত করবে এবং অফিসারদের ফ্রি হ্যাণ্ড দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— প্লিজ কনক্লুড করুন।

শ্রীজওহর সাহা (বিরোধী দলনেতা) :— স্যার, হোমগার্ড তারা পুলিশের সাথে সহায়তা করছে, রাজ্যের আরক্ষা দপ্তরের সাথে সহযোগিতা করে কাজ করছে, অথচ তাদের কোন পে-স্কেল দেওয়া হচ্ছে না। তাদেরকে বলা হচ্ছে ভলেনটিয়ার, ভলেনটিয়ার না বলে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত আছে সেই হিসাবে তাদেরকে সরকারী কর্মী হিসাবে যাতে তারা সুযোগ-সুবিধা পায়। স্যার, তারাও প্রাণ দিচ্ছে। এই রাজ্যের মানুষের কল্যাণে তারাও কাজ করছে। একই কাজেইরকম কম

হচ্ছে কেন ? পৃথক কল কেন ? রাজ্যের বামফ্রন্ট সব সময় বলতেন যে আমরা সম কাজে সম বেতন চাই। আজকে পুলিশ যে কাজ করছে হোমগার্ডকে দিয়ে সেই কাজ করানো হচ্ছে। সেন্ট্রি ডিউটি থেকে আরম্ভ করে কম্বিং অপারেশন সব জায়গাতে হোম গার্ডদের লাগানো হচ্ছে। কিন্তু তারা সেই বেতন পায় না, তাদেরকে দেওয়া হবে না। নাসা অপপ্রয়োগ হচ্ছে। শুধু কেবল বিরোধী দলের কি ট্রাইবেল বলুন কি, নন-ট্রাইবেল বলুন পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। উশৃংখল পরিস্থিতি এই রাজ্যে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে শহরের দিকে তাকালে এটা উপলব্ধি করা যায়। স্যার, শুকরাম দেববর্মা এই রাজ্যে একজন যোগ্য অফিসার ছিলেন। তাকে খুন করা হল আজ পর্য্যন্ত একজন আসামীও ধরা পরল না। শহরের প্রাণকেন্দ্রে তার অফিসের সামনে তাকে খুন করা হয়েছে। স্যার, মধুসূধন সাহাকে খুন করা হল আজ পর্য্যন্ত একজন আসামীও ধরা পরল না। আলোচনায় আসবে। এখানে এই ব্যাপারে আলোচনার জন্য সময় দিয়েছেন। তখন এই ব্যাপারে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। কিন্তু স্যার, বিমল সিংহ হত্যার কমিশন গঠন হয়েছে, ইউসুফ কমিশন লক্ষ টাকা খরচ করে রিপোর্ট দিয়েছেন, কি রিপোর্ট কারা কারা দায়ী আজ পর্যান্ত জানা গেল না। আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি এই ট্রেজারী ব্যাঙ্কে কোন কোন নেতা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সুতরাং এটা প্রকাশ করা যাবে না। স্যার, আগরতলা শহরকে মাফিয়াদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল। গত ৬ মাসে আগরতলা শহরে ৪টা খুন হয়েছে। একটা আসামীও ধরতে পারল না পুলিশ। এখানে পূর্ব থানা, ঐ দিকে পশ্চিম থানা, অমতলী থানা, ঐদিকে জি বি আউট পোষ্ট তার পরে আছে রামনগর আউট পোষ্ট শহরের উপরে এতগুলি থানা এতগুলি পুলিশ চৌকি এর পরেও আসামী ধরা পড়ে না। আসলে পুলিশকে এখানে নিস্ক্রীয় করা হয়েছে। মাফিয়ারাজ কায়েম করা হয়েছে আগরতলা শহরে। এখানে আগরতলা শহরে যারা বসবাস করছে তাদের কারও নিরাপত্তা নেই। এখানে মাফিয়াদের হাতে সবকিছু ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। খুনি খুন করবে আসামী ধরা পড়বে না। মধুসুধন সাহা খুন হয়েছে আসামী ধরা পড়ল না, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার খুন হল কেন আসামী ধরা হল না। এটা কি পুলিশের ব্যর্থতা বলব না রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা ? উগ্রপন্থী দেখা যায় না এরা জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে, আগরতলা শহরে তো জঙ্গল নেই। স্যার, আশা করি এগুলির জবাব পাব এগুলি কেন হচ্ছে ? এর জন্য দায়ী কি স্বরাষ্ট্র দপ্তর নয় ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্লীজ কনক্লুড করুন, আর সময় দেওয়া যাবে না। যদি ৩৭ জন সদস্য হয় অন্যরা কি বলবে ?

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে কাশ্মীরের প্রশ্ন আসে, ত্রিপুরার প্রসঙ্গ আসে কিন্তু লোকসংখ্যায় এই রাজ্যে পরিসংখ্যানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য গোল্ড মেডেল পাবে খুনের খতিয়ানে। আমাদের রাজ্যে যত খুন হয়েছে কাশ্মীরেও এত খুন হয়নি। সুতরাং আমি বলব এখানে এই এম, এল, এ- রা বলুন বা এম, ডি, সি- রা বলুন কারোরই নিরাপত্তা নেই ! এম, ডি, সি- রা এ, ডি, সি- র সদস্য, তাদেরকেও নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছেনা স্যার।

পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট, এই পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? এখানে লোডসেডিং- এর কোন নিয়মনীতি নেই। স্যার, হুকলাইন চলছে সারা রাজ্যে। কারা হুকলাইন নিচ্ছেন যারা তাদের দলের লোক তারাই হুকলাইন নিচ্ছেন। কিন্তু এখানে সাধারণলোক যারা লাইনের জন্য টাকা পয়সা জমা দিয়েছে তারা লাইন পাচ্ছেনা। আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডসেডিং হচ্ছে, নিশ্চই বিদ্যুৎ মন্ত্রীর এইগুলি বাহাদুরী বলতে হবে। এটা বাহাদুরীও বটে। আমি স্যার, অমরপুরের কথা বলবনা, সেখানে একটা ডিজেল জেনারেটার ছিল, এই ডিজেল জেনারেটার এখন কোথায়? আজকে সেখানে হাসপাতাল বলুন আর থানাই বলুন সবখানেই লোডসেডিং। স্যার, আর, ডি, ডিপার্টমেন্ট, পঞ্চায়েত এটা তো দূর্নীতির আখড়া। আমাদের আর, ডি, আমাদের পঞ্চায়েত কেমন চলছে? এই তো সেদিন কদমতলাতে বি, এ, সি, মিটিং- এ গেলেন আমাদের জেলা পরিষদের সদস্য এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, সেখানে তাদের উপর আক্রমন করা হল। তাদের অপরাধ তারা দূর্নীতির বিরুদ্ধে ওরা প্রতিবাদ করেছিল। স্যার, গ্রামের মানুষের জন্য অর্থ বরাদ্ধ করা হচ্ছে সেই অর্থ চিচিংফাক হয়ে যাচ্ছে। কারা করছেন ঐ চেয়ারম্যান করে যাদেরকে দিয়েছেন তারাই ঐ কর্ম সংস্থানের টাকা খেয়ে ফেলছে। ফলে এই যে অবস্থাটা এই কারনে আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছিনা। স্যার, আমি আর একটু বলে শেষ করে দিচ্ছি।

স্যার আই, সি, এ, টি, ডিপার্টমেন্টটা উনাদের কল্যানে আজকে এই রাজ্যের পত্র-পত্রিগুলি বন্ধ হওয়ার মুখে। জাগরন পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া আর। কতগুলি পত্রিকা আছে তাদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। এখানে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের পলিসি কি? যেমন "গনদূত" পত্রিকা তারা এ- ওয়ান কেটাগরী থেকে তাদেরকে দেওয়া হবে এ কেটাগরী কারণ যেহেতু সরকারের বিরুদ্ধে তারা পত্রিকা ছাপায়। সুতরাং সেই পত্রিকা সমন্ধে সরকারের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে হবে। এখানে যে গাইডলাইন দেওয়া আছে যে, অফসেট পত্রিকা ছাপাতে হবে ছয় পাতার এবং যাদের প্রচার সংখ্যা ১০ হাজারের উপরে। আই, সি, এ, টি, ডিপার্টমেন্টের কথা, সেখানে কমিটি করা হয়েছে, সেই কমিটি থেকে রিপোর্ট দিয়েছে কিন্তু সেই কমিটির রিপোর্ট কার্য্যকরী হবেনা। কারণ মন্ত্রীর ছবি থাকছেনা সবসময়, মন্ত্রীর কথা সবসময় থাকছেনা, ফলে স্যার, আমার অনুরোধ থাকবে, আমার আবেদন থাকবে যে আমাদের এই রাজ্যে শিল্প নেই, আমাদের এখানে কিছু সংবাদ-পত্র আছে এর সাথে কিছু ওয়ারকিং- জার্নালিস্ট তাদের জীবন জীবিকা জড়িত আছে। আজকে যদি কোন পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এই ওয়াকিং জার্নালিষ্ট যারা আছে তাদের জীবন জীবিকা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। তাদের কি হবে। অনেক পত্রিকা তাদের স্টাফদের বেতনও দিতে পারছেনা। কারন সরকারের যে বৈশম্যমূলক বিজ্ঞাপন নীতি এবং ক্রাইটেরিয়া এটা অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক। এটা প্রত্যাহার করা হউক। এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোনের উর্দ্ধে এই পত্রিকাগুলির প্রতি যাতে আচরণ করা হয় এই দাবী আমি জানাচ্ছি। আমি এই কারণে এই বাজেটকে তীব্র বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** আপনি ৫০ মিনিট বক্তব্য রেখেছেন। আপনি কিন্তু বিরোধী দলনেতা। এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

**শ্রীসমীর দেব সরকার ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০০১-২০০২ইং সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেই বাজেটের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। খুব পরিস্কার ভাবে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণের প্রারম্ভেই উল্লেখ্য করেছেন যে রাজ্য এবং দেশের কঠিন অর্থনীতির পরিস্থিতির মধ্যেই এই বাজেট পেশ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার উদারীকরণ বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরনের ফলে আঞ্চলিক বৈশম্যই বাড়েনি এক বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিঘ্নিত হয়েছে। এবং বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যে ব্যবধান বেড়েছে। স্যার কথা বলা দরকার ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা দীর্ঘ স্বাধীনতার পর যারা ছিলেন বিরাট একটি সময় বিশেষ করে প্রায় ৪৬/৪৭ বছর কংগ্রেস এই দলে। আমরা লক্ষ্য করেছি তিনি বাজেট ভাষণে শুরুতেই কেন্দ্রীয় সরকারের উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ নীতির প্রতিবাদ করেছেন। অবশ্যই তাকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। এবং আমাদের বাজেটের নীতিগত দিক হাউসে জানান। স্যার, যেটা রাজ্যের বাজেট ভারতবর্ষের সংসদীয় রাজনীতির যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর থেকে আমাদের মত বা ভারতবর্ষের যেকোন রাজ্য সরকারের বাজেট পুরোপুরি রাজ্য সরকারের সমস্ত মানুষিকতা যে পরিচালনা করছেন সমস্ত মানুষিকতা বহিঃপ্রকাশ এখানে সংগঠিত হয়েছে। আমরা বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের যেখানে নিজস্ব সম্পদ বলতে কিছু নেই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকেই নিজস্ব সম্পদ যেখানে খুব সীমিত প্রায় কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি ভঙ্গি তার বাজেটে বরাদ্দ পরিকল্পনা নির্ভর করেই আমাদের এখানে বাজেট পেশ করেছেন। এবং সারা ভারতবর্ষের এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েই খুব কঠিন পরিস্থিতিতে যেটা বলা হয়েছে এর মধেই আমাদের রাজ্য সরকারের যে বাজেট এটা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী। মাননীয় বিরোধী দলনেতা আমরা যা জানি প্রথম দিক থেকে প্রথমতঃ শ্রীমতি ইন্দির গান্ধী হত্যার পরবর্তী সময়ে রাজীব গান্ধী জমানা থেকে শুরু করে নরসীমা রাও তখন থেকেই ভারতবর্ষের সরকারটাকে প্রায় পুরোপুরি বিশ্ব ব্যাংক আই, এম, এফ এদের কাছে বিকিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের যে আর্থিকটাকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে দিয়ে ভারতবর্ষের জাতীয় অর্থনীতিকে নিমজ্জিত করে ঋণ দিয়ে যেখানে ভারতবর্ষকে ডুবিয়ে দিয়েছে —ব্রিটিশের যে নীতি এখন অব্যাহত আছে। বিশেষ করে আজকের যে ন্যাশন্যাল ডমোক্রেটিক এলায়েন্স ( এন, ডি, এ ) যে সরকার তৃণমূল ও বি জে পি যে সরকার সেই সরকারের আমলে সেই অর্থনীতির আরোও বেশী, বলা যায় খুলসা হয়ে সাম্রাজ্যবাদের দিক কেটে যাচ্ছে। তারা যে নীতি নিয়েছিলেন বেসরকারীকরণ, উদারীকরণ কথা বলি। বিজেপি সরকার শুধু মাত্র তাকে আরেকটু বাড়িয়ে নিচ্ছেন। আমার মনে আছে প্রথম কেন্দ্রে অ-কংগ্রেসী সরকার বিজেপি সরকার যখন নেতৃত্বে আসে তৎকালীন কংগ্রেসের অর্থমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং কেন্দ্র যখন

বিজেপি নেতৃত্বে যখন বাজেট পাশ করা হয়েছিল প্রথমবার তখন ডঃ মনমোহন সিং চিৎকার করে বললেন না এটা তো বিজেপির নিজস্ব বাজেট না এটাতো আমার বাজেট, কংগ্রেসের বাজেট চুরি করে নিয়ে গেছে। মূলত অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোন ফারাক নেই। নিজেরাই স্বীকার করছে। আমরা বলি না এটা ঠিক না ফারাক আছে। এটা কোন জায়গায়। বিজেপির যে তারা যে নীতিটা ছিল উদারীকরণ বেসরকারীকণ নীতিটি এনেছে কংগ্রেস তার নীতিটা শুরু করছে। কংগ্রেসের আমলে যেভাবে ভারতের অর্থনীতিটাকে বিকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তাতে বি, জে, পি এর আদবানী বলেছেন যে, তার চেয়ে আমরা অনেক বেশী। এই চুরি চুরি চুপকে চুপকে দিল দেওযা নেওয়া, এইগুলি না একেবারে খোলাখুলিভাবে ভারতের জাতীয়তাবাদের কথা বলে এইগুলিকে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করছে আজকের সরকার। সেখানে এই নীতি মানতে গিয়ে কি হল যে ভারতবর্ষের কল-কারখানাগুলিও অবদান ধার্য্যকৃত ছিল সরকারী পরিচালনায় যেগুলি ছিল এইগুলি লোকসানে যাচ্ছে, এইগুলিকে তুলে দেওয়া হচ্ছে। লাভজনক সংস্থাগুলিকে বেসরকারীকরণ করে দেওয়া হচ্ছে। লোকসান যদি হয় তুলে দাও আর লাভ যদি হয় তাহলে বিক্রি করে দাও। তাই এখানে ভারতের অর্থনীতি, সংহতি, স্বাধীনতা সবটাই ধ্বংস হওয়ার পথে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছোট, একটা রাজ্য সেখানে জনস্বার্থরূপী বাজেট প্রণয়ন করা কঠিন ব্যাপার। ব্যাঙ্ক, এল, আই, সি, থেকে শুরু করে সমস্ত সংস্থাগুলিকে পর্যন্ত আজকে বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার স্বার্থক্ষুন্ন করে। পার্লামেন্ট রাজ্যসভা সেখানে পরাস্ত হয়েছে তার অর্থনীতি বিকিয়ে দেওয়ার জন্য এই যে নীতির কাছে পরাস্ত হচ্ছে, এই যে একটা জায়গায় চলে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট যে অর্থনীতি তা সম্পর্কে ভারতের প্রবল প্রতিবাদ করতে হচ্ছে এবং তা আমাদের রাজ্যের বাজেটেও প্রতিফলিত হচ্ছে। এলাকার সাধারন মানুষ শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত বেকার যুবক এবং সমস্ত অংশের মানুষ থেকে প্রতিবাদের জোর উঠেছে সবাই প্রতিবাদ করছে যে দেশকে রক্ষা করতে হবে, জাতিকে রক্ষা করতে হবে, এখানে বিকল্প নীতি দেবে একমাত্র বামপন্থী মন্ত্রীরাই, কেন্দ্রীয় সরকার তো সাম্রাজ্যবাদী নীতি, একচেটিয়া নীতি তার বিরুদ্ধে এক মাত্র বামপন্থীরাই, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং কেরালার বামফ্রন্ট সরকার এই বিকল্প অর্থনীতির পথ দেখাচ্ছে। এবং আমাদের রাজ্যে যে এবারের ২০০১-২০০২ ইং সালের বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন বিকল্প একটা নীতি নিয়ে। এই কারণে আমরা বলব যে কিভাবে এই বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে দাড়িয়ে ত্রিপুরাকে স্বয়ংভর করা যায়, তার কৃষি অর্থনীতি, গরীব অংশের মানুষের অর্থনীতিকে কিভাবে চাঙ্গা করা যায়, তার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কিভাবে সম্প্রসারিত করা যায় তার সার্বিক দিক থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এবং এখানে কর্ম সংস্থানের সুযোগকে আগে ও সম্প্রসারিত করার চিন্তাধারণা মাথায় নিয়ে এখানকার এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। আমি মূলত একটা দিক থেকে বলব। কারণ এখানে আর ও

সদস্য আলোচনা করবেন। আমি যেটা বলার চেষ্টা করব এই বাজেট আমি বিশেষ করে দেখছি রাজ্য সরকার দুর্গম এলাকাগু'লতে যাতায়াত উপযোগী করার লক্ষ্যে সেখানকার সড়ক ব্যবস্থা সেতু ইত্যাদির যথেষ্ট উন্নতি করা হয়েছে। সেখানে নতুন করে কাঠের সেতুগুলিকে পাকা করা হয়েছে এবং রাজ্যে মনু থেকে মিজোরাম পর্যন্ত জাতীয় সড়ক যেটা ত্রিপুরার অংশে ১৩৫ কিমিঃ নির্মাণ কাজ সীমান্ত স স্থার হাতে দেওয়া হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি ত্রিপুরার জেলা সড়কগুলি উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য প্রকল্প তৈরী করতে কনসালটেড করেছেন এবং তারা ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছেন জেলান্তরের কাজের উন্নয়নের জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে বরাদ্দ পাবে বলে আশা করছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলেছে শুধু বিশ্ব ব্যাঙ্ক না, নাবার্ড এবং এল আই সি থেকে ঋণ নিয়ে ও রাজ্যের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, তাকে আরও সম্প্রসারিত করার জন্য এখন জনগণের যোগাযোগ ব্যবস্থা, তার অর্থ-নীতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। এবং এর জন্য আমরা লক্ষ্য করছি, পূর্ত দপ্তর বিশেষ করে তার সড়ক এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ২,৪৪,৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন। স্যার, লক্ষ্যনীয় দিক যেটা ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি, রাজ্যের মধ্যে নতুন রাজধানী কমপ্লেক্স তৈরী করার জন্য অনুমোদন পাওয়া গেছে। যেটা বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এটা খুব আনন্দের সঙ্গে অভিনন্দন জানাব। এবং এর জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, আনুমানিক ১৭৭ কোটি টাকা। এই টাকা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে এই কমপ্লেক্সের মত বিধানসভা ভবন, হাইকোর্ট বিল্ডিং, রাজ্য সরকারের সচিবালয়, অতিথিশালা, এম এল এ হোষ্টেল, এর সঙ্গে সাংস্কৃতিক কনভেনশন হল, আবাসিক বিল্ডি এবং নানা পরিসেবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির জন্য এখানে নতুন রাজধানী কমপ্লেক্স তৈরীর অনুমোদন পাওয়ায় সেখানে ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে। পূর্ত দপ্তর এই কাজ শুরু করছে, এটা একটা নতুন দিক এবং একে অবশ্যই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য আগামী দিনের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য বেশী সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। এর জন্যই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি। জন সম্পদ দপ্তর যেটা পূর্ত দপ্তরের অংশ বিশেষ সেখানে আমরা দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার তার বাজেটের মাধ্য বিশেষ করে বিদ্যুৎ এর উপর ভর্তুকি এই গুলি কমানোর জন্য বা তুলে দেওয়ার জন্য কৃষি মন্ত্রী নির্দেশ জারী করেছে। হুমকি দিয়েছেন, বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার মত যদি বিদ্যুৎ এর ক্ষেত্রে সংস্কার না করলে পরে রাজ্যের পাওনা, পরিকল্পনা খাতে আটকে দেওয়া হবে। নির্লজ্জ তারা এই ধরনের হুমকি দিচ্ছেন, নিজেরা বিকিয়ে দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের কাছে। দেশীয় দ্রোহিতার নীতি সেখানে চাপিয়ে দিচ্ছে। স্যার, এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে, রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য, রাজ্যের জল ভাল সেচ সম্প্রসারণের জন্য, আমরা লক্ষ্য করছি। ইতিমধ্যেই ২০১০ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংম্ভরতার অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে আমরা দেখছি ও

হাজার ৯ হেক্টর জমি জল সেচ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ৯৯ থেকে ২০০ সাল এ ১০৫ টা লিফট ইরিগেশন প্রকল্প এবং ১০৮টা গভীর নলকূপের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আগামী অর্থ বছরে আরও বেশী লিফট ইরিগেশন স্কীম এবং ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হবে। কলসী মুহুরী নদীর উপর একটা গুরুত্বপূর্ণ স্কীম সহ আরও বেশ কিছু ডাইভারশন স্কীম রূপায়ণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই যে কাজগুলি খোয়াই, গোমতী, মনু এতে একটা মাঝারী সেচ প্রকল্প ছাড়াও তার মধ্যে ডাইভারশন স্কীম থেকে শুরু করে লিফট ইরিগেশন এর সঙ্গে ডিপ-টিউবওয়েল রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় জল সম্প্রসারণের জন্য ব্যবস্থা করছে। এবং জল সম্পদ দপ্তর এটা গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে যা আগামী দিনে ত্রিপুরার সমৃদ্ধির পথে বিশেষ করে কৃষক এবং কৃষির উপর স্বনির্ভর যে মানুষ তার শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ রাজ্যে কৃষির উপর নির্ভরশীল তার অর্থ-নৈতিক আরও সমৃদ্ধি করা যাবে বলে আমরা আশা করছি। এই কাজ যদি সম্প্রসারিত না হয় তাহলে রাজ্যের চার দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি এবং তার ফল পেয়েছি, তাতে তার কর্ম সংস্থান সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের কৃষকদের হাতে যদি পয়সা যায় তাতে যদি উৎপাদন বাড়ানো যায় রাজ্যের মাটি জল সম্পদ এবং মানব সম্পদকে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বাস করি। তাহলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে যত পয়সা যাবে তার ক্রয় ক্ষমতা যখন বাড়বে তার চাহিদা বাড়বে বাজারে তার প্রতিফলন ঘটাবে। তার ফলে রাজ্যের বাজারগুলির উপর নির্ভর করে রাজ্যের কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন এবং রাজ্যের মানুষের যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সেখানে হয় তো ছোট ছোট কলকারখানা করার সুযোগ হবে। আগামীদিনে রাজ্যের বেকার যুবকদের মধ্যে অন্তত কিছু আশার সৃষ্টি হবে। এই ভাবে কৃষির উপর জোর দেওয়া এবং নানা যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে দিয়ে রাজ্যের সাধারণ অংশের মানুষ বেকার যুবকদের মধ্যে একটা আশার সঞ্চার এখানে বিরাজ করছে। স্যার, সঙ্গে যুক্ত করছি যেটা জলসম্পদ এবং কারিগরী দপ্তর। মাননীয় সদস্যরা অনেক আলোচনা করেছেন অনেক বিষয় নিয়ে বিশেষ করে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান এবং নানা দিক থেকে ডিপ টিউব-ওয়েল করে দেওয়া। সেখানে আইরন রিমোভাল প্ল্যান কোন জায়গায়, কোন সাবডিভিসন এ করা যাবে। সেই গুলির উপর গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা লক্ষ্য করছি নানা জায়গা বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে জলের জন্য যে প্রকল্পগুলি সেগুলি পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কোন কোন জায়গা যেমন পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার জেলাগুলিতে আমরা দেখছি পানীয় জল সম্প্রসারণের জন্য পঞ্চায়েতকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গ্রামের মধ্যে প্রজেক্ট তৈরী করে শতকরা ১০ ভাগ দেবেন যারা বেনিফিসিয়ারী তারা। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আমরা দেখছি পানীয় জলের সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণের জন্য পঞ্চায়েতকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গ্রামের মধ্যে প্রজেক্ট তৈরী করে ১০ শতাংশ দেবেন বেনিফিসিয়ারী আর ৯০

শতাংশ সেখান থেকে দেওয়ার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে চালু হয়েছে সেটা আগামী দিনে পানীয় জলের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এর সঙ্গে আরো কিছু কিছু স্কীম শহর বা গ্রামাঞ্চলে তৈরী করার জন্য সেখানে ব্যাপক উদ্যোগ আমরা ইতিমধ্যে সেখানে লক্ষ্য করছি।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য, শেষ করতে হবে।

**শ্রীসমীর দেব সরকার :—** যে এর মধ্যে শহরাঞ্চলে বাড়ী বাড়ী পানীয় জল সম্প্রসারণের জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কোনো কোন্ নগর পঞ্চায়েত সেটা কার্য্যকরী করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা আশা করছি সেই উদ্যোগ আরো সম্প্রসারিত হবে। নগর পঞ্চায়েত সমূহ আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে পানীয় জলের সম্প্রসারণের সুযোগ যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ এই আশা করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়। আপনি ১৫ মিনিট বলুন।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** মিঃ স্পীকার স্যার মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি এর মধ্যে দেখছি কি রকম একটা লক্ষ্যহীন দিশাহীন বাজেট এই বিধানসভাতে আর কখনো দেখিনি। কোনো লক্ষ্যই নেই এই বাজেটের ভেতরে। শুধু কেন্দ্রের কতগুলি নীতির বিরোধীতা করে উনি অনেক বক্তব্য রেখেছেন যেটা যুক্তি সঙ্গত বলে আমি মনে করি না। কিছুটায় কিছু জায়গায় যুক্তি আছে। অনেকগুলি যুক্তিহীন। উনি মিসগাইড্ করারই সবখানে চেষ্টা করছেন। আ মার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে উনি এই বাজেট তৈরী করতে গিয়ে উনার একার দোষ দেব না ওটা দলেরই ব্যাপার যেহেতু এখানে হাউসকেই জনগণের এই বাজেট তৈরীর ক্ষেত্রে প্রতারনা করেন। গত বছর উনারা দেখিয়েছিলেন ১৩৪ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত এত বেশী উনারা ব্যয় করছেন। গতবার ঘাটতি ১৩৪ কোটি টাকা। স্যার, এইবার দেখা গেল ৭৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে? না খরচ কমিয়ে উদ্বৃত্ত হয়েছে। স্যার গতবার যে টাকা বাজেট বরাদ্ধ করেছিলেন তার থেকে ১১৮ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা খরচই করলেন না। যার ফলে ৭৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়ে গেল। এইবারও দেখা যাচ্ছে ২,৭২৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ধরেছেন। কিন্তু তার মধ্যে কত টাকা অব্যয়িত রাখবেন? ধরে নেব, বহু টাকাই অব্যয়িত থাকবে এবং ১০৬ কোটি টাকার যে ঘাটতি দেখিয়েছেন তাই পরবর্ত্তী সময়ে দেখা যাবে উদ্বৃত্ত হয়ে গেছে। এই ভাবে আবার রিভাইজড বাজেট করবেন সেখানেও অব্যয়িতই থেকে যাবে। স্যার, এই রকম বাজেট আমি আর দেখি নাই। উনি বার বার কেন্দ্রীয় বাজেটের কথা বলেছেন। কিন্তু তার আগে আমি বলতে চাই, আমি তাঁকে কেন দিশাহীন বলেছি। স্যার আমি এই বাজেটে নূতন কোন প্রজেক্ট দেখতে পাইনি। যেও ২/১টি প্রজেক্ট দেখিয়েছেন সেগুলিও কেন্দ্রের প্রজেক্ট। স্ট্যাটের কোন ব্যাপার

এর মধ্যে নেই। আর যে সব ষ্ট্যাটের আছে সেগুলি কোন উল্লেখযোগ্য নয়। এম এল এ দের জন্য ফাণ্ড করেছেন ৫ লক্ষ টাকা। উনাদের এম এল এ দের কাছে জনসাধারণ কিছুই আশা করে বিরোধী হলে কিছু তবু পাবে। স্যার, আমি পুরো বাজেট পড়েছি। কিন্তু নূতনত্ব কিছুই দেখতে পেলাম না। স্যার, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৬ এ ধরা হয়েছে, ১৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। কারন, রঙ্গীন মাছ চাষ করা হবে। অ্যাকোরিয়ামে আজ কি ভাবে তার ট্রেনিং দেওয়া হবে। এতে হয়ত ২/১ জন বেকারের চাকরী হবে। তাছাড়া আর কিছুই হবে না। স্যার, হার্ড টেকনিক্যালের জন্য গতবার বাজেটে বরাদ্দ ছিল, ১০ লক্ষ টাকা, আগামী অর্থ বছরে ধরা হয়েছে আড়াই কোটি টাকা, আর প্রগ্রেসিভ কমার্সে গতবার ছিল, ১কোটি ৩৯ লাখ টাকা। এইবারও তাই রাখা হয়েছে। ফুল চাষের জন্য গতবার ছিল, ৩,২০,০০০ টাকা। এইবার ২০ লক্ষ টাকা। এই কয়েকটিই দেখতে পেলাম। আর বাকী যা আছে সব কেন্দ্রের। যেমন ধরুন, দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী ২,৯৫ লক্ষ লোককে প্রতিমাসে ২০ কে, জি, চাল দেওয়া হবে। অন্নপূর্ণা প্রকল্পেও ২,৮০,০০০ পরিবারকে চাল দেওয়া হবে। অন্ত্যোদয় যোজনায় ১১,৪৮০ বৃদ্ধ নাগরিক উপকৃত হবে। তাদের ৩ টাকা দরে ২৫ কে, জি চাল দেওয়া হবে। স্যার, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ভাতা প্রকল্পে ৫,২৪৮ জনকে ভাতা দেয়া হচ্ছে ৬০,৪১২ জন বৃদ্ধকে বার্ধক্য ভাতা দেয়া হচ্ছে। স্যার, এর সবটাই কেন্দ্রের। ষ্টেটের কোন ব্যাপার নেই। এটা সবটাই কেন্দ্রের। কাজেই দারিদ্র মানুষের জন্য, জুমিয়া মানুষের জন্য যা কিছু করা হচ্ছে এটা সবটাই হচ্ছে কেন্দ্রের বাজেটে। কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্য সরকারের পাওয়া। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এখানে যে সমস্ত কথা বলা হচ্ছে আমার মনে হয় অন্তত: পুরোটাই অন্ধভাবে প্রতিবাদ করাটা উচিৎ হবে না। ডাইরেক্টর অব রাজীবগান্ধী ইনষ্টিটিউট অব কনটেম্পোরারী ষ্টাডিস, উনি একটা আরটিক্যালে বলেছেন ভারতবর্ষে যে সমস্ত ক্ষেত্রে ভর্তুকী দেওয়া হচ্ছে তার পরিমান হচ্ছে আড়াই লক্ষ কোটি টাকা। কাজেই বিদেশ থেকে ঋণ এনে এই যে ভর্তুকী দেওয়া এটার উনি বিশ্লেষণ করেছেন। রেশনে চাউলের যে ভর্তুকী দেওয়া হয়, এটা কি ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষকে দেওয়া সম্ভব বা দেওয়া কি উচিৎ? কাজেই যাদেরকে রেশনের আওতায় আনা হবে শুধু তাদেরকেই এই রেশনের সুযোগ দিতে হবে। যার টাকা নেই তাকে ভর্তুকী দিলেন, আর যার কোটি টাকা আছে তাকে ভর্তুকী দিলেন এটাকে কি আপনারা দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী বলে চালিয়ে দেবেন? চাউলের ভর্তুকী, বৃদ্ধদের ভর্তুকী এগুলি কাকে দেবেন? যারা দরিদ্র সীমা রেখার নীচে বাস করছে তারাইতো পাবেন। ভারতবর্ষের কোটিপতিদের কেন দেওয়া হবে? মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এক প্রশ্নের উত্তরে এখানে বলেছেন যে যারা বি, পি, এল তাদের সংখ্যা-২লক্ষ ৯০ হাজার তাদেরকে রেশন দেওয়া হচ্ছে। এতে বহু টাকার সাশ্রয় হচ্ছে। কি ভাবে হচ্ছে? যারা সচ্ছল তাদের ভর্তুকী কেটে রেখে। এটাকে

কি আমরা বলব এটা উচিৎ হয়নি। এটাতো দরিদ্রদের উপর আঘাত হানা নয়। এতে যে টাকা বাঁচবে তাতে বেকারদের কর্মসংস্থানেও আরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। শিল্প নিয়ে রাষ্ট্রের কাজ কি ব্যবসা করা? রাষ্ট্রের কাজ কি শিল্প চালানো? যে সমস্ত শিল্প রুগ্ন আমাদের এখানে জুট মিল আছে এবং এতে প্রতি বছর ৬ কোটি টাকা লস হচ্ছে। আজকে সকালে ট্রান্সপোর্ট দপ্তরের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন টি. আর টিতে ৫৩ কোটি টাকা লস হয়েছে। তাও এই বছরের টাকা হিসাব করা হয়নি। সুতরাং এই ভাবেই যদি চলে তাহলে। প্রশ্ন উঠবে কত বছর এই ভাবে চলবে। কত বছর জনগণ এই ভাবে পরোক্ষ কর দেবেন। পরোক্ষ কর কিন্তু দরিদ্ররাও দিচ্ছেন। বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে কত বছর এই ভাবে চলবে? এই প্রশ্ন আজকে উঠছে। রাষ্ট্রের হাতে যদি শিল্প থাকে তাহলে সেখানে অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ হয়। যেমন-জুট মিলে ৩০০ কর্মচারী দরকার সেখানে কর্মচারী আছে ১৬০০। তাহলে কি লাভ হবে? আজকে বাদল বাবুর এলাকার লোকেরা বলবে-আমাদের চাকুরী দিতে হবে, না দিলে ভোট দেব না। রাষ্ট্রের হাতে যদি শিল্প থাকে তাহলে পলিটিক্যাল কনসিডারেশন এগুলি হয়, রাজনীতিগত ভাবে নানা কনসিডারেশন করতে হয়। এই কারণেই দেখা যায় রাষ্ট্রায়ত্ব যে সমস্ত শিল্পগুলি আছে আছে এগুলি লস হচ্ছে। এই লসগুলি আমাদের পূরণ করতে হচ্ছে বিদেশ থেকে ঋণ এনে। কত টাকার হিসাব দেবেন? কারণ এই যে ২ ৫ লক্ষ কোটি টাকার ভর্তুকির হিসাব দলেন, বিদেশ থেকে ঋণ আনার হিসাব দিলেন তার জন্য কি নোট ছাপিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে? নোট ছাপিয়ে সমস্যার সমাধান করা যায় না। কারণ তার জন্য সঠিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। আমরা বাজেটে যে অর্থ পাব সেই অর্থ যদি সঠিক ভাবে খরচ করতে পারি তাহলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। আর যদি সঠিক পরিকল্পনা মাফিক কাজ না করতে পারি তাহলে আমাদের ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে, বিদেশ থেকে ঋণ আনতে হবে। এই ভাবেই আমরা সমস্যায় জর্জ্জরিত হয়ে পড়ব।

**মিঃ চেয়ারম্যান :—** মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে আছে যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৈষম্য হওয়ার কারণেই উগ্রপন্থীর সৃষ্টি হয়েছে। ভারত সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য আজ বৈষম্য করে তার চেয়ে বেশী বৈষম্য করছে এখানকার বামফ্রন্ট সরকার উপজাতিদের সঙ্গে। কারণ কত-গুলি বড় বড় জল সেচের কথা বলেছেন সেগুলির একটিও ট্রাইবেল এলাকায় নেই। ট্রাইবেল এলাকায় ডিপ টিউব ওয়েল এবং মার্কট করা যায় না। তাই ট্রাইবেল এলাকায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যানের সাহায্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

**মিঃ চেয়ারম্যান :—** মাননীয় সদস্য কনক্লুড করুন। কারণ আপনার ১৪ মিনিট হয়ে গেছে।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** ১০ মিনিটও হয়নি স্যার, আমি কি অনুমান করতে পারি না। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, ভালই হয়েছে আপনি যখন বলেছেন আমি কনক্লুড করছি। দক্ষিণ মহারাণী ড্রাই এরিয়া। কাজেই এখানে টিউবওয়েল হয় না, মার্কটু হয় না কাজেই সেখানে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরী করে জল সরবরাহ করা উচিত বলে আমি মনে করি। এখানে বৈষম্যের কথা বলা হয়েছে। স্যার, দেখুন এ, ডি, সি'তে এত বছর এক হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু যে জায়গায় এ, ডি, সিকে রাজ্য সরকার থেকে মাত্র ১০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবারও ২,০০০ হাজার কোটি টাকা এ, ডি, সিকে দিয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার ৮০ কোটি টাকার উপরে দেবে না মানে হাজারে ৪০ টাকাও নয়। কাজেই মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এই যে বৈষম্য এটা খুবই দুঃখ জনক। ট্রাইবেলদের আশা-আখাঙ্খাকে উপেক্ষা করা উচিত হয়নি। তৈদুতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বেহাল অবস্থা এবং মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ধুমাছড়ার স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কথা বলেছিলেন যাতে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির দিকে নজর দেওয়া হয়। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন অর্থের অভাবের জন্য কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। সবই অর্থের সংকট, অর্থের অভাব, এই করতে করতে গনতান্ত্রিক অংশের মানুষকে পদদলিত করা হচ্ছে।

**মিঃ চেয়ারম্যান ( শ্রীসমীরদেব সরকার ) :—** মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

**শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—** মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমার অনেক বলার আছে, সবই বাদ দিলাম। স্যার, এখানে পরমাণু বিজ্ঞানী আব্দুল কালাম উনি এসেছিলেন এই রাজ্যে, উনি বলেছিলেন এই রাজ্যে-তে অনেক খনিজ সম্পদ আছে, খনিজ সম্পদ আছে এগুলি কাজে লাগাচ্ছেন না কেন? এবারের বাজেটেও এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বেসরকারীই হোক, আর সরকারীভাবেই হোক এই ব্যাপারে কেউ কিছু বলেননি। আমাদের রাজ্যের ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মত ছোট ছোট রাজ্যে যে দর্শনীয় স্থান আছে তা অনেক রাজ্যে নেই। কিন্তু তারা আমাদের চাইতে বেশী ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। তাদের তুলনায় অনেক গুন বেশী আমাদের এখানে ট্যুরিষ্ট স্পট। কিন্তু ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম আমাদের রাজ্য বরাবরই পিছিয়ে আছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাদলবাবু এই ব্যাপারটাতে কোন আগ্রহ দেখান নি। কাজেই এই ব্যাপারে আমি কাট মোশান এনেছি! আর কৃষিতে বলা হয়েছে ১০ সনের মধ্যে স্বয়ম্ভর হবে এই রাজ্যে। এটা দিবাস্বপ্নের মত। ট্রাইবেল এলাকাতে যেভাবে মান্ধাতা আমলের কৃষি কাজ হচ্ছে, এটার মধ্যে যদি মর্ডানাইজেশান না আনা যায় এবং ট্রাইবেলদের বাদ দিয়ে এখানে খাদ্যে স্বয়ংম্ভর করা যাবে না। এখানে জুমিয়া ৫০ হাজার পরিবার আছে, তাদেরকে যদি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সামিল না করা যায় তাহলে এখানে খাদ্য উৎপাদন স্বয়ংম্ভর করা যাবে না

আমি যখন কৃষিমন্ত্রী ছিলাম, তখন গৌহাটিতে আমরা সবাই একমত হয়েছিলাম যে, যে ট্রাইবেল এলাকায় জুমিয়াদের একটা উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে আনতে হবে যদি কৃষিতে মর্ডানাইজেশান আনতে হবে তা না হলে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করা যাবে না। আজকে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন রাজ্যে কৃত্রিম রাবার এসে গেছে। বাইরের অনেক ষ্টেটে রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি করছে, আনারস উৎপাদন বৃদ্ধি করছে, পশ্চিমবঙ্গেও আনারস উৎপাদন বৃদ্ধি করছে। আমাদের এখানে এগুলি মার খাচ্ছে। এই রকম আমাদের এখানে অনেক জিনিস মার খাচ্ছে। তবে এখনও আমাদের এখানে এমন কতগুলি জিনিস আছে যেমন মাছ, মাছ মিজোরামে উৎপাদন হয় না। আমাদের এখানে যদি প্রচুর পরিমাণে মাছ উৎপাদন হয়, তাহলে আমরা সেগুলি মিজোরামেই বিক্রী করতে পারি। তারপর কাঁঠাল, বাংলাদেশে উৎপাদন হয় না। তারপর ডিম, মাংস এগুলি আমাদের লোক্যাল মার্কেটে আছে। অথচ আমরা বাইরে থেকে আমদানী করছি। ডম্বুরে আমি একটা প্রজেক্ট করেছিলাম, প্রায় আড়াই কোটি টাকার প্রজেক্ট সেটা অর্ধপথে সমাপ্ত হয়েছিল। এটা করা হয়েছিল যাতে ডিম, মাছ, মাংস এগুলিতে স্বয়ংম্ভর করা যায়। এটা অর্ধপথে সমাপ্তি হয়ে যায়। ওরা বলছে এই ব্যাপারে কেন্দ্র নাকি অর্ধেক টাকা দিয়েছে। আমি খবর নিয়ে জানলাম, কেন্দ্র বলছে. নগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রজেক্ট তৈরী করে দিয়েছে, ইমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ঠিক তার উল্টো। এটা একটা ভাল প্রজেক্ট, এটাকে ধরে রাখার কোন সদিচ্ছাই নেই, তার কোন যোগ্যতাই নেই। সেই কারণে এই রাজ্য পিছিয়ে আছে। উনারা এই বাজেটে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু এখানে জুট মিলকে কিভাবে রক্ষা করবেন এই ব্যাপারে কোন বক্তব্য নেই। বেকারদের কি দেবেন, কৃষকদের কি দেবেন, উপজাতি জুমিয়াদের কি দেবেন, এখানে জনগণের নিরাপত্তা কিভাবে দেবেন সেগুলির কোন সঠিক বক্তব্য নেই। কাজেই, এই বাজেট খুবই হতাশাব্যঞ্জক। এই বাজেট এই রাজ্যের জনগণের কোন দিশা দিতে পারে নি। এই বাজেট দিশাহীন, লক্ষ্যহীন। এই জন্য এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না।

**মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রী সমীর দেব সরকার) :—** মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মন। দশ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য পেশ করুন।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :—** (আগরতলা) মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, বাজেট একটা প্রক্রিয়া সেটাকে বিরোধিতা করার-বাজেট একটা সিষ্টেম, সেটাকে বিরোধিতা করার কোন প্রশ্নই উঠে না। তবে গরীবদের কথা বলে নিজেরা লুটে পুটে খাওয়ার জন্য যে উদ্দেশ্য নিয়ে বাজেট করা হয়েছে এবং যে বিভিন্ন অনিয়ম এই বাজেটের মধ্যে আছে আমি তার তীব্র বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। প্রথমেই ১২, ফেব্রুয়ারী. ২০০১ ইং তারিখের 'ডেইলী দেশের কথা' পত্রিকায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কয়েকটা কথার উল্লেখ করে আমার বক্তব্য রাখছি। উনি

বলেছেন এই কদমতলায় সমাবেশে সমৃদ্ধি অগ্রগতি বলতে বুঝি দারিদ্রসীমার নীচে যেসব মানুষ রয়েছেন তাদের উপরে টেনে তোলা। অন্ততঃ একবেলা ভাতের ব্যবস্থা করা। যাদের মাথা গোঁজার ঠাই নেই তাদের জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করা, যাদের চার পাঁচটি সন্তান অন্তত এক-দু' জনকে স্কুলে পাঠানো, পরবর্তী সময় সবার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। বছরে ১০০ দিন কাজের ব্যবস্থা করা। তিনি বলেন, আমরা যখন ঋণ নিয়ে এসব কাজ করার চেষ্টা করছি বাজেট উত্থাপন করি তখন বিধানসভায় কংগ্রেসের সদস্যরা বিরোধিতা করে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন- সেচের পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদন, পানীয় জলের ব্যবস্থা করার ওপর জোর দিয়েছেন। সমস্ত গ্রামে যাতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায় সে ব্যবস্থা করছি। শতকরা ১৪ টাকা সুদ দিয়ে ঋণ এনে এসব করছি। এই কাজ কংগ্রেস ভাবেনি। কেন্দ্রের বি, জে, পি, জোট সরকার ভাবছে না। তিনি বলেন, আমাদের আমলে নতুন ব্লক হয়েছে। আমরা সমস্ত গ্রামীণ রাস্তাকে জেলা সড়ক করে রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে প্রকল্প নিয়েছি। এজন্য কেন্দ্রের কাছে টাকা চেয়েছি। কথা হচ্ছে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সঙ্গে। অফিসাররা বলেছেন, উন্নয়নের জন্য ঋণ করবেন? আমরা তো জোট সরকারের মত লুটপাটের জন্য নয়, মন্ত্রীদের সুবিধার জন্য নয়, গরীব মানুষের উন্নয়নের জন্য ঋণ করছি। প্রতিটি স্কুলের পাকাবাড়ী, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নয়নে হাত দিয়েছি। ইতিমধ্যে পৌনে চারশ পাকাবাড়ী হয়েছে প্রাথমিক স্কুলের। যেখানে একজন শিক্ষক ছিল দু'জন দিয়েছি। এ, ডি, সি, এলাকার স্কুলের জন্য ৫০০ শিক্ষক নিয়োগ করতে বলেছি। টাকা রাজ্য দেবে। কিন্তু ওরাতো এসব করছে না।

তিনি বলেন এই হচ্ছে আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচী। কংগ্রেস, বি, জে, পি, জনতা (ইউ) প্রার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন বামফ্রন্ট সরকার যে কর্মসূচী হাতে নিয়েছে তা' ভাল না খারাপ? যদি ভাল হয় তাহলে তারা বিধানসভায় বিরোধিতা করে কেন? বরং এসব উন্নয়ন কর্মসূচী যাতে বাস্তবায়িত করতে না পারে এজন্য সন্ত্রাসবাদীদের লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

স্যার, এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভাল একটা ধারণা ছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপর। কিন্তু এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উনার যোগ্যতা এবং উনার সততা নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন উঠেছে। কতবড় হিপক্রিট হলে পরে এই ধরণের কথাগুলি বলতে পারে। বর্তমান ফিনান্সিয়েল ইয়ারে সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট কি কি অ্যালোটমেন্ট করেছেন আমরা সেটা শুনতে চাই।

Indira Avash Yojana—Rs. 1681-23 lakh Jawhar Gramin Yojana—1437. 02 lakh Swarna Jayanti Gramin Swarojgar Yojana—Rs. 873192 lakh Employment Assurance Schemes (EAS)—Rs. 1020.25 lakh Restructure

Central Rural Sanitation Programme—Rs. 1300 lakh D.R.D.A. 177 lakhs. Prime Minister Gramin Udyog Yojana

a) Village Connectivity—Rs. 2500 lakh, b) Drinking Water – Rs. 2000 lakh, c) Rural Housing—Rs. 900 lakh and d) Subsidy-cum-Housiug Scheme—Rs. 46 lakh.

তাছাড়া দশম অর্থ কমিশন থেকে রাজ্য সরকারকে এক কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন ফর প্রোভাইডিং ড্রিংকিং ওয়াটার ফেসিলিটিস্ ইন স্কুলস্। এপার্ট ফ্রম দিস· বিগ অ্যাণ্ড হিউজ সাম অব্ মানি হ্যাজ বীন প্রোভাইডেড ফর কনস্ট্রাকশন অব্ স্কুল বিল্ডিংস্। স্যার, তারপরেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ১৪ পার্সেন্ট সুদে ঋণ নিয়ে আমরা এই সমস্ত কাজগুলি করেছি। বাজার থেকে ঋণ নিয়ে আমরা এই সমস্ত কাজগুলি করেছি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি লক্ষ্য করলাম ১৩৫০,৭০ কোটি টাকার ঋণে জর্জরিত আমরা। ১৪ পার্সেন্ট সুদে ঋণ কার স্বার্থে নেওয়া হয়েছে? যেখানে আমরা ৪-৫ পার্সেন্ট সুদে অন্যান্য সরকারগুলি যে রকম করে থাকে আমরা সেরকম ভাবে সিকিউরিটি ফ্লোট করতে পারতাম। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার একটা ইরিগেশন স্কীম এ,আই,জি,পি, সাব্সিডিকাম লোন্ স্কীম-এ রাজ্য সরকারকে অ্যাট্ দ্যা রেট অব্ ৬ পার্সেন্ট ইন্টাররেষ্ট ফর ইরিগেশন দিয়েছেন রুপিস ৮০০০ কোটি টাকা। তারপরও উনি বলেছেন আমরা ১৪ পার্সেন্ট হারে নাবার্ড থেকে ঋণ নিয়ে ইরিগেশনের জন্য কাজ করছি। এটা অসত্য কথা বলেছেন।

স্যার, উনি বলেছেন যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন শচীন্দ্রলাল সিংহ এবং সুখময় সেনগুপ্ত ছিলেন তখন রাজ্যের জল সেচের জমির পরিমাণ ছিল ২.৫ শতাংশ। ভাল কথা। তখনকার সময়ে যদি ৫০ কোটি টাকা দিয়ে মোট কৃষিজ ভূমির ২ ৫ শতাংশ জায়গা জল সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়ে থাকে ৫৬০ কোটি টাকা দিয়ে কেন আপনারা এখনও জল সেচের জমির পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম হচ্ছেন না?

স্যার, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা বিভ্রান্তিতে ভরা। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করেছেন। প্যারা ৮-এতে তিনি আই, এম, এফের কথা উল্লেখ করেছেন। উনি ভাল করেই জানেন যে আই, এম, এফ, থেকে লোন নিতে গেলে নির্দিষ্ট ভাবে কিছু গাইড লাইন এবং কণ্ডিশান থাকে। ঠিক তেমনি এই সরকারও যখন বিভিন্ন জায়গা থেকে লোন নেয় তখন সে সমস্ত ক্ষেত্রেও নির্দিষ্টভাবেই কিছু কিছু টার্মস্ এণ্ড কণ্ডিশান থাকে প্যারা ৮ এবং প্যারা ১১তে কি রয়েছে এই দুটি ভাল করে দেখুন স্যার। কি ধরণের বিভ্রান্তি মূলক কথা। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ দিচ্ছে এবং অন্য দিকে প্যারা ১১তে বলছে অন্য কথা। এগুলি সেলফ্ কন্ট্রাডিক্টরি।

স্যার, স্টেট প্লেন আউটলে ৪৮৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছে বর্তমান অর্থ বছরে। এই টাকা দিয়ে কি কাজ হল এর কোন এচিভমেন্ট রিপোর্ট আমাদের কাছে নেই। কি কি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে কাজ কোথায় কতটুকু হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমাদের কিছুই জ্ঞাত করানো হয় না। সাপ্লিমেন্টারি গ্রেন্টে সেলারী এণ্ড ওয়েজেস ৩০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু এটা বলেছিলেন। যার ফলে নন-প্লেন এক্সপেণ্ডিচার বেড়ে যাচ্ছে। এবং আমরা দেখলাম ১০৬,৯১ কোটি টাকা ঘাটতি। ১০৬,৯১ কোটি টাকার মধ্যে পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের ঘাটতির অংকটা হচ্ছে ৪২,৮৯ কোটি টাকা। কিভাবে উনি দপ্তরটাকে চালাচ্ছেন? অর্থমন্ত্রী কায়দা করে প্যারা ৬৪-তে উল্লেখ করেছেন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ষ্টেইট ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটারী কমিশন গঠন করার জন্য। তার মানে আবার বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি করা। এদিকে আমাদের রাজ্যটাকে লোড শেডিং-এর স্থায়িত্বটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখানে কোন একজন মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছিলেন ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার ব্যবহার্থে কিছু একটা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী জানিয়ে দিলেন না, করা যাবে না। কারণ রাজ্য সরকারের আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে এটা করা যাবে না।

কিন্তু আমরা কি দেখতে পেলাম লাস্ট ক্যাগ রিপোর্টে 19.39 crore of rupees was mis-used either at loss or interest liability or unfruitful expenditure or excess payment. ঐ বিদ্যুৎ নিয়ে যখন ছাত্রদের কথা বলি তখন বলে টাকার অভাব। কিন্তু আনফ্রুটফুল লস এবং বিভিন্ন ইনটারেস্ট লায়বেলিটি ১৯,৩০ ক্রোর ওয়াজ রুপিস হেজ বিন স্পেণ্ট।

এবার আসি উনার আর একটি দফতর পি, ডব্লিউ, ডি। উনি যে কত বড় সারিং মাষ্টার, থাকে নিরামিষের মত আমি উনাকে চ্যাম্পিয়ান মানছি। এখানে সমস্ত ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা টেবিল চাপড়িয়ে সমর্থন জানাবেন। কিন্তু ঐ পার্টি অফিসে গিয়ে উনাকে জিজ্ঞাসা করবেন কি কারণে এই সব জিনিষ হচ্ছে। এই বিধানসভায় প্রশ্ন করেছিলাম এই রাজ্যে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদারদের বঞ্চিত করে কেন এমন কি টার্মস্ এণ্ড কণ্ডিশন ঢুকাচ্ছে যাতে করে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদাররা অংশ গ্রহণ করতে পারছে না টেণ্ডারে? এবং বহিঃ রাজ্যের ঠিকাদারদের তোমরা পাইয়ে দিচ্ছ। প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করছে যে, হঁ্যা। কি কি কারণে? উনি বলেছেন রেস্ট্রিকটেড টেণ্ডার কি কি কারণে করছেন? In rare cases some eligibility criteria are being fixed for the intending bidders in case of prestigious and very important works envisage, some special features and items which are not normally being executed in the State of Tripura. সি, পি, ডাব্লিউতে কি বলা আছে? সি, পি, ডাব্লিউতে রেস্ট্রিকটেড টেণ্ডার কল করতে গেলে Only three types of the work is secure to be execute very great beat which is not all contractor are in position to generate where the work is special nature requiring specilise equipment

which not likely to the available with all contractors. বিল্ডিং করতে গেলে কি লাগে ? একটা ভাইব্রেটার মেশিন এবং মিকচার মেশিন দরকার। কোন স্পেশাল ইকুপমেন্টের দরকার হয় না। আর একটা কি ? ওয়ার্ক ইজ সিক্রেট নেচার। যেমন ডিফেন্সের কোন কাজ, আর্মস এণ্ড অ্যামিউমেশনের কোন কাজ এই সমস্ত কাজের জন্য রেস্ট্রিকটেড টেণ্ডার করা যায়। কোন নর্মাল ওয়ার্কের জন্য রেস্ট্রিকটেড টেণ্ডার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলছি। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে কেপিটেল কমপ্লেক্সের বেলায় ১৭৭ কোটি টাকার ১৫ শতাংশ করে হিসাব করে দেখুন সমস্ত টাকা উনি নিচ্ছেন। এই বিধানসভার নতুন বিল্ডিং করার জন্য নেপকোকে দেওয়া হয়েছে। শুধু একমাত্র সিমেন্ট ওয়ার্ক যেখানে জড়িত এই সিমেন্ট ওয়ার্কটা শুধু টি, এস, আর ( ত্রিপুরা সিডিউলড অব রেটস ) এ আর বাকিগুলি নিউ সিডিউল্ড যেটা ত্রিপুরা স্টেট সিডিউল্ড। আর বাকি সমস্ত আইটেমগুলি আইদার কলকাতা সিডিউল্ড অব্ রেটস অর দিল্লী সিডিউলড অব্ রেটস। আদার আইটেম সিডিউলড রেটেড হেভ বিন কোটেড অ্যাট প্রেজেণ্ট মার্কেট রেট এনালাইসিস। স্যার হাউসিং বোর্ডের বিল্ডিং নির্মাণ হয় নিউ সিডিউলডের উপর ফোর টু ফাইভ পারসেণ্ট এভাব দিয়ে। কসবাতে দুর্দান্ত একটা বিল্ডিং নির্মাণ হয়েছে। সেটা রাজ্যের মুখ্য সচিবও সার্টিফিকেট দিয়েছেন। বলেছেন যে, কি সুন্দর বিল্ডিং। সেখানে কাজটা হয়েছে ওয়ান পারসেণ্ট এভাব দিয়ে। আর এই জায়গায় নেপকো এটা কিছুই না জাস্ট দালালি। এখানে কোটি কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। নেপকো কাজ করে ? না। কাজ কারা করছে ? নেপকো থেকে সাব রেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঐ ক্যাডারদের কাছে। বর্তমানে যেটা নেপকোকে দেওয়া হয়েছে সেটা ৩০ টু ৩৫ পারসেণ্ট এভাব। নিউ সিডিউলড টি, এস, আর, উপর যায়। কোটি কোটি টাকা পেয়ে যাচ্ছে। তারপরে সাধু সাধু কথা বলবে। পুরাতন সচিবালয়ে বিল্ডিংটা ২৫ পারসেণ্ট এভাব নিউ সিডিউলডে কাজটা সম্পুর্ণ করা হয়েছে। নেপকো কত শতাংশ পেয়েছে ? ১০ শতাংশ।

জি-বিতে সুপার স্পেশালিটি ওয়ার্ড এই কাজটা ৪০ টু ৪৫ এভাব দিয়ে কাজটা করছে। অথচ সেই জায়গায় হাউজিং বোর্ড একই ধরণের কাজ করছে ৮ শতাংশ এভাব দিয়ে। সেখানে এম পি সি সি ৪০ শতাংশ এভাব দিয়ে মং কামানোর জন্য কাজটা করছে, লজ্জা হওয়া উচিৎ। তারপরে বলবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গরীবদের কথা। অথচ রাজ্যে বি, পি, এল পরিবারের সংখ্যা কত তার কোন উল্লেখ নেই। আমি দায়িত্ব নিয়ে কথা বলছি আমি মিথ্যা বলছি কিনা তদন্ত করে দেখতে পারেন এখানে অনেক সেণ্ট্রাল এজেন্সী আছে, এম, পি, সি, সি, আছে, পি, এন, টি, আছে। বি, পি, এল, সংখ্যার ব্যাপারে রাজ্য সরকার বলছে ৭৪ শতাংশ আর প্ল্যানিং কমিশন বলছে ৫৪ শতাংশ, এই পরিসংখ্যান ঠিক করার জন্য ১৯৯৮ সালে আর, ডি ডিপার্টমেণ্টকে ৬২,৭৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সঠিক সংখ্যা বের করতে পারেনি ওরা। ভোগাস রেশন কার্ডের

জন্য ৫৪,২২ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু ঐ সবগুলি এখানে কোন উল্লেখ নেই। ফর মডার্ণাইজেশন অব সেন্ট্রাল হেলথ হোম ডিপার্টমেন্ট ১৮ কোটি ২৬ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা, আর্থিক অনুদান ৬ কোটি ৪২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা আর আধুনিকীকরণ নিয়ে ২৫ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছিল। বিগত উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে বলা হয়েছে কোন উন্নতি হয় নি গত তিন মাসে। লজ্জা হয় না? চতুর্থ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর মারা হয়েছে ১০৮৪ জন, অপহরণ ১২৮২ জন, ধর্ষণ ১২৬ জন, মহিলাদের লাঞ্ছিত করা হয়েছে ১১২ জন, মাডারের সংখ্যা বেড়ে চলছে দিনকে দিন। সরকার তবু বলবে রাজ্যের আইন শৃংখলা ভাল আছে। উগ্রপন্থী সারেণ্ডার করেছে ৫৫৩৯ জন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছি রাজ্যে উগ্রপন্থীর সংখ্যা কত? তখন উনি বলেছিলেন যে ৭০০ থেকে ৮০০ হবে। অথচ এখানে দেখা যায় সারেণ্ডার উগ্রপন্থীর সংখ্যা হচ্ছে ৫৫৩৯ জন। আর শিক্ষায় ড্রপ-আউট রেইট, যেখানে সারা ভারতবর্ষে ড্রপ আউট রেট হচ্ছে ৩৪ শতাংশ কিন্তু শুধু আমাদের রাজ্যে ৫৫ শতাংশ, কি আশ্চার্য। এটা আমার কথা নয়। মাননীয় রতিবাবুর এক প্রশ্নের উত্তরে দেখা গেছে ৭টা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল থেকে একজনও পাশ করে নাই এবং মাধ্যমিক স্তরে ৪০টা স্কুলে কেউ পাশ করেনি। স্যার, ১৯৯৯-২০০০ সালে লস্ট করেছে ২২৪৪,৭৭ কোটি টাকা। কিন্তু আমরা যখন বলি কর্মচারীদের নায্য পাওনার কথা তখন বলেন টাকা নেই। কোটি কোটি টাকা কমপিউটারে নয় ছয় হয়েছে। কোন টেণ্ডার নেই, যে যেভাবে পারছে কিনে নিচ্ছে। বাড়িতে লেপটপ কমপিউটার কিনে নিচ্ছে। সরকার এটা স্বীকারও করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন। অফিসাররা আই, এস, অফিসাররা কমপিউটার কিনে যার বার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। এর কোন হিসাব নেই। এটা গরীব মানুষের সরকার মেহনতী মানুষের সরকার।

**মিঃ চেয়ারম্যান :—** মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :—** স্যার, আমি শেষ করে দিচ্ছি। এটা লাস্ট পয়েন্ট, স্যার, আর, ডি, তে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম রোজগার যোজনায় পি, এম, আর ওয়াই কত টাকা পেয়েছেন তার কোন উল্লেখ নেই এই বাজেটে। স্যার, ইতিমধ্যে ৪১,৯০ কোটি টাকা ইরেগুলারলি খরচ করা হয়েছে ই, এ, এস, প্রকল্পে। এই প্রকল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ ৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২ হয়েছে। এখানে বলেছে ১০০ দিনের কাজের কথা ফলে দেখা যাচ্ছে ২০-২৫ মেনডেইজ কাজ হচ্ছে। কাজেই, স্যার, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের ইলিজিব্যাল বেনিফিসারীরা টাকা পাচ্ছে না।

**মিঃ চেয়ারম্যান :—** মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :—** স্যার, আমি এখুনি শেষ করে দিচ্ছি।

**মিঃ চেয়ারম্যান :—** আপনি ২০ মিনিট বলে ফেলেছেন। শেষ করুন।

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :—** ঠিক আছে স্যার। সেন্ট্রাল নন্ লেপসেবল পোল অব রিসোর্সেস্ মাননীয় ফিনান্স মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি এর থেকে কত টাকা পেয়েছেন তার কোন উল্লেখ নেই এই বাজেটে। এই বাজেট গরীবদের জন্য নয়। এই বাজেট মন্ত্রীসভার এবং আমলাদের পরিবার এবং পরিজনদের জন্য এই বাজেট উগ্রপন্থীদের জন্য। এই বাজেটকে কোন গণতান্ত্রিক সচেতন নাগরিক সমর্থন করতে পারে না। কাজেই, এই বাজেটকে পূর্ণ বিরোধিতা করে এবং মাননীয় বিরোধীদল নেতা যে সমস্ত কথা বলেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

**মিঃ চেয়ারম্যান :—** মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয়।

**শ্রীমানিক দে :—** স্যার, এখানে একটা জিনিস পরিস্কার হওয়া উচিৎ। মোট সময় হচ্ছে দুই ঘন্টা, তার মধ্যে ৮০ মিনিট আর ৪০ মিনিট করে। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমি যে বিষয়টা প্রিপেয়ার করে এসেছি। আমাকে ডিস্টার্ব করতে পারবেন না। আমি শুরু করতে চাই।

**মিঃ চেয়ারম্যান :—** বিরোধী দলের সদস্যরা ৯০ মিনিট সময় নিয়েছে।

**শ্রীমানিক দে :—** স্যার, বেশী না, খুব বেশী সময় নিয়েছে।

( গণ্ডগোল )

**শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :—** স্যার, আমরা তো বেশী স্কোপ পাব।

**শ্রীকেশব মজুমদার ( মন্ত্রী ) :—** স্যার, জনগণইতো ওদেরকে বলার সময় দেন না। আমরা কি করব? জনগণইতো ওদেরকে সময় বেঁধে দিয়েছেন, আমরা সময় দেবো কোথা থেকে?

( গণ্ডগোল )

**মিঃ চেয়ারম্যান :—** মাননীয় সদস্য মানিক দে মহোদয়, আপনার বক্তব্য শুরু করুন।

**শ্রীমানিক দে :—** মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এখানে ২০০১-২০০২ ইং সালের বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি এটাকে সমর্থন করে আমার আলোচনা শুরু করছি।

**শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—** স্যার, এখানে একটু সময় বেশী হয়ে গেছে। গত বারও দেখা গেছে এক ঘন্টা, দুই ঘন্টা সময় বাড়িয়ে কাভার করা হয়েছে। এটা এই ভাবে করা যায় কিনা আমি সেই অনুরোধ রাখছি।

**মিঃ চেয়ারম্যান :—** যেহেতু কালকেও আলোচনা আছে তবুও মাননীয় সদস্য যেহেতু বলেছেন এবং আপনারা যদি মনে করেন তা হলে আধা ঘন্টা সময় বাড়ানো যেতে পারে।

**শ্রীমানিক দে ঃ—** মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আমাদের দেশের সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলোর সীমা কতটুকু ক্ষমতা এই সম্পর্কে স্পষ্ট একটি ধারণা দেওয়া আছে। এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা আলোচনার মধ্যে অনেকগুলো বিষয় উনারা এনেছেন। আমি যে আলোচনা করতে চাই এখানে ১ থেকে ১৪নং পেরাতে বাজেট ভাষণ মাননীয় অর্থমন্ত্রী অনেকগুলো বিষয় এনেছেন যেগুলো গ্লোবাল ইকোনমি আমাদের দেশের অর্থনীতি কিভাবে আক্রান্ত এবং এদের মধ্যে কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন যেমন গত কয়েকদিন আগে পত্রিকাতে দেখেছি অদৃষ্ট শক্তি নামে একটি বক্তব্য বলে একটি কথা, এখানেও অদৃষ্ট শক্তি কিছু আছে সম্ভবতঃ। যারা গ্লোবাল ইকোনমি এবং নিজেদেরকে দাবী করছেন সংস্কার পন্থী বলে। ইকোনমিক কনডিশানটা কি আজকে দেশের?

বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর নিকট আত্মসমর্পণ

১) আমদানী রপ্তানী নীতি পরিবর্তন। আমদানীর ক্ষেত্রে সব রকম নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার। আমদানীর পরিমাণ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ প্রত্যাহার। আমদানী শুল্ক হার ব্যাপক কমিয়ে দেওয়া।

২) দেশীয় গবেষণা, শিল্প কৃষি উন্নয়ন, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানগুলোর সুযোগ জনগণের ক্রয় ক্ষমতা ইত্যাদির বিষয়ে কোন চিন্তা না করে কেবলমাত্র বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর স্বার্থে পেটেন্ট আইন সংশোধন।

৩) বীমা ক্ষেত্র বেসরকারীকরণ ও বিদেশী কোম্পানীর অনুপ্রবেশ।

৪) ব্যাঙ্ক শিল্প পর্য্যায় ক্রমে বেসরকারীকরণ।

৫) টেলিকম ক্ষেত্র বেসকারীকরণ ও বিদেশী বিনিয়োগের সুযোগ দান।

৬) বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্র বেসরকারীকরণ ও বিদেশী অনুপ্রবেশ ও ১০০ শতাংশ বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান।

৭) বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে বেসরকারী ও বিদেশী অনুপ্রবেশ।

৮) কয়লা খনি ক্ষেত্র বেসরকারীকরণ।

৯) ডক বন্দর বেসরকারীকরণ ও বিদেশী অনুপ্রবেশ।

১০) বিমানবন্দর বেসরকারীকরণ।

১১) তেল উত্তোলন ক্ষেত্র বেসরকারীকরণ ও বিদেশী অনুপ্রবেশ।

১২) পরিবহণ ক্ষেত্র বেসরকারীকরণের উদ্যোগ।

১৩) ভারি শিল্প ক্ষেত্র ও ইলেকট্রনিক শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক বিদেশী অনুপ্রবেশ।

১৫ই জুন ২০০০ইং সালে জি-১৫ কায়রোতে অনুষ্ঠিত সভায় কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী মোরাসলি মারানের মন্তব্য-বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হওয়ার ফলেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি।

শিল্প ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রের অবনতি

১৯৯৫ইং থেকে ২০০০ইং সাল এই পাঁচ বছরে সকল ক্ষেত্রেই অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের গতি ( গ্রোথরেইট ) নিম্নমুখী। শিল্প উৎপাদনের হার নিম্নমুখী।

১) ১৯৯৫-৯৬ইং সালে ছিল ১১ শতাংশ। ১৯৯৯-২০০০ইং সালে এসে দাড়িয়েছে ৬ ৯ শতাংশ।

২) প্রাথমিক মৌখিক পন্য উৎপাদন ক্ষেত্রের হার ১৯৯৭-৯৮ইং সালে ছিল ৬.৫ শতাংশ, বর্তমানে সেটা দাড়িয়েছে ১.৪ শতাংশে।

৩) মূলধনী উৎপাদন ক্ষেত্রে হার থেমে দাঁড়িয়েছে ৪.৭৬ শতাংশ।

৪) ভোগ্যপন্যের উৎপাদন হার ১৯৯৭-৯৮ইং সালে ছিল ৪.৮ শতাংশ ১৯৯৯-২০০০ইং সালে থেমে দাঁড়িয়েছে ৩.২ শতাংশে।

৫) কয়লা ইস্পাত পেট্রোপন্য উৎপাদন আমদানী নীতির কারণে ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

৬) কেবলমাত্র বিদ্যুৎতের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু শিল্পে বিদ্যুৎ ব্যবহার মারাত্মক ভাবে কমে গেছে।

৭) খনিজ উৎপাদনের হার ১৯৯৭-৯৮ইং সালে ৯ শতাংশ থেকে নেমে ১৯৯৯-২০০০ইং সালে দাঁড়িয়েছে ০.৪ শতাংশে।

৮) আভ্যন্তরীণ পুঁজি সৃজনের ক্ষেত্রে অবস্থা অত্যন্ত করুন। এত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পরও পুঁজি লগ্নীর হার মাত্র ০.৪ শতাংশে।

৯) শিল্পে সার্বিক রুগ্নতা বন্ধ হয়ে যাওয়া ক্ষুদ্র শিল্পে সংকট বস্ত্রশিল্প বিদেশে রপ্তানীর প্রশ্নে প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি কারণে যে সংকট তীব্রতর হয়েছে। ১৫০টি বস্ত্রকল বন্ধ। তাতে ৫৮ হাজার বস্ত্র শিল্প শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে অবনতি

১) কৃষিক্ষেত্রে বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১৯৯৬-৯৭ইং সালে ৯.৩ শতাংশ, ১৯৯৭-৯৮ইং সালে ৩.২ শতাংশ, ১৯৯৯-২০০০ইং সালে ১ শতাংশ এক সময়ে শূন্যে নেমে গিয়েছিল।

২) আমদানী নীতির ফলে কৃষিজাত পন্য ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভীষণ সংকট দেখা দিয়েছে, কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ আমাদের দেশের সামগ্রিক অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কৃষির উপর নির্ভরশীল।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবনতি

বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতীয় পন্যের বাজার ক্রমশ সংকোচিত হচ্ছে।

১) চা-১৯৯০ইং সালে ছিল ২২.১ শতাংশ ১৯৯৭ইং সালে কমে হয়েছে ২.৪ শতাংশ এবং ক্রমশঃ কমে আসছে।

২) মশলা-৭.৭ শতাংশ থেকে কমে দাড়িয়েছে ২.৭ শতাংশ।

৩) চামড়া ৪ ৮ শতাংশ থেকে কমে দাড়িয়েছে ২.৭ শতাংশ।

৪) চর্মজাত পণ্য ১৩.৪ শতাংশ থেকে কমে দাড়িয়েছে ২.৫ শতাংশ।

৫) মৌলিক পণ্যের ক্ষেত্রে কমে গেছে ১০.৪ শতাংশ।

৬) যন্ত্র উৎপাদিত পণ্য ২.৮ শতাংশ কমে গেছে।

৭) ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য ১৬.৩ শতাংশ কমে গেছে।

৮) আয়কর ও খনিজ দ্রব্য কমেছে ১৫.৮ শতাংশ।

শিল্প ক্ষেত্রে অবনতি সত্বেও মুনাফা বিশাল

৩০০টি কোম্পানীর সমীক্ষা করে দেখা গেছে বৃহৎ কোম্পানী ও বহুজাতিক সংস্থা অনেক বেশী নিট লাভ করছে যা বিক্রয় বৃদ্ধির থেকেও বেশী।

১) গত দশ বছরে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বিক্রয় বেড়েছে ৩২২ শতাংশ লাভ হয়েছে মোট ৩৬৯ শতাংশ।

২) অন্ত শুল্ক দিতে হয়েছে মাত্র ১৯৭ শতাংশ।

৩) দেশীয় কোম্পানীগুলোর মোট লাভ বেড়েছে ৩৩৬ শতাংশ নিট লাভ হয়েছে ৩০৩ শতাংশ।

৪) উৎপাদন কম, বিক্রয়ের পরিমাণ কম অথচ লাভ অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫) বহুজাতিক সংস্থাগুলো সব থেকে বেশী কর ফাকি দিচ্ছে।

উৎপাদন কম, বিক্রয় পরিমাণ কম, অথচ লাভ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এই হল অবস্থা, তাহলে সাধারণ লোকের কি হবে? ১৯৯৯ইং সালের উপর দেখলে দেখা যায় যে খেত মজুরী কমে গেছে। অধিকাংশ রাজ্য গত দশ বছর ন্যূনতম মজুরি সংশোধিত হয় নি। গত দশ বছরে শ্রমিকদের উৎপাদিত পণ্যের সংশোধিত মূল্য বছরে ৬৯ শতাংশ অথচ শ্রমিকদের মজুরি বেরেছে মাত্র ১০ শতাংশ। ঠিকা শ্রমিকে দেশ ছেয়ে গেছে, ১৯৯৭-১৯৯৮-১৯৯৯-২০০০ ইং সালের পাইকারী মূল্য বছরে ৮.৪ শতাংশ, ভোক্তা মূলক সুযোগ বছরে ১৩.৪ শতাংশ চালের বছরে ২১ শতাংশ, গম ৩০ শতাংশ, ডাল ২১ শতাংশ। গণবন্টনের পন্য বাজার দর থেকে অনেক বেশী যেমন

চাল ২৭ শতাংশ, গম ৫১.৫ শতাংশ। অধিকাংশ প্রয়োজনীয় ঔষধের দাম বছরে ৭৭ শতাংশ থেকে ৪৫৭ শতাংশ। এই একটা বিস্ময়কর মূল্য বৃদ্ধি সৃষ্টি হয়েছে। এখানে আমরা দেখছি যে রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলিকে তারিয়েছে যেটা বলেছেন যে' রাখার দরকার নেই। রুগ্ন কেন্দ্র-গুলি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, ২৬ শতাংশ শেয়ার পর্যন্ত বিক্রি করে চলছে, বিলুপ্তিকরণ চলছে এবং আরও এখানে লাভজনক সংস্থাগুলিকে বিক্রি করে তাদের আদায় হয়েছে ৪,১৫৮ কোটি শেয়ার বিক্রি করে টাকা নিয়ে নিয়েছেন। ২০০০ সালে তারা লাভজনক সংস্থা থেকে আদায় করেছেন ১৮ হাজার ৩৯৪ কোটি টাকা। এই দিয়ে সেন্ট্রাল গভর্ণমান্ট বাজেট ঘাটতি পূরণ করছেন। অথচ ৯৮-৯৯ইং সালে রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলি থেকে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা পরেছে ৪৬,৯২৫ কোটি টাকা, এটা আগের বছরের তুলনায় ১১ শতাংশ বেশী। এখানে আডবানী গোষ্ঠি এবং রিলায়েন্স পেট্রোলিয়াম্ দেশের সমস্ত শেয়ার তারা নিয়ে যাচ্ছে এবং চরম দুর্দশাজনিত অবস্থায় জনগণকে ছেড়ে দিয়েছেন। দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী লোকদের কথা যদিও তারা ২৬ শতাংশ বলছেন এটা ৩৬ শতাংশ। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রামীণ ক্ষেত্রে ৮৮.৬ শতাংশ, শহরাঞ্চলে ৬৯.৮ শতাংশ, মাথা পিছু গড় আয় ৬ টাকা। আর একটা মানুষের খাদ্যের দরকার ২৪০০ ক্যালরী সেখানে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণকারী জনসংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৭০ শতাংশ। এই হল কৃষি শ্রমিকদের জাতীয় স্তরের অবস্থা। আর যেখানে বলেছেন এক কোটি বেকারের কর্ম সংস্থান করবে, এই এক কোটি বেকারের কর্ম সংস্থান তো দূরের কথা তাদের কাজ চলে যাওয়ার পথে। ছাঁটাই শ্রমিকের সংখ্যা পাবলিক্ সেক্টরে ৩ লক্ষ, প্রাইভেটে দাঁড়িয়েছে ৪৫ লক্ষ। এই গত কয়েকটা বছরের মধ্যে এই অবস্থা। রাজ্য সরকার এই অবস্থার মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, কারণ কেন্দ্র রাজ্যের প্রসঙ্গে স্বাভাবিক কারণে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য সরকারকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে, যেমন যেমন এটা বলছে তার মধ্যে তারাই দেখা যাচ্ছে কিভাবে রাজ্যগুলিকে সাহায্য না করে, সংবিধান সংশোধন করে মানুষের ভিত্তিগুলির মধ্যে হস্তক্ষেপ চলছে, যেমন রিসেন্টলী বাজেট ভাষণে বলছেন, কোথায় মানুষের সমস্যা সমাধান করবেন সেখানে বলছেন হাইয়ার ইজ, হাইয়ার, মানে লোককে ভাড়া কর। এই হল এবারের সেন্ট্রাল গভর্ণম্যান্টের মূল বক্তব্য। মানুষকে ভাড়া খাঁটাও আর কাজ শেষ মানে পাঠিয়ে দাও। এই নীতি ঘোষণা করেছেন। এই নতুন নীতির ফলে বেকারের জন্ম হবে এবং সমস্যা বাড়বে। এবং এখানে পরিস্কার বলেছে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট তার সংস্থাগুলির ২ পারসেন্ট কর্মচারীর সংখ্যা কমাবে। এর মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছে একটা অলটারনেটিভ বলছে যে বামফ্রন্ট ওরা বিরোধিতা করছে, টাকা আসবে কোথা থেকে? আমরা বলছি আছে, অলটারনেটিভ আছে। ওরা বলছে দেয়ার ইজ নো অলটারনেটিভ। ছাট ইজ টিনা; কথায় কথায় টিনার কথা বলে। কিন্তু টিনার এর পরেও আমরা বলছি একটা অলটারনেটিভ আছে।

আমরা তো বলছি এখানে দাড়িয়েও কাজ করা যায়, টাকা ছাড়া চলে না এটা আমরা স্বীকার করছি। টাকা আনতে গেলে কেন দিচ্ছে না' আজকে কেন দেশের এই অবস্থা। আমার দেশের ন্যাশানাল ইনটারেষ্ট একটা কষ্ট অব ন্যাশানাল ইনটারেষ্ট টাকা আনব এটা হয় নাকি ? ন্যাশানাল ইনটারেষ্টকে যদি সেইভ না করা যায়, সেখানে বারগিনিং করে সেখানে টাকা আনার ক্ষেত্রে কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু ন্যাশনাল ইনটারেষ্টকে বিক্রি করে দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে বিপন্ন করে দিয়ে দেশের স্বার্থ বিপন্ন করে টাকা আনার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা বলছি তো, সেখানে কর ফাকি দিয়ে বসে আছে। এই দেশের বড় লোকদের কাছ থেকে তো ২৬ হাজার কোটি টাকা আদায় করা যায়। কিন্তু কেন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না? ১ লক্ষ কোটি কাল টাকা বাতিল করে করুন, ৫০ টাকা নোট, ১০০ টাকা নোট, এবং ৫০০ টাকা নোট যাদের ঘরে কালো টাকা আছে। নতুন কালারে নোট ছাড়ুন, তারা সেই নোট পালটিয়ে নেবে। বড় লোকদের ঘরে যে হিসাব বহির্ভূত কালো টাকা আছে সেই টাকা যখন ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাতে আনবে, যেহেতু এটা হিসাব বহির্ভূত টাকা। সরকারের টাকা হিসাব ঘোষণা করুক, এখান থেকেও যে টাকা পাওয়া যায়। আমরা তো বলছি ৫৮ হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্কে এরা দেয় না। সেই টাকা সংগ্রহ করুক। একটা রিক্সা শ্রমিক যদি ঋণ নেয়, একটা কৃষক যদি ঋণ নেয় তার বিরুদ্ধে আইন দেখানো হয়। তার ৫৮ হাজার কোটি টাকা বেআইনী যে মেরে দিয়েছে এই দেশের বড় লোকেরা সেখান থেকে তো ৫৮ হাজার কোটি টাকা আদায় করা যায়। না এই কথাটা তো বলা হচ্ছে না। তা না করে উল্টো, সেখানে ঐ তারা সংস্কারের নামে কার বিরুদ্ধে দেশের জনগণের বিরুদ্ধে সংস্কার সমস্ত মানুষকে বেকার বানিয়ে দিয়ে বেকারত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এবং শিল্প কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে এবং স্বনির্ভর অর্থনীতিকে বিসর্জন দিয়েছে। এই ভাবে তো দেশ চলতে পারে না। এখানে বামফ্রন্ট সরকার এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই পরিকাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা বিকল্প কিছু করে মানুষের কাছে বাজেটকে পেশ করছে। এই বাজেটকে আমি বিরোধিতা করতে পারি না। যদি বাজেটের মধ্যে কনষ্ট্রাকটিভ কিছু থাকে কার্যকরী করার প্রশ্ন যদি এটা কর, সেটা কর, এই করলে পরে ভাল হবে। ভাল সাজেশান নেওয়ার ক্ষেত্রে তো কোন আপত্তি থাকতে পারে না। এটা না করে এজ এ হোল এটাকে অপোজ কর। এবং সেখানে দাড়িয়ে দেখা যায় সংস্কারের নামে ওটাকে সমর্থন করে। এই ধরণের কিছু কথাবার্তা মাঝে মধ্যে আসে। এটা তো হতে পারে না। মানুষের জন্য যদি কাজ করত মানুষকে বাদ দিত না। মানুষের তো একটা ধর্য্যের সীমা আছে। সেই ধর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ঐখানে দাঁড়িয়ে আমরা মনে করি বামফ্রন্ট এই বাজেটের মধ্যে সত্যই মানুষের জন্য কিছু করার মত একটা কিছু আছে। সেখানে শিক্ষাকে সংকোচন করেছে বেসরকারীকরণ করেছে সেখানে হাইয়েষ্ট টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে। রাস্তাঘাট যেখানে ৪টা ন্যাশন্যাল হাইওয়েকে বন্ধক দিয়ে দেওয়া হয়েছে। টাকা ছাড়া হাটা যাবে না, চলাও যাবে না। আর এখানে দেখা যায় রাস্তা

সরকারি টাকায় হয়। এমনকি দেখা যায় পানীয় জলও টাকা দিয়ে কিনে খেতে হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় জল কিনে খেতে হয়, কিন্তু এখানে এখনও ফ্রী আছে। আমি জানি না কতদিন এটা চলবে। এমনকি আমরা পশ্চিমবঙ্গেও দেখেছি জল সেচের জন্য টাকা দিতে হয়। এখানে টাকা লাগে না জল সেচ হয় এই কাজগুলি করা কি অপরাধ? বিদ্যুৎ নিয়ে এই সভাতেই আলোচনা হয়েছে, বিদ্যুৎ এখানে কম পয়সায় দিতে পারছি। আবাসন মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা চলছে। এই যে গণবন্টন ব্যবস্থাকে ধরে রাখার মত উদ্যোগ আছে। এই কাজগুলিকে অস্বীকার করার মত কোন সুযোগ নেই। আমরা এই কারণে বলছি এটা দায়িত্বশীল সরকার বলে এটা সম্ভব হয়েছে। এখানে বলছে এইগুলি বন্ধ করে দাও, জুট মিল, টি আর টি সি। আমি খুব সবিনয়ে অনুরোধ করতে চাই মাননীয় নগেন্দ্র বাবুকে। সোসাল রেসপন্সিবিলিটি উনারা ভুলে গেছেন জওহরলাল নেহরু যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সংবিধানের একটি নির্দেশিকা ছিল জনগণের প্রতি কিছু দায়িত্ব থাকবে খাওয়ার জল রাস্তাঘাট শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য। হাসপাতালের লাভ লোকশানের কথা চিন্তা করা যায়? পরিবহণের ক্ষেত্রে পরিবহণ হল অন্যান্য অন্যতম শর্ত। এখানে সব কিছু মিলে আমরা মনে করি একটা বিকল্প পথ এবং এখানে সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা ভাবনা আছে বলেই এই সরকার এই বাজেট এখানে পেশ করেছেন এবং যারা সোসাল রেসপন্সিবিলিটি করবেন তাদের জনগণের প্রতি দায়িত্ব নেই জনগণের কথা তারা ভাবেন না এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই এই বাজেটের বিরোধিতা করেন। আমরা আশা করব যে, জনগণের স্বার্থকতা ভেবে এই বাজেটের দিকে নজর দিবেন এবং ২০০১-২০০২ইং পর্য্যন্ত যে বাজেট এক বছরের জন্য পেশ করেছেন আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যরাও আশা করি জনগণের স্বার্থকতা বিবেচনায় রেখে এটা সমর্থন করবেন এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

**মিঃ চেয়ারম্যান :—** এই সভা ১৪ই মার্চ বুধবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতুবী রইল।

Annexure 'A'

## PAPER'S LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 15

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

**প্রশ্ন**

১। উগ্রপন্থী কর্তৃক অপহরণের দু'বছর অতিক্রান্ত হলেও নিখোঁজ এমন পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরী দেবার নিয়ম অনুসারে গত ১-১-১৯৯৮ইং থেকে ৩১-১২-২০০০ইং পর্যন্ত কত জনকে চাকুরী কিংবা বিকল্প সুযোগ দেয়া হয়েছে?

২। উপরোক্ত সময়ে এ সম্পর্কীত কতটি আবেদন জমা পড়েছে?

উত্তর

১। উগ্রপন্থী কর্তৃক অপহরণের ছ'বছর অতিক্রান্ত হলেও নিখোঁজ এমন পরিবারকে সরকারী চাকুরী দেওয়ার নিয়ম অনুযায়ী গত ১-১-১৯৯৮ ইং সাল হইতে ৩১-১২-২০০০ ইং সাল পর্য্যন্ত মোট ৩২ জনকে চাকুরী কিংবা বিকল্প সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

২। উপরোক্ত সময়ে এই সম্পর্কিত মোট ৩৯টি আবেদন জমা পড়েছে।

Admitted Starred Question No. 145

Name of the Member :— Shri Dipak Kumar Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-chaige of the Water Resource Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্ভুক্ত ৪ নং বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রে চলতি আর্থিক বৎসরে কৃষি সেচের জন্য কোন ডিপটিউবয়েল বসানোর পরিকল্পনা আছে কি না ?

২। যদি থেকে থাকে তবে কয়টি বসানো হয়েছে এবং যদি না বসানো হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ বসানোর কাজ শেষ করা হবে ?

উত্তর

১। এ রকম কোন পরিকল্পনা নেই।

২। উপরি উক্ত প্রশ্নের জবাবে ইহা আসে না।

Admitted Starred Question No. 147

Name of the Member :— Shri Prakash Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-chareg of the Public Works Department be leased to state :—

প্রশ্ন

১। লেম্বুছড়া হইতে ফটিকছড়া রাস্তার সংযোগ-ভায়া বাজালঘাট নোয়গাঁও রাস্তাটির মেটেলিং-কার্পেটিং সহ কাঠের সেতুটির সংস্কারের কাজ হতে নেওয়া হয়েছে কিনা ?

২। নেওয়া না হলে এর কারণ কি এবং শীঘ্রই এই ব্যাপারে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। উক্ত রাস্তাটির মেটেলিং ও কার্পেটিং করার পরিকল্পনা নেই। তবে কাঠের সেতুটির সংস্কারের কাজ এর মধ্যেই হাতে নেওয়া হবে এবং আগামী মার্চ, ২০০০ ইং সনের মধ্যে সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়।

২। আর্থিক অপ্রতুলতার দরুন সব রাস্তার মেটেলিং ও কার্পেটিং এর কাজ একসাথে না নিয়ে ধাপে ধাপে নেওয়া হয় এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজন ভিত্তিক মেরামতের মাধ্যমে রাস্তাটিকে গাড়ী চলাচলের উপযোগী করে রাখা হয়।

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 152

Name of the Member :— Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে জরীপ বিভাগের উদ্যোগে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে পাট্টা বই দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল ?

২। সত্য হইলে সেই বই ছাপানো হয়েছিল কিনা ?

৩। যদি ছাপানো হয়ে থাকে তবে তার জন্য মোট কত টাকা খরচ হয়েছিল ?

৪। বর্তমানে জরিপ বিভাগের উদ্যোগে এই পাট্টা বই দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা ? এবং

৫। থাকিলে কবে থেকে এর কাজ শুরু করা হবে ?

১। হ্যাঁ, সত্য।

২। হ্যাঁ, ছাপানো হয়েছিল।

৩। মোট ২৮,৫১১'২০ টাকা খরচ হয়েছিল।

৪। এখনও সরকারীভাবে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

৫। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 154

Name of the Member .— Shri Kajal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Departmtent be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ঘিলাতলী ঘাট থেকে কল্যাণপুর ফরেষ্ট অফিস ভায়া বাতেগা পর্য্যন্ত রাস্তাটি খোয়াই নদী গর্ভে চলে গিয়েছে ?

২। সত্য হলে উক্ত রাস্তাটি নির্মাণের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

৩। বর্তমান ২০০০-২০০১ইং আর্থিক বৎসরে মোহরছড়া বাজার থেকে খোয়াই ( কমলনগর ) ভায়া ময়মনসিং পাড়া পর্য্যন্ত রাস্তাটি নির্মাণ করা হবে কিনা ?

৪। না হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। রাস্তাটির ১৫০ মিটার অংশ খোয়াই নদী কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

২। উক্ত রাস্তাটি নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

৩। উক্ত রাস্তাটি পুনঃনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক অনুমোদন ও আর্থিক বরাদ্ধের পর শীঘ্রই কাজটি শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

৪। ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 156

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে আগরতলা ঢাকা কোলকাতা বাস সার্ভিস চালু করার বিষয়টি কি পর্য্যায়ে রয়েছে?

২। গত দুই বছরে উক্ত বাস সার্ভিস চালু করার ব্যাপারে কোন্ কোন্ স্তরে কি ধরণের অগ্রগতি হয়েছে?

উত্তর

১। বর্তমানে আগরতলা ঢাকা কোলকাতা বাস সার্ভিস চালু করার কোন সিদ্ধান্ত হয় নি।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 163

Name of the Member :— Shri Kajal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য Teliamura-Ghilatali রাস্তা অন্তর্গত ছনখলা (দক্ষিণ ঘিলাতলী) রাস্তাটি যে কোন সময়ে ভেঙ্গে যেতে পারে?

২। সত্য হলে এই রাস্তার সংস্কারের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এবং

৩। না নেওয়া হয়ে থাকলে কারণ কি?

উত্তর

১। না। তবে রাস্তাটির ৪.০০ কিঃ মিঃ থেকে ৫.০০ কিঃ মিঃ অংশের ২০০ মিটার খোয়াই নদী দ্বারা গত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

২। উক্ত অংশে রাস্তাটি সামান্য সরিয়ে নিতে হবে, এর জন্য মোট ০,৪০০ একর ( ১ কানি ) জমির প্রয়োজন। জমির মালিকদের সাথে জমির জন্য সক্রিয় আলোচনা চলছে। জমির মালিকরা স্বেচ্ছায় জমিদান করলে অতি দ্রুত কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হবে। অন্যথায় জমি অধিগ্রহণ করে নূতন রাস্তা নির্মাণ করতে হবে এবং এটা সময় সাপেক্ষ। পাশাপাশি রাস্তার উক্ত অংশটি মেরামতের জন্য এবং পুনরায় রাস্তার ভাঙ্গন রোধে মান্দাক নির্মাণ ও সি, সি, ব্লক বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Qnestion No. 170
Name of the Member :— Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর নেতাজী ব্রীজ থেকে গোমতী নদীর পাড় ধরে বাইপাস রাস্তা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকলে এ ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ?

৩। না থাকলে শহরের উন্নয়নের ও জনগণের সুবিধার্থে এই পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। না।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

৩। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 172
Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Water Resource Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, খোয়াই নদীর ভাঙ্গন থেকে সোনাতলা গ্রাম, ভবতোষ পাড়া ও বাজারটি

রক্ষার উদ্দেশ্যে বোল্ডার নির্মাণের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছিল?

২। সত্য হলে কবে নাগাদ কাজটি শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। একমাত্র ভবতোষ পাড়ার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ভবতোষ পাড়াকে খোরাই নদীর ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষার জন্য ব্লক পিচিং-এর কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়। সোনাতলা গ্রামে কাজ নেওয়ার আপাততঃ কোন প্রস্তাব নেই।

Admitted Starred Question No. 216
Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিবাহের ক্ষেত্রে আইনী বৈধতার প্রশ্নে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারে নাম নথীভুক্ত করার জন্য চালু প্রক্রিয়াটিকে আরও বেশী করে কার্য্যকর করার জন্য প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা?

২। নেওয়া হলে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় স্থায়ীভাবে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করা হবে কিনা?

৩। হলে কবে নাগাদ করা হবে?

উত্তর

১। বিবাহের ক্ষেত্রে আইনী বৈধতার প্রশ্নে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ম্যারেজ রেজিষ্টারে নাম নথিভুক্ত করার জন্য চালু প্রক্রিয়াটিকে আরও বেশী করে কার্য্যকর করার প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২। রাজ্যের প্রতিটি জেলায়/মহকুমায় স্থায়ীভাবে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করা হয়েছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 218
Name of the Member :— Shri Prakash Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-chareg of the Public Works Department be leased to state :—

প্রশ্ন

১। বামুটিয়া এলাকায় শান্তিপাড়া বেড়িমূড়া ভায়া নোয়াগাঁও ইট সলিং রাস্তাটি কবে নাগাদ

কার্পেটিং করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২। বেড়িমুড়া থেকে সোনাতলা ভায়া তালতলা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল সংলগ্ন কাঠের ব্রিজটির প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারসহ সড়কটির কার্পেটিং করার কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় ?

১। বর্তমানে উক্ত রাস্তাটির কার্পেটিং করার কোন পরিকল্পনা নেই।

২। কাঠের ব্রিজটির প্রয়োজনী মেরামত ও সংস্কারের কাজ চলছে এবং মার্চ, ২০০১ ইং সনের মধ্যে শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়। রাস্তাটি কার্পেটিং করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে বিবেচনাধীন নেই।

Admitted Starred Question No. 248

Name of the Member :— Shri Rabindra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে যতনবাড়ী হইতে রইস্যাবাড়ী পর্য্যন্ত যাত্রীবাহী গাড়ী উগ্রপন্থীর কারণে দীর্ঘদিন ধরে চলছে না ?

২। সত্য হলে কবে নাগাদ উক্ত রাস্তায় যাত্রীবাহী গাড়ী পুনরায় চালু করা হবে ?

উত্তর

১। ইহা সত্য। তবে এই রুটে কোন দিনই যাত্রীবাহী গাড়ী চলাচল করে নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 249

Name of the Member .— Shri Rabindra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের অবগতি আছে কি যে গণ্ডাছড়া সহ গ্রামীণ এলাকার টেলি যোগাযোগের ব্যবস্থা সম্পুর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে ?

২। অবগত থাকলে রাজ্য সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। সরকার অবগত আছে যে গণ্ডাছড়া ও গ্রামীণ এলাকার টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমশই ভগ্ন দশায় পরিনত হচ্ছে।

২। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন সময়ে যথা ২০-৮-২০০০, ২৩-১০-২০০০ এবং ১৮-২-২০০১ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, দপ্তরের সচিব সহ টেলিকম দপ্তরেয় অফিসারবৃন্দের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 267

Name of the Member :— Shri Bindu Ram Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত আনন্দবাজার থেকে ভাণ্ডারিমা পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের কাজ বর্তমানে কি অবস্থায় আছে?

২। এই সড়ক নির্মাণের জন্য earth cutting এর কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। আনন্দবাজার থেকে ভাণ্ডারিমা পযন্ত রাস্তাটির দৈর্ঘ ২০.০০ কিঃমি। আনন্দবাজার থেকে শান্তিপুর পর্যন্ত মোট ৮.০০ কিঃমি মাটি কাটার কাজ ও ৪ টি কাঠের সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে রাস্তাটির উক্ত অংশে গাড়ী চলাচল করতে পারে। বর্তমান আর্থিক বৎসরে শান্তিপুর থেকে ভাণ্ডারিমার দিকে আরো ২ কিঃমিঃ রাস্তার মাটি কাটার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই ২ কিঃমিঃ রাস্তার মাটি কাটার কাজ শেষ হলে বাকি ১০ কিঃমি এর কাজ ক্রমান্বয়ে হাতে নেওয়া হবে। শান্তিপুর থেকে ভাণ্ডারিমা পর্যন্ত ১২ কিঃমি রাস্তায় ১১টি কাঠের সেতুকে, আর্থিক সংকুলান হলে ক্রমান্বয়ে বেইলী ব্রীজ-এ রূপান্তরিত করা হবে।

২। আর্থিক সংকুলান হলে এই রাস্তার earth cutting এর কাজ আগামী ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 287

Name of the Member :— Shri Sudip Roy Barman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

Question

1. It is fact that Tripura falls under Zone-V of Earth Quake region?

2. If so, what precautionary measures would the State Government like to adopt to minimise the extent of damage to both lives & properties?

**Answer**

1. Yes.

2. Two Committees-one on management of disaster and the other on Earth Quake resistance in buildings have been formed to evaluate preparedness of the State in the event of disaster.

Admitted Starred Question No. 296

Name of the Member :— Shri Dipak Kr Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। টি, আর, টি, সি'তে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারীদেরকে কতদিনের মধ্যে তাদের প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেবার বিধান আছে?

২। সেই বিধান অন্যান্য সংস্থায় প্রচলিত বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না?

৩। যদি না হয়ে থাকে তাহলে কারণ কি?

৪। অনতিবিলম্বে তাদের প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিতে রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা?

উত্তর

১। শ্রমিক কর্মচারীদের অবসরকালীন নানাহ প্রকার প্রাপ্য আছে। টি, আর, টি, সি'তে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারীদের গ্রেচ্যুইটি (Gratuity) প্রদান করার বিধান আছে। The Payment of Gratuity Act 1972 যাহা রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে টি, আর, টি, সি'তে চালু আছে। তাহার (৭) ধারার উপধারা (৩) মোতাবেক Gratuity এর প্রদেয় অর্থ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দেওয়ার বিধান আছে। টি, আর, টি, সি, যেহেতু আর্থিক অসচ্ছলতায় চলিতেছে সেই হেতু নির্দিষ্ট সময়ে তাহা শ্রমিক কর্মচারীদের দেওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠে না।

২। } বিভিন্ন সংস্থাতে বিভিন্ন ধরণের আইন প্রযোজ্য হওয়ায় উক্ত বিধানটি কোথায় কি
৩। } প্রকার এবং কেন প্রযোজ্য তাহা জানা নেই।

৪। হ্যাঁ, ব্যবস্থা নিয়েছেন।

## Admitted Starred Question No. 314

### Name of the Member :— Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

### Question

1. Is there any plan to run TRTC. Bus from Ambassa to Dharmanagar and Ambassa to Sabroom to connect Dhalai District Head Quarter from North to South ?
2. If so, when is expected to start, and
3. If not, why ?

### Answer

1. At present there is no plan to operate TRTC. Bus exclusively from Ambassa to Dnarmanagar and Ambassa to Sabroom.
2. Question does not arise.
3. Ambassa is connected to Dharmanagar by link services. Also Ambassa is linked to Sabroom by buses operating between Ambassa to Agartala to Sabroom.

## ANNEXURE—'B'

## Admitted Un-Starred Question No. 10

### Name of the Member :— Shri Kajal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

### প্রশ্ন

১। গত ২৩শে মে ২০০০ইং কল্যাণপুর থানাধীন বাঘবেড়ের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন শিবিরবাসীদের মধ্যে কতজনকে জি, সি, আই, সিট এবং টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং

২। কিসের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্থদের নামের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে ?

৩। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের নামের তালিকা এবং তাদের ঠিকানা।

### উত্তর

১। গত ২০শে মে, ২০০০ইং কল্যাণপুর থানাধীন বাঘবেড়ের ঘটনায় ৭২২টি ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন শিবিরবাসী পরিবারের মধ্যে ২৪টি করে জি, সি, আই, সিট এবং নগদ ২০০০ (দুই হাজার) টাকা পরিবার পিছু দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

২। ঘটনা ঘটার অব্যবহিত পরেই খোয়াই মহকুমা অফিসের একজন ডেপুটি কালেক্টরের নেতৃত্বে একটি সার্ভে টিম গঠন করা হয়। এই সার্ভে টিমের সিদ্ধান্তক্রমে ক্ষতিগ্রস্থদের নামের তালিকা প্রনয়ন করা হয়।

৩। ক্ষতিগ্রস্থদের নামের তালিকা এবং ঠিকানা সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল।

## CHINAIBILL (ST)

| Sl. No | Name |
|---|---|
| 1. | Smti Falguni Jamatia<br>D/O Durbashamani of Chinaibill |
| 2. | Sri Kripa Dayal jamatia<br>S/O Gour Sadhan of Chineibill |
| 3. | Sri Nitai Chand Jamatia<br>S/O Bisweswar of Chinaibill |
| 4. | Sri Man Bahadur Jamatia<br>S/O Prem sadhan of Chinaibill |
| 5. | Sri Kartik Bijoy Jamatia<br>S/O Gour Sadhan |
| 6. | Sri Priti Sadhan Jamatia<br>S/O Par Kumar |
| 7. | Sri Bir hari Jamatia<br>S/O Guptaray of Chlnaibill |
| 8, | Sri Biswa Dayal Jamatia<br>S/O Sudhanya of Chinaibill |
| 9. | Sri Deb sadhan Jamatia<br>S/O Gayasur of Chinaibill |
| 10. | Sri Gayasur Jamatia<br>S/O Dibapada of Chinaibill |
| 11. | Sri Bishnu Sadhan Jamatia<br>S/O Gayasur of Chinaibill |

12, Sri Ananda Prabhat Jamatia
S/O Jayantahari of Chinaibill
13. Sri Padma Sadhan Jamatia
S/O Gayasue of Chinaibill
14. Sri Kesh Bahadur Jamatia
S/O Purna Kr. of Chinaibill
15. Smti Deba Sakhi Jamatia
D/O Gayasur of Chinaibill
16. Sri Biswahari Jamatia
S/O Biswadayal of Chinaibill
17. Sri Parayan Jamatia
S/O Nabadayal of Chinaibill
18. Sri Chandra Kishore Jamatia
S/O Nabadayal of Chinaibill
19. Sri Durbashamuni Jamatia
S/O Dayal Kr of Chinaibill
20. Sri Prayag Sadhan Jamatia
S/O Durbashamani Chinaibill
21. Sri Chandra Bijoy Jamatia
S/O Durbashamuni Chinaibill
22. Sri Durga sadhan Jamatia
S/O Gopinanda. Chinaibill
23. Smt. Purba Sadhan Jamatia
W/O Nitai Chand, Chinaibill
24. Sri Ananta Jamatia
S/O Biswa Dayal. Chinaibill
25. Sri Rati Mohan Jamatia
S/O Durga Mahan, Chinaibill
26. Sri Joy Gosai Jamatia
S/O Upendra, Chinaibill

27. Smt. Shina Laxmi Jamatia
W/O Brindahari, Chinaibill
28. Sri Mangalini Jamatia
D/O Krishnahari, Chinaibill
29. Sri Naba Kishore Jamatia
S/O Gobinda, Chinaibill
30. Sri Laxmi Charan Jamatia
S/O Dayalhjari Chinaibill
31. Sri Kanchi Hari Jamatia
S/O Tattaray Chinaibill
32. Sri Nani Sadhan Jamatia
S/O Durbashamuni Chinaibill
33. Sri Banasi Hari Jamatia
S/O Guptaray, Chinaibili
34. Sri Purna Dayal Jamatia
S/O Biswa Dayal, Chinaibill
35. Sri Biswahari Jamatia
S/O Biswadayal. Chinibill
36. Sri Bijoy Sadhan Jamatia
S/O Nabadayal, Chinaibill
37. Sri Ratan Jamatia
S/O Nabadayal, Chinaibill
38. Sri Purna Dayal Jamatia
S/O Biswadayal Chinaibill
39. Sri Purna Sadhan Jamatia
S/O Brindahari, Chinaibill

CHINAIBILL (NON-TRIBAL)

40 Sri Dhirendra Debnath
Slo Gopal, Chinaibill

41 Smt. Saraswati Biswas
W/O Medini. Chinaibill

42 Sri Narendra Biswas
S/O Medini, Chinaibill

PAL PARA

1 Sri Ratan Paul
S/O Nagendra of Chanaibil

2 Sri Debendra Debnath
S/O Dipin of Chanaibill

3 Sri Birendra Debnath
S/O Bipin of Chanaibill

4 Sri Mahesh Chandra Debnath
S/O Gunamani of Chanaibill

BAGBER

1 Sri Amulya Debnath
S/O Rajendra of Chanaibill

2 Sri Haripada Debnath
S/O Rajendra of Chanaibill

3 Sri Anil Debnath
S/O Rajendra of Chanaibill

4 Sri Gopal Debnath
S/O Narrendra

## POLICEPARA

1. Sri Niranjan Sarkar
S/O Sukumar of Policepara
2. Sri Kshir Mohan Sarkar
S/O Abinash of Policepara
3. Sri Ramesh Sarkar
S/O Tarani of Policepara
4. Sri Agni Sarkar
S/O Pahendra of Policepara
5 Smt. Sukada Mandal
W/O Ramesh of Policepara
6. Sri Sujit Das
S/O Satyendra of Policepara
7. Sri Surjya Mohan Sarkar
S/O Jagat of Policepara
8. Sri Amar Charan Sarkar
S/O Surendra of Policepara
9. Sri Uddab Sarkar
S/O Amar Chand of Policepara
10 Sri Sudhan Sarkar
S/O Agni Kr. of Policepara
11. Sri Jatindra Nag
S O Paresh of Policepara
12. Sri Naresh Nag
S/O Paresh of Policepara
13. Smt Sanday Nag
D/O Naresh of Policepara
14. Smt Astami Mazumder,
W/O Dipankar of Policepara

## ABHICHARAN MASTER PARA

1. Smti Mohan Bashi Biswas
W/O Umesh of Abhicharan Master Para
2. Sri Jahar Lal Biswas
S/O Mahananda of Abhicharan Master para
3. Sri Haradhan Biswas
S/O Mahananda of Abhicharan Master para

## ABICHARAN MASTER PARA (ST)

4. Shri Shyama Charan Debbarma
S/O Nagarbashi of Abicharan Master para
5. Sti Sudhir Rn. Debbarma
S/O Shyama Charan Debbarma nagardarst of Abicharan Master Para
6. Shri Ranjit Debbarma
S/O Bidhu Mohan of Abicharan Master para
7. Smti Budha Lekha Debbarma
S/o Kshirod of Abicharan Master Para
8, Shri Sukumar Debbarma
S/o Kshirod af Abicharan Master Para
9, Shii Bishnu Kr. Debbarma
S/o Kshiaod of Abicharan Master Para
10. Smti Anita Debbarmo
S/O Bir Chandra of Abicharan Master Para
11. Smti Basanta Debbarma
S/O Debendra of Abicharan Master Para
12. Smti Madhu Debbarma
S/O Jogendra of Abicharan Master Para

13. Smti Sushen Debbarma
S/O Bidya Sagar of Abicharan Master Para
14. Smti Sukhmani Debbarma
S/O Bidhu Modan of Abicharan Master Para
15. Smti Manmohan Debbarma
S/O Ananta of Abicharan Master Para
16. Smti Anil Debbarma
S/O Bir Chandra of Abichoran Master Para
17. Smti Chinta Debi Debbarma
S O Madan of Abicharan Master Para
18. Smti Ranjit Debbarma
S/O Madan of Abicharan Master Para
19. Smti Kartik Debbarma
S/O Rja Kumar of Abicharan Master Para
20 Smti Santa Mani Debbarma
S/O Nagarbashi of Abicharan Master Para
21. Smti Deb Kanya Debbarma
W/O Sambhuram of Abicharan Master Para.
22. Shri Rabindra Debbarma
S/O Debendra of Abicharan Master Para
23. Shri Sumanta Debbarma
S/O Debendra of Abicharan Master Para
24. Shri Indra Mohan Debbarma
S/O Debendra of Abicharan Master Para
25. Shri Mohan Debbarma
S/O Debendra of Abicharan Master Para
26. Shri Jitu Kr. Debbarma
S/O Barendra of Abicharan Master Para
27. Shri Jitendra Debbarma
S/O Debendra of Abicharan Master Para

28. Shri Surjoy Kr. Debbarma
S/O Bidhu Sagar of Abicharan Master Para
29. Shri Laxmi Kanta Debbarma
S/O Bidyasagar of Abicharan Moster Para
30. Shri Uma Kanta Debbarma
S/O Bidyasagar of Abicharan Master Para
31. Shri Anil Debbarma
S/O Chandra Debbarma of Abicharan
Master Para
32. Shri Manindr Debbarma
S/O Kusam of Abicharan Master Para
33. Shri Samir Debbarma
S/O Manindra Debbarma
34. Smti Karmati Debbaama
W/O Sampari of Abicharan Master Para
35. Smti Bidhu Laxmi Debbarma
W/O Manfal of Abicharan Master Para
36. Smti Sambhuram Debbarma
W/O Badan of Abicharan Master Para
37. Smti Kamini Prabba Debbarma
W/O Nalini of Abicharan Master Para
38. Shri Sukumrr Debbarma
S/O Sya Sadhan of Abicbaran Master Para
39. Shri Sukumar Debbarma
S/O Bidhu Mohon of Abicharan Master Para
40. Shri Sukharam Debbarma
S/O Arun of Abichutan Master Para
41. Smti Chin Chivi Debbarma
W/O Arun of Abicharan Master Para
42. Sri Maniram Debbarma
S/O Arun of Abicharan Master Para

43. Sri Hrian Debbarma
S/O Kamal of Abicharan Master Para
44. Sri Gunadhan Debbarma
S/O Nagarbashi of Abicharan Master Para
45. Smti Dipali Debbarma
D/O Sunirmal of Abicharan Master Para

WATHILONG PARA (ST)

1. Sri Bhagya Chandra Jamatia
S O Kailash Jamatia of Wathilong Para
2. Sri Ban Chandra Jamatia
S/O Biswakarma of Wathilong para
3. Sri Upendra Jamatia
S/O Birakta Kr Jamatia of Wathilong para
4. Sri Brahmmapada Jamatia
S/O Birakta Jamatia of Wathilong para
5. Sri Brahmma Dayal Jamatia
S/O Birakta Jamatia of Wathilong para
6. Sri Rupesh Kumar Jamatie
S/O Brahmma Dayal of Wathilong para
7. Sri Bira Lal Jamatia
S/O Awarai Jamatia of Wathilong para
8, Sri Rabi Jamatia
S/O Krishna Sarkar Jamatia of Wathilong para
9. Smti Madhab Kanya Jamatia
W/O Jamini Jamatia of Wathilong para
10. Sri Karan Kr. Jamatia
S/O Mamini Jamatia of Wathilong para

11. Sri Purni Ram Jamatia
S/O Samprai Jamatia of Wathilong para
12, Sri Rajapada Jamatia
S/O Rupapada Jamatia of Wathilong para
13. Sri Mangal Dayal Jamatia
S/O Rajapada Jamatia of Wathilong para
14. Sri Sahari Kr. Jamatia
S/O Para Kr. Jamatia of Wathilong para
15. Sri Bishnu Debbarma
S/O Rajendra Debbarma of Wathilong para
16. Sri Saran Debbarma
S/O Rajendra Debbarma of Wathilong para
17. Sri Sami Ranjan Debbarma
S/O Rajendra Debbarma of Wathilong para
18. Sri Surjya Kr Jamatia
S/O Sonapada Jamatia of Wathilong Para
19. Sri Sonapada Jamatia
S/O Rupapada Jamatia of Wathilong Para
20. Sri Krishnapda Jamatia
S/O Sanapada of Wathilong Para
21. Sri Alendra Debbarma
S/O Harinanada of Wathilong Para
22. Sri Sukhahari Jamatia
S/O Pabidra Jamatia of Wathilong Para
23. Sir. Krishna Sankar Jamatia
S/O Durga Mohan of Wathilong Para
24. Sri Gurusadhan Jamatia
S/O Krishna Sankar of Wathilong Para
25. Sri Nanda Kr. Deb/B
S/O Purna of Wathilong Para

26. Sri Madhyampada Jamatia
S/O Guruhari of Wathllong para
27. Sri Sanjoy Kr. Jamatia
S/O Madhyampada of Wathilong para
28. Sri Brajendra Jamatia
S/O Rebati of Wathilong para
29. Smt. Biswapati Munda
W/O Bisha of Wathilong para
30 Smt Kalpana Munda
W/O Mangal of Wathilong para
31 Sri Ratna Hari Jamatia
S/O Durga Karna of Wathilong para
32. Sri Karnadata Jamatia
S/O Sonapada of Wathilong para
33 Sri Gobinda Charan Jamatia
S/O Brajapada of Wathilong para
34. Smt Saktipati Jamatia
W/O Kailash of Wathilong para
35. Sri Ramkrishna Jamatia
S/O Kailash of Wathilong para
36 Sri Satya Kr. Jamatia
S/O Kailash of Wathilong para
37. Sri Palbahadur Jamatia
S/O Harsha Kr. of Wathilong para
38. Sri Krishna pada Jamatia
S/O Krishna Kr. of Wathilong para
39. Sri Padmamphan Jamatia
S/O Chandra Kr. of Wathilong para
40 Sri Adhir Jamatia
S/O Krishna Sankar of Wathilongpara

41. Smt mangal Laxmi Jamatia
W/O Pushpa Hari of Wathilong para
42. Biplab Jamatia
S/O Krishna Sankar of Wathilong para
43. Sri Paridhi Debbarma
S/O Ranjan of Wathilong para
44 Sri Sonacharan Jamatia
S/O Rebati of Wathilong para
45. Sri Chaitra Hari Jamatia
S/O Rebati of Wathilong Para
46. Sri Deb Charan Jamatia
S/O Bakra of Wathilong para
47. Sri Bakra Bahan Jamatia
S/O Ashta Kr. of Wathilong para
48. Sri Surjya Mani Jamatia
S/O Ashta Kr. of Wathilong para
49. Sri Ananta Hari Jamatia
S/O Ashta Kr. of Wathilong para
50. Sri Ashhta Kr. Jamatia
S/O Chandrapada of Wathilong para
61. Sri Biswa Kr Debbarma
S/O Sambhuram of Wathilong Para
52. Sri Sambhuram Debbarma
S/O Mahamuni of Wathilong Para
53. Sri Angan Roy Debbarma
S/O Padma Roy of Wathilong Para
54. Sri Biswajit Debbarma
S/O Sambhuram of Wnthilong Para

55. Sri Nandaram Debbarma
S/O Padma Kr. of Wathilong Para
56. Sri Rabia Debbarma
S/O Mahamuni of Wathilong Para
57. Sri Patal Hari Jamatia
S/O Krishna Hari of Wathilong Para
58. Sri Bisya Prabha Jamatia
S/O Jyanta Hari of Wathilong Para
59. Sri Surahari Jamatia
S/O Gumrai of Wathilong para
60. Sri Rajkumar Jamatia
S/O Dronacharya of Wathilong Para
61. Sri Prabha Hari Jamatia
S/O Aswini of Wathilong Para
62. Sri Gulakhari Jamatia
S/O Rebati of Wathilong Para
63. Sri Dibasadhan Jamatia
S/O Debagan of Wathilong Para
64. Smti Subhalaxmi Debbarma
S/WO Kiran of Wathilong para
65. Sri Iaida Ch. Jamatia
S/O Rajapada of Wathilong Para
66. Sri Agunia Debbarma
S/O Dhirendra of Wathilong Para
67. Sri Rabindra Debbarma
S/O Surendra of Wathilong Para
68. Smt Jyoshtna Debbaama
W/O Sukumar of Wathilong Para

69. Shii Hriday Jamatia
S/o Saturgna of Wathilong Para

70. Sri Biswamanik Jamatia
S/O Swadeshi of Wathilong Para

71. Sri Swadeshi Jamatia
S/O Kechi Chakra of Wathilong Para

72. Sri Santrash Sing Jamatia
S/O Drunacharjya of Wathilong Para

73. Sri Padmamohan Jamatia
S/o Chandra Kr of Wathilong Para

74. Sri Tamradhjaja Jamatia
S/o Padma Kr. of Wathilong Para

75, Biralal Jamatia
S/O Sahari Kr. of Wathilong Para

76. Sri Birakta Jamatia
S/O Aswini of Wathilong Para

77. Sri Chikanti Debbarma
S/O Monoranjan of Wathilong Para

78. Sri Samar Bijoy Jamatia
S/O Pancha Mohan of Wathilong Para

79. Sri Biswajit Debbarma
S/O Basudeb of Wathilong Para

80. Sri Krishna Debendra
S/O Chita of Wathilong para

81. Sri Bhanusree Debbarma
S/O Khorode of Wathilong Para

82. Sri Sonadurga Jamatia
S/O Ratnahari of Wathilang Para

83. Sri Alindra Debbarma
S/O Harinanda of Wathilong Para
84. Sri Birkumar Jamatia
S/O Kailash of Wathilong Para
85. Shri Brajabashi Jamatia
S/O Gopihari of Wathilong Para
86. Sri Sajani Kr. Jamatia
S/O Munita of Wathilong Para
87. Smt Rajati Kanya Jamatia
W/O Gopihari of Wathilong Para
88 Sri Sukhahari Jamatia
S/O Pabitra of Wathilong para
89. Smt Biswa Laxmi Debbarma
W/O Kartik of Wathilong
90. sri Rahim Debbarma
s/o Kartik of Wathilong pora
91. sri Monoranjan Debbarma
s/o Rabindra of Wathilong para
92. sri Purasadhan Jamatia
s/o Joy Gobinda of Wathilong para
93. sri Pabitra Hari Jamatia
s/o Brajahari of Wathilong para
94. sri Braja Kr. Jamatia
s/o pabitra Hari of Wathilong para
95. sri Rajendra Debbarma
s/o Bharat of Wathilong para
96. smti Purabi Debbarma
w/o Rangan of Wathilong para

97. sri sadhan Hari
s/o sri sadhan Kr. of Wathilong para
98. sri sukrai Debbarma
s/o Ratan of wathilong para
99. sri Ajit Debbarma
s/o Kala of wathilong para
100. sri Arun Debbarma
s/o wakhiroy of wathilong para
101. sri Birendra Debbarma
s/o Kantia of Wathilong Para
102. sri samir Ranjan Debbarma
s/o Jogendra of wathilong para
103. sri Malendra Debbarma
s/o Purna Ch. of wathilong para
104. sri Biswamani Jamatia
s/o Annabal of Wathilong para
105. sri Danacharya Jamatia
s/o Akrur of Wathilong para
106. sri Jagat Sakhi Jamatia
w/o Ajoy of Wathilong para
107. sri Ramana Jamatia
s/o Sadhan Kr of Wathilong para
108. sri Annada Sadhan Jamatia
s/o Sadhan Kr. of Wathilong para
109. sri Indra Sadhan Jamatia
s/o Annada sadhan of Wathilong para
110. sri Abani Kr. Jamatia
s/o Darphari of Wathilong Para

111. Sri Monoranjan Debbarma
S/O Joy Mangal of Wathilong Para

112. Sri Bidhu Kr. Jamatia
S/O Abani of Wathilong Para

113. Smt Ganga Debi Jamatia
W/O Mansadhan of Wathilong Para

114. Sri Rabi Laxmi Debbarma
S/O Padmaroy of Wathilong para

115. Sri Mansing Debbarma
S/O Wakhiroy of Wathilong para

116. Smt Mohan Kanya
W/O Dayal hari of Wathilong para

117. Sri Ranjit Jamatia
S/O Annapada of Wathilong para

118. Sri Indra Hari Jamatia
S/O Guruhari of Wathilong Para

119. Sri Kanu Munda
S/O mangal of Wathilong para

120. Sri Sunil Munda
S/O Budhuram of Wathilong para

121. Sri Durga Sadhan Jamatia
S/O Durga Mn.

122. Sri Deba Hari Jamatia
S/O Durga sadhan of Wathilong para

123. Sri Santi sadhan Jamatia
S/O Jiban Kr. of Wathilong para

124. Sri Druba sadhan Jamatia
S/O Gunamohan of Wathilong para

125. Sri Rabi Charan Debbarma
S/O Bidya Charan of Wathilong Para
126. Sri Rathindra Jamatia
S/O Bidya Charan of Wathilong Para
127. Sri Sukumar Jamatia
S/O Sindhumani of Wathilong Para
128. Sri Rabi Charan Debbarma
S/O Anjaroy of Wathilong Para
129. Sri Rabi Hari Jamatia
S/O Brajendra of wathilong para
130, Sri Dilip Debbarma
S/O Agunia of wathilong para
131, Sri surjya hari Jamatia
S/O Durgamohan Jamatia
132. Smt Durgeswari Jamatia
W/O Wakhiroy of Wathilong para
133. Sri Mangal Bijoy Jamatia
S/O Samar Hari of Wathilong para
134. Sri sanjit Debbarma
S/O Wakhiroy of Wathilong para
135, Sri Pradip Hari Jamatia
S/O Bangrai Hari of Wathilong para
136. Sri Bangrai Hari Jamatia
S/O Ganesh of Wathilong para
137. Sri Karna Kishore Jamatia
S/O Bangrai hari of Wathilong para
138. Sri Monoj Kr. Jamatia
S/O Sahari of Wathilong para
139. Sir. Alindra Jamatia
S/O Sahari of Wathilong para

140. Sri Tarun D/Barma
S/O Wakhiroy of Wathilong para
141. Sri Niban sadhan Jamatia
S/O Nalindra of Wathilong para
142. Sri Bir Kr. Jamatia
S/O Karnadata of Wathllong para
143. Sri Lal Bahadur Jamatia
S/O Purna Kr. of Wathilong para
144. Smt. Chinta Debi Jamatia
W/O Bishnu sakha of Wathilong para
145. Sri Binda Sadhan Jamatia
S/O Alindra of Wathilong para
146 Sri Rathindra Jamatia
S/O Padya Ch. of Wathilong para
147. Smt Jagatsakhi Jamatia
W/O Ajoy of Wathilong para
148. Smt. Angana Debi Jamatia
W/O Ruhinath of Wathilong para
149. Sri Debahari Jamatia
S/O Durga Sadhan of Wathilong para
150. Sri Ganga sadhan Jamatia
S/O Sampad Sadhan of Wathilong para
151. Sri Gurudayal Jamatia
S/O Krishnadayal of Wathilong para
152. Sri Raikishore Debbarma
S/O Birchandra of Wathilong para
153. Sri Subhash Munda
S/O Mana of Wathilong para

154. Sri Sunil Munda
S/O Budhrai of Wathilong para
155. Sri santosh Munda
S/O Mangal of Wathilong para
156. Sri Biraj Kr. Jamatia
S/O Gopindra of Wathilong para
157. Sri Padma Ch. Jamatia
S/O Rajapada of Wathilong para
158. Sri Samprai Debbarma
S/O Lahore Ch of Wathilong para
159. Sri Joy Mangal Debbarma
S/O Kantia of Wathilong Para
160. Sri Birananda Debbarma
S/O Kantia of Wathilong para
161. Sri Mani Kr. Jamatia
S/O Tarini of Wathilong para
162. Sri Paddarai Debbarma
S/O Jaga Ch para of Wathilong para
163. Sri Kishore Debbarma
S/O Akhil of Wathilong para
164. Sri Birkuram Jamatia
S/O Jiban Kr, of Wathilong para
165. Sri Samaji Kr. Jamatia
S/O Jamini of Wathilong para
166. Sri Bikram Swari Debbarma
S/O Ajit Mohan of Wathilong para
167. Sri Milan Sadhan Jamatia
S/O Nalindra of Wathilong para

168. Sri Ajudhva Jamatia
S/O Sindu Mani of Wnthilong Para
169. Sri Khagendra Jamatia
S/O Gunamohan of Wathilong Para
170. Sri Rabindra Manik Jamatia
S/O Gunamohan of Wathilong Para
171. Sri Indra Hari Jamatia
S/O Jayenta Hari of Wathilong parr
172. Sri Bhagya Ch. Jamatia
S/O Ramesh of Wathilong para
173. Sri Chandra Sadhan Jamatia
S/O Radha Kr. of Wathilong para
174. Sri Sampati Kr. Jamatia
S/O Panchamohan of Wathilorg pora
175. Sri Bipad Sadhan Jamatia
S/O sampad bahadur of Wathilong para
176. Sri Santosh Debbarma
S/O sukumar of Wathilong para
177 Sir Rashu Munda
S/O Chanu of Wathilong Para
178. Sri khushi Debbarma
S/O Chittarangan of Wathilong Para
179. Sri suchipada Jamatia
S/O Ragpada of Wathilong para
180. sri Arati Prabhat Jamatia
S/O Biraj Kr. of Wathilong Para
181. Sri Swaran Kr. Jamatia
S/O Jamini of Wathilong Para

182, Sri Surjyamani Jamatia
S/O Ashta Kr. of Wathilong Para
183. Sri Nironi Kanya Jamatia
W/O Niranjan of Wathilong Para
184. Sri Sanjit Jamatia
S/O Gulakhari of Wathilong Para
185. Sri Dhirendra Tripura
S/O Manmohan of Wathilong para
186. Sri Bijoy sadhan Jamatia
S/O Debagan of Wathilong Para
187. Smt Bhaktimala Jamatia
S/o Banbihari
188, Sri Bijoy Mohan Jamatia
S/o satrugna of Wathilong Para
189. Sri subal Mohan Jamatia
S/O satrugna of Wathilong Para
190. Sri Prem sadhan Jamatia
S/O Joy Gobinda of Wathilong Para
191. Sri Kartik Debbarma
S/O Rajendra of Wathilang Para
192. Sri Ram Kr. Debbarma
S/O Akhiroy of Wathilong Para
193. Sri Santosh Debbarma
S/O Sadhan of Wathilong Para
194. Sri Bhupendra Debbarma
s/o Rabichandra of Wathilong Para;
195. sri sanchoy Kr. Jamatia
s/o Madhyampada of Wathilong para

196. Sri Kanu Munda of Wathilong Para
S/O Mangal of Wathilong para
197. Sri Sishi Bahadur Jamatia
S/O Brajahari Debbarma
198. Sri Subodh Debbarma
S/O suresh of Wathilong Para

WATHILONG PARA (Non—Tribal)

199. Sri Parimal Debnath
S/O Prabhat of Wathilong Para
200. Sri sukumar Debnath
S/O Abinash of Wathilong Para
201. Smt. Sushila Debnath
W/O Mati Lal of Wathilong Para
202. Sri Thirtharaj Das
S/O Biswa of Wathilong para
203. Sri Nani Debnath
S/O Nirmal of Wathilong Para
204. Sri Amrit Lal Debnath
S/O Bamacharan of Wathilong Para
205. Sri Mohan Lal Debnath
S/O Parbati of Wathilong Para
206. Sri Sukh Lal Debnath
S/O Adhar Ch. of Wathilong Para
207. Smt. sachi Rani Debnath
W/O Prabhat of Wathilong Para
208. Sri Prafulla Biswas
S/O Golak Chand of Wathilong Para

| | |
|---|---|
| 209 | smt. Manasha Debnath<br>w/o Thakur Chand of wathilong para |
| 210, | sri Bhanu Roy<br>s/o Nabil of wathilong para |
| 211. | sri Haradhan sarkar<br>s/o Rajani of wathilong para |
| 212. | sri Malancha Dabnath<br>s/o Ksir Mohan of wathilong para |
| 213. | sri Rati Mohan Debnath<br>s/o sudham of Wathilong para |
| 214. | sri Bipra Debnath<br>s/o Banamali of wathilong para |
| 215. | sri Rajmohan Debnath<br>s/o Rajmohan of Wathilong Para |
| 216. | sri Sunil Debnath<br>s/o Bamacharan of Wathilong Para |
| 217. | sri Rakhal Debnath<br>s/o sukumar of Wathilong para |
| 218. | sri Sudhir Acherjee<br>s/o Ramesh of Wathilong para |
| 219. | sri sudhir Debaath<br>s/o sukh Lal of Wathilong para |
| 220. | sri sukhamay Debnath<br>s/o Rati Mohan of Wathilong Para |
| 221. | sri Arun Sarkar<br>s/o Haradhan of Wathilong para |
| 222. | sri sankar Debnath<br>s/o Pras[illegible] of Wathilong para |

223. sri Bichitra Debnath
s/o Amrit Lal of Wathilong Para

224 sri Gopi Debnath
s/o Thakur Chand of Wathilong para

2 5, sri Sudhan Barma
s/o Jogendra of Wathilong para

226. sri Anukul Biswas
s/o Suresh of Wathilong para

22/. smt. Chapala Debnath
w/o Rajmohan of Wathilong para

228. sri Prabha Debnath
w/o Sadhan of Wathilong para

223. sri Santi Debnath
s/o Jatindra of Wathilong par

23 ). sri Hari mohan Debnath
s/o Hargobinda of Wathilong Para

231. sri Bamacharan Debnath
s/o Shyamcharan of Wathilong para

232. sri Harendra Debnath
s/o Hargobinda of Wathilong para

233. sri Narayan Debnath
s/o Harimohan of Wathilong para

234. sri Haridhhan Debnath
s/o Harimohan of Wathllong para

235. sri Prasanna Debnath
s/o Baikunta of Wathilong para

236 sri Pradip Debnath
s/o Gopal of Wathilong para

237. Sri Hemanta Debnath
S/O Suramani of Wathilong para
238. Sri Suramani Debnath
S/O Ramsundar of Wathilong para
239. Thakur Rn. Debnath
S/O Surmani of Wathilong para
240. Sri Harihar Debnath
S/O Dinabandhu of Wathilong Para
241. Sri Swapan Debnath
S/O Rajmohan of Wathilong para
242. Sri Niranjan Roy
S/O Suresh of Wathilong para
243. Sri Jitendra Debnath
S/O Bamacharan of Wathilong Para
244. Sri. Dhirendra Debnath
S/O Harendra of Wathilong para
245. Sri Nityananda Roy
S/O Jogesh of Wathilong para
246. Sri Dinabandhu Debnath
S/O Akshay Kr. of Wathilong para
247. Sri Lalmohan Debnath
S/O Bipin of Wathilong para
248. Sri Nakul Debnath
S/O Bipin of wathilong para
249. Sri Durjyadhan Debnath
S/O Dinabandhu of wathilong para
250. Sri Ranjit Debnath
S/O Oraimohan of Wathilong Para

PAPER'S LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

251. Sri Dilip Debnath
S/O Nagendra of Wathilong Para

252. Sri Monoranjan Debnath
S/O Akshya of Wathilong para

253. Sri Jatindra Biswas
S/O Matilal of Wathilong para

2.4. Smt. Pushpa Biswas
W/O Matilal of Wathilong para

255, Sri Haripada Biswas
S/O Mahendra of Wathilong para

256. Sri Ananta Biswas
S/O Ashta Kr, of Wathilong para

257. Sri Jadab Sarkar
S/O Jogesh of Wathilong para

KALINJOY SHIPAI PARA

1. Smti Sarajini Das
W/O Jogesh of Kalinjoy Shipai Para

2. Smt. Kamala Rani Das
W/O Monoranjan of Kalinjoy Shipai para

3. Sri Sukumar Debnath
S/O Haradhan of Kalinjoy shipai para

4. Sri Gopendra Debnath
S/O Ananda of Kalinjoy shipai para

5. Smt. Kalpana Debnath
W/O Mahananda of Kalinjoy shipai para

6. Sir Gour Mohan Debnath
S/O Gobinda of Kalinjoy shipai para

KALINJOY SHIPAI PARA

7. Sri Haramohan Debnath
s/o Gobinda of Kalinjoy shipai para
8. Sri Parnesh Debnath
s/o Sukumar of Kalinjoy shipai Para
9. Sri Dinesh Debnath
s/o Kalicharan of kalinjoy shipai Para
10. sri Haricharan Debnath
s/o Kalicharan of kalinjoy shipai Para
11. sri Paresh Debnath
s/o Sukumar of Kalinjoy shipai Para
12. Sri Kshir Mohan Debnath
S/O Gobinda of Kalinjoy shipai para

KALINJOY SIPAI PARA (S T) GILATALI

13. Smti Gayarani Debbarma
W/O Mahananada of Kalinjoy shipai Praa
14. Sri Sanker Debbarma
W/O Mahananda of Kalinjoy shipai para
15. Sri Bijoy Debbarma
S/O Jogendra of Kalinjoy shipai Para
16. Smt Lebu Charan Debbarma
S/O Raj Chandra of Kalinjoy shipai Para
17. Sri Dilip Kr. Debbarma
S/O Lebu Charan of Kalinjoy shipai para
18. Sri Rajendra Debbarma
S/O Lebu Charan of Kalinjoy shipai para

19. Sri Ranjan Debbarma
S/O Lebu Charan of Kalinjoy shipai Para

GILATALI

MATHUR PALLI (GILATALI G/P) (NON-TRIBAL

1. Sri Ranjit Biswas
S/O Harendra of Mathur palli
2. Sri Ajit Biswas
S/O Harendra of Mathur palli
3. Sri Bishu Biswas
S/O Ranjit of Mathur palli
4. Sri Biswambar Biswas
S/O Mrintunjoy of Mathur palli
5 Sri Harendra Sarkar
S/O Piyari of Mathur palli
6 Sri Jagat Biswas
S/O Laxman of Mathur palli
7. Sri Kanaka Sarkar
S/O Lal Mohan of Mathur palli
8 Sri Indra Mohan Sarkar
S/O Bisweswar of Mathur palli
9 Sri Haridhan Sarkar
S/O Piyari of Mathur palli
10. Sri Sabya Bala Sarkar
S/O Piyari of Mathur palli
11. Sri Tarani Sarkar
S/O Surendra Mathur palli
12. Sri Jitendra Sarkar
S/O Tarani of Mathur palli

13. Sri Saiten Sarka
S/O Tarani of Mathur palli
14. Sri Nirmala Sarkar
S/O Surendra of Mathur palli
15. Sri Jogesh paul
S/O Nitai of Mathur palli
16. Sri Rajanai Satkar
S/O Surendra of Mathur palli
17. Sri Ratan Sarkar
S/O Raiani of Mathur palli
18. Sri Mahendra Namo
S/O Makhan of Mathur palli
19. Sri Tarani Das
S/O Mathur of Mathur palli
20. Sri Jogendra Das
S/O Tarani of Mathur palli
21. Sri Sandhya Das
S/O Tarini Mathur palli
22. Sri Abani Mohan Das
S/O Mathur of Mathur palli
23. Sri Nripendra Das
S/O Abani of Mathur palli
24. Sri Gopendra Das
S/O Abani of Mathur palii
25. Sri Makhan Sarkar
S/O Kailash of Mathur palli
26. Sri Chandra Kr. Sarkar
S/O Makhan of Mathur palli

27. Sri Anita Sarkar
S/O Chandra Krishore of Mathur palli
28. Sri Ananda Kr. Sarkar
S/O Maklhan of Mathur palli
29. Sri Shyam Kr. Sarkar
S/O Makhan of Mathur palli
30. Sri Parash Mani Sarkar
S/O Prakash of Mathur palli
31. Sri Krishna Kanta Sarkar
S/O Narutta of Mathur palli
32. Sri Naruttam Sarkar
S/O Kushai of Mathur palli
33. Sri Agradwip Sarkar
S/O Gagan of Mathur palli
34. Sri Sunil Sarkar
S/O Sital of Mathur palli
3[illegible]. Sri Girish Sarkar
S O Mangal of Mathur palli
36. Sri Sudhan Sarkar
S/O Upendra of Mathur palli
37. Sri Haradhan Sarkar
S/O Brindhyaban of Mathur palli
38. Sri Nanda Lal Sarkar
S/O Subodh of Mathur palli
39. Sri Akhil Sarkar
S/O Thakurdhan of Mathur palli
40. Sri Gourdas Sarkar
S/O Srinada of Mathur palli

41. Sri Srinanda Sarkar
S/O Prakash of Mathur palli

42. Sri Suranjan Sarkar
S/O Narayan of Mathur palli

43. Sri Sudhir Sarkar
S/O Adhar of Mathur palli

44. Sri Himanhshu Sarkar
S/O Sudbir of Mathur palli

45. Sri Sonadhan Sarkar
S/O Adhar of Mathur palli

46. Sri. Santosh Sarkar
S/O sonadhan of Mathur palli

47. Sri sunil sarkar
S/O Adhan of Mathur palli

48. Smt. Gita sarkar
W/O Sunil of Mathur palli

49. Sri Anil sarkar
S/O Adhar of Mathur palli

50. Sri Hiralal sarkar
S/O sudhangshu of Mathur palli

51. Sri Fulkishore sarkar
S/O Nabin of Mathur palli

52. Sri Raidhan sarkar
S/O Fulkishore of Mathur palli

53. Sri Thakurshan sarkar
S/O Fulkishore of Mathur palli

54. Sri Joydhan sarkar
S/O Fulkishore of Mathur palli

55. Sri Dayal Sarkar
S/O Joykishore of Mathur palli

56. Sri Ranjit Sarkar
S/O Dayal of Mathur palli

57. Sri Sanjit Sarkar
S/O Dayal of Mathur palli

58. Smt, Amari Bala Sarkar
S/O Adhin of Mathur palli

59, Smt. Samala Sarkar
S/O Thakurdhan of Mathur palli

60. Smt, Suchitra Sarkar
S/O Rajani of Mathur palli

61. Sri Harekrishna Sarkar
S/O Jogesh of Mathur palli

62. Sri Sankar Sarkar
S/O Haresrishna of Mathur palli

63. Sri Mathi Lal Nama
S/O Purna Ch. of Mathur palli

64. Sri Purna Ch. Nama
S/O Baikunta of Mathur palli

65. Sri Sukh Lal Nama
S/O Purna Ch. of Mathur palli

66. Sri. Hara Lal Nama
S/O Purna Ch. of Mathur palli

67. Sir Sushil Sarkar
S/O Adhin of Mathur palli

68. Sri Pragathi D[illegible]
S/O Abani of Mathur palli

69. sri Dharani Mohan Sarkar
s/o Surendra of Mathur palli

SIKRAIPARA

North Gilatali GP (Kalyanpur Camp.)

1. Sri Harish Debnath, s/o Jogesh
2. sri Prasenjit Sarkar. s/o Gangacharan
3. sri Indrajit Sarkar, s/o Gangacharan
4. sri. Kshirmohan Debnath, s/o Umesh
5. sri Kali Kr, Sarkar, s/o Shya charan
6. sri Anukul Debnath, s/o Chitta Rn.
7. sri Nandalal Debnath, s/o Kamini
8. sri Jogendra Debnath, s/o Behari
9. sri Thakurdhan Sarkar, s/o Tarani
10. sri Pradip Debnath, s/o Paresh
11. smti. Renubala Debnath, w/o Nirmal
12. sri Naresh Sarkar, s/o Rajani
13. sri Srikanta Sarkar, s/o Mahendra
14. sri Abinash sarkar, s/o Chandramohan
15. sri Mangal sarkar, s/o Biswamber
16. smti. Kusummaya Debnath, w/o Jogesh
17. sri Naresh Debnath; s/o Jogesh
18. sri Hiramohan Debnath, s/o Umesh
19. smti Purnasashi Sarkar, w/o Gangacharan
20. sri Ranjit Sarkar, s/o Gangacharan
21. sri samar Debnath s/o Digamber
22. smti. Ashana sarkar, w/o Chandra Kr.
23. sri sunil sarkar, s/o Dhananjoy
24. sri Rakhal sarkar, s/o Bipin

25. sri Bipul sarkar, s/o Bipin
26. sri Nepal sarkar, s/o Bipin
27. smti Dipti sarkar, d/o Abinash
28. smti Gita sarkar, d/o Thakurdhan
29. smti, Kalpana sarkar. w/o Mangal
30. Sri Niranjan Debnath, s/o Kamini
31. sri Subhas Debnath, s/o Chitta Rn.
32. sri Jagadish sarkar, s/o Jogesh
33. sri Kshitish sarkar s/o Jogesh
34. sri Raj Kr. sarkar, s/o Shyama charan
35. sri Kshirmohan sarkar, s/o Raj Kr.
36. smt. Subashi Debnath, w/o Digamber

DINADAYAL SARDAR PARA (ST)

1. sri Rabi charan Debbarma, s/o Bharat
2. sri Biswamani Debbarma, s/o Rabicharan
3. sri Nantu Debbarma s/o Rabicharan
4 sri sushil Debbarma, s/o Jogendra
5. sri Birala Debbarma, s/o surjya Kr.
6. sri Bharat Debbarma, s/o Harimohan
7. sri sarajit Debbarma, s/o Harimohan
8. sri Harimohan Debbarma s/o Indra
9. sri sunil Debbarma, s/o Agunia
10. sri subal Debbarma, s/o Agunia
11. sri Bastab Debbarma, s/o Hemanta
12. sri Takhiray Debbarma, s/o Rabicharan
13. sri sanjit Debbarma. s/o Takhiray
14. sri surjyamani Debbarma, s/o Gagan

15. smt. Sebati Debbarma, w/o Yudhistir
17. sri Akhil Debbarma, s/o Yudhistir
18. sri Sanat Debbarma, s/o Agunia
19. sri Kulindra Debbarma, s/o Mani Ch.
20. sri Hirendra Debbarma, s/o Kulindra
21. sri Deb Kr. Debbarma, s/o Pratap
22. sri Malin Debbarma, s/o Deb Kr.
23. smti Dipti Rani Debbarma, w/o Nagendra
24. sri Tapan Debbarma, s/o Nagendra
25. sri Anil Debbarma, s/o Wakhiray
26. sri Wakhiray Debbarma, s/o Gahan Ch.
27. sri Sunil Debbarma, s/o Kshirode
28. sri Monoranjan Debbarma, s/o Pushram
29. sri Mangal Debbarma, s/o Madhu
30. sri Aghore Debbarma, s/o Sambhu
31. sri Manik Debbarma, s/o Gagan
32. sri Upendra Debbarma, s/o Ramcharan
33. smti. Manjuswari Debbarma, w/o Bipin Ch.
34. smti Surjyalaxmi Debbarma, w/o Aguina
35. sri Pankhiray Debbarma, s/o Rabi charan
36. sri Sukamani Debbarma, s/o Pankhiray
37. sri Jogendra Debbarma, s/o Sambhuram
38. sri Jagatbandhu Debbarma, s/o Gahan Ch.
39. sri Milan Debbarma, s/o Jagatbandhu
40. sri Promode Debbarma, s/o Rajendra
41. sri Laxmikanta Debbarmo, s/o Rajendra
42. Rajendra Debbarma, s/o Ishan Ch.
43. sri Chitta Rn. Debbarma, s/o Rajendra

44. Sri Abhiram Debbarma, S/O Gahan Ch.
45. Smti Sanaka Laxmi Debbarma, W/O Golap Ch
46. Sri Rana Kr. Debbarma, S/O Wakhiray
47. Smti. Susmita Debbarma, W/O Rana Kr.
48. Sri Chitta Rn. Debbarma, S/O Badan Ch.
49. Sri Badan Ch. Debbarma, S/O Manik
50. Smti. Laxmita Debbarma, W/O Iswar Ch.
51. Sri Bimal Debbarma, S/O Ramdhan
51. Smti. Katirang Debbarma, W/O Ramdhan
53. Sri Anindra Debbarma, S/O Budhumani
54. Sri Kamal Kanti Debbarma, S/O Rajendra
55. Sri Sunil Debbarma, S/O Raj Kr.
56. Sri Biplab Debbarma, S/O Raj Kr.
57. Sri Bikram Debbarma, S/O Durgacharan
58. Sri Subindra Debbarma, S/O Bidyamohan
59. Sri Hemanta Debbarma, S/O Suresh
60. Sri Anil Debbarma, S/O Upendra
61. Sri Ranajit Debbarma, S/O Sachindra
62. Sri Sachindra Debbarma, S/O Ram Ch.
63. Sri Bipul Debbarma. S/O Jogendra
64. Sri Sambhu Debbarma, S/O Bharat
65. Sri Kajal Debbarma, S/O Harimohau
66. Sri Samarendra Debbarma, S/O Harimohan
67. Sri Ramendra Debbarma, S/O Harimohan
68. Smti. Satyapati Debbarma, W/O Subal
69. Sri Satyajit Debbarma, S/O Manik
70. Sri Rangkini Debbarma, S/O Laxmikanta
71. Sri Ashish Debbarma, S/O Anil

72. Smti. Renuka Debbarma, W/O Kshirode
73. Sri Nripendra Debbarma, S/O Dhansing
74. Sri Sanatmani Debbarma, S/O Upendra
75 Sri Swapan Debbarma, S/O Upendra
76. Sri Bhrigumani Debbarma, S/O Gayacharan
77. Sri Ritesh Debbarma, S/O Bhrigumani
78. Sri Ritesh Debbarma, S/O
79. Sri Hridaymani Debbarma. S/O Gagan
80. Smti. Kumari Debbarma, W/O Gahan
81. Sri Chitta Debbarma, S/O Nagendra
82. Sri Sunil Debbarma, S/O Ramdhan
83. Smti. Priyabala Debbarma, W/O Ramdhan
84. Sri Ranjit Debbarma, S/O Laxminarayan
85. Sri Charan Debbarma, S/O Laxminarayan
86. Smti. Mangveswari Debbarma, W/O Bipin Ch.

RAIDASHI (UTTAR GHILATALI (ST)

1. Sri Narahari Debbarma S/O Bidhi Ch.
2. Sri Ajit Debbarma, S/O Narahari
3. Sri Padmahari Debbarma, S/O Bidhi Ch.
4. Sri Hemanta Debbarma, S/O Bipin
5. Sri Kunja Kr. Debbarma, S/O Gangamanik
6. Smt. Chinta Rani Debbarma W/O Sanjit

BIDYA MOHAN CHOWDHURY PARA (ST)

1. Sri Biswajit Debbarma, S/O Bahadur
2. Sri Bikram Debbarma, S/O Bahadur
3. Sri Bahadur Debbarma, S/O Badan

4. Sri Ranen Debbarma, S/O Surendra
5. Sri Surendra Debbarma, S/O Bamrai
6. Sri Haricharan Debbarma, S/O Surendra
7. Sri Swapan Debbarma, S/O Bahadur

NORTH GHILATALI (KALYANPUR CAMP)

1. Sri Chitta Rn. Barma, S/O Annamohan
2. Sri Jagadish Choudhury, S/O Jamini
3. Smti. Puspa Rani Sarkar, W/O Sudarshan
4. Sri Purna Mohan Barma, S/O Bidhan
5. Sri Harala Barma, S/O Sudhamohan
6. Smti. Gita Rani Barma, W/O Ashol
7. Sri Lalani Sarkar, S/O Dhulan
8. Sri Makhan Sarkar, S/O Dhulan
9. Sri Mukunda Barma, S/O Kinaram
10. Sri Dulal Barma S/O Rangalal
11. Sri Brajendra Barma, S/O Dulal
12. Sri Alak Barma. S/O Surendra
13. Sri Rammohan Barma, S/O Durgacharan
14. Sri Rabindra Barma, S/O Kailash
15. Sunil Barma, S/O Mahendra
16. Sri Shib charan Barman, S/O Radhamohan
17. Sri Budhen Barman S/O Dukhiram
18. Sri Sunil Deb, S/O Aswini
19. Smti. Dinamani Barman, W/O Indramohan
20. Mohanta Barma, S/O surendra
21. Sri Dhirendra Barma, S/O Matilal
22. Sri Paresh Barma, S/O Goursundar

23. smti. Gita Rani Barma, w/o Arun
24. sri Girindra Barma, s/o Matilal
25. sri Biswamber Barma, s/o Gayamohan
26. sri Sashimohan Barma, s/o Anath
27. smti Saraspati Barma, w/o Kshitish
28. sri Shibcharan Barma, s/o Surjyamohan
29. sri Fatik Barma, s/o Surendra
30. sri Phanimohan Barma, s/o Fatik
31. smti. Prajapati Barman, w/o Harendra
32. sri Amarta Barman, s/o Sattur
33. sri Anil Barman, s/o Adanya
34. sri Bimal Barman, s/o Adanya
35. sri Nilkamal Barman, s/o Nanimohan
36. sri Raicharan Barman, s/o Radhamohan
37. sri Narendra Shil, s/o Harendra
38. sri Kinoram Barman, s/o Sashimohan
39. smti Mani Bala Barma, w/o Nagendra
40. sri Dharmendra Barman, s/o Manmoha
41. smt. Chirata Barman, w/o Leba
42. sri Dinesh Barman, s/o Raimohan
43. sri Surjyamohan Barman s/o Madhab
44. sri. Satyendra Barman s/o Lalit
45. sri Surendra Barman, s/o Chandranath
46. Amal Barman, s/o Anath
47. sri Baishnab Barman, s/o Rairmohan
48. sri Raimohan Barman, s/o Debnarayan
49. sri Krishna Barma, s/o Agar
50. Sri Narendra Barma, s/o Surjyamohan

51. sri Kashiram Barman, s/o Kailash
52. Sri Kinaram Barman, S/O Tuilakchan
53. Smti. Lalita Barman, W/O Rashik
54. Sri Uday Barman, S/O Shibcharan
55. Sri Rabindra Barman S/O Ramnath
56. Sri Parimal Barman, S/OAmartha
57. Sri Nityananda Barman, S/O Nibaran
58. Sri Anil Barma, S/O Subal
59. Smti. Aparajita Barma, W/O Nilmohan
60. Sri Annamohan Barma, S/O Nibaran
61. Sri Niranjan Barma. S/O Anandamohan Barma
62. Sri Sarupdas Baoshnab S/O Brindaban
63. Sri Nibaran Ch. Deb S/O Sashimohan
64. Sri Jogesh Debnath, S/O Rajmohan
65. Smti. Sarala Barma, W/O Nilmohan
66. Sri Babul Barma, S/O Paresh
67. Smti. Asthami Chowdhury W/O Jamini
68. Sri Suklal Barma S/O Madhusudan
69. Sri Radheshyam Barma S/O Nilmohan
70. Smti Puspa Bala Barman, W/O Debnarayan
71. Sri Ramnath Barma, S/O Bejuram
72. Sri Anil Barman, S/O Indramohan
73. Sri Baranta Barman, S/O Surendra
73. Sri Kartik Barma, S/O Goursundar
75. Sri Gajendra Barma, S/O Goursundar
76. Sri Sadananda Barma, S/O Nibaran
77. Sri Sudan Barma, S/O Manmohan
78. Sir Nimai Barma, S/O Sambhuram

79. Sri Monoranjan Barma, S/O Sadananda
80 Sri Harendra Shil, S/O Aswini
81. Sri Dinabandhu Barma, S/O Girish
82. Sri Atish Ch. Deb, S/O Aswini
83. Sri Chanmohan Barma,S/O Ramcharan
84. Sri Chaitan Barma, S/O Raicharan
85. Sri Sasanka Deb, S/O Kshetra
86. Sri Magendra Barma, S/O Manmohan
87. Sri Bishnu Barma, S/O Manmohan
88. Sri Ramani Barma, S/O Fatik
89. Smti, Sabitri Barma, W/O Jogendra
90. Sri Niran Barma, S/O Rajmohan
91. Sri Mukta Barman, S/O Bodhan
92. Sri Sanjoy Barman, S/O Suklal
93. Smti. Ramani Bala Barman, W/O Kinaram
94. Smt. Minati Barman, W/O Dinabandhu
95. Smt. Kanchan Barman, W/O Anath
96. Sri Radheshyam Barman, S/O Adanya
97. Sri Arun Barman, S/O Anil
98. Sri Anil Deb, S/O Aswini
99. Sri Dhanesh Barma, S/O Rammohan
100. Sri Amulya Barman. S/O Sadanada

SIKRAIPARA

1. Sri Krishnadham Biswas, S/O Murari
2. Sri Jatindra Biswas, S/O Krishnadhan
3. Sri Sachindra Biswas, S/O Krishnadhan
4. Sri Manindra Biswas, S/O Krishnadhan

5. Sri Rabindra Biswas, s/o Krishnadhan
6. Sri Debendra Biswas, s/o Krishnadhan
7. sri Rajendra sarkar, s/o Rupchan
8. sri Sanjoy sarkar, s/o Rajendra
9. sri Harendra sarkar, s/o Anath
10. sri Sachindra sarkar, s/o Birendra
11. sri Harimohan sarkar, s/o Mohanlal
12. sri Sankar sarkar, s/o Jogendra
13 sri Kshir mohan sarkar. s/o Chandra Kr.
14. sri Kalimohan sarkar, s/o Bhaktacharan
15. sri Debendra sarkar, s/o Anath
16. sri Narendra sarkar, s/o Anath
17. sri Harendra Sarkar, s/o Birendra
18. sri Laxman Sarkar, s/o Radhacharan
19. sri Anil Sarkar, s/o Haripada
20. sri Dilip Sarkar, s/o Haripad
21. sri Raj Kr. Sarkar, s/o kamini
22. sri Gurucharan Sarkar s/o Jogesh
23. sri Lalmohan Sarkar, s/o Bhulan
24. sri Subhas Sarkar, s/o Chandramohan
25. sri Arabinda Debnath, s/o Harendra
26. sri Sudhan Bindhu Debnath, s/o Harendra
27. sri Amarchan Debnath s/o kamini
28. smti. Haridashi Debnath, w/o Gourdhan
29. smti Chandrabala Debnath, w/o Bhabesh
30. sri Bishu sarkar, s/o Fulkishore
31. sri Mukunda Debnath, s/o Jogesh
32. sri Ruhini Debnath, s/o Rupchan
33. sri Goutam sarkar, s/o Raj kr.

Total—100 + 33 = 133

(Postponed un Starrad Questions & Answers) ANNEXURE—'C'

Admitted Un-Starred question No.—93.

Name of the Member :—Shri Birajit sinha,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চলতি অর্থ বছরে ( ৯৯-২০০০ ) বিভিন্ন সোর্স থেকে কি পরিমান অর্থ পাওয়া গেছে এবং

২। ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তার কত শতাংশ ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর

১। Accountant General এর 1999—2000 এর Actual অনুযায়ী ত্রিপুরা এবং সমস্ত উৎস থেকে মোট 174467·61 লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। এই পাওনার উৎস থেকে 17792·98 লক্ষ টাকা ( কর এবং কর বিহীন ) যার মধ্যে 10174·02 লক্ষ টাকা হল রাজস্ব কর, বাদবাকী 156674·63 লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে ভারতী সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাওনা আভ্যন্তরীন ঋন থেকে। নিম্নে 174467·61 লক্ষ টাকা বিস্তারিত ভাবে দেয়া হল :—

( লক্ষ হিসাবে )

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | আয়কর থেকে পাওনা | Rs— | 6257·00 |
| ২। | কেন্দ্রীয় শুল্ককর থেকে পাওয়া | Rs— | 46698 00 |
| ৩। | পরিকল্পনা বিহীন প্রদান— | Rs— | 559[illegible]·26 |
| ৪। | রাজ্য পরিকল্পনা প্রদান— | Rs— | 56507 12 |
| ৫। | কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পরিলেখ এর জন্য প্রদান— | Rs— | 1631·44 |
| ৬। | কেন্দ্রীয় ভাবে প্রতিশ্রুতির পরিকল্পনার জন্য পাওনা— | Rs— | 8406·48 |
| ৭। | বিশেষ পরিকল্পনা পরিলেখের জন্য পাওনা— | Rs— | 937·30 |
| ৮। | রাজ্য সরকারের আভ্যন্তরীন ঋন— | Rs— | 14530·20 |
| ৯। | পরিকল্পনা বিহীন ঋন - | Rs— | 6545 90 |
| ১০। | রাজ্যর পরিকল্পনা পরিলেখ এর জন্য ঋন - | Rs— | 9069·18 |
| ১১। | কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পরিলেখের জন্য ঋন— | Rs— | 3·60 |
| ১২। | কেন্দ্রীয় ভাবে প্রতিশ্রুতির পরিকল্পনা পরিলেখের জন্য ঋন — | Rs— | 165.11 |
| ১৩। | বিশেষ পরিকল্পনা পরিলেখের জন্য ঋন — | Rs— | 90 90 |
| ১৪। | অন্য গৃহীত ঋন এবং আগাম | Rs— | 237·14 |
| ১৫। | রাজ্যর রাজস্ব খাতে — | Rs— | 17792 93 |
| | | মোট—Rs. | 174467 61 |

২। 2000 সালের মার্চ পর্য্যন্ত খরচ হয়েছে মোট 177344·94 লক্ষ টাকা। 1999-2000 সালের 1999 এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত খরচ পরিস্কার নহে।

Printed by :

Secretary

Tripura Press Owner's Association

AGARTALA, TRIPURA.